Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় হাদিস চর্চা (১৯৫২-২০১৫)

[Study of Hadith in Bengali Language (1952-2015)]



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

গবেষক
মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজিঃ নং-৩১/২০১৬-২০১৭
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
সহকারী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০ বাংলাদেশ
ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ কর্তৃক উপস্থাপিত **"বাংলা ভাষায় হাদিস চর্চা (১৯৫২-২০১৫)" [Study of Hadith in Bengali Language (1952-2015)]** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করা হয়েছে। এটি সম্পূর্ণরূপে তার নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম।

আমার জানা মতে, ইতোপূর্বে এ শিরোনামে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য সন্তোষজনক। আমি এ অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি।

(ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"বাংলা ভাষায় হাদিস চর্চা (১৯৫২-২০১৫)" [Study of Hadith in Bengali Language (1952-2015)]** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে, এ শিরোনামে ইতোপূর্বে কোথাও কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত এ অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে আমি অন্য কোথাও কোন প্রকার ডিগ্রি লাভ বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করিনি।

(মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ)
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজি.নং-৩১/২০১৬-২০১৭
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
সহকারী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিনত চিত্তে অগণিত হামদ-সানা জ্ঞাপন করছি সেই মহা মহিয়ান আল্লাহর প্রতি; যার জন্য সমস্ত প্রশংসা নিবেদিত; যার অগণণ কৃপায় আর সীমাহীন দয়ায় **'বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা (১৯৫২-২০১৫)'** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সুসম্পন্ন করতে পেরেছি। সেই সাথে সালাত-সালাম পেশ করছি বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত, সায়্যিদুল মুরসালীন, খাতামুন্ নাবিয়্যীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি; যিনি গোটা বিশ্ববাসীর জন্য সর্বোত্তম আদর্শ ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব; যার জীবনাদর্শের উপর ভিত্তি করেই বর্তমান এই গবেষণা।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা বিষয়ক অভিসন্দর্ভটি দীর্ঘদিনের এক লালিত স্বপ্ন ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। এ কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পেছনে যাদের অবদান রয়েছে তন্মধ্যে সর্বাগ্রে অকুণ্ঠচিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পিএইচ.ডি. গবেষণার সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক, প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, গবেষক, হাদীসবিশারদ ও বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ স্যারের প্রতি। যিনি আমার এ গবেষণার সূচনাপর্ব থেকে শেষ অবদি প্রতিটি স্তরে প্রত্যক্ষ দিক-নির্দেশনা এবং ঐকান্তিক সহায়তা প্রদান করেছেন; যার ফলে এ গবেষণাটি চূড়ান্ত পর্যায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি।

শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি; যাদের দু'আ, উৎসাহ ও পরামর্শে আজ পিএইচ.ডি. গবেষণাকর্ম সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুল অদুদ, অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্দীন, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নুরুল আমিন, সহযোগী অধ্যাপক ও প্রক্টর ড. মোস্তফা কামালের প্রতি; যারা আমাকে বিভিন্ন সময় তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আরো ধন্যবাদ জানাই আমার অন্যান্য সকল সহকর্মীদের প্রতি, যারা নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও তথ্য-উপাত্তের সন্ধান দিয়ে এ গবেষণাকর্মে আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন, আল-হাদীস, আল-ফিকহ, দাওয়াহ এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের শিক্ষকবৃন্দের প্রতি; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবী বিভাগের শিক্ষকবৃন্দের প্রতি এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবী বিভাগের শিক্ষকবৃন্দের প্রতি; যারা বর্তমান গবেষণাকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে আমাকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

আমার গবেষণাকর্মের তথ্য সংগ্রহের পরিধি ছিল গোটা বাংলাদেশব্যাপী। ফলে এ তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতার জন্য আলিয়া-কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, বিভিন্ন মাদরাসার অধ্যক্ষ, মুহতামিম, মুহাদ্দিস, যারা আমাকে তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের প্রকাশক ও লাইব্রেরির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি; যারা মাঠ পর্যায়ে হাদীসগ্রন্থ বিষয়ক তথ্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। তা ছাড়া যে সকল গ্রন্থের সহযোগিতায় অভিসন্দর্ভটি সমৃদ্ধ হয়েছে, সে সকল গ্রন্থাকারবৃন্দের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমি সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি আমার শ্রদ্ধেয় মা-বাবার জন্য; যারা সর্বদাই আমার গবেষণাকর্মটি সুসম্পন্ন হওয়ার জন্য মহান রবের সমীপে দু'আ করছেন। এ ছাড়া গবেষণাকর্মটি সুসম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আমার সহধর্মিনী মিসেস সুমাইয়ার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি; যার সহযোগিতা ও ত্যাগের কথা ভুলবার নয়; যে সর্বদা সংসারিক নানামুখী কাজের চাপ সহ্য করেও এই গবেষণার শেষ অবদি সহায়তা অব্যাহত রেখেছে।

সর্বপরি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সকল সহকর্মী, শিক্ষার্থী, বন্ধুমহল, গবেষণা সংশ্লিষ্ট কল্যাণীয়বরেষু ও শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিবর্গকে, যদিও তাদের সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি; অনেকের ছোটো-বড়ো অবদানও স্মৃতিচ্যুতি ঘটেছে, আমি তাদের সমীপে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। অবশেষে মহান রবের দরবারে ফরিয়াদ–তিনি যেন আমাকে ও আমার গবেষণাকর্মকে কবুল করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে উভয় জাহানের পরিপূর্ণ কল্যাণ দানে ধন্য করেন। আমীন।

মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

সা.	ঃ	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
আ.	ঃ	আলাইহি ওয়া সাল্লাম
খ্রি.	ঃ	খিষ্টাব্দ / ঈসায়ী সন
জ.	ঃ	জন্ম
মৃ.	ঃ	মৃত্যু
ড.	ঃ	ডক্টর
ডা.	ঃ	ডাক্তার (চিকিৎসক)
ঢাবি	ঃ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রাবি	ঃ	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
চবি	ঃ	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
ইবি	ঃ	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
ইফাবা	ঃ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
তা.বি.	ঃ	তারিখ বিহীন
পৃ.	ঃ	পৃষ্ঠা
রা	ঃ	রাদিয়াআল্লাহু আনহু/আনহা/ আনহুমা/ আনহুম/ আনহুন্না
রহ.	ঃ	রহমাতুল্লাহি আলাইহি
সংস্ক.	ঃ	সংস্করণ
সং	ঃ	সংখ্যা
খ.	ঃ	খণ্ড
হি.	ঃ	হিজরী সাল
বি.দ্র.	ঃ	বিস্তারিত দ্রষ্টব্য
P.	ঃ	Page
pp.	ঃ	Pages
Vol.	ঃ	Volume
Ibid	ঃ	Ibidem
Ed.	ঃ	Edition

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রত্যয়নপত্র..... **II**
ঘোষণাপত্র ..... **III**
কৃতজ্ঞতা স্বীকার ..... **IV**
শব্দ সংকেত ..... **V**
সূচিপত্র..... **VI**
ভূমিকা..... **IX- XI**
প্রথম অধ্যায় : গবেষণার পটভূমি, সাহিত্য পর্যালোচনা, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও প্রত্যয়গত অভিজ্ঞান.... **১২-৩০**
গবেষণার পটভূমি.....১৩
সাহিত্য পর্যালোচনা ১৫
গবেষণার প্রশ্নসমূহ.....২০
গবেষণার মৌল প্রত্যয় ২১
গবেষণার যৌক্তিকতা ২২
গবেষণার উদ্দেশ্য.....২৩
গবেষণার পদ্ধতি ২৪
গবেষণার সীমাবদ্ধতা.....২৮
অধ্যায় বিন্যাস ৩০
দ্বিতীয় অধ্যায় :হাদীস চর্চা: পরিচয়, প্রয়োজনীয়তা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ.....৩১-৬২
২.১ হাদীস পরিচিতি, প্রয়োজনীয়তা, অপরিহার্যতা ও প্রামাণিকতা.....৩২
২.২ প্রথম যুগ : হিজরী প্রথম শতাব্দীতে হাদীস চর্চা.....**৪০**
হাদীসের উৎপত্তি ৪১
রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবদ্দশায় হাদীস চর্চা ৪৩
সাহাবী ও প্রবীণ তাবি'ঈদের যুগে হাদীস সংরক্ষণ ও চর্চা ৪৬
২.৩ দ্বিতীয় যুগ : হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে হাদীস চর্চা..... **৫৩**
২.৪ তৃতীয় যুগ : হিজরী তৃতীয় শতাব্দী হতে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত হাদীস চর্চা **৫৭**
হিজরী তৃতীয় শতাব্দী: হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ ৫৭
হিজরী চতুর্থ শতাব্দী: হাদীস সংকলনের পরিপূর্ণতার যুগ ৫৯
হিজরী পঞ্চম শতক ও তৎপরবর্তী যুগে হাদীস চর্চা ৬১
তৃতীয় অধ্যায়: বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার বিকাশ ধারা **৬৩-১২৮**
৩.১ ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম: হাদীস চর্চার সূচনা ও বিকাশ.....**৬৪**
৩.২ সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশে সাহাবা কিরামের আগমন ও হাদীস চর্চা ৬৪
হযরত উমর ফারুক (রা.) এর যুগে.....৬৫
হযরত উসমান (রা.) এর যুগে.....৬৬
হযরত মু'আবিয়া (রা.) এর যুগে.....৬৬
৩.৩ সিন্ধু বিজয় উত্তরকালে ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস চর্চা.....৬৭
মানসুরায় হাদীস চর্চা কেন্দ্র.....৬৮
দেবলে হাদীস চর্চা কেন্দ্র ৬৮
কুসদারে হাদীস চর্চা কেন্দ্র.....৬৯
লাহোরে হাদীস চর্চা কেন্দ্র ৭০

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪ ভারতীয় উপমহাদেশের হাদীস চর্চা কেন্দ্র ও বিখ্যাত মুহাদ্দিসবৃন্দ ৭০
দিল্লি : নিযামুদ্দীন আওলীয়ার হাদীস চর্চা কেন্দ্র ৭১
বিহার : শরফুদ্দীন আল-মানীরীর হাদীস চর্চা কেন্দ্র ৭২
কাশ্মীর : সাইয়্যিদ আল-হামদানীর হাদীস চর্চা কেন্দ্র ৭৩
মুলতান : শায়খ যাকারিয়ার হাদীস চর্চা কেন্দ্র ৭৪
বহির্বিশ্ব থেকে আগত মুহাদ্দিসবৃন্দ ৭৪
৩.৫ ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস চর্চার স্বর্ণযুগ ৭৫
ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক ধারা ৭৮
৩.৬ বাংলাদেশে ইসলাম: হাদীস চর্চার সূচনা ও বিকাশ ধারা ৭৯
বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ৭৯
বাংলাদেশে হাদীস চর্চা: সূচনা ও পদ্ধতি ৮২
বঙ্গ অঞ্চলে হাদীস চর্চার বিকাশ ৮৬
বঙ্গ অঞ্চলের মাদরাসা ৮৭
মুহাদ্দিসগণের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে হাদীস শাস্ত্রের আগমন ও চর্চা ৯০
৩.৭ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে হাদীস চর্চার বিকাশ ৯৩
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৯৪
বাংলা ভাষায় প্রাচীন যুগে হাদীস চর্চা ৯৭
বাংলা ভাষায় মধ্য যুগে হাদীস চর্চা ৯৭
বাংলা ভাষার আধুনিক যুগে হাদীস চর্চা ১০০
বিংশ শতকে (১৯০১-২০০০) হাদীস চর্চা ১০২
একবিংশ শতকে (২০০১-বর্তমান) হাদীস চর্চা ১০৯
লোক সাহিত্যে হাদীস চর্চা ১১০
শিশু সাহিত্যে হাদীস চর্চা ১১৪
সীরাত সাহিত্যে হাদীস চর্চা ১১৬
৩.৮ বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা (১৯৫২-২০১৫) ১২২
বাংলা ভাষায় রচিত, সংকলিত হাদীস গ্রন্থ ১২২
বাংলা ভাষায় অনূদিত হাদীস গ্রন্থ ১২৪
বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যামূলক হাদীস গ্রন্থ ১২৭
বাংলা ভাষায় রচিত উসূল ও রিজাল শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ ১২৮
চতুর্থ অধ্যায় : বাংলা ভাষায় রচিত হাদীস গ্রন্থাবলী: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার ১২৯-১৯৭
পঞ্চাশের দশকে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা ১৩০
ষাটের দশকে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা ১৩২
সত্তরের দশকে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা ১৩৬
আশির দশকে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা ১৪০
নব্বইয়ের দশকে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা ১৪৯
২০০০-২০১০ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা ১৫৮
২০১১-২০২১ (বর্তমান) পর্যন্ত বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা ১৭৩
পঞ্চম অধ্যায়: বাংলা ভাষায় উসূলুল হাদীস ও রিজাল শাস্ত্র চর্চা ১৯৮-২২৬
উসূলুল হাদীসের পরিচয় ১৯৯
উসূলুল হাদীসের উৎপত্তি ও বিকাশ ২০০
রিজালুল হাদীসের পরিচয় ২০৮

Dhaka University Institutional Repository

রিজালশাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ২১০
রিজালশাস্ত্র বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ২১৪
বাংলা ভাষায় উসূলুল হাদীস ও রিজালশাস্ত্র চর্চা: উৎপত্তি ও বিকাশ ধারা ২১৭
বাংলা ভাষায় উসূল ও রিজালশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার ২১৭
ষষ্ঠ অধ্যায় : বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান: ধরন ও প্রকৃতি ২২৭-৩১৬
৬.১ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা ২২৮
আলিয়া মাদরাসা ধারা: ইতিহাস ও ঐতিহ্য ২২৮
আলিয়া মাদরাসা শিক্ষাধারায় বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা (ইবতেদায়ী-কামিল) ২৩৭
কওমী মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা: সূচনা ও বিকাশ ধারা ২৩৯
কওমী শিক্ষাধারায় বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা (ইবতিদায়ী-তাকমিল) ২৪৩
আত-তাখাসসুস ফি উলুমিল হাদীস (উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ) ২৪৪
স্কুল-কলেজ পর্যায় বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা (প্রাথমিক-উচ্চমাধ্যমিক) ২৪৭
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে হাদীস চর্চা ২৪৯
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে হাদীস চর্চা ২৭৩
মসজিদ ভিত্তিক হাদীস চর্চা ২৭৯
খানকা ভিত্তিক হাদীস চর্চা ২৮১
৬.২ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে হাদীস চর্চা ২৮৪
প্রিন্ট মিডিয়া [পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী] ২৮৪
ইলেকট্রনিক মিডিয়া [সরকারী-বেসরকারি বেতার ও টিভি] ২৯২
অ্যাপলিকেশন ভিত্তিক হাদীস চর্চা ৩০২
ওয়েবসাইট ভিত্তিক হাদীস চর্চা ৩১৪
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হাদীস চর্চা ৩১৫
সপ্তম অধ্যায় : বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক গবেষণা ৩১৭-৩৭৫
৭.১ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাংলা ভাষায় হাদীসশাস্ত্রের গবেষণা : এম.ফিল ও পি.এইচডি. ৩১৮
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীসশাস্ত্রের গবেষণা ৩১৯
হাদীস বিষয়ক গবেষণায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ৩২৮
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীসের গবেষণা ৩৩৫
হাদীস গবেষণায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান ৩৩৮
৭.২ গবেষণা পত্রিকায় হাদীস চর্চা ৩৫৯
৭.৩ বাংলাদেশের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে হাদীস চর্চা ৩৭৪
অষ্টম অধ্যায় : বাংলাভাষী প্রখ্যাত হাদীসবিশারদগণের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ও বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় তাঁদের অবদান ৩৭৬-৪৭৩
প্রয়াত মুহাদ্দিসগণের হাদীস চর্চার কীর্তি ৩৭৮
জীবিত হাদীসবিশারদগণের হাদীসশাস্ত্র চর্চায় অবদান ৪৩২
বিভাগভিত্তিক প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসবৃন্দ ৪৬৪
সার্বিক পর্যালোচনা ও গবেষণার ফলাফল ৪৭৪
সুপারিশমালা ৪৭৭
উপসংহার ৪৭৯
গ্রন্থপঞ্জি ৪৮২-৪৯১

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সকল প্রশংসা কেবল মহান আল্লাহর জন্যই নিবেদিত; যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রিয়বন্ধু হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উপর; যার বাণী ও জীবনাদর্শের উপর ভিত্তি করেই বর্তমান এই গবেষণা। সেই সাথে তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবা কিরাম ও উম্মাহর সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গের উপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

আল-কুরআন মহান আল্লাহর চিরন্তন বাণী। আল-হাদীস এরই শাশ্বত ব্যাখ্যা। যা ইসলামী শরীয়াতের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতিকে হাদীস বলা হয়। সেই হাদীস ভাণ্ডার তাঁর জীবদ্দশায় সুবিন্যস্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়নি; বরং তা সাহাবীগণের ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিচ্ছিন্নভাবে সংরক্ষিত ছিলো। তবে তা সংরক্ষণের প্রধান উপায় ছিলো মুখস্থ করণ, মৌখিকভাবে প্রচার-প্রসার ও শিক্ষাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই দেখা যায়, নবী কারীম (সা.) সাহাবীগণের প্রতি হাদীস মুখস্থ করতে এবং তা অনাগতদের নিকট পৌঁছে দিতে উৎসাহ ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন। ফলে সাহাবা কিরাম তাঁর নির্দেশ মোতাবেক হাদীস প্রচার-প্রসার ও সংরক্ষণে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তৎপরবর্তী যুগের হাদীসবিশারদগণও পবিত্র হাদীসের প্রচার, প্রসার, শিক্ষাদান, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সংকলনে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাদের অবর্ণনীয় ত্যাগ-তিতিক্ষার ফলে হাদীসশাস্ত্র প্রজন্ম পরম্পরায় বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে সাড়ে তিন হাজারের ওপর ভাষা প্রচলিত রয়েছে। তন্মধ্যে বাংলা একটি ঐতিহ্য সমৃদ্ধ ও প্রাচীনতম ভাষা। ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ মাতৃভাষা। বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় পঁচিশ কোটি লোকের মুখের ভাষা বাংলা। এর মধ্যে প্রায় বিশ কোটি মুসলিম; যারা বাংলা ভাষায় কথা বলেন, মনের ভাব প্রকাশ করেন। এ ভাষায় রচিত হয়েছে কালজয়ী অনেক কাব্য-মহাকাব্য; অনূদিত হয়েছে বহু মহামূল্যবান সাহিত্য ভাণ্ডার। পৃথিবীর ভাষাসমূহের মধ্যে একমাত্র বাংলারই রয়েছে রক্তস্নাত ঐতিহ্যিক ইতিহাস। এ বিশাল বাঙ্গালী মুসলিম জনগোষ্ঠির জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম পালনের দ্বিতীয় প্রধান মাধ্যম হচ্ছে হাদীস; কিন্তু প্রাচীনতম ঐতিহ্যিবাহী এ ভাষায় 'বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা' শিরোনামে কোন গবেষণা অদ্যাবধি সম্পন্ন হয়নি। অথচ নবীর (সা.) যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত নানা দেশে বিভিন্ন ভাষায় হাদীস চর্চা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলা ভাষার ইতিহাস সুপ্রাচীন। কিন্তু এ অঞ্চলে বাঙালী মুসলিমদের ইতিহাস এক হাজার বছরের। তাদের সূচনা পর্বে বিদেশ থেকে আগত মুবাল্লিগ-দাঈ, আলিম-ওলামা ও মুহাদ্দিসবৃন্দ এ অঞ্চলে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করেছেন। তারা এ ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করেছেন অসংখ্য মসজিদ, মাদরাসা, মক্তব ও খানকা। এ সকল প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে তারা দ্বীনের দাওয়াত প্রচার করতেন। যেহেতু তারা কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক দ্বীনের দাওয়াত দিতেন, সেহেতু সেগুলোকে কুরআন-হাদীস চর্চাকেন্দ্রও বলা যেতে পারে। এ ছাড়াও মুহাদ্দিসগণ উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে হাদীসের পাঠদান করতেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এ অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে অগণিত হাদীসবিদ।

বাংলাভাষী প্রথিতযশা হাদীসবিশারদগণ হাদীসশাস্ত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছেন। তারা প্রণয়ন করেছেন বাংলা ভাষায় হাদীসের বহু মূল্যবান সংকলন, অনুবাদ ও ভাষ্যগ্রন্থ। যুগের আবর্তনে হাদীস চর্চা হয়ে আসছে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ধারায় ও প্রচার মাধ্যমে। তা ছাড়া এ ভাষাতে হাদীস বিষয়ক বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে সম্পাদিত হয়েছে বহু গবেষণাকর্ম। কিন্তু বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার বিষয়টি যথাযথ গবেষণার অভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালেই রয়ে গেছে। তাই বাংলা ভাষার সুদীর্ঘ ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে এ ভাষায় হাদীস চর্চার অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার মানসে "বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা (১৯৫২-২০১৫)" শীর্ষক গবেষণাকর্মের অবতারণা।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ক্রমাগ্রসরতার ভিত্তিতে রচিত বক্ষমান অভিসন্দর্ভটি সুন্দর অবয়বে সুবিন্যস্তাকারে উপস্থাপনের নিমিত্ত আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এর প্রথম অধ্যায়ে **'গবেষণার পটভূমি, সাহিত্য পর্যালোচনা, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও প্রত্যয়গত অভিজ্ঞান'** শিরোনামে গবেষণার প্রেক্ষাপট বর্ণনা, প্রাসঙ্গিক সাহিত্য নিরক্ষণ যা বিষয়বস্তু নির্বাচন হতে শুরু করে অভিসন্দর্ভ পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য নির্ধারণ, পদ্ধতি উদ্ভাবন, গবেষণার শূণ্যতা নির্ণয়, তথ্যবিশ্লেষণ ও ফলাফল নির্ধারণ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক ভিত্তি ও প্রয়োগিক কৌশল নির্ণয়ে

Dhaka University Institutional Repository

সহায়তা করেছে। এ ছাড়া গবেষণার প্রশ্নসমূহ, পরিধি, মৌলিক প্রত্যয়সমূহ, যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য, সীমাবদ্ধতা, গবেষণা পদ্ধতি উদ্ভাবন ও অধ্যায়বিন্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। বস্তুত এ অধ্যায়ে গবেষণা কর্মের প্রস্তাবিত রূপরেখার যৌক্তিকতা পূনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম করা হয়েছে **'হাদীস চর্চা: পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ'**। এ বিশ্লেষণে হাদীস শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচিতি, হাদীসের গুরুত্ব, তাৎপর্য, প্রয়োজনীয়তা, অপরিহার্যতা, প্রামাণিকতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ; অতঃপর হিজরী প্রথম শতাব্দীতে হাদীস চর্চা প্রসঙ্গে পর্যালোচনায় হাদীসের উৎস, উৎপত্তি, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায় হাদীস চর্চা, সাহাবী ও প্রবীণ তাবি'ঈদের যুগে হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও চর্চা; তারপরে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে হাদীস চর্চার বর্ণনা এবং হিজরী তৃতীয় শতাব্দী হতে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত বিশেষত: হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ খ্যাত হিজরী তৃতীয় শতাব্দী; হাদীস সংকলনের পরিপূর্ণতার যুগ হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং হিজরী পঞ্চম শতক ও তৎপরবর্তী যুগে হাদীস বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিসরে একটা পরিষ্কার বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। বস্তুত এই পর্যালোচনাটি বর্তমান গবেষণার প্রারম্ভিক অনুসন্ধান, যা পরবর্তী আধ্যায়ে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার বিকাশ ধারা বিশ্লেষণের মৌল ভিত্তি।

'বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার বিকাশ ধারা' শিরোনাম করা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ের। এতে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আগমন এবং হাদীস চর্চার সূচনা ও বিকাশ; সিন্ধু বিজয় উত্তরকালে ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস চর্চা; ভারতীয় উপমহাদেশের হাদীস চর্চা কেন্দ্র ও বিখ্যাত মুহাদ্দিসবৃন্দ; বহির্বিশ্ব থেকে আগত মুহাদ্দিসবৃন্দ; ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস চর্চার স্বর্ণযুগ; ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক ধারা; বাংলাদেশে ইসলামের আগমন এবং হাদীসশাস্ত্র চর্চার সূচনা ও বিকাশ; বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে হাদীস চর্চার বিকাশ ধারা; বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস; বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগে হাদীস চর্চা; লোক সাহিত্য, সীরাত সাহিত্য ও শিশু সাহিত্যে হাদীস চর্চা; বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় (১৯৫২-২০১৫) বর্তমান (২০২১) পর্যন্ত হাদীস শাস্ত্রের মৌলিক, সংকলিত, অনূদিত ও ব্যাখ্যাত গ্রন্থরাজির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, উপমা ও তালিকা আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ অধ্যায়টি ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীসশাস্ত্র বিকাশের পর্যালোচনার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার প্রবেশদ্বার সনাক্ত করা, যা পরবর্তী অধ্যায়ে হাদীস গ্রন্থাবলীর স্বরূপ উন্মোচনের মাধ্যমে বিশ্লেষিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে **'বাংলা ভাষায় রচিত হাদীস গ্রন্থাবলীর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার'** শিরোনামে ১৯৫২ সাল থেকে বর্তমান (২০২১) পর্যন্ত সাতটি দশকভিত্তিক শিরোনামের অধীন তথা ৫০ এর দশক থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা ভাষায় রচিত-সংকলিত হাদীস গ্রন্থাবলী; অনূদিত হাদীস গ্রন্থসমূহ এবং ব্যাখ্যামূলক হাদীস গ্রন্থরাজি অনুবাদের ধরন, প্রকৃতি, স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিস্তারিত পরিসরে পর্যালোচনা করা হয়েছে। তবে গ্রন্থ নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হাদীস বিষয়ক গ্রন্থরাজির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। উল্লিখিত গ্রন্থের হাদীস ভাণ্ডারের বিশুদ্ধতা নির্ভর করে উসূলুল হাদীস ও রিজালুল হাদীসের নির্ধরিত মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়ার উপরে। তাই বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে পরবর্তী অধ্যায়ে বাংলা ভাষায় উসূলুল হাদীস ও রিজাল শাস্ত্র চর্চার তথ্যানুসন্ধান ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

'বাংলা ভাষায় উসূলুল হাদীস ও রিজালশাস্ত্র চর্চা' শিরোনামে পঞ্চম অধ্যায়ে উসূল ও রিজালশাস্ত্র পর্যালোচনায় প্রথমত: উসূলুল হাদীসের পরিচয়, এর উৎপত্তি ও বিকাশ; অতঃপর রিজালুল হাদীসের পরিচয়, এর উৎপত্তি ও বিকাশ; এরপরে বাংলা ভাষায় উসূলুল হাদীস ও রিজালুল হাদীস চর্চার বিকাশ ধারা এবং বাংলা ভাষায় প্রণীত উসূলুল হাদীস ও রিজালুল হাদীসবিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার প্রসঙ্গে বিস্তারিত পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। পূর্বের (চতুর্থ) অধ্যায় এবং বর্তমান (পঞ্চম) অধ্যায়ে বাংলা ভাষায় রচিত মৌলিক, সংকলিত, অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হাদীস, উসূলুল হাদীস ও রিজালশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থসমূহের পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে, যা অনেকাংশে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক উপকরণ। তাই পরবর্তী অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ধারায় হাদীস চর্চার ধরন ও প্রকৃতি বিশ্লেষিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়ে **'বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রচারমাধ্যম'** শিরোনামে প্রথমত: প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা বলতে– আলিয়া ও কওমী মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় হাদীস চর্চা, স্কুল-কলেজ ও পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে হাদীস চর্চা, মসজিদ ভিত্তিক হাদীস চর্চা, খানকা ভিত্তিক হাদীস চর্চা; অতঃপর বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে হাদীস চর্চা তথা প্রিন্ট মিডিয়া: দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ষাণ্মাসিক ও বাৎসরিক পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ও স্মারক গ্রন্থ; ইলেকট্রনিক মিডিয়া: সরকারি-বেসরকারি বেতার ও টেলিভিশন; বিভিন্ন অ্যাপলিকেশন, ওয়েবসাইট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হাদীস চর্চার বাস্তব চিত্র ও এদের সামাজিক প্রভাবের পর্যালোচনা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ বিশ্লেষণ বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার নানা ধারার প্রাতিষ্ঠানিক তৎপরতা ও হাদীস চর্চার বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমের নানা দিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা হাদীসের উচ্চতর গবেষণার প্রেক্ষিত রচনা করেছে বলা চলে।

'বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক গবেষণা' শিরোনাম করা হয়েছে সপ্তম অধ্যায়ের। বাংলাদেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের নিমিত্ত (অপ্রকাশিত) গবেষণা অভিসন্দর্ভ অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা; বাংলা ভাষায় রচিত বিভিন্ন গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত হাদীস বিষয়ক প্রবন্ধ পর্যালোচনা এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হাদীস বিষয়ক গবেষণাকর্মের পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে এ বিষয়ে নতুন গবেষকদের গবেষণার রসদ যোগাবে। পরবর্তী অধ্যায়ে যাদের পরম্পরায় বাংলাদেশে হাদীসশাস্ত্রের আগমন-বিকাশ এবং বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় তাদের কর্মতৎপরতা অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

সর্বশেষ অভিসন্দর্ভের অষ্টম অধ্যায়ে **'বাংলাভাষী প্রখ্যাত হাদীসবিশারদগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় তাঁদের অবদান'** শিরোনামে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বাছাইকৃত (প্রায়) একশত বাংলাভাষী হাদীসবিশারদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ও বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় লোকচক্ষুর অন্তরালে চেপে থাকা তাঁদের অবদানের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সকল ধারার (আলিয়া, কওমী ও বিশ্ববিদ্যালয়) বাংলাভাষী প্রখ্যাত হাদীসবিশারদগণের (প্রয়াতদের মৃত্যু সালের ক্রমানুসারে এবং জীবিতদের জন্ম সালের ধারাবাহিকতায়) সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য এবং বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় তাঁদের অবদানের পর্যালোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এ ছাড়াও বাংলাদেশের বিভাগ ভিত্তিক (একশত ঊনানব্বই) খ্যাতনামা মুহাদ্দিসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে। অতঃপর সার্বিক পর্যালোচনার মাধ্যমে গবেষণার ফলাফল, সুপারিশমালা উদ্ধৃত হয়েছে। সবশেষে উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি সংযোজিত হয়েছে। উল্লিখিত অধ্যায় বিন্যাসের ধারায় যথাযথ গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে গবেষণাকর্মটি পরিচালনা করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার স্বরূপ উন্মোচন করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। এটি-ই মূলত বর্তমান গবেষণার চূড়ান্ত পর্যায় যা বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন বর্তমান গবেষণাকর্মের ফলাফল বিধৃত করে।

বক্ষমান অভিসন্দর্ভটি (Qualititive) গুণগত ও (Quantitive) সংখ্যাগত পদ্ধতির সমন্বয়ে মিশ্র পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে। তবে সিংহভাগ ক্ষেত্রে গুণগত রীতির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ ও জরিপ পদ্ধতি এবং তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে ডকুমেন্টেশন সার্ভে ও সার্ভে পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। এতে উদ্ধৃতি ও তথ্যসূত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বীকৃত গবেষণা রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। বাংলা বানানের অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসৃত হয়েছে। তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে তার স্বাতন্ত্র্যিক বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রাখা হয়েছে। বর্তমান গবেষণা ক্ষেত্রটির পরিসীমা অতি ব্যাপক। এ বিশাল গবেষণা ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় সকল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। বিশেষত: বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে কোথাও বিস্তারিত, আবার কোথাও সংক্ষেপে সাবলীল বর্ণনার মাধ্যমে অনুসন্ধানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে; যাতে ভবিষ্যৎ গবেষকগণ তাতে পরবর্তী গবেষণার পথ খুজেঁ পায়।

আমার এ গবেষণাকর্ম জ্ঞানের জগতে এক নতুন সংযোজন হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। অবশেষে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন আমাকে ও পাঠককূলকে এ অভিসন্দর্ভ দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার পটভূমি, সাহিত্য পর্যালোচনা, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও প্রত্যয়গত অভিজ্ঞান

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার পটভূমি, সাহিত্য পর্যালোচনা, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও প্রত্যয়গত অভিজ্ঞান

বাংলা ভাষায় হাদীস[১] চর্চার ক্রমাগ্রসরমান অগ্রযাত্রায় হাদীস পঠন-পাঠন, গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক করণের ধারায় সম্পাদিত হয়। সময় ও প্রেক্ষিত বিবেচনায় ভাষা ও সাহিত্য মানে সে গ্রন্থগুলোর গবেষণার মান ক্রমশ উন্নততর। এ সকল সাহিত্য ও সংশ্লিষ্ট গবেষণাসমূহ পদ্ধতিগত (বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ-জরিপ, ঐতিহাসিক বর্ণনা, সাক্ষাৎকারমূলক ও সরেজমিন পরিদর্শন ইত্যাদি) দিক বিবেচনায় পুনঃনিরীক্ষণ প্রয়োজন, যাতে "বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা" শিরোনামে গবেষণার যৌক্তিকতা নির্মাণ করা যায়। এ অধ্যায়ে গবেষণার পটভূমি, সাহিত্য নিরীক্ষণ, উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি ও প্রত্যয়গত অভিজ্ঞান বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণার শূণ্যতা সনাক্ত করণ এবং যথাযথ গবেষণা পদ্ধতি উদ্ভাবন করাই উদ্দেশ্য। মোদ্দাকথা, বর্তমান গবেষণাকর্মের প্রস্তাবিত রূপরেখার যৌক্তিকতার পূনর্মূল্যায়নই এ অধ্যায়ের প্রধান উদ্দেশ্য।

গবেষণার পটভূমি

ইসলামের দ্বিতীয় উৎস হাদীস। কুরআনের পরেই এর শরঈ অবস্থান। কুরআন ইসলামের প্রদীপ স্তম্ভ, হাদীস এর বিচ্ছুরিত আলোক রশ্মি। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান জগতে কুরআন যেন হৃৎপিণ্ড, আর হাদীস এই হৃৎপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। ধমনী যেমন প্রতিনিয়ত রক্তস্রোত প্রবাহিত করে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সদা সতেজ-সজীব ও সচল রাখে, ঠিক তেমনই হাদীস কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে ইসলাম নামক জীবনব্যবস্থাকে আধুনিক, সচল-সজীব, পালনযোগ্য ও যুগোপযোগী করে তোলে। কুরআন মাজীদে বিভিন্ন বিষয়ের সংক্ষিপ্ত মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ (সা.) সে সকল সংক্ষিপ্ত মূলনীতি ও বিধি-বিধানের ব্যাখ্যাকার হিসেবে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم

"আর আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে।"[২] অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুরআন অতি সংক্ষেপে বিধি-বিধান বর্ণনা করেছে, করণীয় ও বর্জনীয় কার্যাবলী এক কথায় ঘোষণা দিয়েছে, কিন্তু করণীয় কার্যাবলী আদায়ের পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট নীতিমালা কিছুই ব্যাখ্যা করেনি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কুরআন সালাত আদায় অপরিহার্য করেছে, কিন্তু সালাতের সুনির্দিষ্ট সময়সূচী, রাকাত সংখ্যা, আদায়ের পদ্ধতি ঠিক করে দেয়নি। এমনকি এ সম্পর্কে কিছুই বর্ণনা করেনি; বরং মহানবী (সা.) তার দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুওয়াতী জীবনে এসব বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে কখনও তিঁনি (সা.) নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা মোতাবেক কথা বলেননি; বরং তা প্রত্যাদেশের (ওহী) ভিত্তিতেই করতেন। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

"আর তিনি (সা.) প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। এ তো, ওহি যা প্রত্যাদেশ করা হয়।"[৩]

যেহেতু মহানবী (সা.) ইসলামের ব্যাপারে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণে কিংবা বানিয়ে কোন কথা বলতেন না; সে কারণে রাসূল (সা.) আনীত সকল বিধান তাঁর উম্মাহর প্রতি সাদরে গ্রহণের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। যেমন: মহান আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মদীকে লক্ষ্য করে বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

---

১ আরবী (حديث) শব্দটির বাংলা বানান 'হাদীস' অধিকতর উপযুক্ত; যা বক্ষমান গবেষণা অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, গবেষণা শিরোনামে উদ্ধৃত 'হাদিস' বানানটিও প্রমিত বানানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

২ আল কুরআন, ১৬ : ৪৪

৩ আল কুরআন, ৫৩ : ৩-৪

Dhaka University Institutional Repository

"রাসূল তোমাদের যা দেন তোমরা তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে বারণ করেন তা থেকে বিরত থাক।"[৪] সুতরাং উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে এ কথা নির্দিধায় বলা যায় যে, হাদীস ইসলামের অকাট্য দলীল ও প্রামাণ্য উৎস। পৃথিবীতে আগত সকল জাতি-গোষ্ঠির জন্য পথ প্রদর্শক হিসেবে নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহর বাণী,

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

"আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই পথ প্রদর্শক রয়েছে।"[৫] তাঁরা প্রত্যেকেই (স্বজাতীয়) মাতৃভাষায় পথহারা মানুষদেরকে আল্লাহর পথে আহবান করেছেন। এর স্বপক্ষে কুরআন মাজীদ প্রমাণ দিচ্ছে,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

"আর আমি প্রত্যেক রাসূলকে তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি; যাতে তিনি তাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে (বিধান) বর্ণনা করতে পারেন।"[৬] অজ্ঞতার অন্ধকারের প্রবল বন্যায় যখন সমগ্র আরব ভূমি প্লাবিত, বিশ্বমানবতা যখন মুক্তির জন্য ত্রাহি ত্রাহি করছিল, ঠিক এমনই এক বিভীষিকাময় মুহূর্তে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আরবদেশে প্রেরিত হন। সঙ্গত কারণেই কুরআন-হাদীসের ভাষা আরবী; কিন্তু এর আবেদন সর্বকালীন ও বিশ্বজনীন। এ জন্যই মহানবী (সা.) এর নির্দেশ,

بَلِّغُوْا عَنِّي وَلَوْ اٰيَةً

"আমার পক্ষ হতে একটি (হাদীস) বাণী হলেও তা (মানুষের নিকট) পৌঁছে দাও।"[৭]

পৃথিবীতে রয়েছে অসংখ্য জাতি ও অগণিত ভাষা। ভাষা মনের ভাব প্রকাশের বাহন। তাই প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজ নিজ ভাষায় তাদের মনের ভাব ব্যক্ত করেন। ফলে তাদের পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান ঘটে। আবার এক অঞ্চলের ভাষা যখন অন্য ভাষা ভাষীদের নিকট উপস্থাপন করা হয় তখন দেখা দেয় নানা সমস্যা। প্রয়োজন পড়ে ভাষ্যকারের। আরবী আরবদের মাতৃভাষা। মহানবী (সা.) আরব দেশে জন্মগ্রহণ করেন। যুক্তিসঙ্গত কারণেই তিনি আরবী ভাষায় কথা বলতেন। নবুওয়াত লাভের পর মহানবী (সা.) এর মুখনিসৃত অগণিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে তাঁর একটি বাণী "আমার পক্ষ হতে একটি (হাদীস) বাণী হলেও তা (মানুষদেরকে) পৌঁছে দাও।" এটা কী করে সম্ভব? অথচ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আরবী ভাষা জানে না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আনীত বিধান পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে পৌঁছাতে হলে দু'টি পদ্ধতির যে কোন একটি অবলম্বন আবশ্যক হয়ে পড়বে। প্রথমত: হয়তো বিশ্ববাসী প্রত্যেকটি মানুষকে আরবী ভাষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। নয়তো প্রত্যেক জাতির ভাষায় তাদের উপযোগী করে কুরআন-হাদীসের জ্ঞান পরিবেশন করতে হবে। বাস্তবসম্মত কারণেই প্রথম পদ্ধতিটি অনুসরণ করা অসম্ভব এবং আল্লাহ তা'আলারও অভিপ্রায় তা নয়। কাজেই প্রত্যেক জাতির নিকট তাদের স্ব-স্ব ভাষায় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বাণী উপস্থাপন করার বিকল্প নেই। এই বোধ ও উপলব্ধি থেকেই 'বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা' নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয় এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনামূলক অধ্যয়ন করতে শুরু করি; এভাবেই এ গবেষণা কর্মের সূত্রপাত হয়।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, বাংলা পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাসমূহের অন্যতম। এ ভাষায় রচিত হয়েছে কালজয়ী অনেক কাব্য-মহাকাব্য। পৃথিবীর ভাষাসমূহের মধ্যে একমাত্র বাংলারই রয়েছে রক্তস্নাত ঐতিহ্যিক ইতিহাস। বাংলা ভাষার ইতিহাস সুপ্রাচীন হলেও বাঙালী মুসলমানের ইতিহাস ততটা প্রাচীন নয়। খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের সূচনালগ্নে এ দেশে মুসলমানদের রাজনৈতিক বিজয় ও যাত্রা শুরু হয়। প্রথাগতভাবে সে সময়ের মুসলিমগণ ধর্মীয়, আর্থসামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল কাজে ফার্সি, উর্দু কিংবা আরবী ভাষা ব্যবহার করতেন। যে কারণে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাংলা ভাষায় ইসলামের মৌলিক জ্ঞানের উৎসসমূহের কোন ভাষান্তর বা রূপান্তর প্রত্যক্ষ করা যায়নি। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে গিরিশ চন্দ্র সেন কুরআন মাজীদের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ করার পর বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার দ্বার উন্মুক্ত হয়। কিন্তু নানা কারণে বাস্তব প্রয়োজন অনুভূত হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ধারা বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তেমন বিকশিত হয়নি।

অবশ্য বাংলাদেশে প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হতে; ১৯০৮ সালে চট্টগ্রামস্থ দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীস এবং ১৯০৯ সালে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায়

৪ আল কুরআন, ৫৯ : ৭

৫ আল কুরআন, ১৩ : ৭

৬ আল কুরআন, ১৪ : ৪

৭ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ.), *সহীহুল বুখারী*, রিয়াদ: দারুল ইসলাম, ১৯৯৭খ্রি./১৪১৭হি., পৃ. ৭১২; (পরবর্তীতে এ গ্রন্থটির সূত্র উল্লেখের ক্ষেত্রে শুধু গ্রন্থাকারের নাম ব্যবহৃত হবে।)

Dhaka University Institutional Repository

টাইটেল ক্লাসের যাত্রা ও পাঠদানের মাধ্যমে মূলত হাদীস চর্চা শুরু হয়। এরপর ক্রমান্বয়ে সিহাহ সিত্তাসহ হাদীসের মৌলিক গ্রন্থসমূহ, উসূলুল হাদীস (হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি), রিজাল (হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবন চরিত) শাস্ত্রের কালজয়ী গ্রন্থসমূহ অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। ক্রমশ এ ধারা সমৃদ্ধি থেকে অধিকতর সমৃদ্ধির পথে ক্রমাগ্রসরমান, যা বর্তমানে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রীয় পরিচয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ বিষয় নিয়ে অদ্যাবধি তেমন কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। তাই গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দিয়ে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার স্বরূপ উন্মোচন ও বিচার-বিশ্লেষণ একান্ত অপরিহার্য, খুবই যুক্তিসংঙ্গত, প্রাসঙ্গিক ও সময়ের দাবী। এ লক্ষ্যে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা (১৯৫২-২০১৫) শীর্ষক গবেষণাকর্ম এই শূন্যতা পূরণ করবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস।

প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

যে কোন পদ্ধতিগত গবেষণাকর্ম সুসম্পন্ন করার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বিদ্যমান প্রাসঙ্গিক রচনাসমূহ পর্যালোচনা। একটি গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন হতে শুরু করে অভিসন্দর্ভ পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য নির্ধারণ, পদ্ধতি উদ্ভাবন, তুলনামূলক বিশ্লেষণ, ফলাফল নির্ধারণ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক ভিত্তি ও প্রয়োগিক কৌশল নির্ণয়ে তা (সাহিত্য পর্যালোচনা) অনেক সহায়তা করে থাকে। বর্তমান গবেষণার অনুমিত দু'টি উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি সাধারণ উদ্দেশ্য তথা 'বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার পর্যালোচনা করা' এবং কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্য তথা, হাদীস কখন-কীভাবে উৎপত্তি হয় তার অনুসন্ধান, বাংলা ভাষায় হাদীসশাস্ত্র বিকাশ কীভাবে ঘটে তার অনুসন্ধান, বাংলা ভাষায় রচিত ও সংকলিত হাদীসগ্রন্থের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার, বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার মাধ্যমসমূহের ধরন ও প্রকৃতি অনুসন্ধান, বাংলা ভাষায় হাদীসশাস্ত্রের গবেষণা অনুসন্ধান, বাংলা ভাষায় উসূল ও রিজাল শাস্ত্র চর্চার ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান, বাংলাভাষী হাদীসবিশারদগণের বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার অবদানের মূল্যায়ন ইত্যাদির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ, গ্রন্থ, অভিসন্দর্ভ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এ সকল গবেষণা থেকে অর্জিত জ্ঞান ও সীমাবদ্ধতাসমূহের আলোকে বর্তমান গবেষণাকর্মের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহ নির্বাচন করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা (১৯৫২-২০১৫) গবেষণাকর্মটির আনুমানিক একটি সাধারণ লক্ষ্য ও কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সাহিত্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। সে আলোকে ইতঃপূর্বে বাংলা ভাষায় হাদীস সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর পরিচালিত গবেষণার সাথে সম্পর্কিত সাহিত্যসমূহ তথা গবেষণা প্রবন্ধ, গবেষণা গ্রন্থ, এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে। যদিও বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা (১৯৫২-২০১৫) শিরোনামে এ যাবৎ কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে মর্মে সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাই এ গবেষণাটি একেবারেই নতুন হওয়ায় সরাসরি সাহিত্য পাওয়া না গেলেও এতদ্ সংশ্লিষ্ট অনুমিত বিশেষ উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত সাহিত্যসমূহ পর্যালোচনার আওতাভূক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এ সকল গবেষণাকর্ম থেকে অর্জিত জ্ঞান ও সীমাদ্ধতাসমূহের আলোকে বর্তমান গবেষণার চূড়ান্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও গবেষণা শূন্যতা পূরণের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বাণী, কাজ ও মৌনসম্মতি সবই হাদীস হিসেবে পরিচিত। এ হাদীস বিষয়ে ইমাম মালিক (রহ.) সংকলিত '*মুয়াত্তা*' বিশুদ্ধতা ও সুবিন্যস্ততার দিক থেকে সর্বপ্রথম প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ।[৮] এর ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে রচিত ও সংকলিত হয়েছে বিভিন্ন ধারার বহু হাদীস গ্রন্থ। আর হাদীসবিজ্ঞানের যাচাই-বাছাই করণ ও বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের পথিকৃত ইমাম শাফিঈ (রহ.) [মৃ.২০৪হি.] সর্বপ্রথম তাঁর "*কিতাবুর রিসালাহ*" গ্রন্থে হাদীসের পরিভাষা বিষয়ক অভিজ্ঞানের আলোচনার সূত্রপাত করেন।[৯] পরবর্তীতে হাদীস চর্চার (উসূল) মূলনীতি ও হাদীস সংকলনের ইতিহাস নিয়ে 'উলূমুল হাদীস' নামে স্বতন্ত্রভাবে বহু গ্রন্থ রচিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় এ বিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় রচিত হয়েছে অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ ও গ্রন্থ। অতঃপর আরবী ও অন্যান্য ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনূদিত ও সংকলিত হয়েছে অনেক হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ। এ ভাষায় রচিত হয়েছে উলূমুল হাদীসের বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু প্রবন্ধ, গ্রন্থ ও গবেষণা অভিসন্দর্ভ। নিম্নে গবেষণা সংশ্লিষ্ট বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যসমূহকে চারটি স্তরে বিন্যস্ত করে পর্যালোচনা উপস্থাপিত হলো- ১. গবেষণা প্রবন্ধ, ২. গবেষণা গ্রন্থ, ৩. এম.ফিল এবং ৪. পিএইচ.ডি. থিসিস।

---

৮ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (রহ.), *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রা) লি.,পুনমুদ্রণ-২০০৮, পৃ. ৮২; (পরবর্তীতে এ গ্রন্থটির সূত্র উল্লেখের ক্ষেত্রে শুধু গ্রন্থাকারের নাম "*মাওলানা আজমী*" ব্যবহৃত হবে।)

৯ ইমাম খতীব আল-বাগদাদী (রহ.), *আল-কিফায়েতু ফি ইলমির রিওইয়াহ*, মদীনা মুনাওরাহ: আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, তা.বি, পৃ. ১৪৫

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস বিষয়ক গবেষণা প্রবন্ধ সম্পর্কিত সাহিত্য

অনুসন্ধানে দেখা যায়, মুহাম্মদ অলিউর রহমান রচিত বাংলা ভাষায় উসূলুল হাদীস ও রিজাল শাস্ত্র সম্পর্কিত সর্বপ্রথম *"রিজাল শাস্ত্র ও উসূলুল হাদীস"* শিরোনামে গবেষণা প্রবন্ধ ১৯৬২ সালে জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে ১৯৬৯ সালে উক্ত পত্রিকার (জানু.-মার্চ) সংখ্যায় শায়খ আব্দুল হক দিহলাভী (রহ.) রচিত *'উসূলুল হাদীস'* আবুল কালাম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন কর্তৃক বাংলায় অনূদিত হয়।

১৯৯৯ সালে ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ ও ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ কর্তৃক যৌথভাবে রচিত "নবীযুগে হাদীসের লিখন প্রসঙ্গে" প্রবন্ধটি উক্ত পত্রিকার (জানুয়ারি-মার্চ) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।[১০] এতে নবী যুগে হাদীস লিখিতভাবে সংরক্ষণের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। এ ছাড়া ২০০৩ সালে প্রকাশিত ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন তার "হাদীস-এর পরিচয়, পরিভাষা ও প্রকারভেদ: পর্যালোচনা"[১১] শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধে হাদীসশাস্ত্রের পরিচিতি ও শ্রেণিবিন্যাস বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছেন। ২০০১ সালে প্রকাশিত ড. আবুল বারাকাত মোঃ ফারুক রচিত "হাদীস শরীফের সংরক্ষণ ও এর বাচনশৈলী"[১২] শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধে হাদীস সংরক্ষণ ও এর বাচন ভঙ্গি নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। ইসলামের পঞ্চম খলিফা নামে খ্যাত হযরত ওমর ইবন আব্দুল আযীয (রহ.) সরকারিভাবে সর্বপ্রথম হাদীস সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ প্রসঙ্গে ২০০২ সালে ড. মোঃ লোকমান হোসেন "পঞ্চম খলীফার হাদীস সংগ্রহাভিযান: প্রয়োজন ও পদক্ষেপ"[১৩] শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধটি রচনা করেন।

১৯৯৩ সালে ড. মোঃ আবদুস সালাম রচিত পাক-ভারত উপমহাদেশে হাদীসশাস্ত্রের আগমন ও ক্রমবিকাশ" শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধটি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ত্রৈমাসিকে প্রকাশিত হয়। একই পত্রিকায় ১৯৯৯ সালে ড. রফিক আহমদ ও মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ কর্তৃক যৌথভাবে রচিত "বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে হাদীস শিক্ষা"[১৪] শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস চর্চার প্রাণপুরুষ শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (রহ.) এর হাদীস চর্চার অবদান প্রসঙ্গে মোঃ নাছির উদ্দীন ও আব্দুল মুত্তালিব ২০০১ সালে "শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (র:) হাদীস চর্চায় এক কালজয়ী ব্যক্তিত্ব"[১৫] শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

২০০০ সালে ড. মুহাম্মদ আফাজ উদ্দীন কর্তৃক রচিত "ইলমুল মুসতালাহ: হাদীসশাস্ত্রের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ-কোষ"[১৬] শীর্ষক একটি গবেষণা প্রবন্ধ দৃষ্টিগোচর হয়। উক্ত প্রবন্ধের একই বিষয়বস্তু ভিন্ন শিরোনামে ২০০৩ সালে ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন কর্তৃক "হাদীস-এর পরিচয়, পরিভাষা ও প্রকারভেদ: পর্যালোচনা"[১৭] শীর্ষক গবেষণামূলক একটি প্রবন্ধ রচিত ও প্রকাশিত হয়। তবে দ্বিতীয় প্রবন্ধটি উসূলুল হাদীসের পরিভাষা ও হাদীসের শ্রেণি বিন্যাসের উপর তুলনামূলক অধিক তথ্যসমৃদ্ধ রচনা হিসেবে প্রতীয়মান হয়। ২০০৭ সালে "আল্লামা ইবন হাজার 'আসকালানী (৮৫২ হি.) : 'ইলমুর-রিজালে তাঁর অবদান"[১৮] শীর্ষক আবুল হুসাইন মোঃ নুরুল ইসলাম ও নূর মোহাম্মদ কর্তৃক রচিত একটি গবেষণা প্রবন্ধ লক্ষ্য করা যায়। হুবহু একই শিরোনামে ২০০৯

---

১০ ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ ও ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, *প্রবন্ধ সূচী ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ঢাকা: গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,২০১২খ্রি., পৃ.১৮

১১ ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকার* ৪৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টম্বর ২০০৩ খ্রি.

১২ ড. আবুল বারাকাত মোঃ ফারুক, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ (পার্ট-এ)*, কুষ্টিয়া: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (গবেষণা পত্রিকার), খ. ১০, সংখ্যা. ১, ডিসেম্বর ২০০১ খ্রি.

১৩ ড. মোঃ লোকমান হোসেন, *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ (পার্ট-এ)* কুষ্টিয়া: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (গবেষণা পত্রিকার), খ. ১০, সংখ্যা. ২, জুন ২০০২ খ্রি.

১৪ ড. রফিক আহমদ ও মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন গবেষণা পত্রিকার*, ৩৮ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন-১৯৯৯

১৫ মোঃ নাছির উদ্দীন ও আব্দুল মুত্তালিব, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, কুষ্টিয়া: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (গবেষণা পত্রিকার), খ. ১০ম, সং. ১, ডিসেম্বর-২০০১

১৬ ড. মুহাম্মদ আফাজ উদ্দীন, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ* গবেষণা পত্রিকা, কুষ্টিয়া: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (গবেষণা পত্রিকার), খ. ৮, সং. ২, জুন ২০০০ খ্রি.

১৭ ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টম্বর ২০০৩ খ্রি.

১৮ আবুল হুসাইন মোঃ নুরুল ইসলাম ও নূর মোহাম্মদ, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ* কুষ্টিয়া: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (গবেষণা পত্রিকার), খ. ১৪শ, সং. ১, ডিসেম্বর ২০০৭ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের গবেষণা পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; যা উক্ত বিভাগীয় অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ও শেখ মোহাম্মদ তৈয়বুর রহমান কর্তৃক যৌথভাবে রচিত প্রবন্ধ। তাদের রচিত উভয় প্রবন্ধে ইবন হাজার আসকালানীর জীবনী এবং তার রিজাল (রাবী চরিত) বিষয়ে রচিত বিশ্ববিখ্যাত চারটি গ্রন্থের পর্যালোচনা বর্ণিত হয়েছে।

২০০০ সালে "ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও ইলমে হাদীস চর্চায় মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী (র:)"[১৯] শীর্ষক একটি গবেষণা প্রবন্ধ মোঃ ময়নুল হক ও মোঃ নাছির উদ্দীন যৌথভাবে রচনা করেন। তারা এতে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় মাওলানা আজমীর অবদান এবং তার শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন।

হাদীস বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ সম্পর্কিত সাহিত্য

১৯৮৯ সালে আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থার আয়োজনে শিকাগোতে *"সুন্নাহর আইনগত মর্যাদা"*[২০] বিষয়ে বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ জাস্টিস মুহাম্মদ ত্বাকী উসমানী যে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তারই বৃহত্তর পরিসর এ গ্রন্থটি। এটি নবী (সা.) এর হাদীস বা সুন্নাহর বৈশিষ্ট্য, ক্ষমতা, এর আইনগত মর্যাদা ও মানদণ্ড সম্পর্কে মৌলিক তথ্যমূলক একটি গ্রন্থ। এ গ্রন্থে লেখক যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনের মাধ্যমে অত্যন্ত চমৎকারভাবে হাদীস বা সুন্নাহর বিধানগত মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

১৯৮৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম (রহ.) অনূদিত *"ইসলামী শরীয়া ও সুন্নাহ"* শিরোনামে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়; যার মূল লেখক ড. মুস্তফা হুসনী আস-সুবায়ী (রহ.)। তিনি ১৯১৮ সালে মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ বিভাগ থেকে (আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফীত তাশরীয়িল ইসলামী) শিরোনামে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। হাদীস সংকলনের ইতিহাস ও হাদীস সম্পর্কে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের সংশয়বাদী ধারণা খণ্ডন এবং এর প্রামাণিকতা বর্ণনাই এ গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য।

১৯৯০ সালে মিসরীয় পণ্ডিত, বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার, কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিয়াহ ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. ইউসুফ আল-কারযাভী রচিত *"সুন্নাহর সান্নিধ্যে"*[২১] গ্রন্থে লেখক সুন্নাহ বা হাদীস উপস্থাপনে ভারসাম্য ও আধুনিকতার প্রতি গুরুত্ব প্রদানে তার বিপুল পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর রেখেছেন। মুসলিমদের বাস্তব জীবনে উদ্ভূত বিভিন্ন ইস্যুতে শরীয়ার ঐতিহ্যপূর্ণ জ্ঞান প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার যুক্তি অখণ্ডনীয়। এতে তিনি হাদীসের বিভিন্ন প্রকারভেদের ব্যাখ্যায় সৃষ্ট মতভেদ নিয়ে আলোচনা পূর্বক দূর্বল হাদীসসমূহের সমস্যা পরীক্ষা করেছেন। সাথে সাথে এগুলোর আইনগত বাধ্যবাধকতা স্পষ্ট করেছেন। এ ছাড়া দৈনন্দিন জীবনে সুন্নাহর ব্যবহারকে সহজ করার যুক্তি দেখিয়েছেন।

ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীসের আগমন প্রসঙ্গেও বেশকিছু গবেষণা কর্মের অনুসন্ধান পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে এ বিষয়ে ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ এছহাক (রহ.) এর পিএইচ.ডি. থিসিস *"India's Contribution to the study of Hadith Literature"* প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯৯৩ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ *"ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান"* শিরোনামে উক্ত গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে। এ গ্রন্থটি উপমহাদেশীয় ওলামাদের হাদীস চর্চার অবদানের একটি প্রামাণ্য দলীল। এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদিত না হলে হয়ত বা হাদীস শাস্ত্রে প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের (তথা সাহরানপুর ও দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসার প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রার পূর্বের শাহ ওয়ালী উল্লাহ ও আহমাদ সারহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফি সানী পর্যন্ত মুহাদ্দিসবৃন্দের) হাদীসবিশারদগণের অবদানের কথা মুসলিম বিশ্বের কাছে অজানাই থেকে যেত।

---

১৯ মোঃ ময়নুল হক ও মোঃ নাছির উদ্দীন, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, কুষ্টিয়া: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (গবেষণা পত্রিকার), খ.৮, ২য় সংখ্যা, জুন ২০০০ খ্রি.

২০ জাস্টিস মুহাম্মদ তাকি ওসমানী, প্রফেসর ড. রহমান হাবিব অনূদিত, *সুন্নাহর আইনগত মর্যাদা*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি),২০১৪ খ্রি.

২১ ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, প্রফেসর হাছানুজ্জামান অনূদিত, (মূল: কাইফা নাত'আমাল মা'আ আস-সুন্নাহ), *সুন্নাহর সান্নিধ্যে*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি), ২০১৫খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস বিষয়ক এম.ফিল থিসিস

বর্তমান গবেষণা শিরোনামের সবচেয়ে কাছাকাছি "বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় মাওলানা আব্দুর রহীমের অবদান" শীর্ষক একটি এম.ফিল অভিসন্দর্ভ খুঁজে পাওয়া যায়; যা ২০০৫ সালে ইবির আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম.ফিল গবেষক মোহাঃ নাসির উদ্দীন রচনা করেন। তার এই ২৬১ পৃষ্ঠার অভিসন্দর্ভের মাত্র ০৭ পৃষ্ঠায় মাওলানা আব্দুর রহীমের '*হাদীস শরীফ*' নামক সংকলিত হাদীস গ্রন্থের কৃত পর্যালোচনাকে 'বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় মাওলানা আব্দুর রহিম' এর অবদান হিসেবে দেখানো হয়েছে। তবে গবেষণা শিরোনামের সাথে অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু অধিকাংশই অপ্রাসঙ্গিক, কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না; এমনকি এতে নুন্যতম কোন গবেষণা পদ্ধতির ছাপও পরিলক্ষিত হয়নি।

২০০৭ সালে ইবির আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের গবেষক মোহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ "হিজরী দ্বিতীয় শতকে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনে মুহাদ্দিসগণের পদ্ধতিসমূহ" শিরোনামে এম.ফিল থিসিস রচনা করেন। এ ছাড়া ২০১৩ সালে এম.ফিল গবেষক মুহাম্মদ খলিলুর রহমান "বৃটিশ পূর্ব মুসলিম শাসনামলে বঙ্গে হাদীস চর্চা (১২০১-১৭৫৭)" বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচনা করে ঢাবির আরবী বিভাগ থেকে এম.ফিল ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০১১ সালে ঢাবির আরবী বিভাগের এম ফিল গবেষক মুহাম্মদ মাকছুদুল হক "নিয়ায মাখদুম খোতানী (র.) এর হাদীস সাধনা : প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য" শীর্ষক অভিসন্দর্ভে শায়খুল হাদীস মাওলানা নিয়ায মাখদুম খোতানী জীবন ও বাংলাদেশে আলিয়া ধারায় মুহাদ্দিস সৃষ্টিতে তিনি অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীস বিষয়ক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ

১৯৯৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের "রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত" শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি ড. হাবীবুর রহমান চৌধুরী এর তত্ত্বাবধানে মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন কতৃক রচিত গবেষণা কর্ম। শুরুতে ভূমিকায় হাদীসের উসূল সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় আলোচনান্তে প্রথম খণ্ডের মধ্যে জাল হাদীস প্রসঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ডে রিজাল শাস্ত্র প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় উল্লিখিত বিষয়ে এটি একটি নতুন সংযোজন।

হাদীস বিষয়ে বাংলা ভাষায় রচিত-সংকলিত গ্রন্থমালার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার সম্পর্কিত চোখে পড়ার মতো তেমন কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। তবে বাংলাদেশের হাদীস চর্চার প্রতিষ্ঠান, চর্চাকারীগণ ও বিভিন্ন ভাষায় রচিত হাদীস গ্রন্থের বর্ণনা নির্ভর ২০০০ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক ড. আহসান সাইয়েদ রচিত "বাংলাদেশে হাদীস চর্চা: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ" শিরোনামে গবেষণাকর্মটি এ্যাডর্ণ পাবলিকেশন্স ঢাকা থেকে ২০০৬ সালে প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থটিতে বাংলাদেশের মাদরাসা ও বিভিন্ন ভাষায় হাদীস চর্চার একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। তবে বর্তমান গবেষণাটি শুধু বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা সম্পর্কিত হওয়ায় তা সম্পন্ন করতে উক্ত গ্রন্থটির অভিজ্ঞতা বেশ কাজে লেগেছে।

২০০৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক মোহাম্মদ এমারান হোসেন রচিত 'হিজরী চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে হাদীস চর্চার প্রকৃতি ও ধারা : একটি পর্যালোচনা' শিরোনামে একটি অভিসন্দর্ভ রচিত করেন। প্রায় একই বিষয়ে ২০১২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক মোঃ শহীদুল ইসলাম, আব্বাসীয় যুগে (২০০-৩০০ হি.) হাদীস চর্চা : একটি সমীক্ষা শিরোনামে অভিসন্দর্ভ রচনা করেন।

২০০৭ সালে ইবির আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক আবুল হোসাইন মোঃ নুরুল ইসলাম রচিত "ইলমুর রিজালে ভারতীয় উপমহাদেশের আলিম সম্প্রদায়ের অবদান" শীর্ষক অভিসন্দর্ভের মূল প্রতিপাদ্য সমালোচিত রাবী বিষয়ক গ্রন্থাবলী যথা- কানযুল মাওযু'আত ওয়ায যুয়াফা ও কিতবুয যু'আফা ওয়াল মাতরূকীন এবং সাধারণ মুহাদ্দিস ও রাবীদের উপর রচিত বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, আসমাউর রিজাল ইত্যাদি গ্রন্থাবলী প্রসঙ্গে আলোচনা স্থান পেলেও বাংলাদেশী ওলামাদের অবদান প্রসঙ্গ স্থান পায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

২০০৭ সালে 'আল্লামা শাওকানী (র.) ও ইলমে হাদীসে তাঁর অবদান' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ইবির আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের গবেষক মোঃ আকতার হোসেন কর্তৃক রচিত পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ। ২০০৮ সালে ঢাবির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের গবেষক মোঃ মাহমুদুল হাসান রচিত "শায়খ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.): হাদীসশাস্ত্রে তাঁর অবদান" শিরোনামে পিএইচ.ডি. থিসিস এবং একই শিরোনামে ইবির আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের গবেষক কাজী নাসীরুদ্দীন আহমদ কর্তৃক ২০১০ সালে এম.ফিল থিসিস রচিত হয়েছে।

২০০৮ সালে ইলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের গবেষক মোহাম্মাদ খিজির আহমদ জাফরী "শায়খুল হাদীস আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী : ইলমে হাদিসে তাঁর অবদান" শিরোনামে পিএইচ.ডি. থিসিস রচনা করেন। ইলমি হাদীসে শায়খুল হাদীস আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী (রহ.) এর অবদান বিশেষত: তার রচিত বিশ্ববিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ 'ইলাউস সুনান' এর পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

২০০৯ সালে ইবির আল হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক মুহাম্মদ অলি উল্লাহ্ রচিত "ইলমুল হাদীসে ও ইলমু মুস্তালাহিল হাদীসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভের মূল প্রতিপাদ্য উলূমুল হাদীসের প্রাসঙ্গিক আলোচনা তথা ইলমু গরীবিল হাদীস, ইলালিল হাদীস, নাসিখিল হাদীস ওয়া মানসুখিহি, মুখতালাফিল হাদীস, আতরাফিল হাদীস, তাখরিজিল হাদীস, জারহা ওয়াত তা'দীল, রিজালুল হাদীস, মাওজুয়াতুল হাদীস প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে স্থান পেয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে ইলমুল হাদীস ও মুসতালাহুল হাদীস চর্চার আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতীয় ও বাংলাদেশী হাদীসবিদগণ ও তাদের রচিত গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২০১৩ সালে ঢাবির আরবী বিভাগে "হাদীসশাস্ত্র বিষয়ে সৃষ্ট সংশয় : সংকলন, মতন ও রাভী প্রসঙ্গ" শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী এর তত্ত্বাবধানে কাউছার মোঃ বাকী বিল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা কর্ম। এ গবেষণায় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে হাদীসের মতন (হাদীসের মূল বক্তব্য), রাবী (হাদীস বর্ণনাকারী) ও হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে উত্থাপিত সকল অভিযোগ দলীল ভিত্তিক ও যুক্তিপূর্ণ ভাষায় খণ্ডন করা হয়েছে; ফলে হাদীসের প্রামাণিকতা যথার্থভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে।

পিএইচ.ডি. গবেষক মোঃ রুহুল আমীন খানের "বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় ইলমে হাদীস চর্চা (১৯৭১-২০০৯) : সমস্যা ও সমাধান" বিষয়ক গবেষণা কর্মটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া থেকে ২০১৪ সালে সম্পাদিত হয়েছে। এতে শুধু মাদরাসা শিক্ষায় হাদীস চর্চা সম্পর্কিত কিঞ্চিত ধারণা পাওয়া গেলেও তাতে এ শিক্ষাব্যবস্থায় হাদীস চর্চার প্রকৃত চিত্র উঠে আসেনি। তা ছাড়া স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে হাদীস চর্চা সম্পর্কিত আলোচনার শূণ্যতা থেকেই গেছে।

২০১৪ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক মোঃ তাজুল ইসলাম রচিত "হাদীস চর্চায় সনদের প্রয়োজনীয়তা ও বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় এর বাস্তবতা : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের কওমী ধারা ও আলিয়া শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাসের আংশিক পর্যালোচনা করা হলেও বস্তুত তা শিরোনামের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। সনদ পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা ও হাদীস চর্চায় সনদের নির্ভরতা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা হলেও এ দেশে কখন কীভাবে কোথা থেকে কোন হাদীস গ্রন্থের সনদ কারা বহন করে নিয়ে এসেছেন তার বিবরণ আলোচিত হয়নি।

২০১৪ সালে ঢাবির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক মোঃ মোরশেদ আলম "হাদীসশাস্ত্র চর্চায় বাংলাদেশী মুহাদ্দিসগণের অবদান (১৯৭১-২০১২)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভের মূল প্রতিপাদ্য বাংলাদেশের মাদরাসা ও মুহাদ্দিসগণের জীবনী সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। তথাপি তাতেও সকল ধারার হাদীস শিক্ষাকেন্দ্র ও হাদীসবিশারদগণের অবদানের অপ্রতুলতা লক্ষ্য করা গেছে।

২০১৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক মো. বশির উদ্দিন "ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও হাদীসশাস্ত্র" শীর্ষক অভিসন্দর্ভে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর হাদীসশাস্ত্রে অবদান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তিনি একজন মুহাদ্দিস, হাফিজুল হাদীস, জারহ-তা'দীলের ইমাম এবং তাঁর সংকলিত "কিতাবুল আসার" সর্বপ্রথম সহীহ হাদীস সংকলন বলে গবেষক দাবী করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

২০১৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের এম ফিল গবেষক আব্দুল বারী ওয়াদুদী "হাদীস চর্চায় আল্লামা আজিজুল হক ও মুফতী আমীমুল এহসানের অবদান" শীর্ষক অভিসন্দর্ভে উল্লিখিত খ্যাতিমান পণ্ডিতদ্বয়ের বাংলাদেশের বিখ্যাত কওমী ও আলিয়া ধারার দুইজন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হিসেবে সকল আলিমের নিকট পরিচিত ও সমাদৃত। ঠিক একই বিষয়ে ২০০৮ সালে ইবির দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের গবেষক গোলাম মোরতোজা "বাংলাদেশে ইলমে হাদীস চর্চায় শায়খুল হাদীস আজিজুল হক (র.) এর অবদান" শিরোনামে পিএইচ.ডি. থিসিস রচনা করেন। উল্লেখ্য, পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, হুবহু একই শিরোনাম ও বিষয়বস্তু নিয়ে বেশ কয়েকটি অভিসন্দর্ভ ও প্রবন্ধ পরিলক্ষিত হয়েছে; যা গবেষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের দূরদৃষ্টি ও গবেষণাকর্মকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

পর্যালোচনাকৃত সাহিত্যে গবেষণার নতুন ক্ষেত্র অনুসন্ধান

বর্তমান গবেষণাটি একেবারেই নতুন হওয়ায় এর অনুমিত বিশেষ উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত সাহিত্য পর্যালোচনার প্রথমে হাদীস সম্পর্কিত সাহিত্য পর্যালোচনা করে খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে হাদীস কখন, কীভাবে উৎপত্তি হয় ও কেন হাদীস চর্চা করা প্রয়োজন। অতঃপর বাংলাভাষীদের কাছে কীভাবে হাদীসের আগমন ও বিকাশ ঘটে; বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে রচিত হাদীস চর্চা সম্পর্কিত সাহিত্যসমূহ অনুসন্ধান ও বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তারপর বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক ও অন্যান্য মাধ্যমসমূহের ধরন-প্রকৃতি সম্পর্কিত সাহিত্যসমূহ অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। এতে (বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান) আলিয়া-কওমী মাদরাসা, স্কুল-কলেজ, পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এবং (বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম) প্রিন্ট মিডিয়ায় (পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী), ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় (বেতার ও টেলিভিশন), অ্যাপলিকেশন, ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ভিত্তিক বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা বিষয়ে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন গবেষণাকর্মের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাই এ সকল গবেষণা শূন্যতায় কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

এ ছাড়া বাংলা ভাষায় কৃত হাদীসশাস্ত্রের গবেষণার উপর অদ্যাবধি কোন অনুসন্ধানমূলক গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। তা ছাড়া হাদীস বিষয়ক গবেষণা প্রবন্ধ ও গ্রন্থের পর্যালোচনার উপর কোন গবেষণামূলক কর্ম দৃষ্টিগোচর হয়নি। তাই এ বিষয়টি একেবারেই নতুন একটি অনুসন্ধানমূলক কাজের ক্ষেত্র। বাংলা ভাষায় উসূলুল হাদীস ও রিজালশাস্ত্র চর্চার বিষয়টিও অনেকটা নতুনই বলা চলে। কারণ "রিজালশাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত" শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ ছাড়া বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে তেমন কোন গবেষণামূলক কর্মের সন্ধান পাওয়া যায় না। আর উল্লিখিত থিসিসেও বাংলা ভাষায় এ বিষয়ের কোন কাজ বা গ্রন্থের পর্যালোচনা উল্লেখ নেই। বাংলাভাষী প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণের বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান এবং তাদের রচিত হাদীস গ্রন্থাবলী সম্পর্কিত সাহিত্যসমূহ অনুসন্ধান করা হয়েছে। এ অনুসন্ধান সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত হাদীসবিশারদগণের মধ্যে অনেকেই বর্তমান গবেষণার সাথে ভাষা ও দেশ-কাল ভিন্ন হওয়ার কারণে সম্পৃক্ত নয়। তা ছাড়া হাদীসগ্রন্থ পর্যালোচনা বিষয়ক উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়; যাতেও রয়েছে নানা সীমাবদ্ধতা।

মূলত: অনুমিত বিশেষ উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট সাহিত্যসমূহের জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগ ঘটিয়ে বর্তমান গবেষণাকে বাস্তবতার নিরিখে রূপদান করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। পর্যালোচনা কৃত সাহিত্যসমূহের কোথায় দূর্বলতা রয়েছে তাও চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বর্তমান গবেষণার সফলতার জন্য করণীয় ঠিক করা হয়েছে। এভাবে সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে বর্তমান গবেষণাকে সমৃদ্ধ ও বাস্তবসম্মত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে গবেষণাটিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।

গবেষণার প্রশ্নসমূহ

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, ধরন, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। এ ছাড়া বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা সম্পর্কিত ইতোপূর্বে সম্পাদিত বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থ ও অভিসন্দর্ভের সাহিত্যসমূহের নিবিড় পর্যালোচনা করে এদের দূর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করে বর্তমান গবেষণার প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত গবেষণাটির কোন কোন ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করা উচিত তা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তার ভিত্তিতেই গবেষণাটি পরিচালিত করার নিমিত্ত গবেষণা সংশ্লিষ্ট মৌলিক প্রশ্নসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে। বিশেষত: আরবী ভাষায় হাদীস সাহিত্যের উৎপত্তি ও আরবদের হাতেই

Dhaka University Institutional Repository

তা বিকাশ সাধিত হয়। ইসলামের আলো বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছার সাথে সাথে হাদীসশাস্ত্র সে অঞ্চলের ভাষায় অনুবাদ সাহিত্য ধারায় তা চর্চিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আরবী ভাষার হাদীস সাহিত্য বাংলা ভাষায় রূপান্তর ঘটে। কখন কীভাবে বাংলা ভাষায় তা চর্চা শুরু হয়; অনূদিত হাদীস সাহিত্যের মৌলিকতা কতটা অক্ষুন্ন রয়েছে, হাদীসের এ ভাষান্তরের ফলে মূল বক্তব্যের মধ্যে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে কী-না, এ ভাষায় তা কোন কোন মাধ্যমে চর্চা হচ্ছে, কোন গবেষণাকর্ম এ ভাষায় সম্পাদিত হয়েছে কী-না, এ ভাষায় হাদীস চর্চায় কারা অবদান রেখেছেন ইত্যাদি জিজ্ঞাসা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান আহরণ বর্তমান গবেষণার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য। নিম্নে এ গবেষণার মূল প্রশ্নসমূহ উল্লেখ করা হলো:

১. হাদীস কখন ও কীভাবে উৎপত্তি হয় এবং বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় হাদীসের কীভাবে বিকাশ ঘটে?
২. বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হাদীসগ্রন্থের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য কেমন?
৩. বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ধরন ও প্রকৃতি কেমন?
৪. বাংলা ভাষায় হাদীসশাস্ত্র বিষয়ে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে কী না?
৫. বাংলা ভাষায় উসূলুল হাদীস ও রিজালশাস্ত্র চর্চার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?
৬. বাংলা ভাষী হাদীস বিশারদগণের বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান কতটুকু?

গবেষণার মৌল প্রত্যয়সমূহ

যে কোন গবেষণাকর্মের জন্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। গবেষণার বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে গবেষণাকর্মটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। তাই গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যয়সমূহের যৌক্তিকতা ও এর পরিধি ব্যাখ্যা করা একান্ত প্রয়োজন। আলোচ্য গবেষণার শিরোনাম "বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা (১৯৫২-২০১৫)"। উল্লিখিত গবেষণা শিরোনামের সাথে যে চারটি প্রত্যয় সংশ্লিষ্ট সে গুলো হচ্ছে-

ক) হাদীস
খ) চর্চা (হাদীস)
গ) বাংলা ভাষা
ঘ) (১৯৫২-২০১৫)

নিম্নে উল্লিখিত গবেষণা শিরোনাম সংশ্লিষ্ট প্রত্যয় সমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো-

ক. হাদীস

হাদীস (حديث) একটি আরবী পরিভাষা। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, নতুন, নতুন বস্তু, কোনো সংবাদ, কোনো কথা বা বাণী ও পুরাতনের বিপরীত ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কথা, কর্ম, মৌনসম্মতি ও তাঁর যাবতীয় গুণাবলীকে حديث বলা হয়।[২২] কিন্তু উলূমুল হাদীসের পরিভাষায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নবুয়ত পরবর্তী জীবনের সমূদয় মুখনিসৃত বাণী, কর্ম, সমর্থন, অনুমোদন এবং তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী এমনকি জাগ্রত ও নিদ্রিত অবস্থায় তাঁর গতিবিধি প্রভৃতি حديث এর অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়াও হাদীস ব্যাপক অর্থবোধক এমন একটি শব্দ যা রাসূল (সা.), সাহাবী ও তাবিঈগণের বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতিকে অন্তর্ভুক্ত করে।[২৩]

খ. চর্চা (হাদীস)

কুরআনের পরেই হাদীসের অবস্থান। কুরআন ইসলামের প্রদীপ স্তম্ভ, হাদীস এর বিচ্ছুরিত আলোক রশ্মি। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান জগতে কুরআন যেন হৃৎপিণ্ড, আর হাদীস এই হৃৎপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। ধমনী যেমন প্রতিনিয়ত রক্তস্রোত প্রবাহিত করে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সদা সতেজ ও সচল রাখে, ঠিক তেমনই হাদীস চর্চার মাধ্যমে কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করে ইসলাম নামক জীবনব্যবস্থাকে সচল-সজীব, পালনযোগ্য এবং যুগোপযোগী করে তোলে। তাই ইসলামী শরীয়াকে যুগোপযোগী করে সচল রাখতে হাদীস চর্চা অনস্বীকার্য ভূমিকা

---

২২ যাফর আহমদ উসমানী, *মুকাদ্দামাহ ইলাইস সুনান*, খ.১, করাচী: আল মাকতাবাতুস সাউদিয়্যাহ, তা:বি:, পৃ. ১৯

২৩ মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান, মাওলানা আফলাতুন কায়সার অনূদিত, *মীযানুল আখবার*, ঢাকা: নিউ আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২ খ্রি., পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

পালন করে। যদিও পৃথিবীতে অগণিত ভাষায় হাদীস চর্চা হয়; কিন্তু বর্তমান গবেষণায় হাদীস চর্চা বলতে বাংলা ভাষায় (১৯৫২-২০১৫) পর্যন্ত হাদীস চর্চাকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

গ. বাংলা ভাষা

বর্তমান বিশ্বে সাড়ে তিন হাজারের ওপর ভাষা প্রচলিত আছে। তার মধ্যে বাংলা একটি ঐতিহ্যিক সমৃদ্ধ ভাষা। ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ মাতৃভাষা। বাংলাদেশের অধিবাসীদের মাতৃভাষা বাংলা। বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় পঁচিশ কোটি লোকের মুখের ভাষা বাংলা। এর মধ্যে প্রায় বিশ কোটি মুসলিম; যারা বাংলা ভাষায় কথা বলেন। তাদের নিকট বাংলা ভাষায় মহানবী (সা.) এর বাণী পৌঁছার ধরন ও প্রকৃতি কেমন এবং প্রত্যেকের কাছে কোন মাধ্যমে হাদীসের বাণী পৌঁচেছে তা অনুসন্ধান করার লক্ষ্যেই এ গবেষণা। কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে যত সংখ্যক নবী-রাসূলের আবির্ভাব ঘটেছিল তারা প্রত্যেকেই মাতৃভাষায় ধর্মের দাওয়াত দিয়েছেন। আর সর্বশেষ নবীর বাংলা ভাষী উম্মত হিসেবে বাঙালিদের মধ্যে তাঁর বাণীগুলো বাংলা ভাষায় ভাষান্তরের মাধ্যমে পৌঁছাতে হবে, যাতে তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। তাই বর্তমান গবেষণার ব্যাপকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা (১৯৫২-২০১৫) শীর্ষক গবেষণার পরিধি বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন মাধ্যমে চর্চিত হাদীসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

ঘ. ১৯৫২-২০১৫ সাল

গবেষণার বিষয়বস্তু সুনির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। তাই বর্তমান গবেষণার বিষয় যেহেতু বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা। বিষয়টাকে সুনির্দিষ্ট করার স্বার্থে (১৯৫২ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত) সময়কে নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে বায়ান্নকে কেন নির্ধারণ করা হলো? জবাবে এভাবে বলা যায় যে, ৫২ এর সাথে বাংলার একটি আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে; কারণ ১৯৫২ এক ঐতিহাসিক সাল। এ বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনে মাতৃভাষা বাংলা রক্ষার লড়াইয়ে রাজধানীর রাজপথ রক্তস্নাত হয়েছিল। ভাষার জন্য আত্মদানের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি নেই। তাই বাংলা ভাষার সাথে ১৯৫২ সালটিই অধিক যুক্তিযুক্ত। আর ২০১৫ সালে বর্তমান গবেষণার বিষয়ের শিরোনাম চূড়ান্তভাবে ধার্য হওয়ায় (১৯৫২-২০১৫) সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

গবেষণার পরিধি

বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভের পরিধি তিনটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রথমত: হাদীসের সংজ্ঞা ও পরিচয়, ইসলামী শরীয়তে হাদীসের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও প্রামাণিকতা, হাদীসের উৎপত্তি, হাদীস সংরক্ষণ, চর্চা, সংকলন, গ্রন্থবদ্ধ করণের স্বর্ণযুগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হবে। দ্বিতীয়ত: ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস চর্চার সূচনা ও বিকাশ, বাংলাদেশে হাদীস চর্চা, বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ ভাষার হাদীসবিশারদগণের অবদান ও হাদীস চর্চার মাধ্যমসমূহ এবং হাদীস চর্চার ধরন-প্রকৃতি অনুসন্ধান করা হবে। তৃতীয়ত:"বাংলা ভাষায় হাদিস চর্চা (১৯৫২-২০১৫)" শীর্ষক শিরোনামে গবেষণার মাধ্যমে ১৯৫২ সাল থেকে ২০১৫ সাল (বর্তমান ২০২১ সাল) পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় হাদীসশাস্ত্র বিষয়ক সম্পাদিত সকল কাজ এবং প্রাক্কলিত সময়ে হাদীস চর্চার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য ইতঃপূর্বে সম্পন্ন এতদ সংক্রান্ত গবেষণাকর্মও অভিসন্দর্ভে অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু বাংলাদেশের বাহিরে বাংলা ভাষায় সম্পাদিত এ সম্পর্কিত কোন তথ্য এ থিসিসের অন্তর্ভুক্ত হবে না। অতএব, উপর্যুক্ত বিষয়াদি হবে প্রস্তাবিত গবেষণার পরিধিভুক্ত।

গবেষণার যৌক্তিকতা

"বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা (১৯৫২-২০১৫)" শিরোনামে গবেষণাকর্মটি একটি নতুন গবেষণার ক্ষেত্রে; কারণ ইতোপূর্বে এই শিরোনামে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে মর্মে সন্ধান পাওয়া যায় না। এ কারণে প্রাথমিকভাবে বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয়। তারপরে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে, ১৯৫২ সালের পূর্বে বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য তেমন বড় ধরনের কোন হাদীস গ্রন্থ অনূদিত হয়নি। অপরদিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পঠন-

Dhaka University Institutional Repository

পাঠনের ক্ষেত্রেও বাংলার ব্যবহার চোখে পড়ার মতো ছিল না। মূলত: বায়ান্নের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের পর থেকে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার গোড়াপত্তন হয়। একাত্তুরের মহান মুক্তি সংগ্রামের মধ্যদিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের পর স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার উন্মেষ ঘটে। পর্যায়ক্রমে আশির দশকে এসে বাংলা ভাষায় হাদীস পঠন-পাঠন ও অধ্যাপনা এবং হাদীস গ্রন্থসমূহের অনুবাদ, ব্যাখ্যা করণ এবং নব্বইয়ের দশকে এসে ব্যাখ্যামূলক হাদীসগ্রন্থসমূহের অনুবাদকর্ম শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সিহাহ সিত্তাহসহ বড় বড় হাদীস গ্রন্থসমূহের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। অথচ হাদীস চর্চার ধরন-প্রকৃতি ও মাধ্যম নিয়ে তেমন কোন গবেষণাকর্ম প্রতিয়মান হয় না। তবে হাদীস চর্চাকারী প্রতিষ্ঠান ও হাদীস চর্চাকারীগণের অবদান নিয়ে কিছু কিছু গবেষণা দৃশ্যমান হলেও "বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা (১৯৫২-২০১৫)" শিরোনামে এ যাবৎ কোন গবেষণা কর্মের অনুসন্ধান পাওয়া যায়নি। হাদীস চর্চা বিষয়ক বর্তমান গবেষণাটি সফলভাবে সম্পাদন করা গেলে হাদীস কখন ও কীভাবে উৎপত্তি হয়; বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার বিকাশ ধারা; বাংলা ভাষায় হাদীসশাস্ত্র গবেষণা বিষয়ক অভিসন্দর্ভ পর্যালোচনা; বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হাদীসগ্রন্থের ধরন-প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার মাধ্যমে এর মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্যোগী হতে সহায়তা করবে। বিশেষত: একই হাদীসগ্রন্থ বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে মানহীনভাবে অবৈধ ব্যবসায়ীক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নকল মুদ্রণ ও বাজারজাত করণে এর ভোক্তাদের মাঝে ভুল জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ছে। যা বিশেষজ্ঞ মহলকে ভাবিয়ে তুলছে। তাই এগুলো গবেষণা ভিত্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে সমাধান খোঁজা আবশ্যক। এ ছাড়া বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে বাংলাভাষী হাদীসবিশারদগণের অবদান অনস্বীকার্য। তাই তাদের অবদানসমূহ উন্মোচন, বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চাকে যুগোপযোগী করণের পদক্ষেপসমূহ অনুসন্ধান এবং উপর্যুক্ত বিবিধ প্রাসঙ্গিক কারণে এ বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা খুবই যুক্তি সঙ্গত, প্রাসঙ্গিক ও একান্ত প্রয়োজন।

গবেষণার উদ্দেশ্য

আল-হাদীস বিশ্বশান্তির জীবন দর্শন। এ শান্তিময় জীবন দর্শন বাংলা ভাষীদের মাঝে উপস্থাপন, চর্চিত হাদীস গ্রন্থসমূহের বঙ্গানুবাদের ধরন-প্রকৃতি, ভাষাগত সবলতা-দূর্বলতা তুলে ধরা, কোন কোন মাধ্যমে তা চর্চিত হয়, এ বিষয় সংশ্লিষ্ট গবেষণা কী পরিমানে হয়েছে, কারাই বা এ বিষয়ে অবদান রেখেছেন তা অনুসন্ধান করাই বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য। এ ছাড়া আলোচ্য অভিসন্দর্ভে হাদীস ও হাদীসের উৎপত্তি এবং বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, বাংলা ভাষায় রচিত ও সম্পাদিত হাদীসগ্রন্থসমূহের ধরন ও প্রকৃতি বিচার, প্রাতিষ্ঠানিক হাদীস চর্চার বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন মাধ্যমে হাদীস চর্চার স্বরূপ উন্মোচন, এ সকল বিষয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান করাই প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার উদ্দেশ্য। উপরিউক্ত উপাদানসমূহ জানবার আগ্রহ থেকেই বর্তমান গবেষণার সাধারণ ও বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে।

সাধারণ উদ্দেশ্য : বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার পর্যালোচনা করা এবং এর উন্নয়নে ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ অনুসন্ধান করা।

বিশেষ উদ্দেশ্য : যে সকল বিশেষ উদ্দেশ্যে বক্ষ্যমাণ শিরোনামের গবেষণায় আত্মনিয়োগ, তা হলো–

- হাদীস কখন কীভাবে উৎপত্তি হয় তা জানা;
- বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার বিকাশধারা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা;
- হাদীস বিষয়ে বাংলা ভাষায় রচিত এবং প্রকাশিত গ্রন্থমালার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার করা;
- বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার বিভিন্ন মাধ্যম ও প্রাতিষ্ঠানিক ধারার ধরন ও প্রকৃতি অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা;
- ইতোমধ্যে বাংলা ভাষায় সম্পাদিত হাদীস বিষয়ক গবেষণা পর্যালোচনা করা;
- বাংলা ভাষায় (উসূলুল হাদীস) হাদীসশাস্ত্রের মূলনীতি বিশ্লেষণের প্রকৃতি ও স্বরূপ উৎঘাটন করা;
- বাংলা ভাষায় রিজাল শাস্ত্র তথা হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনাচার বর্ণনার ধরন বিশ্লেষণ করা;

Dhaka University Institutional Repository

- বাংলা ভাষা ভাষী হাদীসবিশারদগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় তাদের অবদান তুলে ধরা;
- বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ধারাকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে অধিকতর কার্যকর ও প্রভাবক কৌশল উদ্ভাবন করা।

গবেষণার পদ্ধতিসমূহ

গবেষণা হচ্ছে তত্ত্বাদির বিশেষ অনুসন্ধান; তত্ত্বান্বেষণ। গবেষকগণ যে উপায়ে তাঁদের অনুসন্ধান পরিচালনা করেন তাকে গবেষণা বলা হয়।[২৪] প্রকৃত অর্থে গবেষণা হলো বৈজ্ঞানিক একটি কলা; যা আবিষ্কার, বিকাশ ও যাচাই-বাছাইয়ের একটি প্রয়াস। এটি এমন একটি বুদ্ধিদীপ্ত প্রক্রিয়া যা শত সহস্র বছরে বিকশিত হয়েছে। গবেষণার পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও কাঠামো সতত পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু লক্ষ্য সবসময়ই অভিন্ন থেকেছে। আর তা হচ্ছে, সত্যের সন্ধানে নিয়মতান্ত্রিক প্রচেষ্টা।

"বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা (১৯৫২-২০১৫)" শিরোনামের অভিসন্দর্ভটি কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভূক্ত একটি গবেষণাকর্ম। এটি বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা বিষয়ে আদ্যপান্ত উন্মোচন করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছে। বিষয়-বস্তুর দাবী অনুযায়ী কনসেপচুয়াল ফ্রেইমওয়ার্ক গঠন করে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত: তাত্ত্বিক কাঠামো এই বিষয়ে একেবারেই অনুপস্থিত। যেহেতু এই শিরোনামে কোন প্রাথমিক গবেষণা অদ্যাবধি সম্পন্ন হয়নি, সেহেতু বিষয়টির উপর গুণগত গবেষণা করাটা অনেকটাই যৌক্তিক। তাতে বিষয়টির পরিধি কিছুটা বিস্তৃত হয়ে উঠে। এতে ক্ষেত্র বিশেষে সংখ্যাগত গবেষণা পরিচালনা করা ছিল বাস্তব সম্মত। তাই "বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা (১৯৫২-২০১৫)" গবেষণাটি গুণগত ও সংখ্যাগত গবেষণার ধরন ব্যবহার করে সম্পন্ন করা হয়েছে; যাকে মিশ্র পদ্ধতি বলা হয়। তবে সিংহভাগ ক্ষেত্রেই গুণগত পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটা যুক্তি হল, গুণগত গবেষণার ধরন ব্যবহার করলে গবেষণাটি পরিচালনা করা সহজ হয় এবং বিষয়টি সম্পর্কে তীক্ষ্মভাবে দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয়; যাতে মূল বিষয়টির গভীর থেকে পর্যালোচনা উঠে আসে। আবার সংখ্যাগত পদ্ধতি ব্যবহার করলে অনেক বিস্তৃত বিষয় সম্পর্কে সল্প সময়ে অনেকটা সত্যের কাছাকাছি পৌঁছা যায়, যা গবেষণার মৌলিক উদ্দেশ্যগুলির একটি। তাই দুই পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভের গবেষণা পদ্ধতি হল বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ ও জরিপ পদ্ধতি। তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে ডকুমেন্টেশন সার্ভে ও সার্ভে পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ করার সময়ে যাতে কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে চেকলিস্ট ও সিডিউলকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। যেহেতু বিষয়টি গবেষণার ক্ষেত্রে একেবারেই নতুন তাই সেম্পলিং করার সময়ে সুবিধামত সেম্পলিং ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছাড়াও সার্ভে করার সময়ে সিম্পল রেন্ডম সেম্পলিং ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ করা যায়। অংশগ্রহণকারীর সংখ্যার ক্ষেত্রে বিগত ২০ বছরের গবেষণা কর্মকে ধরা হয়েছে; কিন্তু সাহিত্য পর্যালোচনা করার সময়ে তাতে সীমাবদ্ধ থাকা যায়নি, কেননা সাম্প্রতিক সাহিত্য এই বিষয়ে একেবারে অপ্রতুল। এ ছাড়াও মৌলিক কিছু প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে কখনো ইসলামের প্রারম্ভিক ইতিহাস, কখনো মধ্যযুগ এবং কখনো আধুনিক যুগের গবেষণা কর্মে মনোনিবেশ করতে হয়েছে।

তথ্যসমূহকে প্রক্রিয়াজাত করার সময়ে বর্ণনামূলক ও সংখ্যামূলকের মিশ্রণ ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যদিও তা খুব বেশি করা সম্ভব হয়নি। কেননা অধিকাংশ তথ্যই ছিল গুণগত। তাই বর্ণনামূলক তথ্যই বেশি উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণাটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় ধরনের তথ্যের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছে। তথ্যগুলোকে নথিভুক্ত করার সময়ে সংখ্যায় ও ব্যাখ্যামূলক বর্ণনায় চিত্রায়িত করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্যগুলোকে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে যেমন- মৌলিক গ্রন্থ, গবেষণা অভিসন্দর্ভ, সাময়িকী, পত্র-পত্রিকা, ইন্টারনেট-ব্লগ ইত্যাদি। প্রাথমিক তথ্যগুলোকেও সংগ্রহ করার সময়ে সংখ্যা ও ব্যাখ্যামূলক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সংগ্রহ করা

২৪ ডক্টর মুহাম্মদ এনামূল হক, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী ও স্বরোচিষ সরকার, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর ২০০০, পৃ: ৩৪৩

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। এতে পরিমিত বাজেট, জনবল ও সময়ের অভাবে সুবিধাজনক সেম্পলিং ব্যবহার করা হয়েছে। মৌলিক গ্রন্থগুলোর ক্ষেত্রে আরবী ভাষা প্রাধান্য পেয়েছে কিন্তু বাংলা ভাষায়ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের সন্ধান মিলেছে। তাই আরবী-বাংলা উভয় ভাষায় প্রকাশিত লেখাগুলোর সিংহভাগ সাহায্য নেওয়া হয়েছে কিন্তু অন্যান্য ভাষায় লিখিত গ্রন্থরাজির স্বল্প মাত্রার অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। নিম্নে "বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা (১৯৫২-২০১৫)" শীর্ষক প্রস্তাবিত অভিসন্দর্ভ রচনায় অধ্যায় ভিত্তিক অনুসৃত গবেষণা পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত হলো-

দ্বিতীয় অধ্যায়

"হাদীস চর্চা: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ" শিরোনামে অধ্যায়টি রচনায় গবেষণার গুণগত ধরন ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ এখানে সংখ্যাগত বিশ্লেষণ মুখ্য নয়। বর্ণনার মাধ্যমেই কেবল গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণ সম্ভব। তাই এ অধ্যায়ে গবেষণার পদ্ধতি হিসেবে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে বিশ্লেষণের মাধম্যেই কেবল মৌলিক জ্ঞান উঠে আসবে যে, হাদীস কখন কিভাবে উৎপত্তি হয়েছে। জ্ঞানের মহা রাজ্য থেকে সবগুলো মুক্তা যেমন আহরণ করা একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, তেমনি চৌদ্দশত বছরের ইসলামের ইতিহাসের সবগুলো হাদীস বিষয়ক গবেষণা কর্মকেও একটি গবেষণায় দেখানো সম্ভব নয়। ফলে সল্প সময়ে সঠিক তথ্যাদি নিয়ে আসার জন্য এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে ডকুমেন্টেশন সার্ভেকে বাছাই করা হয়েছে। সার্ভের মাধ্যমে উদ্দেশ্যমূলকভাবে শুধু সেই সকল গবেষণাকর্ম ও গ্রন্থকে নির্ধারণ করা হয়েছে যেগুলো যুগশ্রেষ্ঠ ও কাল জয়ী গ্রন্থ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এখানে প্রসিদ্ধ বলতে কোন নির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে খোঁজা হয়নি; বরং হাদীস বিষয়ে একাডেমিক জগতে বাংলা ও আরবী ভাষায় যেগুলো প্রসিদ্ধ হিসেবে চর্চিত হয়ে আসছে সেগুলোকে বোঝানো হয়েছে। এই দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠার জন্য তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে চেকলিষ্ট তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে মূলত সে সব গবেষণাগুলো নির্বাচন করা হয়েছে যার মাঝে হাদীসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। যেমন: মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী কর্তৃক বাংলা ভাষায় রচিত *"হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস"* এবং ইবন হাজার আসকালানী কর্তৃক আরবী ভাষায় প্রণীত *"নুখবাতুল ফিকার"*। এই কাজটিকে গবেষণার ভাষায় বলা হয় সেম্পলিং। এই অধ্যায়কে বিন্যাস করতে ব্যবহার করা হয়েছে সর্বমোট ৪৫টি গ্রন্থ। তন্মধ্যে আরবী থেকে ৩০টি এবং বাংলা থেকে ১৫টি। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত লাইব্রেরি, সহকর্মী, বন্ধু-বান্ধব ও শিক্ষার্থীদের বই, সংশ্লিষ্ট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিসমূহ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরি, পাবলিক লাইব্রেরি, দারুন-নাজাত সিদ্দিকীয়া কামিল মাদরাসা লাইব্রেরি, ঢালকানগর মাদরাসার মাকতাবা, বাংলা বাজার থেকে ক্রয় করা বই ও ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা অনেকগুলো পিডিএফ ছিল তথ্যের মৌলিক উৎস। এ ছাড়াও অনেকগুলো ইসলামিক ব্লগ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে কোন ইংরেজি ভাষায় লিখিত গবেষণাকর্ম ব্যবহার করা হয়নি। কারণ আরবী ভাষায় যে পরিমাণ মৌলিক গবেষণাকর্ম পাওয়া যায় তাতে এই বিষয়ে ইংরেজি অনুবাদগুলোকে যুক্ত করলে তথ্যের পুনরাবৃত্তি হয়। তাই উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইংরেজিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এখানে পরিচ্ছেদ বিভাজনের প্রথম যুগ : হিজরী প্রথম শতাব্দীতে হাদীস চর্চা প্রসঙ্গে হাদীসের উৎস, উৎপত্তি, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায় হাদীস চর্চা, সাহাবী ও প্রবীণ তাবিঈদের যুগে হাদীস সংরক্ষণ ও চর্চা; তারপর দ্বিতীয় যুগ : হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে হাদীস চর্চা এবং তৃতীয় যুগ : হিজরী তৃতীয় শতাব্দী হতে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে একটা পরিস্কার ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

"বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার বিকাশ ধারা" শিরোনামের অধ্যায়টি সম্পন্ন করা হয়েছে গবেষণার গুণগত ধরন ব্যবহার করে। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি হলো এই শিরোনামে গবেষণার তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য তুলনামূলক সবচেয়ে কাছাকাছি পদ্ধতি। হাদীস চর্চার ধারা মূলত কালের পালাবদলের সাথে সাথে হাদীসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের পরিক্রমায় বাংলায় ভাষান্তর পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১৪০০ বছরের ইতিহাস। তাই এই ব্যাপারে ইতিহাস গ্রন্থের আধিক্য গবেষণার ব্যাপারে গ্রন্থ বাছাইয়ে সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই সমস্যাকে উত্তরণের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

ডকুমেন্টেশন সার্ভের মাধ্যমে ৫০টি গ্রন্থকে বাছাই করা হয়েছে। সুবিধামত সেম্পলিং ব্যবহার করে চেক লিস্টের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস চর্চা, বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা ইত্যাদি উপাত্তগুলো চেকলিস্টের কন্টেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই চেকলিস্টের কারণে অনেকগুলো গ্রন্থের সার্বিক আবার অনেকগুলো গ্রন্থের আংশিক বাছাই করা হয়েছে। যদিও বিগত বিশ বৎসরের গবেষণাকে লক্ষ্য করে সেম্পলিং শুরু করা হয়েছে, তথাপি কোন কোন সময়ে তারও আগের সময়ে চলে যেতে হয়েছে; কারণ এ সময়ের মধ্যে বর্তমান বিষয়ে রচিত গ্রন্থগুলো সকল ক্ষেত্রে প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। এই অধ্যায়টিকে সাজানো হয়েছে বর্ণনার মাধ্যমে তথ্য উপস্থাপন করে করে; যা দ্বারা হাদীস চর্চার ইতিহাসকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস বিকাশের সময় ও ইতিহাস, বাংলাদেশে হাদীস চর্চা ও বিকাশ কাল এবং বাংলা সাহিত্যে হাদীস চর্চার সুদীর্ঘ ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে, বাংলা সাহিত্যে হাদীসের বিকাশ যা বর্তমান গবেষণাকে অনবদ্য করেছে। এই অধ্যায়ের জন্য আরবী, বাংলা, ইংরেজি ও উর্দূ ভাষার গ্রন্থ ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও ইন্টারনেট, বিভিন্ন গবেষণা সাময়িকী, ওয়েবসাইট ও এ্যাপস থেকে প্রাপ্ত তথ্য নেওয়া হয়েছে, তথাপি এই অধ্যায়ে মৌলিকগ্রন্থ অধিক স্থান পেয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

"বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হাদীসগ্রন্থাবলীর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার" সম্পর্কিত এ অধ্যায়টিকে সাত ভাগে বিভক্ত করে তিনটি ক্যাটাগরিতে (ক. বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় রচিত-সংকলিত হাদীস গ্রন্থাবলী; খ. বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় অনূদিত হাদীস গ্রন্থাবলী; গ. বাংলা ভাষায় হাদীসের ভাষ্যগ্রন্থের অনুবাদ) আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বের অধ্যায়ের ন্যায় এখানেও সংখ্যার চেয়ে গুণগত বিশ্লেষণই মুখ্য বিধায় গবেষণার গুণগত ধরন ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হাদীসগ্রন্থাবলীর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানের সময়কাল ধরা হয়েছে ১৯৫০ থেকে ২০২১ পর্যন্ত এই ৭ সাত দশককে। ১৯৫২ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক রচিত, সংকলিত, ব্যাখ্যাত গ্রন্থগুলো ৭টি দশকের উপর ভিত্তি করে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে কোন দশকে কী পরিমান হাদীস চর্চিত হয়েছে এবং তার ক্রমবৃদ্ধির হার অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়। এই ৭০ বছরের কাজকে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে চেকলিস্ট ব্যবহার দ্বারা ডকুমেন্টেশন সার্ভের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সার্ভের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য প্রায় সবগুলো গ্রন্থই বিশ্লেষণের আওতায় চলে এসেছে। এই তথ্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থের সংখ্যাধিক্য গবেষণার গ্রন্থ বাছাইয়ে ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এ ছাড়া ৫০-৬০-৭০-৮০ দশকের গ্রন্থরাজি খুব একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে ড. আহসান সাইয়্যেদ পরিচালিত *"বাংলাদেশে হাদীস চর্চার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ"* গবেষণা এবং আল-হাজ্জ আব্দুর রাজ্জাক কর্তৃক *"বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যে গ্রন্থপঞ্জি"* গ্রন্থ এ বিষয়ের তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। এই অধ্যায়টিকে বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার বৈশিষ্ট্য, ধরন ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত হাদীস বিষয়ক গ্রন্থরাজি পর্যালোচনার মাধ্যমে এগুলোর বৈশিষ্ট্যাবলী বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের শিরোনাম থেকে স্পষ্ট যে, এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় রচিত-সংকলিত গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন দেশের বা ভাষার গ্রন্থ ব্যবহার করা হয়নি।

পঞ্চম অধ্যায়

"বাংলা ভাষায় উসূলুল হাদীস ও রিজালশাস্ত্র চর্চা" শিরোনামে এ অধ্যায়টি সম্পন্ন করা হয়েছে গবেষণার গুণগত ধরন ব্যবহার করে। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি হলো এই শিরোনামের গবেষণার তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য তুলনামূলক সবচেয়ে কাছাকাছি পদ্ধতি। হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে রচিত উসূলুল হাদীস ও রিজালশাস্ত্র অতি প্রাচীন অভিজ্ঞান। কারণ দ্বিতীয় হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে মূলত উসূলুল হাদীস ও রিজালশাস্ত্র উদ্ভাবনের প্রয়োজনীতা দেখা দেয়। তাই বলা যায়, এ শাস্ত্র দ্বয়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের পরিক্রমায় বাংলায় ভাষান্তর পর্যন্ত সুদীর্ঘ প্রায় ১২০০ বৎসরের ইতিহাস। ফলে এই ব্যাপারে সংশিষ্ট ইতিহাস গ্রন্থের সংখ্যাধিক্য গবেষণার ব্যাপারে

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ বাছাইয়ে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। এই সমস্যাকে উত্তরণের জন্য ডকুমেন্টেশন সার্ভের মাধ্যমে ১০টি গ্রন্থকে বাছাই করা হয়েছে। সুবিধামত সেম্পলিং ব্যবহার করে চেক লিস্টের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। চেকলিস্টগুলো হল, উসূলুল হাদীস ও রিজাল শাস্ত্র এই চেকলিস্টের কারণে অনেকগুলো গ্রন্থের সার্বিক আবার অনেকগুলো গ্রন্থের আংশিক বাছাই করা হয়েছে। যদিও বিগত ৫০ বছরের গবেষণাকে লক্ষ্য করে সেম্পলিং শুরু করা হয়েছে, তথাপি কোন কোন সময়ে তারও আগের সময়ে চলে যেতে হয়েছে; কারণ এ সময়ের মধ্যে বর্তমান বিষয়ে রচিত গ্রন্থগুলো সকল ক্ষেত্রে প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যায়নি। এই অধ্যায়টিকে সাজানো হয়েছে বর্ণনার মাধ্যমে তথ্য উপস্থাপন করে করে, যা উসূলুল হাদীস ও রিজাল শাস্ত্র চর্চার ইতিহাসকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আরবী ভাষায় রচিত মৌলিক গ্রন্থসমূহ থেকে বাংলা ভাষায় উসূলুল হাদীস ও রিজাল শাস্ত্র চর্চার ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট আরবী ও বাংলা গ্রন্থ ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও ইন্টারনেটে প্রাপ্ত তথ্য, বিভিন্ন গবেষণা সাময়িকী, ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে তথাপি এই অধ্যায়ে মৌলিকগ্রন্থ অধিক স্থান পেয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

"বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও মাধ্যম: ধরন ও প্রকৃতি" শিরোনামের অধ্যায়টি মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার করে সমাপ্ত করা হয়েছে; কারণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে বর্তমানে কি পরিমান হাদীস চর্চা হয়, কোন ভাষায় হয় তা শুধুমাত্র তাত্ত্বিক বা সাহিত্য পর্যালোচনা করে সমাপ্ত করলে উঠে আসে না। অন্য দিকে বর্তমান সময়ের হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে বলে অনুমান করা যায়; যা গবেষণাটিতে উন্মোচন না করা হলে পরিপূর্ণতা পায় না। তাই গুণগত ধরনের জন্য বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ আর সংখ্যাগত ধরনের জন্য সার্ভে করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিতে ডকুমেন্টেশন সার্ভে আর সার্ভে ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে চেকলিস্ট আর সিডিউল ব্যবহার করা হয়েছে। সেম্পলিংয়ের সময়ে সুবিধামত সেম্পলিং করা হয়েছে গুণগত ধরনের জন্য আর সংখ্যাগতের জন্য সিম্পল রেন্ডম সেম্পলিং ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছাড়াও বাংলা ভাষায় চর্চিত হাদীস বিষয়ক এ্যাপস, ওয়েব সাইট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় হাদীস চর্চার ধরন-প্রকৃতি উদঘাটনের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ধরন সম্পর্কে তথ্য এসেছে বর্ণনার মাধ্যমে।

সপ্তম অধ্যায়

"বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক গবেষণা" শিরোনামের অধ্যায়টি সম্পন্ন করা হয়েছে গবেষণার গুণগত ধরন ব্যবহার করে। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি বা কনটেন্ট এনালাইসিস হলো এই শিরোনামের গবেষণার তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য তুলনামূলক সবচেয়ে কাছাকাছি পদ্ধতি। এ পর্যায়ে বাংলাদেশের যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক এম.ফিল এবং পিএইচ.ডি. গবেষণা করানো হয় এবং ডিগ্রি দেওয়া হয়; সে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে ডিগ্রি লাভের নিমিত্ত রচিত গবেষণা অভিসন্দর্ভগুলোকে এর আওতাভূক্ত করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্তরূপ গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরির সংগ্রহ থেকে ডকুমেন্টেশন সার্ভের মাধ্যমে ৯০টি এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভকে বাছাই করা হয়েছে। সুবিধামত সেম্পলিং ব্যবহার করে চেক লিস্টের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের জন্য চেকলিস্ট হিসেবে বাংলা ভাষায় রচিত সংশ্লিষ্ট এম.ফিল এবং পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও সেম্পলিং এর ক্ষেত্রে ১৯৫২ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সময়কে নির্ধারণ করা হয়েছে; তথাপিও যৌক্তিক কারণে বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্ষেত্র বিশেষে চলে আসতে হয়েছে; যেহেতু স্বাধীনতাপূর্ব সংশ্লিষ্ট বিভাগ যুক্ত তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এবং স্বাধীনতাত্তোর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা বিলম্বে শুরু হয়েছে, তাই বর্তমান সময় পর্যন্ত তথ্য খুঁজতে হয়েছে। এই অধ্যায়টিকে সাজানো হয়েছে বর্ণনার ভিত্তিক তথ্য উপস্থাপন করে, যাতে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা সংশ্লিষ্ট গবেষণা কর্মসমূহের

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তব অবস্থা ফুটে ওঠে; যেখানে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভগুলোর রচনাপদ্ধতি, বিষয় সংশ্লিষ্ট দূর্বলতা, যথার্থতা ও স্বার্থকতা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা শিরোনামের গবেষণাটি যেহেতু এই প্রথম এবং একেবারেই নতুন, তাই এই অধ্যায়ের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বর্তমান বিষয় সংশ্লিষ্ট অপ্রকাশিত গবেষণা অভিসন্দর্ভগুলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে গবেষকদের সম্মুখে উন্মুক্ত করার একটা প্রয়াস চালানো; যাতে ভবিষ্যৎ গবেষকগণের সামনে এ বিষয়ে নতুন গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত হয়।

অষ্টম অধ্যায়

"বাংলাভাষী প্রখ্যাত হাদীসবিশারদগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় তাঁদের অবদান" শিরোনামে গবেষণার গুণগত ধরন ব্যবহার করে এ অধ্যায়টি সম্পন্ন করা হয়েছে। কনটেন্ট এনালাইসিস হলো এই শিরোনামের গবেষণার তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য তুলনামূলক সবচেয়ে নিকটবর্তী পদ্ধতি। এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সফর করে প্রতিষ্ঠানের অফিসিয়াল তথ্যানুসন্ধান, সুবিধামত সেম্পলিং ব্যবহার করে চেক লিস্টের মাধ্যমে ৫০ জন বিষেশজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করে অধ্যায়টি রচিত হয়েছে। বিগত ৭০ বছরের প্রসিদ্ধ বাংলাভাষী মুহাদ্দিসগণকে লক্ষ্য করে স্নোবল টেকনিকের মাধ্যমে সেম্পলিং শুরু করা হয়েছে, কারণ বাংলাদেশে যাদের উপর ভিত্তি করে হাদীস আগমন করেছে এবং তাদের থেকে অসংখ্য বাংলাভাষী হাদীসবিশারদ সৃষ্টি হয়েছে। এই অধ্যায়টিকে সাজানো হয়েছে বর্ণনার মাধ্যমে তথ্য সাজিয়ে; যার মাধ্যমে হাদীসবিশারদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও অবদানকে তুলে ধরা হয়েছে। এদের মধ্যে যারা বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা করছেন ও তাদের থেকে অনেক হাদীসবিশারদ সৃষ্টি হয়েছে এবং বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক রচনা রয়েছে তাদেরকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তাদের জীবনালেখ্য ও অবদান অনুসন্ধানে কারো সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে, কারো সম্পর্কে পারিবারিক বা স্থানীয় তাদের ঘনিষ্ঠজনের তথ্য কিংবা সংশ্লিষ্ট লেখকের রচনা ও তার সম্পর্কে লিখিত আরবী, বাংলা গ্রন্থ ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছাড়া ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিভিন্ন গবেষণা সাময়িকী, ওয়েবসাইট থেকেও নেওয়া হয়েছে। তথাপি এই অধ্যায়ে অফিস রেকর্ড (প্রাচীন মুহাদ্দিস যাদের হাদীসের অধ্যাপনাকালীন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্য) ও (হাদীসের অধ্যাপনাকালীন বা পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত) প্রাতিষ্ঠানিক স্মারকের তথ্য এবং বিশেষ সাক্ষাৎকার (ফোনালাপে, ই-মেইল, ইমু, মেসেঞ্জার ও পত্রযোগে ইত্যাদি) স্থান পেয়েছে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

পৃথিবীতে কোন মানুষ কখনই সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কেননা কোন না কোন দিক দিয়ে তার ঘাটতি থেকেই যায়। তাই কোন গবেষণাকর্মই শতভাগ পরিপূর্ণতার দাবীদার হতে পারে না। কারণ যে কোন গবেষণায় কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। বিশেষত বর্তমান গবেষণাটির ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ সময় (১৯৫২-২০১৫) ও স্থানের (গোটা বাংলাদেশ) ব্যাপকতা; অপরদিকে রয়েছে থিসিস জমাদানের ক্ষেত্রে সময়ের বাধ্যবাধকতা। এ দিক বিবেচনায় দেখা যায়, এ গবেষণাটিও সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে নয়। তাই নিম্নে বর্তমান গবেষণার সীমবদ্ধতাগুলো উপস্থাপন করা হলো-

- বর্তমান গবেষণার উপাত্তগুলো প্রাথমিক (Primary) ও মাধ্যমিক (Secondary) পর্যায়ের উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উপাত্তসমূহ সরাসরি মাঠ জরিপ করতে হয়েছে। বর্তমান গবেষণার মাঠ জরিপের অন্যতম ক্ষেত্র হচ্ছে হাদীস বিষয়ক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ও হাদীসবিশারদ বৃন্দ। তাই হাদীস বিষয়ক বই খুঁজতে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে নানা ধরনের বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে। যেমন- সংশ্লিষ্ট বই ছাপা বন্ধ হওয়া, প্রকাশকদের অতিমাত্রার ব্যবসায়িক মানসিকতার কারণে সময় দানে অস্বীকৃতি; কিংবা প্রকাশিত গ্রন্থে মুদ্রণ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে একাধিক বার তাদের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। অপরদিকে হাদীসবিশারদগণের অনেকের সাথে ফোন করে সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করার পরেও ব্যস্ততার কারণে তাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি; কিংবা নির্ধারিত সময়ে তার ফোন রিসিভ করেননি, ফলে সাক্ষাৎ বঞ্চিত হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে; তাতে অর্থ ও সময় উভয়ই অপচয় হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

- অপ্রকাশিত হাদীস বিষয়ক এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ অনুসন্ধান করতে যেতে হয়েছে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিগুলোতে। বিশ্বময় করোনা কালীন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় লাইব্রেরিগুলোও বন্ধ ছিল। তাই এখানে বিশেষ অনুমোদন সাপেক্ষে কাজ করতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। কখনও বার বার যেতে হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে অনুসন্ধানের বিষয়ের তালিকা পাওয়া গেলেও থিসিস খুঁজে পাওয়া যায়নি।
- বর্তমান গবেষণার বিষয়টি নতুন হওয়ায় এবং সমজাতীয় গবেষণা না থাকায় বিষয়টি দাঁড় করাতে বেশ হিমশিম খেতে হয়েছে।
- এ ছাড়া সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অধিকাংশ সময় কাঙ্ক্ষিত তথ্য সহযোগিতা পাওয়া যায়নি; ক্ষেত্র বিশেষে বার বার গিয়েও তথ্য উদ্ধারে ব্যর্থ হতে হয়েছে।
- মাধ্যমিক (Secondary) পর্যায়ের উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় ও উদ্দেশ্য ভিত্তিক তথ্য প্রাপ্তিতে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যে কারণে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, মাদরাসা অধিদপ্তর, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বিভিন্ন পালিক বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি, বেফাকুল মাদারিস (কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড), বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারি অফিস, জার্নাল, পত্র-পত্রিকা, ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সে সকল তথ্যাদির সঠিকতার ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায়নি। দেখা গেছে, একই তথ্য বিভিন্ন উৎসে বিভিন্ন রকম। যা গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে সম্পর্কিত করতে কষ্ট সাধ্য হয়েছে।
- এ গবেষণায় উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রায় ছয় মাসের অধিক সময়ব্যাপী কার্যক্রম পরিচালিত হলেও অনেক বিষয় অসম্পূর্ণ মনে হয়েছে; যা পরবর্তীতে অনেক কষ্ট করে বিস্তারিতভাবে সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর পরেও সংগৃহীত তথ্য সম্পর্কে কিছুটা অসম্পূর্ণতা থেকে যেতে পারে।
- এ গবেষণাকর্মটি ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হওয়ায় কোন সরকারি কিংবা বেসরকারি সংস্থা বা উদ্যোগক্তাদের পক্ষ থেকে কোনরূপ অর্থনৈতিক সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। ফলে সারাদেশে প্রকাশিত সকল হাদীস ও হাদীস সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাবলি এবং অন্যান্য তথ্যাবলি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।
- তা ছাড়া একটি গবেষণাকর্ম সফলভাবে সম্পাদন করতে পর্যাপ্ত জনবল অপরিহার্য। আর বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্র গোটা বাংলাদেশ হওয়ায় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে যে পরিমান জনবল প্রয়োজন ছিল তার যথেষ্ঠ ঘাটতি ছিল।
- একটি মানসম্পন্ন গবেষণাকর্ম পরিচালনা করার জন্য শতভাগ গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক। কিন্তু বেশ কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে বর্তমান গবেষণায় অনেক ক্ষেত্রে সুবিধামত পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়েছে। কারণ সকল তথ্য একসাথে না পাওয়া, কখনও তথ্য প্রাপ্তির দূর্ভোগ, আবার অধ্যায় সমাপ্ত করার পর তথ্য পাওয়া, এক অধ্যায় এক অধ্যায় করে শেষ না করে সকল অধ্যায় কাজ করা ইত্যাদি ছিল অন্যতম সীমাবদ্ধতা।
- এ ছাড়াও সুনির্দিষ্ট সময়ে অভিসন্দর্ভ জমা দানে বাধ্যবাধকতা থাকায় সারাদেশে প্রকাশিত সকল হাদীস ও হাদীস সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাবলী এবং অন্যান্য তথ্যাবলী এ সল্প সময়ে জড়ো করা সম্ভব হয়নি। তাই সল্পসময়ে ক্ষিপ্রগতিতে গবেষণাকর্মটি শেষ করতে হয়েছে। ফলে এতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে।

উপর্যুক্ত সমস্যাগুলো বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য গবেষণাকর্মটিকে সম্মানিত তত্ত্বাবধায়কের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য-বিচক্ষণতা, প্রত্যক্ষ নির্দেশনা, নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও গবেষকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বত:স্ফূর্ত সহযোগিতার ফলে একটি সমৃদ্ধ গবেষণাকর্মে রূপদানের প্রাণপন চেষ্টা করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ গবেষণায় এটি সহায়ক হিসেবে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় বিন্যাস

বর্তমান গবেষণাকর্মটির অধ্যায় বিন্যাসে গবেষণা প্রস্তাবনার আলোকে প্রাথমিকভাবে হাদীস চর্চার বিকাশমান ধারা বিশেষত বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ক্রমোন্নতি তথা হাদীস গ্রন্থ সংকলন, অনুবাদ, ভাষ্য গ্রন্থ রচনা, প্রাতিষ্ঠানিক করণ, গবেষণা ও উচ্চতর গবেষণা, বাংলাভাষী হাদীসবিশারদগণের অবদান ইত্যাদির ভিত্তিতে গবেষণাকর্মটি নিম্নোক্ত কাঠামোতে নির্মিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়: গবেষণার পটভূমি, সাহিত্য নিরীক্ষণ, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও প্রত্যয়গত অভিজ্ঞান শিরোনামে গবেষণার পটভূমি, প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা, গবেষণার প্রশ্নসমূহ, গবেষণার মৌল প্রত্যয়সমূহ, গবেষণার যৌক্তিকতা, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণার পদ্ধতি, গবেষণার সীমাবদ্ধতাসমূহ উপস্থাপিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: হাদীস চর্চা: পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ধারা অধ্যায়ে হাদীস শব্দের পরিচিতি; হিজরী প্রথম শতাব্দীতে হাদীস চর্চা, অতঃপর হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে হাদীস চর্চা, হাদীস সংকলনের পরিপূর্ণতার যুগ, হিজরী পঞ্চম শতক এবং তদপরবর্তী যুগে হাদীস চর্চার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার বিকাশধারার অনুসন্ধানে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আগমন এবং হাদীস চর্চার সূচনা ও বিকাশ; বাংলাদেশে ইসলামের আগমন এবং হাদীসশাস্ত্র চর্চার সূচনা ও বিকাশ; বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার বিকাশ; বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও এ ভাষায় হাদীস চর্চা; বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা (১৯৫২-২০১৫) বর্তমান পর্যন্ত এর ধারাবাহিকতা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলা ভাষায় রচিত ও সংকলিত হাদীসগ্রন্থাবলী: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার শিরোনামে ৫০ এর দশক থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত দশক ভিত্তিক বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় রচিত-সংকলিত হাদীস গ্রন্থাবলী; অনূদিত হাদীস গ্রন্থাবলী এবং ব্যাখ্যামূলক হাদীস গ্রন্থরাজির অনুবাদের স্বরূপ, ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কিত পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: বাংলা ভাষায় উসূলুল হাদীস ও রিজালশাস্ত্র চর্চা এতে প্রথমত: উসূলুল হাদীস ও রিজালুল হাদীসের পরিচয়, এর উৎপত্তি ও বিকাশ; বাংলা ভাষায় উসূলুল হাদীস ও রিজালুল হাদীস চর্চা, বাংলা ভাষায় প্রণীত উসূলুল হাদীস ও রিজালুল হাদীস বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রচারমাধ্যম: ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কিত অধ্যায়ে প্রথমত প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা; বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে হাদীস চর্চা; বাংলা ভাষায় অ্যাপলিকেশন ভিত্তিক হাদীস চর্চা, বাংলা ভাষায় ওয়েব সাইট ভিত্তিক হাদীস চর্চা এবং বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হাদীস চর্চার বাস্তব চিত্র অনুসন্ধান করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়: বাংলা ভাষায় হাদীসশাস্ত্রের গবেষণার পর্যালোচনায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাংলা ভাষায় হাদীসশাস্ত্র বিষয়ে এম.ফিল ও পিএইচ.ডি.থিসিস; গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত এ বিষয়ক প্রবন্ধ পর্যালোচনা; বাংলাদেশের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হাদীস বিষয়ক গবেষণা কর্মের পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়: বাংলাভাষী প্রখ্যাত হাদীসবিশারদগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় তাঁদের অবদান শিরোনামে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধারার (আলিয়া, কওমী ও বিশ্ববিদ্যালয়) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বাছাইকৃত প্রায় একশত বাংলাভাষী হাদীসবিশারদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ও বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় তাঁদের অবদানসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। সার্বিক পার্যালোচনা ও গবেষণার ফলাফল, সুপারিশমালা, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি উপস্থাপনের মাধ্যমে অভিসন্দর্ভের ইতি টানা হয়েছে।

বস্তুত বর্তমান (প্রথম) অধ্যায়ে গবেষণাকর্মের প্রস্তাবিত রূপরেখার যৌক্তিকতা পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। যাতে গবেষণার পটভূমি, উদ্দেশ্য, পরিধি, প্রত্যয়গত অভিজ্ঞান বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচিত সাহিত্যে উল্লিখিত গবেষণার নতুন ক্ষেত্রের [বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা (১৯৫২-২০১৫)] জন্য প্রযোজ্য (উদ্ভাবিত) গবেষণা পদ্ধতির আলোকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং পরবর্তী অধ্যায়সমূহে তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সহজ-সাবলীল ও প্রাঞ্জল বর্ণনার মাধ্যমে তা বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

হাদীস চর্চা: পরিচয়, প্রয়োজনীয়তা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

হাদীস চর্চা: পরিচয়, প্রয়োজনীয়তা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

হাদীসশাস্ত্র বিশ্ববাসীর জন্য এক অমূল্য সম্পদ। ইসলামী শরীয়াতের অন্যতম প্রধান উৎস। একে বাদ দিয়ে আল্লাহর বিধান সঠিকভাবে পরিপালন করা কল্পনাতীত ব্যাপার। তাই হাদীস বিষয়ে গবেষণা ও এর চর্চার পর্যালোচনার নিমিত্ত এই অধ্যায়ে হাদীস শব্দের পরিচিতি, হিজরী প্রথম শতাব্দীতে হাদীস চর্চা, হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে হাদীস চর্চা, হাদীস সংকলনের পরিপূর্ণতার যুগ, হিজরী তৃতীয় শতাব্দী হতে পঞ্চম শতাব্দী ও তৎপরবর্তী যুগে হাদীস চর্চা সম্পর্কিত নাতিদীর্ঘ বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হবে। বস্তুত এই পর্যালোচনাটি বর্তমান গবেষণার প্রারম্ভিক বিশ্লেষণ, যা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা বিশ্লেষণের মৌল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে।

২.১ হাদীস পরিচিতি

হাদীস (حديث) শব্দের বিশ্লেষণ

হাদীস (حديث) শব্দটি আরবী পরিভাষা। এটি فعيل ওযনে বাব نصر ও كرم এর حدوث ও حداثة মাসদার থেকে صفة مشبهة এর (সিগাহ) রূপ[১]। কেউ কেউ বলেন, حديث শব্দটি حدث অথবা حدوث শব্দ মূল থেকে নির্গত হয়েছে। এটি একবচন, এর বহুবচন احاديث।[২] আভিধানিক দৃষ্টিতে এর অর্থ হলো-

ক. নতুন (الجديد)[৩]

খ. নতুন বস্তু (الجديد من الاشياء)[৪]

গ. কোনো সংবাদ (النبأ و الخبر)[৫]

ঘ. কোনো কথা বা বাণী (الكلام قليله و كثيره) [৬]

ঙ. পুরাতনের বিপরীত (ضد القديم) [৭]

* জারুল্লাহ যামাখশারী [মৃ. ৫৩৮ হি.] তাঁর '*আল-কাশশাফ*' গ্রন্থে احاديث শব্দটি اسم جمع (ইসম জমা')[৮] হিসেবে উল্লেখ করেন।[৯] কিন্তু আবু হাইয়ান (মৃ.৭৫৪ খ্রি.) যামাখশারীর সাথে ভিন্ন মত পোষণ করে বলেন, احاديث শব্দটি ইসম জমা' নয়; বরং শব্দটি নিয়ম বহির্ভূতভাবে حديث শব্দের জমা' তাকসীর।[১০] যেমন: قطيع এর বহুবচন اقاطيع এবং بطيل এর বহুবচন اباطيل আরবী ব্যাকরণের নিয়ম বহির্ভূতভাবে ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আরবী বৈয়াকরণিকদের মতে, এটি নিয়ম বহির্ভূত হলেও অধিক ব্যবহারের কারণে অভিধানবিদগণ একে حديث শব্দের বহুবচন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।[১১]

---

১ জামালুদ্দিন মুহাম্মদ ইবন মুকাররম ইবন মানজুর আল-আফরিকী, *লিসানুল আরব*, বৈরূত: দারু সাদির, তা.বি., সংস্ক.১, খ.২, পৃ. ১৩১

২ ড. মুহাম্মদ আজ্জাজ আল-খতীব, *আস-সুন্নাহ কাবলাত তাদবীন*, কায়রো: মাকতাবাতুল ওয়াহবাহ, সংস্ক.২, পৃ. ২০

৩ ড. মাহমুদ আত-ত্বহহান, *তাইসিরু মুসতালাহিল হাদীস*, রিয়াদ: মাকতাবাতুল মাআরিফ লিন নাশরি ওয়াত তাওযীহ, ২০১১ খ্রি. সংস্ক.১১, পৃ. ১৩

৪ ড. মুহাম্মদ আজ্জাজ আল-খতীব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

৫ *প্রাগুক্ত*

৬ ড. মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আবু শোহবা, *আল ওয়াসাইত ফী উলুমি ওয়া মুসতালাহিল হাদীস*, কায়রো: মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ২০০৬ খ্রি., সংস্ক.১, পৃ. ১৩

৭ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুর রহমান আস-সাখাভী, *ফাতহুল মুগীস শরহু আলফিয়্যাতিল হাদীস*, লিবানন: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪০৩ হি., সংস্ক.১, খ. ১, পৃ. ১০

৮ ইসম জমা': যে জমা' বা বহুবচন একটি দলকে বুঝায়, কিন্তু তার নিজ (لفظ) শব্দ থেকে কোনো একবচন থাকে না। (রশিদ শারতুনী, *মাবাদিউল আরাবিয়্যা*, বৈরূত: আল-কাসুলিকিয়্যাহ,১৯৪২ খ্রি., খ. ৪, পৃ. ৯১)

৯ আবুল কাসেম জারুল্লাহ মাহমুদ ইবন ওমর আয-যামাখশারী, *আল-কাশশাফ*, বৈরূত: দারুল ফিকর , ত. বি., খ. ২, পৃ. ২৪৩

১০ আবু হাইয়ান, *বাহরুল মুহীত্ব*, বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৯২খ্রি., খ. ৫, পৃ. ২৮১

১১ ড. মাহমুদ আত-ত্বহহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩

Dhaka University Institutional Repository

* حديث শব্দটি حدث শব্দমূল থেকে নিষ্পন্ন হলে এর অর্থ হবে هو كون الشئ لم يكن অর্থাৎ নব উদ্ভূত এমন বস্তু, পূর্বে যার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। রাগিব আল-ইস্পাহানী বলেন, الحدوث كون الشئ بعد ان لم تكن عرضا كان او جوهرا وكل كلام يبلغ الانسان من جهة السمع او الوحى في يقظته او منامه يقال الحديث অর্থাৎ (হাদীস শব্দের মাসদার) حدوث বলতে কোনো অস্তিত্বহীন বস্তুর অস্তিত্ব লাভ করা বুঝায়, চাই তা মৌলিক হোক বা অমৌলিক। কোন মৌলিক বস্তুকে অস্তিত্বে আনয়ন আল্লাহ ব্যতীত কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এ ছাড়া প্রত্যেক কথা বা বাণী যা শ্রবণেন্দ্রিয় বা ওহীর সূত্রে, নিদ্রায় কিংবা জাগরণে মানুষের নিকট পৌঁছায় তাকে হাদীস বলা হয়।[১২]

* ইবন ফারিস বলেন, الحديث من هذا لانه كلام يتحدث منه الشئ অর্থাৎ حدث শব্দ হতে হাদীস শব্দের উৎপত্তি। কেননা হাদীস হলো বাণী বা কথা; এর থেকে নতুন কোনো ভাব-ভাষা সৃষ্টি হয়।[১৩] এ সংজ্ঞাটি আরেকটু স্পষ্ট করে শায়খ নাসির উদ্দিন আলবানী বলেন- وهو الكلام الذى يتحدث به وينقل بالصوت والكتابة অর্থাৎ حديث হল এমন বাক্য যার সমন্বয়ে কথা বলা হয় এবং যা শব্দ-লিপি আকারে নির্গত হয়।[১৪]

* حديث শব্দটি কালাম, বাণী এবং قديم (পুরাতন) এর বিপরীত অর্থেও ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।[১৫] এ ক্ষেত্রে قديم দ্বারা কুরআন আর قديم এর বিপরীতে হাদীস (নতুন) উদ্দেশ্য। ড. সুবহী সালিহ বলেন-

وقد استشعر بعض العلماء في مادة الحديث معنى الجدة فاطلقوه على ما يقابل للقديم وهم يريدون بالقديم كتاب الله وبالجديد ما اضيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

"কোনো কোনো আলিম حديث কে جدة (নতুন) অর্থে বুঝিয়েছেন। তাঁরা এ শব্দটিকে قديم (পুরাতন) এর বিপরীত অর্থে প্রয়োগ করেছেন। তাঁরা قديم দ্বারা আল্লাহর কিতাব এবং جديد দ্বারা রাসূল এর حديث কে বুঝিয়েছেন।"[১৬]

* মাওলানা শিব্বীর আহমদ উসমানী বলেন, حديث শব্দটি আল্লাহর বাণী واما بنعمة ربك فحدث (তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করে দাও।) থেকে গৃহীত হয়েছে।[১৭] এখানে নিয়ামত অর্থ হলো হিদায়াত। আল্লাহ রাসূলুল্লাহকে (সা.) যে হিদায়াত ও রিসালাতের মহান দায়িত্ব দিয়েছেন; শরীয়তের যে সকল আহকাম শিক্ষা দিয়েছেন; সেগুলো অন্যের নিকট পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর মহানবী (সা.) স্বীয় কথা, কর্ম ও অনুমোদন দ্বারা কুরআনের এ নির্দেশ পালন করেছেন বলেই তাঁর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতিকে حديث বলে আখ্যায়িত করা হয়।[১৮] এ ছাড়া সংবাদ, ঘটনা প্রবাহ, বর্ণনা ইত্যাদি অর্থেও এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।[১৯]

---

১২ বি.দ্র. রাগিব আল-ইস্পাহানী, *মুফরাতাদুল কুরআন*, মিসর: মুস্তফা আল-আবী আল-হালাবী, ১৩২৪ হি., পৃ. ১০৮; সা'দী আবূ জীব, *আল-কামুসুল ফিকহী*, করাচী : ইদারাতুল কুরআন ওয়াল 'উলূমুল ইসলামিয়্যাহ, তা. বি., পৃ. ৭৯; ড. মুহাম্মদ রাওয়াস কালা'হজী, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, করাচী: ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়্যাহ, তা. বি., পৃ. ১৭৬; আবুল হাসান আহমদ ইবন ফারিস ইবন যাকারিয়া, *মু'জামু মাকায়ীসিল লুগাহ*, খ. ২, বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি., পৃ. ৩১; ইবন মানযুর আল-আফরীকী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১১শ, পৃ. ১৩১; লুইস মালুফ, *আল-মুনজিদ*, করাচী : দারুল ইশায়াত, ১৩৯৪ হি./১৯৭৪ খ্রি., পৃ. ১৯৩

১৩ আবুল হাসান আহমদ ইবন ফারিস ইবন যাকারিয়া, *প্রাগুক্ত, পৃ.* ৩১

১৪ শায়খ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, *আল-হাদীস হুজ্জিয়্যাতুন বিনাফসিহি ফীল আকাঈদি ওয়াল আহকাম*, রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪২৫ হি./২০০৫ খ্রি., পৃ. ১৩

১৫ ইলিয়াস আনতুন ইলিয়াস, *কামুস ইলিয়াস আল আসরী*, বৈরূত: দারুল জীল, ১৯৮৬ খ্রি., পৃ. ১৩৮; ওয়াহিদুজ্জামান, *লুগাতুল হাদীস*, খ. ১, করাচী: কারখানা তিজারাতে কুতুব, তা.বি., পৃ. ৩১; আল-হাফিয জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী*, রিয়াদ: মাকতাবাতুল কাওসার, ১৩১৫হি., পৃ. ৬; বুতরুস আল-বস্তানী, *কিতাবু কুতরিল মুহীত*, খ. ১, বৈরূত: মাকতাবাতু বুস্তান, ১৯৬৯ খ্রি., পৃ. ৩৬৭-৩৬৮; Edward william lane, *An Arabic English lexican*, Part-2 (Beirut : 1980), p. 529

১৬ ড. সুবহী আল-সালিহ, *উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু*, বৈরূত: দারুল ইলম লিল মালায়িঈন, ১৯৮৪ খ্রি., পৃ. ৪-৫

১৭ শিব্বীর আহমদ উসমানী, *ফতহুল মুলহিম*, খ.১, করাচী : মাকতাবাতুল হিজায, তা.বি., পৃ. ১-২

১৮ তকী উসমানী, *দারসে তিরমিযী*, খ.১, দেওবন্দ: আশরাফ বুক ডিপো, তা.বি., পৃ. ২২

১৯ ইলিয়াস আনতুন ইলিয়াস, *কামুসুল জীব*, মিসর : মাতবাআতুল আদরিয়্যাহ, ১৯২৮ খ্রি., পৃ. ৯৮, ড. আজ্জাজ আল খতীব, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২০; ইলিয়াস আনতুন ইলিয়াস, *আল কামুসুল মাদরাসী*, মিসর : আল মাতরাআতুল আসরিয়্যাহ, তা.বি., পৃ. ৮২; Edward William Lane, *An Arabic English lexicom*, New york: Frederick ungar publishing co., 1956, part-2, p. 529, F. steingass, *The Students Arabic English Dictionary*, London: WH. Alten and Co 1884, p. 268, F.A Klein, *The Religion of Islam* , New delhi: Cosmo Publications, 1978, p. 24.

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনে হাদীস (حديث) শব্দের প্রয়োগ

আল-কুরআনের ২৩ স্থানে বিভিন্ন আঙ্গিকে حديث শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে ১২টি স্থানে সরাসরি حديث (হাদীস), ৫টি স্থানে حديثا (হাদীসান), ৪টি স্থানে احاديث (আহাদীস) ও ২টি স্থানে تحدث (তুহাদ্দিস) শব্দ এসেছে। নিম্নে এ সম্পর্কিত আয়াতমালা উল্লেখ করা হল,

➢ পবিত্র কুরআনে ১২টি স্থানে حديث শব্দের ব্যবহার সরাসরি লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

১. فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا "তারা এ বাণীকে বিশ্বাস না করলে তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে সম্ভবত: আপনি আত্মবিনাশী হয়ে পড়বেন।"[২০]

২. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها "আল্লাহ উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ।"[২১]

৩. فبأي حديث بعد الله وياته يؤمنون "সুতরাং আল্লাহ এবং তার আয়াতের পরিবর্তে তারা আর কোন বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করবে?"[২২]

৪. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين "আপনার কাছে ইবরাহিমের সম্মানিত অতিথিদের খবর পৌঁছেছে কি?"[২৩]

৫. فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين. "তারা যেন এরূপ একখানি কিতাব নিয়ে আসে যদি তারা সত্যবাদী হয়।"[২৪]

৬. افمن هذا الحديث تعجبون "তোমরা কি ঐ কথায় বিস্ময় বোধ করছ?"[২৫]

৭. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ "তারপরও কি তোমরা এ কুরআনের বাণীকে তুচ্ছ মনে করবে?"[২৬]

৮. فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث "আপনাকে এবং যারা এ বাণীকে প্রত্যাখান করে তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন"[২৭]

৯. فبأي حديث بعده يؤمنون "সুতরাং তারা কুরআনের পরিবর্তে আর কোন কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে?"[২৮]

১০. هل اتاك حديث موسى "আপনার কাছে মুসার খরব এসেছে কী?"[২৯]

১১. هل اتاك حديث الجنود "আপনার নিকটে সৈন্যবাহিনীর ইতিবৃত্ত পৌঁছেছে কি?"[৩০]

১২. هل اتاك حديث الغاشية "আচ্ছন্নকারী (কিয়ামত) এর সংবাদ আপনার নিকট কি এসেছে?"[৩১]

➢ পাঁচটি স্থানে حديث শব্দের স্থলে حديثا শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

১. يومئذ يود الذين كَفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون اللهَ حديثا "যারা কুফরি করেছে ও রাসূলের অবাধ্য হয়েছে তারা সেদিন কামনা করবে, যদি তারা মাটির সাথে মিশে যেতে পারত! তারা আল্লাহর নিকট হতে কোন কথাই লুকাতে পারবে না।"[৩২]

২. فما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا "পক্ষান্তরে তাদের পরিণতি কি হবে, যারা কখনো কোনো কথা বুঝতে চেষ্টা করে না।"[৩৩]

৩. ومن أصدق من الله حديثا "আর আল্লাহর চেয়ে কে বেশি সত্যবাদী?"[৩৪]

---

২০ আল-কুরআন, ১৮: ০৬
২১ আল-কুরআন, ৩৯: ২৩
২২ আল-কুরআন, ৪৫: ০৬
২৩ আল-কুরআন, ৫১: ২৪
২৪ আল-কুরআন, ৫২: ৩৪
২৫ আল-কুরআন, ৫৩: ৫৯
২৬ আল-কুরআন, ৫৬: ৮১
২৭ আল-কুরআন, ৬৮: ৪৪
২৮ আল-কুরআন, ৭৭: ৫০
২৯ আল-কুরআন, ৭৯: ১৫
৩০ আল-কুরআন, ৮৫: ১৭
৩১ আল-কুরআন, ৮৮: ০১
৩২ আল-কুরআন, ০৪: ৪২
৩৩ আল-কুরআন, ০৪: ৭৮
৩৪ আল-কুরআন, ০৪: ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

৪. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى "তাদের বিবরণে বুদ্ধিমান মানুষের জন্য শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে। এ বাণী কোন মিথ্যা রচনা নয়।"[৩৫]

৫. واذ اسر البنى الى بعض ازواجه حديثا "নবী যখন তাঁর কতিপয় স্ত্রীর নিকটে একটি গোপন কথা বললেন।"[৩৬]

➢ চারটি স্থানে حديث শব্দের বহুবচনরূপ احاديث শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث "আর এভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে (নবুওয়তের জন্য) মনোনীত করবেন, এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শেখাবেন।"[৩৭]

২. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث "এভাবে আমি ইউসূফকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শেখানোর জন্য সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম।"[৩৮]

৩. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث "হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে রাজ্য দিয়েছেন, স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার জ্ঞান দান করেছেন।"[৩৯]

৪. وجعلناهم أحاديث "আমি তাদেরকে গল্প–কাহিনীর বিষয়ে পরিণত করেছি।"[৪০]

➢ দুইটি স্থানে حديث শব্দের ক্রিয়ারূপ تُحَدِّثُ শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم "তারা বলে আল্লাহ তোমাদের কাছে যা প্রকাশ করেছেন তোমরা কি তাদের কাছে তা বলে দিচ্ছো?"[৪১]

২. يومئذ تحدث أخبارها "সেদিন পৃথিবী তার যাবতীয় খবর ও তথ্য বর্ণনা করবে।"[৪২]

আল-কুরআনকে হাদীস বলার কারণ: আল্লাহ তা'য়ালা কিতাবুল্লাহ এর কতিপয় আয়াতে[৪৩] আল-কুরআনকে "(আহসানুল হাদীস), (হাদীস) ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করেছেন। এখন প্রশ্ন হল আল্লাহ কুরআনকে কেন হাদীস শব্দ দ্বারা অভিহিত করলেন? তাই আল-কুরআনকে 'হাদীস' শব্দযোগে প্রকাশ করার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। বস্তুত: কুরআন ভাব ও ভাষায় قديم বা চিরন্তন। কিন্তু অবতরণের দিক দিয়ে হাদীস বা সাম্প্রতিক।[৪৪] কেননা, এটি মানব জাতির হেদায়াতের জন্য সর্বোত্তম বাণী হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها

অর্থাৎ, আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী (আহসানুল হাদীস) সম্বলিত কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ।[৪৫] আল্লামা শাওকানী (মৃ.১২৫০হি.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে স্বীয় নবীর মাধ্যমে যে সব বিধি-নিষেধ অবতীর্ণ করেছেন, সে সব বিষয়ে তিনি মানুষকে সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং সংবাদ দেওয়া ও বর্ণনা করা অর্থে قران অবশ্যই হাদীস।[৪৬] আল্লামা আলূসী (মৃ.১২৭০হি.) বলেন, কুরআনকে বাণী হিসেবে حديث বলা হয়েছে। قديم এর বিপরীত হিসেবে বলা হয়নি।[৪৭] আল্লামা মাওয়ার্দী (মৃ.৪৫০হি.) কুরআনকে حديث নামে অভিহিত করার দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন।[৪৮]

১. কুরআন আল্লাহর বাণী বা কালাম। এটি সৃষ্ট নয়। আর বাণী অর্থেই কুরআন حديث।

---

৩৫ আল-কুরআন, ১২: ১১১
৩৬ আল-কুরআন, ৬৬: ০৩
৩৭ আল-কুরআন, ১২: ০৬
৩৮ আল-কুরআন, ১২: ২১
৩৯ আল-কুরআন, ১২: ১০১
৪০ আল-কুরআন, ২৩: ৪৪ ও ৩৪:১৯
৪১ আল-কুরআন, ০২: ৭৬
৪২ আল-কুরআন, ৯৯: ০৪
৪৩ আল-কুরআন, ১৮:৬; ৩৯:২৩; ৫২:৩৪
৪৪ ড. সুবহী আল-সালিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫
৪৫ আল-কুরআন, ৩৯:২৩
৪৬ ড. মুহাম্মদ সুলায়মান আল-আসকার, *যুবদাতুত তাফসীর*, কুয়েত: ওযারাতুল আওকাফ, ১৯৮৫ খ্রি., পৃ. ৬০৯
৪৭ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আফিন্দী আল-আলুসী, *রুহুল মা'আনী*, খ. ২৩, মিসর: ইদারাতুত আবআতিল মুনীরিয়্যাহ, তা.বি, পৃ. ২৫৮
৪৮ আবুল হাসানী আলী ইবন মুহাম্মদ আল-মাওয়ার্দী, *তাফসীরুল মাওয়ার্দী*, কুয়েত: ওযারাতুল আওকাফ, ১৪০২ হি., খ.৩, পৃ. ৪৬৬

Dhaka University Institutional Repository

২. অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের তুলনায় বিশেষ পদ্ধতিতে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় কালের দিক বিবেচনায় কুরআন حديث বা নতুন।

হাদীস (حديث) শব্দের পারিভাষিক পরিচয়

উসূলুল হাদীসের পরিভাষায়, অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে, মহানবী (সা.)-এর বাণী, কর্ম ও অনুমোদন এবং সাহাবী ও তাবিঈদের কথা, حديث নামে আখ্যায়িত করা হয়।[৪৯] তবে কেউ কেউ শুধুমাত্র মহানবী (সা.)-এর বাণী কর্ম ও মৌনসম্মতিকে হাদীস বলে থাকেন। আর সাহাবী ও তাবিঈদের বাণী-কর্মকে আছার বলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবন তাইমিয়া (৬৬১-৭২৮ হি.) বলেন,

الحديث النبوي هو عند الاطلاق ينصرف الى ما حدث به عنه بعد النبووة من قوله وفعله واقراره

অর্থাৎ সাধারণ অর্থে নবী করীম (সা.) এর কথা, কাজ ও সমর্থন বিষয়ে নবুয়ত লাভের পর তাঁর থেকে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তাই হাদীস হিসেবে গণ্য করা হয়।[৫০] আল মু'জামুল ওয়াসিত গ্রন্থকার বলেন-

في اصطلاح المحدثين قول اوفعل او تقرير نسب الى النبي صلي الله عليه وسلم

অর্থাৎ হাদীসবিশারদগণের পরিভাষায়, নবী (সা.) এর দিকে সম্পর্কিত কথা, কাজ ও সমর্থনকে হাদীস বলা হয়।[৫১] এ প্রসঙ্গে মুফতী আমীমুল ইহসান (রহ.) বলেন,

الحديث هو اعم من ان يكون قول الرسول (صلعم) والصحابى والتابعى وفعله وتقريره

অর্থাৎ حديث এমন একটি শব্দ যা রাসূল (সা.), সাহাবী ও তাবিঈর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতি ছাড়াও আরো ব্যাপক অর্থবোধক।[৫২] কিন্তু এ বিষয়ে ইমাম ইবন হাজার আল-'আসকালানী (রহ.) এর অভিমত কিছুটা ব্যতিক্রম। তাঁর মতে,

المراد بالحديث في عرف الشرع ما اضيف الى النبى صلى الله عليه وسلم

অর্থাৎ, শরীআতের পরিভাষায়, শুধু নবী করীম (সা.) দিকে যা সম্বন্ধ করা হয় তাই হাদীস।[৫৩] তাঁর এ বক্তব্যের সাথে ঐক্যমত পোষণ করে ড. মাহমূদ আত-ত্বহহান বলেন,

الحديث ما اضيف الى النبى صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة

অর্থাৎ, নবী করীম (সা.) এর কথা, কর্ম, মৌনসম্মতি ও তাঁর যাবতীয় গুণাবলীকে حديث বলা হয়।[৫৪] মহানবীর (সা.) নবুয়ত ও পরবর্তী জীবনের সমুদয় মুখ নিসৃত বাণী, কর্ম, সমর্থন, অনুমোদন এবং তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীর বৈশিষ্ট্য, এমন কি জাগ্রত কিংবা নিদ্রিত সর্বাবস্থায় তাঁর গতিবিধি প্রভৃতি حديث এর অন্তর্ভুক্ত।

অতএব বলা যায়, নবী (সা.) এর বাণী, কাজ, মৌনসমর্থনই হাদীস। তবে ব্যাপক অর্থে- তাঁর (সা.) দৈহিক ও চরিত্রগত, জীবনচরিত সংক্রান্ত গুণাবলীর বিষয়ে নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে কিংবা পরে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তাকেও হাদীস নামে অভিহিত করা হয়।

২.১.২ হাদীসের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, অপরিহার্যতা ও প্রামাণিকতা

হাদীস জ্ঞানের জগতে এক অমূল্য রত্নভাণ্ডার এবং কুরআন মাজীদের প্রধান ভাষ্যকার। একে বাদ দিয়ে ইসলামের অনুসরণ করা মোটেই সম্ভব নয়। তাই হাদীস চর্চার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা একান্ত আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা (যিকর) কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিজে নিয়েছেন।[৫৫] এতে বোঝা যায় কিয়ামত পর্যন্ত প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পরম্পরায় কুরআন অবিকৃত ও প্রকৃত অবস্থায় পৌঁছতে থাকবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই ঐশ্বরিক সংরক্ষণ কী কুরআনের শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে নাকি প্রকৃত অর্থের ক্ষেত্রেও? যদি কুরআনকে

---

৪৯ আব্দুল হক দিহলবী, *আল মুকাদ্দামাহ*, লাহোর: মাকতাবাতুস মুসতাফায়ী, তা.বি, পৃ.৩; মান্না' খালীল আল কাত্তান, *আল-হাদীস ওয়াছ ছাকাফাতুল ইসলামিয়্যাহ*, সৌদি আরব: আল মা'আরিফ, ১৪০৮হি./১৯৮৮ খ্রি., খ.১, পৃ. ২

৫০ আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন আবদুল হালিম ইবন তাইমিয়া, *মাজমুউল ফাতওয়া*, মিসর: দারুল অফা, ২০০৫ খ্রি., সংস্ক.৩, খ. ১৮, পৃ. ৬৭

৫১ ইব্রাহীম মুস্তফা ও অন্যান্য, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, দেওবন্দ: মাকতাবা যাকারিয়্যা, ২০০১খ্রি., সংস্ক.১, পৃ. ১৬০

৫২ আস-সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান, *মীযানুল আখবার মুকাদ্দামাতু ফিকহীস সুনানি ওয়াল আসার*, কানপুর: আল-মাকতাবা আল-মাজীদিয়্যাহ, তা.বি, পৃ. ১-২

৫৩ ড. সুবহী আল-সালিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫

৫৪ ড. মাহমুদ আত-ত্বহহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪

৫৫ আল-কুরআন, ১৫ : ০৯

Dhaka University Institutional Repository

সঠিকভাবে বুঝবার জন্য নবী (সা.) এর ব্যাখ্যা অত্যাবশ্যক হয় তবে কুরআনের শব্দভাণ্ডার সংরক্ষণের মাধ্যমে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না; যদি না নবী (সা.) এর ব্যাখ্যাও সংরক্ষিত থাকে।[৫৬] কারণ আল্লাহ তা'আলা নিজেই নবীকে (সা.) কুরআনের ভাষ্যকার হিসেবে ঘোষণা করে বলেন,

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"আমি তোমার উপর কুরআন নাযিল করেছি; যাতে তুমি মানুষদেরকে তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিতে পারো।"[৫৭] এ আয়াত থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, কুরআন থেকে মানুষ তখনই স্পষ্ট নির্দেশনা পেতে পারে; যখন নবী (সা.) এর দেওয়া ব্যাখ্যা (হাদীস) থেকে কুরআনের অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এ কারণেই নবী (সা.) এর দেওয়া ব্যাখ্যা (হাদীস) বিকৃতির হাত থেকে বাঁচাতে হাদীস চর্চা, অধ্যাপনা ও গবেষণা অপরিহার্য।

ক. আল-কুরআনে হাদীসের অপরিহার্যতা ও প্রামাণিকতা

রাসূল কারীম (সা.) এর পুরো জীবন-চরিত হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। আর হাদীস চর্চার মানেই হলো তাঁর জীবনাদর্শের চর্চা ও অনুসরণের অনুশীলন। রাসূলকে (সা.) প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো তাকে মান্য করা; যা সঠিক পথ লাভের প্রথম শর্ত। সুতরাং একজন মুসলিমের উপর যেভাবে কুরআন মানা আবশ্যক; তেমিন হাদীস তথা রাসূলের অনুসরণও অপরিহার্য। আর তাঁর আনুগত্যের প্রয়োজনে হাদীস চর্চা করা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ "আমি কেবল এ উদ্দেশ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তাঁর আনুগত্য করা হবে।"[৫৮] তিনি আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা (আল্লাহর বিধান অনুসারে) আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন তাদের আনুগত্য কর।"[৫৯] তিনি অন্য আয়াতে নির্দেশ দিচ্ছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ "হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমরা যখন তাঁর কথা শোন তখন তোমরা তাঁর নিকট থেকে বিমুখ হয়ো না।"[৬০] আর রাসূলের অনুসরণে আল্লাহর ভালোবাসা নিহিত। আল্লাহ বলেন, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ "হে রাসূল (সা.)! আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসো তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালো বাসবেন।"[৬১] অপর দিকে রাসূলের অবাধ্যতা কুফরী এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ বলেন, قُلْ أَطِيعُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ "আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। যদি তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করা থেকে বিরত থাক তাহলে (তোমরা কাফির হয়ে যাবে) আর নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের ভালবাসেন না।"[৬২] অন্য আয়াতে তিনি বলেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ "সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে তারা সতর্ক হোক যে, ফিতনা তাদের উপর আপতিত হবে অথবা তাদের উপর আপতিত হবে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।"[৬৩] বিচার-ফায়সালার প্রয়োজনে হাদীস জানার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ "..হে নবী (সা.)! আল্লাহ আপনাকে যা জানিয়েছেন আপনি যেন (ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত নিয়ম-পদ্ধতি) সে অনুসারে লোকদের মধ্যে বিচার–ফায়সালা করতে পারেন।"[৬৪] রাসূলের দান গ্রহণ ও বর্জনের জন্য হাদীস চর্চা প্রয়োজন। তাই আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا "রাসূল তোমাদের জন্য যা (বিধান-জীবনাদর্শ) নিয়ে

---

৫৬ জাস্টিস মুহাম্মদ তাকি ওসমানি, *সুন্নাহর আইনগত মর্যাদা*, অনু. প্রফেসর ড. রহমান হাবিব, ঢাকা: বি আই আই টি, ২০১৪ খ্রি. পৃ.৫৮

৫৭ আল-কুরআন, ১৬: ৪৪

৫৮ আল-কুরআন, ০৪: ৬৪

৫৯ আল-কুরআন, ০৪: ৫৯

৬০ আল-কুরআন, ০৮: ২০

৬১ আল-কুরআন, ০৩: ৩১

৬২ আল-কুরআন, ০৩: ৩২

৬৩ আল-কুরআন, ২৪: ৬৩

৬৪ আল-কুরআন, ০৪: ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

এসেছেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে তিনি বিরত থাকতে বলেছেন, তা থেকে বিরত থাক।"[৬৫] চূড়ান্তভাবে বলা যায়, রাসূলের অনুসরণেই হিদায়েত। তাই কুরআন মাজীদে এসেছে, وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا "তোমরা তাঁর আনুগত্য করলে হিদায়েত পাবে।"[৬৬]

খ. হাদীস কুরআনের মতোই প্রামাণ্য প্রত্যাদেশ

কুরআন থেকে প্রমাণ: আল্লাহ প্রদত্ত ওহীই নবী করীম (সা.) এর জ্ঞানভাণ্ডারের একমাত্র উৎস। এর প্রমাণ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى "আর তিনি মনগড়া কিছু বলেন না, তাতে কেবল তাঁর নিকট প্রত্যাদেশ কৃত ওহী ছাড়া আর কিছুই নয়।"[৬৭] উদ্ধৃত আয়াতে সাধারণভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) নিজের পক্ষ থেকে মনগড়া কিছুই বলেন না, বরং যাই বলেন তা তাঁর প্রতি প্রেরিত প্রত্যাদেশ মাত্র। ইমাম আল-কুরতুবী (৬০০-৬৭১ হি.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

وفيها ايضا دلالة على ان السنة كالوحى المنزل في العمل

অর্থাৎ "এর মধ্যে এ নির্দেশনাও রয়েছে যে, নবী করীম (সা.) এর সুন্নাহ কার্য ক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ওহীর তুল্য।[৬৮] ইমাম বাগাভী (৫১০হি.) এর তাফসীরে মা'আলিমুত-তানযীলে উদ্ধৃত হয়েছে, এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো- নবী করীম (সা.) দ্বীনের ব্যাপারে যা কিছু বলেন তা প্রত্যাদেশের অন্তর্ভুক্ত।[৬৯] নবীর (সা.) দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ "তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষাদেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।"[৭০] কুরআন মাজীদে মোট ১১টি আয়াতে[৭১] 'কিতাব' শব্দের সাথে 'হিকমাহ' শব্দটি (عطف) যুক্তাকারে বর্ণিত হয়েছে। আর আরবী ব্যাকরণে (عطف) আতফের বিধান হলো পূর্বাপর শব্দদ্বয়ের অর্থ পরস্পর বিপরীত হওয়া। তাই এখানে আতফ দ্বারা 'হিকমাহ' বলতে নিশ্চিতভাবে কুরআন নয়, বরং অন্য কিছুকে (সুন্নাহ) বোঝানো হয়েছে। আর তাফসীর ইবন কাসীরে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় 'হিকমাহ' বলতে সুন্নাহকে বুঝানো হয়েছে।[৭২]

হাদীস থেকে প্রমাণ: অনুরূপভাবে নবী করীম (সা.) হাদীস থেকেও এর ওহী হওয়ার প্রমাণ মেলে। যেমন- আসমা' বিনত আবু বকর (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সা.) সূর্যগ্রহণের দিন খুতবা দেয়ার সময় আল্লাহর স্তুতি ও গুণকীর্তন করে বলেন-

ما من شيئ لم اكن اريته الا قد رئيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وانه قد اوحي الي انكم تفتنون في القبور مثل او قريبا من فتنة المسيح الدجال.

"আমি (এখন) এমন সব বস্তু আমার এ অবস্থান থেকে অবলোকন করছি, যা আমাকে আগে দেখানো হয়নি, এমনকি জান্নাত-জাহান্নামও দেখছি। আর আমার নিকট (এখন) ওহী প্রেরিত হয়েছে যে, তোমরা কবরে দাজ্জালের ফিতনার অনুরূপ ফিতনা দ্বারা পরীক্ষিত হবে।"[৭৩] উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নবী করীমকে (সা.) আগে যা দেখানো হয়নি, এমন সব বস্তু তিনি উক্ত সূর্যগ্রহণের দিন দেখতে পেয়েছেন। তন্মধ্যে রয়েছে জান্নাত-জাহান্নামের অবস্থা ও কবরের ফিতনা। এ হাদীস থেকে এটিও বোঝা গেল যে, উদ্ধৃত বিষয়াদি নবী (সা.) কুরআনের আয়াত হিসেবে বলেননি। এ ছাড়া অদৃশ্য জগতের উল্লিখিত বিষয়গুলো তিনি সেচ্ছায় দেখতে পারেননি; বরং আল্লাহই তাঁকে সেসব দেখিয়েছেন। অতএব আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু আসে তা

---

৬৫ আল-কুরআন, ৫৯: ০৭

৬৬ আল-কুরআন, ২৪: ৫৪

৬৭ আল-কুরআন, ৫৩: ০৩

৬৮ শামসুদ্দীন আবূ আব্দিল্লাহ আল-কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল-কুরআন*, কায়রো: দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ, ১৯৬৪ খ্রি., সং.২, খ.১৭, পৃ. ৮৫

৬৯ *প্রাগুক্ত*

৭০ আল-কুরআন, ৬২:০২

৭১ আল-কুরআন, ২:২২৯, ২:২৩১, ২:১৫১, ২:২৫১, ৩:৪৮, ৩:৮১, ৩:১৬৪, ৪:৫৪, ৪:১১৩, ৫:১১০, ৬২:০২

৭২ আল্লামা ইবন কাছীর (রহ.), অধ্যাপক আখতার ফারুক অনূদিত, *তাফসীরে ইবন কাছীর*, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৮৮খ্রি., খ.১, পৃ. ৭৪৮

৭৩ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

নিঃসন্দেহে ওহী। সুতরাং কুরআনের আয়াত ছাড়াও নবী (সা.) দ্বীন সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন তাও মহান আল্লাহরই প্রেরিত ওহী, তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হল।

প্রখ্যাত সাহাবী আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, একদা জনৈক ব্যক্তি নবীকে (সা.) প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কল্যাণ কি অকল্যাণ নিয়ে আসে? তখন নবী (সা.) থেমে গেলেন। আর প্রশ্নকারীকে বলা হলো, তোমার কী হলো যে, নবী (সা.) ভাষণ দিচ্ছেলেন, কিন্তু (এখন) তোমার সাথে কথা বলছেন না? অতঃপর আমরা দেখলাম যে, নবী (সা.) এর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে, আর তিনি ঘাম মুছছেন। তারপর তিনি বললেন: প্রশ্নকারী কোথায়? এ বলে তিনি যেন প্রশ্নকারীর প্রশংসা করছেন। তারপর বললেন, নিশ্চয়ই কল্যাণ অকল্যাণ নিয়ে আসে না।[৭৪] এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, নবী (সা.) কুরআন ছাড়াও আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী প্রাপ্ত হতেন এবং এর মাধ্যমে জিজ্ঞাসিত বিষয়ে জেনে উম্মাহকে অবগত করতেন। এ ছাড়াও কিছু বিষয়ে নবী (সা.) ইজতিহাদী সমাধান দিলেও পরক্ষণেই আল্লাহ তা'য়ালা ওহীর মাধ্যমে তা অনুমোদন দিয়েছেন। সুতরাং কুরআন ব্যতীত অন্য যা কিছু উম্মাহকে তিনি অবগত করেছেন কিংবা শিক্ষা দিয়েছেন তাও ওহীর ভিত্তিতে বর্ণিত বা অনুমোদিত হাদীস।

গ. হাদীস কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা

কুরআন থেকে প্রমাণ: আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় নবীকে তার কিতাবের ভাষ্যকার বলে ঘোষণা দিয়ে বলেন, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ "আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যেন, আপনি লোকদের প্রতি যে (বিধান) নাযিল করা হয়েছে তা তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন, আর যাতে তারা তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে পারে।"[৭৫] তাফসীর ইবন কাসীরে উল্লিখিত হয়েছে, উদ্ধৃত আয়াতে যিকর (الذِّكْر) দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য। আর (তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে) তা দ্বারা উদ্দেশ্য, এ কুরআনের বিধানাবলীসহ পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগোষ্ঠির উপর শাস্তি সম্পর্কিত যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং নবী (সা.) হলেন কুরআনে বর্ণিত বিধানাবলীর ব্যাখ্যাতা। [৭৬] সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে কুরআনের ব্যাখ্যায় তিনি যা কিছু বলেছেন তাই হাদীস।

হাদীস থেকে প্রমাণ: হযরত মিকদাম ইবন মা'দীকারাব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, "জেনে রাখ! আমাকে কিতাব (কুরআন) দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে তার অনুরূপ আর একটি জিনিস।"[৭৭] এ হাদীসের ব্যাখ্যায় সুনান আবু দাউদের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আওনুল মা'বুদ এ উল্লেখিত হয়েছে, এখানে কিতাব দ্বারা কুরআন কারীম উদ্দেশ্য। আর (তার সাথে অনুরূপ আর একটি বিষয়) দ্বারা ওহী গাইর মাতলু বা পরোক্ষ ওহী (হাদীস) উদ্দেশ্য।[৭৮]

ঘ. বিচারকার্যে সাহাবা কিরামের আমল

আমিরুল মু'মিনীন হযরত 'উমার (রা.) কাজী শুরাইহকে এই মর্মে ফরমান পাঠিয়েছিলেন যে, যখন তোমার কাছে কোনো বিচার আসবে তখন তুমি তা আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফায়সালা করবে। আর আল্লাহর কিতাবে (সরাসরি) নেই এমন কোনো বিষয় আসলে নবী (সা.) এর হাদীস দ্বারা ফায়সালা করবে।[৭৯] অনুরূপভাবে মু'আয ইবন জাবালকে (রা) ইয়ামেনের গভর্ণর হিসেবে প্রেরণ কালে তথায় বিচার-ফয়সালা সমাধানের ব্যাপারে তাকে নবী (সা.) জিজ্ঞেস করলে তিনি কুরআন, হাদীস ও কিয়াসের ভিত্তিতে তা পরিচালনা করবেন মর্মে জবাব দেন।[৮০]

---

৭৪ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী (রহ.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫৮

৭৫ আল-কুরআন, ১৬: ৪৪

৭৬ হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবন কাসীর, *তাফসীর ইবন কাসীর*, ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রাহমান অনূদিত, ঢাকা: তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ১৯৮৬ খ্রি., পৃ. ৪৭৫

৭৭ ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আশআস (রহ.), *সুনানু আবী দাউদ*, বৈরূত: দারুল ফিকর, তাবি, হাদীস নং-৪৬০৪

৭৮ শামসুল হক আল-আযীমাবাদী, *আওনুল মাবুদ শরহু সুনানে আবূ দাউদ*, বৈরূত: দারুল কতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১৫হি., খ. ১২, পৃ.২৩১-৩২

৭৯ ইব্রাহীম ইবন মূসা আশ-শাতেবী আল মালেকী, *আল মুওয়াফাকাত ফী উসূলিশ শারীআহ*, বৈরূত: দারুল মারিফাহ, তাবি, খ.৪. পৃ. ৮

৮০ হারিস ইবন 'আমর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ মু'আযকে ইয়ামানে প্রেরণকালে তাঁকে বললেন, তুমি (ইয়ামেনের জনগণের মাঝে) কীভাবে ফায়সালা করবে? মু'আয বললেন, আল্লাহর কিতাবে যা আছে তার মাধ্যমেই আমি ফায়সালা করব। রাসূলুল্লাহ বললেন, যদি আল্লাহর কিতাবে না পাও? মু'আয বললেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ এর সুন্নাহ এর মাধ্যমে (ফায়সালা করব)? রাসূলুল্লাহ বললেন, যদি রাসূলুল্লাহ এর

Dhaka University Institutional Repository

ইবন মাসউদ (রা.) বলেন, তোমাদের কারো নিকট যখন কোনো বিচারকার্য উপস্থিত হয় তখন সে যেন আল্লাহর কিতাব দ্বারা ফায়সালা করে। আর আল্লাহর কিতাবে তার সমাধান সরাসরি না পাওয়া গেলে নবী (সা.) এর ফায়সালাকৃত বিষয়ের মাধ্যমে সমাধান দিবে।[৮১] উল্লিখিত প্রতিটি বিচারকার্য ফায়সালার ক্ষেত্রে ['উমার, মু'আয ইবন জাবাল ও ইবন মাসউদ (রা.)] আল্লাহর কিতাবের পরেই তারা নবী (সা.) এর হাদীসের স্থান দিয়েছেন।

ঙ. হাদীসের অপরিহার্যতার ব্যাপারে সাহাবা কিরামের ইজমা

সাহাবা কিরাম রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায় ও তাঁর ওফাতের পর হাদীসের অনুসরণ, এতে বর্ণিত বিধিবিধান পালনের বাধ্যবাধকতা, এর নির্দেশের বাস্তবায়ন ও নিষেধ থেকে বেঁচে থাকবার ক্ষেত্রে ঐকমত্য ছিলেন। হাদীস কুরআনের ব্যাখ্যা হওয়ার কারণে তারা এ দুইয়ের মাঝে বিশেষ কোন পার্থক্য সৃষ্টি করতেন না; বরং কুরআন-সুন্নাহ নির্বিশেষে সমভাবে অনুসরণ করতেন।[৮২]

২.২ প্রথম যুগ : হিজরী প্রথম শতাব্দীতে হাদীস চর্চা

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নবুওয়াতোত্তর কাল থেকে ৯৯ হিজরী তথা হযরত ওমর ইবন আব্দুল আযীযের (রহ.) খিলাফত লাভ পর্যন্ত ১১২ বছরের দীর্ঘ সময়কালকে প্রথম যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি মূলত: সাহাবী ও প্রবীণ তাবি'ঈদের যুগ। হিজরী প্রথম শতাব্দীতে হাদীস চর্চার পর্যালোচনায় হাদীসের উৎস কী, কখনই বা এর উৎপত্তি হয়, রাসূল (স.) এর জীবদ্দশায় হাদীস চর্চা ও সংরক্ষণের ধরন ও প্রকৃতি কেমন ছিল ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর খোজাঁর মধ্য দিয়েই নিম্নে সংক্ষেপে ধারাবাহিকভাবে এ শতাব্দীর হাদীস চর্চা সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপিত হলো-

২.২.১.হাদীসের উৎস

প্রামাণিক উৎস হিসেবে কুরআন কারীমের পরেই হাদীস শরীফের অবস্থান। বিশুদ্ধ জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার ইলমি ওহী। মহান আল্লাহ তার হাবীবের প্রতি যে ওহী নাযিল করেছেন তাই মূলত: হাদীসের মূল উৎস। হাদীসের ভাষা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিজের হলেও এর মূলভাব আল্লাহ তা'য়ালারই। এর প্রমাণ স্বরূপ কুরআন মাজীদে এসেছে,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى- إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى-

"তিনি (নবী) প্রবৃত্তির তাড়নায় মনগড়া কোন কথা বলেন না, যা বলেন তা অবতীর্ণ ওহী ছাড়া আর কিছু নয়।[৮৩] এ ওহী দু'ধরনের তথা প্রত্যক্ষ ওহী বা কুরআন মাজীদ, আর পরোক্ষ ওহী বা হাদীস শরীফ।[৮৪]এর সপক্ষে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায়। কুরআন মাজীদ ঘোষণা করছে,

وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ –

"হে রাসূল ! আল্লাহ্ আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমাত নাযিল করেছেন, আর আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি জানতেন না"।[৮৫] আল্লামা ইবন কাসীর (রহ.) [মৃ.৭৭৮হি.] বলেন, এখানে 'আল-কিতাব' মানে পবিত্র কুরআন এবং "আল-হিকমাহ্" মানে সুন্নাহ বা হাদীস।[৮৬] কুরআন ও হাদীস উভয় একই উৎপত্তিস্থল হতে উৎসারিত। হাদীস শরীফেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। নবী কারীম (সা.) বলেছেন,

الا انى اتيت القران و مثله معه-

সুন্নাতে না থাকে? মু'আয বললেন: (তাহলে) আমি আমার ইজতিহাদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করব? রাসূলুল্লাহ বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আল্লাহর রাসূলের দূতকে (সত্য বোঝার) তাওফীক দিয়েছেন। [আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *জামি' তিরমিযী*, বৈরূত: দারু ইহইয়াউত তুরাস আল-আরাবী, তাবি, হাদীস নং-১৩২৭]

৮১ ইব্রাহীম ইবন মূসা আশ শাতেবী আল-মালেকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৮

৮২ ড. মুহাম্মদ আয-যুহাইলী, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহিল ইসলামী*, দামেশক: দারুল খাইর, ২০০৩খ্রি., পৃ.১৯৭

৮৩ আল-কুরআন, ৫৩ : ৩-৪

৮৪ ওহী প্রধানত দু'প্রকার, যথা : (১) ওহী মাতলূ, যা নামাযে তিলাওয়াত করা হয়। এর অপর নাম 'ওহী জলী' বা প্রত্যক্ষ ওহী (২) ওহী গায়ের মাতলু, এটি নামাযে পাঠ করা হয় না। এর অপর নাম 'ওহী খফী' বা পরোক্ষ/প্রচ্ছন্ন ওহী। প্রথম শ্রেণীর ওহীকে কুরআন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ওহীকে হাদীসে বলে।

৮৫ আল-কুরআন, ৪ : ১১৩

৮৬ ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈ'ল ইবন কাসীর, *তাফসীরু কুরআনিল আযীম*, রিয়াদ : মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১৪১২/১৯৯২খ্রি., ১ম সংস্ক., খ.১, পৃ.৬১০

Dhaka University Institutional Repository

"আমাকে পবিত্র কুরআন দেওয়া হয়েছে এবং সেই সাথে এরই মত আর একটি জিনিস"।[৮৭] হযরত হাসসান ইবন সাবিত (রা.) বলেন, "জিবরাঈল (আ.) নবী করীম (সা.) এর নিকট হাদীস নিয়ে অবতীর্ণ হতেন, যেমন অবতীর্ণ হতেন পবিত্র কুরআন নিয়ে। তিনি কুরআনের ন্যায় তাঁকে হাদীসও শিক্ষা দিতেন"।[৮৮] বস্তুত নবী করীম (সা.) ইসলামী শরীয়াতের যাবতীয় ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করার পরেই জনসম্মুখে তা প্রকাশ করতেন।[৮৯] রাসূল (সা.) থেকে প্রকাশিত হাদীস গ্রহণের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۔

"রাসূল তোমাদের জন্য যে বিধান, জীবনাদর্শ নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে তিনি বিরত থাকতে বলেছেন, তা থেকে বিরত থাক"।[৯০]

উপর্যুক্ত পর্যালোচনা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কুরআন ও হাদীস একই বৃন্তে প্রস্ফুটিত জ্ঞানভাণ্ডারের প্রবাহমান দু'টি পুষ্প সদৃশ। মূলত: হাদীস পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা; যা ছাড়া পবিত্র কুরআন অনুধাবন করা দুরূহ ব্যাপার। এ কারণে মৌলিকতা, প্রামাণিকতা ও অবশ্য অনুসরণীয় হওয়ার দিক দিয়ে ইসলামী শরীয়াতে পবিত্র কুরআনের পরেই হাদীসের অবস্থান। সুতরাং হাদীস আল্লাহ তা'আলার বাণী নয়, রাসূল্লাহ (সা.) এর কথা, এমন অভিযোগে হাদীসের প্রতি কোনরূপ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কিংবা উপেক্ষা প্রদর্শন করার কোন সুযোগ নেই।

২.২.২.হাদীসের উৎপত্তি

হযরত মুহাম্মদ (সা.) হলেন হাদীস শাস্ত্রের প্রধান উৎপত্তিস্থল। কারণ তাঁর (সা.) জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই ছিল ইসলামী জীবন ব্যবস্থার জীবন্ত নমুনা-জলন্ত উদাহরণ। তাঁর প্রতিটি কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম, ওঠা-বসা, চাল-চলন, লেন-দেন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর উপস্থিতিতে কৃত-বর্ণিত কোন কাজ কিংবা ঘটনার অনুমোদন ইত্যাদি সবকিছুই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। তাঁকে ঘিরে সাহাবা কিরামের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। তাদের জ্ঞান পিপাষা নিবারণ করার নিমিত্ত তৃষ্ণার্ত হৃদয় রাসূলপানে প্রতিক্ষার প্রহর গুণতেন আর সর্বদা তাঁকে ছায়ার মত অনুসরণ করতেন। তাই দেখা যায়, সাহাবাগণ রাসূল (সা.) এর প্রতিটি বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতি গভীর মনোযোগের সাথে অনুসন্ধিৎসু হৃদয়ে শ্রবণ ও অনুধাবন করতেন; ফলে তারা সেগুলো সহজেই স্মৃতির মনিকোঠায় সযত্নে সঞ্চিত রাখতে সক্ষম হতেন। এ ছাড়াও তিনি কেবল তাঁর মুখের কথাই নয়, নিজের কাজকর্ম ও সাহাবাগণের কথা ও কাজের সমর্থন দিয়েও ইসলামী জীবন বিধানের ব্যাখ্যা দান করতেন। সাহাবীগণ সেই ব্যাখ্যাত হাদীসের মহান জ্ঞানভাণ্ডার সংগ্রহ, সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করতেন। তাদের জীবনচলার পথে যখনই কোন জটিলতা দেখা দিতো কিংবা কোন প্রশ্নের উদ্রেক হতো, তখনই রাসূল কারীম (সা.) এর নিকট সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জিজ্ঞেস করে তারা উত্তর জেনে নিতেন এবং একটি অমূল্য সম্পদ হিসেবে এর সংরক্ষণ করতেন। তাই হাদীসের উৎপত্তি প্রসঙ্গে ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) যথার্থই মন্তব্য করেছেন,"সাহাবীগণ মহানবী (সা.) এর সম্মুখে তাঁদের নানাবিধ প্রশ্ন ও সন্দেহ-সংশয় পেশ করতেন এবং তিনি তাঁদেরকে এগুলোর জবাব দিতেন। ফলে তাদের মনে প্রশান্তি লাভ করতো। তাঁর নিকট শত্রুরাও সাহাবীগণের ন্যায় প্রশ্ন করতো, তাদের উদ্দেশ্য ছিল মহানবীকে (সা.) পরীক্ষা করা, ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করা ও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। আর সাহাবীগণ দ্বীনের রহস্য উদঘাটন করা, তত্ত্ব বুঝা, ঈমানের দৃঢ়তা অর্জন করা ও দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করতেন। আর রাসূল কারীম (সা.) তাদের সকল প্রশ্নেরই উত্তর প্রদান করতেন। অবশ্য যেসব বিষয়ের কোন উত্তর তাঁর (সা.) জানা থাকতো না (যেমন : কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় ইত্যাদি) কেবল সেসব বিষয়েই তিনি নীরবতা অবলম্বন করতেন"।[৯১] নিম্নে হাদীসের উৎপত্তি সম্পর্কিত কতিপয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হলো-

---

৮৭ মুহাম্মদ আবু যাহু, *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল আরাবী, ১৪০৪/১৯৮৪, পৃ. ১১

৮৮ আদ-দারিমী, *আস-সুনান*, মিসর : দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৬খ্রি., খ.১, পৃ. ৯৬

৮৯ নবী করীম (সা.) এর নিকট দীন সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন করা হলে এবং সে বিষয়ে তাঁর পূর্ব জ্ঞান না থাকলে তিনি তাৎক্ষনিকভাবে এর কোন জবাব দিতেন না, বরং জিবরাঈল (আ) এর মাধ্যমে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভের পরই তার জবাব দিতেন। যেমন : একদা জনৈক ইয়াহুদী পণ্ডিত নবী করীম (সা.) এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, পৃথিবীর সর্বোত্তম স্থান কোনটি ? এর সঠিক উত্তর তাঁর জানা ছিল না বিধায় তাৎক্ষণিকভাবে এর কোন জবাব দেননি। পরে তিনি জিবরাঈল (আ) এর মাধ্যমে এর সঠিক উত্তর জেনে তাকে জানিয়ে দিলেন, পৃথিবীর সর্বোত্তম স্থান হলো মসজিদ। (মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা : খাইরুন প্রকাশনী, ১৯৭০খ্রি., পৃ.৬২)

৯০ আল-কুরআন, ৫৯ : ৭

৯১ ইবনুল কাইয়্যিম,*যাদুল মা'আদ ফী হাদয়ি খায়রিল'ইবাদ*, ভারত : মুখতার এন্ড কোম্পানী, ১৮৮০, খ. ৩, পৃ.৭৫

Dhaka University Institutional Repository

ক. ছদ্মবেশে জিবরাঈলের (আ) আগমন

কখনও কখনও হযরত জিবরাঈল (আ) মানবাকৃতিতে রাসূল (সা.) এর মজলিসে উপস্থিত হয়ে তার নিকট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে উত্তর জানার মাধ্যমে উপস্থিত সাহাবীগণকে পরোক্ষভাবে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দান করতেন। এটিও হাদীস উৎপত্তির একটি উপায়, তন্মধ্যে 'হাদীসে জিবরাঈল' নামে খ্যাত হাদীসটি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শুভ্র পোশাক পরিহিত, কুচকুচে কালো কেশবিশিষ্ট, জনৈক অপরিচিত লোক মহানবী (সা.) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঈমান, ইসলাম, ইহসান, কিয়ামতের নিদর্শন ও তা সংঘটনের সময় প্রভৃতি বুনিয়াদী বিষয়ে প্রশ্ন করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। অতঃপর তিনি মজলিস ত্যাগ করার পর মহানবী (সা.) 'উমর ফারুককে (রা) জিজ্ঞেস করেন, হে উমর ! তুমি কি জানো, এই প্রশ্নকারী লোকটি কে? 'উমর (রা) স্বীয় অজ্ঞতা প্রকাশ করলে রাসূল (সা.) নিজেই বলেন,

فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم –

"এ প্রশ্নকারী ছিলেন জিব্রাঈল (আ)। তিনি তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে আগমন করেছিলেন"।[৯২]

খ. প্রশ্ন করার প্রতি উৎসাহ প্রদান

এ পর্যায়ে রাসূল কারীম (সা.) এর নিকট সাহাবীগণের নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নেওয়া ও আমল করার বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী হতে কিছু ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করার মাধ্যমে হাদীসের উৎপত্তির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হচ্ছে- হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল কারীম (সা.) এর যুগে জনৈক ব্যক্তি আহত হলে তাঁকে গোসল করতে বলা হলো। পরে সে ইন্তিকাল করলো। নবী (সা.) এ ঘটানা শুনতে পেয়ে রাগান্বিত স্বরে বলেন,

قتلهم الله الم يكن شفاء العى السوال؟

"আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকগুলোকে ধ্বংস করুন ! (আমার নিকট জিজ্ঞেস করলে না কেন?) জিজ্ঞেস করাই কি সব অজ্ঞতার অবসান নয়?"[৯৩] অপর বর্ণনায় এসেছে, নাওয়াস ইবন সাম'আন (রা) বলেন, আমি রাসূল কারীম (সা.) কে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্য দীর্ঘ একটি বছর মদীনায় অবস্থান করেছি। অবশেষে আমি তাঁর নিকট البر (আল-বির) পূণ্য ও الاثم (আল-ইছম) পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম-

فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: البر حسن الخلق والاثم ما حاك في نفسك و كرهت ان يطلع عليه الناس-

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,"'বির' বা পূণ্য হচ্ছে উত্তম চরিত্র এবং 'ইছম' বা পাপ তা-ই, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় জাগায় ও সংকোচবোধ সৃষ্টি করে এবং তা লোকেরা জানুক এটা তুমি পছন্দ করো না।"[৯৪]

গ. আগন্তুকদের জিজ্ঞাসার জবাব

কেবল মদীনা জনপদের লোকজনই নয়, বরং দূর-দূরান্তের নগর-বন্দর ও বেদুঈনপল্লী হতেও মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে মহানবীর (সা.) সান্নিধ্যে এসে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে তাদের কাঙ্ক্ষিত উত্তর জেনে নিতেন। ফলে হাদীস ভাণ্ডারে যুক্ত হতো নতুন নতুন জ্ঞান। হযরত আনাস (রা) বলেন, আমরা মসজিদে নববীতে বসা ছিলাম এমন সময় উটের পিঠে আরোহণ করে এক ব্যক্তি আগমন করল। সে তার উটকে মসজিদের পাশে বাধলো। অতঃপর সে জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ কে? তখন তাকে বলা হলো, ঐ যে সাদা পোশাক পরিহিত হেলান দিয়ে বসা, তিনিই মুহাম্মদ (সা.)। তখন সে মহানবীকে (সা.) জিজ্ঞেস করল, আমি আপনার নিকট কিছু প্রশ্ন করবো এবং প্রশ্ন করার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোরতাও প্রদর্শন করবো। আপনি কিন্তু আমার উপর মনে কোন কষ্ট নিতে পারবেন না। অতঃপর নবী কারীম (সা.) তাকে প্রশ্ন করার অনুমতি প্রদান করলে সে আল্লাহ সম্পর্কে, সমগ্র মানবজাতির প্রতি তাঁর রাসূল হিসাবে প্রেরিত হওয়া সম্পর্কে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক মাসের সিয়াম এবং ধনীদের নিকট হতে যাকাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। উত্তরে রাসূল কারীম (সা.) বলেন, হ্যাঁ! আল্লাহ তা'আলা এসবই ফরয করেছেন। পরিশেষে সেই লোকটি মহানবী (সা.) এর উত্তরে অনুপ্রাণিত হয়ে বললো, আপনি যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি আমি ঈমান আনলাম, আমার নাম 'যিমাম ইবন ছা'লাবা', আমি আমার জাতির লোকদের নিকট আপনার প্রতিনিধি হয়েই ফিরে যাচ্ছি।[৯৫]

---

৯২ ইমাম মুসলিম (রহ.), *সহীহ মুসলিম*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ২০০৩খ্রি., খ. ১, পৃ. ১২৬৬

৯৩ আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.), *মুসনাদ আহমদ*, মিসর : আল-মাতবা'আ আল-মিসরিয়্যাহ, ১৮৯৩, খ.১, পৃ. ১৬০

৯৪ ইমাম মুসলিম (রহ.), *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩১

৯৫ ইমাম মুসলিম (রহ.), *সহীহ মুসলিম*, বৈরুত : দারুলু কুতুবিল আলামিয়্যাহ, ১৯৯১খ্রি., খ. ১, পৃ. ১৯৮০

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপভাবে 'আব্দুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী কারীম (সা.) এর সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! ইসলামের মূল বিষয় সম্পর্কে এমন কিছু বর্ণনা করুন, যা আমল করে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো এবং আমাদের পশ্চাতের লোকদেরকে তদানুযায়ী আমল করার আহবান জানাবো। অতঃপর নবী (সা.) তাদেরকে চারটি বিষয়ে আদেশ ও চারটি বিষয়ে নিষেধ করলেন।"[৯৬]এমনিভাবে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমরা রাসূলে কারীম (সা.) এর নিকটে বসেছিলাম। তিনি লোকদের সাথে কথা বলায় ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় জনৈক আরব বেদুঈন এসে নবী কারীমকে (সা.) জিজ্ঞেস করল, কখন কিয়ামত সংঘটিত হবে? মহানবী (সা.) তাঁর কথা শেষ করে বেদুঈনকে ডেকে বললেন,

فاذا اضيعت الامانة فانتظر الساعة-

"যখন আমানত বিনষ্ট করা হবে তখন কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা করবে।" লোকটি জিজ্ঞেস করল, আমানত কীভাবে নষ্ট করা হবে? নবী (সা.) বললেন,

اذا اسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة-

"দায়িত্বপূর্ণ কাজ যখন অনুপযুক্ত ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করা হবে, তখন কিয়ামতের প্রতীক্ষায় থাক।"[৯৭]

ঘ. প্রিয়নবীর স্বপ্রণোদিত বক্তব্য

নবী কারীম (সা.) সাহাবা কিরামের যে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন, তাতেই যে কেবল হাদীসের উৎপত্তি হতো ব্যাপারটা এমন নয়; বরং তিনি নিজে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন সময় সাহাবীগণকে দ্বীন সম্পর্কে শিক্ষা দানের মাধ্যমেও হাদীসের উৎপত্তি হয়। হানযালা (রা.) বলেন, 'আমরা একদিন মহানবী (সা.) এর সাথে ছিলাম। এ সময় তিনি আমাদের নিকট জান্নাত ও জাহান্নামের বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন। এর ফলে এ দুটি জিনিস আমাদের সামনে এমন উজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, যেন আমরা প্রত্যক্ষভাবে জান্নাত-জাহান্নাম দেখতে পাচ্ছি।'[৯৮]

ঙ. মহানবীর নির্দেশ

কখনও রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নির্দেশ জারি করতেন, তখন সাবহাবীগণ পাগলপারা হয়ে তা পরিপালনে প্রাণপন চেষ্টা চালাতেন। এ ধরনের নির্দেশাবলীর মাধ্যমেও হাদীসের উৎপত্তি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স.) এর একটি প্রসিদ্ধ বাণী উল্লেখযোগ্য,

بَلِّغُوْا عَنِّي وَلَوْ اٰيَةً

"আমার পক্ষ হতে একটি (হাদীস) বাণী হলেও তা (মানুষদেরকে) পৌঁছে দাও।"[৯৯] এ নির্দেশনা পেয়ে সাহাবাগণ হাদীস প্রচারের আমানতী দায়িত্ব পালনে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালান।

২.২.৩. হাদীসের বিকাশধারা

উল্লিখিত বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে ইলমি হাদীসের উৎপত্তি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় হাদীস বিকশিত হয়ে শাস্ত্রীয়রূপ পরিগ্রহ করে। তাই হাদীসের বিকাশধারা প্রসঙ্গে প্রথমেই রাসূল (স.) এর জীবদ্দশায় হাদীস চর্চা ও সংরক্ষণ কীভাবে হয়েছিল সেসম্পর্কে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা উপস্থাপিত হলো-

২.২.৩.১ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায় হাদীস চর্চা

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায় হাদীস চর্চা ও সংরক্ষণের প্রধান উপায় ছিল সাহাবীগণের হাদীস মুখস্তকরণ ও বাস্তব জীবনে প্রয়োগের মাধ্যমে তা জীবন্ত রাখা । আর হাদীস প্রচারের প্রধান বা একমাত্র উপায় ছিল মৌখিক প্রচার। তবে রাসূল (সা.) এর যুগে হাদীস লিখিত হয়নি তা বলা যাবে না; কিন্তু তা ছিল নিতান্তই নগণ্য। রাসূল (সা.) ইন্তিকালের সময় সাহাবীগণের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার। এদের প্রত্যেকের পক্ষে সব সময় রাসূল (সা.) এর সান্নিধ্যে অবস্থান করে তাঁর সকল কথা শুনা বা সকল কাজ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব ছিল না। তাই অধিকাংশ সাহাবীর জ্ঞাত হাদীসের মধ্যে কিছু ছিল রাসূল (সা.) এর নিকট থেকে সরাসরি শুনা বা দেখা আর কিছু ছিল অপরাপর সাথীদের নিকট থেকে শুনা বা দেখা।

---

৯৬ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৪-২৫

৯৭ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

৯৮ আহমদ ইবন হাম্বল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩

৯৯ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১২

Dhaka University Institutional Repository

ক. মহানবীর (সা.) মাক্কী জীবনে হাদীস সংরক্ষণ ও চর্চা

কুরআন নাযিলের সূচনা লগ্ন থেকেই কুরআন মাজীদ মুখস্থ করণের পাশাপাশি রাসূল (স.) ওহী লিখক সাহাবীদের দ্বারা নিজ তত্ত্বাবধানে তা লিখে রাখার ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু শুরু থেকে যত দিন পর্যন্ত সাহাবীগণ কুরআনের বর্ণনা ভঙ্গি, উপস্থাপন পদ্ধতি, বিষয়বস্তু ইত্যাদি দেখে কোনটি কুরআনের আয়াত আর কোনটি তা নয়, এটি বুঝবার যোগ্যতা তাদের হয়নি ততদিন পর্যন্ত হাদীস লেখার ওপর রাসূলের (সা.) নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। এ নিষেধাজ্ঞার কারণ মূলত: কুরআনের সাথে হাদীস সংমিশ্রণের ফলে ইসলামের অপূরণীয় ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে এসেছে,

لا تكتبوا عنى و من كتب عني غير القران فليمحه و حدثوا عنى و لا حرج و من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار ـ

"তোমরা আমার হাদীস লিখ না। কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু কেউ লিখে থাকলে তা মুছে ফেল। তবে আমার কথা মৌখিকভাবে বর্ণনা করায় কোন দোষ নেই। আমার নামে যে মিথ্যা প্রচার করবে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।"[১০০] রাসূল (সা.) এর এ ধরনের নিষেধাজ্ঞার কারণে তাঁর মাক্কী জীবনে হাদীস লিখে সংরক্ষণ করা হয়েছে বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তখন হাদীস সংরক্ষণের একমাত্র উপায় ছিল মুখস্থ রাখা। আরবগণ স্বভাবগতভাবে প্রখর ধী-শক্তির অধিকারী ছিলেন। তারা তাদের সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান, নেতাদের স্মরণীয় ঘটনা, কাব্য-শ্লোক, বংশ পরিচয় ইত্যাদি সবকিছুই স্বভাবসূলভ মুখস্থ করে রাখতেন। এ মানুষগুলো ইসলামে প্রবেশ করার পর রাসূল (সা.) এর বাণীসমূহও মুখস্থ করার মাধ্যমে হৃদয় গহিনে স্বযত্নে সংরক্ষণ করে রাখতেন। তারা নবী (সা.) এর যে কোনো বাণী একবার শোনা মাত্রই স্মৃতিপটে অংকন করতে সক্ষম হতেন।[১০১] তাদের এই প্রখর স্মৃতিশক্তির কারণে হাদীস চর্চা ও প্রচারের ক্ষেত্রে এর উপর তারা নির্ভর করতেন। তাই বলা যায় যে, তৎকালে হাদীস চর্চা ও সংরক্ষণের মাধ্যম ছিল মুখস্থকরণ, মৌখিকভাবে পর্যালোচনা এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগের মাধ্যমে তা জীবন্ত করে রাখা।

খ. মহানবীর (সা.) মাদানী জীবনে হাদীস সংরক্ষণ ও চর্চা

মহানবী (সা.) মদীনায় হিজরতের পর সাহাবাগণ যখন কুরআন-হাদীসের পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে অনুধাবন করবার যোগ্যতা অর্জন করেন, তখন সাধারণভাবে তাদেরকে হাদীস লিখার অনুমতি প্রদান করা হয়। এ সময় সাহাবীগণ তাঁর মহামূল্যবান মনিমুক্তা সদৃশ বাণী সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তাঁরা মহানবীর (স.) প্রত্যেকটি বাণী গভীর মনযোগসহকারে শ্রবণ করতেন এবং তাঁর যাবতীয় কাজ-কর্ম, চাল-চলন, আচার-আচরণ ইত্যাদি সন্ধানী দৃষ্টিতে অবলোকন করতেন। ফলে মহানবীর (স.) বাণী ও সকল কর্ম সাহাবীদের স্মৃতিপটে পাথর খোদায়ের মত গ্রথিত ও অংকিত হয়ে যেত। এ ছাড়া মহানবী (স.) স্বীয় বাণী মুখস্থ করার ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছেন, পাশাপাশি তা প্রচার-প্রসারের জন্যও উৎসাহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স.) বলেন,

بَلِّغُوْا عَنِّي وَلَوْ اٰيَةً

"আমার পক্ষ হতে একটি (হাদীস) বাণী হলেও তা (মানুষদেরকে) পৌঁছে দাও।"[১০২] তিনি আরও বলেন,

مَن حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَربَعِينَ حديثا مِن أَمرِ دِينِها، بَعَثَهُ اللَّهُ فَقِيهًا، وكُنتُ لَهُ يَومَ القِيامَةِ شافِعًا وشَهِيدًا

"যে ব্যক্তি আমার উম্মতের জন্য দ্বীন সম্পর্কিত ৪০টি হাদীস মুখস্থ করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে ফকীহ হিসেবে পুনরুত্থিত করবেন। আর আমি সেদিন তার জন্য সুপারিশকারী ও সাক্ষী হবো।[১০৩] হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেন,

نضر الله امرءا سمع مقالتى فوعاها و حفظها و بلغها فرب حامل فقه الى من هو أفقه منه.

"আল্লাহ সে ব্যক্তিকে আলোকোদ্ভাসিত করে দেবেন, যে আমার কথা (হাদীস) শুনে তা সংরক্ষণ করে ও ভালোভাবে মুখস্থ করে এবং অপরের নিকট পৌঁছে দেয়। অনেক জ্ঞানের বাহক এমন লোকের কাছে জ্ঞান পৌঁছে

---

১০০ ইমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬৮

১০১ মুফতী আমীমুল ইহসান, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা: কুতুব খানা রশীদিয়া, ১৪১১হি., পৃ. ৬-৭.

১০২ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল বুখারী (রহ), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১২

১০৩ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল বুখারী (রহ), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

দেয়, যে তার অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ও বিজ্ঞ।"[১০৪] তাই দেখা যায়, 'আব্দুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী কারীম (সা.) এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিজেদের অসুবিধার বিবরণ দেন এবং রাসূল (সা.) এর নিকট নিবেদন করে বলেন, ইসলামের মূল বিষয় সম্পর্কে এমন কিছু বর্ণনা করুন যা আমল করলে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো এবং আমাদের পশ্চাতে অবস্থিত সম্প্রদায়ের লোকদেরকে তদানুযায়ী আমল করার আহবান জানাবো। অতঃপর রাসূল (সা.) চারটি বিষয়ে নির্দেশ ও চারটি বিষয়ে নিষেধ করে বলেন,

احفظوه و اخبروه من ورائكم-

"তোমরা এগুলো মুখস্থ করো এবং তোমাদের পশ্চাতে যারা রয়েছে তাদেরকে পৌছেঁ দাও।"[১০৫]

উপর্যুক্ত হাদীসগুলোর বর্ণনাভঙ্গি থেকে বোঝা যায় যে, রাসূল (সা.) এর হাদীস মুখস্থকরণ ও তা প্রচারের ব্যাপারে উৎসাহ-উদ্দীপনামূলক নির্দেশনা পেয়ে সাহাবা কিরাম কুরআন মাজীদের ন্যায় হাদীস মুখস্থকরণে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। যার ফলে বাস্তবিক কারণেই প্রতিদিন মহানবীর সান্নিধ্যে গিয়ে যে সকল সাহাবীর পক্ষে হাদীস শ্রবণ করা সম্ভব হতো না তাঁরা তাঁদের অপরাপর সাথীদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করতেন। এমনকি তাঁরা শ্রুত হাদীসসমূহ পরস্পর পুনরাবৃত্তি, চর্চা ও পর্যালোচনার জন্য আলোচনা মজলিসের আয়োজন করতেন। আর এই আলোচনা সভা মসজিদে নববীতে আবার কখনো কোনো সাহাবীদের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হতো। হযরত আনাস (রা) বলেন, "আমরা নবী কারীম (স.) এর নিকট অবস্থান করতাম এবং হাদীস শ্রবণ করতাম। অতঃপর তিনি যখন মজলিস ত্যাগ করতেন তখন আমরা পরস্পর শ্রুত হাদীসের পুনরাবৃত্তি এবং মুখস্থ করতাম।"[১০৬] মহানবীর (স.) হাদীস প্রচারের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে সাহাবীগণ হাদীস শোনা মাত্রই তা অপরের নিকট পৌছে দিতে তৎপর থাকতেন। যেমন : হযরত বারা ইবন আযিব (রা) বলেন, আমরা মহানবীর (স.) মুখ নিসৃত সব হাদীস শুনতে সক্ষম হইনি; বরং আমাদের অনেক বন্ধু ও সাথী আমাদের নিকট হাদীস পৌছে দিতেন। কেননা আমরা অধিকাংশ সময় উট চরানোর কাজে ব্যস্ত থাকতাম।[১০৭]

মহানবী (সা.) নিজেই সাহাবীদের নিয়ে মসজিদে নববীতে জ্ঞান চর্চার মজলিসের আয়োজন করতেন। কেউ মহানবীকে (সা.) প্রশ্ন করলে অথবা কোন বিষয়ে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করলে তিনি তার জবাব দিতেন। হযরত উরওয়া (রা) হযরত আয়িশাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা রিফা'র স্ত্রী মহানবীর (সা.) কাছে জিজ্ঞেস করলেন যে, রিফা আমাকে তিন তালাক দিয়েছে, অত:পর আমি আব্দুর রহমান ইবন যুবাইরের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। আমি তাকে নপুংসক হিসেবে পেয়েছি। এতদ্ব শ্রবণে মহানবী (সা.) তাকে বললেন, তুমি কি আবার রিফা'র কাছে ফিরে যেতে চাও ? তুমি কখনো তার কাছে ফিরে যেতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং সে না তোমার স্বাদ গ্রহণ করবে।"[১০৮]

এ ছাড়াও সাময়িক নিষেধাজ্ঞার পর রাসূলুল্লাহ (স.) কর্তৃক হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল 'আস (রা.) ও হযরত আবু শাহ (রা) হাদীস লেখার অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে সাহাবাগণ পুনরায় হাদীস লেখায় ব্রতী হন। এ ধরনের কিছু হাদীস থেকে অনুমেয় যে, মাদানী জীবনে মহানবী (স.) হাদীস লেখার ক্ষেত্রে শুধু সাধারণ অনুমতিই দেননি; বরং হাদীস লেখার ক্ষেত্রে কোন অন্তরায় সৃষ্টি হলে তা দূর করে দিতেন। নবী (স.) এর অনুমোদন, উৎসাহ পেয়ে এবং হাদীস নির্ভুলভাবে সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরে যে সকল সাহাবী (নগণ্য সংখ্যক) লেখা-পড়া জানতেন তারা বিচ্ছিন্নভাবে হাদীস লিখে তাদের সংগ্রহে রেখে দিতেন, এর বহু প্রমাণ হাদীস শরীফে বিদ্যমান রয়েছে। তা ছাড়া রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেও রাসূল (স.) বিভিন্ন সাহাবীর দ্বারা ফরমান লিখিয়ে নিতেন। সাহাবীগণ রাসূল (স.) এর বাণী শুনামাত্র যেভাবে তা মুখস্থ করণ এবং লিখনের মাধ্যমে সংরক্ষণে তৎপর ছিলেন; ঠিক তেমনিভাবে কাজে বাস্তবায়ণের মাধ্যমেও তারা হাদীস চর্চা ও সংরক্ষণ করতেন। তবে এ কথা সত্য যে, মহানবীর জীবদ্দশায় যেখানে কুরআনই সংকলিত হয়নি, সেখানে হাদীস সুবিন্যস্ত গ্রন্থাকারে সংকলিত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

---

১০৪ ইমাম তিরমিযী (রহ.), মোহম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) কর্তৃক তাহকীক কৃত, *সহীহ আত-তিরমিযী*, ঢাকা: হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী, ২০১৩খ্রি., খ. ৫, পৃ. ১৬৭

১০৫ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল বুখারী (রহ), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

১০৬ খতিব আল বাগদাদী, *আল-জামি' লি আখলাকির বাবী ওয়া আদাবিস সামি*, মিসর : দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ, তা.বি, পৃ. ৪৬

১০৭ মুহাম্মদ ইবন সা'আদ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, বৈরূত : দারুল ফিকার, তা. বি, খ. ৪, পৃ. ১৮৩

১০৮ ড. আজ্জাজ আল-খতীব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২

Dhaka University Institutional Repository

গ. সন্ধিচুক্তি ও বিভিন্নদেশে দূত প্রেরণের মাধ্যমে হাদীস চর্চা

নবী (সা.) মদীনায় হিজরত করে মদীনাবাসী ইয়াহুদি, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক, আনসার-মুহাজির মুসলিমদের নিয়ে "মদীনা সনদ" নামে যে ঐতিহাসিক চুক্তিনামা স্বাক্ষর করেন, যা ৫২টি ধারায় লিখিত ছিল।[১০৯] নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর রাসূলুল্লাহ (স.) সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন দেশে ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নিকট ইসলাম প্রচারের জন্য অনেক দূত ও প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। তারা তাঁর লিখিত পত্র ও নির্দেশ মোতাবেক দেশ ও সম্প্রদায় প্রধানদেরকে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেন। ফলে মহানবী (সা.) এর বাণী বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে।[১১০] এ ছাড়া বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণরদের প্রতি প্রশাসনিক নির্দেশনা ও চিঠি-পত্র প্রেরণ, রাষ্ট্রীয় ফরমান, ঘোষণাপত্র, চুক্তিনামা ও নিরাপত্তানামা ইত্যাদির মাধ্যমেও হাদীস চর্চা হতো। যেমন : মু'আয ইবন জাবালকে (রা.) ইয়ামেনের গভর্ণর ও শাসক হিসেবে প্রেরণের পূর্বে মহানবী (সা.) বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছিলেন।[১১১] অনুরূপভাবে মহানবী (সা.) তার যুগে ইয়ামান ও বাহরাইন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত প্রায় দশ লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত বিশাল ইসলামী প্রজাতন্ত্রের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সরকারি কর্মচারী ও জনসাধারণের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে চিঠি-পত্রের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেন। মহানবী (সা.) এর চিঠিপত্র নির্দিষ্ট গ্রন্থে সংকলিত হয় এবং তা ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের গোড়পত্তন করে। অতএব বলা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন চিঠি-পত্র, ফরমান (হাদীস) লিখন এবং তা প্রচার-প্রসারে সরকারি উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল।[১১২] এ উদ্যোগের মাধ্যমেও হাদীসের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ লিখিত হয়েছে; যা নবী যুগে হাদীস লিখনের প্রমাণ বহন করে।

২.২.৪ সাহাবী ও প্রবীণ তাবিঈদের যুগে হাদীস সংরক্ষণ ও চর্চা

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নবুয়তোত্তর সময় থেকে ৯৯ হিজরী (হযরত ওমর ইবন আব্দুল আযীযের (রহ.) খিলাফত কাল) পর্যন্ত সময়ে হাদীস চর্চার ধরন-প্রকৃতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দীর্ঘ এক শতাব্দী কালের অধিক সময় পর্যন্ত পাঁচটি পদ্ধতি[১১৩] অবলম্বনে হাদীস চর্চা ও সংরক্ষণ হয়ে আসছে। যথা-

ক. হাদীস হিফয তথা মুখস্থকরণ;
খ. হাদীস লিখন;
গ. হাদীস শিক্ষা দান;
ঘ. হাদীস রিওয়াত বা বর্ণনা;
ঙ. হাদীস অনুযায়ী আমলকরণ;

ক. হাদীস হিফয তথা মুখস্থকরণ

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য উৎসর্গিত প্রাণ সাহাবীগণ কুরআনের ন্যায় হাদীস ভাণ্ডারকেও যথাযথভাবে মুখস্থ করণে সদা সচেতন ছিলেন। বিশেষত: আহলুস-সুফফার সদস্যবৃন্দ সার্বক্ষণিক রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাহচর্য ও হাদীস শিক্ষার জন্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। যারা অন্যান্য দায়িত্বের কারণে সর্বদা মহানবী (সা.) এর খিদমতে উপস্থিত থাকতে পারতেন না, তাঁরা সুযোগ পেলেই আহলুস-সুফফার সদস্যদের থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দরবারে কখন কী ঘটেছে, তিনি কখন কী বলেছেন, তা জেনে নেয়ার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতেন। অনেকে আবার পালাক্রমেও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সান্নিধ্যে উপস্থিত হতেন। এ ব্যাপারে হযরত ওমর

---

১০৯ ইমাম আবু দাউদ (রহ.), *আস-সুনান*, বৈরূত: দারুর রিসালাতিল আলামিয়া,২০০৯খ্রি., পৃ.৩১১

১১০ মুহাম্মদ ইবন আলী আল-আনসারী, *আল-মিসবাহুল মুদী*, বৈরূত : দারুল কুতুব, তা.বি, পৃ.৪০

১১১ "যখন তুমি আহলে কিতাবদের কাছে আগমন করবে, তখন তুমি তাদেরকে দা'ওয়াত দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। তারা যদি একথা মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের উপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। আর তারা যদি একথা মেনে নেয় তবে তাদের জানিয়ে দিবে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের যাকাত ফরয করেছেন, যা ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করে গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হবে।" (আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল বুখারী (রহ), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭)

১১২ মাওলানা নুর মুহাম্মদ আজমী (রহ.), *হাদীসেরতত্ত্ব ও ইতিহাস*, ঢাকা : এমদাদীয়া পুস্তকালয় (প্রাঃ) লি.,পর্নমুদ্রণ-২০০৮খ্রি., পৃ.৫৪; (পরবর্তীতে এ গ্রন্থটির সূত্র উল্লেখের ক্ষেত্রে শুধু গ্রন্থাকারের নাম *'মাওলান আজমী'* ব্যবহৃত হবে।)

১১৩ বি.দ্র.: ড. সুবহী আল-সালিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪-৪৯

Dhaka University Institutional Repository

(রা) বলেন, "আমি আমার আনসারী প্রতিবেশী আতবান ইবন মালিক (মসজিদে নববী হতে ৩/4 মাইল দূরে অবস্থিত) আওয়ালী এলাকায় বাস করতাম। নবীজীর সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়ার জন্যে আমরা পালা নির্ধারণ করলাম। যেদিন আমি উপস্থিত হতাম সে দিনের ওহী এবং অন্যান্য বিষয়ের খবর আমি তাঁকে দিতাম। আর তিনি যে দিন উপস্থিত হতেন সেদিন তিনি আমাকে অবহিত করতেন।"[১১৪] অনুরূপভাবে হযরত আনাস (রা.) বলেন,"আমরা নবী কারীম (সা.) এর নিকট বসতাম, তিনি আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন। অতঃপর তিনি তাঁর কাজে চলে যেতেন, আর আমরা বসে পরস্পরের মধ্যে তা একটার পর একটা পুন:পুন: আলোচনা করতাম। এরপর যখন মজলিস ত্যাগ করতাম, তখন হাদীস আমাদের অন্তরে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে যেত, যেন তা আমাদের অন্তরে রোপন করা হয়েছে।"[১১৫] তাই দেখা যায়, সাহাবা কিরাম তাদের শিক্ষার্থীদেরকে হাদীস মুখস্থ করণে উৎসাহিত করতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বলতেন, "তোমরা পরস্পর হাদীস আলোচনা কর। কেননা পরস্পর আলোচনাতেই হাদীসের জীবন।"[১১৬] আলী (রা.) তার শিক্ষার্থীদের বলেন,"তোমরা পরস্পর মিলিত হবে এবং বেশি বেশি হাদীস আলোচনা করবে; অন্যথায় হাদীস তোমাদের অন্তর থেকে মুছে যাবে।"[১১৭] আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলতেন, তোমরা পরস্পর হাদীস আলোচনা করবে; কেননা আলোচনাই হাদীসকে স্মরণ করিয়ে দেয়।"[১১৮] অনুরূপভাবে ইবন আব্বাস (রা.) তার ছাত্রদেরকে পুনঃ পুনঃ হাদীস চর্চা করতে উৎসাহিত করতেন।[১১৯]এভাবে সাহাবাগণ ও প্রবীণ তাবিঈগণ অক্লান্ত সাধনা ও ত্যাগের বিনিময়ে মহানবী (সা.) থেকে প্রকাশিত সকল ধরনের হাদীস মুখস্থ করণের মাধ্যমে তা সংরক্ষণ করেছেন।

খ. হাদীস লিখন

কুরআন নাযিলের সূচনা লগ্নে কুরআন-হাদীসের সংমিশ্রণের আশঙ্কায় হাদীস লেখা নিষিদ্ধ ছিল। এ নিষেধাজ্ঞা কোন চিরন্তন বিধান ছিল না। এ কারণে মাদানী জীবনে রাসূল (সা.) সাধারণভাবে শুধু হাদীস লেখারই অনুমতি দেননি; বরং এ কাজে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলেও তা নিরসন করে দিতেন। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা.) বলেন, আমি নবী (সা.) থেকে শ্রুত সকল হাদীস সংরক্ষণের জন্য লিখে রাখতাম। এমনটি দেখে কুরাইশ সাহাবীগণ আমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করেন। আমাকে তারা বলে, তুমি রাসূল (সা.) এর মুখে যা শোন তা সবই লিখে রাখ? অথচ তিনি একজন মানুষ। তিনি কখনও সন্তোষ চিত্তে কিংবা রাগান্বিত হয়ে কথা বলেন। আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, অতঃপর আমি হাদীস লেখা বন্ধ করে দেই এবং একদিন রাসূল (সা.) এর নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করি। এ কথা শুনার সাথে সাথে নবী (সা.) নিজের দুই ঠোঁটের দিকে ইশারা করে বললেন, "তুমি লিখতে থাক, যে আল্লাহর হাতের মুঠায় আমার প্রাণ তাঁর শপথ, আমার মুখ হতে প্রকৃত সত্য কথা ছাড়া অন্য কিছুই বের হয় না।" এ কথা শুনার পর আব্দুল্লাহ (রা) রাসূলকে (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার নিকট থেকে যা কিছু শুনতে পাই সবই কি লিখে রাখবো? রাসূল (সা.) বললেন,...হ্যাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, ক্রুদ্ধ ও সন্তোষ উভয় অবস্থায় বলা সব লিখে রাখবো? তখন রাসূল (সা.) চূড়ান্তভাবে বললেন, "হ্যাঁ, এ সকল অবস্থায়ও আমি প্রকৃত সত্য ছাড়া কিছুই বলি না।"[১২০]
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, সাহাবীগণের মধ্যে একমাত্র আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল 'আস (রা.) ছাড়া আমার চেয়ে বেশী হাদীস আর কেউ বর্ণনা করেননি। কারণ তিনি লিখে রাখতেন আর আমি লিখতাম না।[১২১]
হযরত রাফি' ইবন খাদিজ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা আপনার

---

১১৪ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল বুখারী (রহ), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫

১১৫ খতীব আল-বাগদাদী, *আল-জামি লি আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি*, মিসর: দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ, তা.বি, পৃ. ৪৬; আল-হাফিয নুরুদ্দীন ইবন 'আলী ইবন আবী বকর আল-হায়সামী, *মাজমা'উয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*, কায়রো: ত্বাবা আল-কুদুসী, ১৩৫৩হি., পৃ.১৬০

১১৬ জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান আস-সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী*, করাচী : মীর মুহাম্মদ কুতুব খানা, ১৩৯২/১৯৭২, সংস্ক.২, খ. ২, পৃ. ১৫২

১১৭ হাকিম আবু আবদুল্লাহ, *মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস*, কায়রো : মাকতাবাতু দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৩৮ খ্রি., পৃ. ১৪১

১১৮ হাকিম আবু আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১

১১৯ আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবন আব্দির রহমান আদ-দারেমী, *সুনান দারেমী*, বৈরূত: দারুল বাশায়ের আল-ইসলামী, তা.বি, খ. ১, পৃ. ১৪৭

১২০ ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, দিল্লী : আসাহুল মাতাবি, তা.বি, পৃ.৩২

১২১ ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.), *প্রাগুক্ত*, খ.২, পৃ. ২৪৮; ড. সুবহী আল-সালিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৮

Dhaka University Institutional Repository

কাছ থেকে যা কিছু শুনি তা কি লিখে রাখতে পারবো? তিনি বললেন, তাতে কোন অসুবিধা নেই।[১২২] হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি আরো বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি খুৎবা দিলেন এবং কিছু কাহিনী বর্ণনা করলেন। অতঃপর আবু শাহ নামক জনৈক সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ ভাষণটি আমাকে লিখে দিন। তখন মহানবী (সা.) সাহাবীগণকে নির্দেশ দিলেন,

اكتبوا لابى شاه-

"তোমরা আবু শাহকে লিখে দাও।"[১২৩] হাদীসবেত্তাদের মতে, এ নির্দেশ দ্বারা হাদীস লিখে রাখার প্রতি আরোপিত প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে যায়। ফলে সাহাবাগণ পুনরায় হাদীস লেখায় ব্রতী হন।[১২৪] এ মর্মে তিনি আরো স্পষ্ট করে ঘোষণা করেন,

قيدوا العلم بالكتاب-

"তোমরা (হাদীসের) জ্ঞানকে লিপিবদ্ধ করে রাখ।"[১২৫]

এরই ধারাবাহিকতায় অনেক সাহাবী হাদীস লিপিবদ্ধ করণের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকজন সাহাবীর সংকলন হলো- (১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল'আস (রা.) কর্তৃক *আস-সহীফা আস-সাদিকাহ*, (২) *সহীফা জাবির* ইবন আব্দুল্লাহ আনসারী (রা.), (৩) সা'দ ইবন উবাদাহ (রা.) এর সহীফা (৪) সামুরা ইবনু জুনদুব (রা.) কর্তৃক *রিসালাহ* বা পাণ্ডুলিপি, যা তার ছেলে সুলায়মান বর্ণনা করেছেন। (৫) ইবন মাসউদ (রা.) এর *সহীফা*, (৬) ইবন আব্বাস (রা.) এর *সহীফা*, উল্লেখ্য যে, তাঁর কৃতদাস আবু কুরায়ব বর্ণনা করেন, ইবন আব্বাসের গ্রন্থাদীর বিরাট একটি স্তুপ ছিলো; যা একটি উটের বোঝা সমপরিমাণ। (৭) সহীফা ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ (রা.), জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) ১৫৪০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন যা তার শিষ্য ওয়াহাব ইবন মুনাব্বি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। পরবর্তীতে এ সংকলনটি *সহীফা ওয়াহাব ইবন মুনাব্বি* নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। (৮) আমর ইবন হাযম (রা.) এর তা'লীফ বা রচনা, (৯) *সহীফা আলী (রা.);* এতে যাকাত, হত্যার বিধান, গোলাম আযাদ করণ, কাফিরের বিনিময়ে মুসলমানকে হত্যা না করার বিধান, মদীনার হেরেমের সীমারেখা ও তার বিধান, অন্যকে পিতা হিসাবে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে পশু জবাই করা, ভূমির প্রাচীন নিদর্শনসমূহ ধ্বংস করার নিন্দা ইত্যাদি বহু বিষয়ের হাদীস উল্লেখ ছিল। (১০) আনাস ইবন মালিক (রা.) এর সহীফা ইত্যাদি।

গ. হাদীস শিক্ষাদান

হাদীস মুখস্থ ও সংরক্ষণ করতে রাসূল (সা.) সাহাবীদের প্রতি যেমনি তাগিদ দিতেন, তেমনি তা অন্যদের নিকট পৌঁছেদিতে উৎসাহিত করতেন। সাহাবীগণ এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেন। এ প্রসঙ্গে হযরত মু'আবিয়া (রা.) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, "আমি একদা নবী করীম (সা.) এর সাথে ছিলাম। তিনি মসজিদে প্রবেশ করে একদল লোককে উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেন বসে আছ? তারা বললো, আমরা ফরয সালাত পড়েছি, তারপর বসে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত (হাদীস) সম্পর্কে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা করছি।"[১২৬] এ ছাড়াও মক্কা বিজয়ের পর এবং বিদায় হজ্জের দিন রাসূল (সা.) সাহাবাদের সামনে যে আবেগঘন ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেছিলেন, তার শেষাংশে তিনি বলেছিলেন, "উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিত লোকদের নিকট এ কথাগুলো পৌঁছিয়ে দেয়।"[১২৭] কারণ যারা রাসূলের (সা.) হাদীস অন্যদের নিকট পৌঁছেদেয় তাদের উপর সরাসরি নবীর (সা.) দু'আ বর্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে একদিন নবী (সা.) বললেন, اللهم ارحم خلفائى- "হে আল্লাহ ! তুমি আমার খলিফাগণের উপর রহমত নাযিল

১২২ খতীব আল-বাগদাদী, *তাক'ইদুল ইলম*, বৈরূত : দারু-ইহইয়াইস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ, ২য় সংস্ক., ১৯৭৪ খ্রি., পৃ. ৭২-৭৩

১২৩ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল বুখারী (রহ), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮১

১২৪ মুহাম্মদ আব্দুল আযীয আল-খাওয়ালী, *মিফতাহুস সুন্নাহ*, মিসর : মাকতাবাতুল আরাবিয়্যাহ, ১৯২৮খ্রি., পৃ.১৬

১২৫ ইবন আব্দুল বার, *জামি'উল বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহী*, রিয়াদ : দারু ইবনুল জাওযী, ৪র্থ সংস্ক., ১৪১৭/১৯৯৭খ্রি., খ.১, পৃ.৩১৯

১২৬ ইমাম হাফিজ আবি আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আব্দিল্লাহ আল-হাকিম আন-নিশাপুরী, *আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহায়ন*, বৈরূত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, তা.বি, খ.১ ,পৃ.১৭২

১২৭ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল বুখারী (রহ), *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৮

Dhaka University Institutional Repository

কর।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনার খলিফা কারা ? জবাবে নবী (সা.) বলেন, الذين يروون احاديثى و يعلمونها الناس- "যারা আমার হাদীসসমূহ বর্ণনা করে ও তা মানুষদের শিক্ষাদান করে।"[১২৮] এসব বাণীতে উদ্ধুদ্ধ হয়ে রাসূলের ইন্তিকালের পর সাহাবীদের এক বিরাট জামা'আত এ কর্তব্য সম্পাদনে ব্রতী হন এবং সমগ্র আরব জাহানে হাদীসের আলো সম্প্রসারিত করেন।

বিশেষত মদীনায় হযরত আয়েশা (রা) [মৃ.৫৭হি.], ইবন ওমর (রা) [মৃ.৭৩হি.], আবু হুরায়রা (রা) [মৃ.৫৭হি.] প্রমুখ সাহাবীগণ হাদীসের দারস অব্যাহত রাখেন। মক্কায় হযরত ইবন আব্বাস (রা) [মৃ.৬৮হি.] হাদীস শিক্ষার এক বিরাট কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। কুফায় হযরত আলী (রা) [মৃ.৪০হি.], ইবন মাসউদ (রা) [মৃ.৩২হি.], আনাস ইবন মালিক (রা) [মৃ.৯৩হি.], প্রমুখ প্রখ্যাত সাহাবীগণ হাদীস শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। বসরায় হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) [মৃ.৫৪হি.] শাসন কার্য পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে হাদীসের দরস দিতে থাকেন। শামে (সিরিয়া) আবু সাঈদ খুদরী (রা) [মৃ.৭৪হি.], মিসরে আমর ইবনুল 'আস (রা) [মৃ.৬৩হি.] হাদীস শিক্ষাদান করেন। এ ছাড়া অন্যান্য সাহাবীগণ নিজ নিজ এলাকায় হাদীস শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে তোলেন।"[১২৯] প্রবীণ তাবিঈগণ তাঁদের থেকে সরাসরি হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। মদীনার বিভিন্ন অঞ্চলে সাহাবীগণ 'নৈশ বিদ্যালয়' ধরনের শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। কারণ যারা দিনের বেলায় জীবিকার সন্ধানে ব্যস্ততার দরুণ শিক্ষা বঞ্চিত থাকতেন তাদের জন্য এটি ছিল বিকল্প ব্যবস্থা। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) বলেন, "রাতের অন্ধকার যখন তাদেরকে ঢেকে ফেলতো, তখন তারা মদীনায় অবস্থিত তাদের শিক্ষকদের নিকট চলে যেতেন এবং সেখানে তাঁরা সকাল বেলা পর্যন্ত পড়াশুনার কাজে মশগুল থাকতেন।"[১৩০] হাদীস বিশেষজ্ঞ প্রখ্যাত তাবিঈগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন-

সা'ঈদ ইবন মাসায়্যিব, উরওয়াহ ইবন যুবায়র, ইবন শিহাব আয-যুহরী, উবায়দুল্লাহ ইবন উতবা ইবন মাসউদ, সালিম ইবন আব্দিল্লাহ, মুহাম্মদ ইবন আল-মুনকাদির, নাফি' মাওলা ইবন উমর প্রমুখ মদীনায় হাদীস শিক্ষাদান করেছেন। মুজাহিদ, আতা বিন আবি রাবাহ, সা'ঈদ ইবন যুবায়র, ইকরামাহ প্রমুখ মক্কায় হাদীস শিক্ষাদান করেছেন। মাসরুক ইবন আযদা, আসওয়াদ ইবন ইয়াযিদ, আন-নাখঈ, ইবরাহীম ইবন ইয়াযিদ আন-নাখঈ, আমির ইবন শুরাহবীল আল-শা'বী প্রমুখ কুফায় হাদীস শিক্ষাদান করেছেন। হাসান বসরী, মুহাম্মদ ইবন সিরিন, আইউব সুখতিয়ানী, কাতাদাহ, আব্দুল্লাহ ইবন আউন, আসিম ইবন সুলাইমান প্রমুখ বসরায় হাদীস শিক্ষাদান করেছেন। সালিম ইবন আব্দুল্লাহ আল-মুহারবী, আবু সুলাইমান দারিমী, মাকহুল আল-দিমাস্কী, ইমাম আওযায়ী প্রমুখ সিরিয়ায় হাদীস শিক্ষাদান করেছেন। ইয়াযীদ ইবন আবী হুবাইব, উমার ইবন হারিছ, আব্দুর রহমান গাফিকী, খাইর ইবন নু'আইম আল-হাদরামী প্রমুখ মিসরে হাদীস শিক্ষাদান করেছেন। এ পর্যালোচনায় ২৬জন ইমাম মুহাদ্দিস রাবীর পরিচয় পাওয়া যায়।[১৩১] এভাবে পরবর্তী স্তরে হাদীস চর্চা ও শিক্ষাদান জ্ঞানের একটি জনপ্রিয় স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে অব্যাহত থাকে।

ঘ. হাদীস রিওয়ায়াত বা বর্ণনা

রাসূল (স.) এর ইন্তিকালের সময় তাঁর সাহাবীদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ্য চৌদ্দ হাজার।[১৩২] তবে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবু যুরআ (রহ.) এর মতে, সাহাবীদের সংখ্যা এক লক্ষাধিক।[১৩৩] ইমাম শাফিঈ (রহ.) বলেন, তাঁদের সংখ্যা (মক্কা ও মদীনায়) ছিল ষাট হাজার।[১৩৪] সাহাবা কিরামের সংখ্যা নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, সকল সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেননি। তবে বহু সাহাবী হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত

---

১২৮ আল-হাফিয নুরুদ্দীন ইবন 'আলী ইবন আবী বকর আল-হায়সামী, *প্রাগুক্ত*, খ.২, পৃ.২৬৩

১২৯ বি. দ্র. : মুহাম্মদ আবূ যাহু, *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল আরাবী, ১৪০৪/১৯৮৪খ্রি., পৃ. ১০১-১০৮

১৩০ ইবন হাজার আল'আসকালানী, *আল-ইসাবা*, বৈরূত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, খ.৭, পৃ. ২০৫

১৩১ বি. দ্র.: জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান আস-সুয়ুতী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৭৭-২৭৮

১৩২ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল বাকী আয-যারকানী, *শরহ মুআত্তা মালিক*, বৈরূত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৪১১হি., খ.২, পৃ.৩৪১

১৩৩ শামসুদ্দীন আস-সাখাবী, *ফাতহুল মুগীস*, বৈরূত : দারুল ইমামিত তাবারী, ১৪০৯/১৯৯৬খ্রি., খ.৪, পৃ. ৩৯

১৩৪ আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন উমর ইবন কাসীর (রহ.), *আল-বা'য়িসুল হাসীস ফী ইখতিসারি উলূমুল হাদীস*, বৈরূত: দারুল কুতুবিল আলামিয়্যাহ , তা.বি, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

থেকেছেন কিংবা তাদের বর্ণনাসূত্রের ধারাবাহিকতা পরবর্তী যুগের হাদীস বিশারদগণের নিকট পৌঁছেনি। তবে তাদের মধ্যে সিংহভাগ সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে অনুমান করা যায়; কিন্তু তাদের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট করে বলা দুরূহ ব্যাপার। বর্ণনা সূত্রের পরম্পরায় যে সকল সাহাবীর হাদীস পরবর্তী যুগে এসে পৌঁছেছে সে সকল হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের সংখ্যা কত তা নিয়ে মুহাদ্দিসগণের বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। হাকিম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরী (রহ.) বলেন, হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের সংখ্যা প্রায় চার হাজার বলে মত দিয়েছেন। অবশ্য হাফিয যাহাবী (রহ.) ভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, তাদের সংখ্যা ১৫০০ এর মতো হতে পারে; তবে তাদের সংখ্যা কোন মতেই ২০০০ পর্যন্ত পৌঁছাবে না। ইমাম ইবন হাযম জাহেরীর মতে, নবী (সা.) থেকে হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর সংখ্যা মোট ১০১৮ জন। ইমাম আহমদ (রহ.) তার মুসনাদে মোট ৯০৪ জন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বাকী ইবন মাখলাদ (রহ.) তার মুসনাদে এমন আরো ৫৬৮ জন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাদের থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেননি। আবু বকর আল-বারকী এই তালিকায় আরো ৮৭ জনের নাম বর্ধিত করেছেন, যাদের থেকে বাকী ইবন মাখলাদ ও ইমাম আহমদ হাদীস আহরণ করেননি। ইমাম ইবনুল যাওযী আরো ৬ জনের নাম বর্ধিত করেছেন।[১৩৫] সুতরাং মোট সংখ্যা দাঁড়ায় (৯০৪ + ৫৬৮ + ৮৭ + ৬) = ১৫৬৫ জন। তবে এই তালিকার কারো কারো সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। বস্তুত হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন মতবৈচিত্র থাকলেও তাদের সংখ্যা ১৫০০ এর মত বলে ইমাম যাহাবী যে মন্তব্য করেছেন সেটিই অধিক বস্তুনিষ্ঠ মত বলে প্রতীয়মান হয়।

হাদীস শাস্ত্রের যে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার রয়েছে তার ভিত্তি মূলত: উল্লিখিত দেড় হাজার সাহাবী; যাদের মধ্যে **প্রথম পর্যায়:** সর্বাধিক (১০০০এর বেশী) হাদীস বর্ণনাকারী ৭ জন সাহাবী থেকে বর্ণিত মোট হাদীস সংখ্যা ১৬৮৭০টি; **২য় পর্যায়:** হাদীস বর্ণনাকারী ৪ জন সাহাবী থেকে বর্ণিত (৫০০-৯৯৯) মোট হাদীস সংখ্যা ২৬২১টি; **৩য় পর্যায়:** হাদীস বর্ণনাকারী ২৮ জন সাহাবী থেকে বর্ণিত (১০০-৪৯৯) মোট হাদীস সংখ্যা ৫৪৫৯টি; **৪র্থ পর্যায়:** হাদীস বর্ণনাকারী ৪৫ জন সাহাবী থেকে বর্ণিত (৪০-৯৯) মোট হাদীস সংখ্যা ২৬৪৪টি; **৫ম পর্যায়:** হাদীস বর্ণনাকারী ১১১ জন সাহাবী থেকে বর্ণিত (১০-৩৯) মোট হাদীস সংখ্যা ২১২২টি; **সর্বশেষ পর্যায়:** হাদীস বর্ণনাকারী ৯১৬ জন সাহাবী থেকে বর্ণিত (০১-০৯) মোট হাদীস সংখ্যা ১৯৮০টি।[১৩৬] অতএব উল্লিখিত পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, সর্বমোট হাদীস বর্ণনাকারীর (রাবীর) সংখ্যা ১১১১ জন এবং তাদের বর্ণিত হাদীস সংখ্যা মোট ৩১,৬৯৬টি।

৬. হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের শ্রেণিবিন্যাস

হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে মুহাদ্দিসগণ তাদেরকে তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। যথা -

১. আল-মুকসিরুন (المكثرون)
২. আল-মুতাওয়াসসিতুন (المتوسطون)
৩. আল-মুকিল্লুন (المقلون)

১. আল-মুকসিরুন (المكثرون)

যে সকল হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী একহাজার বা সহস্রাধীক হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদেরকে মুকসিরুন রাবী বলে।[১৩৭]এ পর্যায়ের রাবীর সংখ্যা সর্বমোট সাত জন।[১৩৮] ইবন জাওযী (রহ.) এর মত অনুসারে[১৩৯] নিম্নে তাঁদের নাম ও বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা সম্বলিত একটি সারণী প্রদত্ত হলো-

---

১৩৫ বি. দ্র. : ড. মুহাম্মদ আবু যাহু, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২; জালালুদ্দীন আস-সুয়ুতী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১; আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, *হাদীস অধ্যয়নের মূলনীতি*, ঢাকা : মাকতাবাতুল আযহার, ২০০৯খ্রি., পৃ. ১৪

১৩৬ বি.দ্র.: ইবনুল জাওযী, *তালকীহ ফুহুমি আহলিল আছার*, বৈরূত: শিরকাতুত-দান আল-আরকাম ইবন আবিল আরকাম, ১৯৯৭খ্রি., পৃ. ২৬২-২৭৪

১৩৭ ড. মুহাম্মদ আবু যাহু, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৩২

১৩৮ *প্রাগুক্ত*

১৩৯ ইবনুল জাওযী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬২

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-১

ক্রমিক	অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের নামের তালিকা	মৃত্যু	বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা	বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীস সংখ্যা	বুখারীতে বর্ণিত হাদীস সংখ্যা	মুসলিমে বর্ণিত হাদীস সংখ্যা
১	আবু হুরায়রা (রা.)	৫৭ হি:	৫৩৭৪	৩২৫	৭৯	৯৩
২	আনাস ইবন মালিক (রা.)	৯৩ হি:	২২৮৬	১৬৮	৮৩	৯১
৩	'আয়িশা সিদ্দীকা (রা.)	৫৭ হি:	২২১০	১৭৪	৫৪	৫৮
৪	'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা.)	৬৮ হি.	১৬৬০	৯৫	১২০	৪৯
৫	'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা.)	৭৩ হি.	২৬৩০	১৭৩	৮১	৩১
৬	জারির ইবন 'আব্দিল্লাহ (রা.)	৭৪ হি.	১৫৪০	৬০	২৬	২৬
৭	আবু সা'ঈদ খুদরী (রা.)	৭৪ হি.	১১৭০	৪৬	১৬	৫২

২. আল-মুতাওস্‌িসতুন (المتوسطون)

যে সকল হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী ৫০০ থেকে ১০০০ এর কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদেরকে মুতাওস্‌িসতুন বলে।[১৪০] এ সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর সংখ্যা সর্বমোট ৪ জন।[১৪১] নিম্নে এ বিষয়ে একটি সারণী প্রদত্ত হলো-

সারণী-২

ক্রমিক	মধ্যম সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের নামের তালিকা	মৃত্যু	বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা	বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীস সংখ্যা	বুখারীতে বর্ণিত হাদীস সংখ্যা	মুসলিমে বর্ণিত হাদীস সংখ্যা
১	'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.)	৩২ হি.	৮৪৮	৬৪	২১	৩৫
২	'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল'আস (রা.)	৬৩ হি.	৭০০	৭	৮	২০
৩	'আলী ইবন আবী তালিব (রা.)	৪০ হি.	৫৩৬	২০	৯	১৫
৪	'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)	২৩ হি.	৫৩৭	–	–	–

৩. আল-মুকিল্লুন (المقلون)

যে সকল হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী পাঁচ শত এর কম এবং চল্লিশের অধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদেরকে মুকিল্লুন বলা হয়।[১৪২] তাদের সংখ্যা ৫৯ জন।[১৪৩] ইমাম ইবন হাযম এ বিষয়ে একটি বিরাট তালিকা উল্লেখ করেছেন।"[১৪৪] মাওলানা আবুল কালামের মতে[১৪৫] তাদের সংখ্যা ৫৭ জন। তবে ইবন জাওযীর বর্ণনা অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ৬২ জন। নিম্নের সারণীতে তাঁদের নামের তালিকা ও বর্ণিত হাদীস সংখ্যা প্রদত্ত হলো-

সারণী-৩

ক্রমিক	অল্প সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের নামের তালিকা	মৃত্যু	বর্ণিত হাদীস সংখ্যা
১	হযরত উম্মু সালমা (রা.)	৫৯ হি.	৩৭৮
২	হযরত আবূ মূসা আল -আশ'আরী (রা.)	৫৮ হি.	৩৬০
৩	হযরত বারা ইবন 'আযিব (রা.)	৭২ হি.	৩০৫
৪	হযরত আবূ যার গিফারী (রা.)	৩২ হি.	২৮১
৫	হযরত সা'আদ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা.)	৫৫ হি.	২৭১
৬	মা'দ ইবন ইয়ামান	-	২২৫
৭	হযরত সাহল আনসারী (রা.)	৯১ হি.	১৮৮
৮	হযরত 'উবাদাহ ইবন সামিত (রা.)	৩৪ হি.	১৮১
৯	হযরত আবু দারদাহ উ'আইমার ইবন 'আমর (রা.)	৩২ হি.	১৭৯

১৪০ মুফতি আমীমুল ইহসান, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা: কুতুব খানা রশিদীয়া, ১৪১১ হি., পৃ. ১২

১৪১ ইবনুল জাওযী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৪

১৪২ শাহ ওয়ালী উল্লাহ আদ-দিহলাভী, *ইযালাতুল খাফাহ*, তা.বি, আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, খ.৬, পৃ.২৪১; মাওলানা আজমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮

১৪৩ শাহ ওয়ালী উল্লাহ আদ-দিহলাভী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪২; মুফতী আমীমুল ইহসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬-২০

১৪৪ বি.দ্র.: ইবন হাযম, *ফাদাইলুস সাহাবা*, মিসর : দারুল মা'আরিফ, তা.বি., পৃ. ৩১৯-৩২৫

১৪৫ মাওলানা আবুল কালাম মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ চৌধুরী, *তারীখে ইলমুল হাদীস*, ঢাকা: সাউদিয়া কুতুবখানা, জানু. ১৯৯৭ খ্রি., পৃ. ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

১০	হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা.)	১৮ হি.	১৫৭
১১	হযরত আবু কাতাদাহ আনসারী (রা.)	৫৪ হি.	১৭০
১২	হযরত 'উবাই ইবন কা'আব (রা.)	১৯ হি.	১৬৪
১৩	হযরত বুরাইদ ইবন হুসাইব আসলামী (রা.)	৬৩ হি.	১৬৭
১৪	হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)	৫১ হি.	১৫৫
১৫	হযরত 'উসমান (রা.)	১৪৬ হি.	১৪৬
১৬	হযরত জাবির ইবন সামুরাহ (রা.)	৭৪ হি.	১৪৬
১৭	হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)	১৩ হি.	১৪২
১৮	হযরত মুগীরাহ ইবন শু'বাহ (রা.)	৫০ হি.	১৩৬
১৯	হযরত আবূ বাকরাহ নাফী'ইবন হারিস (রা.)	৪৯ হি.	১৩২
২০	হযরত ইমরান ইবন হোসাইন (রা.)	৫২ হি.	১৮০
২১	হযরত মু'আবিয়া (রা.)	৬০ হি.	১৬৩
২২	হযরত উসামাহ ইবন যাইদ (রা.)	৫৪ হি.	১২৮
২৩	হযরত সাওবান (রা.)	৫৪ হি.	১২৮
২৪	হযরত নু'মান ইবন বাশীর (রা.)	৬৫ হি.	১১৪
২৫	হযরত সামুরা ইবন জনদুব (রা.)	৪০ হি.	১২৩
২৬	হযরত আবু মাসউদ (রা.)	৪০ হি.	১০২
২৭	হযরত জারীর ইবন 'আব্দুল্লাহ আল বাজালী (রা.)	৫১ হি.	১০০
২৮	হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন আবী আওফা (রা.)	৭৭ হি.	৯৫
২৯	হযরত যায়িদ ইবন সাবিত আনসারী (রা.)	৪৮ হি.	৯২
৩০	হযরত আব্দুল্লাহ ইবন বিশর (রা.)	-	৫০
৩১	হযরত যায়িদ ইবন আরকাম আনসারী (রা.)	৬৮ হি.	৭০
৩২	হযরত যায়িদ ইবন খালিদ (রা.)	৭৮ হি.	৮১
৩৩	হযরত সাঈদ ইবন যায়দ ইবন নুফায়ল (রা.)	৫১ হি.	৪৮
৩৪	হযরত রাফি' ইবন খাদীজ (রা.)	৭৪ হি.	৭৮
৩৫	হযরত সালামা ইবন আকওয়া (রা.)	৭৪ হি.	৭৭
৩৬	হযরত আবু রাফি (রা.)	৩৫ হি.	৬৮
৩৭	হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ	৩২ হি.	৬৫
৩৮	হযরত 'আদী ইবন হাতিম (রা.)	৬৮ হি.	৬৬
৩৯	হযরত সালমান ফারসী (রা.)	৩৪ হি.	৬০
৪০	হযরত হাফসাহ (রা.)	৪০ হি.	৬০
৪১	হযরত সাদ্দাদ ইবন আওস (রা.)	৬০ হি.	৫০
৪২	হযরত উম্মে হাবীবাহ বিনতে আবু সুফিয়ান (রা.)	৪৪ হি.	৬৫
৪৩	হযরত আম্মার ইবন ইয়াসার (রা.)	৩৭ হি.	৬২
৪৪	হযরত আব্দুল্লাহ ইবন যায়দ (রা.)	৩২ হি.	৪৮
৪৫	হযরত যুবাইর ইবন মুত'ঈম (রা.)	৫৮ হি.	৬০
৪৬	হযরত আমর বিন আওফ (রা.)	-	৬২
৪৭	হযরত আসমা বিনত আবু বকর (রা.)	৭৪ হি.	৫৮
৪৮	হযরত আসমা বিনতে উমাইস	৩৯ হি.	৬০
৪৯	হযরত ক'াআব ইবন উজরা (রা.)	৫৫ হি.	৪৭
৫০	হযরত মাইমুনাহ (রা.)	৫১ হি.	৭৬
৫১	হযরত উম্মে হানী বিনত আবু তালিব (রা.)	৫০ হি.	৪৬
৫২	হযরত আবু জুহাইফাহ ওয়াহাব ইবন 'আব্দুল্লাহ (রা.)	৭৪ হি.	৪৫
৫৩	হযরত বিলাল ইবন রাবাহ (রা.)	১৮ হি.	৪৪
৫৪	হযরত মিকদাম আবু কারীমা	৮৭ হি.	৪৭

Dhaka University Institutional Repository

৫৫	হযরত মিকদাদ ইবন আসওয়াদ	৩৩ হি.	৪২
৫৬	হযরত উম্মু আতিআহ নুসাইবাহ আনসারী (রা.)	–	৪০
৫৭	হযরত আবু বার্‌রা (রা.)	-	৪৬
৫৮	হযরত জুনদুব ইবন আব্দুল্লাহ	৭০ হি.	৪৩
৫৯	হযরত মু'আবিয়া ইবন হাইদাহ (রা.)	-	৪২
৬০	হযরত হাকীম ইবন হিযাম (রা.)	৫৪ হি.	৪০
৬১	হযরত সাহল ইবন হুনাইফ (রা.)	৩৮ হি.	৪০
৬২	হযরত আবু ছা'লাবা আল-খুসানী (রা.)	৭৫ হি.	৪০

ঙ. হাদীস অনুযায়ী আমলকরণ

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতিটি বাণী মুখস্থ করণের সাথে সাথে তা কাজে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাহাবীগণ ছিলেন সদা তৎপর। এ কারণে তাদের কর্মধারার মাধ্যমেও হাদীস চর্চার ক্রমবিকাশ অব্যাহত থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কোন আদেশ-নিষেধ বা ফরমানকে তারা নিজেদের নৈমিত্তিক অভ্যাসে পরিণত করার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালাতেন। এ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, "আমাদের কেউ যখন দশটি আয়াত শিক্ষা লাভ করতো, তখন উহার অর্থ উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করা ও তদানুযায়ী আমল করার পূর্বে সে আর কিছু শেখার জন্যে অগ্রসর হতো না।"[১৪৬] হাদীস অনুযায়ী আমল করার জন্যে এবং ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান সাহাবীদের দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবায়নের দিকে নবী (সা.) স্বয়ং বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন। সাহাবীগণ যাতে সুন্নাত অনুযায়ী সালাত আদায় করতে পারেন সেজন্য তাদের উদ্দেশ্যে রাসূল (সা.) বলেন, -صلوا كما رايتمونى اصلى "আমাকে তোমরা যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখ, ঠিক সেভাবেই তোমরা সালাত আদায় কর।"[১৪৭] হাজ্জর নিয়ম-নীতি অনুসরণের জন্যে বলেছিলেন, -خذوا عنى مناسككم "আমার নিকট হতে হজ্জ পালনের নিয়ম-কানুন তোমরা (শিক্ষা) গ্রহণ কর।"[১৪৮] কখনও সাহাবীগণের আমলে ত্রুটি দেখা গেলে তিনি তা সংশোধন করে দিতেন। একবার নবীজী মসজিদে নববীতে জনৈক সাহাবীকে সুন্নতের পরিপন্থি সালাত আদায় করতে দেখে বলেছিলেন, ارجع فصل فانك لم تصل - "তুমি পুনরায় সালাত আদায় কর, কেননা তুমি (সঠিকভাবে) সালাত পড়নি।"[১৪৯] এভাবে আমলের মাধ্যমে হাদীস চর্চার ধারা ক্রমোৎকর্ষ সাধিত হয়।

২.৩ দ্বিতীয় যুগ : হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে হাদীস চর্চা

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম হতে তৃতীয় শতক পর্যন্ত সময়কাল এ যুগের অন্তর্গত। এ যুগ তাবিঈ ও তাবউত তাবিঈদের যুগ। সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈদের অধিকাংশই এ যুগে জীবিত ছিলেন না। এ যুগে শীআ, খারিজী, রাফিযী ও মুতাযিলা প্রভৃতি ফিতনার প্রাদুর্ভাবে ধর্মীয় অঙ্গন এক চরম অস্থিরতার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছিলো। বিরাজমান এ সব দল-উপদল নিজস্ব মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে ও প্রাধান্য দিতে গিয়ে জাল হাদীস রচনায় লিপ্ত হয়। ফলে হাদীসের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণের জন্য তা যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে গ্রন্থবদ্ধ করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। অতঃপর ৯৯ হিজরীতে হযরত ওমর ইবন আব্দুল আযীয ইসলামী খিলাফতের আমীরুল মুমিনীনের পদে অধিষ্ঠিত হয়ে সর্বপ্রথম হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য মদীনার গভর্নর ও বিচারপতি আবু বকর ইবন হাযম (মৃ.১২০হি.) এর নিকট এই মর্মে একটি সরকারি ফরমান পাঠান যে,

انظر ما كان عليه من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فانى خفت دروس العلم و ذهاب العلماء-

"তোমরা রাসূলের হাদীসের প্রতি দৃষ্টি দাও এবং লিখে রাখ। আমি জ্ঞান ও জ্ঞানীদের দুনিয়া থেকে অন্তর্ধানের আশংকা করছি।"[১৫০] খলিফার নির্দেশে আবু বকর ইবন হাযম কিছু হাদীস লিখে রাজধানীতে পাঠিয়ে দেন। এটাই ছিল সরকারি পর্যায়ে সর্বপ্রথম হাদীস সংকলনের প্রাথমিক উদ্যোগ। অনুরূপভাবে খলিফা ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের প্রশাসকবৃন্দকে হাদীস সংগ্রহ করার ব্যাপারে ফরমান পাঠিয়ে নির্দেশ জারি করেন।

---

১৪৬ ইবন আব্দুল বার, খ.২, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭

১৪৭ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল বুখারী (রহ), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৮

১৪৮ ইবন আব্দুল বার, খ.২, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯০; ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৭

১৪৯ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল বুখারী (রহ), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১

১৫০ খতীব আল-বাগদাদী, *তাকইদুল ইলম*, কায়রো: দারু এহইয়াইস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ, ১৯৭৪খ্রি., সংস্ক.২, পৃ. ১০৬

Dhaka University Institutional Repository

انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فاجمعوا-

"তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীসের প্রতি অনতিবিলম্বে দৃষ্টি দাও এবং তা সংগ্রহ-সংকলন করো।" এভাবে সরকারি নির্দেশনার ফলে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের ব্যাপারে ব্যাপক সাড়া জাগে। তিনি শুধু নির্দেশ জারী করেই ক্ষান্ত হননি; বরং হাদীস চর্চায় উৎসাহিত করতে বৃত্তির ব্যবস্থাও করেছিলেন। "তিনি তাঁর জীবদ্দশায় সাম্রাজ্যের সর্বত্র হাদীস শিক্ষা ও চর্চার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি আলিমগণকে উৎসাহিত করতে মাথাপিছু ১০০ দিনার মাসিক ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন।"[১৫১] এ কাজে প্রবীণ তাবিঈ হিজাজ ও সিরিয়ার হাদীস বিশেষজ্ঞ মুহাম্মদ ইবন মুসলিম ইবন শিহাব যুহরী আল-মাদানী (রহ.) [মৃ.১২৪হি.] সর্বপ্রথম অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[১৫২] এ প্রসঙ্গে ইমাম মালিক (রহ.) বলেন,

اول من دون العلم ابن شهاب-

"যিনি সর্বপ্রথম হাদীস সংকলন করেন, তিনি ইমাম ইবন শিহাব যুহরী (রহ.)।"[১৫৩]

ইমাম যুহরী নিজেই এ প্রসঙ্গে দাবী করেন,

لم يدون هذا العلم احد قبل تدوينى-

"আমার পূর্বে হাদীসশাস্ত্র আর কেউই সংকলন করেননি।"[১৫৪]

প্রবীণ তাবিঈগণের মধ্যে প্রথম সারির মুহাদ্দিস হিসেবে **মদীনায়:** ইমাম ইবন শিহাব যুহরী (রহ.) [মৃ. ১২৪ হি.] **কুফায়:** ইমাম আবু ইসহাক ইবন শা'বী (রহ.) [মৃ. ১১০ হি.] ও সুলাইমান আল-আ'মাশ (রহ.) [মৃ. ১৪৮ হি.] **মক্কায়:** আমর ইবন দিনার (রহ.) [মৃ. ১২৬ হি.] **বসরায়:** কাতাদাহ (রহ.) [মৃ. ১১৮ হি.] ও ইয়াহইয়া ইবন আবী কাসীর (রহ.) [মৃ. ১১৩২ হি.] প্রমুখ যারা সর্বপ্রথম হাদীস সংকলনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এ ছাড়াও হাদীস বিশেষজ্ঞ তাবি'য়ীনদের মধ্যে **মক্কায়:** ইবন জুরাইজ (রহ.) [মৃ. ১৫০ হি.], **মদীনায়:** রবী ইবনুস সবী (রহ.) [মৃ. ১৬০ হি.] **বসরায়:** রবী ইবনুস সবী (রহ.) [মৃ. ১৬০ হি.], **কুফায়:** সুফিয়ান সাওরী (রহ.) [মৃ. ১৬১ হি.], **শামে:** আওযায়ী (রহ.) [মৃ. ১৫৭ হি.], **ইয়ামানে:** মা'মার (রহ.) [মৃ. ১৫৩ হি.], **খুরাসানে:** ইবনুল মুবারাক (রহ.) [মৃ. ১৮১ হি.] প্রমুখ ব্যাপকভাবে হাদীস চর্চা ও সংকলনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।[১৫৫] এ যুগের হাদীস চর্চার ধরন-প্রকৃতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এই দীর্ঘ এক শতাব্দীতেও (হি.২০০-৩০০সাল) পর্যন্ত উল্লিখিত পাঁচটি পদ্ধতি অবলম্বনে হাদীস চর্চা ও সংরক্ষিত হয়ে আসছে। যথা-

ক. হাদীস হিফয তথা মুখস্থকরণ

সাহাবা কিরামের অনুসৃত পথ ধরে তাবঈ ও তাবউত তাবঈগণও পূর্ণমাত্রার উদ্দীপনা, উৎসাহ ও একনিষ্ঠতার সাথে হাদীস মুখস্থকরণে ভূমিকা রাখেন। তাদের স্মৃতিশক্তিও ছিল অত্যন্ত প্রখর। যে হাদীসই তারা শুনতে পেতেন তা তারা মুখস্থ করে নিতেন। আরব জাতি স্বাভাবিক স্মৃতিশক্তির উপর পূর্ণমাত্রায় নির্ভর করতেন। কারণ কোন কিছু আয়ত্ত করতে হলে প্রথমত: মুখস্থ করাই ছিল তাদের চিরন্তন অভ্যাসগত রীতি। ইমাম যাহাবী (রহ) তার *'তাযকিরাতুল হুফফাজ'* গ্রন্থে তাবেঈ ইসমাঈল ইবন ইউনুস সূত্রে বর্ণনা করেন,"আমি কুরআনের সূরা যেভাবে মুখস্থ করতাম ঠিক সেভাবেই আবু ইসহাক বর্ণিত হাদীসসমূহ মুখস্থ করতাম।"[১৫৬] এ ছাড়া ইমাম বুখারীর (রহ.) *"তারীখুল কাবীর"* গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে, "প্রসিদ্ধ তাবিঈ কাতাদাহ মুহাদ্দিস সাঈদ ইবন আরুবাহকে সূরা বাকারা মুখস্থ শুনালেন; কিন্তু কোন ভুল হলো না। অতঃপর তিনি বলেন, হযরত জাবির (রা.) সংকলিত হাদীস গ্রন্থ সূরা বাকারা অপেক্ষা অধিক মাত্রায় মুখস্থ রয়েছে।"[১৫৭] এভাবে অসংখ্য তাবিঈ এবং তাবউত তাবিঈ হাদীস শাস্ত্রকে বুকে ধারণ করে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

---

১৫১ মুহম্মদ আব্দুর রশীদ নু'মানী, *ইবন মাযাহ আওর ইলমে হাদীস*, করাচী: নূর মুহাম্মদ আসাহুল মাতাবি', তা.বি., পৃ. ১৫৪

১৫২ ড. সুবহী আল-সালিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৬

১৫৩ *প্রাগুক্ত*

১৫৪ *প্রাগুক্ত*

১৫৫ আব্দুল আযীয আল-খাওয়ালী, *মিফতাহুস সুন্নাহ*, মিসর : আল-মাকতাবাতুল আরাবিয়্যাহ, ১৯২৮খ্রি., পৃ.২১; আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহইয়া, *হাদীস অধ্যয়নের মূলনীতি*, ঢাকা: মাকতাবাতুল আযহার, ২০০৯খ্রি., পৃ.৩০

১৫৬ ইমাম শামসুদ্দী আয-যাহাবী (রহ.), *তাযকিরাতুল হুফফায*, বৈরূত: দারু কিতাবিল ইলমিয়্যাহ, খ.২, তা.বি, পৃ. ১৯৯; মাওলানা আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৭ খ্রি. ১০ম প্রকাশ, পৃ. ২২৮

১৫৭ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ), *আত-তারীখুল কবীর*, কলকাতা: মাকতাবা আল-হিন্দ,১৩৬০হি., খ.৪, পৃ.১৮২; *প্রাগুক্ত*, পৃ.২২৯

Dhaka University Institutional Repository

খ. হাদীস লিখন

এ যুগে হাদীস মুখস্থ করণের পাশাপাশি হাদীস লিখনের প্রচলনও একেবারে কম ছিল না। তারা হাদীস শ্রবণ ও মুখস্থকরণের সাথে সাথে যথাযথ সতর্কতা ও মনযোগের সাথে হাদীস লেখা ও সংকলনের কাজ করতেন। যেমন- বশীর ইবন নুহাইক ও হাম্মাম ইবন মুনাববাহ ইয়ামানী হযরত আবু হুরাইরা (রা.) এর ছাত্র। তারা তাঁর কাছে যত হাদীস শুনতেন তা তারা লিখে রাখতেন এবং বিদায় কালে লিখিত হাদীসগুলো আদ্যোপান্ত পড়ে শুনাতেন। সহীফা হাম্মাম ইবন মুনাববাহ এর প্রমাণ। এ পাণ্ডুলিপিটি আজো বার্লিনের লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রয়েছে।[১৫৮] তাবিঈ সাঈদ ইবন যুবাইর (রহ.) বলেন, "আমি আব্দুল্লাহ ইবন ওমর এবং আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) এর নিকট রাতে হাদীস শুনতাম এবং বাহনের উপরে বসেই লিখে নিতাম।"[১৫৯] অনুরূপভাবে হযরত আনাস (রা.) এর ছাত্র আবান (রহ.) বলেন, "আমি তাঁর নিকট বসে কাঠের টুকরায় হাদীস লিখে রাখতাম।"[১৬০] এ যুগে হাদীস লিখনের এ ধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে।

নিম্নে এ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের রচিত হাদীস গ্রন্থগুলো[১৬১] সারণীবদ্ধ আকারে প্রদত্ত হলো-

সারণী-১

ক্রমিক	সংকলকবৃন্দের নাম	মৃ.তারিখ	সংকলিত গ্রন্থের নাম	প্রকাশ-প্রাপ্তি স্থান	দেশ
১.	আব্দুল মালিক ইবন জুরাইজ (রহ.)	১৫০হি.	আস-সুনান: তাহারাত, সালাত, তাফসীর; আল-জামি'	যাহিরিয়াহ পাণ্ডুলিপি নং-২৪, পৃ.১১৭-১৩৫	মক্কা
২.	মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (রহ.)	১৫০হি.	আস-সুনান ও আল-মাগাযী	ড. হামীদুল্লাহ কর্তৃক সর্বপ্রথম আল-মাগাযী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়	মদীনা
৩.	ইমাম আবু হানিফা (রহ.)	১৫০হি.	কিতাবুল আসার	প্রকাশিত	কূফা
৪.	মা'মার ইবন রাশীদ (রহ.)	১৫৩ হি.	আল-জামি'ও আল-মাগাযী	আল-জামি'গ্রন্থটি মুসান্নাফু আব্দির রাযযাক এর শেষে সংযুক্ত হয়ে প্রকাশিত।	ইয়ামান
৫.	মুহাম্মদ ইবন আবীজীব (রহ.)	১৫৬ হি.	আস-সুনান ও আল-মুআত্তা	অপ্রকাশিত	মদীনা
৬.	সা'ঈদ ইবন আবী আরুবা (রহ.)	১৫৭ হি.	আস-সুনান আত তাফসীর	অপ্রকাশিত	বসরা
৭.	আল-আওযা'ঈ (রহ.)	১৫৭ হি.	আস-সুনান ফীল ফিকহ আল-মাসাইল ফীল ফিকহ	অপ্রকাশিত	সিরিয়া
৮.	সুফইয়ান সাওরী (রহ.)	১৬১ হি.	আত-তাফসীর,আল-জামি 'উল কাবীর,আল-জামি'উস সাগীর ও আল-ফারাইয	তাফসীর: প্রকাশিত ফারাইয অপ্রকাশিত যাহিরিয়াতে এর পান্ডুলিপি রয়েছে ক্রমিক নং ৬৮	কুফা
৯.	শো'বা ইবনুল হাজ্জাজ (রহ.)	১৬০ হি.	গারাইবু শো'বা	মুহাম্মদ আল বাযযার শো'বার অনেক হাদীস একত্র করে একটি সংকলন প্রস্তুত করে নাম দেন গারাইবু শো'বা। যাহিরিয়াতে এর পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে এর নং ৯৪/১	ওয়াসিত ও বসরা
১০.	যায়েদাহ ইবন কুদামাহ (রহ.)	১৬১ হি.	আস-সুনান আল-যুহদ আত-তাফসীর আল-কিরআত আল-মানাকিব।	অপ্রকাশিত	কুফা
১১.	ইবরাহীম ইবন তহমান (রহ.)	১৬৩ হি.	আস-সুনানফীল ফিকহ, আল- মানাকিব, আল- ঈদাইন, আত-তাফসীর	এ সুনান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি যাহিরিয়াতে রয়েছে। যার নং (১০/১০৭)	খোরাসান
১২.	আল লাইছ ইবন সা'আদ (রহ.)	১৭৫ হি.	আত-তারীখ: মাসাইলুল ফিকহ	যাহিরিয়াহ (১৯) কুবেরীনী নং	----

১৫৮ মাওলানা আব্দুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩১

১৫৯ আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান আদ-দারেমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮

১৬০ *প্রাগুক্ত*

১৬১ বি.দ্র.: ড. মুহাম্মদ ইবন মাতার আয-যাহাবী, *তাদরীবুস সুন্নাতিন নাববিয়্যাহ*, রিয়াদ: দারুল হিজরাহ,১৯৯৬খ্রি.,পৃ. ৯০-৯১

Dhaka University Institutional Repository

				(৩/৩৭২)।	
১৩.	'আব্দুল মালিক ইবন মুহাম্মদ ইবন হাযম (রহ.)	১৭৬ হি.	আল-মাগাযী	অপ্রকাশিত	মদীনা
১৪.	মালিক ইবন আনাস (রহ.)	১৭৯ হি.	আল-মুআত্তা, রিসালাতুল ফীল কাদব,রিসালাতুল ফীল আরবীয়াহ	আল মুআত্তা প্রকাশিত	মদীনা
১৫.	'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.)	১৮১ হি.	আল-মুসনাদ,আযযোহদ আর রাকায়িক,আল-জিহাদ	প্রকাশিত	খুরাসান
১৬.	মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী (রহ.)	১৮৯ হি.	আল-মুআত্তা লি ইমাম মুহাম্মদ	প্রকাশিত	----
১৭.	সুফিয়ান ইবন উয়ানা (রহ.)	১৯৮হি.	মুসান্নাফ ইবন উয়ানা	অপ্রকাশিত	-----
১৮.	ইমাম শাফিঈ (রহ.)	২০৪হি.	মুসনাদুল ইমাম আশ-শাফিঈ	প্রকাশিত	-----
১৯.	আব্দুর রাজ্জাক (রহ.)	২১১হি.	মুসান্নাফ লি আব্দির রাজ্জাক	প্রকাশিত	-----

হিজরী ২য় শতাব্দীর মধ্যভাগে হাদীসের যে সকল প্রসিদ্ধ সংকলন গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়েছিল তা সারণী-১ এর মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়েছে। এ সময় ইমাম যুহরীসহ অনেক বড় বড় মুহাদ্দিস গ্রন্থাকারে হাদীস সংকলনে উদ্যোগী হয়েছিলেন; কিন্তু তাঁদের সংকলিত হাদীস গ্রন্থসমূহ অনেকাংশেই বর্তমান পর্যন্ত পৌঁছেনি।

গ. হাদীস শিক্ষাদান

তাবিঈ যুগের হাদীস বর্ণনাকারীগণ একজনের নিকট কিংবা নিজ শহরের হাদীস শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষাগ্রহণকেই যথেষ্ট মনে করতেন না; বরং জ্ঞানের তৃষ্ণা নিবারণের উদ্দেশ্যে কাছের ও দূরের অন্যান্য হাদীস শিক্ষা কেন্দ্রেও ছুটে বেড়াতেন। এ সময় বিভিন্ন শহরে যারা তাবি'য়ীনদের মধ্যে হাদীস বিশেষজ্ঞ এবং হাদীসশাস্ত্র শিক্ষাদানে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছিলেন, তাদের মধ্যে **মক্কায়ঃ** ইবন জুরাইজ (রহ.) [মৃ.১৫০হি.], **মদীনায়ঃ** রবী ইবনুস সবী (রহ.) [মৃ.১৬০হি.] **বসরায়ঃ** রবী ইবনুস সবী (রহ.) [মৃ.১৬০হি.], **কুফায়ঃ** সুফিয়ান সাওরী (রহ.) [মৃ.১৬১হি.], **শামেঃ** আওযায়ী (রহ.) [মৃ.১৫৭হি.], **ইয়ামানেঃ** মা'মার (রহ.) [মৃ.১৫৩হি.], **খুরাসানেঃ** ইবনুল মুবারাক (রহ.) [মৃ.১৮১হি.] প্রমুখ ব্যাপকভাবে হাদীস চর্চা ও সংকলনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।[১৬২]

ঘ. হাদীস রিওয়াত বা বর্ণনা

এ যুগেও সাহাবীগণের ন্যায় অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে, সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক হাদীস বর্ণনা করা হতো। ইমাম শা'বী (রহ.) একদা সন্তান ও দাস-দাসীদের জ্ঞান শিক্ষা দান ও চরিত্রবান করে গড়ে তোলার প্রতিদান সম্পর্কে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা কালে তাঁর ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বলেন, এই হাদীসটি ভালোভাবে গ্রহণ কর, এর (হাদীস বর্ণনার) বিনিময়ে তোমাদের কিছুই দিতে হলো না কিংবা কোন কষ্টও স্বীকার করতে হলো না। যদিও এমন এক সময় অতিক্রান্ত হয়েছে যখন এক একজন হাদীস বর্ণনাকারী রাবীকে এর চেয়েও ছোট ছোট হাদীস শ্রবণ করার জন্য কুফা হতে সুদূর মদীনা পর্যন্ত সফর করতে হত।[১৬৩] প্রখ্যাত তাবিঈ সায়ীদ ইবন মুসাইয়্যিব বলেন, "মাত্র একটি হাদীস সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে আমি একাধারে কয়েক দিন-রাতের পথ ভ্রমণ করতাম।"[১৬৪]

ঙ. হাদীস অনুযায়ী আমলকরণ

এ যুগের উলামা, ফুকাহা ও মুহাদ্দিসবৃন্দ রাসূল কারীম (সা.) এর জীবনাদর্শ তথা হাদীসভাণ্ডার মুখস্থকরণের সাথে সাথে তা কাজে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের হুবহু অনুসারী ছিলেন। এ কারণে তাদের আমলের মাধ্যমেও হাদীস চর্চার ক্রমবিকাশ অব্যাহত থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কোন আদেশ, নিষেধ বা ফরমানকে যতক্ষণ তারা নিজেদের নৈমিত্তিক অভ্যাসে পরিণত করা পর্যন্ত প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালাতেন।

---

১৬২ আব্দুল আযীয আল-খাওয়ালী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩০

১৬৩ মুহাম্মদ আবু যাহু, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২; মাওলানা আব্দুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৭

১৬৪ *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

২.৪ তৃতীয় যুগ : হিজরী তৃতীয় শতাব্দী হতে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত হাদীস চর্চা

এ যুগটি হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে শুরু হয়ে পঞ্চম শতকে সমাপ্ত হয়েছে। হিজরী তৃতীয় শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত মূলত: হাদীস লিখনীর কাজ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। হিজরী চতুর্থ শতকের প্রারম্ভে হাদীসের অঙ্গসজ্জা ও সহজিকরণে মুহাদ্দিসগণ মনোযোগী হন। হিজরী তৃতীয় শতকের পূর্বে সবল ও দূর্বল হাদীস তাদের কিতাবে একাকার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ শতকের পরে মুহাদ্দিসগণ তাদের উদ্ভাবিত মূলনীতির আলোকে সহীহ-য'ঈফ (সবল-দূর্বল) হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের মানদণ্ড উদ্ভাবন করেন। তাঁরা এ মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের মাধ্যমে জাল হাদীস প্রতিরোধ করবেন। এ ধরনের কঠিন সিদ্ধান্তের ফলে "আসমাউর রিজাল" শাস্ত্র উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে। এ ছাড়াও এ যুগে উসূলুল হাদীস ও হাদীসের পরিভাষার উপর অনেক গ্রন্থ রচিত হয়।

২.৪.১ হিজরী তৃতীয় শতাব্দী: হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ

ক. এ সোনালী যুগে হাদীস সংকলনের বৈশিষ্ট্য

হিজরী তৃতীয় শতকে হাদীসশাস্ত্র একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ যুগকে হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এই শতকের মুহাদ্দিস ও হাদীস বর্ণনাকারীগণ হাদীসের সন্ধানে জলে-স্থলে পরিভ্রমণ করেন। এ যুগেই মুসনাদ ও সুনান পদ্ধতিতে হাদীস সংকলনের কাজ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়। সিহাহ সিত্তাহর বিশ্ব বিখ্যাত ছয়খানা হাদীসশাস্ত্র এ যুগে সংকলিত হয়। ইতঃপূর্বে হাদীসবিশারদগণ সহীহ ও যইফ সব হাদীসই লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এ যুগে হাদীসসমূহকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাচাই-বাছাই এবং সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করে তার আলোকে সম্পূর্ণ হাদীস শাস্ত্রকে পৃথক করা হয়। সহীহ হাদীস বাছাই ও তা যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্যে এ যুগে হাদীস বিজ্ঞানীগণ হাদীসশাস্ত্র সংক্রান্ত একশতটিরও বেশি মূলনীতি উদ্ভাবন করেন। তা ছাড়া এ যুগে হাদীস শাস্ত্রকে বিষয়ভিত্তিক সঞ্চায়ন ও বিন্যস্ত করা হয়। এ যুগের হাদীস সংকলনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মুহাদ্দিসগণ ফিকহ শাস্ত্রের অধ্যায়ের বিন্যাস ভিত্তিক সুনান পদ্ধতিতে হাদীস শাস্ত্রকে সংশ্লিষ্ট অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে একত্রিত করণ এবং জামি'[১৬৫] পদ্ধতিতে হাদীসসমূহকে পৃথক পৃথক অধ্যায়, পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা এবং সতর্কতা ও কঠোরতার মানদণ্ড নিরূপণ করে অগণিত হাদীস ভাণ্ডার থেকে হাদীস গ্রন্থসমূহ সংকলন করা হয়।

খ. এ শতাব্দীতে রচিত প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থাবলী ও গ্রন্থাকারবৃন্দ

১. *মুসনাদ*[১৬৬] সংকলন

তৃতীয় শতাব্দীর সূচনা পর্বে "*মুসনাদ*" গ্রন্থ সংকলনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এ ধারার সূত্রপাত করেন (১.) উবাইদুল্লাহ ইবন মূসা (রহ.) [মৃ.২১৩ হি.]। তার সংকলনটি "*মুসনাদ উবাইদুল্লাহ ইবন মূসা*" নামে পরিচিত। এটি সর্বপ্রথম সংকলিত মুসনাদ গ্রন্থ। (২.) ইমাম আবু দাউদ আত-তায়ালেসি (রহ.) [মৃ.২০৪ হি.] এর মুসনাদ গ্রন্থ। কেউ কেউ বলেন, এটি সর্বপ্রথম সংকলিত মুসনাদ গ্রন্থ। তবে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী মুসনাদ উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা হলো সর্বপ্রথম সংকলিত মুসনাদ। (৩.) *মুসনাদুল হুমাইদী* (রহ.) [মৃ.২২১৯হি.], (৪.) মুসনাদ মুসাদ্দাদ ইবন মাসারহাদ (রহ.) [মৃ.২২৮হি.], (৫.) *মুসনাদ ইসহাক ইবন রাহওয়াই* (রহ.) [মৃ.২৩ হি.], (৬.) মুসনাদ উসমান ইবন আবু শাইবা (রহ.) [মৃ.২৩৯ হি.], (৭.) *মুসনাদ আহমদ:* ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) [মৃ.২৪১ হি.] সংকলিত হাদীস গ্রন্থ "মুসনাদ আহমদ"এই শতকের এক অতুলনীয় গ্রন্থ। মুসনাদ আহমদ হাদীস শাস্ত্রের বিশ্বকোষ নামে খ্যাত।

---

১৬৫ **জামি':** যে হাদীসগ্রন্থের মধ্যে সিয়ার, আদাব, তাফসির, ফিতান, আকাইদ, আহকাম, আশরাত আস-সা'আ ও মানাকিব এই আটটি বিষয় সম্বলিত হাদীস বিদ্যমান থাকে। জামি' গ্রন্থের উদাহরণ হলো- সহীহ আল-বুখারী, কেননা এতে উল্লিখিত ৮টি বিষয়ের হাদীস বিদ্যমান রয়েছে; আবার সুনান তিরমিযীও একটি জামি' গ্রন্থ, এ জন্য এ গ্রন্থটি জামি' তিরমিযী হিসেবেও অধিক পরিচিত। সহীহ মুসলিম গ্রন্থটি জামি' কি না তা নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও বিশুদ্ধ কথা হলো এটিও জামি' গ্রন্থ; তবে এতে তাফসীর অধ্যায় খুবই অল্প থাকায় কেউ কেউ একে জামি' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া সমীচীন মনে করেননি। উল্লেখ্য যে, জামি' গ্রন্থ রচনাকারী সর্বপ্রথম মুহাদ্দিস হলেন, ইমাম সাওরী (মৃত. ১৬১হি.)। [বি.দ্র.: ড. সুবহী সালেহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২; ইউসুফ বিন্নুরী, *মা'আরিফুস সুনান*, খ.১, পৃ. ১৮; ড. মাহমুদ আত-তুহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭]।

১৬৬ **মুসনাদ:** এমন হাদীস গ্রন্থকে বলা হয়, যাতে সাহাবীগণের ক্রমানুসারে তাদের হাদীস সন্নিবেশ করা হয়। এ ক্রমধরা তাদের নামের আরবী বর্ণমালা অনুসারে হতে পারে অথবা বংশীয় মর্যদানুসারে হতে পারে। (আব্দুল আযীয আল-খাওয়ালী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০)

Dhaka University Institutional Repository

বিশাল এ গ্রন্থটি শায়খ আহমদ শাকির কর্তৃক তাসহীহ-তাযয়ীফ[১৬৭] ও তাহকীক[১৬৮] করা হয়। যা দারুল হাদীস, মিসর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়াও শায়খ শোয়াইব আরনাউত এর সম্পাদনায় এ গ্রন্থের হাদীসগুলোর সনদ পর্যালোচনা করে তাহকীক, তাসহীহ-তাযয়ীফ, তা'লীক[১৬৯], তাখরীজ[১৭০] সম্বলিত ৫০ খণ্ডের বিশাল কলেবরে মুয়াস্সাছাতুর রিসালা কর্তৃক বৈরূত থেকে প্রকাশিত হয়। আল্লামা আহমাদ আল-বান্না এ বিরাট গ্রন্থটির সম্পাদনা ও অধ্যায়-বিষয়বস্তুর দৃষ্টিতে পূণর্বিন্যাস করেছেন। সম্প্রতি গ্রন্থটি ২১ খণ্ডে "আল-ফাতহুর রাব্বানী" নামে তা প্রকাশিত হয়েছে।[১৭১] (৮.) ইবন হুমাইদ (রহ.) [মৃ.২৩৮ হি.] এর মুসনাদ ইবন হুমাইদ, (৯.) ইয়াকুব ইবন শায়বাহ (রহ.) [মৃ.২৬২ হি.] এর আল-মুসনাদুল কাবীর, (১০.) মুসনাদু মুহাম্মদ ইবন মাহদী (রহ.) [মৃ.২৩৮ হি.] প্রভৃতি মুসনাদ গ্রন্থ।[১৭২] এ ছাড়াও (১১) আব্দ বিন হুমায়দ (রহ.) [মৃ.২৪৯ হি.] এর মুসনাদ বিন হুমায়দ, (১২) আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আদ-দারিমী (রহ.) [মৃ. ২৫৫ হি.] প্রণীত মুসনাদ আদ-দারিমী, (১৩) বাকী ইবন মাখলাদ (রহ.) [মৃ.২৭৬ হি.] এর মুসনাদ, (১৪) হারিস ইবন উসামা (রহ.) [মৃ.২৮১ হি.] এর মুসনাদ, (১৫) আবু বকর আহমাদ আল-বাযযার (রহ.) [মৃ.২৮৮ হি.] প্রণীত মুসনাদ বাযযার উল্লেযোগ্য মুসনাদ গ্রন্থ।[১৭৩]

২. মুসান্নাফ সংকলন

ক. *মুসান্নাফ*[১৭৪] লি আব্দির রাজ্জাক: ইমাম আবদুর রাজ্জাক ইবন হুমাম ইয়ামানী (রহ.) [মৃ.২১১হি.] এর হাদীস সংকলনটি তৃতীয় শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীস গ্রন্থ।

খ. *মুসান্নাফ লি আবী বকর ইবন শায়বাহ:* ইমাম আবু বকর ইবন শায়বা (মৃ.২৩৫ হি.) কর্তৃক সংকলিত এই গ্রন্থাটি তৃতীয় হিজরী শতকের অন্যতম হাদীস গ্রন্থ।

৩. সিহাহ[১৭৫] গ্রন্থ সংকলন

ক. *সহীহুল বুখারী:* ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম ইবন মুগীরা ইবন বারদিযবাহ জু'ফি ইয়ামানী আল-বুখারী (রহ.) [মৃ.২৫৬হি.] এর একটি বিশ্ববিখ্যাত সংকলন *'সহীহুল বুখারী'*। এর পুরো নাম "আল-জা'মিউল মুসনাদুস সহীহ আল-মুখতাসারু মিন উমুরি রাসূলিল্লাহী (সা.) সুনানিহী ওয়া আইয়্যামিহী"। ইমাম বুখারী (রহ.) দীর্ঘ ১৬ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম-সাধনার মাধ্যমে বাইতুল্লাহ ও মসজিদে নববীতে অবস্থান করে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনে *'আস-সহীহ'* সংকলন করেন বসন। আকাশের নিচে জমিনের উপরে কুরআন কারীমের পরে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হিসেবে সহীহ আল-বুখারীর অবস্থান। এতে ১৬০টি অধ্যায় এবং ৩৬০টি পরিচ্ছেদের অন্তর্গত পুনরুল্লেখসহ ৭২৭৫টি এবং পুনরুল্লেখ ছাড়া ৪০০০টি হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে।[১৭৬]

---

১৬৭ তাসহীহ-তাযয়ীফ বলতে উসূলুল হাদীসের নীতিমালার আলোকে হাদীসের মাননির্ণয় করাকে বুঝায়; অর্থাৎ হাদীসটি সহীহ, হাসান কিংবা যয়ীফ কি না, তা যাচাই করা।

১৬৮ **তাহকীক:** বলতে সাধারণত কোনো বিষয়ের শাস্ত্রীয় পর্যালোচনাকে বুঝায়।

১৬৯ **তা'লীক:** বলতে কোনো বিষয়ের অস্পষ্টতা দূর করার জন্য পদটিকা সংযুক্ত করণকে বুঝায়।

১৭০ **তাখরীজ:** শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- বের করা; তবে হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায়, কোনো একটি হাদীস বা হাদীসের সূত্রসমূহ অপরাপর হাদীসের গ্রন্থাবলীর কোথায় কোথায় বর্ণিত হয়েছে সে বিষয়ের বর্ণনা সূত্র সম্পর্কে আলোচনা করা ও পূর্ণ সনদ উল্লেখ করাকে তাখরীজ বলা হয়। অথবা, কোনো গ্রন্থে সনদ বিহীন বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে সনদ সহকারে যে হাদীস গ্রন্থ প্রণীত হয় তাকে তাখরীজ গ্রন্থ বলে। যেমন: ইমাম বুরহানুদ্দীন মুরগিনানী (রহ.) এর রচিত আল-হিদায়া গ্রন্থের সনদ ও উদ্ধৃতিহীন হাদীসগুলোর সনদ এর বিবরণ ও উদ্ধৃতি উল্লেখ করে ভিন্ন কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে যেগুলোকে তাখরীজ বলে। যথা: ইমাম জায়লা'য়ী আল-হানাফী (রহ.) এর কিতাব "নসরুর রা'য়া ফি তাখরীজি আহাদীসিল হিদায়া, হাফিজ ইবন হাজার আল-আসকালানী প্রণীত কিতাব "আদ-দিরায়া ফি তাখরীজি আহাদীসিল হিদায়া"। এছাড়াও তাফসীরে কাশশাফ ও তাফসীর বায়যাভী এর হাদীস তাখরীজ করে ভিন্ন ভিন্ন তাখরীজ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যথা: হাফিজ জামালুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ রচিত "তাখরীজু আহাদীসিল কাশশাফ" এবং শায়খ আব্দুর রউফ আল-মানাবী রচিত "আল-ফাতহুস সামাভী ফি তাখরীজি আহাদীসিল বায়যাভী" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ তাখরীজ গ্রন্থ। [বি.দ্র.: মুহাম্মদ ইবন জা'ফর আল-কাত্তানী, *আর-রিসালাতুল মুছতাতরফা লি বায়ানি মাশহুরি কুতুবিস সুন্নাতিল মুশাররফা*, দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৩, পৃ. ১৫১-১৫৩]

১৭১ মুফতি মুহাম্মদ আমিমুল ইহসান, *মিশকাতুল মসাবিহ*, ঢাকা: মাদানী কুতুবখানা,২০১৭খ্রি., খ.১, পৃ.১১৯

১৭২ মাওলানা আব্দুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫০

১৭৩ আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৪-৪৫

১৭৪ **মুসান্নাফ:** সে সকল গ্রন্থ অধ্যায়ের ধারাবাহিকতায় সজ্জিত হয়েছে এবং তাতে মারফু হাদীসের সাথে সাথে মাওকুফ হাদীস তথা সাহাবীদের কথা-কাজ ও মাকতু হাদীস তথা তাবেঈদের কথা-কাজ ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণনা স্থান পেয়েছে। [বি.দ্র.: ড.সুবহী আল-সালিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১২৬]

১৭৫ **সিহাহ:** সহীহ হাদীস সংকলনে রচিত গ্রন্থসমূহ, যার লেখক স্বীয় কিতাবে সহীহ ব্যাতীত অন্য হাদীস সংকলন না করার শর্ত করেছেন এবং কিতাবের নামকরণ করেছেন 'সহীহ' বলে। [বি.দ্র.: ড. সুবহী সালিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২]

১৭৬ বদরুদ্দীন আয়নী, *উমদাতুল কারী*, বৈরূত: দারুল ফিকর, খ.১, তা.বি,পৃ. ০৬

Dhaka University Institutional Repository

খ. ***সহীহ মুসলিম:*** ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ নিশাপুরী (রহ.) [মৃ.২৬১হি.] সংকলিত হাদীসের অমরগ্রন্থ সহীহ মুসলিম। ইমাম মুসলিম (রহ.) স্বীয় শায়খগণের নিকট থেকে শ্রুত তিন লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে দীর্ঘ ১৫ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম, সাধনা ও গবেষণা করে *'আস-সহীহ'* সংকলন করেন। এতে সর্বমোট ১২০০০ (বার হাজার) হাদীস উল্লিখিত হয়েছে। আর তাকরার (পূঃনরুল্লেখ) বাদে ৪০০০ হাদীস উল্লিখিত হয়েছে।[১৭৭]

গ. ***সহীহ লি ইবন খুযায়মা :*** আবু বকর মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইবন খুযায়মা নিশাপুরী (রহ.) [মৃ.৩১১হি.] রচিত "সহীহ ইবন খুযায়মা" এ যুগের একটি প্রসিদ্ধ সহীহ সংকলন। লেখকের 'আল-মুসনাদুস সাহীহ' নামক ভিন্ন একটি হাদীস গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সার হলো বক্ষমান এ কিতাব। লেখক এ কিতাবের নামকরণ করেন- *"মুখতাসারুল মুখতাসার মিনাল মুসনাদিস সাহীহ আন রাসূলিল্লাহ"* নামে। তবে আলিম সমাজে কিতাবটি *সহীহ ইবন খুযায়মা* হিসেবে প্রসিদ্ধতা লাভ করে। তবে ফিকহী ধারায় সজ্জিত এ গ্রন্থে সহীহ হাদীস ব্যাতীত অন্য কোনো প্রকারের হাদীস স্থান দেওয়া হয়নি।[১৭৮]

ঘ. ***সহীহ লি আবী আওয়ানাহ:*** ইয়াকুব ইবন ইসহাক (রহ.) [মৃ.৩১৬হি.] রচিত "সহীহ আবু আওয়ানাহ" এ যুগের একটি প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীসের সংকলন।

ঙ. ***সহীহ লি ইবন হিব্বান:*** আবু হাতিম মুহাম্মদ ইবন হিব্বান আত-তামিমী আদ-দারিমী আল-বাসতী (রহ.) [মৃ.৩৫৪হি.] রচিত *"সহীহ ইবন হিব্বান"* একটি অমর গ্রন্থ। এ গ্রন্থের মূল নাম সংকলক নিজেই গ্রন্থের ভূমিকায় এভাবে উল্লেখ করেছেন,"আল-মুসনাদুস সাহীহ আলাত তাকাছীম ওয়াল আনওয়া' মিন গাইরি উজুদি কতইন ফি সানাদিহা ওয়ালা সুবূতি জারহিন ফি নাকিলীহা"

(المسند الصحيح على التقاسيم والانواع من غير وجود قطع فى سندها ولا ثبوت جرح فى ناقليها)।

৪. সুনান গ্রন্থ সংকলন

ক. ***সুনান তিরমিযী:*** ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন সাওরাহ ইবন মূসা ইবন যাহহাক আল-বাগাবী আত-তিরমিযী (রহ.) [মৃ.২৭১হি.] এর অমর গ্রন্থ *সুনান আত-তিরমিযী*। ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনান গ্রন্থে ৪৬টি অধ্যায় ও ২৪১৪টি পরিচ্ছেদের অন্তর্গত ৩৮১২টি হাদীস সংকলন করেছেন। ইমাম ইবন কাসীর (রহ.) বলেন, ইমাম তিরমিযী তাঁর গ্রন্থে ৪০০০টি হাদীস উপস্থাপন করেছেন।[১৭৯] এর অধ্যায়সমূহ ফিকহী ধারাবাহিকতায় বিন্যাস করার কারণে একে অনেক হাদীসবিশারদ সুনান গ্রন্থ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তবে এ গ্রন্থটি আল-জামি' হিসেবেও প্রসিদ্ধ। কারণ আল-জামি' গ্রন্থ হওয়ার জন্য যে আটটি শর্ত রয়েছে তা এ গ্রন্থটিতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্ধমান।

খ. ***সুনান আবু দাউদ:*** ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আশ'আস ইবন ইসহাক সিজিস্তানী (রহ.) [মৃ.২৭৫হি.] কর্তৃক ফিকহী ধারাবাহিকতায় সংকলিত, সিহাহ সিত্তাহ এর অন্যতম হাদীস গ্রন্থ *'সুনান আবী দাউদ'*। বিধান সংক্রান্ত এ গ্রন্থে গ্রন্থকার পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে ৪৮০০টি হাদীস সংকলন করেন। এ ছাড়া এতে ৬০০ মুরসাল হাদীস রয়েছে।[১৮০]

গ. ***সুনান আন-নাসাঈ:*** ইমাম আবদুর রহমান ইবন আলী ইবন শুয়াইব আন-নাসাঈ (রহ.) [মৃ. ৩০২ হি.] এর অমর কীর্তি *'সুনান আন-নাসাঈ'*। তিনি তাঁর *'সুনানুল কুবরা'* থেকে যাচাই-বাছাই করে এ গ্রন্থটি সংকলন করেন। এতে তিনি ৫১টি অধ্যায় ও ২১৩৮টি পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত ৫৭৬১টি হাদীস মতান্তরে ৪৪৮২টি হাদীস সন্নিবেশিত করেন।[১৮১]

ঘ. **সুনান ইবন মাজাহ:** ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মাজাহ কাযবীনী (রহ.) [মৃ.২৭৫হি.] এর সংকলন **"ইবন মাজাহ"**। তিনি এতে ৩২টি অধ্যায় ও ১৫০০টি পরিচ্ছেদের

---

১৭৭ জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান আস-সুয়ূতী (রহ.), *প্রাগুক্ত*, পৃ.১০৭

১৭৮ বি.দ্র.: ইমাম শামসুদ্দী আয-যাহাবী (রহ.), *তাযকিরাতুল হুফফায*, বৈরূত: দারু কিতাবিল ইলমিয়্যাহ, খ.২, তা. বি, পৃ. ১৭২১-৭৩০

১৭৯ মুহাম্মদ হানীফ গাংগোহী (রহ.), *যাফরুল মুহাসসিলীন বি আহওয়ালিল-মুসান্নিফীন*, দেওবন্দ: হানীফ বুক ডিপো, ১৯৯৬ খ্রি., পৃ.১৪৭

১৮০ ইমাম শামসুদ্দী আয-যাহাবী (রহ.), *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৯৩

১৮১ ড. আজ্জাজ আল-খতীব, *প্রাগুক্ত*, সংস্ক.৪, পৃ.৩২৫

Dhaka University Institutional Repository

অন্তর্ভুক্ত ৪৩৪১টি হাদীস সংকলন করেন।[১৮২] উল্লিখিত হাদীসগুলোর মধ্যে ৩০০২টি হাদীস সিহাহ সিত্তার অপর পাঁচটি গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। অবশিষ্ট ১৩৩৯টি হাদীস এককভাবে ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) তাঁর সুনান গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ জন্য হাদীসগুলোকে (যাওয়েদ ইবন মাজাহ) *ইবন মাজাহ* এর অতিরিক্ত বর্ণনা বলে অভিহিত করা হয়।[১৮৩]

২.৪.২ হিজরী চতুর্থ শতাব্দী: হাদীস সংকলনের পরিপূর্ণতার যুগ

ক. হাদীস বিজ্ঞানের পরিপূর্ণতার ইতিহাস

হিজরী চতুর্থ শতকে হাদীসশাস্ত্র পূর্ণতার উচুঁ শিখরে আরোহণ করে। সাহাবা কিরামের মুবারক হাতে হাদীস বিজ্ঞানের যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে, তাবিঈ ও তাবউ'ত তাবিঈনদের যুগে তা পত্রপল্লবে সুশোভিত হয়ে পরিপূর্ণতা অর্জন করে। এ যুগটি ছিল হাদীসশাস্ত্র সুসংহত করণ তথা অলংকরণ, সংক্ষেপণ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের যুগ। এ শতাব্দীতে পূর্ব শতকের কাজ-কর্মের ধারাবাহিকতায় ক্রমোন্নতি হতে থাকে। এ শতকে প্রণীত প্রায় সবই পূর্ববর্তী হাদীসবিশারদের নিকট হতে প্রাপ্ত ও সংরক্ষিত হাদীসসমূহের ভিত্তিতে নতুনভাবে বিন্যাসকৃত হাদীসগ্রন্থ। এ শতকে 'মুসতাদরাক'[১৮৪] বিষয়ক হাদীসগ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়। এ ছাড়া চতুর্থ শতকের অনেক মুহাদ্দিসই পূর্ববর্তীদের গ্রন্থাবলীর বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে রচিত হাদীসসমূহ সংগ্রহকরে তাতে দীর্ঘ (সনদ) সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করেন এবং সাথে সাথে সজ্জায়ন ও সংযোজনের কাজ পূর্ণ দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেন। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবুল কাসেম সুলায়মান ইবন আহমদ আত-তাবারানী (রহ.) এর "আল-মু'জামুল কাবীর", "আল-মু'জামুল আওসাত" ও "আল-মু'জামুস-সগীর" শিরোনামে হাদীস গ্রন্থগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্মর্তব্য, এ শতকে রাবীদের জীবন-চরিত শাস্ত্র বিষয়ক অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। ইমাম আবু হাতিম মুহাম্মদ ইবন হিব্বান এর (كتاب المجروحين من الحديث) *"কিতাবুল মাজরুহীন মিনাল হাদীস"* ও (كتاب الثقات) *"কিতাবুস সিকাত"* এবং ইবন আবী হাতিম আর-রাযী (রহ.) এর (كتاب الجرح والتعديل) *"কিতাবুল জারহ ওয়াত তা'দীল"* এ শতকে রচিত গ্রন্থসমূহের অন্যতম।

খ. এ শতকের খ্যাতনামা মুহাদ্দিসবৃন্দ ও তাঁদের অবদান

১. হাফিজ আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আবদিল্লাহ হাকেম নিশাপুরী (রহ.) [মৃ. ৪০৫ হি.]। তিনি চতুর্থ হিজরী শতকের একজন শ্রেষ্ঠ হাদীসবিদ। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মাঝে *"মুসতাদরাক হাকেম"* হাদীস শাস্ত্রের এক অমূল্য সম্পদ। বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, ফারসিসহ বিভিন্ন ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে।

২. হাফিজ আলী ইবন ওমর ইবন আহমদ দারা-কুতনী (রহ.) [মৃ.৩৮৫ হি.] । তিনি এ শতকের যুগশ্রেষ্ঠ হাফিজে হাদীস ও ইমাম। তাঁর রচিত *সুনান আদ-দারাকুতনী* (سنن الدارقطنى)ও *আল-ইলাল লি দারাকুতনী* (العلل للدار قطنى) বিখ্যাতকর্ম।

৩. ইমাম হাফিজ মুহাম্মদ ইবন হিব্বান আহমদ আবু হাতেম তামিম বুস্তী (রহ.) [মৃ. ৩৫৪ হি.]। তিনি খুরাসানের প্রখ্যাত হাদীস পণ্ডিতদের মধ্যে অন্যতম।

৪. ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইবন খুযায়মা নিশাপুরী (রহ.);

৫. ইমাম আবুল কাসেম সুলায়মান ইবন আহমদ আত-তাবরানী (রহ.) [মৃ. ৩৬০ হি.]; *'মু'জাম'* রচনা তাঁর অমর কীর্তি।

৬. ইমাম আবু জাফর আহমদ ইবন মুহাম্মদ ত্বাহাবী (রহ.) [মৃ. ৩২১ হি.]; তাঁর রচিত *'শরহু মা'আনিল আছার'* ও *'শরহু মুশকিল আল-আছার'* বিখ্যাত দুটি হাদীস গ্রন্থ।

৭. হাফেজ ইবন আবু হাতেম আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মদ রাযী (রহ.) [মৃ. ২৭৭ হি.]; তিনি *'আল-জারহ ওয়াত তা'দীল ফিল কুনা'* এর রচয়িতা;

---

১৮২ ইবন হাজার আল'আসকালানী (রহ.), *তাহযীবুত তাহযীব*, খ.৭, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৮

১৮৩ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ রহ., *সুনানু ইবন মাজাহ*, বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, সংস্ক. ১, ১৪১৯ হি., পৃ. ২১

১৮৪ **মুসতাদরাক:** যে সকল হাদীস বিশেষ কোনো হাদীস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়নি, অথচ তা সেই গ্রন্থাকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ, সেসব হাদীসকে যে গ্রন্থে একত্র করা হয় তাকে "মুসতাদরাক" নামে অভিহিত করা হয়। খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহ.) সহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুসৃত অবিশিষ্ট সহীহ হাদীসসমূহ সংগ্রহ করে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ রচনা করেন। যা "মুসতাদরাক হাকেম" নামে সর্বজন বিদিত। [বি.দ্র.: ড. মাহমুদ আত-ত্বহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭]

Dhaka University Institutional Repository

৮. ইবন আদি জুরজানী (রহ.) [মৃ. ৩৬৫ হি.]; তিনি "*আল-কামিল ফি যুআফায়ির রিজালের*" রচয়িতা;
৯. আবু আলী সাঈদ ইবন ওসমান ইবনুস সাকার (রহ.);
১০. আবুল আরব মুহাম্মদ ইবন আহমদ আফ্রিকী (রহ.);
১১. ওমর ইবন শাহিন আল-ওয়ায়েজ (রহ.) [মৃ. ৩৮৫ হি.] প্রণীত '*তারিখ আসমা আস-ছিকাত*'একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।
১২. আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইবন হুসাইন আযদী (রহ.);
১৩. আবুশ শায়খ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইস্ফাহানী (রহ.);
১৪. আবু হামেদ আহমদ ইবন মুহাম্মদ মুহাম্মদ হিরাওয়ী (রহ.);
১৫. আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন মূসা উকাইলী (রহ.) [মৃ. ৩২২ হি.]; '*কিতাব আদ-দু'আফা*' তাঁর বিখ্যাত কর্ম।

২.৪.৩ হিজরী পঞ্চম শতক ও তৎপরবর্তী যুগে হাদীস চর্চা

ক. হিজরী পঞ্চম শতাব্দী এবং পরবর্তীতে হাদীস সংকলন

চতুর্থ শতকের সোনালী দিনগুলো অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী শতকে যে সকল মুহাদ্দিস হাদীস সংকলনে অবদান রেখেছিলেন তারা পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের সমমানের প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন না। পরবর্তীতে পূর্বে প্রণীত হাদীস গ্রন্থের মতো, কোনো মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। কিন্তু হাদীস বিজ্ঞানে তাদের দক্ষতা, জ্ঞানের ব্যাপকতা, বুঝের গভীরতা, দৃষ্টির সূক্ষ্মতা ও প্রসারতা বিন্দুমাত্র নগণ্য ছিল না। এ শতকের মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন গ্রন্থাবলীর হাদীসসমূহ একত্রিতকরণ এবং সুসংবদ্ধভাবে সজ্জিতকরণের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক অভিনব গ্রন্থ উপহার দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। নিম্নে এ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হলো–

খ. বুখারী ও মুসলিমের হাদীস একত্রীকরণ

এ শতকে অসংখ্য মুহাদ্দিস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম হতে হাদীস চয়ন ও একত্রে সংযোজন পূর্বক এক অভিনব ধারায় স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ ধরনের গ্রন্থ প্রণয়নে যারা অবদান রেখেছেন তাদের নাম নিম্নরূপ-
১. ইসমাঈল ইবন আহমদ (রহ.) নামক একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিস এ ধরনে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যিনি 'ইবনুল ফুরাত' নামে খ্যাত ছিলেন।
২. মুহাম্মদ ইবন নসর হুমায়দি আন্দালুসী (রহ.);
৩. হুসাইন ইবন মাসউদ আল বাগভী (রহ.) রচিত '*মাসাবীহুস সুন্নাহ*' ও '*শরহু আস-সুন্নাহ*';
৪. মুহাম্মদ ইবন আবদুল হক ইশবেলী (রহ.) ;
৫. আহমদ ইবন মুহাম্মদ কুরতুবী (রহ.) প্রমুখ;
৬. তবে শায়খ হাসান সাগানী লাহুরী (রহ.) রচিত "*মাশারেকুল আনওয়ার*" এ বিষয়ে রচিত বিশ্ব নন্দিত চমৎকার হাদীস গ্রন্থ। এ গ্রন্থে সহীহ বুখারী ও মুসলিম হতে ২২৫৩টি হাদীস সংকলিত হয়েছে; তন্মধ্যে শুধু সহীহ বুখারীতে ৩২৭টি ও সহীহ মুসলিমে ৮৭৫টি এবং ১০৫১টি উভয় গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে।[১৮৫]

গ. সিহাহ সিত্তার হাদীস সঞ্চায়ন

হাদীস শাস্ত্রের অমর ছয়টি বিশুদ্ধ গ্রন্থ হতে হাদীস সংগ্রহ করে স্বতন্ত্র্য গ্রন্থ প্রণয়নের কাজও পঞ্চম হিজরী শতক ও তদপরবর্তী যুগে যথেষ্ঠ পরিমাণে হয়েছে। যথা-
১. শায়খ আহমদ ইবন রাযিন মুরাবিয়াত আবদারী (রহ.) সিহাহ সিত্তার হাদীসসমূহের সমন্বয়ে '*তাজরীদুস সিহাহ*' শিরোনামে একটি হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। তার সংকলিত গ্রন্থের বিন্যাস রীতি ভালো না হওয়ায় পরবর্তীতে ইবনুল আসির গ্রন্থটিকে উত্তম পদ্ধতিতে বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত, সম্পাদনা ও সুসংবদ্ধকরণের কাজ করেন। যা "*জামি'উল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল*" (جامع الاصول في احاديث الرسول) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

---

১৮৫ বি.দ্র.: হাসান সাগানী (রহ.) কর্তৃক রচিত *মাশারিকুল আনওয়ার* গ্রন্থটি মিসরের রাজধানী কায়রো শহরের মাকতাবা মাহমুদিয়্যা থেকে ১৩২৯ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২. শায়খ ইবনুল খারাত ইশবেলী (রহ.) ছয়টি হাদীসগ্রন্থের হাদীসসমূহের সমন্বয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।
৩. শায়খ কুতুবুদ্দীন নহরওয়ালী সিন্ধী মাক্কী (রহ.) '*জামেউস সিহাহ*' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।
৪. হাফিজ জিয়া উদ্দীন মাকদিসী (রহ.) তিরমিযী ব্যতীত বাকি পাঁচটি কিতাবের সমন্বয়ে "*আল-মুওয়াফাকাত*" (الموافقات) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।
৫. শায়খ মানসুর আলী নাসিফ মিসরী (রহ.) সুনান ইবন মাজাহ ব্যতীত অন্যান্য কিতাবের সমন্বয়ে "*আত-তাজু লি জামি'য়িল উসূল*" (التاج لجامع الاصول) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

ঘ. বিভিন্ন গ্রন্থ হতে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন

হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থ হতে হাদীস সংগ্রহ করে স্বতন্ত্র হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের কাজও এ পর্যায়ে পর্যাপ্ত হয়েছে। যথা-

১. ***মাসাবিহুস সুন্নাহ:*** ইবন মাসউদ বাগাবী (রহ.) এর অমর সংকলন।
২. ***মিশকাতুল মাসাবিহ:*** এটি মাসাবিহুস সুন্নাহ-এর পরিমার্জিত ও বর্ধিত সংস্করণ। এর রচয়িতা শায়খ অলি উদ্দিন আবু আবদিল্লাহ ইবন আবদিল্লাহ আল-খতীব আত-তাবরিযী (রহ.)।
৩. ***জামিউ'ল মাসানিদ ওয়াল আলকাব:*** এটি ইবনুল জাওযী (রহ.) এর সংকলন।
৪. ***জামিউ'ল মাসানীদ:*** হাফেজ ইসমাঈল ইবন কাসীর (রহ.) এর সংকলন।
৫. ***মাজমাউ'য যাওয়ায়েদ:*** শায়খ মুহাম্মদ নূরুদ্দীন হায়সামী (রহ.) এর সংকলন।
৬. ***জামিউ'ল ফাওয়ায়েদ:*** শায়খ মোহাম্মদ ইবন সুলায়মান আল-ফারিস (রহ.)।
৭. ***জামউ'ল জাওয়ামে':*** আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী মিসরী (রহ.) সংকলিত হাদীসের বিশাল গ্রন্থ।
৮. ***কানযুল উম্মাল:*** মুহাদ্দিস শায়খ আলী মুত্তাকী (রহ.)।

ঙ. আহকাম ও নসিহতমূলক হাদীস সংকলন

পঞ্চম শতক ও তদপরবর্তী সময়ে বিধান সংক্রান্ত ও ওয়াজ-নসিহতমূলক হাদীস বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থ হতে সঞ্চয়ন করে হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়। যথা-

১. ***মুনতাকাল আখবার ফিল আহকাম:*** এটি হাফিজ মাজদুদ্দীন আবুল কাসেম হাররানী (রহ.) এর সংকলন।
২. ***আস-সুনানুল কুবরা:*** ইমাম বায়হাকী (রহ.) এর অমর সংকলন।
৩. ***আহকামুস সুগরা:*** এটি হাফিজ আবু মুহাম্মদ আবদুল হক ইশবেলী (রহ.) কর্তৃক সংকলিত।
৪. ***উমদাতুল আহকাম:***এটি ইমাম হাফিজ আবু মুহাম্মদ আবদুল গণি দামেশকী মাকদেসী (রহ.) সংকলিত।
৫. ***আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব:*** শায়খ আবদুল আযীয মুনযেরী (রহ.) এর অমর সংকলন।
৬. ***রিয়াদুস সালেহীন:*** শায়খ ইয়াহইয়া ইবন শরফ আন নববী (রহ.) ।
৭. ***বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম:*** হাফিজুদ দুনিয়া ইবন হাজার আসকালানী (রহ.) এর সংকলন।
৮. ***ই'লাউস সুনান:*** আল্লামা যাফর আহমদ ওসমানী (রহ.) ।
৯. ***ফিকহুস সুনান ওয়াল আছার:*** সাইয়্যেদ মুফতী আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী বরকতী হানাফী (রহ.), প্রভৃতি।

হিজরী পঞ্চম শতক তদপরবর্তী সময়ে পূর্বেকার মুহাদ্দিসগণের রেখে যাওয়া কাজের উপর ভিত্তি করে মূলত হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়। সহীহাইন ও হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থসমূহ থেকে সংকলন করে নতুন আঙ্গিকে গ্রন্থ প্রণয়ন করাই হলো এ শতকের হাদীস গ্রন্থসমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ।

বস্তুত এ অধ্যায়কে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ভিত্তি মূল অভিহিত করলে অত্যুক্তি হবে না। অন্য কথায় তাকে বর্তমান অভিসন্দর্ভের একটি ভূমিকা বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ এতে হাদীস চর্চার প্রাথমিক ও মৌলিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে হাদীসের পরিচিতি, উৎপত্তি, গুরুত্ব-প্রামাণিকতা, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগে হাদীস চর্চা ও সংরক্ষণের ধারাবাহিকতায় হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ খ্যাত তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত এবং তৎপরবর্তী যুগে হাদীস চর্চা, সংকলন ও গ্রন্থ প্রণয়নের অতি সংক্ষিপ্ত একটি বিশ্লেষণ উপস্থাপনের প্রয়াস চালানো হয়েছে, যার উপর চূড়ান্তভাবে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা নির্ভরশীল। উপর্যুক্ত বিশ্লেষণের সূত্রে পরবর্তী অধ্যায়ে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার বিকাশ ধারা বিশ্লেষণ করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার বিকাশ ধারা

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার বিকাশ ধারা

এ অধ্যায়ে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আগমন এবং হাদীস চর্চার সূচনা ও বিকাশ; সিন্ধু বিজয় উত্তরকালে ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস চর্চা; ভারতীয় উপমহাদেশের হাদীস চর্চা কেন্দ্র ও বিখ্যাত মুহাদ্দিসবৃন্দ; ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস চর্চার স্বর্ণযুগ; ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক ধারা; বাংলাদেশে ইসলামের আগমন এবং হাদীসশাস্ত্র চর্চার সূচনা ও বিকাশ; বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে হাদীস চর্চার বিকাশ ধারা; বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস; বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে হাদীস চর্চা; বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় রচিত (১৯৫২-২০১৫) পর্যন্ত হাদীসশাস্ত্রের গ্রন্থরাজির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হবে।

৩.১ ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম: হাদীস চর্চার সূচনা ও বিকাশ ধারা

ভারতীয় উপমহাদেশের সাথে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্কের ইতিহাস অতি প্রাচীন। মরুময় দেশে জীবন ধারণের তাগিদে আরবগণ আবহমান কাল থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিলেন। তাই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ব্যবসায়িক সম্পর্কের কারণে তাদের এ অঞ্চলের সাথে নিয়মিত যাতায়াত ছিল। প্রাক ইসলামী যুগে একদিকে সমুদ্র পথে আবিসিনিয়া এবং অপরদিকে সুদূর প্রাচ্যের চীন পর্যন্ত তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারিত ছিল। আরব থেকে (মাদ্রাজের) মালাবরের উপর দিয়ে তারা চট্টগ্রাম, সিলেট, কামরূপ ঘাটিতে নোঙ্গর ফেলে বিরতি নিয়ে সুদূর চীন পর্যন্ত পৌঁছতো। এরই ধারাবাহিকতায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নবুওয়াত লাভের পর যারা ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবী হওয়ার মর্যাদা ও সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, তন্মধ্যে যে সকল মুসলিম বণিক এই উপমহাদেশে এসেছিলেন, তারা শুধু বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যেই এ দেশে আসেননি; বরং ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সাথে ইসলাম প্রচার ছিল তাদের জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। যারা প্রাথমিক পর্যায় এ উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার করতে এসেছিলেন তারা যে সবাই হাদীসবিদ ছিলেন তা সঠিক নয়; তবে তাদের মধ্যে যে কিছু সংখ্যক হাদীসবিদও ছিলেন এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তাই ইলমি হাদীস কখন, কীভাবে এবং কাদের মাধ্যমে এ উপমহাদেশে আগমন করে, তা জানার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা থেকেই অনুসন্ধান চালিয়ে দেখানো হয়েছে যে, কোন কোন সাহাবী, তাবিঈ, তাবউত তাবঈ, দা'ঈ, ওলামা-মাশায়খ ও মুহাদ্দিসীন আগমন করেছেন এবং হাদীসশাস্ত্র চর্চায় কতটুকু অবদান রেখেছেন; যাদের মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের অবদান অতি সংক্ষেপে বর্তমান অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ ছাড়াও বাংলাদেশে ইসলামের আগমন দূর অতীতের কোন এক শুভক্ষণে হয়েছিল বটে; কিন্তু তা কখন ও কাদের মাধ্যমে (?), তা ছাড়া বাংলা সাহিত্যে হাদীস চর্চা কখন থেকে সূচনা ও বিকাশ হয় তা উদঘাটন করার নিমিত্ত বাংলা ভাষার উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ভিত্তিক যুগ বিভাজনের মাধ্যমে যুগান্তরের বাঁকে বাঁকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে হাদীস চর্চার অনুষঙ্গ অনুসন্ধান চালানো হয়েছে।

৩.২ সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে এই উপমহাদেশে সাহাবা কিরামের আগমন ও হাদীস চর্চা

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, হযরত উমর, উসমান ও মুয়াবিয়া (রা.) এর শাসনামলেই ভারতীয় উপমহাদেশে সাহাবাগণের শুভাগমন ঘটেছিল। কারণ তাদের জীবনের লক্ষ্যই ছিল ইসলামের শাশ্বত বাণী পৃথিবীর প্রতিটি জনপদে ছড়িয়ে দেয়া। তাই অনুসন্ধানে দেখা যায়, রাসূল (সা.) এর ইন্তিকালের পর মাত্র ১২ বছরের মধ্যে তাঁরা একদিকে আফ্রিকা মহাদেশের পাদদেশ নীলনদের অপর প্রান্ত, অপর দিকে ভারতীয় উপমহাদেশের দ্বারপ্রান্ত সিন্ধু নদের উপকূল পর্যন্ত পৌঁছে যান। তাই ইসলামের সুমহান বাণী নিয়ে কোন কোন সাহাবী এ উপমহাদেশে আগমন করেন; তা উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যেই এ পরিচ্ছেদে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১. হযরত উমর ফারুক (রা.) এর যুগে ভারতীয় উপমহাদেশে সাহাবাগণের আগমন

হযরত উমর ফারুক (রা.) এর খিলাফত কালে (১৩-২৩ হি./৬৩৩-৬৪৩ খ্রি.) ভারতীয় উপমহাদেশের বিরুদ্ধে নৌ-স্থল দুই ধরনের অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে আরব মুজাহিদগণ ভারতীয় উপমহাদেশের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিলেন। বিশেষ কারণে আমিরুল মুমিনীনের নিষেদ্ধাজ্ঞার ফলে অভিযান এক পর্যায় স্থগিত হয়ে যায়। এ অভিযান উপলক্ষ্যে ভারতীয় উপমহাদেশে যে সকল সাহাবা কিরামের শুভাগমন ঘটেছিল তাদের মধ্যে যাদের নাম জানা গেছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ-

নদী পথে অভিযান: হযরত উমর ফারুক (রা.) এর খিলাফত কালে উসমান ইবন আবিল আ'স আস-সাকাফী[১] (রা.) বাহরাইন ও ওমানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। উপমহাদেশের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম তিনি তার আপন ভাই সাহাবী হাকাম ইবন আবুল আ'স (রা.) এর নেতৃত্বে (সম্ভাব্য ১৭ হিজরী সনে সর্বপ্রথম) নৌ অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। গুজরাট উপকূলে আরব সৈন্যদের অবতরণের ফলে দক্ষিণ ভারতে সাহাবা কিরামের আগমনের শুভ সূচনা হয়।[২]

স্থল পথে অভিযান: উপমহাদেশের কিরমান প্রদেশের বিরুদ্ধে স্থলপথে প্রথম আক্রমণ ২৩ হি./৬৪১ খ্রি. রাসূল (সা.) এর সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল্লাহ ইতবানের (রা.) নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। তিনি এক বিরাট মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে বিশাল মরুভূমির বহিঃসীমা দিয়ে অগ্রাভিযান পরিচালনা করে সুহাইল ইবন আদী (রা.) এর সাথে মিলিত হন; যিনি কিরমান জয় করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হচ্ছিলেন।[৩] এতে আরবদের শক্তিমত্তা বহুগুণে বেড়ে যায়। ২৩ হি./৬৪৩ খ্রি. তিনি কিরমান আক্রমন করেন। এখানকার অধিবাসীরা তাদের ঐতিহ্যগত বীরত্বের পরিচয় দেয়। তারা প্রতিবেশী কুফস পার্বত্যাঞ্চলের কষ্টসহিষ্ণু বালুচদের সাহায্য লাভ করে আক্রমনকারীদের ভীষণভাবে মোকাবেলা করেও পিছু হটাতে পারেনি। মুজাহিদ বাহিনী তাদের সৈন্য দুই ভাগে ভাগ করে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। এক ভাগের দায়িত্ব সুহাইল ইবন আদী পালন করেন। এ বাহিনীর মুকাদ্দিমা বা অগ্রবাহিনীর প্রধান হলেন নুসাইর ইবন আমর, অন্যভাগের সেনাপতির দায়িত্বে আব্দুল্লাহ নিজেই ছিলেন। অবশেষে স্থানীয়রা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয় এবং সমগ্র অঞ্চল মুজাহিদদের করতলগত হয়।[৪] আরবদের মোকাবেলায় রাজা নিজেই সৈন্য পরিচালনা করছিলেন। তার দেশ সিন্ধু থেকে প্রতিদিন সতেজ দুর্ধর্ষ হিন্দু যোদ্ধা ও অনেক হাতি তাদের সাথে শামিল হচ্ছিল। তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বাহ্যত: অপরাজেয় মনে হচ্ছিল; কিন্তু অপ্রতিরোধ্য আরব মুজাহিদদের মোকাবেলা করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তারা এত দ্রুত, ক্ষিপ্র ও তীব্র গতিতে আক্রমণ করে যে, ভারতীয়দের পা উপড়ে যায়। ফলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালায়ন করতে বাধ্য হয়। মুজাহিদ বাহিনী কয়েকদিন পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। শেষ পর্যন্ত শত্রুপক্ষ সিন্ধু নদের অপর পারে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এভাবে নিম্ন সিন্ধুর সমগ্র উপত্যকা মুজাহিদ বাহিনী বিজয় করে।[৫] হযরত উমর ফারুক (রা.) এর খিলাফত কালে এ অভিযান উপলক্ষ্যে ভারতীয় উপমহাদেশে যে সকল সাহাবা কিরামের শুভাগমন ঘটেছিল তাদের মধ্যে যাদের নাম জানা গেছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ-

ক. হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল্লাহ ইতবান (রা.): তিনি মদীনার বনু হুবলার গোত্রের অন্তর্গত ছিলেন। তিনি উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী ও আনসারদের মধ্যে একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ২১ হি./৬৪১ খ্রি.তিনি সাদ বিন ইবন আবি ওয়াক্কাসের স্থলে কুফার গভর্ণর নিযুক্ত হন এবং সে বছরের শেষ ভাগে বসরার গভর্ণর নিযুক্ত হন। অত:পর তিনি পূর্ব ইরান ও ভারত উপমহাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে একের পর এক যুদ্ধ জয়ের সূচনা করেন।[৬]

---

১ **উসমান ইবন আবিল আ'স আস-সাকাফী** : একজন বিশিষ্ট সাহাবী। ৯ রমজান (ডিসেম্বর ৬৩০ খ্রি.) তায়েফের যে প্রতিনিধিদল রাসূল (সা.) এর খিদমতে উপস্থিত হয়েছিল, তিনিও তাতে শামিল ছিলেন। অল্পবয়স্ক হলেও ইসলামের প্রতি নিরন্তর ভালোবাসা ছিলো তার হৃদয় জুড়ে। রাসূল (সা.) তাকে তায়েফের গর্ভণর নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি ২৯ টি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি ৫১ হি,/৬৭১ খ্রি. বসরায় ইন্তেকাল করেন। [ইবন হাজার আসকালানী, *ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, কলিকাতা: বিব্লো ইন্ডিকা সং, ১৮৮৮, ১ম খণ্ড, পৃ.১৯৮),আহমাদ ইবন ইয়াহইয়া বালাযুরী (রহ.), *ফুতুহুল বুলদান*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ৩৯১]

২ আব্দুল হাই নদভী, *নুযহাতুল খাওয়াতির মা'আরেফুল আওয়ারেফ*, হায়দারাবাদ: দায়েরাতুল মা'আরেফ, তা.বি, পৃ. ৫০৪

৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৬৪১

৪ আবু জা'ফর তাবারী, *তারিখ তাবারী*, রিয়াদ: বায়তুল আফকার আদ-দুওয়ালী, তা.বি, খ. ৪, পৃ. ৬৯৯

৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯৯

৬ ইবন হাজার আল-আসকালানী, *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, বৈরূত: দারুল ফিকর আল-ইলমিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৯৬-৯৭

Dhaka University Institutional Repository

খ. হযরত আসেম ইবন আমর তামীমী (রা.): তিনি রাসূল কারীম (সা.) এর একজন সাহাবী এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের একজন খ্যাতিমান মুজাহিদ ছিলেন। তিনি প্রথম সেনাপ্রধান যিনি হিলমান্দের পশ্চিমাঞ্চল জয় করেন এবং সিন্ধু উপত্যকা বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন।[৭]

গ. হযরত সুহাইল ইবন আদী (রা.): তিনি আযদ গোত্রের লোক ছিলেন। যা বনু আবদিল আশহালের হানীফ ছিল। তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁর এক ভাইয়ের নাম সাহল ইবন আদী, তিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন।[৮]

ঘ. হযরত হাকাম ইবন আমর তাগলিবী সা'লাবী: তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী। অনেকগুলো বিজয়ের সাক্ষী। 'মুকরান' অবরোধকারী বীর মুজাহিদ ও মুকরান রাজাকে পরাজিত করে তার অধিপতি হন। এ বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে হযরত ওমর (রা.) এর নিকট গমন করেছিলেন তিনি।[৯]

২. হযরত উসমান (রা.) এর যুগে ভারতীয় উপমহাদেশে সাহাবা কিরামের আগমন

হযরত উসমান (রা.) এর খিলাফত কালে (২৩-৩৫হি./৬৪৩-৬৫৫খ্রি.) ভারত উপমহাদেশের মুকরান থেকে সিন্ধু নদের পশ্চিম তীর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীরা খিরাজ দিতে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং আরবগণ স্বদেশে ফিরে যান; কিন্তু বর্বর, দুর্ধর্ষ ও পার্বত্য উপজাতি মনেপ্রাণে তাদের বশ্যতা স্বীকার করেনি। ফলে আরবগণ দেশে ফিরতেই তারা বিদ্রোহের পথ বেছে নেয় এবং খিরাজ বন্ধ করে দেয়। এসব উপজাতিকে দমন করার জন্য খলিফা যে সকল সাহাবীর নেতৃত্বে তাদের বিরুদ্ধে আভিযান পরিচালনা করেন, তাদের পরিচয় নিম্নরূপ-

ক. হযরত উবায়দুল্লাহ ইবন মা'মার তামীমী (রা.): বিদ্রোহী উপজাতিকে দমন করার জন্য খলীফা হযরত উসমান (রা.) সাহাবী উবায়দুল্লাহ ইবন মা'মার তামীমীর (রা.) নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করেন। সাহাবী উবায়দুল্লাহ (রা.) মদীনার বাসিন্দা ও অত্যন্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একজন হাদীস বর্ণনাকারীও বটে। মুকরানে পৌছে উবায়দুল্লাহ কেবল বিদ্রোহীদের শক্তিই পিষ্ট করে দেননি; বরং সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকাও করতলগত করেছিলেন। এভাবে আরবদের ক্ষমতা স্থায়ী হয়ে যায়।[১০]

খ. হযরত আব্দুর রহমান ইবন সামুরা (রা.): তিনি কুরাইশ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী করীম (সা.) তার নাম রাখেন আব্দুর রহমান। ৯ হি. মোতাবেক ৬৩০ খ্রি. তিনি তাবুকের যুদ্ধে শরীক হন। তিনি রাসূল (সা.) থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ সুবাদে তিনি ইবন আব্বাস, সাঈদ ইবন মুসায়্যিব, ইবন সিরিন, আব্দুর রহমান ইবন আবী লায়লা ও হাসান বসরীর (রহ.) শিক্ষক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।[১১] ৩১ হি./৬৫০খ্রি. রবী ইবন ইয়াযিদের স্থলে আব্দুর রহমান সীস্তানের গভর্ণর নিযুক্ত হন। তিনি অত্যন্ত সাহসী ও কর্মঠ সেনানায়ক ছিলেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই তিনি যরঞ্জ থেকে পূর্বদিকে অগ্রসর হন এবং ভারতীয় উপমহাদেশের সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র এলাকা নিজ অধিভূক্ত করে নেন। অতঃপর তিনি হেলমান্দ নদীর নিম্নাঞ্চল দিয়ে অগ্রসর হয়ে রুদবারের নিকটে ভারতীয়দের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এ স্থানটি বর্তমানে আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানের সীমান্তে অবস্থিত। শেষ পর্যন্ত তিনি বিজয়ী বেশে বুস্ত পর্যন্ত পৌঁছে যান।[১২]

৩. হযরত মু'আবিয়া (রা.) এর যুগে ভারতীয় উপমহাদেশে সাহাবাগণের আগমন

হযরত মু'আবিয়া (রা.) এর খিলাফত কালে (৪১-৬০হি./৬৬১-৬৭৩খ্রি.) ভারত উপমহাদেশে দুইজন সাহাবীর আগমন ঘটেছে বলে জানা যায়। তারা হলেন-

ক. সিনান ইবনু সালামা আল-হুযালী (রা.): ভারতীয় উপমহাদেশে আগমনকারী সর্বশেষ সাহাবী ছিলেন সিনান ইবনু সালামা আল-হুযালী (রা.)। তার জন্মের (৮-৫৩ হি./৬২৯-৬৭৩ খ্রি.) পর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) তার নাম রাখেন সিনান। তাই তিনি একজন সাহাবী। কেননা তিনি রাসূলকে (সা.) শৈশবে দেখে ছিলেন।[১৩] ইবন

---

৭ ইবন আবদিল বার, *আল-ইস্তিয়াব*, জর্ডান: দারুল আ'লাম, ২০০২ খ্রি., পৃ. ৫৭৫ (জীবনী নম্বর-১৯৫৭)

৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৬ (জীবনী নম্বর-১০৮০); ইবন হাজার আল-আসকালানী, *আল-ইসাবা*, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৪৫

৯ ইবন হাজার আল-আসকালানী, *আল-ইসাবা*, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৩০

১০ বি.দ্র.: *প্রাগুক্ত*, খ.৪, পৃ. ২০০-২০১

১১ ইবন হাজার আল-আসকালানী, *তাহযীবুত্তাহযীব*, হায়দারাবাদ: দাক্ষিণাত্য, ১৩২৫হি. খ.৬, পৃ. ১৯০

১২ R.C.Majumdear, *Arab Invansion of India*, Madraz,1931, P.15

১৩ ইবন হাজার আসকালানী, *ইসাবা ফী তামযীযিস সাহাবা*, *প্রাগুক্ত*, খ.৩, পৃ.১৬০; https://bit.ly/39MAkRX. 24 June 2021

Dhaka University Institutional Repository

হাজার তার *ইসাবা* গ্রন্থে তাকে কম বয়সী সাহাবী হিসেবে ২য় শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত করেন। সেমতে তার বর্ণিত হাদীসসমূহকে মুরসাল হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তার বর্ণিত হাদীসসমূহ *বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, ইবন মাজাহ ও নাসাঈতে* সংরক্ষিত আছে। ইরাকের গভর্ণর ৪৮হি./৬৬৮খ্রি. সিনানকে উপমহাদেশীয় অভিযানের অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। তিনি মুকরান জয় করেন। মুকরান শহরের ভিত্তি স্থাপন করে স্বীয় বাসস্থান হিসেবে নির্বাচন করেন এবং রাজস্ব ব্যবস্থা কায়েম করেন।[১৪]

খ. মুহাল্লাব ইবন আবী সুফরা (রা.): মুহাল্লাব ইবন আবী সুফরা আযদী (৮-৮৩হি.) হযরত মু'আবিয়া (রা.) এর খিলাফতকালে ভারতে আগমন করেছিলেন। তিনি কি সাহাবী না তা'বেয়ী এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তার নাম *ইস্তিআব, উসদুল গাবা, তাজরীদ, ইসাবা* গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, তাই তাকে সাহাবী মনে করা হয়। কিন্তু রিজালশাস্ত্র সমালোচকগণ একমত যে, মুহাল্লাব ইবন আবী সুফরা একজন প্রবীণ তাবেঈ; সাহাবী নন। তবে তিনি একজন সিকাহ রাবী ছিলেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবন উমর, আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস, সামুরা ইবন জুনদুব, বারা ইবন আযেব (রা.) প্রমুখ সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[১৫] মুহাল্লাব আব্দুর রহমান ইবন সামুরার একজন অধীনস্ত সেনাপতি হিসেবে ৪৩ হি./৬৬৩ খ্রি. সিজিস্তানে আগমন করেন। মূল সেনাবাহিনী থেকে আলাদা হয়ে একদল সৈন্য নিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। এ দলের সেনারা ছিল তারই সগোত্রীয় আযদের লোকজন। তিনি ৪৪ হি./৬৬৪ খ্রি. কাবুল এলাকা অতিক্রম করে লাহোর পর্যন্ত পৌছেন এবং বান্নু ও লাহোরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অক্রমন চালান।[১৬]

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একাধিক সাহাবী ভারত আগমন করেছিলেন। কিন্তু তারা হাদীস প্রচার করার তেমন কোন সুযোগ পাননি; এর পেছনে তিনটি কারণ থাকতে পারে। ১. হয়তো তারা এখানে খুবই অল্পকাল অবস্থান করেছিলেন। ২. নয়তোবা, হাদীস শিখানো যায় এমন কোন মুসলিম স্থায়ী বাসিন্দা তারা পাননি। ৩. এ ছাড়া ভাষাগত ভিন্নতা তো ছিলই। তবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত কোন বিবরণ জানা না গেলেও এ কাজের সূচনা যে সিন্ধু বিজয়ের পর থেকে শুরু হয়ে ছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়।

৩.৩ সিন্ধু বিজয়োত্তরকালে ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস চর্চা

হিজরী প্রথম শতকের শেষ দশকে সিন্ধুতে আরব শাসন প্রতিষ্ঠার একটি যুগান্তকারী অধ্যায়। কারণ এর ফলে এ রাজ্যের দ্বার আরবদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। সমুদ্রপথে বাণিজ্যের মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে আরবদের পরিচয় আগেই ঘটেছিল।[১৭] অতঃপর বসরার সাথে শীরায, কিরমান ও মুকরান উপকূল দিয়ে সিন্ধুরসঙ্গে স্থল পথেও যোগাযোগ স্থাপিত হয়।[১৮] ৯৩ হি./৭১১ খ্রি. মুহাম্মদ ইবনুল কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের পর থেকে এ সব পথেই বহু সংখ্যক আরবের সিন্ধুতে আগমন ঘটে; যারা মুকরান থেকে দেবল পর্যন্ত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর ও বন্দরে ছড়িয়ে পড়েন।[১৯] সিন্ধুতে ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানের আগমন ও প্রসারের সর্বপ্রথম যে লিপিবদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায়, তা হলো মুহাম্মদ ইবনুল কাসিমের সিন্ধু বিজয় পরবর্তী কালের ঘটনা। এ কথা জানা যায় যে, আরব সৈন্যদের মধ্যে অনেকে ছিলেন কুরআন পাঠক (কুররা), যাদের ওপর কুরআন পাঠে নিয়োজিত থাকার ব্যাপারে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্দেশনা ছিল।[২০] শুধু তাই নয়, কুরআন-সুন্নায় পারদর্শী কিছু সংখ্যক ব্যক্তিও মুহাম্মদ ইবনুল কাসিমের সঙ্গে সিন্ধুতে আগমন করেন।[২১] যেমন: মূসা ইবন ইয়াকুব আস-সাকাফী, যিনি মুহাম্মদ ইবনুল কাসিমের সঙ্গে সিন্ধু আগমন করেন এবং আলোরের কাজী নিযুক্ত হন। যিনি পরবর্তীকালে সিন্ধুতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিলেন, তিনি ছিলেন হাদীসশাস্ত্রের একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত।[২২]এ ছাড়া ইয়াযিদ ইবন আবী কাবশা আস-সাকাফী (মৃ.৯৭

---

১৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৬২

১৫ বি.দ্র.: ইবন হাজার আল-আসকালানী, *তাহযীব*, হায়দারাবাদ: ১৩২৫হি., খ.৫, পৃ.৩২৮-২৯

১৬ সুলাইমান নদভী, *ফতুহুল বুলদান*, আজমগড়: দারুল মুসান্নিফ, তা.বি., পৃ. ৪৩২; https://bit.ly/3onZiiS 24 June 2021

১৭ সুলাইমান নাদভী, *আরব ও হিন্দ কে তাআল্লুকাত*, লাহোর: মাশ'আল বুক্স, ২০০৪খ্রি., পৃ.৭-৮

১৮ R.C.Majumdear, *Arab Invansion of India,* Madraz:1931,Ibit, P.45

১৯ সুলায়মান নাদভী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩০৪

২০ বনী বখশ খান বালূচ, *চাচনামা (ফাতহ নামা সিন্ধ)*, জামশোর: সিন্ধি আদবী বোর্ড, জানুয়ারী ২০০৮খ্রি., পৃ.৭৮

২১ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৯

২২ *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৮৬-৮৭(বি.দ্র.)

Dhaka University Institutional Repository

হি./৭১৫ খ্রি.) যিনি একজন প্রখ্যাত তাবিঈ ও হাদীস বর্ণনাকারী সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবী ছিলেন। অনুরূপভাবে অগণিত হাদীস বিশারদ ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন করেন। ফলে আরব সাম্রাজ্যের এই দূরপ্রাচ্যে কিছু সংখ্যক আরব উপনিবেশ গড়ে ওঠে; যেমন: মানসুরা, মুলতান, দেবল, সিনদান, কুসদার ও কান্দাবিল।[২৩] কালক্রমে এসব স্থানই ইসলামী জ্ঞান তথা কুরআন-হাদীস চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে।

ক. মানসুরায় হাদীস চর্চাকেন্দ্র

বর্তমান সিন্ধুর হায়দারাবাদ থেকে ৪৭ মাইল উত্তর পূর্বে প্রাচীন সিন্ধু নদের গর্ভ থেকে অদূরে অবস্থিত বিখ্যাত টিলা ভামব্রাকাথুল ধ্বংসপ্রাপ্ত আল-মানসুরা নগরীর সাক্ষ্য বহন করে।[২৪] ৩৭৫ হি./৯৮৫ সালে আল-মাকদেসী এ নগরী সফর করেন। তিনি লিখেছেন, আল-মানসুরা হচ্ছে সিন্ধুর রাজধানী; অনেকটা দামেস্কের অনুকরণে কাঠ, চুন আর বালির লেপন দিয়ে এর ভবনগুলো নির্মিত। কর্মব্যস্ত বাজার এলাকায় অবস্থিত বিশাল জামে মসজিদ যার দেয়াল ইট-পাথর আর ছাদ সেগুন কাঠ দ্বারা নির্মিত; দেখতে অনেকটা ওমানের মসজিদ সদৃশ। নগরীর চারটি তোরণ ছিল, যথা: বাব আল-বাহ্‌র (সমুদ্র তোরণ), বাব তুরান (তুরান তোরণ), বাব সিন্দান (সিন্দান তোরণ) এবং বাব মুলতান (মুলতান তোরণ)।[২৫] এ সময় সেখানে ইসলাম স্বীয় গৌরব ও সবলতা, উৎকৃষ্টতা ও পবিত্রতার সাথে বিরাজমান ছিল।[২৬] আল-মানসুরায় তখন ছিল জ্ঞান ও জ্ঞানীদের স্বর্ণ যুগ।[২৭] আল-মানসুরায় যে সকল মুহাদ্দিস হাদীস চর্চায় আর জ্ঞান সাধনায় সদা ব্যাপৃত ছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকজন হচ্ছেন-

আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন সালেহ আল-মানসূরী (রহ.): তিনি আবুল আব্বাস ইবনুল আসরামের (মৃ.৩৩২হি.) নিকট ফারিসে এবং আল-বসরায় আহমাদ আল-হিয্‌যানীর (মৃ.৩৩২হি.) নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন।[২৮] মাকদিসী বলেন, আমি আল-মানসুরা সফর কালে দেখেছি যে, আবুল আব্বাস আল-মানসুরী স্বীয় প্রতিষ্ঠিত পাঠচক্রে হাদীস শিক্ষা দিচ্ছেন।[২৯]তিনি ছিলেন জাহেরী মাযহাবের একজন প্রখ্যাত গ্রন্থকার। যিনি বেশ কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ বৃহৎ গ্রন্থ সংকলন করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, কিতাবুল মিসবাহ আল-কাবীর, কিতাবুল হাদী এবং কিতাবুন নারিয়্যা।[৩০] এ ছাড়া আহমাদ ইবন মুহাম্মদ আল-মানসূরী (মৃ.৩৩৬হি.) এবং আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফর ইবন মুর্‌রা আল-মানসুরী (মৃ.৩৯০হি.) হিজরী ৪র্থ শতকের এ অঞ্চলের হাদীসবিদ ছিলেন বলে জানা যায়।

খ. দেবলে হাদীস চর্চাকেন্দ্র

বর্তমানের খাটা ও করাচির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত তৎকালীন দেবল বন্দর। এ বন্দর বিদেশের সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্যের এক বিরাট কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়েছিল।[৩১] মুহাম্মদ ইবনুল কাসিমের সিন্ধু বিজয় (৭১১-৭১৪ খ্রি.) এর পর থেকে দেবলের গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পায়। এখানে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং ৪০০০ লোকের একটি উপনিবেশ স্থাপন করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র দেবল অচিরেই আরব অধিবাসীদের দ্বারা ভরে ওঠে।[৩২] দেবলে আরবদের বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি চলে ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসার। মুসলিম দেশগুলির সাথে সমুদ্রপথে যাতায়াতের সুবিধার কারণে এ সব দেশ থেকে বহু সংখ্যক উদ্যমী মুহাদ্দিস-পণ্ডিতের দেবলে শুভাগমন ঘটে। ফলে এখানে ইলমি হাদীস চর্চার প্রতি বেশ আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় এবং বহুসংখ্যক রাবী বা হাদীস বর্ণনাকারী সৃষ্টি হয়।[৩৩] তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন নিম্নরূপ-

---

২৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩০০

২৪ Eliot and Dowson, *History of India*, London:1869, Part-1, P.374

২৫ বি.দ্র.: আল-মাকদিসী, *আহসানুত তাকাসীম ফী মারিফাতিল আকালীম*, কায়রো: মাকতাবা মাদবূলী, ১৯৯১খ্রি. পৃ. ৪৭৪-৪৭৯

২৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৭৯

২৭ *প্রাগুক্ত*

২৮ ইমাম যাহাবী, *মীযানুল ইতেদাল*, কায়রো: ১৩২৫হি, খ.১, পৃ.৬৬

২৯ আল-মাকদিসী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৮১

৩০ ইবন নাদীম, *কিতাবুল ফিহরিস্ত*, কায়রো: ১৩৪৮হি. পৃ.৩০৬

৩১ সুলাইমান নাদভী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৯২

৩২ *প্রাগুক্ত*

৩৩ *প্রাগুক্ত;* ইয়াকুত, *মু'জামুল বুলদান*, সম্পা. ওয়েষ্টান ফিল্ড (লাই পজিস, ১৮৬৬খ্রি.) খ.২, পৃ.৬৩৮

Dhaka University Institutional Repository

১. **আবু জা'ফর আদ-দায়বুলী (রহ.):** তিনি প্রথম দেবলবাসী যিনি হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশ গমন করেন। তিনি মক্কার প্রখ্যাত কয়েকজন হাদীসবিশারদের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। এ ছাড়াও তিনি ইবন উয়াইনার কিতাবুত তাফসীর গ্রন্থকারের ছাত্র সাঈদ ইবন আব্দুর রহমান আল-মাখযুমির (মৃ.২৪৯হি.) নিকট অধ্যয়ন করেন।[৩৪] আর কিতাবুল বিরওস সিলা অধ্যয়ন করেন গ্রন্থাকারের ছাত্র আল-হুসাইন আল-মারওয়াজীর (মৃ. ৪৪৮ হি.) নিকটে। [৩৫] তিনি মক্কাতেই হাদীস প্রচার কাজে আমরণ (মৃ.৩২২হি.) কর্মব্যস্ত ছিলেন।

২. **আহমাদ ইবন আব্দিল্লাহ আদ-দায়বুলী (রহ.):** তিনি আবু জা'ফর আদ-দায়বুলীর একজন প্রখর মেধাবী ছাত্র এবং ৪র্থ শতাব্দীর বহুদেশ সফরকারী একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি মক্কায় আবু জা'ফর আদ-দায়বুলী (মৃ. ৩২২ হি.) ও মুআদ্দাল ইবন মুহাম্মদ আল-জানাদির (মৃ. ৩০৮ হি.) নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। এ ছাড়া তিনি মিসর, দামেস্ক, বাগদাদ, বসরা, বৈরূত, নিশাপুর ইত্যাদি অঞ্চলের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসবৃন্দ থেকে হাদীস অধ্যয়ন করেন। তিনি আমরণ নিশাপুরে হাদীসশাস্ত্রের জ্ঞান বিতরণে নিয়োজিত ছিলেন। তার নিকট থেকে আল-হাকেম নিশাপুরী হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। নিশাপুরে (৩৪৩হি.) এ হাদীসবিশারদ ইন্তিকাল করেন।[৩৬]

৩. **ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ আদ-দায়বুলী (রহ.):** তিনি ছিলেন আবু জা'ফর আদ-দায়বুলীর পুত্র ও একজন বিশিষ্ট হাদীস বর্ণনা কারী রাবী। তিনি বাগদাদের হাফেজ মুসা ইবন হারূন আল-বাযযায (মৃ.২৯৪হি.)[৩৭] এবং মক্কার একজন মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবন আলী আল-সাইগ (মৃ.২৯১হি.)[৩৮] মুহাদ্দিস দ্বয়ের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন এবং হাদীস বর্ণনা করেন। এ ছাড়া তৎকালে দেবলে যারা মুহাদ্দিস হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আব্দিল্লাহ আদ-দায়বলী (মৃ.৩৪৬হি.), আল-হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবন আসাদ আদ-দায়বুলী (মৃ.আনু.৩৫০হি.), খালফ ইবন মুহাম্মদ আদ-দায়বুলী (মৃ.৩০৭হি.),আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হারুন আদ-দায়বুলী (মৃ.আনু.৩৭০হি.),আল-হাসান ইবন হামেদ আদ-দায়বুলী (মৃ.আনু.৪০৭হি.),আবুল কাসেম শুয়াইব ইবন মুহাম্মদ ইবন আহমদ আদ-দায়বুলীর (মৃ.আনু.৪০০ হি.) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ. কুসদারে হাদীস চর্চাকেন্দ্র

কুসদার বর্তমান বেলুচিস্তানের অন্তর্গত কালাত রাজ্যের একটি শহর। হযরত সিনান ইবন সালামা আল-হুযালীর (রা.) কবর এখানে অবস্থিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর একজন সাহাবী। মুয়াবিয়া (রা.) এর আমলে মেটদের বিরূদ্ধে অভিযানে নেতৃত্ব দান কালে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। অবশেষে মুহাম্মদ ইবনুল কাসিম কর্তৃক ইহা মুসলিম সম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের সাথে যুক্ত হয়। এটি কিরমান, ফারিস ও খুরাসানের সঙ্গে ভারতের সঙ্গমস্থল ও গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। এ সব দেশ থেকে আগত বণিক ও অসংখ্য ভারতীয় লোকজন এখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে; যেখানে মুসলমানদের জন্য বেশ কিছু মসজিদ মুসলমানদের জন্য স্থাপিত হয় যা ইসলামী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে।[৩৯] ৫ম হি. শতকের পূর্ব পর্যন্ত মাত্র দুইজন কুসদারী মুহাদ্দিসের হাদীস চর্চার বর্ণনা ইতিহাসে পাওয়া যায়। অতএব বলা যায়, হি. ৪র্থ শতাব্দীতে কুসদারে স্বাধীন আরব রাজ্য প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই এ অঞ্চলে হাদীসশাস্ত্র চর্চা শুরু হয়।

১. **জা'ফর ইবনুল খাত্তাব আল-কুসদারী (রহ.):** তিনি কুসদারের অধিবাসী কিন্তু তিনি বলখের আব্দুস সামাদ ইবন মুহাম্মদ আল-আসিমীর কাছে ইলমে হাদীস অধ্যয়ন করেন ও সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনি একজন ফকিহ ও ইলমি হাদীসের নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন। তার কাছ থেকে হাফেজ আবুল ফুতুহ আব্দুল গাফের আল-কাশগরী (মৃ. ৪৭৪ হি.) হাদীস বর্ণনা করেন।[৪০] হি. ৫ম শতাব্দীর শুরুর দিকে মুহাদ্দিস হিসেবে তার খ্যাতি চতুরদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

---

৩৪ ইবন নাদীম, *আল ফিহারিস্তি*, (মিসর:১৩৪৮হি.), পৃ. ৩১৬

৩৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩১৯

৩৬ Dr. Muhammad Ishaqe, *India's Contribution to the study of Hadith Literature,* Dhaka: The University of Dacca,1976, pp.32-34

৩৭ খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখ বাগদাদ*, কায়রো: ১৯৩১খ্রি., ৩.খ, পৃ.২৯৩

৩৮ Dr. Muhammad Ishaqe, *ibid*, p.32

৩৯ আল-মাকদিসী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৭৮

৪০ Dr. Muhammad Ishaqe, *ibid*, p.41

Dhaka University Institutional Repository

২. সীবাওয়ই ইবন ইসমাঈল ইবন দাউদ আল-কুসদারী (রহ.): তিনি মক্কায় হিজরত করেন এবং তথায় তিনি হাদীস শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। তার শায়খদের মধ্যে আল-আস আবুল কাসেম আলী ইবন মুহাম্মদ আল-হুসাইনী, ইয়াহইয়া ইবন ইবরাহীম আল-মাকহুল এবং রাজা ইবন আবদিল ওয়াহিদ আল-ইসবাহানীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ৪৬৩ হি. সালের দিকে ইন্তেকাল করেন।[৪১]

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শেষার্ধে ইসমাঈলীরা মুলতান ও আল-মানসুরা রাজ্য জোরপূর্বক দখল করে নেয়।[৪২] ইসমাঈলীয়দের এই বিজয়ের ফলে সিন্ধুর সুন্নিদের জীবন ও ধর্ম বিশ্বাসের উপর সুদূর প্রসারী এক ভয়াবহ দুঃসময় নেমে আসে। এই শী'আ শাসকদের প্রচণ্ড আঘাতের ফলে সিন্ধুর কয়েক শতাব্দী প্রাচীন সুন্নী আরব শাসন এবং তাদের ধর্ম বিশ্বাস, কৃষ্টি-কালচার, শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়। হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে ও গুজরাটে যথাক্রমে বাহমী ও মুজাফ্ফর শাহী শাসক বংশদ্বয়ের উদ্ভবের পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস শিক্ষার ধারা বিলম্বিত হয়। বাহমী ও মুজাফ্ফর শাহী শাসকদের শাসনভার গ্রহণ এবং এশিয়ায় মুসলিম আধিপত্য লাভের পর সেখানে আলেম-ওলামার আগমনের ফলে উত্তর ভারতে হাদীসশাস্ত্রের আলো মিটমিট করে প্রজ্জ্বলিত হতে শুরু করে।

ঘ. লাহোরের হাদীস চর্চাকেন্দ্র

হিজরী চতুর্থ শতকের শেষ ভাগে সুলতান মাহমুদ গজনবী পাঞ্জাব অধিকার করলে উত্তর ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা হয়।[৪৩]পরবর্তী দুই শত বছরের মধ্যে এ সম্রাজ্যের সীমারেখা বঙ্গপোসাগর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে প্রতিবেশী মুসলিম দেশসমূহ হতে সূফী-ওলী, ওলামা ও হাদীসবিদদের আগমনের ফলে গোটা উত্তর ভারতে ইসলাম প্রচার ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ঘটে। লাহোরে ইলমি হাদীস প্রবর্তনের ইতিহাসের সাথে যার নাম জড়িত তিনি বুখারার বিখ্যাত সাধক শায়খ ইসমাঈল আল-লাহুরী (রহ.); যিনি একাধারে একজন হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রের পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়েছিল লাহোর জুড়ে। তিনি ১০৫৬ খ্রি. ইন্তিকাল করেন।[৪৪]

১. আবুল হাসান আলী ইবন উমর আল-লাহুরী (রহ.): হাদীসবিশারদ হিসেবে তার সুনাম সুদূর বাগদাদ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি শুধু একজন হাদীসবিশারদই ছিলেন না; বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। তিনি হাফেজ মুজাফ্ফর আল-সাঈদীর নিকট হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তৎকালীন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবন নাসির আল-বাগদাদীর (৪৬৭-৫৫০ হি.) নিকট ইলমি হাদীস অধ্যয়ন করেন। তিনি ৫২৯ হি. লাহোরে মৃত্যুবরণ করেন।[৪৫] তার মৃত্যুর পর তার বিশিষ্ট ছাত্র, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবুল ফুতুহ লাহুরী (মৃ. ৫৫০ হি.) সুদূর সমরকন্দে হাদীসশাস্ত্র অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন।[৪৬]

২. আবুল কাসেম মুহাম্মদ বিন খালফ আল-লাহুরী (রহ.): তিনি লাহোর থেকে খুরাসানের ইসফারাইনে হিজরত করেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তথায় তিনি সাম'আনীর পিতামহ আবুল মুযাফ্ফর আস-সাম'আনীর নিকট ইলমি হাদীস অধ্যয়ন করেন।[৪৭] এ ছাড়াও তৎকালীন বহুসংখ্যক মুহাদ্দিস থেকে তিনি হাদীস শিক্ষা অর্জন করেন।

৩.৪ ভারতীয় উপমহাদেশের হাদীস চর্চাকেন্দ্র ও বিখ্যাত মুহাদ্দিসবৃন্দ

ঐতিহাসিক ফিরিশতা[৪৮] বলেন, 'অষ্টম হিজরী শতকে পাক-ভারতে হাদীসশাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ধারা সূচিত হয়। দাক্ষিণাত্যের বাহামুনী বাদশা মাহমুদ বাহমুনী (৭৮০-৭৯৯ হি.) ইলমি হাদীস প্রচারের দিকে বিশেষ লক্ষ্য আরোপ করেন। হাদীস শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি বৃত্তির ব্যবস্থা করেন।'[৪৯]

---

৪১ *ibid*
৪২ সুলাইমান নাদভী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩১৩
৪৩ আবুল কাসেম ফিরিশতা, *তারিখ-ই- হিন্দ*, কানপুর: ১৮৭৪ খ্রি., খ.১, পৃ.২৭
৪৪ গোলাম সরওয়ার, *খাজীনাতুল আসকীয়া*, লক্ষ্ণৌ : নওল কিশোর প্রেস, ১৯০২খ্রি., খ.২, পৃ. ২৩০
৪৫ সাম'আনী, *আনসাব*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৯৭
৪৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৭
৪৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৭

Dhaka University Institutional Repository

ক. দিল্লিঃ নিযামুদ্দীন আউলিয়ার হাদীস চর্চাকেন্দ্র

হযরত নিযাম উদ্দিন আউলিয়া নামে খ্যাত মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন আলী ১২৩৬ সালে বাদায়ুনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশ বছর বয়সে আরবী সাহিত্য ও ফিকহ শাস্ত্রে শিক্ষা সমাপনান্তে কাজী পদে চাকুরীর ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু শায়খ নজীবুদ্দীন মুতাওক্কিলের অনুরোধে পাকপটন পৌঁছে শায়খ ফরিদ উদ্দীন গঞ্জেশাকরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। জ্ঞান সাধনায় উৎকর্ষিত হতে হতে তিনি তার খলিফার মর্যাদা লাভ করেন।[৫০] কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো ছাত্রজীবনে তার হাদীস অধ্যয়নের সুযোগ হয়নি। আধ্যাত্মিকতার স্তরগুলো যতই অতিক্রম করছিলেন ততই তিনি হাদীস শিক্ষার তীব্রতা অনুভব করছিলেন। অবশেষে তিনি মাওলানা কামালুদ্দীন যাহেদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন এবং তার কাছে *"মাশারিকুল আনোয়ার"* হাদীস গ্রন্থটি অধ্যয়ন করেন; এমনকি সব হাদীসগুলো মুখস্থ করে নেন। ১২৮০ সালে পাঠ সমাপনান্তে তার কাছ থেকে হাদীসের সনদ গ্রহণ করেন।[৫১] অতঃপর তিনি হাদীস শিক্ষাদানে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন এবং খানকার লোকদের মধ্যে তিনি হাদীস অধ্যয়নের প্রতি গভীর উৎসাহ সৃষ্টি করেন; ফলে তার মুরীদগণের মধ্যে বিপুল সংখ্যক আলিম সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন সম্পর্কে নিম্নে আলোচিত হলো-

১. **শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়াহ আওয়ার্দী (মৃ.৭৪৭ হি.):** তিনি হযরত নিযাম উদ্দিন আউলিয়া, ফরিদুদ্দীন আশ-শাফিঈ' ও যহীরুউদ্দীন ভক্করী (রহ.) এর নিকট শিক্ষা লাভ করে ছিলেন। অতঃপর তিনি সুলতান আলাউদ্দিন খালজীর আমলে দিল্লীর শাহী মাদরাসায় শিক্ষক নিযুক্ত হন। ৭২৪ হি./ ১৩৩২ খ্রি. তিনি শায়খ নিযাম উদ্দীনের খলিফা নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি কাশ্মীরে ইসলাম প্রচারে নিযুক্ত হন। ৭৪৭ হিজরীতে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।[৫২] উল্লেখ্য, তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় মুহাদ্দিস।

২. **ফখরুদ্দীন যাররাদ সামানভী দেহলভী (মৃ.৭৪৮ হি.):** তিনি ফখরুদ্দীন আওয়ার্দী ও দিল্লীর প্রখ্যাত কয়েকজন মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। ইলমি হাদীস ও ফিকহশাস্ত্রে তার সমান পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি দিল্লীতে যখন 'হিদায়া' কিতাবের দরস প্রদান করতেন তখন তিনি বুখারী-মুসলিম থেকে হিদায়ায় বর্ণিত হাদীসসমূহের সমতুল্য হাদীস প্রমাণ হিসেবে বর্ণনা করতেন। ফলে শিক্ষার্থীদের নিকট হিদায়ার বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা আরো বহু গুণে বেড়ে যেত।[৫৩]

৩. **জিয়া উদ্দীন ইবন মুয়ায়্যিদুল মূলক বারানী:** তিনি তারিখ-ই-ফিরোজশাহী অন্যতম লেখক। তিনি নিযামুদ্দী আওলিয়ার মুরিদ হওয়ার পর মুরশিদের সংস্পর্শে অবস্থান করতেন। তিনি তার ইতিহাস গ্রন্থে যে সকল হাদীসের উদ্বৃতি উপস্থাপন করেছেন তাতে তার এ বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যের প্রমাণ মেলে। তিনি এ গ্রন্থের ভূমিকায় হাদীস ও ইতিহাসের মাঝে তুলনামূলক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পেশ করেছেন।[৫৪]

৪. **মুহিউদ্দীন ইবন জালালুদ্দীন ইবন কুতুবুদ্দীন কাশানী (মৃ. ৭১৯ হি.):** তিনি অযোধ্যার কাজী বংশের সন্তান ছিলেন। নিযাম উদ্দিন আউলিয়ার ছাত্রদের মধ্যে তিনি হাদীস শাস্ত্রের প্রতি অত্যন্ত মনযোগী ছিলেন। হাদীসের দরসে বসে তিনি হাদীসের জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা করতেন। খাজিনাতুল আসফিয়া গ্রন্থে তার সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ৭১৯ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৫৫]

---

৪৮ মুহাম্মদ কাসিম হিন্দু শাহ; যিনি ঐতিহাসিক 'ফিরিশতা' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৬১২ খ্রি. তার বিখ্যাত *তারিখ-ই-ফিরিশতা* গ্রন্থটি রচনা করেন। এতে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের শেষ পর্যন্ত ঘটনাসমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। [বি.দ্র.: https://bit.ly/3paphcp]

৪৯ মাওলানা আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬৩

৫০ গোলাম আহমাদ, *ফাওয়ায়েদুলফুয়াদ* (উদু অনু.), রূহ তক, ১৩১৩ হি. পৃ. ৪৮

৫১ মাওলানা আজমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১

৫২ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দিহলাভী (রহ.), *আখবারুল আখইয়ার*, মিরাট: ১২৭৭ হি., পৃ. ৯০-৯১, (এ ছাড়াও গ্রন্থটি ১৩০৭ হিজরীতে লাহোরের 'মাসাবাত বিসসুন্নাহ' প্রকাশনী থেকে উর্দূ ভাষায় প্রকাশিত হয়।)

৫৩ সুলাইমান নদভী সম্পাদিত, *মা'আরেফ* (উর্দু মাসিক পত্রিকা), আজমগড়, খ. ২২শ, সং. ৫,পৃ. ৩৩১

৫৪ জিয়া উদ্দীন বারানী, *তরীখ-ই-ফিরোজশাহী*, কোলকাতা: বিব্লো ইন্ডিকা সং কলিকাতা, ১৮৬২ খ্রি., পৃ.৯-১১, ১০২ (বি.দ্র.)

৫৫ মীর খুর্দ, *সিয়ারুল আওলিয়া*, দিল্লী: ১৮৮৫ খ্রি., পৃ. ৩২৫ ও ২৭৫

Dhaka University Institutional Repository

৫. **নিযামুদ্দীন আল্লাম যাফরাবাদী (মৃ.৭৩৫ হি.):** তিনি ইলমি হাদীসে অগাধ পাণ্ডিত্বের অধিকারী ছিলেন। এ কারণে তাকে "যুবদাতুল মুহাদ্দীসীন" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানের গভীরতায় মুগদ্ধ হয়ে তার শায়খ নিযাম উদ্দিন আউলিয়া (রহ.) তাকে তাঁর খলিফা নিযুক্ত করেন। তিনি ৭৩৫ হিজরীতে এ ধরা ছেড়ে মহান রবের সান্নিধ্য লাভ করেন।[৫৬]

৬. **শায়খ নাসীরুদ্দীন চেরাগ-ই-দিল্লী (মৃ.৭৫৭ হি.):** তার নাম নাসীরুদ্দীন মাহমুদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন আবদিল লতীফ হুসায়নী ইয়াযদী আওয়ার্দী। তিনি "চেরাগ-ই-দেহলী" নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি মুহিউদ্দী কাশানী, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আওয়ার্দী ও অন্যান্য আলিমের নিকট ইলমি হাদীস অধ্যয়ন করেন। তাঁর মালফুযাত *"খায়রুল মাজালিস"* তাঁর হাদীস শাস্ত্রে পাণ্ডিত্বের প্রমাণ বহন করে। [৫৭]

৭. **সায়্যিদ মুহাম্মদ গেসু দারায (মৃ. ৮২৫ হি.):** তাঁর আসল নাম আবুল ফাতাহ সদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ ইবন আলী হুসাইনী একজন প্রখ্যাত আলিম ও মস্তবড় ওলী ছিলেন। বর্ণিত আছে, ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে হাদীসশাস্ত্র বিষয়ক কয়েকটি হচ্ছে- ১.*শরহে মাশারিকুল আনওয়ার*, ২.*তরজমা-ই-মাশারিকুল আনওয়ার*, ৩.*কিতাবুল আরবাঈন*, ৪. *সিরাতুন নবী* ইত্যাদি।[৫৮]

৮. **শায়খ ওয়াজী হুদ্দীন: ম**শায়খ ওয়াজী হুদ্দীন নাসীরুদ্দীন চেরাগ-ই-দিল্লীর এক বিশিষ্ট মুরীদ ছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। *মিফতাহুল জিনান* তার হাদীস বিষয়ক বিখ্যাত রচনা। এটি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।[৫৯]

৯. **কাজী শিহাবুদ্দীন দওলতাবাদী (মৃ. ৮৪৯ হি.):** তিনি হিজরী নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধের একজন প্রখ্যাত আলিম ছিলেন। তার পূর্ণ নাম মালিকুল উলামা শিহাবুদ্দীন ইবন শামসুদ্দীন ইবন উমর যাবুলী গজনভী দওলাতাবাদী। তিনি দাক্ষিণাত্যের দৌলতাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। দিল্লীতে মাওলানা খাজগী, কাজী আব্দুল মুকতাদির শুরায়হীর ন্যায় বিখ্যাত আলিমগণের নিকট তিনি শিক্ষালাভ করেন। সুলতান ইবরাহীম সাকী তাঁকে "মালিকুল উলামা" বা আলিমকূল সম্রাট উপাধিতে ভূষিত করেন।[৬০]

১০. **শামসুদ্দীন খাজেগী কারাবী (মৃ. ৮৭৮ হি.):** তার পূর্ণ নাম শামসুদ্দীন খাজেগী ইবন আহমাদ ইবন শামসুদ্দীন মুলতানী কারাবী (রহ.)। তিনি ছিলেন ইসমাঈল ইবন জা'ফর সাদেক (রহ.) এর বংশধর। তিনি *"মাশারেকুল আনওয়ার"* থেকে হাদীস বাছাই করে একটি *"আরবাঈন"* চল্লিশ হাদীস সংকলন করেন এবং তা মুখস্থ করে নেন। তিনি এলাহবাদের নিকটস্থ নিজ জন্মভূমি কাড়ায় ১৮ মুহাররম ৮৭৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৬১]

খ. বিহার: শরফুদ্দীন আল-মানিরীর হাদীস চর্চাকেন্দ্র

শরফুদ্দীন মানিরী[৬২] (রহ.) পাটনার অন্তর্গত বিহার থেকে ৬০ মাইল দূরে মানির নামক স্থানে ১২৬৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ ওলী ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি হাদীসের ব্যাখ্যা, হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনী ও হাদীসের পরিভাষা ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি তাঁর মাকতুবাতে (পত্র সংকলন) ও তাসাওউফের কিতাবসমূহে প্রচুর হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। শুধু তাই নয়, বরং অনেক জায়গায় তিনি হাদীসশাস্ত্রের বিভিন্ন দিক যেমন, হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনা (শাব্দিক বর্ণনা নয়), বর্ণনাকারীদের শর্তাবলী ইত্যাদি বিষয়ে স্বীয় রচনাবলীতে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং সাহীহাইন, মুসনাদ আবীয়ালা আল-মাওসিলী, শরহুল মাসাবীহ ও মাশারেকুল আনওয়ারের সূত্র উল্লেখ করেছেন। ধারণা করা হয় যে, ইমাম নববীর (মৃ: ৬৭২ হি:) শরহ মুসলিমের একটি কপি তাঁর কাছে মওজুদ ছিল এবং তিনি তা গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। কথিত আছে যে, শুধু বিহারে নয় বরং সমগ্র ভারতে বুখারী ও মুসলিম সহীহ গ্রন্থদ্বয়ের অধ্যয়নের প্রবর্তন করার গৌরব

---

৫৬ কাসীহুদ্দীন, *Sharqi Monuments of Jaunpur*, জৌনপুর: ১৯২২খ্রি., পৃ. ৯৭

৫৭ *মা'আরেফ* (উর্দু মাসিক পত্রিকা), *প্রাগুক্ত*, খ. ২২, সং. ৫, পৃ.৩৩১

৫৮ আব্দুল হাই হাসানী, *নুযহাতুল খাওয়াতির*, হায়দারাবাদ: প্রকাশস্থান অনুল্লিখিত, ১৩৫০ হি., খ.৩, পৃ.১৮৭; মুহাম্মদ হামিদ সিদ্দীকি সম্পা., *মালফুযাতে গেসুদারায*, কানপুর: ১৩৬৫হি. পৃ ৭-২৬ (ভূমিকা)

৫৯ হাজী খলীফা, *কাশফুয যুনুন*, লন্ডন: ১৮৪২খ্রি, খ.৬, পৃ. ১১; মাওলানা আজমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২

৬০ আব্দুল হাই হাসানী, *নুযহাতুল খাওয়াতির*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭১

৬১ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০

৬২ Dr. Abdul Karim, *Sosial History of Muslim in Bangal*, 2nd edition, Chittagong : Baitush Sharaf,1985, P.129

Dhaka University Institutional Repository

সর্বপ্রথম তিনিই অর্জন করেছিলেন। হাদীস কেবল তার মুখস্থই ছিল না, বরং তিনি হাদীস অনুযায়ী আমলও করতেন। কেবল একারণেই তিনি কখনো খরবুজা খাননি যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) খরবুজা খেয়েছিলেন কি না তা তিনি জানতে পারেননি। এসব গুণ ছাড়া শারফুদ্দীন মানিরী কুরআন ও হাদীসের তাসাওউফ ভিত্তিক শিক্ষারও প্রমাণ রূপে গণ্য হতেন।

১. **শায়খ মুযাফ্ফর বালখী (মৃ. ৭৮৬ হি.):** মুযাফফর ইবন শামসুদ্দীন বালখী শারফুদ্দীন মানিরীর খলীফা ছিলেন। তিনি দিল্লীতে শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলক (৭৫২-৯০হি:) তাঁকে দিল্লীর "কুশকে লাল" মাদরাসার শিক্ষক নিযুক্ত করেন। ইসলাম সম্পর্কে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর শায়খ শারফুদ্দীন মানিরী তাঁকে "ইমাম" উপাধিতে ভূষিত করেন। শায়খ মুযাফফর মাশারেকুল আনওয়ারের একটি ভাষ্য লিখেছিলেন, যা সম্ভবতঃ তাঁর ইন্তিকালের কিছুদিন পরেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। তিনি যে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন তার প্রমাণ তার ভ্রাতুষ্পত্র ও স্নেহাস্পদ ছাত্র হুমায়ন নওশা-ই-তাওহীদকে তিনি বুখারী-মুসলিমের সনদ প্রদান করেছিলেন। মুরশিদ শারফুদ্দীন মানিরীর ইন্তিকালের পর শায়খ মুযাফফর হিজরত করে মক্কা গমন করেন এবং ১৩৮৬ সালে এডেন-এ ইন্তিকাল করেন।[৬৩]

২. **হুসাইন ইবন মুইযয বিহারী (মৃ. ৮৪৫ হি.):** তিনি ফেরদাওসিয়া সিলসিলার একজন সুফী ও মুহাদ্দিস ছিলেন। মাখদুম শারফুদ্দীন কর্তৃক লালিত পালিত হয়ে তিনি পিতৃব্য শায়খ মুযাফফরের কাছে বুখারী ও মুসলিম পাঠ করেন। তাঁর পিতা শায়খুল ইসলাম মুইয বিহারীও বেশ খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ছিলেন। হাদীসশাস্ত্রের প্রতি হুসাইনের গভীর অনুরাগ দেখে তিনি তাকে সহীহ মুসলিমের একখানা কপি উপহার দেন; যা রেশমী বস্ত্রে সোনালী আরবী অক্ষরে লিখিত ছিল। হুসাইন পিতৃব্য মুযাফফরের সঙ্গে হিজায গমন করেন এবং এডেনে খাতীব আদানীর কাছে হাদীস অধ্যয়ন করেন। তিনি হিজায থেকে দেশে ফেরার সময় বেশ কিছু হাদীসগ্রন্থ এনেছিলেন। তাঁর রচিত একখানা পুস্তিকার নাম *"রিসালা-ই আওরাদ-ই দাহ ফসলী"*। এতে কেবল সিহাহ্ সিত্তাহ নয় বরং বায়হাকীর *সুনান* এবং আল-হাকেম নিশাপুরীর *মুস্তাদরাক* থেকেও প্রচুর হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে। এ মহান সাধক ৮৪৪ হিজরীতে মানিরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৬৪]

৩. **আহমাদ লংগর-ই-দরিয়া বিহারী (মৃ. ৮৯১ হি.):** তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী মুহাদ্দিস। যার প্রমাণ, তিনি গোটা *"মাসাবিহুস সুন্নাহ"* হাদীস গ্রন্থখানা মাত্র ছয় মাসে মুখস্থ করেন। তাঁর বাণী সংকলন *"মুনিসুল কুলুব"* অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, তিনি তাতে *বুখারী, মুসলিম, মাশারেকুল আনওয়ার* এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ থেকে প্রচুর হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি ৮৯১ হি./১৪৮৬ খ্রি. ইন্তিকাল করেন।[৬৫]

গ. কাশ্মীরঃ সাইয়িদ আল-হামদানীর হাদীস চর্চাকেন্দ্র

খোরাসানের এক দরবেশ পর্যটক আমীর-ই-কবীর সায়্যিদ আলী ইবন শিহাব হামাদানী (রহ.) [৭১৪-৭৮৬ হি./১৩১৪-১৩৮৫ খ্রি.] কাশ্মীরে সর্বপ্রথম হাদীস চর্চার সূচনা করেন। তিনি ৭৭৩ হি./১৩৭১ সালে তাঁর সাত'শ ভক্তসহ কাশ্মীরে আগমন করেন এবং অত্যন্ত সাফল্যের সাথে ইসলাম প্রচার করেন। কাশ্মীরের শাসনকর্তা সুলতান কুতুবুদ্দীন (৭৭০-৭৯৫/১৩৬৮-৯২) তাঁর মুরীদ হওয়ার সৌভাগ্য লাভে গর্ববোধ করতেন। সাইয়িদ আলী হামাদানী তাঁর জীবনের শেষ বছরগুলো কাশ্মীরে অতিবাহিত করেন। তার হাদীস বিষয়ক রচনাগুলো হচ্ছে, ১."*আসসাবঈন ফি ফাযাইলে আমিরিল মুমিনীন*।" এটা সত্তরটি হাদীসের সমষ্টি, যাতে আহল-ই বায়তের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। এর অধিকাংশ হাদীস ফেরদাউস দায়লামীর মুসনাদ থেকে সংকলিত। ২."*আরবাঈন আমিরিয়্যা*" এটা হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত চল্লিশটি হাদীসের সমষ্টি। তিনি এসব হাদীস শায়খ নজমুদ্দীন আযকানী (মৃ. ৭৭৮ হি.) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। ৬ই যিলহজ্জ ৭৮৬হি./জানুয়ারি ১৩৮৫ সালে তিনি পারস্য গমনকালে পথিমধ্যে ইন্তিকাল করেন।[৬৬]

---

৬৩ *মা'আরেফ* (উর্দু মাসিক পত্রিকা), *প্রাগুক্ত*, খ. ২৩, সং. ৪, পৃ.২৯৮, মাওলানা আজমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪২

৬৪ *মা'আরেফ* (উর্দু মাসিক পত্রিকা), *প্রাগুক্ত*, খ. ২৪, সং. ৪, পৃ.২৫১

৬৫ *মা'আরেফ* (উর্দু মাসিক পত্রিকা), *প্রাগুক্ত*, খ. ২৩, সং. ৪, পৃ.২৯৯

৬৬ খাজা আযম শাহ, *তারীখ-ই-কাশ্মীর*, লাহোর: ১৩০৩ হি., পৃ. ৩৬-৩৭

Dhaka University Institutional Repository

১. **সায়্যিদ জামালুদ্দীন (রহ.):** সায়্যিদ আলী হামাদানীর এক মুরীদ ছিলেন সায়্যিদ জামালুদ্দীন (রহ.)। তিনিও মুহাদ্দিস ছিলেন। সুলতান কুতুবুদ্দীন তাঁকে কাশ্মীরে শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন।[৬৭]

২. **কাজী হুসাইন শীরাযী (রহ.):** কাজী হুসাইন শীরাযের অধিবাসী ছিলেন এবং স্বীয় মুরশিদ মীর মুহাম্মদ হামাদানীর সাথে কাশ্মীরে এসেছিলেন। হুসাইন শীরাযী 'রতনিয়্যা' হাদীসসমূহ সংকলন করেন। সপ্তম হিজরীর "বাবা রতন হিন্দী" এর নামে সংকলটির নামকরণ করা হয়। এ সংকলনের হাদীসগুলো নকল হাদীস ছিল বলে জনশ্রুতি রয়েছে। [৬৮]

ঘ. মুলতান: শায়খ যাকারিয়ার হাদীস চর্চাকেন্দ্র

শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়্যা (মৃ.৬৬৬হি.) মুলতানে হাদীস শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁর পরে তাঁর পুত্র ও পৌত্রগণ এ কাজ অব্যাহত রাখেন। জামালুদ্দীন উছী ও মাখদুম জাহানিয়া সায়্যিদ জালালুদ্দীন বুখারী হাদীস শিক্ষার এ কেন্দ্রেরই ছাত্র ছিলেন।

১. **জামালুদ্দীন মুহাদ্দিস (রহ.):** তিনি শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়ার পুত্র এবং খলীফা, শায়খ সাদরুদ্দীনের মুরীদ ছিলেন। কয়েক বছর পর্যন্ত তিনি নিজ শহর উছে *মাশারেকুর আনওয়ার ও মাসাবীহুস সুন্নাহ* পাঠদান করতেন। রাসূলের সুন্নাতের প্রতি অধিক মহব্বতের দরুন তিনি সর্বদা মোটা ও অমসৃণ পোশাক পরিধান করতেন। জামালুদ্দীন হিজরী অষ্টম শতকের প্রথমার্ধে মুহাদ্দিস হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।[৬৯]

২. **মাখদুম জাহানিয়ান সায়্যিদ জালালুদ্দীন বুখারী (রহ.):** জালালুদ্দীন হুসাইন ইবন আহমদ হুসাইনী বুখারী ১৩০৭ সালে উছে জন্মগ্রহণ করেন। উছে কাজী বাহাউদ্দীন ও জামালুদ্দীন মুহাদ্দিসের কাছে শিক্ষা লাভ করার পর তিনি মুলতান গমন করেন এবং শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়্যা মুলতানীর মাদ্রাসায় ভর্তি হন। তখন এই মাদ্রাসাটি শায়খ বাহাউদ্দীনের পৌত্র শায়খ আবুল ফাতহ্ রুকনুদ্দীনের পরিচালনাধীন ছিল। তিনি এখানে *মাশারেকুল আনওয়ার* ও *মাসাবিহুস সুন্নাহ* সম্বলিত এক বছরের কোর্স সমাপ্ত করেন। তিনি যেমন একজন প্রসিদ্ধ আলেম ও ওলী হিসেবে পরিচিত ছিলেন; তেমনি একজন উচুমানের মুহাদ্দিস হিসেবেও প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। হাদীসের উপর তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ম ও সুগভীর ছিল। শায়খ নিয়ামুদ্দীন আউলিয়ার ন্যায় তিনিও ইমামের পশ্চাতে কিরাত ও গায়েবানা জানাযার নামায সম্পর্কিত বিধান পালন করতেন। তিনি ছাত্রদেরকে হাদীসশাস্ত্রের দারস প্রদান করতেন। তিনি দিল্লীতে ১৩৭৫ থেকে ১৩৭৯ সংক্ষিপ্ত অবস্থানের সময়ও তিনি *মাশারেকুল আনওয়ার ও মাসাবিহুস সুন্নাহর* পাঠদান করেছিলেন। তিনি ১৩৮৩ সালে উছে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৭০]

৩.৫ বহির্বিশ্ব থেকে আগত মুহাদ্দিসবৃন্দ

আরব ও অন্যান্য দেশ থেকে বহু হাদীসবিদ ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস প্রচার-প্রসার ও শিক্ষাদানের নিমিত্ত আগমন করেছিলেন। তন্মধ্যে হাদীসশাস্ত্র শিক্ষাদানে যাদের অবদান উল্লেখযোগ্য তাদের নামের তালিকা নিম্নরূপ–

১. **হাফিজ ইবন হাজার আল-'আসকালনীর শিষ্যবৃন্দ:** ইয়াহইয়া ইবন আব্দুর রহমান ইবন আবিল খায়ের আল-হাশেমী আশ-শাফিঈ (৭৮৯-৮৪৩ হি.); মাহমুদ গাওয়ান (৮০৩-৮৮৬ হি.) উল্লেখযোগ্য।

২. **আব্দুর রহমান সাখাভীর শিষ্যবৃন্দ:** আবু ফাতহ ইবনুর রদী মক্কী (মৃ.৮৮৬হি.); আহমাদ ইবন সালেহ; উমার ইবন মুহাম্মদ দামেস্কী (৮২৯-৯০০হি.); আব্দুল আযীয ইবন মাহমুদ তুসী আশ-শাফেঈ (৮৩৬-৯১হি.); ওয়াজীহুদ্দীন মুহাম্মদ মালেকী (৮৫৬-৯১৯হি.); হুসাইন ইবন আবদিল্লাহ ইবন আউলিয়া কিরমানী (মৃ.৯৩০ হি.); জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন উমার হাযরামী (৮৬৯-৯২০হি.); রাফীউদ্দীন সাফাভী (মৃ.৯৫৪হি.) প্রমুখ।

৩. **যাকারিয়া আনসারীর শিষ্যবৃন্দ:** আব্দুল মুতী হাযরামী (মৃ.৯৮৯হি.) ও শিহাবুদ্দীন আব্বাসী (মৃ.৯৯২হি.)।

৪. **ইবন হাজার হায়সামীর শিষ্যবৃন্দ:** আব্দুল্লাহ আয়দারুসী (মৃ.৯৯০হি.); আবুস সাআদ মুহাম্মদ ফাকেহী হাম্বলী (মৃ.৯৯২হি.); মীর মুর্তবা শরীফ শীরাযী (মৃ.৯৭৪হি.)ও মীর কালা মুহাদ্দিস আকবরাবাদী (মৃ.৯৮৩হি.) প্রমুখ।[৭১]

---

৬৭ খাজা আযম শাহ, *তারীখ-ই-কাশ্মীর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯

৬৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৯; ইবন হাজার আল'আসকালানী (রহ.), *ইসাবাহ ফী তামযিযিস সাহাবা*, *প্রাগুক্ত*, খ.১, পৃ. ১০৮৭, ১১০১

৬৯ মাওলানা আ'জমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২

৭০ আব্দুল হাই হাসানী, *নুযহাতুল খাওয়াতির*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৫-২৯ (বি.দ্র.)

৭১ Dr. Muhammad Ishaqe, *ibid*, pp.89-100

Dhaka University Institutional Repository

৩.৬ ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস চর্চার স্বর্ণযুগ

ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস চর্চার স্বর্ণযুগের সূচনা হয় মূলত: হাফিয ইবন হাজার হাইসামীর হিন্দুস্থানীয় ছাত্রদের মাধ্যমে। তবে এ যুগের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন দুইজন। প্রথমত: শায়খ আহমাদ সারহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহ.); যার সংস্কার আন্দোলনের বুনিয়াদ ছিল হাদীস। তিনি নিজেই হাদীসের দরস প্রদান করতেন। সুন্নাহর অনুসৃতির ওপর তিনি জোর দিতেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় তার শিষ্যবৃন্দের মধ্যে বড় বড় মুহাদ্দিস তৈরি হয়েছিল, যারা পরবর্তীতে হাদীসশাস্ত্র পাঠদানে অবদান রেখেছিলেন। দ্বিতীয়ত: শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দিহলাভী (রহ); যিনি ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীসের বীজ বপন করেন। তিনি দিল্লীতে হাদীসশাস্ত্রের দরস প্রদান করতেন। তিনি মিশকাত শরীফের ফার্সী ভাষ্য রচনা করেন। তদীয় পুত্র নূরুল হক দেহলাভী (রহ.) *সহীহ বুখারী ও মুসলিমের* ফার্সী ভাষ্য রচনা করেন। এ যুগেই ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীসশাস্ত্র চর্চার ব্যাপক প্রসার লাভ করে। হাদীসশাস্ত্রের বহু গ্রন্থ প্রণয়ন ও অনুবাদ করা হয়।[৭২] তাই এ যুগকে ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস চর্চার স্বর্ণযুগ নামে আখ্যায়িত করা হয়। নিম্নে এ যুগে হাদীস চর্চা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো–

১. মুজাদ্দিদ আলফিসানী (রহ.) ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ

শায়খ আহমদ সারহিন্দী (রহ.) [মৃ.১০৩৪হি.] একজন অসাধারণ প্রতিভাধর মুহাদ্দিস ও আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। তিনি ১৫৬৪ সালে পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত সারহিন্দ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। স্বীয় পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি শুরুতে শিয়ালকোট, তারপরে কাশ্মীর সফর করেন এবং মোল্লা কামাল উদ্দীন কাশ্মীরী ও শায়খ ইয়াকুব ছরফীর নিকট থেকে হাদীস-তাফসীর শাস্ত্র ও যুক্তিবিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। এ ছাড়াও তিনি কাজী বাহলুল বদখশীর নিকট থেকে হাদীসের ইযাজত লাভ করেন। তৎকালীন আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র খাজা বাকী বিল্লাহ নকশবন্দী (রহ.) এর তত্ত্বাবধানে তিনি আত্মশুদ্ধি তথা ইলমি তাসাওউফের উচ্চতর মাকাম অর্জন করেন এবং তার খিলাফত লাভ করেন। অতঃপর তিনি সম্রাট আকবরের দীনে ইলাহীর বিরুদ্ধে কুরআন সুন্নার আলোকে সমাজ সংস্কারের এক বিরাট আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার উপর তিনি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন ধারার সূচনা হয়। তিনি নিজে *'হাদীসে আরবাঈন'* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করে ছিলেন। তাঁর এই সংস্কার কার্যক্রমের ধারায় অনেক বড় বড় মুহাদ্দিস তৈরী হয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যদের তালিকা নিম্নরূপ-

১. শায়খ সাঈদ ইবন শায়খ আহমদ সারহিন্দী (রহ.) [মৃ.১০৭০হি.] যিনি খাজিনুর রহমত নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি তার পিতা ও শায়খ আব্দুর রহমান রূমির নিকট হাদীসশাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তার পিতার খানকায় হাদীস-তাফসীর শিক্ষা দিতেন। তিনি মেশকাত শরীফের একটি ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।
২. শায়খ মা'সুম ইবন শায়খ আহমদ সারহিন্দী (রহ.) [মৃ.১০৮০হি.]; যিনি মুজাদ্দিদ আলফি সানীর ২য় পুত্র। তিনি প্রথমে তার পিতার নিকট এবং পরবর্তীতে হারামাইনে অবস্থান কালে তথাকার যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস শিক্ষা লাভ করে দেশে ফিরে আসেন।
৩. খাজা সাইফুদ্দীন সারহিন্দী (রহ.) [মৃ.১০৯৮ হি.]
৪. শায়খ ফররুখ শাহ ইবন শায়খ সাঈদ সারহিন্দী (রহ.) [মৃ.১১১২ হি.] কথিত আছে যে, তিনি সনদসহ সত্তুর হাজার হাদীস মুখস্থ জানতেন।
৫. শায়খ মুহাম্মদ আ'যম ইবন সাইফুদ্দীন মা'সুমী (রহ.) [মৃ.১১১৪ হি.] তিনিও বুখারী শরীফের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ তৈরী করে ছিলেন।
৬. শাহ আবু সাঈদ ইবন সফীউল কদর মুজাদ্দেদী (রহ.) [মৃ.১২০৫হি.] তিনি খাজা সাইফুদ্দীনের পৌত্র ছিলেন এবং শাহ আব্দুল গণী মুজাদ্দেদীর পিতা ছিলেন।

---

৭২ মুফতি মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান, লোকমান আমীমী অনূদিত, *তারীখে ইলমে হাদীস* (হাদীস চর্চার ইতিহাস), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে-২০০০ খ্রি., পৃ. ১০০

Dhaka University Institutional Repository

৭. শায়খ সিরাজ আহমদ ইবন ফররুখ শাহ (রহ.) [মৃ.১২৩০হি.] তিনি বুখারী শরীফের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

৮. শাহ আব্দুল গণী ইবন সাঈদ মুজাদ্দেদী (রহ.) [মৃ. ১২৯৬ হি.]

৯. শায়খ মুহাম্মদ আফজাল শিয়ালকোটী (রহ.) হিজাযে সফর করে সালেম ইবন আব্দুলাহ আল-বসরী আল-মাক্কী থেকে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং দেশে ফিরে এসে দিল্লীতে হাদীসের শিক্ষাদান কার্যে আজীবন নিয়োজিত থাকেন।

১০. শায়খ শফী উল্লাহ খায়রাবাদী (রহ.) [মৃ.১১৫৭হি.] তিনি হিজাযে গমণ করে শায়খ আবু তাহের মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহীম কুরদী আল-মাদানীর কাছে ইলমি হাদীস অধ্যয়ন করেন। হিজায থেকে ফিরে এসে খায়রাবাদে হাদীস শিক্ষাদানের কাজে আজীবন নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

১১. শায়খ ফাখের ইবন ইয়াহইয়া এলাহবাদী (রহ.) শায়খ মুহাম্মদ হায়াত সিন্ধী থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং ইলমি হাদীসের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন।

১২. শায়খ খায়রুদ্দীন শুরাটি (রহ.) শায়খ মুহাম্মদ হায়াত সিন্ধী থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন এবং শুরাটে দীর্ঘ ৫০ বছর যাবৎ হাদীসশাস্ত্রের পাঠদানে রত থাকেন। বহু ছাত্র তাঁর কাছ থেকে হাদীসের জ্ঞানার্জন করেন।[৭৩]

২. শায়খ আব্দুল হক দিহলাভী (রহ.) ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ

শায়খ আব্দুল হক দিহলাভী (রহ.) [মৃ.১০৫২ হি.] ছিলেন এমন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব; যার মাধ্যমে ভারতবর্ষে হাদীসশাস্ত্রের নবজাগরণের সূচনা হয়। তিনি ১৫৪৪ সালে দিল্লির এক সম্ভ্রান্ত সুফী মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ও স্থানীয় আলিমদের কাছে শিক্ষা অর্জনের পর ১৫৮৬ সালে তিনি হিজায গমন করেন। তথায় তিনি শায়খ আলী তকী এবং তাঁর খলীফা আব্দুল ওয়াহাব মুত্তাকীর নিকট থেকে হাদীসশাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন এবং সিহাহ সিত্তাহ পাঠ দানের ইজাযত প্রাপ্ত হন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি দীর্ঘ ৫০ বছর যাবৎ স্বীয় বাসভবনে হাদীসশাস্ত্র শিক্ষাদানের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী: ক. *আশিয়াতুল লুম্'আত-মিশকাত* শরীফের ফার্সী ভাষ্য; খ. *আত্-তরীকুল কাভীম ফী শরহি সিরাতিল মুস্তাকীম*; গ. *আল-ইকমাল ফী আসমায়ির রিজাল*; ঘ. *মা-সাবাতা বিসসুন্নাহ ফী আইয়্যামিস সানাহ*; ঙ. *হাদায়েকুল হানাফিয়্যাহ* ইত্যাদি। তাঁর ভক্তবৃন্দ ও বংশধারায় জগদ্বিখ্যাত প্রথিতযশা স্বনামধন্য গৌরবোজ্জ্বল আলিম-উলামা ও হাদীসবিশারদ সৃষ্টি হয়। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন-

১. শায়খ নূরুল হক ইবন আব্দুল হক দিহলাভী (রহ.) [মৃ.১০৭৩হি.] তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকেই হাদীসশাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ক. তাইসীরুল কারী ফী শরহে সহীহিল বুখারী; খ. শরহু শামায়িলিন নবী উল্লেখযোগ্য; ২. খাজা হায়দার পটলু (রহ.) [মৃ.১০৫৭হি.]; ৩. কাজী মুঈনুদ্দীন (রহ.) [মৃ. ১০৮৫হি.]; ৪. বাবা দাউদ মেশকাতী কাশ্মিরী (রহ.) [মৃ.১০৯৮হি.]; ৫. মীর সাইয়্যিদ মুবারক বেলগ্রামী (রহ.) [মৃ.১১১৫হি.]; ৬. মীর আব্দুল জলীল বেলগ্রামী (রহ.) [মৃ.১১৩৮হি.]; ৭. হাফিজ আব্দুস সামাদ ফখরুদ্দীন ইবন মুহিবুল্লাহ (রহ.) [মৃ.১১৫০হি.] তিনি শায়খ নূরুল হক (রহ.) এর পৌত্র ছিলেন। ৮. শায়খুল ইসলাম ইবন হাফিজ ফখরুদ্দীন (রহ.) [মৃ.১১৮০হি.]; ৯. শায়খ এনায়েতুল্লাহ মশাল কাশ্মীরী (রহ.) [মৃ.১১৮৫হি.]; ১০. মীর গোলাম আলী আযাদ বেলগ্রামী (রহ.) [মৃ.১২০০হি.]; ১১. সালামুল্লাহ সিরাজ আহমদ সারহিন্দী (রহ.) [মৃ.১২২৯হি.]

এ উপমহাদেশে হাদীস চর্চার সোনালী যুগের খ্যাতিমান আরও কতিপয় মুহাদ্দিস-

১. শায়খ মুহাম্মদ সিদ্দীক ইবন শরীফ (রহ.) [মৃ.১০৪০হি.]; ২. শায়খ হুসাইন আল হুসাইনবী (রহ.) [মৃ.১০৪৪ হি.]; ৩. শায়খ আমীন উদ্দীন ইবন মাহমূদ জৈনপুরী [মৃ.১০৭২হি.]; ৪. সাইয়্যিদ জা'ফর বদরে আলম (রহ.) [মৃ. ১০৮৫হি.]; ৫. শায়খ ইয়াকুব বান্নানী লাহোরী (রহ.) [মৃ.১০৯৮ হি.]; ৬. আবুল মাজদ মাহবুব আলম ইবন বদরে আলম (রহ.) [মৃ.১১১১হি.], ৭. শায়খ নাঈম ইবন মুহাম্মদ জৈনপুরী (রহ.) [মৃ.১১২০হি.]; ৮. শায়খ মুহা:

৭৩ বি.দ্র.: মাওলানা আজমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১-১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

আকরাম ইবন আব্দুর রহমান সিন্ধী (রহ.) [মৃ.১১৩০হি.]; ৯. শায়খ নূরুদ্দীন ইবন সালেহ আহমদাবাদী (রহ.) [মৃ.১১৫৫ হি.]; ১০. ইয়াহইয়া ইবন আমীন আব্বাসী এলাহাবাদী (রহ.) [মৃ.১১৮০হি.]; ১১. মিরজা জান-জলন্দরী (রহ.) [মৃ. ১১৮০ হি.]; ১২. মিরজা মুহাম্মদ ইবন রুস্তম বদখশী (রহ.) [মৃ.১১৯৫হি.] প্রমুখ।

৩. শাহ ওয়ালী উল্লাহ দিহলাভী (রহ.) ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দিহলাভী (রহ.) ১৭০৩ সালে ভারতের মুজাফফর নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মূল নাম আহমাদ। উপনাম আবুল ফয়েজ। উপাধি আযীমুদ্দীন। তিনি শাহ ওয়ালী উল্লাহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শাহ আহমদ ইবন আব্দুর রহীম যিনি শাহ ওয়ালী উল্লাহ (মৃ. ১১৭৬ হি.) নামে খ্যাত ছিলেন। পাঁচ বছর বয়সে তিনি মক্তবে ভর্তি হন। সাত বছর বয়সে কুরআন মজীদ হিফজ সমাপ্ত করেন। তিনি প্রথমে নিজ পিতার নিকট ইলমি হাদীস অধ্যয়ন করেন। চৌদ্দ বছর বয়সে স্বীয় পিতার হাতে বায়াত গ্রহণ এবং শুভ পরিণয় সম্পন্ন করেন। পনের বছর বয়সের মধ্যেই তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসূলি ফিকহ, তর্কশাস্ত্র, কালাম, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যামিতি ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেন। পিতার ইন্তিকালের পর তিনি মাদরাসায় রহীমিয়াতে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। দীর্ঘ ১২ বছর শিক্ষকতার পর প্রায় ৩০ বছর বয়সে হিজাযের উদ্দেশ্যে সফর করেন। তথায় (১১৪৩-১১৪৫ হি.) দুই বছর অবস্থান করে মক্কার ওয়াফদুল্লাহ আল-মালেকী ও শায়খ তাজুদ্দীন কালাঈ মালেকী (রহ.) এর নিকট থেকে হাদীসের ইলম অর্জন করেন এবং মদীনায় শায়খ আবু তাহির মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহীম কুরদী (রহ.) এর কাছ থেকে হাদীসের ইলম ও ইজাযত লাভ করেন। স্বদেশে ফিরে এসে তিনি দিল্লীতে হাদীসশাস্ত্র শিক্ষা দানে রত হন।[৭৪] তার রচিত দুই শতাধিক গ্রন্থের মধ্যে হাদীস বিষয়ে উল্লেখযোগ্য রচনাবলী- ক. *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ*, খ. *তারাজিমুল বুখারী*, গ. *শরহু তারাজিমে আবওয়াবিল বুখারী*, ঘ. *আল-মুসাওয়া শরহ মুয়াত্তা*, ঙ. *আল-মুসাফফা শরহ মুআত্তা* (ফার্সী ভাষায় রচিত), চ. *আসারুল মুহাদ্দেসীন*, ছ. *ওয়াসীকাতুল আখইয়ার* ইত্যাদি। বস্তুত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) এর মাধ্যমে ভারত বর্ষে হাদীসশাস্ত্রের নবযুগের সূচনা হয়। বর্তমান ভারতবর্ষে এমন কোন মুহাদ্দিস পাওয়া যাবে না, যার সনদ কোন না কোন ভাবে শাহ ওয়ালী উল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছেনি। এই ধারার মাধ্যমে হাদীসশাস্ত্র সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে এবং বহু খ্যাতিমান মুহাদ্দিস জন্মগ্রহণ করেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহর চিন্তা ধারার উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী কালে ভারত বর্ষে ইসলামী কৃষ্টি-কালচার ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনা গড়ে উঠে। এ কাফেলার সূর্য-সন্তানেরাই ইলমি হাদীসের ঝাণ্ডা ভারত বর্ষের প্রত্যন্ত অঞ্চালে উড্ডীন করেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) এর উল্লেখযোগ্য ছাত্রবৃন্দ হলেন-

১. সানা উল্লাহ পানিপথী (রহ.) [মৃ. ১২২৫ হি.]। হাদীসে অগাধ পাণ্ডিত্যের কারণে শাহ আব্দুল আযীয তাকে 'যুগের বায়হাকী' বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল-লুবাব নামে তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রয়েছে। ২. শাহ আব্দুল আযীয ইবন শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) [মৃ. ১২৩৯ হি.]; ৩. মাওলানা আশেক ফুলতী (রহ.); ৪. ফকীহ নূর মুহাম্মদ বুরহানভী (রহ.) ৫. মাওলানা রফীউদ্দীন মুরাদাবাদী (রহ.) [মৃ. ১২১৮ হি.]; ৬. মাওলানা খায়রুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) [মৃ. ১২০৬ হি.]; ৭. মাওলানা সৈয়দ মুর্তাজা বেলগ্রামী (রহ.) [মৃ. ১২০৫ হি.]; ৮. মাওলানা মাখদূম শাহ-লাখনোভী (রহ.) প্রমুখ।

৪. শাহ আব্দুল আযীয (রহ.) [১৭৪৬-১৮২৪ খ্রি.]

সিরাজুল হিন্দ শাহ আব্দুল আযীয (রহ.) শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দিহলাবী (রহ.) এর সুযোগ্য পুত্র। তিনি ২৫ রমজান ১১৫৭ হি. মোতাবেক ১১ অক্টোবর ১৭৪৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই কুরআন মাজীদ হিফজ সম্পন্ন করেন। ১১ বছর বয়সে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করেন। ১৬ বছর বয়সে তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসূলি ফিকহ, মান্তিক, কালাম, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে ইলমি হাদীসের শিক্ষা অর্জন করেন। তাঁর পিতার ইন্তিকালের পর ১৬ বছর বয়সে তিনি মাদরাসায় রহীমিয়ায় পিতার স্থলাভিষিক্ত অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি প্রায় আশি বছর জীবিত ছিলেন। আজীবন তিনি হাদীসশাস্ত্রের পাঠদানে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তাঁর

৭৪ মাওলানা হাবীবুর রহমান, *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী,২০০৯ খ্রি., পৃ.১৩-১৫

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস বিষয়ক রচনাবলীর মধ্যে: ক. *উজালাতুন নাফে'আহ* (উসূলে হাদীস সংক্রান্ত), *খ. বুস্তানুল মুহাদ্দেসীন, গ. তুহফায়ে ইসনা আশারিয়্যাহ, ঘ. আল-মওযু'আত, ঙ. মুসাওয়ার তা'লীক* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।[৭৫] তার বহু শিষ্য ছিল যারা ভারত বর্ষের বিভিন্ন স্থানে হাদীসের দরসদানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাদের মাঝে যারা যুগশ্রেষ্ঠ ছিলেন তারা হলেন- ১. মাওলানা শাহ রফিউদ্দীন (রহ.) [মৃ.১২৪৯হি.] শাহওয়ালী উল্লাহর দ্বিতীয় পুত্র। ২. মাওলানা শাহ আব্দুল কাদের (রহ.) শাহওয়ালী উল্লাহর তৃতীয় পুত্র; ৩. মাওলানা শাহ আব্দুল গণী দিহলাভী (রহ.) [মৃ.১২৯৬হি.] শাহ ওয়ালী উল্লাহর কনিষ্ঠ পুত্র। ৪. মাওলানা শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) [মৃ.১২৪৬হি.]; ৫. মাওলানা আব্দুল হাই দিহলাভী (রহ.) [মৃ.১২৪৬ হি.]; তিনি আযীয (রহ.) এর জামাতা ছিলেন। ৬. মাওলানা সৈয়দ আওলাদ কানৌজী (রহ.) [মৃ.১২৫৭হি.]; ৭. মাওলানা সদরুদ্দীন কাশ্মীরী (রহ.) [মৃ.১২৫৮হি.]; ৮. মাওলানা ফয়যুল্লাহ দিহলাভী (রহ.) [মৃ.১২৫৮হি.]; ৯. মাওলানা খোররাম আলী বালহুরী (রহ.) [মৃ.১২৭১হি.]; ১০. মাওলানা হুসাইন আহমদ মালিহাবাদী (রহ.) [মৃ.১২৭৫হি.]; ১১. মাওলানা হাসান আলী লাখনোভী (রহ.) ; ১২. মাওলানা আব্দুল হালীম লাখনোভী (রহ.); ১৩. মাওলানা আফযাল ফারুকী (রহ.); যিনি শাহ আব্দুল আযীযের (রহ.) জামাতা। এ সময় শাহ আব্দুল আযীযের অন্যতম শিষ্য মাওলানা বেলায়াত আলী পাটনায় একটি হাদীস চর্চা কেন্দ্র গড়ে তুলে ছিলেন। পাটনার এ কেন্দ্রটি এক সময় যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করে। সৈয়দ নযীর হুসাইন ও নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান সে কেন্দ্রের অন্যতম কৃতি সন্তান। তাঁদের মাধ্যমে এ ধারাটির ব্যাপক প্রসার ও বিস্তার ঘটে।

৩.৭ ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক ধারা

১. কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা (১৭৮০ খ্রি.): ১৭৮০ সালে বড়লাট স্যার ওয়ারেন হেষ্টিংস দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমানদের দাবী বিবেচনা করে কলিকাতা শহরের বৈঠকখানা রোডে দরস-ই-নিযামিয়ার [৭৬] পাঠ্যসূচী অনুযায়ী একটি মাদরাসার গোড়াপত্তন করেন। এটিই পরবর্তীকালের স্বয়ংসম্পূর্ণ আলিয়া মাদরাসার ভিত্তি রচনা করে। ১৭৯১ সাল পর্যন্ত এই ধারায় দরসে নিযামিয়ার পাঠ্যসূচী চালু থাকে। ১৯০৭ সালে এ মাদরাসায় কামিল হাদীস বিভাগ চালু করা হয়। এ মাদরাসার ধারাবাহিকতায় যে সকল মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়ে আসছে সেগুলিই পরবর্তীতে আলিয়া মাদরাসা নামে পরিচিতি লাভ করে।

২. দারুল উলূম দেওবন্দ (১৮৬৬ খ্রি.): শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দিহলাভীর (র) বিপ্লবী চিন্তাধারাকে উজ্জীবিত রাখার প্রয়োজনে, পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির লক্ষ্যে ১৮৬৬ সালের ৩০ মে বুধবার সাত্তা মসজিদের বারান্দায় ডালিম গাছের ছায়ায় জগৎ বিখ্যাত ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মাদরাসাটির সুনাম-সুখ্যাতি পরবর্তীতে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।[৭৭] এ মাদরাসার আদর্শিক চেতনা লালন করে যে সকল দ্বীনি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলোকে দেওবন্দী মাদরাসা বা কওমী মাদরসা নামেও আখ্যা দেয়া হয়। বাংলাদেশেও এ ধারার শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার লাভ করে; যা কওমী মাদরাসা হিসেবে পরিচিত।

৩. মাজাহির উলূম সাহরানপুর (১৮৬৬ খ্রি.): হিজরী ১২৮৩ সানে দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় কাছাকাছি সময়ে শায়খুল হাদীস মাওলানা মাযহার নানুতুবীর নামানুসারে 'মাযাহিরুল উলূম' নামে ভারতের সাহারানপুরে অন্যতম প্রসিদ্ধ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। মূলত উক্ত মাদরাসাটি ১২৮২হি. /১৮৬৬খ্রি. মৌলভী সাদাত আলী প্রতিষ্ঠিত করার কয়েক মাস পরে সেখানে মাওলানা মাযহার নানতুবী শায়খুল হাদীস ও প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, মেধা ও যোগ্যতায় অল্পদিনের মধ্যেই মাযাহিরুল উলূম মাদরাসার সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে দেওবন্দের দারুল উলূম মাদরাসা উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ দ্বীনি বিদ্যাপীঠ বিবেচিত হলেও সাহারানপুরের মাযাহিরুল উলূম মাদরাসাটিও এর স্বকীয়তায় প্রসিদ্ধি লাভ করে। বলা হতো, ইলমে দ্বীনের বুনিয়াদী শিক্ষায় সাহারানপুরের মাযাহিরুল উলূম মাদরাসার স্থান

---

৭৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ.২০

৭৬ **দরসে নিযামিয়া:** লখনৌর মোল্লা কুতুব উদ্দীন শহীদ (মৃ.১৬৯১খ্রি.) এ উপমহাদেশের দরসে নিযামিয়ার প্রবর্তক। তবে তাঁর পুত্র মোল্লা নিযামুদ্দিনের (মৃ.১৭৪৮খ্রি.) সময় এ শিক্ষা ব্যবস্থা অধিকতর অগ্রগতি ও ব্যাপকতা লাভ করে, এ কারণেই তার নামানুসারে তা দরসে নিযামিয়া নামে পরিচিতি লাভ করে।

৭৭ মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী, 'কওমী মাদরাসার ইতিহাস ঐতিহ্য ও অবদান', *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা: ২৮ অক্টোবর, ২০১৬ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

দেওবন্দ মাদরাসার চেয়ে উঁচুস্থানে। এ কারণে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এর নিকট শিক্ষার্থী ইলমি দ্বীন শিক্ষা লাভের পরামর্শ চাইলে তিনি বলতেন "বুনিয়াদী তা'লীম সাহারানপুরে ভাল আর 'দাওরা' অধ্যয়নে দেওবন্দ উত্তম"। সুযোগ্য আলিমে-দ্বীন তৈরীর ক্ষেত্র হিসেবে সাহারানপুরের মাজাহির উলূম মাদরাসার অবদান নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য।[৭৮]

৩.৮ বাংলাদেশে ইসলাম: হাদীসশাস্ত্র চর্চার সূচনা ও বিকাশ ধারা

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল; ইসলামের এক উর্বর ভূমি। এ উর্বরতায় ঈর্ষিত হয়েছেন বহু ঐতিহাসিক ও গবেষক। ১৮৭১ সালের আদমশুমারির রিপোর্ট প্রকাশিত হলে সর্বমহলে হৈচৈ পড়ে যায়। কেন বাংলার ব-দ্বীপ অঞ্চলে এতো মুসলিম? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে বহু গবেষক বিভিন্ন মতবাদের[৭৯] জন্ম দিয়েছেন। তবে যত মতবাদেরই জন্ম হোক না কেন, এ কথা ইতিহাসবিদগণের নিকট প্রমাণিত সত্য যে, এ অঞ্চলে ইসলাম শক্তি বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি; বরং ইসলাম প্রচারকগণ তথা আলিম-ওলামা, মুহাদ্দিস-মুবাল্লিগ, সুফী-সাধক, পীর-আউলিয়ার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা এবং তাঁদের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, মহত্ত্ব ও উদারতা দ্বারা ভাগ্যবিড়ম্বিত, অধিকার বঞ্চিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের হৃদয় জয় করার মাধ্যমেই মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। তবে বাংলাদেশে ইসলামের আগমন কখন, কীভাবে হয়েছিল, তাই এখন অনুসন্ধানের বিষয়।

৩.৮.১ বাংলাদেশে ইসলামের আগমন

বাংলাদেশে কখন, কীভাবে ইসলামের আগমন ঘটে; সে সম্পর্কে নিম্নে অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেলে তথ্যাদি বিশ্লেষণ করা হলো-

ক. বঙ্গ থেকে বাংলাদেশের উৎপত্তি

বাংলাদেশ একটি প্রাচীন জনপদ। ইতিহাসের সুদীর্ঘ পথপরিক্রমা অতিক্রম করে দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের উত্তর-পূর্বের যে অঞ্চলে ১৯৭১ সালে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়, অতি প্রাচীনকাল থেকে তা একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত ভৌগোলিক অঞ্চল বলে পরিচিত ছিল।[৮০] ইসলামের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক সুপ্রাচীন। আজ থেকে প্রায় সাড়ে সাত হাজার বছর আগে হযরত নূহ (আ.) এর সময়ে সংঘটিত মহাপ্লাবনের[৮১] পর তাঁর [নূহের (আ.) পুত্র 'হাম',তাঁর পুত্র 'হিন্দ',তার পুত্র 'বঙ'] প্রপৌত্র 'বঙ' বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। তিনি তাওহীদে বিশ্বাসী খাঁটি মুসলিম ছিলেন। তার বংশধরের মাধ্যমে যে জনবসতী গড়ে ওঠে তা বঙ্গ জনগোষ্ঠী নামে অভিহিত। কালের বিবর্তনে উক্ত বঙ্গ থেকে বঙ্গদেশ নামে নামকরণ করা হয়।[৮২] আবুল ফজল তার 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'বঙ্গ' নামটি অতি প্রাচীন কাল থেকেই চালু ছিল। 'বঙ্গ' শব্দের সঙ্গে

---

৭৮ ড. আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন, *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫খ্রি., পৃ. ৮৭

৭৯ (ক.) তরবারির মাধ্যমে বা জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তকরণের তত্ত্ব; এ তত্ত্বটির অসারতা বা সীমাবদ্ধতা গবেষকদের কাছে প্রমাণীত। (খ.) রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের মাধম্যে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির তত্ত্ব; এর মাধ্যমে মুসলিম সংখ্যা সরাসরি বৃদ্ধি পায়নি; বরং সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে মাত্র। যদি এ তত্ত্বটি সঠিক হত তবে ভারত মুসলিম শক্তির কেন্দ্রস্থল দিল্লি-আগ্রায় বা গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার কথা ছিল; কিন্তু তা বাস্তবে ঘটেনি। (সা.) সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে বিপুল সংখ্যক নিগৃহীত মানুষের ইসলামে ধর্মান্তকরণের তত্ত্ব। এ তত্ত্বটি সত্যের কাছাকছি। কারণ আর্য ধর্মের বর্ণপ্রথা ও সামন্ত শাসকদের নির্মম নির্যাতন এবং সাধারণ মানুষের মুক্তিদানে ব্যর্থতার ফলে বাংলায় মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ বলে গবেষকদের ধারণা। (ড.আব্দুল মমিন চৌধুরী, *প্রচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, মার্চ-২০০২, পৃ.১৪৩-৪৪)

৮০ সম্পা.পরিষদ, *বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ*, ড. এম এ আজিজ ও ড.আহমদ আনিসুর রহমান, 'প্রাচীন বাংলাদেশ', (প্রবন্ধ) ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৩খ্রি.,পৃ.১

৮১ কুরআন মাজীদে (৭:৬৪, ১০:৭৩, ১১:৩৬-৪৮) হযরত নুহ (আ.) এর প্লাবনের ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ মহাপ্লাবন কখন হয়েছিল তার সঠিক সময় সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২৩০০, কারো মতে, আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে এ প্লাবন ঘটেছিল। তবে, খ্রিস্টপূর্ব ৩১০২ কিংবা খ্রিস্টপূর্ব ৩১০০ অব্দে পৃথিবীর অনেক স্থানেই এক মহাপ্লাবন সংঘটিত হয়েছিল। [মনসুর মূসা (সম্পা.), *বাঙলাদেশ*, এম.আই চৌধুরী, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৪ খ্রি., পৃ.৪৬]

৮২ গোলাম হোসায়ন সলিম, *রিয়াদুস সালাতীন*, (বঙ্গানুবাদ: *বাংলার ইতিহাস*,আকবর উদ্দীন অনূদিত), ঢাকা : ১৯৭৪ খ্রি., পৃ. ১৬ ও ৩৮; *বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০২ ও ১০

Dhaka University Institutional Repository

আল বা চিহ্ন যুক্ত হয়ে বঙ্গাল বা বাঙাগাল হয়েছে।[৮৩] বাংলা ভাষায় 'আল' শব্দের অর্থ বাঁধ। এ দেশের লোকেরা চাষী জমিতে উঁচু উঁচু আল বেধে বন্যার প্লাবন থেকে জমির ফসল রক্ষা করতো। কালের বিবর্তনে আল শব্দটি দেশের নামের সাথে যুক্ত হয়ে যায়।[৮৪] প্রাচীন কালে বাংলার নেতৃবৃন্দ পাহাড়ের পাদদেশে নিচু জমিতে দশ হাত উঁচু ও বিশ হাত চওড়া স্তুপ তৈরি করে তার উপর বাড়ী নির্মাণ ও চাষাবাদ করতেন। লোকেরা এগুলোকে বলতো বাঙ্গাল। সে জন্য প্রাকৃতিক অনুকূল পরিবেশের লীলাভূমির কারণেই বাংলা নামকরণের স্বার্থকতা নির্ণয় করা যায়।[৮৫] এভাবে বঙ্গ থেকে বাঙ্গাল; অতঃপর কালের স্রোতে রূপান্তরিত হয়ে বাঙ্গালা বা বাংলা রূপ ধারণ করে। যার দৃষ্টান্ত মুগল ঐতিহাসিক আবুল ফজলের রচনায় উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি তার 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে তেলিয়াগড়ি পর্যন্ত চারশত মাইল অঞ্চলকে সুবা-ই-বাংলা বলে উল্লেখ করেছেন।[৮৬] এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ খ্রি. ব্রিটিশ ঔপনেবেশিক শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান নামে যে দেশটি সৃষ্টি হয়েছে, তার পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তান শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যদিয়ে ১৯৭১ খ্রি. ১৬ ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট, (২০°-৩৪´) থেকে (২৬°-৩৮´) উত্তর অক্ষাংশ এবং (৮৮°-১´) থেকে (৯২°-৪১´) পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি দেশ।[৮৭]দেশটির উত্তরে পশ্চিম বঙ্গের কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলা, মেঘালয় রাজ্য, গারো ও খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহড়ের পাদভূমি (ভারত), পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্য (ভারত), দক্ষিণ-পূর্বে মায়ানমার (বার্মা), পশ্চিমে পশ্চিম বঙ্গ ও বিহার রাজ্য (ভারত) এবং দক্ষিণে বঙ্গোপ সাগরের বিশাল জলরাশি বিদ্যমান।[৮৮]

খ. বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব

সর্বপ্রথম কখন, কীভাবে, কাদের মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামের আলোক রশ্মি বিচ্ছুরিত হয় তা সুস্পষ্টভাবে বলা মুশকিল। তবে এটা অনেকটা নিশ্চিত যে, মহানবী (সা.) এর নবুওয়াতের পঞ্চম বছর তথা ৬১৫ খ্রি. হাবশায় (ইথিওপিয়ায়) হিজরতের পূর্বে বহির্বিশ্বে ইসলামের দাওয়াত আনুষ্ঠানিকভাবে পৌঁছায়নি। এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, ভারত উপমহাদেশ তথা বঙ্গ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারকারী ঐসব আরব মুসলিমগণ কি সাহাবী ছিলেন, না তাবিউন ছিলেন? সাহাবী হয়ে থাকলে তাঁরা কি মহানবীর (সা.) জীবদ্দশায় এখানে এসেছিলেন নাকি তাঁর ইন্তিকালের পরে? যদি তাঁরা তাঁর জীবদ্দশায় এসে থাকেন তবে কি তাঁরা হিজরতের পূর্বে এসেছিলেন নাকি হিজরতের পরে ? এসব প্রশ্নের সঠিক সমাধান করা এখন পর্যন্ত খুব দুরূহ ব্যাপারই বটে। কারণ এসব অঞ্চলে ইসলামের আগমন ও প্রসার সম্পর্কিত ইতিহাসের এ অধ্যায়টি প্রামাণ্য দলিল ও ঐতিহাসিক বিবরণের অভাবে অন্ধকারেই রয়ে গেছে।[৮৯]

ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা যায় যে, ইসলামপূর্ব যুগ থেকেই আরব বণিকদের বাণিজ্যিক সফরে ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী বন্দরগুলোতে যাতায়াত ছিল। এ সম্পর্কে সাইয়েদ সুলাইমান নদভী (রহ.) রচিত 'আরবোঁকে জাহাজরাণী' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে যে, মিসর থেকে সুদূর চীন পর্যন্ত প্রলম্বিত দীর্ঘ সমুদ্রপথে আরব বণিকগণ যাতায়াত করতেন। মালাবার উপকূলের পথ ধরে তাঁরা চীনে যাত্রাপথে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করতেন।[৯০] মুহাদ্দিস ইমাম আবদান মারওয়াযীর সূত্রে মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (রহ.) উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাহাবী

---

৮৩ ড. আ.ই.ম নেছার উদ্দিন, *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা : ইফাবা, ২০০৫খ্রি., পৃ. ৬৩; মোঃ শরীফ হোসাইন ভূইয়া, 'বাংলাদেশের জাতিসত্তার সন্ধানে', *লোকপ্রশাসন সাময়িকী*, ঢাকা : সাভার, জুন ১৯৯৭খ্রি., পৃ.২

৮৪ আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮২খ্রি., খ.১, পৃ.১৭

৮৫ গোলাম হোসায়ন সলিম অনূদিত, *রিয়াদুস সালাতীন*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৭৮ খ্রি., পৃ.৫০-৫১

৮৬ আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯৯ খ্রি.,পৃ.৭০

৮৭ সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০১১ খ্রি., খ.৬, পৃ.৩৭৭

৮৮ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত,১৯৯৯খ্রি. ; বাংলাপিডিয়া, *প্রাগুক্ত*, খ.৬, পৃ.৩৭৮-৩৮১ (বি.দ্র.)

৮৯ ড. এ কে এম নূরুল আলম, *ইসলামী দা'ওয়াহর মর্মকথা ও ইসলামী শিক্ষার তাৎপর্য*, ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কামিশন, ২০০২খ্রি., পৃ.১২৯

৯০ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, 'বাংলাদেশে ইসলাম', *মাসিক মদীনা*, ঢাকা : মদীনা ভবন, বাংলা বাজার, জানু-১৯৯২খ্রি., পৃ.৪১

Dhaka University Institutional Repository

আবূ ওয়াক্কাস মালিক ইবন ওয়াহহাব (রা.) নবুওয়াতের পঞ্চম (৬১৫খ্রি.) বর্ষে হাবশায় (ইথিওপিয়ায়) হিজরত করেন। নবুওয়াতের সপ্তম বর্ষে (৬১৭খ্রি.) তিনি কায়স ইবন হুযাইফা (রা.), উরওয়াহ ইবন আসাসা (রা.), আবূ কায়স ইবনুল হারেস (রা.) এবং কিছু সংখ্যক হাবশী মুসলিমসহ জাহাজযোগে চীনসমূদ্রে পাড়ি জমান।[৯১] চীনা মুসলিমদের গ্রন্থ পর্যালোচনার ভিত্তিতে অবগত হওয়া যায় যে, আবূ ওয়াক্কাসের (রা.) দল ৬২৬ খ্রি. চীনে পৌঁছে ছিলেন। তাঁরা হাবশা থেকে যাত্রা করার পর অন্যূন নয় বছর পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচার করেন। ধারণা করা হয় যে, এ নয় বছর সময়সীমার মধ্যেই তাঁরা ভারত ও বাংলাদেশসহ দক্ষিণ পূর্বএশিয়ার বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করেন।[৯২] এ ছাড়া আরো জানা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীর শুরুর দিকে মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশায়ই ভারতের পশ্চিম উপকূলে মালাবর রাজ্যে (বর্তমান কেরালায়) ইসলাম প্রচারিত হয়। শায়খ যয়নুদ্দীন তাঁর *'তুহফাতুল মুজাহিদীন ফী বা'সে আহওয়ালিল বারতকালীন'* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মালাবর রাজা চেরুমল পারুমল তাওহীদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আরব গমন করেন এবং মহানবী (সা.) এর হাতে হাত দিয়ে ইসলাম কবুল করেন। এ সময় মালাবরের বহুলোক ইসলাম কবুল করেন।[৯৩] কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষেও এ সম্পর্কে কোন সংশয় প্রকাশ করা হয়নি।[৯৪] রাজা চেরুমল পারুমল ও তার অনুগামী সহযাত্রীগণ ছাড়াও এ উপমহাদেশ থেকে আরো কিছু লোক মহানবী (সা.) এর নিকট গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। এ প্রসঙ্গে বাবা রতন আল-হিন্দ অথবা রতন বিন আব্দুল্লাহ আল-হিন্দীর নাম উল্লেখ করা যায়।[৯৫] উল্লিখিত তথ্যাদির ভিত্তিতে বলা যায় যে, মহানবী (সা.) এর আগমন বার্তা ও ইসলামের দাওয়াত যদি তাঁর জীবদ্দশায় এ অঞ্চলে নাই পৌঁছতো তবে কীভাবে মালাবরের রাজা চেরুমল পারুমল, বাবা রতন আল-হিন্দ অথবা রতন বিন আব্দুল্লাহ আল-হিন্দ এবং অন্যান্যরা তাঁর নিকট গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন? অতএব এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, 'রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগেই সমুদ্র পথে আগত আরব বণিকদের মাধ্যমে ইসলামের বাণী যে বাংলায় প্রবেশ করে এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।'[৯৬]

বাংলাদেশ তথা ভারত উপমহাদেশে মুসলিম রাজনৈতিক শক্তির আবির্ভাব ঘটে ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। অবশ্য এর অনেক পূর্ব থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রধরে আরবদের সাথে এ দেশের মুসলমানদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। আরবরা ছিল ঐতিহ্যগতভাবে ব্যবসায়ী এবং সমুদ্রযাত্রায় অভ্যস্থ। প্রাচ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদের ছিল একক আধিপত্য। ইসলাম বিস্তারের পর কালক্রমে আরব ব্যবসায়ীরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম আগমন করে এবং তারা ক্রমশঃ এ দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলে।[৯৭] ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা যায় যে, সপ্তম শতাব্দী থেকে চট্টগ্রামের স্বন্দ্বীপের সাথে আরব বণিকদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং তাদের কেউ কেউ স্বন্দ্বীপে বসবাস করতে শুরু করে। বস্তুত মেঘনার মুখ হতে কক্সবাজার পর্যন্ত আরব ব্যবসায়ীদের যাতায়াত ছিল বলে ভৌগোলিক বিবরণে প্রমাণ মেলে। এ বণিকদের সাথে কতিপয় ইসলাম প্রচারক, সূফীসাধকদের আগমন ঘটে; যারা এ দেশের মানুষদেরকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। আরব বণিকদের অনেকেই ব্যবসার ফাঁকে ফাঁকে জন সমাজে ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।[৯৮] খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশ ইসলামের সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করে। তখন থেকে এ দেশে মুসলমানদের আগমন শুরু হয়। তবে মুহাম্মদ বিন কাসিমের এ বিজয় বাংলাদেশের মত পূর্বাঞ্চলীয় দেশ তো দূরের কথা, উপমহাদেশের অভ্যন্তরেও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।[৯৯]

---

৯১ *প্রাগুক্ত*

৯২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮

৯৩ Muhammad Nurul Haqe, *Arab Relationship with Bangladesh*, Dhaka : Dhaka University, 1980, P. 53 [এটি একটি অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।]

৯৪ 'পুরাবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, চেরর রাজ্যের শেষ রাজা চেরুমল পেরুমল ইচ্ছাপূর্বক সিংহাসন ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ অভিলাষে মক্কা নগরীতে গমন করেন।' (*বাংলা বিশ্বকোষ*, কলকাতা, খ. ১৪, পৃ. ২৩৪)

৯৫ আ.ন.ম রইছ উদ্দীন, 'বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২৭বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৭, পৃ.১৬৮

৯৬ নাসির হেলাল, *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, যশোর : সীমান্ত প্রকাশনী, ১৯৯২খ্রি., পৃ. ৩৯

৯৭ কে. এম. রাইছুদ্দীন খান, *বাংলাদেশের ইতিহাস পরিক্রমা*, ঢাকা: খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৮৬ খ্রি., পৃ. ১৮৭

৯৮ এ. কে. এম. মহীউদ্দিন, *চট্টগ্রামে ইসলাম*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৬ খ্রি., পৃ.৪৪

৯৯ Abdul karim, *Social History of the Muslim in Bengal*, Chitagong: Chitagong Baitus Sharaf Islamic Research Institute,1985, p.1

Dhaka University Institutional Repository

তবুও এ বিজয় বংলাদেশের সাথে ইসলাম প্রচারকদের একটি মেলবন্ধন সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং পরবর্তী বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে। যেমন- এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারক সাহাবা ও সূফিয়া কিরামের চরিত্র মাধুর্য ও জীবনমুখী শিক্ষা সহজেই অত্যাচারিত ও নিপীড়িত সমাজকে আকৃষ্ট করে এবং আশ্বাস দেয়। এমনকি মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার (১২০৪ খ্রি.) পূর্ব থেকেই বঙ্গে মুসলিমদের সংখ্যা লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর তাদের নিজেদের সন্তান-সন্ততির ধর্মীয় শিক্ষাদানের জন্য মক্তব-মাদরাসা স্থাপিত হয়।[১০০] যদিও এ দেশে মুসলিম রাজনৈতিক শক্তির আর্বিভাব ঘটে ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। ১২০৫ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খজলী বঙ্গ বিজয় করত: লখনৌতিকে রাজধানী স্থাপন করে বঙ্গদেশে (বর্তমান বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ) মুসলিম রাজ্যের গোড়া পত্তন করেন।[১০১] ঐতিহাসিক মিনহায-ই-সিরাজ বলেন, লখনৌতিকে রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর বখতিয়ার খলজী তাঁর রাজ্যের প্রত্যেক ইকতায় মসজিদ, মাদরাসা ও খানকা নির্মাণ করেন। [১০২] ঐতিহাসিক এ বিজয় বাংলায় মুসলমানদের রাজনৈতিক বিজয় বটে; কিন্তু এর মাধ্যমে মুসলিম সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তেমন প্রভাব পড়ে নি; বরং সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে মাত্র। সাধারণ জনগণের ব্যাপক ইসলাম গ্রহণের কারণ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে,"আর্য ধর্মের বর্ণপ্রথা ও সামন্ত শাসকদের নির্মম নির্যাতন এবং সাধারণ মানুষের মুক্তিদানে ব্যর্থতার ফলেও ইসলামের আহবান আশাতীত সাফল্য অর্জন করে। ক্ষমতাসীন শাসকদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের সমর্থন, স্বীকৃতি ও আনুকূল্যে ইসলাম এ দেশে সাদরে গৃহীত হয়।" [১০৩] ফলে ধীরে ধীরে বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান করে নেয়।

৩.৮.২ বাংলাদেশে হাদীস চর্চা: সূচনা ও পদ্ধতি

মহানবী (সা.) এর উৎসাহে সাহাবা কিরাম, তাবিঈন ও তৎপরবর্তী উলামা কিরাম পর্যায়ক্রমে গোটা বিশ্বের সকল জনপদে হাদীসশাস্ত্রের জ্যোর্তিময় আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ আলো থেকে বঞ্চিত হয়নি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বাংলাদেশও। ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বাংলাদেশে হাদীসের আগমন, হাদীস চর্চা-প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করা যায়। যথা-

১. মুসলিম জীবনাচার ও সাংস্কৃতিক কর্মধারার (ব্যবহারিক) মাধ্যমে
২. হাদীস শাস্ত্রের স্বাভাবিক চর্চা ও পঠন-পাঠনের (তত্ত্বীয়) মাধ্যমে

১. মুসলিম জীবনাচার ও সাংস্কৃতিক কর্মধারার (ব্যবহারিক) মাধ্যম

ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে জানা যায়, বাংলাদেশে হাদীসশাস্ত্রের আগমন ঘটে নবীজী (সা.)-এর জীবদ্দশায় প্রথম হিজরী শতকেই। তবে এই আগমন শাস্ত্রীয় পদ্ধতি তথা হাদীসের স্বাভাবিক পঠন-পাঠন পদ্ধতি অনুসারে হয়নি; বরং এই ভূখণ্ডে হাদীসশাস্ত্রের আগমন ঘটে ইসলামী জীবনাচার বা সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে। ইসলামী জীবনাচার বা সংস্কৃতির মূল উৎস যেহেতু কুরআন ও হাদীস, তাই মুসলিম সংস্কৃতি কুরআন ও হাদীসের প্রতিনিধিত্ব করে। আর এ কথা সুবিদিত যে, সে যুগের মুসলিম মনীষীগণের জীবনাচার ও কর্মনীতি ছিল নবীজীর হাদীসের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। ফলে তারা যখন পৃথিবীর কোনো প্রান্তে বাণিজ্য বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সফর এবং বসবাস করেছেন, তখন নিজের কর্মনীতির মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতির গোড়াপত্তন করতে সক্ষম হয়েছেন। নবী (সা.) এর জীবদ্দশায় হিজরী প্রথম শতক থেকেই আরব মুসলিম মণীষীগণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ভূখণ্ডে আগমন করতে থাকেন। স্থানীয় জনগণের সাথে তাদের আচার-আচরণ, চলা-ফেরা, উঠা-বসা ইত্যাদির মাধ্যমে এক মধুময় সাংস্কৃতিক বিনিময় ঘটে। ফলে এই অঞ্চলের জনগণ সর্বপ্রথম ইসলামী সংস্কৃতি তথা হাদীসের সংস্পর্শে আসে। আর এর মাধ্যমেই এ ভূ-খণ্ডে (জনগণের পরম্পরা পদ্ধতিতে) হাদীসের চর্চা ও প্রচারের প্রেক্ষাপট রচিত হয়। নিম্নে বাংলাদেশে দাঈগণের আগমণের ঐতিহাসিক উৎসাবলী পর্যালোচনার ধারায় প্রথম পদ্ধতির প্রমাণ উপস্থাপন করা হলো-

---

১০০ আখতারুল আলম, 'ইতিহাসের বাংলা : বাংলার ইতিহাস', *দৈনিক ইত্তিফাক*, ঢাকা : ইত্তিফাক ভবন, মতিঝিল, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৯খ্রি., পৃ. ৭

১০১ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ*, ঢাকা : শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮৪ খ্রি., পৃ. ৯

১০২ মিনহাজ-ই- সিরাজ, *তবাকত-আল-নাসিরী*, সম্পা. ও অনু. এ কে এম জাকারিয়া, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩ খ্রি., পৃ. ২৯

১০৩ সম্পদনা পরিষদ, *বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ*, ড. এম এ আজিজ ও ড. আহমদ আনিসুর রহমান, 'প্রাচীন বাংলাদেশ', ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৩ খ্রি., খ.১, পৃ.৩৮

Dhaka University Institutional Repository

ক. ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী, দলীলদস্তাবেজ ও পর্যটকদের বিবরণ: ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদদের মতে, ইসলাম আগমনের বহু পূর্ব থেকেই আরবগণ এ দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আসা-যাওয়া করতেন। ধারণা করা হয় উপমহাদেশের ব্যবসায়ীদের সাথে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক হযরত ইউসুফ (আ) এর আমল থেকেই চলে আসছে। তারা মিশর থেকে সুদূর চীন পর্যন্ত দীর্ঘ নৌপথ ধরে যাতায়াত করতেন।[১০৪] আরব বণিকদের জাহাজ ভারতের পশ্চিম উপকূল হয়ে চীন যাবার পথে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করত। এ সময় তারা বাংলার উপকূলবর্তী বন্দরনগরীগুলোতে যাত্রা বিরতিকালে অবস্থান নিতেন। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে বাংলার উপকূলে তমলুক ও চট্টগ্রাম ছিল প্রধান বন্দর। নৌপথ বাণিজ্যে আরব বণিকগণ মালাবার, কালিকট, মাদ্রাজ, সিলেট ও সিয়াম বন্দর দিয়েও ব্যাপক যাতায়াত করতেন। আরব ভূগোলবিদ আলী ইদ্রিস, আল মাসুদী ও ইয়াকুব ইবন আব্দুল্লাহ প্রমুখের মতে–চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর, চাঁদপুর নদী বন্দর, রামু, কক্সবাজার, সন্দ্বীপ প্রভৃতি স্থানে আরবদের বাণিজ্য স্থাপনা, আনাগোনা ও বসবাসের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

- **আরবগণ প্রদত্ত বিভিন্ন স্থানের নামকরণ:** বাংলা অঞ্চলের অনেক স্থানের নামকরণ আরব বণিকগণ কর্তৃক সাধিত হয়। এই সকল নাম কালক্রমে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপে এসেছে। যেমন: সাবা সম্প্রদায়ের নামানুসারে সাবাউর শহর বা সাভার, শাত-উল-গঙ্গা থেকে চাটগাও, প্রসিদ্ধ ভূমি বার্‌রি হিন্দ থেকে বরেন্দ্র নামের উৎপত্তির কথা সর্বজন বিদিত।
- **আরব ইতিহাসে এ অঞ্চলের বিভিন্ন নামের বর্ণনা:** ইবন খুরদাজবিহ 'আল মাসালিক ওয়াল মামালিক' গ্রন্থে উল্লেখ্য করেন– (কামরুপ কামাক্কা) থেকে চন্দন কাঠ আনা হতো। এ ছাড়াও প্রাচীন আরব লেখকগণ সিলেটকে সালাহাত নামে উল্লেখ করেছেন। তাদের বিভিন্ন গ্রন্থে সন্দ্বীপের পর জাযিরাতুর রামিচ নামক ভূ-খণ্ডের বর্ণনা পাওয়া যায়। এটি বর্তমান কক্সবাজার সন্নিকটবর্তী রামু এলাকার অন্তর্গত।
- **এদেশের ভাষা ও সংস্কৃতিতে আরবীয় প্রভাব:** বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিতে অসংখ্য আরবী শব্দ ও রীতি সুপ্রচলিত রয়েছে। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক বাংলায় ক্রিয়াপদের শুরুতে যে না সূচক শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, তা আরবী ভাষার অনুকরণ থেকেই এসেছে। সেখানকার অনেকেই এখনো বংশগতভাবে আরবীয় বংশদ্ভূত হিসাবে নিজেদের দাবী করেন। চট্টগ্রামের কোনো কোনো এলাকার নাম এখনো অবিকল আরবীয় রূপেই রয়ে গেছে। যেমন: আল করন, সুলক বহর, বালাকিয়া ইত্যাদি।

খ. মুবাল্লিগগণের আগমন: আরব ইতিহাস ও ভূগোলবিদদের বর্ণনা মতে, ৬১৮ খ্রি. নবীজীর (সা.) জীবদ্দশায় সাহাবী আবু ওয়াক্কাস ইবন ওহাইব (রা.) ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে হাবসা থেকে মালাবার হয়ে চট্টগ্রাম এসেছিলেন। সাথে ছিলেন সাহাবী হযরত আবু ওয়াক্কাস মালিক, তামিম আনসারি, আবু কায়েস ইবন হারিসা (রা.)। এই দলটি পরবর্তীতে চীনে গমন করেন। চীনের ইতিহাস থেকে এই চার সাহাবার চীন ভ্রমণের তথ্য পাওয়া যায়। এ ছাড়া নবীজীর (সা.) ইন্তিকালের পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উতবা, ইবন আমর তামিমী ও সাহিল ইবন আবদিসহ আরও দু'একজন সাহাবী চট্টগ্রামে আসেন বলে জানা যায়। অন্যদিকে মালাবার দ্বীপুঞ্জের উপকূলবর্তী তামিলনাড়ুর রাজা চেরুমল পেরুমল-এর ইসলাম গ্রহণ এবং তার আরব গমনের প্রসিদ্ধ ইতিহাস, অষ্টম হিজরীতে চীনের ক্যান্টনের রাজা তাইশাং হযরত আবু কাবশা (রা.) কর্তৃক ইসলাম গ্রহণ, গুজরাটে দরাদরের রাজা বোজের কাছে হযরত সাহাবা (রা.) এর আগমন ইতিহাস, হিন্দ থেকে রতন আবদুল্লাহ আল-হিন্দি (রা.) এর নবীজী (সা.) এর নিকট গমন ও ইসলাম গ্রহণ এবং ভারতীয়দের পক্ষ হতে সুগন্ধি দ্রব্য সামগ্রী ও আচার উপহার পাওয়া এবং আয়েশা (রা.) এর অসুস্থাবস্থায় ভারতীয় চিকিৎসক কর্তৃক রোগ অবহিত করার ইতিহাসসমূহ এই অঞ্চলের সাথে আরবের যোগাযোগ এবং মুসলিম মনীষীগণের বাংলায় আগমনের প্রমাণ বহন করে।

গ. মসজিদ ও শিলালিপি: সম্প্রতিককালে লালমনিরহাট জেলায় ৬৯ হিজরীতে নির্মিত একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। সেখানে উদ্ধারকৃত একটি শিলালিপিতে দেখা যায়– স্পষ্ট আরবী হরফে লেখা– "লা-ইলাহা-ইল্লাললাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ- হিজরী ৬৯ সন"। এই শিলালিপি স্পষ্টভাবে সাহাবা যুগের মুবাল্লিগগণের

১০৪ জিলহজ আলী, *বাংলাদেশের প্রাচীন মসজিদ*, ঢাকা: বুকস এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ১ জুলাই, ২০০৫, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

আগমনের জানান দেয়। চীনের ক্যান্টন নামক সমুদ্রতীরে সাহাবী আবু ওয়াক্কাস কর্তৃক নির্মিত একটি মসজিদ রয়েছে, যা কোয়াংটা মসজিদ নামে পরিচিত। পাশেই রয়েছে তাঁর কবর। এ ছাড়াও ফু-কীন প্রদেশের লিং নামক পাহাড়ের চুড়ায় আরো দু'জন সাহাবীর মাজার রয়েছে। এই স্থাপনাগুলো সাক্ষ্য দেয় এ সকল সাহাবা বাংলাদেশে আগমন করেছিলেন। কেননা চীন গমনকালে বঙ্গোপসাগরের উপকূল ঘেষা বন্দরে যাত্রা বিরতি নেওয়া ছিল তৎকালীন সমুদ্র ভ্রমণের সুপ্রসিদ্ধ নিয়ম।

গ. মুদ্রাঃ পাহাড়পুর ও রাজশাহীতে খলিফা হারুন অর রশিদের যুগের এবং ময়নামতি ও কুমিল্লায় আব্বাসীয় আমলের মুদ্রা পাওয়া যায়। যা এ দেশে ১ম ও ২য় হিজরী শতাব্দীতে সাহাবা, তাবেঈ ও তাবউত তাবেঈ কর্তৃক প্রথম ইসলাম প্রচারের বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে প্রস্ফুটিত করে তুলে। উল্লিখিত ঐতিহাসিক দলিল ও প্রমাণাদির উৎসসমূহ বাঙ্গালি সমাজে ইসলামী সংস্কৃতির গোড়াপত্তন এবং তা ছড়িয়ে পড়ার গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করে। আগত মুসলিমদের সাথে এই অঞ্চলের মানুষদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, ব্যবসা-বাণিজ্যের নিমিত্তে স্থানীয়দের সাথে আচার-আচরণ, উঠা-বসা, চলা ফেরা ইত্যাদি জীবনাচারের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক উপাদানের বিনিময় ঘটে। একইসাথে মুসলিমদের ইবাদাত-বন্দেগী ও দ্বীন প্রচারের বিবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলা অঞ্চলে হাদীসের অনুপ্রবেশ ঘটে। এটিকে আমলে মুতাওয়ারসাহ তথা কর্মধারার মাধ্যমে হাদীসের অনুপ্রবেশ বলা চলে। তবে এ ধারাটি কালের আবর্তে হাদীসের মূল শ্রোতের সাথে একতাবদ্ধ হতে পারেনি। কারণ তখনও পর্যন্ত এখানে হাদীস সংরক্ষণ ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিকশিত হয়ে উঠেনি।[১০৫]

২. হাদীসশাস্ত্রের স্বাভাবিক চর্চা ও পঠন-পাঠনের (তত্ত্বীয়) মাধ্যম

উপমহাদেশে নিয়মতান্ত্রিক হাদীসশিক্ষার প্রেক্ষাপট অনুষ্ঠিত হয় ৭১১ সালে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্দু বিজয়ের মধ্য দিয়ে। এ বিজয়ের মধ্য দিয়েই ভারতীয় উপমহাদেশে রাজনৈতিকভাবে ইসলামের আনুষ্ঠানিক আগমন ঘটে। এ সুবাদে এ অঞ্চলে তাবেয়ী মুহাদ্দিসগণের আগমন ঘটতে শুরু করে। ক্রমান্বয়ে দেবল, কুসদার, আল-মানসুরা, লাহোর, সাহারানপুর হাদীস চর্চা কেন্দ্রে পরিণত হয়। বহির্বিশ্ব থেকেও মুহাদ্দিসগণ আসতে থাকেন। হিজরী সপ্তম শতকের দিকে মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন।

১২০৪ সালে বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে বাংলা অঞ্চলেও রাজনৈতিকভাবে ইসলামের আগমন ঘটে। ফলে এখানে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হাদীস শিক্ষার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। ১২৭০ থেকে ১২৭৭ সাল পর্যন্ত বাংলা সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের শাসনাধীন ছিল। এ সময় তিনি দিল্লি হতে শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহকে (রহ) বাংলায় আমন্ত্রণ জানান। সুলতানের প্রত্যক্ষ সহায়তায় তৎকালীন বাংলার রাজধানী সোঁনারগায়ে প্রায় ৬০ বিঘা জমি জুড়ে স্থাপিত হয় বাংলার প্রথম আনুষ্ঠানিক মাদরাসা। এই মাদরাসায় ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। শায়খ শরফুদ্দীন এখানে *বুখারী, মুসলিম ও আবু ইয়ালার* শিক্ষা দিতেন। বহু দূর দূরান্ত থেকে ছাত্ররা এখানে এসে হাদীসের ক্লাসে যুক্ত হতেন। এ প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী প্রধান ছিলেন শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া আল-মানিরী (রহ)। তাঁর ইন্তিকালের পরও বেশ কিছু দিন পর্যন্ত এই মাদরাসায় শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত ছিল।

১৪৯৪ হতে ১৫৪০ সাল পর্যন্ত বাংলা অঞ্চল সায়াদাতের শাসনাধীন ছিল। তিনি ইসলামী শিক্ষা ও হাদীসের চর্চার জন্য বেশ কিছু মাদরাসা স্থাপন করেন। দিক দিগন্ত হতে সোনারগাঁয়ে বহু সংখ্যক হাদীসবিশারদ সমবেত হন এবং বহু লোক হাদীস শিক্ষা করে তাতে পারদর্শিতা অর্জন করেন। ফলে হাদীস চর্চার জন্য বহু মসজিদ ও খানকাও নির্মিত হয়। এ সময়ই নুসরত শাহের ও রাজত্বকাল। কাজেই বাংলার এ অঞ্চল তখন হাদীস চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। এ সময়কার বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শাহনুর বাঙ্গালী, তকি উদ্দিন আরাবী, আইনুদ্দিন (রহ.) প্রমুখ।

একই সময়ে গৌড় পাণ্ডুয়ায় রাজত্ব করেছিলেন আলাউদ্দিন শাহ। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের পাশাপাশি নিজ শাসনাধীন এলাকায় কুরআন-হাদীসের শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটান। তিনি ১৫০৩ সালে গৌড়ের

---

১০৫ Mostafa Kamal . in আল-হাদীস. ৪ ডিসেম্বর, ২০১৫খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

গুড়াবায়ে (বর্তমান মালদহে) একটি উন্নত মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে হাদীসের দারস প্রদান করা হতো। সেই সময়কার বিখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ শিহাবুদ্দিন, মুহাম্মদ ইবন ইয়াজদান বখশ (রা.) এখানে বুখারীর দরস দিতেন। ১৫৫০ সাল নাগাধ অত্র অঞ্চলে মসজিদ, খানকার মতো বহু ইসলামী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে।

১৬৩৮ সালে সম্রাট আকবর দীনে ইলাহী প্রবর্তন করলে মুসলিম সমাজে ইসলামী আকিদা, শিক্ষা সংস্কৃতি ও ধর্মীয়বোধ চূড়ান্তরূপে হুমকির মুখে পড়ে। এই সংকট নিরসন কল্পে সামনে এগিয়ে আসেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, মুজাদ্দিদ আলফে সানী (রহ.)। তাঁর সূচিত শিক্ষা আন্দোলনের ফলে মুসলিম সমাজে ইতিবাচক সংস্কার সাধিত হয়। একইসাথে একদল বিজ্ঞ ও নির্ভীক মুহাদ্দিসও তৈরি হয়। ১৭০০ সালে সম্রাট বাবরের আমলে উপমহাদেশে শীয়া মতবাদের উত্থান ঘটে এবং আলিমদের মাঝে মাযহাব নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ১৭৩৩ সালে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দিহলাভী এ সকল প্রতিকূল অবস্থা সংস্কার করে পুনরায় বিশুদ্ধ হাদীস চর্চার প্রচলন শুরু করেন।

১৭৫৭ সালে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির জঘন্য ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে বাংলায় নবাবী অমলের অবসান ঘটে এবং ইংরেজ শাসনের সূচনা হয়। ইংরেজ আমলে হাদীসশাস্ত্র ও অন্যান্য ইসলামী শিক্ষা চর্চার পথ রুদ্ধ হয়ে আসে। তবে তখনও দেশে কিছু মক্তব মাদরাসা নিজস্ব অর্থায়নে চালু থাকে। ১৭৮০ সালে লর্ড হেস্টিংসের সাথে এক বৈঠকে বাংলার মানুষদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান খোলার অনুমতি চাওয়া হয়। ফলশ্রুতিতে ১৭৮১ সালে ঢাকা আলিয়া মাদরাসার যাত্রা শুরু হয়। সেখানে প্রখ্যাত হাদীস গ্রন্থ মিশকাত শরীফ শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৬৬ সালে ভারতে মাওলানা কাসেম নানুতুবী এর প্রচেষ্টায় গড়ে উঠে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীসের বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দ। সেখানে সিলেবাস হিসাবে নির্বাচন করা হয় দারসে নিজামীর পাঠ্যক্রমকে। ক্রমান্বয়ে দেওবন্দ হাদীস শিক্ষার জন্য একটি আন্দোলনে পরিণত হয় এবং তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৯৬ সালে চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে প্রতিষ্ঠিত হয় দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম মাদরাসা। তথায় ১৯০৭ সাল থেকে মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, তহাবী, সিহাহ সিত্তাহসহ প্রসিদ্ধ সকল হাদীস গ্রন্থ পাঠদান শুরু হয়। অপরদিকে কলকাতা (পরবর্তী ঢাকা) আলিয়া মাদরাসায় ১৯০৯ সালে টাইটেল ক্লাসে পাঠদান শুরু হলে সিহাহ সিত্তাসহ বিবিধ হাদীস গ্রন্থ চর্চা শুরু হয়। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৩টি অনুষদ ও ১২টি বিভাগ নিয়ে যাত্রাকালে ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবী বিভাগ ছিল অন্যতম প্রধান সঙ্গী।

এই বিভগেও হাদীস পাঠদান চালু হয়। এভাবে বাংলাদেশে আলিয়া, কওমী ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে হাদীস চর্চার ক্ষেত্র সূচিত হয় এবং তা যুগ যুগান্ত ধরে হাদীসশাস্ত্রের জ্যোতি বিলিয়ে যাচ্ছে।[১০৬]

ঘ. বাংলাদেশে হাদীস আগমনের মাধ্যম

বাংলাদেশে ইসলাম তথা হাদীসের আবির্ভাব তিনটি মাধ্যমে হয়েছে। যথা-ক. নৌপথে আরব বণিকদের মাধ্যমে; খ. স্থলপথে ইসলাম ধর্ম প্রচারকগণের মাধ্যমে; গ. মুসলিম শাসকদের বিজয়াভিযান, 'আলিম, মুহাদ্দিস, মুজাহিদ এবং ওলী-আউলিয়ার মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে মাওলানা মুহীউদ্দীন খান বলেন- বাংলায় প্রথম ইসলাম আগমন স্থল পথে নয় বরং সমুদ্র পথে এসেছে। খোদ রাসূল-কারীম (সা.) এর জীবদ্দশায় এমনকি সম্ভবত হিজরতের আগেও বাংলার উপকূল অঞ্চলে ইসলামের আলো বিস্তার লাভ করেছে। বাংলাদেশে সাহাবীদের আগমন ঘটেছে এবং তাঁরা এ দেশে বহু সংখ্যক অনুসারী বা তাবেয়ী রেখে গেছেন।[১০৭] তবে কোনো কোনো ইতিহাসবিদের মতে, এ দেশে ইসলামের বিকাশ চারটি উপায়ে ঘটে থাকতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যথা- ক) বিজয়াভিযান; খ) ধর্মান্তরিত করণ; গ) উপনিবেশ স্থাপন; ঘ) বহিরাগতদের বসতি স্থাপন।[১০৮] উক্ত মাধ্যমগুলো যথার্থ নয়; বরং ইসলাম প্রচারকগণ তথা আলিম-ওলামা, মুহাদ্দিস-মুবাল্লিগ, সুফী-সাধক, পীর-আউলিয়ার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা এবং তাঁদের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, মহত্ত্ব ও উদারতা দ্বারা নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের হৃদয় জয় করার মাধ্যমেই মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জনের ফলে হাদীসশাস্ত্রের আগমন ঘটেছে।

---

১০৬ *প্রাগুক্ত*

১০৭ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, 'বাংলাদেশে ইসলাম কয়েকটি তথ্য সূত্র', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, পৃ. ৩৪৫

১০৮ সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইফাবা, খ. ২৭, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

৩.৮.৩ বঙ্গ অঞ্চলে হাদীস চর্চার বিকাশ

আলো-আধাঁরের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। আলোর আগমনে আধাঁরের প্রস্থান অনিবার্য। আরব গগণে ইসলামের রবি উদিত হওয়ার পরে জাহিলিয়াতের ঘোর অন্ধকার ওহীর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়। এ আলোকে কোন শক্তি নিভিয়ে দিতে পারেনি; পারেনি স্তব্ধ করতে। এ আলোকচ্ছটা সীমাবদ্ধ থাকেনি আরব ভূমিতে; প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য, এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা সর্বত্র তা ছড়িয়ে পড়ে ছিল। এমনকি এ হেরার জ্যোতি থেকে বাংলাদেশেও বঞ্চিত হয়নি। আরব মুসলিম বণিকরা জল ও স্থল পথে ইসলামের বাণী বহন করে নিয়ে এসেছিলেন এ অঞ্চলে। তাদের পথ ধরে শতসহস্র ওলী-আওলিয়া, মুবাল্লিগ-মুরশিদ, আলিম-ওলামা এ দেশে নিছক ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। রাজনৈতিকভাবে প্রথম মুসলিম বঙ্গ বিজয়ী বীর ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী নব দীক্ষিত মুসলিমদের ইসলামী তাহযীব-তমুদ্দুন শিক্ষা দানের জন্য অনেক প্রশাসনিক ও বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি এটা হৃদয়দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে একটি সুশৃঙ্খল মুসলিম সমাজ গড়ে না উঠা পর্যন্ত মুসলিম শাসনের বুনিয়াদ মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কেননা সত্যিকারের মুসলিম সমাজই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাণশক্তি। তাই ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ বলেন,"লখনৌতিতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করার পর বখতিয়ার খলজী তাঁর রাজ্যের প্রত্যেক ইকতায় মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ নির্মাণ করেন।"[১০৯]

এ বঙ্গ আঞ্চলে কখন, কীভাবে এবং কার মাধ্যমে সর্বপ্রথম হাদীস চর্চার আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত হয় তা নিশ্চিত করে বলা প্রায় অসম্ভব। তবে এ কথা নিশ্চিতকরে বলা যায় যে, ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের (১২০৩ খ্রি.) অনেক আগেই এ অঞ্চলে ইসলামের আলো তথা কুরআন-হাদীসের জ্যোতি পৌঁছে ছিল। কারণ বঙ্গ বিজয়ের বহু পূর্ব থেকেই মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত অনেক আলিম-ওলামা, মুহাদ্দিস-মুফাস্সির ও দীনের দা'ঈ এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করে এসেছিলেন। তাঁরা কুরআন-হাদীসে বিজ্ঞব্যক্তিত্ব ছিলেন। সুতরাং তাঁরা হাদীস জানতেন না কিংবা এ অঞ্চলে হাদীস চর্চা করেননি, এরূপ ধারণা করা তাদের উপর অবিচার বৈকী? তা ছাড়া শাহী আমল ও নবাবী আমলে রাজকার্যে নিয়োজিত ছিলেন আলিম-ওলামা, তাদের কেউই হাদীস চর্চা করেনি এমন চিন্তা করাটাই বা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? এ যুগের আলিমগণ চাকুরীর কর্মঘন্টার বাহিরে কিংবা বণিকগণ ব্যবসা-বাণিজ্যের ফাঁকে ফাঁকে হাদীস চর্চা করতেন; ছড়াতেন জ্ঞানের আলো।[১১০] এ মাদরাসাগুলোর মধ্যে মহিসুনের মাওলানা তকী উদ্দীন আরবীর মাদরাসা প্রাচীনতম। এর পরে আসে সোনারগাঁওয়ের শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার মাদরাসা। শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সোনারগাঁওয়ে আগমন করেন এবং তথায় মাদরাসা স্থাপন করেন।[১১১] এ ছাড়া বড়কাটারা মাদরাসা এবং লালবাগ মাদরাসা, রাজশাহীর বাঘায় অবস্থিত হাওয়াদা মিয়ার মাদরাসা ও ঢাকার নতুন পল্টন লেন মাদরাসার নাম উল্লেখযোগ্য।[১১২]

এ মাদরাসাগুলোতে কুরআন, হাদীস ও ফিক্হ বিষয়ে পড়ানো হতো। এ সব বিষয়ের মধ্যে হাদীসের অধ্যয়ন অন্যতম। আল-কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য হাদীসের বিকল্প নেই। কেননা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনাচার লিপিবদ্ধ রয়েছে হাদীসে। এ কারণে উক্ত সকল বিষয়ের মধ্যে হাদীস শিক্ষাদান সবিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।[১১৩] নিম্নে প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকদের অবদানে বাংলার কতিপয় মাদরাসার ধ্বংসাবশেষ ও ইতিহাস সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো-

---

১০৯ এ.কে.এম.জাকারিয়া সম্পাদিত ও অনূদিত, *মিনহাজ-ই-সিরাজ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩ খ্রি., পৃ.২৯

১১০ মাওলানা আজমী, *প্রাগুক্ত* ,পৃ. ১৯৯

১১১ ড.এস.এম.হাসান, 'সোনারগাঁও', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯খ্রি., পৃ.১৩; Abdul karim, *Social History of the Muslims in Bengal,* 2nd edition, pp.176-190.

১১২ ড. আহসান সাইয়েদ, *বাংলাদেশে হাদীস চর্চার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, ঢাকা : এ্যাডর্ণ পাবলিকেশন্স, ফেব্রু. ২০০৬, পৃ.৪৫

১১৩ সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, আবদুস সোবাহান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, খ.৩, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃ. ৩৮৭

Dhaka University Institutional Repository

৩.৮.৪ বঙ্গ অঞ্চলের মাদরাসাসমূহ

ক) বখতিয়ার খিলজীর আমলের মাদরাসা: ১২০৩ খ্রি. ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী বাংলার অংশ বিশেষ বিজয়ের পর এ দেশে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। তিনি বঙ্গ বিজয় করার পর নদীয়ার (রাজধানী) পরিবর্তে রংপুর নামে একটি শহরের পত্তন করেন এবং সেখানে বহু মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাহ নির্মাণ করেন।[১১৪] ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর অনুসরণে আঞ্চলিক শাসকবর্গ বিভিন্ন অঞ্চলে বহু মসজিদ নির্মাণ করেন। এ মসজিদগুলোতেও যথানিয়মে শিক্ষাকার্যক্রম চলতো। এ প্রসঙ্গে ড. এম. এ. রহিম বলেন, বাংলার প্রথম মুসলিম শাসক ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর সময় থেকেই মসজিদ, খানকা, মক্তব ও মাদরাসার পৃষ্ঠপোষকতার কথা জানা যায়। তিনি ওলামাদেরও সাহায্য করতেন।[১১৫] বখতিয়ার খলজী সহজেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, অমুসলিম দেশে ইসলামের বিস্তার ছাড়া ক্ষমতা স্থায়ী হবে না। তাই রাজধানীর বাইরের মাদরাসা, মসজিদ ও খানকা তৈরী করেন। তার ধারাবাহিকতায় পরবর্তী শাসকবৃন্দ মসজিদ মাদরাসা এবং খানকার পৃষ্ঠপোষকতা করে ক্ষান্ত হননি; বরং সৈয়দ, আলীম ও শায়খদের বেতন-ভাতা দেওয়ারও প্রচলন করেন।[১১৬] অতঃপর বাংলার ক্ষমতার মসনদে আসেন সুলতান গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খিলজী। তাঁর শাসনামলে (১২১২-১২২৭ খ্রি.) তিনি একটি সুরম্য মসজিদ, মাদরাসা এবং লক্ষণাবতীতে একটি সারাইখানা নির্মাণ করেন। বর্তমানে এ সব স্থাপত্যের মধ্যে শুধু ওমরপুর ও অস্তিপুর দুটি মাদরাসার ভগ্নাংশ ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।[১১৭] তবে সৌভাগ্য বশত: শিলালিপি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এবং কিছু কিছু লিখিত প্রমাণের দ্বারা কয়েকটি মাদরাসার অস্তিত্বের কথা জানা যায়।[১১৮]

খ) লক্ষ্মণাবতীর মাদরাসা: সুলতান গিয়াসউদ্দিন বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান। তিনি ১২১২ হতে ১২২৭ খ্রি. পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসন করেন। বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়ার পরেই তিনি একটি সুরম্য মসজিদ, একটি মাদরাসা এবং প্রবাসীদের জন্য লক্ষ্মণাবতীতে একটি সরাইখানা স্থাপন করেন। বর্তমানে এইসব স্থাপত্যের মধ্যে শুধু মাদরাসা ভবনটির ভগ্নাংশ রয়েছে।[১১৯]

গ) গৌড়ের মাদরাসা: সুলতান দ্বিতীয় গিয়াস উদ্দিন জ্ঞানী-গুণী ও বিদ্বানদের বিশেষ সম্মান করতেন। তিনি নিজেও মাঝে মাঝে কাব্য চর্চা করতেন। তাঁহার শাসনামলে ১৪৭৯ সালে সুলতান ইউসুফ শাহ নির্মিত 'দরস বাড়ী' নামক মাদরাসাটি (মাহদীপুর ও ফিরোজপুরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত) বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল।[১২০] প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক জরিপের ফলে গৌড় অঞ্চলে ওমরপুর গ্রামের সন্নিকটে 'দরসবাড়ী' নামে একটি মাদরাসার নিদর্শন পাওয়া গেছে।[১২১] এখানে একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গেছে। যার নাম দরসবাড়ী মসজিদ বা মাদরাসা মসজিদ। ১৪৭১ সালে সুলায়মান শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-১৪৮২ খ্রি.) কর্তৃক একটি জামে মসজিদ নির্মাণের বর্ণনা ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে।[১২২] গৌড়ের ছোট সাগর দীঘির পার্শ্বে একটি বড় দালানের ধ্বংসাবশেষ থেকে মুসলিম শাসনকর্তাদের রাজধানী শহরে আরও একটি মসজিদের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গেছে। স্থানীয় একটি জনশ্রুতি অনুসারে দালানটিতে বেলবাড়ী মাদরাসা নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল।[১২৩]

---

১১৪ ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রি. ,পৃ. ০১ ; আব্দুস সাত্তার , *আলিয়া মাদ্রসার ইতিহাস*, মোস্তফা হারুণ অনূদিত, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৫ খ্রি. , সংস্ক.৩, পৃ. ২৫

১১৫ ড. এম.এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮২খ্রি., পৃ. ১৬৪

১১৬ ড. এম.এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২; আব্দুস সাত্তার , *আলিয়া মাদ্রসার ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৫

১১৭ আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, ঢাকা : বাংলাএকাডেমি, ১৯৮২খ্রি. , খ.১, পৃ.১১৭ ; আব্দুস সাত্তার, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৫

১১৮ ড.আবদুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ১৯৯৪খ্রি., পৃ.২২৪-২২৫

১১৯ History of Bengal Archological survey of India Vol-X Vl, p- 76; আব্দুস সাত্তার, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৫

১২০ Charls Sterwart, *The History of Bengal,* London: Black Parry & Co.1813, P.P 82-85 ; আব্দুস সাত্তার, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৫; এম. আবিদ আলী খান মালদহী, *গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্মৃতিকথা*, অনু. অধ্যাপক কাজী মোঃ শহীদুল হক ও অধ্যাপক মোঃ আবুল কাসেম ভুঁইয়া, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৮৭খ্রি., পৃ ৯০

১২১ ড. আবদুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১১

১২২ আবুল হাসানাত আলী নদভী, *হিন্দুস্থান কী কদীম ইসলামী দরস গাহি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫; ড. মো: আবদুস সাত্তার, *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব*, ঢাকা: ইফাবা,২০০৪খ্রি., পৃ. ১০৮

১২৩ ড. এম.রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

ঘ) হুগলীর মাদরাসা: মধ্যযুগের শিলালিপি সূত্রে কয়েকটি মাদরাসার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ১২৯৮ সাল সুলতান রুকন উদ্দীন কায়কাউসের পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলায় ত্রিবেনীতে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩১৩ সালে সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের সময়ে উৎকীর্ণ আর একখানি শিলালিপিতেও একটি মাদরাসা স্থাপনের কথা উল্লেখ আছে। আসলে উভয় শিলালিপি একই মাদরাসার। মাদরাসার মোতাওয়াল্লী হিসেবে জাফর খানের নাম উল্লেখ আছে।[১২৪] সুলতান জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহ কর্তৃক নির্মিত আরও একটি মাদরাসার সন্ধান পাওয়া যায়। ১৪৩২ সালের শিলালিপিতে মসজিদসহ এই মাদরাসার অস্তিত্বের অনুমান করা হয়।[১২৫] সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্‌র ১৫০১ সালে উৎকীর্ণ শিলালিপি অনুসারে ধর্ম ও বিজ্ঞান শিক্ষাদান এবং যা সত্য কেবল সে মতবাদ অনুসরণের উপদেশদান করার উদ্দেশ্যে আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্‌ এ চমৎকার মাদরাসাটি নির্মাণ করেন।[১২৬] ঐতিহাসিক চার্লস স্টুয়ার্ট বলেন, শায়খ নূর কুতুব আলম একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ ঐ মাদরাসা পরিচালনার জন্য ভূসম্পত্তি দান করেন।[১২৭]

ঙ) হোসেন শাহের মাদরাসা: হোসেন শাহ এবং তাঁর পুত্র নসরাত শাহ এর সহিত বাংলার হোসাইনী বংশের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। তাঁরা দুজনই বহু মাদরাসা এবং খানকা স্থাপন করেন। গৌড়ের সাগর দীঘির উত্তরাংশে চতুর্কোন বিশিষ্ট একটি মাদরাসা ভবন এখনো তাদের স্মৃতির সাক্ষ্য বহন করছে। এই আলীশান মাদরাসা সুলতান হোসেন শাহ আল মালেকুল হোসাইনীর আদেশক্রমে ১৪৯৩ সালের (৯০৭ হি.) পহেলা রমযান স্থাপন করেন।[১২৮]

চ) দিনাজপুরের মাদরাসা: ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার প্রচেষ্টায় সোনারগাঁ হাদীস শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে দিনাজপুরের মহিসুনে মাওলানা তকীউদ্দীন একটি আরবী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তা অতটা ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি। তবে তাঁর এ মাদরাসাকে বাংলার প্রথম ইসলামী কেন্দ্র বলে মনে করা হয়।[১২৯]

ছ) ঢাকার মাদরাসা: শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা বোখারায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খোরাসানে লেখাপড়া শেষ করে ইসলামের দাওয়াত প্রচারের জন্য উপমহাদেশে আসেন। দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিশ তখন (১২১০-৩৬) আবু তাওয়ামাকে বাংলার সোনারগাঁয়ে পাঠান বলে জানা যায়। তিনি রাজকর্ম পেয়েও তা প্রত্যাখান করেন। অতঃপর সোনারগাঁয়ে এসে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার প্রচেষ্টায় মাদরাসাটি সোনারগাঁ হাদীস শিক্ষার একটি বিরাট কেন্দ্রে পরিণত হয়।[১৩০] এ মাদরাসাটি ছিল একটি বৃহদায়তন আবাসিক শিক্ষা নিকেতন। তাই শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের ইসলামিক জীবন বিধানের বাস্তব প্রশিক্ষণ দেয়া হত। ফলে বাস্তব জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানসাধক, মর্দে মুজাহিদীন ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধসম্পন্ন আদর্শ ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা হত। এমনকি ছাত্র-শিক্ষকদের একই দস্তরখানায় খাওয়া-দাওয়ায় রেওয়াজও এখানে প্রচলিত ছিল।[১৩১]

সূফী ও পণ্ডিত হিসেবে শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার ফলে সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের বিদ্যানুরাগী ছাত্ররা এখানে হাদীস ও ইসলামী জ্ঞানান্বেষণে ছুটে আসতো। কাজেই সোনারগাঁ শুধু বঙ্গদেশেই নয়, তা ভারতের একটি প্রদীপ্ত শিক্ষা কেন্দ্রের মর্যাদা লাভ করে। সে যুগে এখান থেকে বহু খ্যাতিমান জ্ঞানী, গুণী, মুহাদ্দিস-মুফাস্‌সির, পীর-দরবেশ তৈরি হয়।[১৩২] সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ শাহ সুলতান আলাউদ্দীন হুসাইন শাহের জাহাঙ্গীর নগরস্থ বড়কাটরা মাদরাসা এবং লালবাগ মাদরাসা, রাজশাহীর বাঘায়

---

১২৪ ড. আবদুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৫

১২৫ *প্রাগুক্ত*

১২৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ.২২৬

১২৭ ড. আবদুল করিম, *মক্কা শরীফে বাঙ্গালী মাদরাসা*, চট্টগ্রাম: বাইতুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ১৯৮৭ খ্রি., পৃ.১১-১৩

১২৮ S. M. Jafar, *Education in Muslim India*, Delli: Idarah-i- Adabiyat-i Delli,1993, আব্দুস সাত্তার, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৬

১২৯ ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, 'শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা', ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রি., ৩২ বর্ষ, ১ম ও ৪র্থ (একত্রিত) সংখ্যা, পৃ. ৩৯৫-৪০২ (বি.দ্র.); আব্দুল মান্নান তালিব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭

১৩০ *প্রাগুক্ত*

১৩১ ড. এম.এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২ খ্রি., পৃ. ১৬৭

১৩২ ড.আ.ন.ম. রইছ উদ্দীন, 'বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ঢাকা: ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খ্রি., পৃ. ১৬৭

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থিত হাওয়াদা মিয়ার মাদরাসা ও ঢাকার নতুন পল্টন লেন মাদরাসার নাম উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও এ দেশের বিভিন্ন স্থানে আরও অনেক মাদরাসা নির্মিত হয়।[১৩৩] ঢাকার উপকণ্ঠের বিশিষ্ট ব্যক্তি শাহনুরী (রহ.) তাঁর *'কিবরিয়াতে আহমর'* গ্রন্থে বলেন, (গ্রন্থটি দুর্লভ) তিনি রোজ চার মাইল পথ অতিক্রম করে মগবাজার হতে শায়েস্তা খানের মাদরাসা পড়তে যেতেন। এই অধ্যয়নকাল সম্ভবত ১৭০৮ খ্রিষ্টাব্দে হবে। এছাড়া শায়েস্তা খানের অসমাপ্ত কেল্লার অনতিদূরে একটি জমকালো মসজিদ রয়েছে। এই মসজিদকে খান মোহাম্মদ মৃধার মসজিদ নামে অভিহিত করা হয়। এই ভবনটি দ্বিতল বিশিষ্ট। নীচে অনেক বড় বড় কামরা রয়েছে। এই কামরাগুলি ছাত্রাবাস হিসাবে ব্যবহৃত হত। মসজিদের চারিদিকে খোলা বারান্দা রয়েছে। এই মসজিদের নীচের অংশকে এখনো মাদরাসা হিসেবে অভিহিত করা হয়। মসজিদের দেওয়ালে কয়েক চরণ ফরাসী কবিতা উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও ঢাকাতে এ জাতীয় বহু মসজিদের সন্ধান পাওয়া যায়, যে সকল মসজিদ সংলগ্ন বিভিন্ন মাদরাসার অবস্থান সম্পর্কে ঢাকার মানুষের মাঝে জনশ্রুতি রয়েছে।[১৩৪]

জ) মুর্শিদাবাদের মাদরাসাঃ *'সিয়ারুল মুতাআ'খখিরীন'* গ্রন্থ পর্যালোচনায় অবগত হওয়া যায় যে, নবাব আলীবর্দী খান তাঁর জীবদ্দশায় আজিমাবাদের (পাটনা) আলিম-ফাযিল ও শিক্ষাবিদদেরকে মুর্শিদাবাদে বসবাস করবার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং তাদের জন্য পর্যাপ্ত বৃত্তি বরাদ্দ দেয়া হয়। নবাবের আহবানে সাড়া দিয়ে আজিমাবাদ হতে যে সকল পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন তন্মধ্যে মীর মোহাম্মদ আলী, হোসাইন খান ও হাজী মোহাম্মদ খানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের মধ্যে মীর মোহাম্মদ আলীর একবিশালায়তন ব্যক্তিগত লাইব্রেরি ছিল। যাতে দুই হাজার গ্রন্থ ছিল। এতেই অনুমান করা যায় যে, তিনি কত উঁচু মাপের জ্ঞানসাধক-বিদ্যানুরাগী ছিলেন। এ ছাড়া মুর্শিদাবাদে 'কাটার মাদরাসা' নামে বিখ্যাত একটি দীনি প্রতিষ্ঠান ছিল। নওয়াব জাফর মুরশিদ আলী খান এ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা। মাদরাসাটি এখনো কালের সাক্ষী হয়ে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে।[১৩৫]

ঝ) বোহারের (বর্ধমান) মাদরাসাঃ বোহার বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ছোট্ট একটি গ্রাম। এ অঞ্চলের প্রখ্যাত জমিদার মুনশী সদরুদ্দিন একজন যথার্থ পণ্ডিত এবং জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত ছিলেন। জ্ঞানী-গুণীদের তিনি বিশেষভাবে সমাদর করতেন। তাঁর আমন্ত্রণক্রমে সম্ভবত ১১৭৮ হিজরীতে লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত আলিম বাহরুল উলূম (বিদ্যাসাগর) উপাধিতে ভূষিত মাওলানা আবদুল আলী বোহারে তাশরিফ নেন। মুনশী সদরুদ্দিন মাওলানার জন্য বোহারে একটি স্বতন্ত্র্য মাদরাসা স্থাপন করেন। এই মাদরাসায় তিনি বহুকাল চারশত টাকা মাসিক বেতনে শিক্ষাদান করেন। এ মাদরাসায় দূরদেশ থেকে আগত কম পক্ষে একশত শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হতো। কালক্রমে বোহার মাদরাসা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মাদরাসা বন্ধ হয়ে গেলেও ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরির 'বোহার বিভাগ' অদ্যাবধি তা স্মরণ করিয়ে দেয়। কারণ মাদারাসাটি বন্ধ হওয়ার পর বৃহৎ কুতুবখানা (লাইব্রেরি) ইংরেজ সরকারের তত্ত্বাবধানে রাখা হয় এবং সমুদয় কিতাবপত্র ও হাতে লিখা অসংখ্য পাণ্ডুলিপি কলিকাতার ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরিতে স্থানান্তরিত করা হয়। বোহারের মতো মঙ্গলকোটও বিশিষ্ট আলিম-উলামা ও শিক্ষাবিদদের কেন্দ্রস্থল ছিল। এখানে মাওলানা হামিদুদ্দিন দানেশমন্দ বাঙ্গালীর (রহ.) খানকা শরীফ ছিল; যিনি মুজাদ্দিদে আলফেসানীর শিষ্য-ভক্ত ছিলেন। অতঃপর এখানে কালক্রমে ধর্মীয় শিক্ষার প্রভাব স্তিমিত হয়ে আসে পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য শিক্ষার ভিত রচিত হয়। কুতুবখানায় রক্ষিত অমূল্য সম্পদ অব্যবহৃত অবস্থায় বিনষ্ট হবে এ আশঙ্কায় মাওলানা মোহাম্মদ মঙ্গলকোটির পৌত্রী এবং খোন্দকার মৌলবী এজহারুল হকের পত্নী তাদের পারিবারিক কুতুবখানার সমুদয় বই-পত্র ১৯২৮ খ্রি. মাদরাসা-ই-আলিয়ায় (কলিকাতা) দান করেন। দানকৃত এইসব গ্রন্থ এখনো ঢাকার মাদরাসা-ই-আলীয়ার লাইব্রেরিতে 'মঙ্গলকোট বিভাগ' নামে আজো সুরক্ষিত রয়েছে। দূর্লভ এ বিভাগে সর্বমোট ৭০৪ খানা গ্রন্থ রয়েছে, তন্মধ্যে ৬৪৬০ খানা মুদ্রিত এবং অবশিষ্টগুলো হাতের লেখা পাণ্ডুলিপি।[১৩৬]

---

১৩৩ ড. আহসান সাইয়েদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৫; I.H. Qureshi, *Administretion of the Sultanate of Delhi*, 5th edition, p.p 176

১৩৪ আব্দুস সাত্তার, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৮

১৩৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৮-২৯

১৩৬ *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

*অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত এ দেশ মুসলিম শাসনাধীন থাকে। ১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটে। ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয় পৃথিবীর মানচিত্রে। পশ্চিম পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি পশ্চিম ভারতের কিছু অংশ এবং বঙ্গ দেশের পূর্বাঞ্চলের বৃহত্তর অংশ নিয়ে সৃষ্টি হয় পূর্ব পাকিস্তানের। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান এক মহান মুক্তি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করে । ফলে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির অভ্যুদয় হয়।[১৩৭]

৩.৮.৫ বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মুহাদ্দিসগণের ধারাবাহিকতায় (সনদে) হাদীস চর্চা

হাদীসকে প্রামাণিক উৎস হিসেবে প্রমাণিত করতে সূত্র পরম্পরা মৌখিক সাক্ষ্যসমূহের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায়, এই সাক্ষ্যের ধারাবাহিকতাকে সনদ (বর্ণনা সূত্র পরম্পরা) হিসেবে অভিহিত করা হয়। প্রত্যেক সাক্ষ্যিই বস্তুত একেকজন রাবী (বর্ণনাকারী)। রাবীগণ শুধু সাক্ষ্য দিয়েই ক্ষ্যান্ত থাকেননি বরং রীতিমত শিক্ষাদান করেছেন। তাই সাক্ষ্যদাতা শায়খ বা শিক্ষক এবং শ্রোতা বা ছাত্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। যে কোনো মহামনীষী কর্তৃক হাদীস বলে স্বীকৃত কোনো বাক্যকে সনদ ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীস বলে কস্মিনকালেও অনুমোদন দেয়া হয় না। আলোচ্য অভিসন্দর্ভটি যেহেতু বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা বিষয়ক গবেষণাকর্ম, তাই বাংলাদেশে হাদীসের আগমন ও বাংলাভাষী মুহাদ্দিসগণের হাদীসের সনদ সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক। এ আলোচনার মাধ্যমে জানা যাবে, কোন সনদ বা ধারাবাহিকতায় এ দেশে হাদীসের আগমন ও চর্চা হচ্ছে। নিম্নে বাংলাদেশে হাদীসের ছয়টি প্রসিদ্ধ গ্রন্থসহ অন্যান্য যে কয়েকটি গ্রন্থের দরস-তাদরীস চলমান রয়েছে সেগুলোর যথাযথ সনদ পরম্পরা আলোচনা করা হলো।

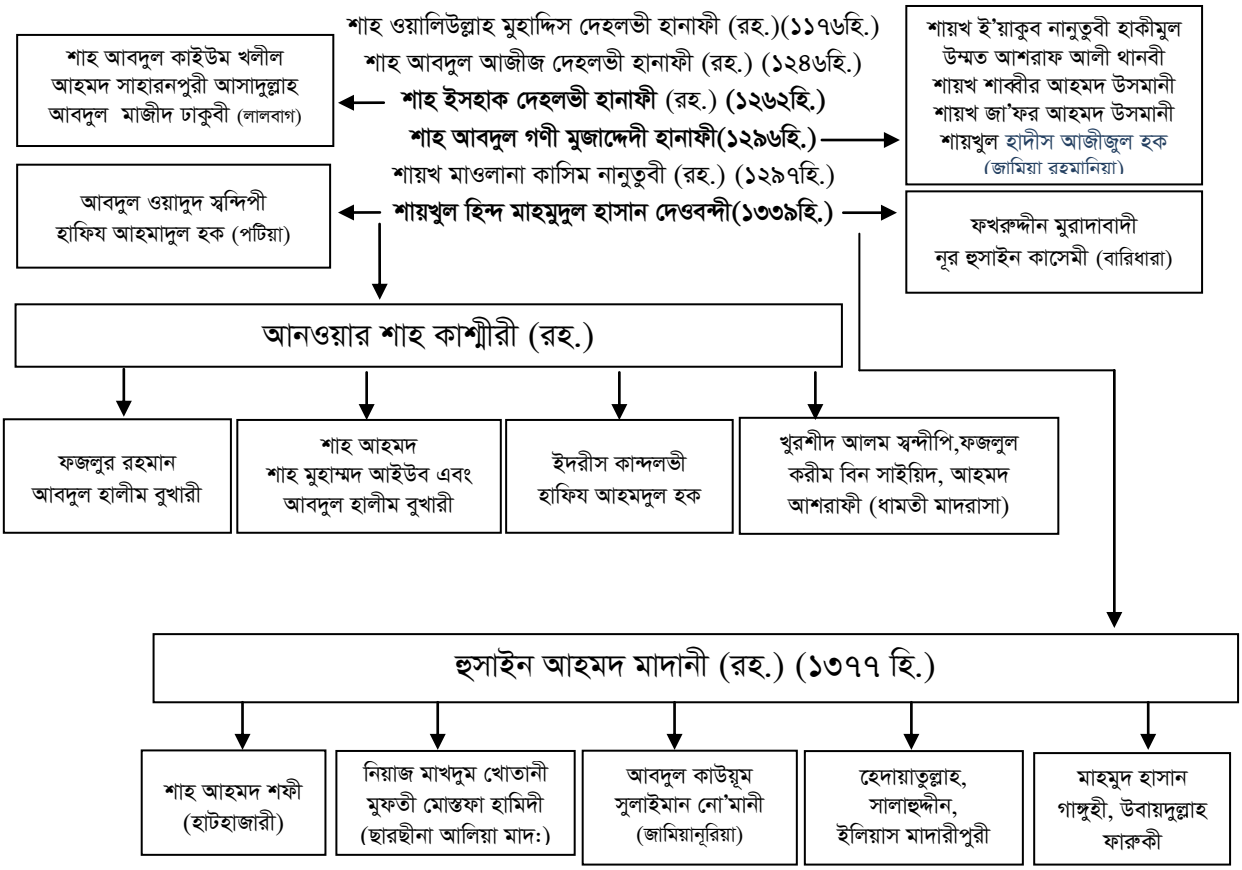
বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার বিকাশ: যাদের ধারাবাহিকতায়

সহীহ বুখারী

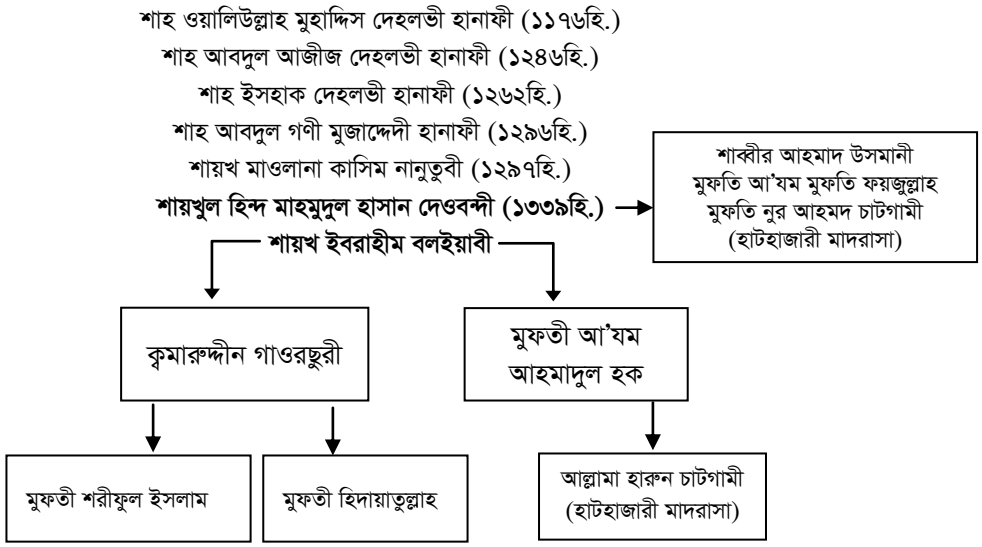
শায়খ আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ.) (মৃ. ২৫৬হি.)
আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইউসুফ বেরাবরী বুখারী (রহ.) (৩২০হি.)
আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন আহমাদ সারাখসী (রহ.) (৩৮১হি.)
আবুল হাসান আবদুর রহমান বিন মুজাফফর বিন মুহাম্মদ দাউদী (রহ.) (৪৬৭হি.)
আবুল ওয়াকত আবদুল আউয়াল বিন ঈসা হারাভী (রহ.) (৫৫৩হি.)
সিরাজুদ্দীন হুসাইন বিন মুবারক জুবাইদী বাগদাদী হাম্বলী (রহ.) (৬৩১হি.)
আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আবু তালিব হাজ্জার (রহ.) (৭৩০হি.)
যাইনুদ্দীন ইবরাহীম বিন তানুখী শামী (রহ.) (৮০০হি.)
হাফিয ইবন হাজার আসকালানী মিসরী শাফেঈ (রহ.) (৮৫২হি.)
যাইনুদ্দীন যাকারিয়া বিন মুহাম্মদ আনসারী শাফেঈ (রহ.) (৯২৭হি.)
শামছুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ রমলী মিসরী শাফেঈ (রহ.) (১০০০৪হি.)
আহমদ বিন আবদুল কুদ্দুস শিন্নাভী মিসরী ছুম্মাল মাদানী (রহ.) (১০২৭হি.)
সাইয়িদ আহমদ বিন মুহাম্মদ কুশাশী মাদানী (রহ.) (১০৭১হি.)
ইবরাহীম কুরদী শাফেঈ (রহ.) (১১০১হি.)
আবু তাহের মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম আল মাদানী (রহ.) (১১৪৫হি.)

১৩৭ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *বং বঙ্গ বাঙ্গালা বাংলাদেশ*, ঢাকা : সময় প্রকাশন, ১৯৯৯খ্রি., পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository



সহীহ মুসলিম



Dhaka University Institutional Repository

সুনান আন-নাসাঈ

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী হানাফী (১১৭৬হি.)
শাহ আবদুল আজীজ দেহলভী হানাফী (১২৪৬হি.)
শাহ ইসহাক দেহলভী হানাফী (১২৬২হি.)
শাহ আবদুল গণী মুজাদ্দেদী হানাফী (১২৯৬হি.)
শায়খ মাওলানা কাসিম নানুতুবী (১২৯৭হি.)
শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (১৩৩৯হি.)

মাযহার নানুতুবী
আব্দুর রহমান কামেলপুরী
মুফতী মাহমুদ হাসান গংগুহী

আনওয়ার শাহ কাশমিরী
ইদরীস মিরাঠি
আব্দুস সালাম চাটগামী
(হাটহাজারী মাদরাসা)

আল্লামা আবুল হাসান চাটগামী
শায়খ হাফেজ শোয়াইব আহমাদ
(হাটহাজারী মাদরাসা)

সুনান আবী দাউদ

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী হানাফী (১১৭৬হি.)
শাহ আবদুল আজীজ দেহলভী হানাফী (১২৪৬হি.)
শাহ ইসহাক দেহলভী হানাফী (১২৬২হি.)
শাহ আবদুল গণী মুজাদ্দেদী হানাফী (১২৯৬হি.)
শায়খ মাওলানা কাসিম নানুতুবী (১২৯৭হি.)
শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (১৩৩৯হি.)

ফখরুল হাসান মুরাদাবাদী
ক্বমারুদ্দীন
মাহমুদ হাসান

ফখরুল হাসান মুরাদাবাদী
শায়খুল আদাব এ'যায আলী
নে'মাতুল্লাহ আ'যমী
মাওলানা মাহমদ হাসান

শায়খুল আদাব এ'যায আলী
আল্লামা হামেদ (চট্টগ্রাম)
মুফতি আহমাদুল হক ও হারুন চাটগামী
(হাটহাজারী মাদরাসা)

জামি' আত-তিরমিযী

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী হানাফী (১১৭৬হি.)
শাহ আবদুল আজীজ দেহলভী হানাফী (১২৪৬হি.)
শাহ ইসহাক দেহলভী হানাফী (১২৬২হি.)
শাহ আবদুল গণী মুজাদ্দেদী হানাফী (১২৯৬হি.)
শায়খ মাওলানা কাসিম নানুতুবী (১২৯৭হি.)
শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (১৩৩৯হি.)

হুসাইন আহমাদ মাদানী
আব্দুল আযীয চাটগামী
মাওলানা হাবীবুল্লাহ

আনওয়ার শাহ কাশমীরি
ফখরুল হাসান আমরুহী
আলাউদ্দিন কাসেমী

ইবরাহীম বলইয়াবী
মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী
মাকবুল হুসাইন

ইবরাহীম বলইয়াবী
রিয়াসত আলী
আবুল কাসেম বেনারসী

Dhaka University Institutional Repository

সুনান ইবন মাযাহ

শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী হানাফী (১১৭৬হি.)
শাহ আবদুল আজীজ দেহলভী হানাফী (১২৪৬হি.)
শাহ ইসহাক দেহলভী হানাফী (১২৬২হি.)
শাহ আবদুল গণী মুজাদ্দেদী হানাফী (১২৯৬হি.)
শায়খ মাওলানা কাসিম নানুতুবী (১২৯৭হি.)
শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (১৩৩৯হি.)

হুসাইন আহমাদ মাদানী আনওয়ারুল আজীম আব্দুর রহীম মাওলানা আব্দুল্লাহ	আনওয়ার শাহ কাশমিরী ক্বারী ত্বইয়িব রহ. রিয়াসত আলী বিজনুরী মাওলানা নাজমুল হাসান

মুআত্তা ইমাম মালিক ও মুআত্তা ইমাম মুহাম্মদ

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী হানাফী (১১৭৬হি.)
শাহ আবদুল আজীজ দেহলভী হানাফী (১২৪৬হি.)
শাহ ইসহাক দেহলভী হানাফী (১২৬২হি.)
শাহ আবদুল গণী মুজাদ্দেদী হানাফী (১২৯৬হি.)
শায়খ মাওলানা কাসিম নানুতুবী (১২৯৭হি.)
শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (১৩৩৯হি.)

হুসাইন আহমাদ মাদানী মোল্লা হুসাইন বিহারী মুফতী ইকবাল হুসাইন	আনওয়ার শাহ কাশমিরী বশীর আহমাদ বুলন্দশহরী উসমান মানসুরপুরী মাওলানা শরীফুল আ'যম

শরহু মা'আনিল আছার (ত্বহাবী শরীফ)

	শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী হানাফী (১১৭৬হি.) শাহ আবদুল আজীজ দেহলভী হানাফী (১২৪৬হি.)	
ফকীহুন্নাফস রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী মামলুক আলী মাযহার নানুতুবী খলীল আহমাদ সাহারনপুরী আব্দুল লতীফ মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর	← **শাহ ইসহাক দেহলভী হানাফী (১২৬২হি.)**	
	শাহ আবদুল গণী মুজাদ্দেদী হানাফী (১২৯৬হি.) শায়খ মাওলানা কাসিম নানুতুবী (১২৯৭হি.) **শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (১৩৩৯হি.)**	
	মুফতী কিফায়াতুল্লাহ মুফতী মাহমুদ হাসান শাহজাহানপুরী মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী মাওলানা মাকবুল হুসাইন	

৩.৯ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে হাদীস চর্চার বিকাশ

১২০৩ সালে বাংলায় রাজনৈতিকভাবে ইসলামের আবির্ভাব হলেও ১৩৫০ সাল পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা হয়নি বললেই চলে। মূলত ইলিয়াস শাহী আমল থেকে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত হয়। এর ধারাবাহিকতায় হুসাইন শাহী আমলে (১৪৯৩-১৫৩৮) বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা বিস্তার লাভ করে। তবে তৎকালে ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় ইসলামের প্রভাব ছিল প্রায় অনুল্লেখযোগ্য। অবশ্য মুসলিম শাসনের সূচনা লগ্ন থেকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা ফার্সি ছিল; তাই তৎকালে সমাজে ফার্সি ভাষার প্রভাব লক্ষ্য

Dhaka University Institutional Repository

করা গেছে। তা ছাড়া সুলতানী আমলে সোনারগাঁও, পাণ্ডুয়া, সীতাকুণ্ড প্রভৃতি স্থান ছিল কুরআন হাদীসের ব্যাপক চর্চা কেন্দ্র। এগুলোর প্রভাবও বাংলা ভাষায় পড়েছে এ কথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়। মোঘল আমল থেকেই বাংলা ভাষায় ইসলামের চর্চা ও মুসলিম ঐতিহ্যসমৃদ্ধ সাহিত্য রচনার প্রয়াস চলে। পুঁথি সাহিত্যের যুগটাই হচ্ছে বাংলা ভাষায় তথা জনগণের আটপৌরে ভাষায় মুসলিম ঐতিহ্য সমৃদ্ধ সাহিত্য চর্চার যুগ। কিন্তু তারপরেও বাংলা ভাষায় কুরআন হাদীসের পঠন, পাঠান ও চর্চা ছিল তখন পর্যন্ত অত্যন্ত সীমিত পর্যায়। ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে কুরআন হাদীসের চর্চা ছিল ফার্সী ভাষায় দিল্লীকেন্দ্রিক এবং মধ্যভাগে ছিল কলকাতা ও দেওবন্দকেন্দ্রিক উর্দুনির্ভর। ফলে তখন বাংলা ভাষায় কুরআন হাদীস চর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টি ছিল খুবই নগণ্য। তবে দেশ বিভাগের পরে ১৯৪৭ সাল থেকে বাংলাদেশে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার দাবীতে আওয়াজ উচ্চারিত হয় এবং ১৯৫২ সালে তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। এ সময় পর্যন্ত এ দেশের হাদীস চর্চার মাধ্যম ছিল উর্দূ মিশ্রিত বাংলা। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আলিয়া ধারায় বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়; পর্যায়ক্রমে কোন কোন কওমী মাদরাসাতেও বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার শুরু হয়। নিম্নে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও তার পরতে পরতে চর্চিত হাদীসের অনুসঙ্গ অনুসন্ধানের প্রয়াস চালানো হলো।

৩.৯.১ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

কোন ভাষা চর্চা করতে হলে সে ভাষার ইতিহাসের অল্পবিস্তর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। নতুবা সে ভাষার রূপ-প্রকৃতি, মন-মেজাজ, গঠন-আঙ্গিক ও প্রবণতা সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা জন্মে না। তাই বাংলা ভাষার ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে নবী করীম (সা.) এর মুখ নিসৃত অমীয় বাণী এ ভাষাতে কখন কী পরিমানে চর্চা হয়েছিল তা অনুসন্ধান করার পূর্বে অতি সংক্ষেপে বাংলা ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করাই হলো এ পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য। বাংলা ভাষার উৎপত্তি, বিকাশ ও তার বিবর্তন ধারা এবং সাহিত্য সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তা তিনটি পর্যায় বা স্তরে বিন্যাস করা যায়। যথা-

ক. বাংলা ভাষার আদিযুগ বা প্রাচীন যুগ (আনুমানিক ৬৫০ খ্রি.মতান্তরে ৯৫০ খ্রি.-১২০০ খ্রি.);
খ. বাংলা ভাষার মধ্য যুগ (১২০১-১৮০০ খ্রি.);
গ. বাংলা ভাষার আধুনিক যুগ (১৮০১ খ্রি.-বর্তমান পর্যন্ত);

৩.৯.২ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ

বাংলা ভাষার ইতিহাস অতি প্রাচীন। রাজনৈতিক ইতিহাসের মতো সুনির্দিষ্ট সন-তারিখ অনুযায়ী সাহিত্যের যুগ বিভাজন করা সম্ভব নয়। তাই কখন কীভাবে বাংলা ভাষার শুভ জন্ম হয়েছিল তার সঠিক ইতিহাস নিরূপণ করাটা কঠিন ব্যাপার, প্রায় অসম্ভবও বলা চলে। কারণ নির্দিষ্ট কোন দিনক্ষণে এর জন্ম হয়নি। বরং তা সাহিত্য কর্মের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা নির্দিষ্ট যুগের চিহ্ন ও সাহিত্য বিবর্তনের ধারাটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুমান করা যায় মাত্র। শত সহস্র বছরের ক্রমবিবর্তনের ফলশ্রুতিতে একটা পর্যায় এসে বাংলা ভাষা নামে তা অস্তিত্ব লাভ করেছে। প্রতিনিয়ত এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন সাধিত হয়ে চলছে। তবে ধারণা করা হয়, খ্রিষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে মধ্য-দক্ষিণ ইউরোপে একদল লোক বসবাস করতেন। কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তারা ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। তাদের মুখনিসৃত ভাষা "ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা" নামে নামকরণ করা হয়। এদের মধ্যে যারা ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন তাদের ভাষা গোষ্ঠির নাম "শত" অর্থবোধক কেন্তুম (Centum)। অপর একটি ভাষা গোষ্ঠির নাম "শত" অর্থবোধক শতম (Satam); যারা ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। শতম ভাষাভাষীদের যে দলটি দক্ষিণ-পূর্বদিকে চলে আসেন তাদেরকে আর্য (Aryan) হিসেবে নাম করণ করা হয়। তারা আর্য ভাষায় কথা বলতেন। এরা খ্রিষ্ট পূর্ব ১২০০ অব্দেরও পূর্বে এ দেশে আগমন করেছিলেন বলে ভাষাবিজ্ঞানীগণ ধারণা ব্যক্ত করেছেন। এই আর্যদের আর একটি উপদল খায়বার গিরিপথ দিয়ে ভারতের দিকে অগ্রসর হন। তাদের ভাষার নাম "প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা"। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা থেকেই ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে বাংলাসহ আধুনিক উত্তর ভারতের ভাষাগুলোর উদ্ভব হয়। এভাবে প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্য ভাষা ও বৈদিক ভাষার সংমিশ্রণজাত ভাষার সংস্কার করা হয়েছে বলে এ ভাষারীতির নাম দেওয়া হয়েছে "সংস্কৃত বৈদিক ভাষা"। পরে এ ভাষা সরাসরি "সংস্কৃত" ভাষা বলে পরিচিত হয়। এ স্তরই প্রাচীন বাংলার উৎপত্তি স্থল। প্রচীন বাংলার কালক্রমে মধ্য বাংলার স্তর পেরিয়ে আধুনিক বাংলার রূপে অস্তিত্ব লাভ করে। [১৩৮]

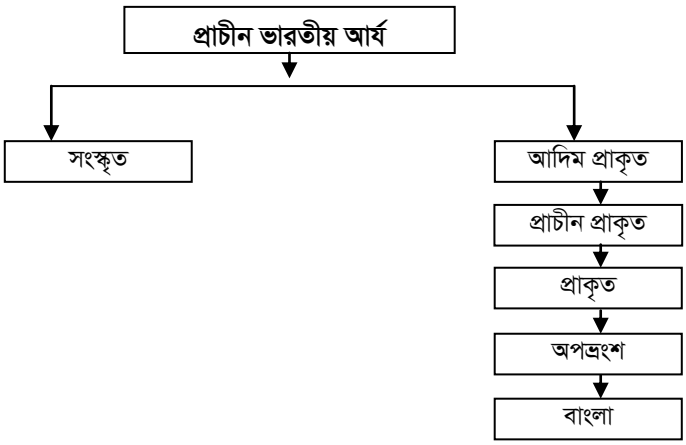
---

১৩৮ অধ্যাপক আনিসুজ্জামন সম্পাদিত, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, কাজী দীন মুহাম্মদ রচিত 'বাংলা ভাষা ও লিপির ইতিহাস,' ঢাকা: বাংলা একাডেমী, খ.১,পৃ. ৩৪৯-৩৫১ (বি.দ্র.)

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষার ব্যুৎপত্তিঃ বাংলা ভাষার পূর্ণাঙ্গ ও সর্বজনগ্রাহ্য কোন ইতিহাসগ্রন্থ পাওয়া প্রায় দুষ্কর। বাংলা ভাষার ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট মতভেদ। হেমচন্দ্র প্রমুখ সংস্কৃত পণ্ডিতগণ বলেছেন, বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত। মাগধী প্রাকৃত থেকে মাগধী অপভ্রাংশের মাধ্যমে বাংলা ভাষা উৎপন্ন হয়েছে বলে মনে করেন, সুনীতি কুমার চট্টপাধ্যায়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, সংস্কৃত কিংবা মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়নি; বরং গৌড়ী প্রাকৃত থেকে জাত গৌড় অপভ্রাংশ থেকে বাংলা ভাষা উৎপন্ন হয়েছে।[১৩৯]

সংস্কৃত-বাংলার সম্পর্কঃ অনেক ভাষাবিজ্ঞানীর ধারণা বাংলা সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত। এ কথা ঢালাও ভাবে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ সংস্কৃত কখনই সাধারণের মুখের ভাষা ছিল না। পতঞ্জলি কথিত কেবল শিষ্ট সমাজেই এর ব্যবহার সীমিত ছিল। ভাষা গতিশীল; বহমান নদীর মতই। সর্বসাধারণের মুখের গতিশীল ভাষা থেকেই নতুন ভাষা জন্মাতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত একটি গতিহীন; মৃত প্রায় ভাষা। সুতরাং এ ভাষা থেকে বাংলা কেন অন্য কোন ভাষাই উদ্ভূত হতে পারে না। অপরদিকে সংস্কৃত যে যুগে সংস্কারিত হয়, সে কালে গণমানুষের মুখের ভাষা প্রাকৃতের অস্তিত্ব ছিল। এর পূর্ব স্তরে ছিল প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা, তার পরে আসে প্রাচীন প্রাকৃত ভাষার প্রচলন। ভাষার ধারাবাহিক পরিবর্তনের স্রোতধারার ফলে প্রাকৃত থেকে অপভ্রংশ; অতঃপর তা থেকে বাংলার জন্ম হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। তবে সংস্কৃতের সাথে বাংলার সম্পর্ক বহু প্রাচীন। নিম্নের ছক থেকে সংস্কৃত-বাংলার সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়।



মাগধী প্রাকৃত থেকে অপভ্রংশের মাধ্যমে বাংলা ভাষার উদ্ভব বলে যারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন ও যুক্তি পেশ করেছেন তাদের উপস্থাপিত যুক্তি খণ্ডন পূর্বক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন- বাংলা, বিহারী, উড়িয়া ও অহমিয়া ভাষা মাগধী প্রাকৃত থেকে উৎপন্ন হয়নি।[১৪০] প্রাচীন আর্য ভাষা সংস্কৃত বা মাগধী প্রাকৃত এর কোনটি থেকেই সরাসরি বাংলা ভাষার জন্ম হয়নি। তা হলে কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ? বাংলা ভাষার উৎপত্তির ব্যাপারে পণ্ডিতদের মধ্যে বহুমত[১৪১] পরিলক্ষিত হলেও ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, বাংলার সঙ্গে গৌড়ী প্রাকৃতের সম্পর্ক রয়েছে। এ গৌড়ী প্রাকৃত থেকে যে অভ্রংশের উদ্ভব হয়েছে তার নাম গৌড় অপভ্রংশ। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, গৌড়ী প্রাকৃতের পরবর্তী স্তর এ গৌড় অপভ্রংশ থেকেই প্রাচীন বাংলার উদ্ভব। সম্ভবত: এ কারণেই বাংলা ভাষাকে গৌড়ী ভাষা বলা হয়েছে।[১৪২] তাই বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

---

১৩৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৩

১৪০ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, ঢাকা : প্রকাশনা স্থান উল্লেখ নেই, ১৯৬৫খ্রি., পৃ.২৯

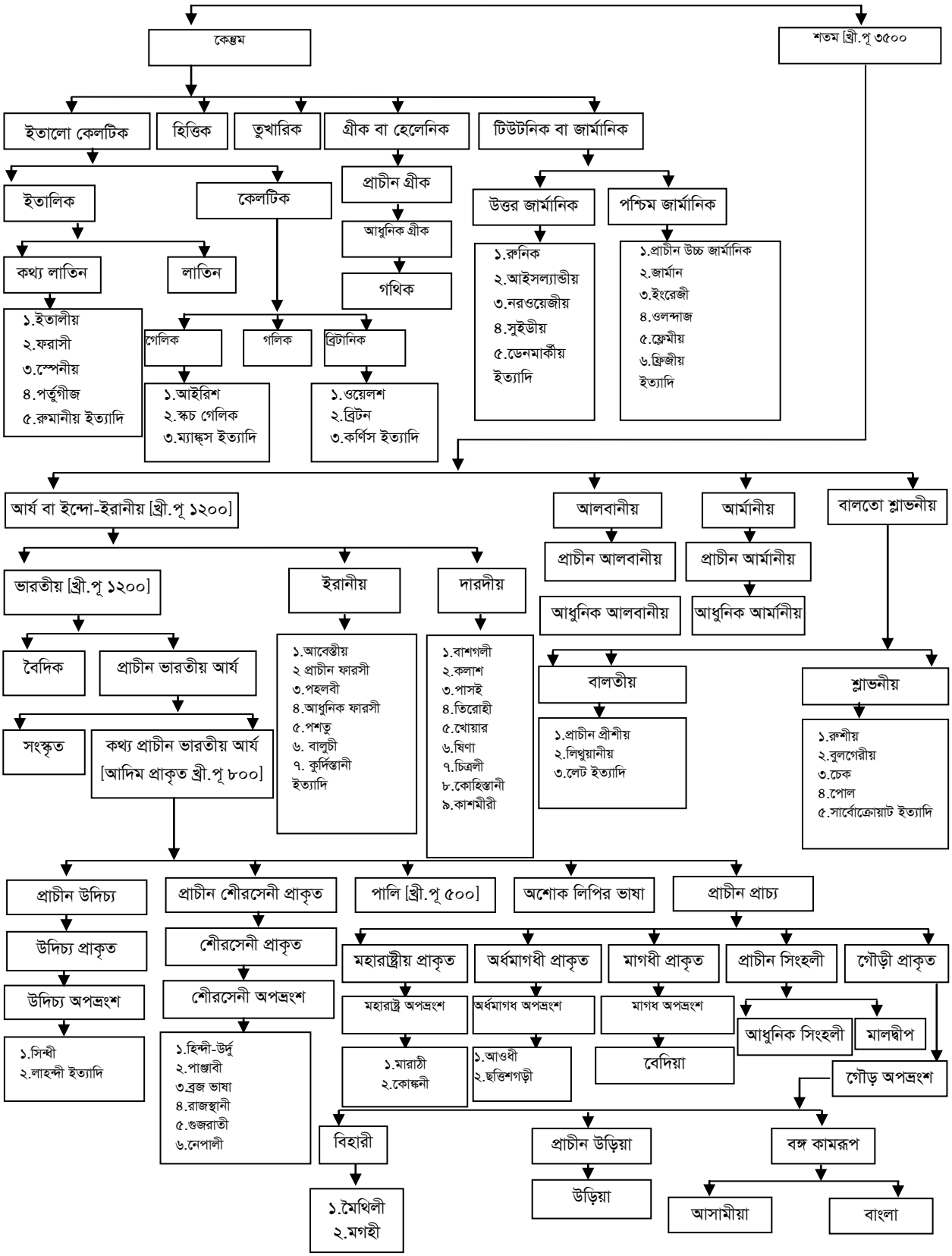
১৪১ হেমচন্দ্র ও সংস্কৃত পণ্ডিতগণের মতে, বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত। স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন বলেন, বাংলা মাগধী প্রাকৃত থেকে মাগধী অপভ্রংশের মাধ্যমে উদ্ভব হয়েছে। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ও এমত সমর্থন করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর মতে, সংস্কৃত কিংবা মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়নি; বরং বাংলা ভাষার গৌড়ী প্রাকৃত থেকে জাত গৌড় অপভ্রংশ থেকে উদ্ভব হয়েছে। (*বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ.৩৫৩)

১৪২ অধ্যাপক আনিসুজ্জামন সম্পাদিত, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৫-৩৫৮ (বি.দ্র.)

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষার বংশ পীঠিকা[১৪৩]

ইন্দো-ইয়োরোপীয় মূল ভাষা
(INDO-EUROPEAN PARENT SPEECH)
[আনুমানিক খ্রী.পূ ৫০০ অব্দ]



১৪৩ ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৮খ্রি., খ.১, পৃ. ৮৪-৮৫ (বি.দ্র.)

Dhaka University Institutional Repository

৩.৯.৩ বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা

বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাস অতীত প্রাচীন হলেও বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ইতিহাস তত প্রাচীন নয়। গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলা ভাষার আদিযুগ বা প্রাচীন যুগ (আনুমানিক ৬৫০খ্রি.মতান্তরে ৯৫০খ্রি.-১২০০খ্রি.) ও মধ্য যুগে (১২০১খ্রি.-১৮০০খ্রি.) বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার তেমন কোন নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না; তবে আধুনিক যুগের (১৮০১ খ্রি.-বর্তমান কাল) সূচনালগ্ন থেকেই বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। বিংশ শতাব্দীতে এসে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় ব্যাপক গতি সঞ্চারিত হয়। বাংলা ভাষার ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে নবী করীম (সা.) এর মুখনিসৃত অমীয় বাণী এ ভাষাতে কখন কী পরিমাণে চর্চা হয়েছিল তা খুঁজে বের করাই হলো এ পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য।

ক. বাংলা ভাষার প্রাচীন যুগ (৬৫০খ্রি.-১২০০ খ্রি.) ও হাদীস চর্চা

আনুমানিক ৬৫০খ্রি. মতান্তরে ৯৫০খ্রি. থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন যুগ। এ যুগে মাত্র চর্যাপদ ছাড়া অন্যকোন সাহিত্য কর্মের নিদর্শন পাওয়া যায় না। এটাই বাংলা ভাষার সৃজ্যমান কাল।[১৪৪] প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে হিন্দু কিংবা মুসলিমদের ভূমিকা ছিল না, তা ছিল বৌদ্ধদের দ্বারা সৃষ্ট চর্যাপদ। তাই এ সময়কালে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার কোন নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে এ দেশে অন্য ভাষায় হাদীস চর্চা যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

তুর্কি আমলঃ (১২০৩-১৩৫০খ্রি.)

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের (১২০৩ খ্রি.) অনেক আগেই এ অঞ্চলে ইসলামের আলো তথা কুরআন-হাদীসের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়ে ছিল। কারণ বঙ্গ বিজয়ের বহুপূর্ব থেকেই মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত অনেক আলিম-ওলামা, মুহাদ্দিস ও দ্বীনের দা'ঈ এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যেমন: মাহিসুনের মাওলানা তকী উদ্দীন আরবী এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে সোনারগাঁওয়ে শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার মাদরাসা তৎকালে ইলমি হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখে।[১৪৫] তবে বঙ্গ বিজয়ের পর মুসলিম শাসনের প্রারম্ভে বেশ কিছুকাল যাবৎ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্ম তেমন উৎকর্ষ সাধিত হয়নি।

খ. বাংলা ভাষার মধ্যযুগ (১২০১-১৮০০ খ্রি.) ও হাদীস চর্চা

গৌড়িয় সুলতানী আমল (১৩৫০-১৫৭৫)

ত্রয়োদশ শতকঃ বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহের আমল হতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা আরম্ভ হয়। তা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মুসলিমদের সেবায়, দানে, সাহায্যে ও সহানুভূতিতে বাংলা ভাষা নানা গৌরবে সমৃদ্ধ হতে থাকে। বাংলা ভাষার প্রথম মুসলিম কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর আযম শাহের রাজত্বকালে 'ইউসুফ জুলিখা' রোমন্টিক কাব্য রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। মধ্যযুগের হিন্দু সাহিত্যিকদের রচিত সমস্ত সাহিত্যকর্মই একান্ত ধর্মভিত্তিক। এ যুগে একমাত্র মুসলিম কবিগণই মানুষের সুখ-দুঃখ ও প্রেম-প্রীতি নিয়ে রোমান্টিক কাহিনী ও কাব্য সাহিত্যের প্রবর্তন করেন। কেবল রস সৃষ্টির জন্য রচিত রচনাগুলো পরিপূর্ণভাবে রসোত্তীর্ণ এবং অনুপম কাব্য সৌন্দর্যমণ্ডিত। সে সাহিত্য তৎকালীন সমাজ মানসের প্রতিচ্ছবি বর্ণাঢ্যরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দির কবি রামাইপণ্ডিত তার "শূণ্য পুরাণ" কাব্যের 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' কবিতায় প্রথম মুহাম্মদ (সা.) প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। যেমন-

ব্রক্ষা হৈলা মহামদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আনন্দ হৈল্যা শূলপানি
গণৈশ হৈল্যা গাজী কার্তিক হৈল্যা কাজী
ফকির হৈল্যা যত মুনি।

---

১৪৪ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *ইসলাম প্রসঙ্গ*, ঢাকা: রেনেসাঁ প্রিন্টার্স, ১৯৬৭খ্রি., পৃ. ১২

১৪৫ ড. এস. এম. হাসান, *সোনারগাঁও*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯ খ্রি., পৃ.১৩; Abdul karim, *Social History of the Muslims in Bengal*, 2nd edition, pp.176-190.

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চদশ শতক: মধ্য যুগের (পনের শতকের) বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর (১৩৩৯-১৪০৯ খ্রি.)। তিনি রোমান্টিক কাহিনী ও কাব্য সাহিত্য ধারার প্রাচীনতম কবি। তিনি প্রিয় নবীর স্তুতি গেয়ে তার কাব্য শুরু করেছেন। "ইউসুফ জোলায়খা" কাব্যের শুরুতে তিনি লিখেছেন,

জিবাত্মা পরমাত্মা মোহাম্মদ নাম
প্রথম প্রকাশ তথা হৈলা য়নুপম ॥
যথ ইতি জিব আদি কৈল ত্রিভোবন।
তারপর মোহাম্মদ মাণিক্য সৃজন ॥

মুঘল আমল (১৫৭৫-১৮০০)

ষোড়শ শতক: এ শতাব্দীতে শাহ বারীদ খান, দৌলত উজির বাহরাম খান, শেখ ফয়জুল্লাহ, শেখ পরান, আফজাল আলী, সৈয়দ সুলতান, শেখ চান্দ, দোনাগণজ চৌধুরী, মুহাম্মদ কবীর, মুজাম্মিল, হাজী মুহাম্মদ, তাজুদ্দিন মুহাম্মদ প্রমুখের রচনা একক বৈশিষ্ট্য বিরাজমান। তন্মধ্যে ষোড়শ শতকের মুসলিম কবি, বাংলায় সীরাত সাহিত্যের রূপকার সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮ খ্রি.)। তিনি মহানবীর (সা.) ধর্ম প্রচার ও যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে "রসূল বিজয়" কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। এ ছাড়া তিনি আরবী পণ্ডিত সা'লাবী রচিত কাসাসুল আম্বিয়া এর ভাবানুবাদ অবলম্বনে "নবী বংশ" রচনা করেন। এটি তার সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। এতে প্রথম নবী আদম (আ) থেকে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত বিশেষ বিশেষ নবীদের জীবন কথা উল্লেখ রয়েছে। তবে মহানবীর (সা.) মাহাত্ম প্রচার ও প্রকাশের উদ্দেশ্যেই তার এ গ্রন্থখান রচিত হয়েছে। এ ছাড়াও "ওফাতে রাসূল" ও "রসূল চরিত" ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি নবী বংশের দ্বিতীয় খণ্ডে হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও হযরত খাদিজা (রা) এর শুভপরিণয় প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন-

সুজনি চাদর দিলা বসিতে বিবিগণ।
হীরা জরি চান্দোয়া যে মাণিক্য পোখম ॥
চিনি আদি সর্করা আঙ্গুর খোরমান।
ঘৃত মধু দধি দুগ্ধ অমৃত সমান।
খাসী বকরী দুম্বা আর উট যে প্রধান।
মেজায়ানী করিলেন্ত এবাজ সমান ॥

'জ্ঞান প্রদীপ' কাব্যের শুরুতে তিনি রাসূলের প্রশস্তি করেছেন এভাবে-

প্রথমে প্রভুর নাম করি এ স্মরণ
আঠার হাজার আলম যার সৃজন।
দ্বিতীয় এ লই মুস্তফা পয়গম্বর
যার সিফত আছে রোজ মহাশর।
যতন করি ধরি এ রাসূল দুপা এ
আখেরে এড়াইয়া যদি হিসাবের দাএ।"

এ ছাড়াও মধ্য যুগের (ষোড়শ শতকের) গৌড়ের সুলতান ইউসুফ শাহের দরবারের বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত মুসলিম কবি জৈনুদ্দীন (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রি.) ও বিরিদ খান (১৪৮০-১৫৫০ খ্রি.) "রাছুল বিজয়" নামে আলাদা আলাদা কাব্য রচনা করেন। কবি যৈনুদ্দীন লিখেন-

তাঁর পাছে মাগে সাজ নবী রাজেশ্বর।
মুকুতা মণ্ডিত তাজ অতি মনোহর
লাল যে কাবাই শোভে জিনি দিবাকর।
প্রভুর পরম সভা পরম সুন্দর।

অনুরূপভাবে কবি শাহ বিরিদ খান লিখেছেন–

সা বিরিদ খান কহে রছুল বিজয়।
শুনি বুধ কর্ণ পুরি সুধা বারি খায় ॥

Dhaka University Institutional Repository

'*কাসাসুল আম্বিয়া*' গ্রন্থ অবলম্বনে কবি শেখ চান্দ (১৫৬০ - ১৬৪৫ খ্রি.) সৈয়দ সুলতান এর '*রছুল বিজয়*' এর ধারায় মহানবীর (সা.) জীবনে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহ ও তাঁর ইসলাম প্রচারের কাহিনী নিয়ে '*রছুল বিজয়*' নামে একটি চরিত কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তার কাব্যের শুরুতেই লিখেছেন–

আল্লাহো গণি মোহাম্মদ নবী
রছুলনামা কিতাব খানি কহিলাম এবে
কা এয়া মন হইয়া সোন করিলাম সবে।"

সৈয়দ মর্তুজা (১৫৯০ – ১৬৬২ খ্রি.) তাঁর 'যোগ কালন্দর' পুথিটি এভাবে শুরু করেছেন–

"প্রথম প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
তার পাছে প্রণামিয়ে নবীর চরণ ॥"

তাজুদ্দিন মুহাম্মদ তার 'কাসাসোল আম্বিয়া' কাব্যে উল্লেখ করেন–

কোন চিজ আগে পয়দা করিল রব্বানা।
কহিলেন রসুলুল্লাহ সবার হুজুর।
আগে আল্লাহ পয়দা কৈল আপনার নূর ॥
গুপ্তরূপে একা যবে ছিল পরওয়ার।
সেই নূর বিনে ছিল সব নৈরাকার ॥
আপন কুদরত আগে করিতে জাহের।
সে নূরে আমার নূর পয়দা কৈল ফের
আমার নূরেতে পয়দা তামাম জাহান।
আরশ কুরশি লওহ লা-মাকান

ষোড়শ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি এবং আরাকান রাজসভার কবিগণের মধ্যেও শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার কবি আলাওল (১৫৯৭-১৬৭৩) তাঁর 'পদ্মাবতী' কাব্যের শুরুতে (হজরতের ছেফতের বয়ান) উদ্ধৃত হলো –

'পূর্বেতে আছিল প্রভু নৈরূপ আকার।
ইচ্ছিলেক নিজ সখা করতে প্রচার ॥
নিজ সখা মুহাম্মদ প্রথমে সৃজিলা।
সেই সে জ্যোতির মূলে ভবন নিরমিলা ॥
তাহার পিরিতে প্রভু সৃজিল সংসার।
আপনে কহিছে প্রভু কোরান মাঝার ॥"

এ ছাড়াও আলাওলের "*তোহফা*"(১৬৬৩-১৬৬৪) কাব্য গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে রয়েছে যাকাত ও দানের ফযিলত সম্পর্কিত হাদীস শরীফেরই ভাবানুবাদ। যেমন- যাকাত দানে সম্পদ পবিত্র হওয়া, গোপনে দান করা, দানে সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া এবং বালা-মুসিবত দূর হওয়ার বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে হাদীস শরীফে উল্লিখিত হয়েছে। কবির ভাষায় সে হাদীসেরই প্রতিধ্বনি শুনা যাচ্ছে,

জাকাত না দেয় যে বা না করে নামায
না পাইব রত্ন টুঙ্গী বেহেস্তের মাঝ ॥
খয়রাত করিব যে পবিত্র নিজ ধনে
পরিতে জাকাত ধন না লৈব সুজনে ॥
অপবিত্র ধনে দান পুণ্য নাহি রতি
যদি পুণ্য আশা করে পাপ বাড়ে অতি ॥
আমার বচন যদি অপ্রত্যয়ে মন
কিতাব তোহফাখানি কর নিরীক্ষণ ॥
গুপ্তদানে আয়ু বৃদ্ধি হয়নিরাপদ
খোদায় হইব রাজি, বাড়ায় সম্পদ ॥
দানে ব্যাধি নাশ হয়, খণ্ডে বিঘ্নদোষ
ঈশ্বরের রোষে খণ্ডি জন্মায় সন্তোষ ॥

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজ আমলঃ (১৭৬৫-১৯৪৭)

১৭৫৭ সালে পলাশী প্রান্তরে বাংলার স্বধীনতার সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর প্রায় দু'শত বছর রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এ সময়টিতে রসোত্তীর্ণ কোন সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। পরাজিত মুসলিমারা ইংরেজ বেনীয়াদের সাথে হাত মেলাতে পারেননি। পারেননি তাদের শাসন-শোষণ নিশ্চুপে মেনে নিতেও। তারা বিভিন্ন স্থানে নানাভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে লাগলেন এবং অভিমানে তাদের প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। ফলে ইংরেজদের প্রশাসনিক কাজ-কর্মসহ সকল ক্ষেত্রে তারা বঞ্চিত হলেন এবং সুচতুর হিন্দুরা তাদের স্থান দখল করলেন। দূরদর্শী ইংরেজরা এটা ভালো ভাবে অনুধাবন করেছিল যে, কোন জাতিকে পরাধীন করে রাখতে হলে সে জাতির ধর্ম, সাহিত্য, কৃষ্টি-কালচারকে ধ্বংস করে দিতে হয়। তাই দেখা যায়, ইংরেজরা আরবী, ফারসী মিশ্রিত ও ইসলামী ভাবধারার বাংলার গণ মানুষের সাহিত্যকে পশ্চাতে ফেলে সংস্কৃতবহুল হিন্দু ভাবধারার স্রোতে প্রবাহিত সাহিত্য সৃষ্টির পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন তার একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত। অপরদিকে ফারসীর বদলে ইরেজিকে রাষ্ট্র ভাষায় উন্নীত করায় মুসলিম জনতা শিক্ষা-সাহিত্য ও কর্মসংস্থানে পিছিয়ে পড়ে।

সতের শতকঃ এ শতাব্দীতে মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে কোরেশী মাগন ঠাকুর, মরদল, মুহাম্মদ খান, নসরুল্লাহ খান, শেখ মোত্তালিব, শেখ সকীর, আব্দুল আব্দুল হাকিম, সৈয়দ মুহাম্মদ আকবর, মুহাম্মদ নওয়াজিশ খান, মঙ্গল চাঁদ, কমর আলী, আবদুল নবী ও শেখ শেরবাজ চৌধুরী প্রমুখের নাম অগ্রগণ্য। তন্মধ্যে কবি মুহাম্মদ খান নবীর ভালোবাসা প্রসঙ্গে 'মুক্তাল হোসেন' কাব্যের শুরুতে লিখেছেন –

"মুহাম্মদ নবী নাম হৃদয়ে গাঁথিয়া।
পাপীগণ পরিণামে যাইবে তরিয়া।
দয়ার আধার নবী কৃপার সাগর।
বাখান করিতে তার সাধ্য আছে কার ॥
যার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে আপে নিরঞ্জন।
সৃষ্টি স্থিতি করিলেন এ চৌদ্দ ভুবন।"

সৈয়দ হামজা (১৭৫৫ – ১৮১৫ খ্রি.) রসূল প্রশস্তি এভাবে করেছেন–

"মুহাম্মদ নামে নবী সৃজন করিয়া।
আপনার নূরে তাঁকে রাখিলা ছাপাইয়া।"

আঠারো শতকঃ এ শতকে দোভাষী পুঁথি নামক আরবী-ফারসী-উর্দু-হিন্দি মিশ্রিত ভাষায় একটি নতুন কাব্যধারার সৃষ্টি হয়। রামায়ণ-মহাভারতের অনুকরণে মুসলিম বীরগাঁথার এই বিশেষ আঙ্গিক এ সময় বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এ ধারার অন্যতম প্রধান কবি ফকির গরীবুল্লাহ, হায়াত মামুদ, সৈয়দ হামযা প্রমূখ। এ যুগের সাহিত্য কাননে যারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে মুহাম্মদ কাশিম, কাজী শেখ মনসুর, মুহাম্মদ উজির আলী, শেখ সাদী, আলী রাজা ওরফে বালু ফকির, মুহাম্মদ রাজা, সমশের আলী, শাব্বির মাসুদ, আব্দুল করিশ খোন্দকার, সৈয়দ নুরুদ্দীন, মুহাম্মদ রফী উদ্দিন, মুহাম্মদ আকীল, সৈয়দ নাসীর, মুহাম্মদ মুকিম, মুহাম্মদ নবী, আবদুস সামাদ, পরাগল, হাজী আলী, মুহাম্মদ আলী, গোলাম রসূল, বুরহানুল্লাহ প্রমুখের নাম অক্ষয় হয়ে রয়েছে।

গ. বাংলা ভাষার আধুনিক যুগ ও হাদীস চর্চা (১৮০১ খ্রি.-বর্তমান)

উনিশ শতকঃ ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর যখন মুসলিমদের পক্ষে দেশ পুনরুদ্ধারের আর কোন পথ খোলা থাকল না, তখন ভাগ্য বিড়ম্বিত মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের কতিপয় প্রতিভাবান সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে। বিলম্বে হলেও মুসলিমদের ঐতিহ্য, কৃষ্টি-কালচার, তাহযীব-তমদ্দুন সচেতন, ইসলাম ও মুসলিম জীবন, চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে নব প্রেরণার সঞ্চার করেন। তাদের মধ্যে মীর মোশাররফ হোসেন মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। মহাকাব্য ধারায় কায়কোবাদ, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কাব্যউপন্যাসে শেখ ফজলুল করীম, মোজাম্মেল হক, প্রবন্ধে ইয়াকুব আলী চৌধুরী, মাওলানা আকরাম খাঁ, ড.

Dhaka University Institutional Repository

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডাঃ লুৎফর রহমান, মোহম্মদ ওয়াজেদ আলী, মুজিবুর রহমান খাঁ, শেখ ফজলুল করীম, কাজী ইমদাদুল হক, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, কবি শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, জসীম উদদীন প্রমুখের গল্প, উপন্যাস, কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ সাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলিমদের চিন্তা-চেতনার উন্মেষ লক্ষ্যণীয়।

এ ধারাই সমৃদ্ধ হয় মোহম্মদ বরকত উল্লাহ, শেখ হাবিবুর রহমান, আবুল হোসেন, কাজী আব্দুল ওয়াদুদ, কাজী মোতাহের হোসেন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, মাহবুবুল আলম, আবুল ফজল, ইবরাহীম খাঁ, এনামুল হক প্রমুখের সাহিত্য সাধনায়। এ সময়ই আবির্ভূত হন নবযুগের নায়ক বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। কাজী নজরুল ইসলামের উত্তরসূরী ফররুখ আহমদ, শাহাদাত হোসেন, আব্দুল কাদির, আহসান হাবীব, বেগম সুফিয়া কামাল, বেনজীর আহমদ, আবুল হোসেন, শাহেদ আলী, সৈয়দ আলী আহসান, তাসলিম হোসেন, মহিউদ্দিন, মুনীর চৌধুরী, মুহাম্মদ আব্দুল হাই, ড. কাজী দীন মুহম্মদ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ যুগে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, ধর্মীয় বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত হয়েছে অনেক গ্রন্থ। কুরআন, হাদীস, ফিকহ সম্পর্কীয় বহু অনুবাদ ও মৌলিক সাহিত্য রচিত হয়েছে। এ ধারায় আবুল হাশিম, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলানা আকরাম খাঁ, মাওলানা ফজলুল করীম, আব্দুল হাকিম, সৈয়দ আলী আহসান, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, মুহাম্মদ আয়্যুব আলী, মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান, আলিমুদ্দীন, মাওলানা মুহীউদ্দীন খান, হাসান জামান, ড. কাজী দীন মুহম্মদ, মজিবর রহমান, আবদুল মান্নান তালিব, শামসুল আলম, আব্দুল গফুর, হাফেজ মইনুল ইসলাম, হাসান আব্দুল কাইয়ুম প্রমুখের দান বাংলা ভাষায় অক্ষয় অবদান রেখেছেন।[১৪৬] তাদের মধ্য থেকে যাদের সাহিত্য কর্মে হাদীস বিষয়ক সরাসরি কিংবা ভাবমূলক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তার কিছু উদাহরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

মোহাম্মদ সাদেক আলী (১৮০১-১৮৬২ খ্রি.): বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূচনা পর্বে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার নিদর্শন স্বরূপ কাব্যে সীরাত চর্চার সন্ধান পাওয়া যায়। মোহাম্মদ সাদেক আলী (১৮০১-১৮৬২ খ্রি.) প্রণীত 'হালাতুন্নবি' ১৮৭৪খ্রি.প্রকাশিত হয়। এটি একটি কাব্যে সীরাত গ্রন্থ; যা সিলেটী নাগরী হরফে রচিত হয়েছিল। পরে তা বাংলায় অক্ষরান্তরিত করেন মোহাম্মদ ইউসুফ। জনৈক আপ্তাব (আফতাব) মিয়া কর্তৃক বাংলা সংস্করণটি সিলেট থেকে প্রকাশিত হয়। ভাষা শৈলীর দিক থেকেও কাব্য খানি দোভাষী পুঁথির স্বগোত্রীয়। যেমন- হযরতের (সা.) জন্মের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেন,

নবী মোহম্মদ পয়দা হইলা যখন।
জমিন আছমান তক হইলা রুশন।।
সেকালে সাগরে পানিনা চলিল স্রোতে।
পশু-পক্ষী নাহি পারে উপরে উড়িতে।।[১৪৭]

এ শতকে যারা এ ধারায় সাহিত্য সাধনা করতেন তাদের মধ্যে মুহম্মদ চুহর, মালে মুহম্মদ, আরিফ, মুহম্মদ দানেশ তমিজী, মুহম্মদ খাতের, জোনাব আলী, কাজী হাসনত আলী চৌধুরী, আমিরুদ্দিন, আব্দুর রহীম প্রমুখ নাম করা যায়। মধ্য যুগের আর একটি ধারা হলো বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোক সাহিত্য। যা ছড়া, ধাধা, কিংবদন্তীর গল্প-কাহিনীর বেদনা নিবিড় পল্লীগাথা ও পল্লীগীতি বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। এ ধারায় অবদান রেখেছেন মনসূর বয়াতী, হাসন রাজা, লালন ফকির, ফকির মজনু শাহ সহ আরো নাম না জানা অনেক কবি-সাহিত্যিক। তন্মধ্যে বাউল কবি লালন ফকিরের একটি গানে নবীপ্রেমের নিদর্শন স্বরূপ উদ্ধৃত হলো-

রসুলকে চিনলে পরে
খোদা চিনা যায়
রূপ ভাড়ায়ে দেশ বেড়ায়ে
গেলেন সেই দয়াময়

---

১৪৬ মোশাররফ হোসেন খান সম্পাদিত, *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান*, ড.কাজী দীন মুহাম্মদ, 'বাংলা ভাষার বিকাশে মুসলমানদের অবদান' ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮ খ্রি., পৃ.১৩৬-৩৭ (বি.দ্র.)

১৪৭ মুহাম্মদ মনসূর উদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, খ.২, ঢাকা: ১৩৭১বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৯-৭১ (বি.দ্র.)

Dhaka University Institutional Repository

মাঠে-ঘাটে রাসুলেরে,
মেঘ রয় যে ছায়া ধরে ॥

১৯০২ সালে মীর মোশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১২) সম্পাদনায় '*মৌলুদ শরীফ*' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তার রচিত জনপ্রিয় এ গ্রন্থটিতে তার নবীপ্রেমের পরিচয় মেলে-

তুমি হে এছলাম রবি
হাবিবুল্লাহ শেষ নবী
নতশিরে তোমায় সেবি
মোহাম্মদ এয়া রাছুলুল্লাহ।
তুমি সত্য উদ্ধারিলে
মহাত্ত্ব প্রকাশিলে,
প্রভু-বাণী শুনাইলে,
মোহাম্মদ এয়া রাছুল্লাহ ॥

মুনশী মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭) এর রচনাবলীতেও নবীর প্রতি গভীর প্রেম-ভালোবাসা ও প্রশংসার সন্ধান মেলে-

গাওরে মোস্লেমগণ নবী গুণ গাওরে
পরাণ ভরিয়া সবে ছাল্লে আলা গাওরে।
যে দেশে যে ভেসে যে দেশেতে যাওরে
গাও গাও গাও সবে ছাল্লে আলা গাওরে ॥

শেখ ফজলল করিম (১৮৮২-১৯৩৬) হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর জীবন কাহিনী অবলম্বনে "পরিত্রাণ কাব্য" শিরোনামে অসাধারণ একটি কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হয়। মক্কা-মদীনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী এ কাব্যের বিষয়বস্তু। এ কাব্যের প্রথম সর্গে: মদীনা হিজরতপূর্ব হযরত মোহাম্মদকে (সা.) কাফেরগণ হত্যার সিদ্ধান্ত পরবর্তী বর্ণনা স্থান পেয়েছে। ২য় সর্গে: নবী (সা.) তার সাহাবাদেরকে আশ্বস্থ করেন যে, সত্যের জয় নিশ্চয়ই হবে, যেমনিভাবে আলো এলে অন্ধকার অপসারিত হয়, তেমনি ইসলামের প্রসারে ক্রমান্বয়ে পৃথিবী থেকে পাপ এবং অকল্যাণ দূরীভূত হবে। ৩য় সর্গে: আবু জাহাল ও আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে দারুন নাদওয়ার বৈঠকে নবীকে (সা.) হত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে; ৪র্থ সর্গে: হযরত আলীকে (রা) শয্যায় রেখে কুরাইশদের অগোচরে মুহাম্মদ (সা.) এর মক্কা ত্যাগ; ৫ম সর্গে: কুরাইশের ক্ষোভের আগুন ও মুহাম্মদ (সা.) আবু বকরকে (রা) নিয়ে সাওর গুহায় আত্মগোপন। ৬ষ্ঠ সর্গে: মক্কার আবু সুফিয়ানগৃহে পরামর্শ সভা। ৭ম সর্গে: মদীনার মসজিদ প্রাঙ্গনে মুসলিমদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। ৮ম সর্গে: মরুর পথে কুরাইশদের অগ্রসর। ৯ম সর্গে: গিরিশৃঙ্গতলে মহানবী গভীর চিন্তায় মগ্ন। ১০ম সর্গে: বদর যুদ্ধে মুসলিমদের জয়। একাদশ সর্গে: মদীনা মসজিদ প্রাঙ্গনে পরাজিতদের বিচার। দ্বাদশ-চতুর্দশ সর্গে: ওহুদ যুদ্ধের প্রস্তুতি, যুদ্ধ ও অমুসলিমদের পরাজয়। পঞ্চদশ সর্গে: মক্কাবিজয়ের মাধ্যমে সত্য দ্বীনের চূড়ান্ত বিজয় প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।[১৪৮]

বিংশ শতক (১৯০১-২০০০)

১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের মে সংখ্যায় 'সওগত' পত্রিকায় কবি শাহাদাৎ হোসেন রচিত আধুনিক বাংলা কাব্যে রাসূল শানে নিবেদিত 'হজরত মোহাম্মদ (দ.)' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এতে নবীর হেরাগুহায় অবস্থান কালে তাঁর ওপর ওহী নাযিলের ঘটনা সম্পর্কিত হাদীসের ভাবানুবাদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

তুঙ্গ হেরার অন্ধ গুহায় মগ্ন রহিয়া গভীর ধ্যানে,
সাক্ষাৎ লাভি স্বর্গ দূতেরে ধরিলে মহান সত্যজ্ঞানে।
পূজ্য নরের মাত্র সেজন জগৎ বিপুল সৃষ্টি যার
জানলে মানবে আল্লা ব্যতীত নাহিক তাহার নম্য-পাতে
সত্য মহান ধর্মের জ্যোতিঃ হেরিল মানব জীবন-প্রাতে।

১৪৮ মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৯-৪১

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বনবী'র লেখক যিনি গদ্যে-পদ্যে সমানভাবে পারঙ্গম, নন্দিত কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪) রাসূলের শানে চমৎকার কাব্য রচনা করেছেন। যেমন-

নিখিলের চিরসুন্দর সৃষ্টি
আমার মোহম্মদ রসূল।
যেন একটি ফোটা ফুল ॥

বাংলা মিলাদ শরীফে বাঙ্গালীরা যে ছন্দে তাদের প্রিয় নবী (সা.) প্রতি প্রাণভরে (কুরআন-হাদীস নির্দেশিত) যে সালাত-সালাম নিবেদন করে তা তারই সৃষ্টি কাব্য সুধা। যেমন-

ইয়া নবী সালাম আলায়কা
ইয়া রাসূল সালাম আলায়কা।

তুমি যে নূরের রবি
নিখিলের ধ্যানের ছবি
তুমি না এলে দুনিয়ায়
আঁধারে ডুবিত সবি ॥

এ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্লাবী প্রতিভার ধারক, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) রচিত 'সাহারাতে ফুটলরে ফুল রঙিন গুলে লালা','ইসলামের ঐ সওদা লয়ে','তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে','সৈয়দে মক্কী মদনী','কাবার জিয়ারতে তুমি কে যাও মদিনায়','তৌহিদের মুর্শিদ আমার মুহম্মদের নাম','আমি যদি আরব হতাম মদীনারই পথ' ইত্যাদি বাংলা কাব্যজগতে রাসূল প্রেমের এক নব দিগন্তের সূচনা করেছে। বিষেশত: তার "খেয়াপারের তরণী" কবিতায় মহানবীর সুন্নাহ ভরা তরী মুমিন জীবনের পাথেয় হিসেবে উল্লেখ করে বলেন-

পুণ্য পথের এ যে যাত্রীরা নিষ্পাপ
ধর্মেরি বর্মে সু-রক্ষিত দিল সাপ।
নহে এরা শঙ্কিত বজ্র-নিপাতেও
কাণ্ডারী আহমদ; তরী ভরা পাথেয়?

অত:পর যখন ১৯২০ সালে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় 'ফাতিহা-ই-দোয়াজদহম: আবির্ভাব' প্রকাশিত হয়। ঠিক এর পরের বছর উক্ত পত্রিকায় একই সময় প্রকাশিত হয় 'ফাতিহা-ই-দোয়াজদহম: আবির্ভাব' শিরোনামে অসাধারণ দুটি কবিতা। প্রথম (আবির্ভাব) কবিতাংশ নিম্নরূপ–

নাই তা-জ
তাই লা-জ?
ওরে মুসলিম, খর্জুর-শীষে তোরা সাজ।
করে তসলিম হর কুর্ণিশে শোর আ-ওয়াজ
শোন কোন মুজদা সে উচ্চারে 'হেরা' আজ
ধরা মাঝ!
উরজ য়্যামন নজদ হেযাজ তাহামা ইরাক শাম
মেসের ওমান তিহরান-স্মরি কাহার বিরাট নাম,
পড়ে সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম।
চলে আঞ্জাম
দোলে তাঞ্জাম
খোরে হর-পরী ফিরদাউসের হাম্মাম।
টলে কাঁখের কলসে কওসর ভর, হাতে আব জম জম।

Dhaka University Institutional Repository

শোন দামাম কামান তামাম সামান
নির্ঘোষি কার নাম
পড়ে সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম।

কবি আব্দুল কাদির (১৯০৬-১৪৮) তার "মানুষের সেবা" নামক কবিতায় সরাসরি "*মুসলিম শরীফের*"[১৪৯] একটি হাদীসের হুবহু বাংলা কাব্যানুবাদ লক্ষ্য করা যায়। যেমন- কবির ভাষায়,

হাশরের দিন বলিবেন খোদা- হে আদম সন্তান
তুমি মোরে সেবা কর নাই যবে ছিনু রোগে অজ্ঞান।
মানুষ বলিবে- তুমি প্রভু করতার,
আমরা কেমনে লইব তোমার পরিচর্যার ভার?
বলিবেন খোদা- দেখনি মানুষ কেঁদেছে রোগের ঘোরে,
তারি শুশ্রুষা করিলে তুমি যে সেথায় পাইতে মোরে।
খোদা বলিবেন- হে আদম সন্তান,
আমি চেয়েছিনু ক্ষুধায় অন্ন, তুমি কর নাই দান।
মানুষ বলিবে- তুমি জগতের প্রভু,
আমরা কেমনে খাওয়াব তোমারে, সে কাজ কি হয় কভু?
বলিবেন খোদা- ক্ষুধিত বান্দা গিয়েছিল তব দ্বারে,
মোর কাছে ফিরে পেতে তুমি তাহা যদি খাওয়াইতে তারে।
পুনরুপি খোদা বলিবেন- শোন হে আদম সন্তান,
পিপাসিত হয়ে গিয়েছিনু আমি, করাও নি পানি পান।
মানুষ বলিবে- তুমি জগতের স্বামী,
তোমারে কেমনে পিয়াইব বারি, অধম বান্দা আমি?
বলিবেন খোদা- তৃষ্ণার্ত তোমা ডেকেছিল জল আশে,
তারে যদি জল দিতে তুমি তাহা পাইতে আমায় পাশে।

রেনেসাঁ কবি, মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) যিনি কাজী নজরুল পরবর্তী বিপুল প্রতিভা আর মমত্ব নিয়ে প্রিয় নবীর শানে "সিরাজাম মুনিরা" পূর্ণাঙ্গ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। তার ভাষায়,

তুমি না আসিলে মধুভাণ্ডার ধরায় কখনো হতো না লুট
তুমি না আসিলে নার্গিস কভু খুলতো না তার পর্ণপুট,
বিচিত্র আশা-মুখর মাশুক খুলত না তার রুদ্ধ দিল;
দিনের প্রহরী দিত না সরায়ে আবছা আধাঁর কালো নিখিল।

কবি তালিম হোসেন (১৯১৮-১৯৯৯): তিনি তার "রহমাতুল্লিল আলামীন" কাব্যে অধপতিত মানব জীবনের উত্থান কামনায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর করুণাপ্রার্থী হয়েছেন। তার ভাষায়,

করুণার মেঘ আনো চেতনার ঊষর প্রান্তরে
যুগের ক্রন্দন শোন, রাহমাতুল্লিল আলামীন।
সমুদ্র নিখোঁজ হলো আদিগন্ত এই বালুচরে
মৃগতৃষ্ণিকার চক্রে কণ্ঠে জাগে তৃষ্ণা অন্তহীন।[১৫০]

---

১৪৯ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ : يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ : يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ، فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي، يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ، فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ : يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ : اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي (ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-২৫৬৯)

১৫০ মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, *বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য*, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৬৫খ্রি., পৃ.৬০

Dhaka University Institutional Repository

ভিক্ষাবৃত্তিকে হাদীস শরীফে নিষেধ করা হয়েছে। শেখ হাবিবুর রহমান (জ.১৮৯১) রচিত "নবীর শিক্ষা" কবিতায় সে হাদীসেরই প্রতিধ্বনি শুনা যায়। যেমন: তার ভাষায়,

তিন দিন হইতে খাইতে না পাই, নাই কিছু মোর ঘরে,
দারা পরিবার বাড়িতে আমার উপোস করিয়া মরে।
নাহি পাই কাজ তাই ত্যাজি লাজ বেড়াই ভিক্ষা করি।
হে দয়াল নবী, দাও কিছু মোরে নহিলে পরাণে মরি।
আরবের নবী করুণার ছবি ভিকারির পানে চাহি,
কোমল কণ্ঠে কহিল, তোমার ঘরে কি কিছুই নাহি?
বলিল সে, আছে শুধু মোর কাছে কম্বল একখানি।
কহিল রাসূল, এ ক্ষুণি গিয়ে দাও তাহা মোরে আনি।
সম্বল মোর কম্বল খানি বেচিয়া তাহার করে,
অর্ধেক দাম দিলেন রাসূল খাদ্য কেনার তরে,
বাকি টাকা দিয়ে কিনিলেন কুঠার হাতল লাগায়ে নিজে,
কহিলেন, যাও কাঠ কেটে খাও, দেখ খোদা করে কি-যে।
সে দিন হইতে শ্রম সাধনায় ঢালিল ভিখরীর প্রাণ,
বনের কাষ্ঠ বাজারে বেচিয়া দিন করে গুজরান।
অভাব তাহার রহিল না আর, হইল সে সুখী ভবে,
নবীর শিক্ষা, করো না ভিক্ষা, মেহনত করো সবে।

উনবিংশ শতাব্দির শেষের দিকে ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন (১৮৩৪-১৯১০খ্রি.) বাংলা ভাষায় গদ্যরীতিতে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ কুরআন মাজীদের অনুবাদ করেন; সাথে সাথে হাদীসের অনুবাদ সাহিত্যেও অবদান রাখেন। এই কুরআন-হাদীস ও অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশের গুরুদায়িত্ব পালন করবার সময় তার দাদা কেশব চন্দ্র প্রার্থনা করে বলেছিলেন, 'তোমার জীবন মহা মানুষ মোহাম্মদের স্পিরিটে মহিমান্বিত ও অনুপ্রাণিত হউক।' তার ধর্ম জীবনের সব সাধনা ও সিদ্ধির মধ্যে এই প্রার্থনাটি স্বার্থক হয়েছে।[১৫১] তার প্রমাণ গিরিশ চন্দ্রের '*মহাপুরুষ মোহম্মদের জীবন চরিত*'[১৫২] (১৮৮৫ খ্রি.) রচনার মধ্যদিয়ে স্বার্থকভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তিনি তার গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেন, "হজরত মোহাম্মদের 'প্রকৃত জীবন চরিত' বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলীর নিকটে যাহাতে প্রচার হয় নিরপেক্ষভাবে তৎসাধনে চেষ্টা করা যাইতেছে।"[১৫৩] বাস্তবিক পক্ষে, তখনও মহানবীর (সা.) এর প্রকৃত জীবন চরিত ও হাদীস সাহিত্য বাংলা ভাষায় আধুনিক বঙ্গ সমাজে রচিত হয়নি। যদিও ইতোপূর্বে অজ্ঞাতনামা মিশনারী রচিত '*মহম্মদের বিবরণ*' (১৮০২ খ্রি.) এবং জেমস লঙ রচিত '*মহম্মদের জীবন চরিত*' (১৮৫৫ খ্রি.) বিশ্বস্ত জীবনী গ্রন্থ নয়।[১৫৪] ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর যে সকল সংকলিত বাণী তথা হাদীস গ্রন্থাবলীর বাংলা ভাষায় অনুবাদকর্ম সম্পাদন করেন সেগুলো নিম্নোক্ত শিরোনামে নামকরণ করা হয়-

হাদীস-পূর্ব বিভাগঃ (প্রথম খণ্ড) A translation of the well-known work of Meskat Masahvih with Bangali Commentary based an Asatollumat. প্রকাশক ও মুদ্রক: বিশ্বনাথ দাস, ২০ পাটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ: ২৪ জানুয়ারি, ১৮৯২ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮০, মূল্য: আটানা, গ্রন্থস্বত্ব: গিরিশ চন্দ্র সেন, ২০ পাটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা। তথ্যনির্দেশ: (১) বেঙ্গল লাইব্রেরি, ক্যাটালগ, ১৮৯২ খ্রি., পৃ. ১২-১৩। (২) ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরি, ক্যাটালগ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮১।[১৫৫]

---

১৫১ মোহম্মদ আকরাম খাঁ, (১ নভেম্বর ১৯৩৬) উদ্ধৃত, মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, 'গিরিশ বাবুর কুরআন তরজমা', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭৮বঙ্গাব্দ, পৃ.৭০

১৫২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে (পৃ.১৫১) গিরিশ চন্দ্র সেনের এ গ্রন্থের নাম লেখা হয়েছে "মহাপুরুষ মোহম্মদ ও তৎ প্রবর্তিত এসলাম ধর্ম" কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংরক্ষিত কপিতে (সাপ নং ৯২৩৩) দেখা যায় 'মহাপুরুষ মোহম্মদের জীবন চরিত' যা কলিকাতা বিধান যন্ত্রে শ্রীরাম সর্বস্ব ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। [মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন,*বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চা (১৮০০-১৯০০)*, অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ,২০০৭খ্রি. পৃ.১২১]

১৫৩ মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২

১৫৪ কাজী আব্দুল ওদুদ, *হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম*, ঢাকা: ১৯৬৫, পৃ.৩

১৫৫ আলী আহমদ, *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জি*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫খ্রি., পৃ. ৩৮৮

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস-পূর্ব বিভাগঃ (দ্বিতীয় খণ্ড) Treats of the Subject of Physical purification in general. প্রকাশক ও মুদ্রক: বিশ্বনাথ দাস, মঙ্গল গঞ্জ মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত ও ২০ পাটুয়াটোলা লেন কলিকাতা হতে প্রকাশিত। প্রথম সংস্করণ: ৮ মে, ১৮৯২ খ্রি.,পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৭৪, মূল্য: আটানা, মুদ্রণ সংখ্যা: ১০০০কপি, গ্রন্থস্বত্ব: গিরিশ চন্দ্র সেন, ২০ পাটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা। তথ্যনির্দেশ: বেঙ্গল লাইব্রেরি, ক্যাটালগ, ১৮৯২ খ্রি., ২য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান, ক্রমিক সংখ্যা: ১০১৬, পৃ.২০-২১।[১৫৬]

হাদীস-পূর্ব বিভাগঃ (তৃতীয় খণ্ড) প্রকাশক ও মুদ্রণ: পি. কে দত্ত, ২০ পাটুয়াটোলা লেন কলিকাতা হতে প্রকাশিত। প্রথম সংস্করণ: ১১ আগস্ট, ১৮৯৩ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮০, মূল্য: আটানা, মুদ্রণ সংখ্যা: ৫০০ কপি, গ্রন্থস্বত্ব: গিরিশ চন্দ্র সেন, ২০ পাটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা। তথ্যনির্দেশ: বেঙ্গল লাইব্রেরি, ক্যাটালগ: ১৮৯৩ খ্রি., ৩য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান, পৃ.২০-২১।[১৫৭]

হাদীস-পূর্ব বিভাগঃ (পঞ্চম খণ্ড) প্রকাশক ও মুদ্রক: কে. পি নাথ, ৩,রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ: ২৬ মার্চ, ১৯০১ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪০, মূল্য: আটানা, মুদ্রণ সংখ্যা: ৫০০ কপি, গ্রন্থস্বত্ব : গিরিশ চন্দ্র সেন, ২০ পাটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা। তথ্যনির্দেশ: বেঙ্গল লাইব্রেরি, ক্যাটালগ: ১৯০১ খ্রি., ২য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান, ক্রমিক সংখ্যা: ১৪৮৩, পৃ.৩০-৩১।[১৫৮]

হাদীস-পূর্ব বিভাগঃ (ষষ্ঠ খণ্ড) প্রথম সংস্করণ: ৬ জুলাই, ১৯০২ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৭৬, মূল্য: আটানা, মুদ্রণ সংখ্যা: ৫০০ কপি, তথ্যনির্দেশ: বেঙ্গল লাইব্রেরি, ক্যাটালগ: ১৯০২ খ্রি., ৩য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান, পৃ. ১৭।[১৫৯]

হাদীস-পূর্ব বিভাগঃ (সপ্তম খণ্ড) প্রথম সংস্করণ: ৪ আগস্ট, ১৯০৩ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮৪০(?), মূল্য: আটানা, মুদ্রণ সংখ্যা: ৫০০ কপি, তথ্যনির্দেশ: বেঙ্গল লাইব্রেরি, ক্যাটালগ: ১৯০৩ খ্রি., ৩য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান, পৃ.১২-১৩।[১৬০]

হাদীস-পূর্ব বিভাগঃ (প্রথম খণ্ড) ৯ম সংখ্যা, প্রকাশক ও মুদ্রক: কে.পি নাথ, ৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ: ১৮ অক্টোবর, ১৯০৪ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮০, মূল্য: আটানা, তথ্যনির্দেশ: বেঙ্গল লাইব্রেরি, ক্যাটালগ :১৯০৪ খ্রি., ৪র্থ ত্রৈমাসিক খতিয়ান।[১৬১]

হাদীস-পূর্ব বিভাগঃ (প্রথম খণ্ড) ১০ম সংখ্যা, প্রকাশক ও মুদ্রক: কে. পি নাথ, ৩,রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ: ২০ ডিসেম্বর, ১৯০৪ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬২, মূল্য: আটানা, তথ্যনির্দেশ: বেঙ্গল লাইব্রেরি, ক্যাটালগ: ১৯০৫ খ্রি., ১ম ত্রৈমাসিক খতিয়ান।[১৬২]

হাদীস-উত্তর বিভাগঃ (দ্বিতীয় খণ্ড) প্রকাশক ও মুদ্রক: কে. পি নাথ, ৩,রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ: ২৭ জানুয়ারি, ১৯০৬ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮০, মূল্য: আটানা, তথ্যনির্দেশ: বেঙ্গল লাইব্রেরি, ক্যাটালগ: ১৯০৬ খ্রি., ১ম ত্রৈমাসিক খতিয়ান।[১৬৩]

হাদীস-উত্তর বিভাগঃ (2nd part, No.ll) প্রকাশক ও মুদ্রক: কে.পি নাথ, ৩,রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ: ৭ নভেম্বর, ১৯০৬ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৭০, মূল্য: আটানা, তথ্যনির্দেশ: বেঙ্গল লাইব্রেরি, ক্যাটালগ: ১৯০৬ খ্রি., ৪র্থ ত্রৈমাসিক খতিয়ান, পৃ. ১৬।[১৬৪]

হাদীস-উত্তর বিভাগঃ (তৃতীয় খণ্ড) [2nd part, No.lll] প্রকাশক ও মুদ্রক: কে. পি নাথ, ৩,রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ: ৬ জুলাই, ১৯০৭ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮৮, মূল্য: আটানা, গ্রন্থস্বত্ব: গ্রন্থকার, ৩,রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলিকাতা। তথ্যনির্দেশ: বেঙ্গল লাইব্রেরি, ক্যাটালগ: ১৯০৭ খ্রি., ৩য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান, পৃ.২০।[১৬৫]

---

১৫৬ আলী আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৮৯
১৫৭ *প্রাগুক্ত*
১৫৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৯০
১৫৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৯১
১৬০ *প্রাগুক্ত*
১৬১ *প্রাগুক্ত*
১৬২ *প্রাগুক্ত*
১৬৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৯২
১৬৪ *প্রাগুক্ত*
১৬৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৫৫

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস-উত্তর বিভাগঃ (চতুর্থ খণ্ড) Text of Maskatolmasahbih (An Arabic work) with annotations and ranslations by editor. প্রকাশক ও মুদ্রকঃ কে. পি. নাথ, ৩,রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণঃ ১৮৩০ শক, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯০৮ খ্রি.,পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ৮০, মূল্যঃ ৫০– আটানা, গ্রন্থস্বত্বঃ গিরিশ চন্দ্র সেন, ২০ পাটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা। তথ্যনির্দেশঃ (১) বেঙ্গল লাইব্রেরি, ক্যাটালগ, ১৯০৮ খ্রি., ৩য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান।[১৬৬]

হাদীসে আরবাইনঃ এটি একটি পুস্তিকারের হাদীস সংকলন। জনাব গোলাম মৌলা কর্তৃক ১৮৮০ সালে বাংলা ভাষায় ৩৮ পৃষ্ঠার পুস্তিকা আকারে হাদীসে আরবাইন শিরোনামে একটি হাদীস সংকলন হিসেবে প্রকাশের তথ্য পাওয়া যায়।[১৬৭]

পবিত্র বাক্যঃ (প্রথম খণ্ড) এটি একটি হাদীস সংকলন। ভাগলপুর নিবাসী সৈয়দ ইরফান আলী কর্তৃক হাদীস গ্রন্থটি সংকলিত হয় এবং ১৮৯৬ সালে কোলকাতার সাহান শাহ এ্যাণ্ড কোং থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি ৫৩টি পৃষ্ঠায় সমাপ্ত করা হয়েছে।[১৬৮]

চল্লিশ হাদীসঃ গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় ১৯০৮ সালে মোঃ শাহাদাৎ হোসাইন ফাররোখ কর্তৃক রচিত বগুড়ার শিবগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থে প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র মুখনিসৃত চল্লিশটি হাদীস নিয়ে আলোচিত হয়েছে।[১৬৯]

প্রিয় পয়গম্বরের প্রিয় কথাঃ এই কিতাবটি প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ 'মিশকাতুল মাসাবিহ' থেকে প্রায় পাঁচশতাধিক নির্বচিত হাদীসের অনুবাদ। সৎশিক্ষা, শিষ্টাচার, সুব্যবহার ও সৎজীবন সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে রংপুরের অধিবাসী খান বহাদুর তাসলীমুদ্দীন আহমদ (১৮৫২-১৯২৭) কর্তৃক বাংলা ভাষায় সংকলিত হয় এবং ১৯১৫ সালে তা প্রকাশিত হয়।[১৭০]

চল্লিশ হাদীসঃ ১৯১৭ সালে জনাব কুতুবউদ্দীন আহমাদ 'চল্লিশ হাদিস' ৩৮ পৃষ্ঠায় পুস্তিকা আকারে সংকলন করেন এবং নারায়ণপুর থেকে সংকলক কর্তৃক প্রকাশিত হয়।[১৭১]

হাদীস মালাঃ চব্বিশ পরগনা জেলার চণ্ডীপুরের নিবাসী জনাব আবুল হাসান মোঃ আব্বাস আলী (১৮৫৯-১৯২২ খ্রি.) কর্তৃক সংকলিত 'হাদীস মালা' গ্রন্থটি। এই হাদীস গ্রন্থটি ১৯২২ সালে সংকলক কর্তৃক রংপুর থেকে প্রকাশিত হয়।[১৭২]

কাঞ্জল আরশঃ ১৯২৪ সালে নোয়াখালীর বগাদিয়ার কৃতী সন্তান জনাব নাজির আহম্মদ মক্কী আল-জুজুরী দামেস্কী রচিত হাদীস ভিত্তিক মাসনুন দু'আর গ্রন্থ "হিসনে হাসীন" এর বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। এ গ্রন্থটি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড ১৯২৪ সালে ১২৮ পৃষ্ঠায় এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৯২৫ সালে ১২৯-২৪০পৃষ্ঠার মধ্যে সমাপ্ত করে প্রকাশিত হয়।[১৭৩]

ছয়কুল মুহাদ্দেসীনঃ গ্রন্থটি ১৯২৪ সালে মৌলভী আব্দুল বারী কর্তৃক রচিত হয়। এটি ১০২ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট। সম্ভবত: সিহাহ সিত্তার ইমামদের নিয়ে রচিত। তবে সূফী মাওলানা মোঃ রুহুল আমীন তদরীদেল মোবতেলীনদের বিরুদ্ধে '*ছয়কুল মুহাদ্দেসীন*' নামে পুস্তক রচনার মাধ্যমে প্রতিউত্তর দেন। পরে এটি কোলকাতার মোহাম্মাদী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।[১৭৪]

---

১৬৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৯৩

১৬৭ আলহাজ্জ মো: আবদুর রাজ্জাক, *বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জি*, ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশান্স, ২০০৩খ্রি, পৃ.৩৮০, (এ গ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি।)

১৬৮ *প্রাগুক্ত*

১৬৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৮২

১৭০ মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ঢাকা: আহমাদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৭খ্রি., পৃ.১২৪

১৭১ আলহাজ্জ মো: আবদুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮০

১৭২ *প্রাগুক্ত*

১৭৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৮১

১৭৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৭৮

Dhaka University Institutional Repository

হযরতের বাণী: গ্রন্থটি ১৯২৫ সালে পাংশার অন্তর্গত শামপুরের কৃতী সন্তান জনাব সাহাদত আলী খান কর্তৃক বাংলা ভাষায় সংকলিত হয়। ৪০ পৃষ্ঠার এ হাদীস সংকলনে মোট ১৪০টি হাদীসের আলোচনা স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটি পাংশার জনৈক ইয়াসীন আলী কর্তৃক প্রকাশিত হয়।[১৭৫]

মেশকাত শরীফ: এটি বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ 'মিশকাতুল মাসাবিহ' এর বাছইকৃত হাদীসের বঙ্গানুবাদ। এটি সাতশত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত করা হয়েছে। ১৯২৭ সালে তা প্রকাশিত হয়। প্রখ্যাত বাংলা সাহিত্যিক ফজলুর রহিম চৌধুরীর মিশকাতের এ সুবৃহৎ অনুবাদগ্রন্থটি তৎকালে বাঙ্গালী পাঠকদের মাঝে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। উল্লেখ্য যে, তিনি ১৯২৮ সালে "*বোখারী শরীফের*" আংশিক অনুবাদকর্ম সম্পাদন করেছিলেন।[১৭৬]

নবীর কালাম: বিদ্যাবিনোদ খ্যাত যশোর জেলার ঘোপের নিবাসী গোলাম লতিফ (১৮৮০-১৯৫২ খ্রি.) নবীর কালাম নামে ৫৮ পৃষ্ঠার ছোট পরিসরে হাদীস সাহিত্য সংকলন করেন। ১৯২৯ সালে সংকলক নিজেই ঘোপ থেকে বইটি প্রকাশ করেন।[১৭৭]

হযরতের অমৃত বাণী: মোঃ সিরাজুল ইসলাম (এম.এ, বি. এল) কর্তৃক সংকলিত 'হযরতের অমৃত বাণী' শিরোনামে ১০১ পৃষ্ঠার গ্রন্থটি ১৯২৯ সালে কলিকাতার ইউনির্ভাসেল লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়।[১৭৮]

হাদিছ শিক্ষা: ১৯২৪ সালে মাওলানা মোঃ মোয়েজ্জুদীন হামিদী (১৮৯৫-১৯৬৯) 'হাদিছ শিক্ষা' শিরোনামে ৪২ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট ছোট একখানা হাদীস গ্রন্থ রচনা করেন। এটি হামিদ পুরের হামিদিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়।[১৭৯]

পয়গামে মোহাম্মদী: বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মাগুরা জেলার জোকা এর কৃতী সন্তান জনাব গোলাম হোসেন (১৮৭৮-১৯৬৪ খ্রি.) বি.এ, সৈয়দ মুহম্মদ আলী কাদরী মুঙ্গেরী কর্তৃক রচিত '*পয়গামে মোহাম্মদী*' শিরোনামে হাদীস গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন এবং ১৯৩২ সালে অনুবাদক কর্তৃক কোলকাতা থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।[১৮০]

হাদীসের আলো: মুহাম্মদ আযহার উদ্দীন কর্তৃক সংকলিত 'হাদীসের আলো' ৩০৪ পৃষ্ঠার হাদীস সংকলনটি ১৯৩২ সালে ফরিদপুরের বেগম হালিমা খাতুন কর্তৃক প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯০৫ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ এবং ১৯৬২ সালে তৃতীয় সংস্করণ প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ আহমাদ পাবলিকেশন্স থেকে ১৯৮৬ সালে ৩৬৯ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট হাদীস গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এতে ১০২৫ টি সহীহ হাদীসের সুন্দর ও সরল বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে।[১৮১]

রাসূলুল্লাহর খাস নছিহত: ১৯৩৫ সালে কাজী মোঃ গোলাম রহমান (১৮৯৬-১৯৮১ খ্রি.) লিফলেট আকারে ছয় পৃষ্ঠার '*রাসূলুল্লাহর খাস নছিহত*' শিরোনামে ক্ষুদ্র পুস্তিকা সংকলন করে তা নিজে কুমিল্লা থেকে প্রকাশ করেন।

রিয়াদুস সালেহীন: ১৯৩৮ সালে পাবনার সুজানগর নিবাসী আবুল খায়ের আহমদ আলী কর্তৃক রিয়াদুস সালেহীন বাংলায় অনূদিত হয়। [১৮২]

চল্লিশ হাদীস: 'চল্লিশ হাদীস' সংকলনটি অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ গোলজার হোসাইন কর্তৃক সংকলিত এবং ১৯৪০ সালে ঝিনাইদাহের দখলপুর থেকে প্রকাশিত হয়। [১৮৩]

মেশকাত শরীফ: বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য রচনার অন্যমত পথিকৃত মাওলানা ফজলুল করিমের অন্যতম সাহিত্যকীর্তি 'আদর্শ মানব' শিরোনামে ১৯৪৭ সালে প্রিয়নবীর আদর্শ জীবনী প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯৬২ সালে তার রচিত চার খণ্ডে "*মেশকাত শরীফ*" এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়।[১৮৪]

---

১৭৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৮১
১৭৬ মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩০
১৭৭ আলহাজ্জ মো: আবদুর রাজ্জাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৮১
১৭৮ *প্রাগুক্ত*
১৭৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৭৮
১৮০ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৮১
১৮১ *প্রাগুক্ত*
১৮২ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৮৫
১৮৩ *প্রাগুক্ত*
১৮৪ মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩০

Dhaka University Institutional Repository

একবিংশ শতক (২০০১-বর্তমান)

কাব্যে হাদীস ছন্দে বিন্যাস মহানবী (সা.) এর মহাবাণী[১৮৫]**:** অধ্যাপিকা লুৎফুন নাহার রউফ রচিত "*কাব্যে হাদীস ছন্দে বিন্যাস মহানবী (সা.) এর মহা বাণী*" বার্ড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত, এ যাবৎ বাংলা কাব্য সাহিত্যে হাদীস চর্চা বিষয়ে ৮৩২ পৃষ্ঠার এটিই সর্ববৃহৎ গ্রন্থ। এ গ্রন্থের মধ্যে ইসলাম, ঈমান, আল্লাহর পরিচয়, ভয়, আত্মা, মৃত্যু ও কবর, দুনিয়া ও আখিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম, কিয়ামত, কুরআন ও ইলম, নামাযা, রোযা, যাকাত, হজ্জ ও মসজিদ, তাওবা, ইস্তিগফার, রাসূলুল্লাহ বিষয়ক ও দু'আ ইত্যাদি বিষয়ক ২২টি অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ৫৯০ বিষয়ের (যথা: ১ম অধ্যায়ে "ইসলাম" শিরোনামে ১৫টি বিষয়ের আলোচনা এসেছে) উপর কাব্যে হাদীসের অনুবাদ করত: হাদীসের চলতি বাংলায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। হাদীসের কাব্যানুবাদের শুরুতে উদ্ধৃত হাদীসের রাবী বা বর্ণনাকারী সাহাবীর সূত্র বর্ণিত হয়েছে এবং শেষে হাদীসের মূল গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-

* উক্ত গ্রন্থের ৭৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত একজন মুমিন-মুসলিমের নিদর্শন প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়ারা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

"সে জন মুসলমান–
যার মুখের কটূক্তি আর
হাতের অনিষ্ট থেকে
সুরক্ষিত থাকে অপর মুলমান।
আর মুমিন সে জন
যার কাছে মানুষের জীবন-সম্পদ
সম্পূর্ণ থাকে নিরাপদ।"------- [তিরমিযী-নাসাঈ]

* উক্ত গ্রন্থের ৫০৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত সাদাকার মর্তবা প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"সাদাকা নির্বাপিত করে দেয় আল্লাহর ক্রোধ
আর করে (মানুষের) মন্দ মৃত্যু রোধ"---------- [তিরমিয়ী]

* উক্ত গ্রন্থের ৫১১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত নিজের পরিবারের জন্য খরচ প্রসঙ্গে হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"পুণ্য লাভের তরে-
খরচ করবে নিজ পরিজন পরিবারে
যবে কোন বান্দা মুসলমান,
হইবে গণ্য ইহা তার জন্য
হিসেবে সদাকা দান" ----------[বুখারী-মুসলিম]

** উক্ত গ্রন্থের ৫৪৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত বৃক্ষরোপন প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যদি কোন মুসলমান–
করে কোন (ফলবান) বৃক্ষ রোপণ
অথবা সে করে (ভূয়ে) শস্য বপন,
তারপর এখান থেকে শস্যদানা
আর ফল-ফলাদি যখন
মানুষ ও পশুপক্ষী করে ভক্ষণ,
তখন ইহা তাহার জন্য–
হইবে সাদাকা বলিয়া পরিগণ্য।" -------- [বুখারী-মুসলিম]

---

১৮৫ অধ্যাপিকা লুৎফুন নাহার রউফ, *কাব্যে হাদীস ছন্দের বিন্যাসে মহানবী (সা)-এর মহাবাণী*, ঢাকা: বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, আগস্ট ২০১৯ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

লোকসাহিত্যে ইসলাম: সাহিত্য সংস্কৃতির ভিত্তিমূল। কোন জাতির চরিত্র তার সাহিত্যে ফুটে ওঠে। লোকসাহিত্য বলতে মৌখিক সাহিত্য; যা হাজার বছর ধরে বাংলার সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসা লোকগল্প, রূপকথা ও লোকগাথা ইত্যাদি।[১৮৬] বাংলার সাহিত্য, কৃষ্টি-কালচার ও ঐতিহ্যে লোকসাহিত্যের বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । এ সাহিত্যের উপজীব্য মূলত: প্রেম, ধর্মীয় বিষয়, দর্শন ও ভক্তি ইত্যাদি। সাহিত্যের এ ধারাটি স্মরণাতীত কাল থেকে নাম না জানা লোকদের দ্বারা রচিত এবং লোকমুখে যুগের পর যুগ লোকসমাজের তাহজীব-তমদ্দুন বয়ে চলছে। এ প্রসঙ্গে প্রিন্সিপ্যাল ইবরাহীম খাঁ বলেন,"লোক সাহিত্য হচ্ছে বাছাই মাল। এরা কালের অকুণ্ঠ যাচাইয়ে টিকে গেছে। শত শত বছর ধরে অবিকৃত জনমনে এরা আনন্দ বিতরণ করে এসেছে। এদের বেঁচে থাকার জন্য এ-ই যথেষ্ট।"[১৮৭] বৃটিশ আমল থেকে এ দেশের লোক সাহিত্য সংগ্রহ ও রক্ষার কাজ শুরু হয়। সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ধর্ম এ ধারার সাহিত্যের অন্যতম ভিত্তি। নবী-রাসূল, আহলে-বায়ত, চার খলিফা ও ওলী-আউলিয়া কাহিনী এবং ইসলামের মূল ভিত্তি তথা কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি এ সাহিত্যের অন্যতম উপজীব্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বাংলা ভাষার লোক সাহিত্য জুড়ে কুরআন-হাদীসের মর্ম বাণী কতটুকু প্রতিফতিল হয়েছে তা অনুসন্ধান করাই হবে এ পরিচ্ছেদের মূল প্রতিপাদ্য।

লোকসাহিত্যে হাদীস চর্চা

এ বিষয়ে সিলেটের কবি সৈয়দ সোলতান (১৫৫৫-১৬৬৮খ্রি.) আরবী-ফারসী কিতাব থেকে প্রথম 'রসুল-চরিত' রচনা করেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি নবী-রাসূলের জীবনকাহিনী, কুরআন-হাদীস তথা দীন-ইসলামের মর্মকথা বাংলা ভাষায় রচনা করতে শুরু করেন। তিনি কেন লিখনিতে হাত দিলেন, এর কারণ তিনি নিজেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন-

খোদার জিজ্ঞাসা
.... তোরা আলিম আছিলা।
মনুষ্যে করিতে পাপ নিষেধ না কৈলা।।
তখন 'লা জওয়াব' হতে হবে।
অজ্ঞজনের এক জবাব: জ্ঞানীরা বলেননি।
এহি ভএ ভাবিয়া রচিল নবীবংশ।
শুনি পাপীগণে যেন পাপে নহে ধ্বংস।।[১৮৮]

সৈয়দ সোলতানের উপর্যুক্ত চরণ থেকে কবি হৃদয়ে 'সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান' না করার জবাবদিহির অনুভূতির একান্ত আকুতি প্রকাশ পেয়েছে; যা সরাসরি কুরআন-হাদীসের বহু সংখ্যক আয়াত ও হাদীসের সুস্পষ্ট মর্ম কথা। এ ছাড়া হাদীস শরীফে অর্জিত জ্ঞান গোপন করাকে বড় পাপ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই জ্ঞান গোপন করার জবাবদিহি থেকে দায়মুক্তিলাভের নিমিত্ত "নবীবংশ" গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়।

সৈয়দ সোলতানের পথ অনুসরণ করে পরবর্তীতে হায়াত মামুদ, শেখ চান্দ, মোঃ মুকিম প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এ ধারায় সাহিত্য রচনা করেন। সাথে সাথে পুথিকার কবিগণ ইসলামী ভাবধারার সমন্বয়ে কুরআন-হাদীসের মর্মবাণী রচনা করেছেন। এগুলো সাধারণত ত্রিপদী ছন্দ ও গানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন- ঈমান-ইসলামের বাণী সম্পর্কে ফকির মান্নান বলেন,

লা ইলাহা ইল্লাল্লার সাথে
লাগইল নবীর নাম
দুই মিলাই এক করিলে
অইলো ইসলাম।[১৮৯]

---

১৮৬ আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২খ্রি., পৃ. ৫১৩
১৮৭ চৌধুরী গোলাম আকবর সম্পাদিত, *লোক সাহিত্যে ইসলাম*, ঢাকা: ইফাবা,১৯৮৭খ্রি., পৃ. ০৫
১৮৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

● ঈমান মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। এ ঈমান মানুষকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালার একত্ববাদে বিশ্বাসী করে তোলে। আর বিশ্বাসই মানুষকে ইহকাল-পরকাল উভয় জগতে একমাত্র মুক্তির উপায়। কারণ সত্যিকারে একত্ববাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি পাপ-পঙ্কিলতা মুক্ত জীবন গঠন করতে সক্ষম হন। তাই ঈমান গ্রহণের প্রতি উদাত্ত আহবান উচ্চারিত হচ্ছে লোক কবির ভাষায়,

'রে কালেমা বড় ধন
বিন কলেমায় দেহার পাপ
না অইবো মোচন।
.....
আল্লা বিনে কেউ নাই
সর্ব শক্তির মূল
নিজ গুণে বানাইলা
মোহাম্মদ রছুল।
আগে আল্লা মনে প্রাণে
করহ কবুল
তা অইলে পাইবে তুমি
একুল সেকুল।'[১৯০]

● হাদীস শরীফে এসেছে, কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে নবী (সা.) এর শাফাআ'ত ছাড়া কারো মুক্তি নেই। ফকির শেখ ভানুর ভাষায়,

'লা শরীক মাবুদ জানি যেজন
করে এবাদত
হাশরে নবীজি তারে করবা শফায়াত।
শাদত কালেমা চাপি
জানিও আলবত
ফকির শেখ ভানু কয়
বেস্তো যাইবার পথ।'[১৯১]

● রাসূলকে (সা.) মান্য করা সকল মানুষের জন্য আবশ্যক। তাকে না মানলে সে হয় শতানের অনুসারী। ফকির কছিম আলীর ভাষায়,

'মন রে-
ফকীর কছিম আলী বলে
নূরনবীর চরণ তলে
নূরনবী জগতের চান
তাকে না মানিয়া কতো
অইলা শয়তান।'[১৯২]

● রাসূল (সা.) মুখনিসৃত বাণীকে হাদীস বলে। তার জবানীতে আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তথা হাদীসের ধ্বনির প্রতিধ্বনিত হচ্ছে লোকসাহিত্যে। যেমন:

'মাবুদ ও-
তোমার ধনেতে ধনী
ও মাবুদ রছুল গুণমান

---

১৮৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪
১৯০ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০-২১
১৯১ চৌধুরী গোলাম আকবর সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬
১৯২ *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

রছুলের জবানীতে
তোমার কলেমা শুনি
মাবুদ ও-
মোম্মদ রছুলুল্লা
তোমার দুস্ত শিরোমণি
লা শরীক তোমারে চিনি
রছুলের জবানী।'[১৯৩]

● "হাদীস জিব্রীল" নামে প্রসিদ্ধ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইবাদতের ক্ষেত্রে 'ইহসান' অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ ইহসানের উপর ইবাদতের গ্রহণযোগ্যতা ও পুরস্কার প্রাপ্তির মাত্রা নির্ভর করে। তাই সালাতের ক্ষেত্রে হাদীসের ইহসান তত্ত্বের মর্মকথা লোক সাহিত্যের ভাষায়,

'আবিদে নামায পড়ে
কায়া সঙ্গে লইয়া
আরিফে নামায পড়ে
ইরফানে ডুবিয়া।
আবিদ এর নামাযেতে
বরছ এ রহমত
আরিফ এর নামাযেতে
হাছিল অয় ক্বোরবত।'[১৯৪]

.....

'মুমিন নামায পড়িও
নামাযেতে সামনে আল্লা
মনেতে রাখিও।
তুমি নাহি দেখো আল্লা
আল্লা তোমায় দেখে
ছাহেবাল্লা ছামনে তোমার
একিনে জানিও।'[১৯৫]

● হাদীস শরীফে সালাতকে মুমিনের মি'রাজ বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। আর সালাতকে ইহসানের উঁচু তবকায় উন্নীত করতে পারলে সে সালাতেই মুমিনের জন্য মিরাজ স্বরূপ। লোক কবির ভাষায়,

'মুমিনও-
আব্দুল বাকিয়ে কয়
ধিয়ান করি চাইও
নামাযে মেরাজ আছে
তার তত লইও।' [১৯৬]

.....

'ফরমাইলা রছুলুল্লা
হাদিছের মাঝ
নামায পড়িলে অয়
মুমিনের মেরাজ।'[১৯৭]

---

১৯৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬
১৯৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫
১৯৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮
১৯৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯
১৯৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

● রোযার মাহাত্ম, গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে কবি-সাহিত্যিকরা কলম ধরেছেন। এ ক্ষেত্রে লোককবিগণ পিছিয়ে নন। রোযার পরিচয় সম্পর্কে তাদের উক্তি-

"বছরে আয় (আসে)
মাসে যায়,
দিনে খায় না, রাইতে খায়।"[১৯৮]

● রোযা রাখার ব্যাপারে হাদীস শরীফের নির্দেশনার ইঙ্গিত রয়েছে লোক সাহিত্যে। রোযাদার ব্যক্তি নবীর সুপারিশ লাভ করবে এবং আল্লাহর দীদারে ধন্য হবে। হাজির আলীর মন্তব্য-

"রোযা রাখা আল্লাহর উখুম
নবীরও হাদিছ
রোযা ছাড়িতে কয়
ইবলিছ নাকিছ।"[১৯৯]

.....

"আল্লাহর ফরমানে রোযা
করিয়া আদায়
নবীর শফাত আর
আল্লাহর দিদার পায়।"[২০০]

● কোন সম্পদের যাকাতের 'নিসাব' কতটুকু তা কুরআনে বর্ণিত হয়নি; বরং হাদীস শরীফে নবী (সা.) যে সম্পদের নিসাব যতটুকু সে সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। হাদীসের যাকাতের নিসাবের দৃষ্টিভঙ্গি লোককবিদের দৃষ্টিও এড়াতে পারেনি। যেমন-

"সাড়ে সাত ভরি সোনা
লওরে হিসাব করি
নইলে সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপা
লইবে উজন করি।
এ হারে শত টাকায়
আড়াই টাকা করি
যাকাত আদায় কর মুমিন
করি তরাতরি।"[২০১]

● বাংলাদেশের আদি মুসলিম কবি মুহাম্মদ সগীর, শাহ গরীবুল্লাহ, হায়াত মাহমুদ থেকে শুরু করে সিলেটের সৈয়দ সুলতান, শেখ চান্দ, সাধু সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় কবি-সাহিত্যিক কাজী নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, রওশন ইজদানী প্রমুখের রচনায় বিশ্বনবী প্রসঙ্গ এসেছে। লোকসাহিত্যিকগণও এ বিষয়টি এড়িয়ে যাননি। যেমন: হাশরের ময়দানে যখন কেউ কাউকে মনে রাখবেনা, তখন বিশ্বনবীর (সা.) অবস্থান প্রসঙ্গে হাদীসের মর্মবাণী লোককবিগণের হৃদয়স্পর্শী কাব্যে ধ্বনিত হচ্ছে,

"খেওয়া ঘাটে হাশর মাঠে
নফছি নফছি সুর সরারত,
কেবল ফুটবে তোমার মুখে
ইয়া উম্মাতি, ইয়া উম্মাত।
সয়ালের দয়াল তুমি

---

১৯৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫
১৯৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২
২০০ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩
২০১ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

শফিউল উম্মত,
দয়া করো কমিনারে
তরাইও ছিরাতের পথ।"[২০২]

● অন্যায়ের প্রতিবাদ করা ঈমানের দাবী। প্রয়োজনে জিহাদে অংশগ্রহণের আকাঙ্ক্ষাও একজন খাঁটি মুমিনের ঈমানের দাবী। হাদীসের মূলভাব উদ্ধৃত করে জালিমের জুলুম-নির্যাতন, অন্যায়ের প্রতিবাদ ও জিহাদে অংশগ্রহণের প্রতি লোকসাহিত্যিকদের আহবান দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। তাদের ভাষায়,

"হাদিসে ফরমাইলা নবী
সত্য জানিবায়
হরঘরি জেহাদ লাগি
নিয়ত রাখিবায়।
আল্লা নবীর উল্টা কামে
নজর পড়লে ভাই
চউখে দেখিলে তারে
রুখিবারে চাই।
জালিমের জুলম রুখো
সত্যি জিহাদ ভাই
.....
জেহাদের মনের ভাব
যে মুমিনের নাই
সে জনের ঈমান নষ্ট
জানি রাখো ভাই।"[২০৩]

শিশুসাহিত্যে হাদীস চর্চা

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪): *'নতুন লেখা'* ফররুখ আহমদের শিশু সাহিত্য সম্পর্কিত চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ । এ বইয়ের কবিতাগুলো পাঁচটি ভাগের পঞ্চম ভাগটি হচ্ছে, *"রাসুলে খোদা"*। এ পর্বে কবি নূরনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র জীবন ধারার ছান্দিক রূপদান করেছেন। আধাঁর যুগের মক্কার বর্ণনা থেকে মদীনায় নূরনবীর হিজরত, অবস্থান ও ধর্ম প্রচার সম্পর্কিত বিষয়ের শিশুতোষ বর্ণনা স্থান পেয়েছে।[২০৪] যেমন অনেকগুলো হাদীসের ভাবানুবাদ কবির ভাষায়,

সব কাজ শেষ হয় কঠিন শ্রমে,
ওপারের সাড়া নবী শোনেন ক্রমে,
আল্লাহর ডাক আসে দূর সফরে,
এবার যাবেন নবী দূরান্তরে ॥
সব শিশুদের যিনি পরাণ প্রিয়
সব দুঃস্থের যিনি পরাণ প্রিয়,
অসহায় আর্তের সহায় যিনি
ধরনীর কাজ শেষে যাবেন তিনি
সুন্দরতম যিনি কথায় কাজে,
অতুলন গুণ যাঁর বিশ্ব মাঝে,
আল-কোরআনের আলো জ্বালায়ে রেখে,
বিদায় নেন সে নবী দুনিয়া থেকে ॥[২০৫]

---

২০২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫
২০৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪-১৩৫
২০৪ আলমগীর জলিল, *শিশু সাহিত্য সাধনায় কয়েকজন মুসলমান লেখক*, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৮৮খ্রি. পৃ.৬২
২০৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬৫

Dhaka University Institutional Repository

সফিউদ্দিন আহমদ (১৮৭৭-১৯২২): কবি সফিউদ্দিন আহমদ কলকাতা মিছরীগঞ্জ মাদরাসার হেড মৌলভী ছিলেন। ইসলামী ভাবপুষ্ট এই শিশু-সাহিত্যিক আপদমস্তক কুরআন-হাদীসে বিশ্বাসী ও বিশেজ্ঞ ছিলেন। ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয় তার লেখা "*ছেলেদের হজরত মোহাম্মদ*"। তার এ গ্রন্থটি ৭২ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট, উনচল্লিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। নবী (সা.) এর হাদীস তথা জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক অতি সংক্ষেপে, গল্পরসের সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা যাতে তাঁর বাণী থেকে মহৎগুণাবলী অর্জন করতে পারে লেখকের সূক্ষ্ম মনোদর্শনে তার প্রমাণ মেলে। এর নাম পত্রে লেখা ছিলো-

পূত মুখে
পুণ্য কথা
চিরদিন রয়।[২০৬]

কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬): বাংলা শিশু-সাহিত্যে কাজী ইমদাদুল হক ছিলেন একজন আদর্শবাদী লেখক। ১৯৫৩ সালে তার রচিত "*নবী কাহিনী*" ১ম ভাগ প্রকাশিত হয়। নবী কাহিনী কাজী ইমদাদুল হকের সর্বশ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যের নিদর্শন। এ গ্রন্থের ১ম ভাগে অন্যান্যদের জীবন কাহিনী এবং ২য় ভাগে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) জীবন কাহিনী আলোচিত হয়েছে। ১ম খণ্ড প্রকাশিত হলেও ২য় খণ্ড আলোর মুখ দেখেনি। লেখক গল্পচ্ছলে এ ধরণের নবীদের জীবনকাহিনী রচনা বাংলা শিশুসাহিত্যে এই প্রথম ও অভিনব।[২০৭] এমনকি নবী (সা.) এর জীবনের মাহাত্ম্য এমন সরল সহজ চিত্তাকর্ষক গল্পের মত করে এর পূর্বে আর কেউ লিখেন নি।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯): উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, বহু ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যুগশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। শিশু সাহিত্যেও তার অবদান কম নয়। ১৯৬২ সালে তার সাতাত্তুর বছর বয়সে 'ছোটদের রসূলুল্লাহ' প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থ প্রকাশের কারণ ব্যাখ্যা করে বইয়ের মুখবন্ধে তিনি বলেন, "রসুলুল্লাহ (সা.) সকল মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ। কেবল দরুদ পড়িলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হয় না। তাকে জানা চাই। তাহার আদর্শে জীবনকে গড়িয়া তোলা চাই। বাল্যকালে মনে যে ভাবের ছাপ পড়ে, তাহা স্থায়ী হয়। এই জন্য এই '*ছোটদের রসূলুল্লাহ*' প্রকাশিত হইল।"এ গ্রন্থটিকে মোট ১২টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে রসূলুল্লাহর জন্মবৃত্তান্ত আলোচিত হয়েছে। পরবর্তীতে অধ্যায়গুলোর মধ্যে চারটি বিষয়ে তাঁর চরিত্রের বিশেষ কতগুলো গুণ এবং তাঁর জীবনের বিশেষ কতিপয় ঘটনা আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া একটি অধ্যায়ে কিছু "হাদীস সংকলন" করা হয়েছে। অবশিষ্ট তিনটি অধ্যায়ে সাহাবা কিরামের জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। হাদীস সংকলনের অধ্যায়টি ব্যতীত পুরো গ্রন্থটিই গল্পাশ্রয়ী।[২০৮] এ ছাড়া তার সম্পাদিত "আঙ্গুর" পত্রিকায় 'বিধাতার পরীক্ষা' শিরোনামে ইলমি হাদীসের উপর ভিত্তি করে কলাম লিখা হত।

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০): মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর সাহিত্য জীবন যেমন স্বল্পকালীন, তেমনি তার রচনার সংখ্যাও কম, মাত্র চারখানা প্রকাশিত গ্রন্থ। তন্মধ্যে ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয় শিশুতোষ "*ছেলেদের হজরত মোহাম্মদ*" গ্রন্থখানি। এতে রয়েছে গল্পের মত সরস, রূপকথার মত মনোরম যা আনন্দ দানের ভেতর দিয়ে ছেলে-মেয়েদের চরিত্র গঠনে অবদান রাখছে। অনুরূপভাবে তার "*নূরনবী*" গ্রন্থে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সরল ও সুমিষ্ট জীবন চরিত এবং তার সত্য প্রেম ও মহত্ত্বের পরিচয় বহন করে।[২০৯] নূরনবী কাব্যগ্রন্থের ভূমিকাতে লেখা রয়েছে-

মানুষের চেয়ে মানুষ বড়....
সবার বড় মানুষ সে।
মানুষ হইবে কেমন মানুষ....
সকল মানুষে শিখাল সে।

---

২০৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৮৫-৮৬
২০৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ.১১২-১১৩
২০৮ আতোয়ার রহমান, *শিশুসাহিত্যের কতিপয় রথী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০১খ্রি., পৃ.৬-৭; *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫-১২৬ (বি.দ্র.)
২০৯ আলমগীর জলিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৯

Dhaka University Institutional Repository

তোরাব আলী (১৮৯৮-১৯৭৩): ১৯৩৬ সালে শিশু-সাহিত্যিক তোরাব আলী রচিত "ছোটদের মোস্তফা" প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের সূচীপত্রে ১৫টি অধ্যায়ের বর্ণনা রয়েছে। যথা: মরুর অনাথ, মণিকাঞ্চন, অজানার ডাক, সত্যের ডাকে সাড়া, ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা, ঘর ছাড়া, হিজরত, বদরের যুদ্ধ, ওহুদের যুদ্ধ, হোনাইনের যুদ্ধ, সম্রাট মোস্তফা, আল্লাহর অনুরক্ত মোস্তফা, মানুষ মোস্তফা, মহাপ্রয়াণ। এ অধ্যায়গুলিতে তিনি গল্পাকারে নবী জীবনের আদর্শ ও মহত্ত্ব পরিবেশন করেছেন।[২১০]

বন্দে আলী মিয়া (১৯১০-১৯৭৯): বাংলা ভাষার শিশু সাহিত্য জগতে কবি বন্দে আলী মিয়া একটি সুপরিচিত নাম। তিনি "হাদীসের গল্প" গ্রন্থের ভূমিকায় দাবী করেন যে, হাদীস শরীফের বঙ্গানুবাদ এটাই শিশু সাহিত্যে প্রথম। যদিও তার পূর্বে গদ্যে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও পদ্যে শেখ ফজলল করীম হাদীস ভিত্তিক শিশু সাহিত্য ভিত্তিক রচনা করেছিলেন কিন্তু ব্যাপকভাবে সর্বপ্রথম বন্দে আলী মিয়াই হাদীসের কতগুলি বাণী বাছাই করে বাংলায় অনুবাদ করে ছোটদের পাঠোপযোগী করে রচনা করেন। তার এ গ্রন্থে তিনি দীনজনে দয়া, সত্য-নিষ্ঠার পুরস্কার, ক্ষুধাতুরে খাদ্য দান, স্বপ্ন কথা, পিতৃ ঋণ, খোঁড়া শয়তানের বাহাদুরী, সাধুতার জয়, যার যেথা ঠাঁই, মহাজ্ঞানী মুসা, সৎকথার আলোচনা, দানের মাহাত্ম্য, অতিথির প্রতি ব্যবহার, সাধুসংগ ও নামাযের মহিমা প্রসঙ্গে ছোটদের হাদীসের গল্প বর্ণনা করেছেন।[২১১]

সীরাত সাহিত্যে হাদীস চর্চা

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন-চরিতের সমষ্টিই হচ্ছে সীরাত। আর হাদীস হচ্ছে মহানবী (সা.) এর কথা, কাজ ও অনুমোদন। রাসূল (সা.) এর নবুওয়াতী জীবনের যাবতীয় কাজ হাদীসেরই অন্তর্ভুক্ত। আর একজন মানুষের কাজের সমষ্টিই হচ্ছে তার জীবন। সে মতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সীরাতই হাদীস। তবে কথা থেকে যায়, সীরাত সাহিত্যে বর্ণিত তাঁর সকল কাজ সনদভিত্তিক প্রমাণিত কী না? এখানেই হাদীস আর সীরাতের পার্থক্য। হাদীস সনদ ভিত্তিক; আর সীরাত ঐতিহাসিক সূত্রে বর্ণিত তথ্যভিত্তিক সাহিত্য। যেহেতু বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা বিষয়ক গবেষণা; তাই বাংলা সাহিত্যে রাসূল (সা.) এর জীবনঘনিষ্ঠ প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

ক. মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে

১. ***রসূল বিজয়:*** জৈনুদ্দিন (কাব্যকাল: ১৪৭১-১৯৮১ খ্রি.), ১৪৭৪ খ্রিষ্টাব্দ, ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ-১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ, পৃ. ৮৪

২. ***রসূল:*** শাহ বিরদি খাঁ (১৫১৭-১৯৮৫ খ্রি.), বাংলা একাডেমী, ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ, পৃ. ১৬৫

৩. ***ওফাত-ই-রসূল:*** সৈয়দ সুলতান (১৫৫০ -১৬৪৮ খ্রি.), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯ খ্রি.

৪. ***রসূল বিজয়:*** সৈয়দ সুলতান, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ, (নবী বংশের প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত হয়েছে।

৫. ***রসূল চরিত:*** সৈয়দ সুলতান, রচনাকাল (১৫৮৪-১৫৮৬ খ্রি.), সম্পাদনায়: আহমদ শরীফ, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ, পৃ. ৯৩৬, মূল্য: ৭৫.০০ টাকা।

৬. ***নবী বংশ:*** সৈয়দ সুলতান, সম্পাদনায়: আহমদ শরীফ, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ, পৃ. ৭২০

৭. ***নূরনামা:*** শায়খ পরাণ (জন্ম: ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দ-মৃত্যু: ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দ), পাণ্ডুলিপি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি।

১০. ***নূর কন্দিল না নূরনামা:*** মীর মহম্মদ শফী (১৫৫৯-১৬৩০ খ্রি.), পাণ্ডুলিপি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি।

১২. ***রসূল বিজয়:*** শেখ চাঁন্দ (১৫৬০-১৬২৫ খ্রি.), রচনাকাল: ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ, পাণ্ডুলিপি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি।

১৩. ***নূরনামা:*** আবদুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০ খ্রি.), সম্পাদনায়: অধ্যাপক আলী আহমদ, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ, পৃ. ৭০২

---

২১০ *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫৩-৫৪

২১১ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৬-৪৬

Dhaka University Institutional Repository

১৪. ***রসূল বিজয়:*** আবদুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০ খ্রি.), পাণ্ডুলিপি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, অষ্টাদশ শতাব্দী।

১৫. ***নূরনামা:*** আবদুল করিম খন্দকার (১৭শ শতক), পাণ্ডুলিপি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি।

১৬. ***নবীনামা:*** ফকির চান্দ (১৮শ শতক) পান্ডুলিপি: মেহরাব আলী, দিনাজপুর।

১৭. ***রসুল বিজয় ও ওফাত নামা:*** ১৮শ শতকের কবি গোলাম রসূল, রচনাকাল: ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দ, পাণ্ডুলিপি: মুহাম্মদ আবূ তালিব, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

খ. আধুনিক যুগের বাংলা কাব্যে

১৮. ***নবী নামা:*** মুন্সী আবদুর রহীম (মৃ. ১৯১৩ খ্রি.), গলাচিপা, হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ।

১৯. ***খায়ের বরকত:*** ১৯শ শতকের কবি আবদুল গফুর, ঢাকা, পৃ. ৬৮ (রচনাকাল: ১৮৭০ খ্রি.) প্রকাশক: গ্রন্থকার, ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দ। এটি নবীজীর জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কিত কাব্যগ্রন্থ।

২০. ***হাজার মছেলা:*** আবুদল্লাহ বিন ছালাম, এটি ৭৬ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট প্রশ্নোত্তরে নবী (সা.) এর জীবনী গ্রন্থ। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।

২১. ***নূরনামা হুলিয়ানামা:*** মুন্সী খাতের মোহাম্মদ (কাব্যকাল: ১৮৩৫-১৮৪৫ খ্রি.)।

২২. ***জঙ্গে খয়বর:*** দোস্ত মোহাম্মদ চৌধুরী (রচনাকাল: ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দ)।

গ. মৌলিক সীরাত সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ

২৩. ***মহম্মদের বিবরণ:*** অজ্ঞাত, খ্রিষ্টীয়ান ট্রাষ্ট এন্ড সোসাইটি প্রকাশিত (সম্ভবত), ১৮০২ খ্রি.

২৪. ***মোহাম্মদের জীবন চরিত:*** গিরিশ চন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৯১১০ খ্রি.), শ্যামা প্রেস, কলকাতা,১৮৮৬ খ্রি.

২৫. ***সংক্ষিপ্ত মুহম্মদ চরিত:*** আবদুল আজিজ খান (জন্ম: ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দ-মৃত্যু: ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দ), মোহামেডান এসোসিয়েশন, কুষ্টিয়া, ১৯০১ খ্রি., পৃ. ১৫৮

২৬. ***হযরত মোহাম্মদ(সা.):*** মোজাম্মেল হক (জন্ম: ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ-মৃত্যু: ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দ), শান্তিপুর, নদীয়া, ১৯০৩

২৭. ***হযরত পয়গম্বরের জীবনী:*** শেখ ফজলুল করিম (জন্ম: ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দ-মৃত্যু: ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দ), প্রকাশক: মুন্সী মহম্মদ মেহেরুল্লাহ, যশোর, ১৯০৪ খ্রি.

২৮. ***শেষ পয়গম্বর ও তাঁহার পবিত্র ধর্ম:*** বাবু মহেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, প্রকাশক: গ্রন্থকার হাওড়া,১৯১০ খ্রিষ্টাব্দ, পৃ.১৮০

২৯. ***নবী সম্রাট:*** মোবারক করীম জওহর, খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ঢাকা ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দ, পৃ. ৫৯১

৩০. ***হযরত মোহাম্মদ (দ.):*** আবদুল আজিজ হিন্দী (জন্ম: ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দ-মৃত্যু: ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ), কুমিল্লা, কলকাতা,১৯২০ খ্রি.

৩১. ***মোস্তফা চরিত:*** মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (জন্ম: ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দ-মৃত্যু: ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দ), মুহম্মদী বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯২৫ খ্রি., পৃ. ৫৭৫

৩২. ***মানব মুকুট:*** মোঃ এয়াকুব আলী চৌধুরী (জন্ম: ১৮৮ খ্রিষ্টাব্দ-মৃত্যু: ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ), বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি, কলকাতা, ১৯২৬ খ্রি., পৃ.৯৩

৩৩. ***সম্রাট পয়গম্বর:*** খানবাহাদুর তসলিমউদ্দিন আহমদ (জন্ম: ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দ-মৃত্যু: ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দ), ইসলামিয়া আর্ট প্রেস,কলকাতা, ১৯২৮ খ্রি., পৃ. ২৬৬

৩৪. ***হযরত মোহাম্মদ (দ.):*** খান বাহদুর আহছান উল্লাহ (জন্ম: ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ-মৃত্যু: ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ), প্রকাশক: বদরুদ্দোজা, কলকাতা, ১৯৩১ খ্রি., পৃ. ২৪০

৩৫. ***মরু ভাস্কর:*** মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (জন্ম: ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দ-মৃত্যু: ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ),বুলবুল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৪১ খ্রি., পৃ. ১৯৫

৩৬. ***বিশ্বনবী:*** কবি গোলাম মোস্তফা (জন্ম: ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দ-মৃত্যু: ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ), প্রকাশিকা: মাহফুজা খাতুন, ভূদেব ভবন, চুঁচুড়া, ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দ, পৃ. ৪০১

৩৭. ***আরবের দুলাল:*** আঃ ওহাব সিদ্দিকী (জন্ম: ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দ-মৃত্যু: ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ), বেঙ্গল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৪৪ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

৩৮. ***নবী কাহিনী:*** সিকান্দার আবু জাফর (জন্ম: ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ-মৃত্যু: ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ), কথা বিতান, কলকাতা, ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দ, পৃ.৯৬

৩৯. ***অমর জীবন:*** আজিজুর রহমান চৌধুরী (জন্ম: ১৯১৩- খ্রিষ্টাব্দ-মৃত্যু: ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দ), কোহিনুর লাইব্রেরি, ঢাকা ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দ. পৃ. ১৬৭

৪০. ***ছাইয়েদুল মুরছালীন (১ম খণ্ড):*** মাওলানা আবদুল খালেক (মৃত্যু: ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দ), ইস্ট বেঙ্গল বুক সিন্ডিকেট, ঢাকা, ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দ, পৃ. ১০৮০। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দ, পৃ. ১১৯৬

৪১. ***ছাইয়েদুল মুরছালীন (২য় খণ্ড):*** মাওলানা আবদুল খালেক (মৃত্যু: ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দ), ইষ্ট বেঙ্গল বুক সিন্ডিকেট, ঢাকা, ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দ), পৃ. ১০৮০। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দ, পৃ. ১১৯৬

৪২. ***খাতামুন-নবীঈন:*** রওশন ইজদানী (জন্ম: ১৯১৭ খ্রি.-মৃত্যু: ১৯৬৭ খ্রি.), জাকারিয়া লাইব্রেরি, বরিশাল, ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দ, পৃ. ৩৯৯। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ, পৃ. ২৪০

৪৩. ***নবুওত মুহাম্মদী:*** আল্লামা মোঃ আবদুল্লাহ কাফী আল কোরায়শী (জন্ম: ১৮৯৬ খ্রি.-মৃত্যু:১৯৬০ খ্রি.), আল-হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস, পাবনা, ১৯৫৬ খ্রি.

৪৪. ***আদর্শ মহানবী ও সুন্নতে রাসূল:*** মোঃ ইসমাইল হোসেন ইসলাম নগরী (মৃত্যু: ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ), প্রকাশক: গ্রন্থকার, সিরাজগঞ্জ, ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দ, পৃ. ১০৪

৪৫. ***বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য:*** গোলাম মোস্তফা (জন্ম: ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দ- মৃত্যু: ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ), আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ, পৃ. ৫৯

৪৬. ***বিশ্বনবীর মহান আদর্শ:*** মোঃ মোছলেহুদ্দীন, এমদাদিয়া লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ, পৃ.৯৬

৪৭. ***বিশ্বনবীর ভাষণ:*** আবু লায়েছ আনছাসী, ইসলামিয়া লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ।

৪৮. ***হযরতের ভবিষ্যদ্বাণী:*** মোঃ এমদাদ আলী (জন্ম: ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ-মৃত্যু: ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ), প্রকাশক: গ্রন্থকার, বরিশাল, ১৯৬২ খ্রি.

৪৯. ***নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ:*** মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ, (জন্ম: ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ-মৃত্যু: ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দ), গ্রেট ইস্ট লাইব্রেরি, ঢাকা ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ, পৃ.৩৬৬

৫০. ***বিশ্বনবীর সৈনিক জীবন:*** মাহমুদুর রহমান, (১৯৩৫-১৯৭০ খ্রি.), ঢাকা: সোবহানিয়া লাইব্রেরী, ১৯৬৪ খ্রি.

৫১. ***হযরতের জীবন নীতি:*** ড. মু. গোলাম মাকসূদ হিলালী (১৯০০-১৯৬১ খ্রি.), প্রকাশক: হুমায়ূন খালিদ, রাজশাহী, ১৯৬৫ খ্রি., পৃ. ৯৫

৫২. ***পৃথিবীর ভবিষ্যত ও হযরতের ভবিষ্যদ্বাণী:*** মুহম্মদ মোয়াজ্জদ্দীন হামিদী (১৯৯৬-১৯৭০ খ্রি.), হামিদিয়া লাইব্রেরি, হামিদপুর, খুলনা, পৃ. ৯৬

৫৩. ***বিশ্বনবীর বিশ্ব সংস্কার:*** আবুল হোসেন ভট্টাচার্য (১৯১৬-১৯৮৩ খ্রি.), প্রকাশক: খন্দকার মজিদ আলী, বগুড়া, ১৯৬৯ খ্রি., পৃ.৬৮

৫৪. ***জগৎগুরু মুহাম্মদ (দ.):*** মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, (জন্ম: ১৯৩৩ খ্রি.), সাহিত্য কুটির, বগুড়া, ১৯৭৪ খ্রি., ৫ম পরিবর্ধিত মুদ্রণ: সাহিত্যমালা, ঢাকা, ১৯৯৩ খ্রি., পৃ. ১৬০, মূল্য: ৭৫.০০

৫৫. ***রসূলুল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী:*** মাওলানা আহমদ আলী (১৮৮০-১৯৭১ খ্রি.), ইসলামী প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৭৬ খ্রি., পৃ. ১০১

৫৬. ***বিশ্বসভ্যতায় মহানবীর (দ.) অবদান:*** মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রকাশক: আবদুন নূর, কুমিল্লা, ১৯৭৫ খ্রি., পৃ. ১৫৭

৫৭. ***মোজেজায়ে নূর নবী (দ):*** মাওলানা খন্দকার মোঃ বশিরউদ্দীন, (জন্ম: ১৯০৩ খ্রি.), কোরান মঞ্জিল লাইব্রেরি, বরিশাল, ১৯৭৫ খ্রি., পৃ. ১৫২

৫৮. ***স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ (সা.):*** মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, (জন্ম: ১৯৩৫ খ্রি.), ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮

৫৯. ***সিরাজাম মুনীরা (সংকলন):*** মুহাম্মদ আবুল আসাদ, খোশরোজ প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৭৬ খ্রি., পৃ.৬৮

Dhaka University Institutional Repository

৬০. *তালিমে রাসূল (দ.):* মৌলভী আবদুল কাদের, সুলেখা প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৭৭ খ্রি., পৃ. ২২৪

৬১. *নবী করীম হযরত মোহাম্মদ (দ.):* ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (জন্ম: ১৮৮৫-মৃত্যু: ১৯৬৯ খ্রি.), রেনেসাসপ্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৭৮ খ্রি.

৬২. *ওসওয়াতুন হাসানা:* মোঃ আবিদ আলী, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সিলেট, ১৯৮০ খ্রি., পৃ.৬৯

৬৩. *রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পত্রাবলী:* মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, মহানবী স্মরণিকা পরিষদ, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ১২৯

৬৪. *বিশ্বনবীর (সা.) মু'জিযা:* আ. ন. ম. আবদুল মান্নান, কিশোর লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৯৮৫ খ্রি.

৬৫. *রাসূল্লাহর বিপ্লবী দাওয়াত:* মাওলানা মুহম্মদ আবদুর রহীম (জন্ম: ১৯১৯-মৃত্যু: ১৯৮৭ খ্রি.), খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮ খ্রি., পৃ. ১২৮, মূল্য: ৬০.০০ টাকা।

৬৬. *মহানবী:* সৈয়দ আলী আহসান। আহমদ পাবলিশিং হাউস ঢাকা, ১৯৯৪ খ্রি.

৬৭. *বাংলা সাহিত্যে রসূল চরিত:* মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩ খ্রি., পৃ.২৮৮, মূল্য: ১১৫.০০ টাকা।

৬৮. *প্রিয় নবীর প্রিয় প্রসঙ্গ:* মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, (জন্ম: ১৯৩৬ খ্রি.) সীরাত গবেষণা ও প্রচার সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৫ খ্রি.

৬৯. *নবীজী (সা.) কেমন ছিলেন:* উবায়দুর রহমান খান নদভী, কিতাব কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৭ খ্রি.

৭০. *হযরত রসূলে করীম (সা.) জীবন ও শিক্ষা:* ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খ্রি., পৃ. ৬৩২, মূল্য: ১১৪.০০ টাকা।

৭১. *চরিত্র ও সমাজ গঠনে হযরত মুহাম্মদ (সা.):* ড. ওসমান গণী, ইউনিভার্সাল বুক সাপ্লাই, কলকাতা, ১৯৯৭ খ্রি.

৭২. *মহানবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.):* এ. জেড. এম. শামসুল আলম, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৮ খ্রি.

৭৩. *হযরত মুহাম্মদ (সা.) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন:* শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোসাইন (জন্ম: ১৯৯৫-মৃত্যু: ১৯৯৫ খ্রি.) ইসলামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট এর পক্ষে এ. কে. কামরুল বারী, ঢাকা, ১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ১০০৮, মূল্য: ২৫০.০০ টাকা।

৭৪. *বিশ্বনবীর শেষ ভাষণ:* মুহাম্মদ তাহের হোসেন, নূর লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৯৯ খ্রি., পৃ. ২২২, মূল্য: ১২০ টাকা।

৭৫. *প্রিয় নবীজীর (সা.) অশ্রু:* মাওলানা শেখ রফিকুল ইসলাম সিয়ামী, আল এছহাক প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০০০ খ্রি., পৃ. ১৪৪, মূল্য: ৭০.০০ টাকা।

৭৬. *প্রিয় নবীর মুচকি হাসি:* শাব্বীর শিবলী, সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, এপ্রিল, ২০০০ খ্রি., পৃ. ১২৬ , মুল্য: ৬৫.০০ টাকা

৭৭. *প্রিয় নবীর (সা.) প্রিয় কথা:* আখতার-উল-আলম, খোরশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ২০০০ খ্রি., পৃ. ৯৬, মূল্য: ৩০.০০ টাকা।

৭৮. *হাদীসের আলোকে মুহাম্মদ (সা.):* হাফেজ মাওলানা হুসাইন বিন সোহরাব, আল-মাদানী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০ খ্রি.

৭৯. *নবীজীর সুন্নাত:* মুফতী হাবীব ছাদানী, মীনা বুক হাউস, ঢাকা, ২০০২ খ্রি., পৃ. ৮০, মূল্য: ৩৫.০০ টাকা ।

৮০. *বিশ্ব নবীর জীবন আদর্শ:* শেখ মুহাম্মদ ইসমাইল, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০০২ খ্রি.

৮১. *রাসূল (সা.) যুগের যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাস:* মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, মাহিন পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০২ খ্রি., পৃ. ৬৫৬, মূল্য: ৩০০.০০ টাকা।

৮২. *মহানবীর ভাষণ:* আবদুল কাইয়ুম নদভী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০, ২০০৪ খ্রি., মূল্য: ৮০.০০ টাকা।

৮৩. *রাসূলে রহমত (সা.):* মূল: মওলানা আবুল কালাম আজাদ, আনুবাদক: মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা- ১০০০, ২০০৪ খ্রি., মূল্য: ৩১০.০০ টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. সীরাত বিষয়ক আধুনিক বাংলা কাব্যগ্রন্থ

৮৪. ***হযরত মুহাম্মদ:*** মোজাম্মেল হক (জন্ম: ১৮৬২-১৯৩৩ খ্রি.), মুহাম্মদীয়া লাইব্রেরি, শান্তিপুর, ১৯০৩ খ্রি.

৮৫. ***পরিত্রাণ কাব্য:*** শেখ ফজলুল করিম (জন্ম: ১৮৮২-১৯৩৬ খ্রি.), প্রকাশক: মুন্সী মুহম্মদ মেহেরউল্লাহ, (জন্ম: ১৮৬১-১৯০৭ খ্রি.), যশোহর, ১৯০৩ খ্রি., পৃ. ১৪৩

৮৬. ***মদিনার গৌরব:*** মীর মশাররফ হোসেন (জন্ম:১৮৪৮-১৯১২খ্রি.), প্রকাশক ও গ্রন্থকার: কলকাতা, ১৯০৬

৮৭. ***আশেকে রাসূল (১ম খণ্ড):*** মুহম্মদ দাদ আলী (জন্ম: ১৮৮৫-১৯৩৬ খ্রি.), প্রকাশক: মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, কুষ্টিয়া, ১৯০৮ খ্রি.

৮৮. ***আশেকে রাসূল (২য় খণ্ড):*** মুহম্মদ দাদ আলী (জন্ম: ১৮৮৫-১৯৩৬ খ্রি.), প্রকাশক: মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, কুষ্টিয়া, ১৯১০ খ্রি.

৮৯. ***নব রত্নহার:*** মুহম্মদ আতিকুল্লাহ খান, ইসলামিয়া লাইব্রেরি, ময়মনসিংহ, ১৯১৩ খ্রি.

৯০. ***হযরত মহাম্মদ:*** জয়নাথ নন্দী মজুমদার (জন্ম: ১৮৬৩ খ্রি.-১৯৪২ খ্রি.), গ্রন্থকার: বেজোড়া, সিলেট।

৯১. ***মহামানব (নবী জীবনী):*** শেখ জুমন আলী, হামিদিয়া লাইব্রেরি, নাটোর, ১৯৩৭ খ্রি., পৃ. ২৪৫

৯২. ***মরুর ফুল:*** আবুল হোসাইন ভট্টাচার্য, গ্রন্থকার, ১৯৪৬ খ্রি.

৯৩. ***মরুভাস্কর:*** কাজী নজরুল ইসলাম (জন্ম: ১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রি.), প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৯৫০ খ্রি.

৯৪. ***সিরাজাম মুনীরা:*** ফররুখ আহমদ (জন্ম: ১৯১৮-১৯৭৪ খ্রি), তমদ্দুন প্রেস, ঢাকা, ১৯৫২ খ্রি.

৯৫. ***মরুসুর্য:*** আ ন ম বজলুর রশীদ (জন্ম: ১৯১১-১৯৮৬ খ্রি.), আদিল ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৫৬ খ্রি.

৯৬. ***মহানবী:*** আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী (জন্ম: ১৯২৬ খ্রি.), ঢাকা, ১৯৮০ খ্রি.

৯৭. ***হিজরত:*** সৈয়দ আলী আশরাফ (জন্ম: ১৯২৪-১৯৯৮ খ্রি.), মোকাররম পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৪৮ খ্রি.

৯৮. ***মরুর গোলাপ:*** সৈয়দ শামসুল হুদা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮ খ্রি.

৯৯. ***হৃদয়ে জ্বালাও নূর:*** গাজী এনামুল হক, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯৯ খ্রি.

১০০. ***ফুলের উপমা:*** নাসির হেলাল (জন্ম: ১৯৬২ খ্রি.), সুহৃদ প্রকাশন, ৩৮/৩ বাংলা বাজার, (কম্পিউটার মার্কেট), ঢাকা, ২০০৩ খ্রি., পৃ. ৩২, মূল্য: ৩০ টাকা।

ঙ. অনূদিত সীরাত সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ

১০১. ***আখলাকুন নবী (সা.):*** অনুবাদক: মাওলানা মুশতাক আহমদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০, ২০০৪ খ্রি., মূল্য: ১১৯.০০ টাকা।

১০২. ***সীরাত বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড):*** সম্পাদনা পরিষদ, ১ম প্রকাশ: অক্টোবর ২০০০ খ্রি., পৃ. ৫২৮ খ্রি.। ২য় প্রকাশ: নভেম্বর ২০০৩ খ্রি., পৃ. ৫২৮, মূল্য: ৩৫০.০০ টাকা।

১০৩. ***সীরাতুন নবী: মূল:*** আল্লামা শিবলী নোমানী (জন্ম: ১৮৫৭-১৯১৫ খ্রি.) ও আল্লামা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী (জন্ম: ১৮৮৪-১৯৫০ খ্রি.), অনুবাদ ও সম্পাদক: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান; প্যারাডাইস লাইব্রেরি, ঢাকা, ১ম খণ্ড, ১৯৭৪ খ্রি.

১০৪. ***সীরাতুন নবী:*** মূল: আল্লামা শিবলী নোমানী (জন্ম: ১৮৫৭-১৯১৫ খ্রি.) ও আল্লামা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী (জন্ম: ১৮৮৪-১৯৫০ খ্রি.), অনুবাদ ও সম্পাদক: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান; প্যারাডাইস লাইব্রেরি, ঢাকা, ২ম খণ্ড, ১৯৭৫ খ্রি.

১০৫. ***মহানবীর ভাষণ:*** অনুবাদক ও সংকলক: মুহাম্মদ নূরুজ্জামান, ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, রাজশাহী, ১৯৮০ খ্রি., পৃ. ৭০, মূল্য: ২৪.০০ টাকা।

১০৬. ***সীরাতুন নবী:*** মূল: আল্লামা শিবলী নোমানী এবং আল্লামা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী। অনুবাদক: মাওলানা এ. কে. এম. ফজলুর রহমান মুন্সী, ঢাকা:তাজ পাবলিশিং হাউস, ১ম খণ্ড, ১৯৮৮ খ্রি., পৃ. ৪২৩

১০৭. ***সীরাতুন নবী:*** মূল: আল্লামা শিবলী নোমানী এবং আল্লামা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী, অনুবাদক: মাওলানা এ. কে. এম ফজলুর রহমান মুন্সী, তাজ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা। ২য় খণ্ড, ১৯৮৮ খ্রি., পৃ. ৪৬২

Dhaka University Institutional Repository

১০৮. ***সীরাতুন নবী:*** মূল: আল্লামা শিবলী নোমানী এবং আল্লামা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী, অনুবাদক: মাওলানা এ. কে. এম ফজলুর রহমান মুন্সী, তাজ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা। ৩য় খণ্ড, ১৯৯০ খ্রি., পৃ. ৪১৬

১০৯. ***সীরাতুন নবী:*** মূল: আল্লামা শিবলী নোমানী এবং আল্লামা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী, অনুবাদক: মাওলানা এ. কে. এম ফজলুর রহমান মুন্সী, তাজ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা। ৪র্থ খণ্ড, ১৯৮৮ খ্রি., পৃ. ৪১৯

১১০. ***সীরাতুন নবী:*** মূল: আল্লামা শিবলী নোমানী এবং আল্লামা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী, অনুবাদক: মাওলানা এ. কে. এম ফজলুর রহমান মুন্সী, তাজ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা। ৫ম খণ্ড, ১৯৯০ খ্রি., পৃ. ৪৩৩

১১১. ***সীরাতুন নবী:*** মূল: আল্লামা শিবলী নোমানী এবং আল্লামা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী, অনুবাদক: মাওলানা এ. কে. এম ফজলুর রহমান মুন্সী, তাজ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা। ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯৯০ খ্রি., পৃ. ৪০৬

১১২. ***সীরাতুন নবী:*** মূল: আল্লামা শিবলী নোমানী এবং আল্লামা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী, অনুবাদক: মাওলানা এ. কে. এম ফজলুর রহমান মুন্সী, তাজ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা। ৭ম খণ্ড, ১৯৯২ খ্রি., পৃ. ৪৩৯

১১৩. ***সীরাতুন নবী:*** মূল: আল্লামা শিবলী নোমানী এবং আল্লামা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী, অনুবাদক: মাওলানা এ. কে. এম ফজলুর রহমান মুন্সী, তাজ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা। ৮ম খণ্ড, ১৯৯৩ খ্রি., পৃ. ৩২০

১১৪. ***সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া:*** মূল: মুফতী মুহাম্মদ শফী (জন্ম: ১৩১৪-১৩৯৬ হি.), অনুবাদক: মোঃ সিরাজুল হক (জন্ম: ১৯২৭ খ্রি.), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,ঢাকা, ১৯৮৪ খ্রি., পৃ. ১২০। অন্য অনুবাদক: মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ারী, নাদিয়াতুল কোরআন প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০ খ্রি., পৃ. ১০৬

১১৫. ***এক নজরে সীরাতুন্নবী (সা.):*** মূল: আল্লামা মুফতী সাইয়েদ মোহাম্মদ আমিনুল এহসান মোজাদ্দেদী (জন্ম: ১৯১১ খ্রি.-১৯৭৪ খ্রি.), অনুবাদক: অধ্যক্ষ শরীফ আবদুল কাদির (জন্ম: ১৯২২ খ্রি.), হিকমাহ দারুত্তাসনিফ, নেছারাবাদ, ঝালকাঠি, ১৯৮৮ খ্রি.

১১৬. ***সীরাতুল মুস্তফা (সা.):*** মূল: আল্লামা মোঃ ইদ্রিস কান্দালভী (জন্ম: ১৩১৭-মৃত্যু: ১৩৯৪ হি.), অনুবাদ: মাওলানা বশিরউদ্দীন, মোহাম্মদী লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৯৯১ খ্রি.

১১৭. ***সীরাতুন নবী (সা.) (১ম খণ্ড):*** মূল: আবদুল মালিক ইবন হিশাম (মৃত্যু: ৫২৮ খ্র.), অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনুবাদ কমিটি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৪ খ্রি.

১১৮. ***আর-রাহীকুল মাখতুম:*** মূল: শায়খ সফিউর রহমান মুবারকপুরী, অনুবাদক: মাওলানা আবদুল খালেক রহমানী। আল-হিলাল বুক হাউস, সাগরদীগি, মুর্শিদাবাদ, ১৯৯৫ খ্রি., পরবর্তীতে গ্রন্থটি খাদিজা আখতার রেজায়ী বাংলায় অনুবাদ করেছেন এবং প্রকাশ করেছে আল কোরআন একাডেমী লন্ডনের বাংলাদেশ কার্যালয়, ১৯৯৯ খ্রি., পৃ. ৫৫৪, মূল্য: ১৮০.০০ টাকা।

১১৯. ***আসাহুস সিয়ার:*** মূল: মাওলানা আবুল বারাকাত আবদুর রউফ আল কাদিরী দানাপুরী (জন্ম: ১৮৬৬-১৯৪৮ খ্রি.), অনুবাদক: আ. ছ. ম. মাহমুদুল হাসান খান ও আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৬ খ্রি., পৃ. ৬৪৪, মূল্য: ২৫৫.০০ টাকা।

১২০. ***সীরাতে রসূলে আকরাম (সা.) মূল:*** মূফতী মুহাম্মদ শফী, অনবাদক: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, সীরাত গবেষণা ও প্রচার সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৭ খ্রি.

১২১. ***শামায়েলে তিরমিযী:*** মূল: ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিযী (র.) অনুবাদক: মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, খোশরোজ কিতাব মহল,ঢাকা, ১৯৯৯ খ্রি., পৃ.২৮৮, মূল্য: ১৩০.০০ টাকা।

১২২. ***সীরাতুল মুস্তাফা (সা.):*** মূল: আল্লামা মুহাম্মদ ইদরীস কান্দলভী (র.), অনুবাদক: কালাম আযাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০, ২০০৫ খ্রি., ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩২, মূল্য: ১২০ টাকা।

১২৩. ***সীরাতুল মুস্তাফা (সা.):*** মূল: আল্লামা মুহাম্মদ ইদরীস কান্দলভী (র.), অনুবাদক: কালাম আযাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০, ২০০৪ খ্রি., ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৪, মূল্য: ১১০ টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

চ. রাসূলের শানে নিবেদিত কাব্য সংকলন

১২৪. ***নায়াতে রসূল:*** সম্পাদনায়: মুহম্মদ এনামুল হক, বুক সেলার্স, কলকাতা, ১৯৭৩ খ্রি.

১২৫. ***না'তে রসূল:*** আবদুল ওয়াদুদ (জন্ম: ১৯৪৯ খ্রি.), ঢাকা, ১৯৭৬খ্রি.

১২৬. ***মহানবী (সা.) স্মরণে নিবেদিত কবিতা:*** সম্পাদনায়: আসাদ বিন হাফিজ, ঐতিহ্য সংসদ, ১৯৯২ খ্রি.

১২৭. ***রাসূলের শানে কবিতা:*** সম্পাদনায় আসাদ বিন হাফিজ ও মুকুল চৌধুরী, প্রীতি প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৬ খ্রি., পৃ. ৪৩২, মূল্য: ২০০ টাকা।

১২৮. ***নির্বাচিত না'তে রসূল (সা.):*** সম্পাদনায়: আসাদ বিন হাফিজ, প্রীতি প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৬ খ্রি., পৃ. ৩৪২, মূল্য: ১৫০ টাকা।

৩.১০ বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা (১৯৫২-২০১৫)

১৯৫২ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় কী পরিমাণ হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ রচিত হয়েছে তার একটি তালিকা বা পরিসংখ্যান নিম্নে উল্লেখ করা হলো। এ বিষয়ের গ্রন্থসমূহের ধরন, প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু ইত্যাদির পর্যালোচনা যথাস্থানে (চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে) বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

ক. বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় রচিত-সংকলিত হাদীসগ্রন্থাবলী

বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় হাদীস সংক্রান্ত মৌলিক, অনূদিত এবং সম্পাদিত অনেক গ্রন্থ রয়েছে। এ গ্রন্থাবলী থেকে মহানবী (সা) এর জীবন, আচার-আচারণ, কর্ম, মৌনসম্মতি এবং বাণীসমূহ বিস্তারিত জানা যায়। এ গ্রন্থগুলোর মধ্যে কিছু মৌলিক গ্রন্থ হল-

১. *অমীয় বাণী শতক*, ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ, ১৩৬০হি.

২. *বাংলা হাদীস শরিফ*, খান বাহাদুর আহছান উল্লাহ (১৮৭৩-১৯৬৫), ১৯৫২ খ্রি.

৩. *হাদিছের আলো*, মুহাম্মদ আজহার উদ্দীন, ১৯৫২ খ্রি.

৪. *আল-হাদীস*, মোঃ মেহরাব আলী, ১৯৫৫ খ্রি.

৫. *অমিয় বাণী শতক*, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ১৯৫৫ খ্রি.,

৬. *শেষ নবীর বাণী*, মুহম্মদ নূরুল হক (১৯০৭-১৯৮৭), ১৯৫৬ খ্রি.

৭. *হাদিছ গ্রন্থ*, খান বাহাদুর আহছান উল্লাহ, ১৯৫৬ খ্রি.

৮. *হাদিছের আলো*, মুহাম্মদ আজহার উদ্দীন, ১৯৩২ খ্রি.

৯. *বিশ্বনবীর ভাষণ*, মাওলানা আবু লায়েছ আনছারী, ১৯৬০ খ্রি.

১০. *হাদীসের কাহিনী*, জিয়াউন নাহার বেগম, ১৯৫৭ খ্রি.

১১. *হাদীসের বাণী*, আবুল ফজল, ১৯৬১ খ্রি.

১৩. *কালাম-ই- রসূল (দ.)*, কাজী আবুল হোসেন, ১৯৬১ খ্রি.

১৪. *সহস্র হাদীস*, মাওলানা মজিবুর রহমান, ১৯৬৪ খ্রি.

১৬. *পয়গামে মুহাম্মদী*, আব্দুল মান্নান তালিব, ১৯৬৮ খ্রি.

১৭. *হাদীস সঞ্চয়ন*, মুহাম্মদ মুজাফফর হুসাইন, ১৯৬৯ খ্রি.

১৮. *হাদীসের বাণী*, আবুল ফজল, ১৯৬১ খ্রি.

১৯. *আখলাকে পয়গাম্বরী*, মোহাম্মদ ইউছুফ আশিয়ায়ী, নভেম্বর, ১৯৬৯ খ্রি.

২০. *একশত হাদীস ও দীনের কথা*, আব্দুস সোবহান, ১৯৬৫ খ্রি.

২১. *কালাম-ই-রসুল*, কাজী আবুল হোসেন, ১৯৬১ খ্রি.

২২. *বিশ্বনবীর ভাষণ*,আবুল লায়েছ আনছারী, ১৯৬০ খ্রি.

২৩. *হাদীস কাহিনী*, খলীলুর রহমান মুমিন, ১৯৬৬ খ্রি.

২৪. *হাদীসে রসুল*, আলী হায়দার চৌধুরী, ১৯৬৮ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

২৫. *হাদীসের আলোকে দরূদ ও সালাম*, মফজল আহমদ ইসলামাবাদী, ১৯৬১ খ্রি.
২৬. *হাদীসের বাণী*, আব্দুল্লাহ আল মামুন সোহরাওয়ার্দ, ১৯৬১ খ্রি.
২৭. *বঙ্গানুবাদ শামায়েলে তিরমিযী*, মোঃ ফয়জুল্লাহ, ১৯৬৩ খ্রি.
২৮. *মুসলিম শরীফ কিতাবুল হজ্ব*, আমীনুল হক, ১ম প্রকাশ- ১৩৮১ হি.
২৯. *শামায়েলে তিরমিজী*, মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ, আগস্ট, ১৯৬০ খ্রি.
৩০. *আসমাউর রিজাল*, মাওলানা আফলাতুন কায়সার, ১৯৫৫ খ্রি.,
৩১. *হাদীসেরতত্ত্ব ও ইতিহাস*, মাওলানা নরূ মোহাম্মদ আজমী (রহ.) ,১৯৬৫ খ্রি.
৩২. *হাদিছ পরিচয়*, শাহ মো. মনছুর আলী আল-চিশতী (১৮৪০-১৯৮৩), ১৯৭২ খ্রি.
৩৩. *আরশের ছায়ায়*, মাওলানা গরীবুল্লাহ মাসরুর ইসলামাবাদী, ১৯৭৭ খ্রি.
৩৪. *ইমাম মুসলিম*, অধ্যাপক মুজীবুর রহমান, অক্টোবর, ১৯৭৯ খ্রি.
৩৫. *চল্লিশ হাদীস ও চল্লিশ বাণী*, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার, ১৯৭৮ খ্রি.
৩৬. *ছোটদের হাদীস শরীফ*, মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৭ খ্রি.
৩৮. *হাদীস সংকলন (মোত্তাফাক আলাইহে)*, আবদুর রহমান, ১ম প্রকাশ- মে, ১৯৭৩ খ্রি.
৩৯. *হাদীসের আলোকে মানব জীবন*, এ.কে.এম. ইউসূফ, প্রথম প্রকাশ- ১৯৭৪খ্রি.২য় প্রকাশ- ১৯৭৯ খ্রি.
৪০. *হাদীসের বাণী*, আবুল ফজল, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৭৭ খ্রি.
৪১. *আসহাবে রসুলের জীবন কথা (৪ খণ্ড)*, মুহাম্মদ আবুদল মা'বুদ, ১৯৮৯ খ্রি.
৪২. *কাব্যে হাদীস শরীফ (প্রথম খণ্ড)*, মুহাম্মদ আবদুল বারী, ১৯৮৭ খ্রি.
৪৩. *কোরআন ও হাদীসেরআলোকে ইসলামী আদর্শবাদ*, মাওলানা আফলাতুন কায়ছার, ১৯৮৮ খ্রি.
৪৪. *ছিহাহ সিত্তাহ'র রাবী পরিচিত*, হাফেজ মুহাম্মদ ওসমান গনি, ১৯৮৮ খ্রি.
৪৫. *মুক্তির পথে হাদীসেরআলো*, মুহাম্মদ আমিন খান রিজভী, ১৯৮৯ খ্রি.
৪৬. *সহস্র হাদীস*, মাওলানা মুজীবুর রহমান, ১৯৮৬ খ্রি.
৪৭. *হযরত আয়েশা বর্ণিত হাদীসে রসূল (দ.)*, মাওলানা মাজহার উদ্দীন, ১৯৮২ খ্রি.
৪৮. *হাদীস পরিচিতি:*ভারত-বাংলাদেশের প্রাতঃস্মরণীয় আউলিয়া ও মুহাদ্দিছীন, মাও: রফীক আহমদ, ১৯৮৯ খ্রি.
৪৯. *হাদীস রত্ন ভাণ্ডার*, মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী, ১৯৮৯ খ্রি.
৫০. *হাদীস শরীফের আলো*, মাওলানা মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম, ১৯৮৮ খ্রি.
৫১. *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ১৯৮০ খ্রি.
৫৩. *হাদীসের কাহিনী*, মোবারক হোসেন খান, ১৯৮১ খ্রি.
৫৪. *হাদীসের দোয়া*, মোহাম্মদ আবদুল আজীজ, ১৯৮৮ খ্রি.
৫৫. *আনওয়ারুল হাদীছ*, হাফেজ মাওলানা মুজীবুর রহমান, ১৯৯৭ খ্রি.
৫৬. *আমাদের নবীজীর দৈনন্দিন জীবন*, নোমান আহমদ, ১৯৯৬ খ্রি.
৫৭. *আল-কুরআন ও হাদীস তত্ত্ব*, মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম, ১৯৯৩ খ্রি.
৫৮. *এসো জানি নবীর বাণী*, আবদুস শহীদ নাসিম, ১৯৯৬ খ্রি.
৫৯. *দৈনন্দিন জীবনে সুন্নতে রসুল (সা.)*, মোহ. মনিরুজ্জামান, ১৯৯৪ খ্রি.
৬০. *পবিত্র কোরআন ও হাদীসে রসুল*, খোন্দকার মাওলানা মোহাম্মদ বসির উদ্দীন, ১৪১১ হি.
৬১. *বায়ানুস সুনান*, মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ১৯৯৬ খ্রি.
৬২. *রসুলের বাণী*, ফজলুর রহমান, ১৯৯০ খ্রি.
৬৩. *শ্রেষ্ঠ হাদীস*, এম. এ. ওয়াহীদ, ১৯৯৭ খ্রি.
৬৪. *সহী হাদীস মতে বিশ্বনবীর নামাজ ও দোয়া শিক্ষা*, মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান নদভী, ১৯৯০ খ্রি.
৬৫. *সিহাহ সিত্তার হাদীসে কুদসী*, আবদুস শহীদ নাসিম, ১৯৯৫ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

৬৬. *হাদীছে আরবাঈন:* চল্লিশ হাদীছ, ফরিদ আহমদ, ১৯৯৬ খ্রি.
৬৭. *হাদীস পড়ো জীবন গড়ো*, আবদুস শহীদ নাসিম, ১৯৯২ খ্রি.
৬৮. *হাদীস শরীফ (৩ খণ্ড এবং অপূর্ণাঙ্গ ৪র্থ খণ্ড)*, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ১৯৯৭ খ্রি.
৬৯. *হাদীসে রাসূল (সা.)*, অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, ১৯৮৬ খ্রি.
৭০. *হাদীসে রাসুলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত*, আবদুস শহীদ নাসিম, ১৯৮৭ খ্রি.
৭১. *হাদীসের আলো ও মানব জীবন*, মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ১৯৯৭ খ্রি.
৭২. *হাদীসের পরিচয়, জিলহজ আলী*, ১৯৯২ খ্রি.
৭৩. *এসো জানি নবীর বাণী*, আবদুস শহীদ নাসিম, ১৯৯৬ খ্রি.
৭৪. *হাদীসের হিফাজত ও সংকলন*, মুহাম্মদ হারুন আজীজী, ১৯৯৭ খ্রি.
৭৫. *হাদীসের বিরল কাহিনী*, মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, আগষ্ট, ২০০৪ খ্রি.
৭৬. *রিয়াদুল জান্নাত*, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান, জানুয়ারি২০০১ খ্রি.
৭৭. *এহইয়াউস সুনান*, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ., ২০০২ খ্রি.
৭৮. *হাদীসের নামে জালিয়াতি*, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.), ২০০২ খ্রি.
৭৯. *সহীহ মাসনূন ওযীফা*, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.), ২০০৭ খ্রি.
৮০. *হাদীসেরআলোকে মানব জীবন*, আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, ২০০৩ খ্রি.
৮১. *হাদীসেরআলোকে মানব জীবন*, আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, ২০০৩ খ্রি.
৮২. *মিলাদুন্নবী (সা.)*, আবুল জামাল মুহামেদ তবীয়ুল্লাহ, ২০০৫ খ্রি.
৮৩. *উলূমুল হাদীছ*, ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, ২০০০ খ্রি.
৮৪. *হাদীস সংকলনের ইতিবৃত্ত*, ড. আহসান সাইয়েদ, ২০০১ খ্রি.
৮৫. *হাদীস অধ্যয়নের মূলনীতি*, আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, ২০০৯ খ্রি.
৮৬. *উলূমুল হাদীস কী ও কেন?* মুফতি মুহাম্মদ ইসমাঈল, তা.বি.
৮৭. *হাদীসে রাসূল সা.*, মুফতি মাওলানা মনসূরুল হক, ২০১৪ খ্রি.
৮৮. *দারসুল হাদীস*, ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূইয়া, ২০১৫ খ্রি.
৮৯. *বিষয় ভিত্তিক হাদীসে রাসূল সা.*, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, আগষ্ট ২০১৪ খ্রি.,
৯০. *নামায বিষয়ক চল্লিশ হাদীস*, মাওলানা হাবীবুর রহমান কাসেমী, ২০১৩ খ্রি.
৯১. *হৃদয় গলানো চল্লিশ হাদীস*, মাওলানা হাবীবুর রহমান কাসেমী, ২০১৩ খ্রি.
৯২. *এসো হাদীস পড়ি জীবন গড়ি*, খাইরুল বাশার, ২০১০ খ্রি.
৯৩. *সহীহ হাদীস কথিত আহলে হাদীস*, মাওলানা মনিরুজ্জামান ও অন্যান্য, ২০১৩ খ্রি.
৯৪. *নবীজী (দ.) এর সুন্নাত*, মুফতি মাওলানা মনসূরুল হক, ২০১৩ খ্রি.
৯৫. *দৈনন্দিন জীবনে পালনীয় রাসূল (সা.) এর সুন্নাতসমূহ*, মো. মোস্তফাজামান, ২০১৬ খ্রি.
৯৬. *ব্যবহারিক জীবনে হযরত রাসূলুল্লাহ (দ.) এর বাণী*, ড. মো: ইব্রাহীম খলীল, জুন ২০১৫ খ্রি.

খ. বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় অনূদিত হাদীসগ্রন্থাবলী

১. *হাদিছে আরবাইন বা ৪০ হাদিছ*, অনূ: মাওলানা শামছুল হক ফরীদপুরী (রহ.) এমদাদীয়া লাইব্রেরি, ঢাকা
২. *মেশকাত শরীফের বঙ্গানুবাদ (৪ খণ্ড)*, ফজলুল করিম অনূদিত, ইসলাম মিশন লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৯৪৯ খ্রি.
৩. *হাদীস শরীফ*, অনুবাদক: খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৯৫৫ খ্রি.
৪. তাজরীদুল বুখারী (২ খণ্ড), আবদুর রহমান অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৫৮ খ্রি.
৫. *বোখারী শরীফ (৭ খণ্ড)*, মাওলানা আজিজুল হক (রহ.),হামিদিয়া লাইব্রেরি, ১৯৫০-৬১ খ্রি.
৬. *বোখারী শরীফ (১ম খণ্ড)*, মোঃ মোহর আলী অনূদিত, ইসলামিয়া লাইব্রেরি, ১৯৫৯ খ্রি.
৭. *মহানবীর বাণীর বাণী*, আসাদুল কিবরিয়া অনূদিত, প্রজাপতি, ১৯৬০ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

৮. *হাদীসের বাণী*, আবুল ফজল অনূদিত, ইসলামীয়া লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম, ১৯৬১ খ্রি.,
৯. *বঙ্গানুবাদ শামায়েলে তিরমিযী*, অনুবাদক: মোঃ ফয়জুল্লাহ ,ইসলামিয়া লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম, ১৯৬৩ খ্রি.
১০. *মুসলিম শরীফ কিতাবুল হজ্ব*, আমীনুল হক অনূদিত, মদীনা খানকাহ, কিশোরগঞ্জ, ১৩৮১ হি.
১১. *মেশকাত শরীফের বঙ্গানুবাদ (৪ খ.)*, ফজলুল করিম অনূদিত, ইসলাম মিশন লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৯৩৬ খ্রি.
১২. *শামায়েলে তিরমিজী*, অনুবাদক: মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ, ইছলামিয়া লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম, ১৯৬০ খ্রি.
১৩. *আল-মুনাব্বেহাত*, অনুবাক: মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জাব্বার, ধনিয়ালা পাড়া, চট্টগ্রাম, ১৯৭৭ খ্রি.
১৪. *ছহীহ মুসলিম শরীফ (৪ খ.)*, অনুবাদক: মাওলানা নেছারুল হক, ইসলামিয়া লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম, ১৯৭৬ খ্রি.
১৫. *তাজরীদুল বুখারী (২খ.)*, অনুবাদক: আলাউদ্দীন আল-আজহারী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫খ্রি.
১৬. *বোখারী শরীফ (৭ খণ্ড)*, অনুবাদক: মাওলানা আজিজুল হক, হামিদিয়া লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৯৭১ খ্রি.
১৭. *মেশকাত শরীফ (১১ খণ্ড)*, অনুবাদক: মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী ও মাওলানা আফলাতুন কায়ছার এমদাদিয়া লাইব্রেরি, চকবাজার, ঢাকা, ১৯৫৬ খ্রি.
১৮. *রসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী*, অনুবাদ: মাহমুদ হায়দার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৭৬ খ্রি.
১৯. *সহীহ বোখারী*, মাওলানা এ. কে. এম. ফজলুর রহমান মুন্সী, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৯৭৯ খ্রি.
২০. *শামায়েলে তিরমিযী*, অনুবাদক: মাওলানা মাহফুজুর রহমান সিদ্দিকী, ইসলামিয়া কুতুব খানা, ঢাকা, তা.বি.
২১. *রিয়াদুস সালেহীন*, অনু: মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৮৫ খ্রি.
২২. *রিয়াদুস সালেহীন*, অনুবাদক: মাওলানা সাঈদ আহমাদ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৮৬ খ্রি.
২৩. *রিয়াদুস সালেহীন*,অনুবাদক: মাওলানা আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা,১৯৮৬ খ্রি.
২৪. *রিয়াদুস সালেহীন*, অনু: মাওলানা আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৮৭ খ্রি.
২৫. *আল-আদবুল মুফরাদ*, অনুবাদ: মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, ইফাবা, ঢাকা,১৯৮৪ খ্রি.
২৬. *আয়নায়ে রাসূল*, অনুবাদক: মাওলানা ইউসুফ আশিয়ারী, আজিজিয়া কুতুবখানা, ঢাকা, ১৯৮২ খ্রি.
২৭. *এন্তেখাবে হাদীস (২য় খণ্ড)*, অনুবাদক: আবদুস শহীদ নাসিম, সালমান স্মৃতি প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৮৫ খ্রি.
২৮. *জামে' তিরিমিযী*, সালাফী প্রকাশনী, রংপুর, ১৯৮৯ খ্রি.
২৯. *তরজমানুস্ সুন্নাহ*, অনুবাদক: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮ খ্রি.
৩০. *বুখারী শরীফ (১০ খণ্ড)*, অনুবাদক: মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ প্রমূখ, ১৯৮৯ খ্রি.
৩১. *বুলুগুল-মারাম ফী আদিল্লা আল-আহকাম (১ম খণ্ড)*, অনুবাদ: মাওলানা মাহমুদুল্লাহ রহমানী ও মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহমান, আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউজ, ৯৮নওয়াবপুর রোড, ঢাকা, ১৯৮৯ খ্রি.
৩২. *মিশকাত শরীফ*, অনুবাদক: মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান, আহমদিয়া কুতুবখানা, ঢাকা তা.বি.
৩৩. *মিশকাত শরীফ*, অনুবাদক: মাওলানা মুহাম্মদ আফলাতুন কায়সার, আশরাফিয়া লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৯৮৮ খ্রি.
৩৪. *মুওয়াত্তায়ে ইমাম মুহাম্মদ (রহ)*, অনুবাদক: মুহাম্মদ মূসা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৮ খ্রি.
৩৫. *মুসলিম শরীফ (৬ খণ্ড)*, অনুবাদক: মাওলানা উবায়দুল হক প্রমূখ, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৯ খ্রি.
৩৬. *মুয়াত্তা ইমাম মালিক (২ খণ্ড)*, অনুবাদ: মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, ইফাবা, ঢাকা,১৯৯৫ খ্রি.
৩৭. *শামায়িলুন নবী, শায়খ আবদুর রহীম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, জুন, ১৯৮৭ খ্রি.
৩৮. *শামায়েলে তিরমিযী*, অনুবাদ: আবদুল জলীল, গ্লোব লাইব্রেরি লিঃ, ৪০ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা, ১৯৮৬ খ্রি.
৩৯. *সহীহ আল-বুখারী (৬খণ্ড)*, অনু: অধ্যাপক সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী প্রমূখ,ইসলামিক সেন্টার, ১৯৮২ খ্রি.
৪০. *সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দামা*, অনু: মাওলানা আফলাতুন কায়সার,বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা
৪১. *আখলাকুন নবী (সা.)*, মুহাম্মদ আহমদ মুখতার কমর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৪ খ্রি.
৪২. *আবু দাউদ শরীফ (৩ খণ্ড)*, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ প্রমুখ, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯০ খ্রি.
৪৩. *আল-আদবুল মুফরাদ (২ খণ্ড)*, মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৪ খ্রি.
৪৪. *আসাহহুস সিয়ার*, মাওলানা আ. ছ. ম. মাহমুদুল হাছান খান প্রমুখ, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৬ খ্রি.
৪৫. *ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান*, হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া,ইফাবা,ঢাকা,১৯৯৩ খ্রি.
৪৬. *উমদা আল-আহকাম*, এনামুল হক মেসেরি, এ. কে. এম. মাহমুদুর রহমান প্রমুখ, ১৯৯০ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

৪৭. *কুরআন-হাদীসেরআলোকে উন্নতির চাবিকাঠি*, মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, মাকতাবাতুল আশরাফ
৪৮. *জামে আত-তিরমিযী (৪ খণ্ড)*, মুহাম্মদ মুসা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯৪ খ্রি.
৪৯. *তাজরীদুল বোখারী (খ.১)*, আবদুল জলীল, ফেরদৌস পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৫ খ্রি.
৫০. *তরজমানুস্ সুন্নাহ*, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৪ খ্রি.
৫১. *তিরমিযী শরীফ (৪ খণ্ড)*, মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৩ খ্রি.
৫২. *ফতহু আল-মারাম শরহি ফয়জি আল-কালাম*, আবদুল জলীল, কুতুবখানা ফয়জিয়া, চট্টগ্রাম, ১৩৯৯ হি.
৫৩. *বুখারী শরীফ (১০ খণ্ড)*, মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ, মাওলানা আবদুল জলীল প্রমুখ, ১৯৯১ খ্রি.
৫৪. *বোখারী শরীফ (৭ খণ্ড*, মাওলানা আজিজুল হক, হামিদিয়া লাইব্রেরি, চকবাজার, ঢাকা, ১৩৯৭ হি.
৫৫. *মুসনাদে ইমাম আযম আবু হানীফা*, মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল হক, শান্তিধারা প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯১ খ্রি.
৫৬. *মুসনাদে ইমাম আযম আবু হানীফা*, মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন, নূর লাইব্রেরি, কক্সবাজার, ১৯৯১ খ্রি.
৫৭. *মুসলিম নারীদের প্রতি রসুলুল্লাহর উপদেশ*, সাঈদ মিসবাহ, মোহাম্মদী বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৯২ খ্রি.
৫৮. *মুসলিম শরীফ*, মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী,মাওলানা কুতুবুদ্দীন প্রমুখ, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯১ খ্রি.
৫৯. *মুয়াত্তা ইমাম মালিক (২ খণ্ড)*, *মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী*, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৫ খ্রি.
৬০. *মেশকাত শরীফ (১১ খণ্ড)*, মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী (১-৬ খণ্ড), এমদাদিয়া লাইব্রেরি,ঢাকা, ১৯৯০ খ্রি.
৬১. *শরহে নুখবাতুল ফিকার*, মাওলানা লিয়াকত আলী, অনুবাদক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৮ খ্রি.
৬২. *সহীহ মুসলিম*, মাওলানা আফলাতুন কায়সার, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯২ খ্রি.
৬৩. *সহীহ মুসলিম শরীফ*, মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভুঞা, মোহাম্মদী লাইব্রেরি, চকবাজার, ঢাকা, ১৯৯৩ খ্রি.
৬৪. *সহীহুল বুখারী*, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সামাদ, ড. শাহ আবদুল মজিদ, ঢাকা, ১৯৯২ খ্রি.
৬৫. *সুন্নতে রাসুলের আইনগত মর্যাদা*, মুহাম্মদ মূসা, সায়েদ আবুল আলা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা
৬৬. *সুনানু আবী দাউদ (১ম খণ্ড)*, মাওলানা সাঈদ আহমদ প্রমুখ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা
৬৭. *হাদীস আরবাঈন*, মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী , এমদাদিয়া লাইব্রেরি, চকবাজার, ঢাকা, ১৯৯১ খ্রি.
৬৮. *হাদীসে কুদসী*, মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, ইনস্টিটিউট অব ট্রান্সলেশান এন্ড রিসার্চ, চট্টগ্রাম
৬৯. *সহজ শামায়েলে তিরমিযী*, মাওলানা জহির উদ্দিন বাবর, আল-কাওসার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭ খ্রি.
৭০. *মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ*, আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ মুসা, আহসান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৩ খ্রি.
৭১. *আল-আদাবুল মুফরাদ*, মাওলানা মুহাম্মদ মুসা, আহসান পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১১০০, ২০০১খ্রি.
৭২. *এন্তেখাবে হাদীস*, মাওলানা মুহাম্মদ মুসা, আহসান পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ২০০১ খ্রি.
৭৩. *শব্দার্থে রিয়াদুস সালেহীন*, *সিদ্দিকুর রহমান*, ভূইয়া প্রকাশনী, বাংলা বাজার ঢাকা-১১০০, ২০০৮ খ্রি.
৭৪. *শব্দার্থে রাহে আমল*, ড.সিদ্দিকুর রহমান, ভূইয়া প্রকাশনী, ৩৮/৩ বাংলা বাজার ঢাকা-১১০০, ২০০৪ খ্রি.
৭৫. *শুআবুল ঈমান*, মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০০৬ খ্রি.
৭৬. *সুনানে ইবন মাজাহ*, মাওলানা আবু নাছের মুহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ, মীনা বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৯ খ্রি.
৭৭. *মেশকাত শরীফ*, মাওলানা ফজলুর রহমান ও ওবায়ইদ ইবন্ সালেহ, মীনা বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৭ খ্রি.
৭৮. *রিয়াদুস সালেহীন*, মাওলানা ফজলুর রহমান , মীনা বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০০১ খ্রি.
৭৯. *সহীহুল বুখারী*, মাওলানা শামছুল হক, মাওলানা আজিজুল হক প্রমুখ, মীনা বুক হাউস, ঢাকা
৮০. *বিষয় ভিত্তিক হাদীসে কুদসী সমগ্র*, *আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানী (রহ.)*, দারুস সালাম বাংলাদেশ
৮১. *রাহে আমল*, *মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক*, মক্কা পাবলিকেশন্স,৩৮/৩ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, ২০১০খ্রি.
৮২. *রাহে আমল*, *মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক*, মক্কা পাবলিকেশন্স,৩৮/৩ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, ২০১০ খ্রি.
৮৩. *রাহে আমল*, *আব্দুল্লাহ ইউসুফী এম.এম*, আল-হিশাম পাবলিকেশন্স, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, ২০১৪ খ্রি.
৮৪. *রাহে আমল*, *আব্দুল্লাহ ইউসুফী এম.এম*, আল-হিশাম পাবলিকেশন্স, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, ২০১৪ খ্রি.
৮৫. *কাসাসুল হাদীস*, *মাওলানা মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম*, এমদাদিয়া লাইব্রেরি, চকবাজার, ঢাকা, ২০১৪ খ্রি.
৮৬. *হাদীসে কুদসী*, *মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের*, এমদাদীয়া লাইব্রেরি, চকবাজার, ঢাকা, ২০১৪ খ্রি.
৮৭. *স্বভাব সম্পর্কে চল্লিশ হাদীস*, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হালীম, এমদাদীয়া লাইব্রেরি, ঢাকা, ২০১০ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

৮৮. *হাদীসে আরবায়ীন*, মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী, এমদাদীয়া লাইব্রেরি, চকবাজার, ঢাকা, ২০১৪ খ্রি.
৮৯. *ছোটদের সহীহ হাদীস শিক্ষা ও হাদীসের আলো*, মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ, মাকতাবাতুল আশরাফ, ঢাকা
৯০. *হাদীসে কুদসী*, মাওলানা মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ, মীনা বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০১০খ্রি.
৯৩. *মুত্তাফাকুন আলাইহি ফিমা ইত্তাফাকা আলাইহিশ শায়খাইন*, মীনা বুক হাউস, ঢাকা, ২০১৫ খ্রি.
৯৪. *বুলুগুল মারাম*, মাওলানা রায়হান বিন মাহমুদ, মীনা বুক হাউস, ঢাকা, ২০১৪ খ্রি.
৯৫. *মুয়াত্তা ইমাম মালেক (রহ.)*, আল্লামা আজিজুল হক, মীনা বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০১৭ খ্রি.
৯৬. *সুনানে নাসাঈ শরীফ*, মাওলানা আবু নাসের মুহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ, মীনা বুক হাউস, ঢাকা, ২০১০ খ্রি.
৯৭. *তিরমিযী শরীফ*, মাওলানা মুহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম, মীনা বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০১৮ খ্রি.
৯৮. *সহীহ মুসলিম শরীফ*, হাফেজ মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ জাকারিয়া, মীনা বুক হাউস, ঢাকা, ২০১৮ খ্রি.
৯৯. *সহীহ বঙ্গানুবাদ বুখারী শরীফ*, শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক, বার্ড কম্পিউটার এন্ড পাবলিকেশন্স
১০০. *মুসলিম শরীফ (বঙ্গানুবাদ)*, মাওলানা আব্দুস সালাম, বার্ড কম্পিউটার এন্ড পাবলিকেশন্স,ঢাকা, ২০১৪ খ্রি.
১০১. *তিরমিযী শরীফ (সহীহ বঙ্গানুবাদ)*, মাওলানা আব্দুস সালাম, বার্ড কম্পিউটার এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা
১০২. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, শায়খুল হাদীস মোহাম্মদ আজিজুল হক প্রমুখ, বার্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৮ খ্রি.
১০৫. *রিয়াদুস সালেহীন*, মুফতি মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, বার্ড কম্পিউটার এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৩ খ্রি.
১০৬. *ইমাম বুখারীর কাঠগড়ায় কথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়*, মাকতাবাতুত তাকওয়া, ঢাকা, ২০১৭ খ্রি.
১০৭. *তাফসীরে কুরআনে জাল হাদীস*, মাকতাবাতুত তাকওয়া, ১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০১৩ খ্রি.
১০৮. *হাদীসের আলোকে গুণাহের শাস্তি*, মাকতাবাতুত তাকওয়া, ১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০১৭ খ্রি.
১০৯. *সহীহ বুখারী শরীফ*, মাওলানা মুহাম্মদ আজিজুল হক, আলিফ পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১১০০, ২০১৫ খ্রি.
১১০. *রিয়াদুস সালেহীন*, মুফতি মুহাম্মদ যাকারিয়া, আলিফ পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১১০০, ২০১০ খ্রি.
১১১. *রাহে আমল*, আব্দুল্লাহ ইউসূফী এম. এম, আল-হিশাম পাবলিকেশন্স বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০১৪ খ্রি.
১১২. *সহীহ বোখারী শরীফ*, মাওলানা মমতাজ উদ্দিন আহমদ ও আহসান হাবীব, হোসাইনীয়া লাইব্রেরি, ঢাকা
১১৩. *সহীহ মুসলিম শরীফ*, ফজলুর রহমান মুন্সি ও মাওলানা ইলিয়াস, হোসাইনীয়া লাইব্রেরি,ঢাকা-২০১৩ খ্রি.
১১৪. *সহীহ তিরমিযী শরীফ*, ফজলুর রহমান মুন্সি প্রমুখ, হোসাইনীয়া লাইব্রেরি, ঢাকা- ২০১৩ খ্রি.
১১৫. *সহীহ নাসাঈ শরীফ*, ফজলুর রহমান মুন্সি প্রমুখ, হোসাইনীয়া লাইব্রেরি, ঢাকা-২০১৪ খ্রি.
১১৬. *সহীহ আবু দাউদ শরীফ*, মাওলানা আব্দুর গফুর ও ফজলুর রহমান, হোসাইনীয়া লাইব্রেরি, ঢাকা-২০১৪ খ্রি.
১১৭. *সুনানে ইবন মাজাহ শরীফ*, মুফতি মাওলানা আব্দুল গফুর, হোসাইনীয়া লাইব্রেরি, ঢাকা- ২০১৪ খ্রি.
১১৮. *ফাযায়েলে আমল*, মুফতি মুহাম্মদ উবায়দুল্লাহ, দারুল কিতাব, ঢাকা-২০০১ খ্রি.
১১৯. *ফাযায়েলে সাদাকাত*, মুফতি মুহাম্মদ উবায়দুল্লাহ, দারুল কিতাব, ঢাকা- ২০০৪ খ্রি.
১২০. *মুন্তাখাব হাদীস*, হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের ছাহেব, দারুল কিতাব, ঢাকা- ২০১০ খ্রি.
১২১. *রাহে আমল*, মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম, ফাহিম বুক ডিপো, ঢাকা-২০০১৮ খ্রি.
১২৩. *এন্তেখাব হাদীস*, গোলাম সুবহান সিদ্দিকী, প্রফেসর'স প্রকাশনী, ঢাকা-১১০০, ২০০৭ খ্রি.
১২৪. *সহীহুল বুখারী*, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ৯০,হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা, ২০০৩ খ্রি.
১২৫. *সহীহ মুসলিম*, হাদীস একাডেমী, ২১৪,বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০, ২০০২ খ্রি.
১২৬. *সহীহ আত-তিরমিযী*, হুসাইন বিন সোহরাব হুসাইন প্রমুখ, আলমাদানী প্রকাশনী, ঢাকা-১১০০, তা.বি
১২৭. *য'ঈফ সুনান আত-তিরমিযী*, হুসাইন বিন সোহরাব প্রমুখ, হুসাইন আলমাদানী প্রকাশনী, ঢাকা, তা.বি
১২৮. *দরসে তিরমিযী*, মুফতি মিজানুর রহমান, আশরাফিয়া বুক হাউস, ঢাকা-২০১৬ খ্রি.

গ. বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যামূলক হাদীসগ্রন্থের অনুবাদ

১. *নাসরুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী*, মাওলানা আহমদ করীম সিদ্দসীক প্রমুখ, ইসলামিয়া কুতুব খানা, ঢাকা
২. *আনওয়ারুল মিশকাত শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ*, মাও. আহমাদ মায়মূন প্রমুখ, ইসলামিয়া কুতুব খানা
৩. *দরসে তিরমিযী*, মাওলানা আব্দুল্লাহ ইহসান, মাওলানা আবু তাহের প্রমুখ, ইসলামিয়া কুতুব খানা, ঢাকা
৪. *ইন'আমুল বারী শরহে বুখারী*, মাওলানা আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

৫. *ফয়যুল মুন'ইম শরহে মুকাদ্দামায়ে মুসলিম*, মাওলানা আহমদ করীম সিদ্দসীক প্রমুখ, ইসলামিয়া কুতুব খানা
৬. *নিয়ামুল মুন'ইম শরহে মুসলিম*, মাওলানা নোমান আহমদ, ইসলামিয়া কুতুব খানা, বাংলা বাজার, ঢাকা
৭. *শামায়েলে তিরমিযী*, মাওলানা মাহফুজুর রহমান সিদ্দিকী, ইসলামিয়া কুতুব খানা, বাংলা বাজার, ঢাকা

ঘ. বাংলা ভাষায় উসূল ও রিজালশাস্ত্র বিষয়কগ্রন্থ

১. *হাদীসেরতত্ত্ব ও ইতিহাস*, মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী, এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রা.) লি., ঢাকা, ১৯৬৬ খ্রি.
২. *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম রহ., খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭০ খ্রি.
৩. *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, অনু: মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ ইউসুফ নোমান ও ইমরান, ইসলামী একাডেমী
৪. *হাদীস পরিচিতি:* ভারত-বাংলাদেশের প্রাতঃস্মরণীয় আউলিয়া ও মুহাদ্দিছীন, মাওলানা রফীক আহমদ, আশরাফিয়া লাইব্রেরি, পটিয়া, চট্টগ্রাম, ১৯৮৯ খ্রি.
৫. *ছিহাহ সিত্তাহ'র রাবী পরিচিত*, হাফেজ মুহাম্মদ ওসমান গনি, চট্টগ্রাম, ১৯৮৮ খ্রি.
৬. *হাদীস বর্ণনাকারী একশত সাহাবী*, মুহাম্মদ ছাইফুদ্দীন, হক লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৯৯১ খ্রি.
৭. *আসহাবে রসুলের জীবন কথা*, মুহাম্মদ আবুদল মা'বুদ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯১ খ্রি.
৮. *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, ড. এ. কিউ. এম শামসু আলম ও ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, ১৯৯৩ খ্রি.
৯. *হাদীসের তত্ত্ব ও পরিভাষা*, মোঃ আতাউল হক, সাউদিয়া কুতুবখানা, রিয়াজ মার্কেট, চকবাজার, ১৯৯৫ খ্রি.
১০. *আসমাউর রিজাল*, মাওনালা আফলাতুন কায়সার, এমদাদিয়া লাইব্রেরি, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯৫ খ্রি.
১১. *হাদীসশাস্ত্র ও তার ক্রমবিকাশ*, দাওরায়ে হাদীসেরছাত্রবৃন্দ, জামি'আ শর'ইয়া, মালিবাগ, ঢাকা, ১৯৯৫ খ্রি.
১২. *হাদীসশাস্ত্র পরিচিতি*, মাহাম্মদ শামসুল হক দৌলতপুরী, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৫ খ্রি.
১৩. *তারীখে ইলমুল হাদীছ*, আবুল কালাম মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ চৌধুরী, সাউদিয়া কুতুবখানা, ঢাকা, ১৯৯৭ খ্রি.
১৪. *তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস*, ড. মো. শফিকুল ইসলাম, আল-বারাকা লাইব্রেরি, বাংলা বাজার, ঢাকা
১৫. *উলূমুল হাদীছ*, ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, রাজশাহী, ২০০০ খ্রি.
১৬. *হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্তি*, অনুবাদ: ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, মাকতাবাতুশ-শাফিয়া, রাজশাহী, ২০০১ খ্রি.
১৭. *হাদীস সংকলনের ইতিবৃত্ত*, ড. আহসান সাইয়েদ, অ্যাডর্ণ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১ খ্রি.
১৮. *আসমাউর রিজাল*, মাওলানা আবুল মুহসিন অনূদিত, আর.আই.এস পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০২ খ্রি.
১৯. *হাদীস অধ্যয়নের মূলনীতি*, আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা, ২০০৯ খ্রি.
২০. *উলূমুল হাদীস কী ও কেন ? মুফতি মুহাম্মদ ইসমাঈল*, হরফ পাবলিকেশন্স, বাংলা বাজার, ঢাকা, তা.বি
২১. *হাদীস নিয়ে বিভ্রান্তি*, ড. আ. ছ. ম তরীকুল ইসলাম, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০১০ খ্রি.
২২. *প্রশ্নোত্তরে উলূমুল হাদীস*, মুফতি আব্দুস সালাম সুনামগঞ্জী, আনোয়ার লাইব্রেরি, ঢাকা, ২০১০ খ্রি.
২৩. *হাদীস বোঝার মূলনীতি*, ড. আবু আমীনা বিলাল ফিলিপ্স, সিয়ান পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১৭ খ্রি.
২৪. প্রিন্সিপল অব হাদীস, শাইখ আব্দুল্লাহ মারুফী, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা, ২০২১খ্রি.,

উল্লিখিত বিশ্লেষণে ভারতীয় উপমাহদেশে হাদীসশাস্ত্রের আগমন ও চর্চা; এ ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও হাদীসশাস্ত্রের আগমন পর্যালোচনা এবং বাংলা ভাষা-সাহিত্যে হাদীস চর্চার অতীত-বর্তমান নিয়ে একটি মূল্যায়ন উপস্থাপিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীসশাস্ত্র বিকাশের পর্যালোচনা করার মূল উদ্দেশ্য বাংলা ভাষার হাদীস চর্চার প্রবেশদ্বার সনাক্ত করা। যার ক্রমধারায় পরবর্তী অধ্যায়ে বাংলা ভাষায় রচিত হাদীসগ্রন্থরাজির বৈশিষ্ট্যাবলী বিশ্লেষিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা ভাষায় রচিত ও সংকলিত হাদীস গ্রন্থাবলী : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা ভাষায় রচিত ও সংকলিত হাদীস গ্রন্থাবলী: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার

'বাংলা ভাষা' পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাসমূহের অন্যতম। এটি এক গৌরবোজ্জ্বল রক্তস্নাত ঐতিহ্যসমৃদ্ধ ভাষা। যার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে এ ভাষার সূর্য সন্তানেরা। যাদের স্মরণে-সম্মানে বিশ্বব্যাপী পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। এ ভাষায় রচিত হয়েছে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অসংখ্য গ্রন্থ। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি অংশ অনুবাদ সাহিত্য। বিভিন্ন ভাষায় রচিত জ্ঞানসমৃদ্ধ সাহিত্যভাণ্ডার অনুবাদের মাধ্যমে উৎকর্ষিত হয়েছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকোষ। ইসলামের মূল উৎস কুরআন ও হাদীস; যার ভাষা আরবী। আর এ ভাষা থেকে কুরআন-হাদীস অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বর্তমান গবেষণাকর্মটি যেহেতু বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা বিষয়ক, তাই এ অধ্যায়ে বাংলা ভাষায় রচিত-সংকলিত ও অনূদিত-ব্যাখ্যাত হাদীস গ্রন্থাবলীর অনুসন্ধান চালানো হবে এবং এদের স্বরূপ, বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য বিচার করা হবে। গবেষণার পরিধি ১৯৫২ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হলেও গবেষণাকর্মটি যৌক্তিক কারণে বর্তমান (২০২১ সাল) পর্যন্ত অনিচ্ছা সত্তেও বিস্তৃত হয়েছে। বাংলা ভাষায় রচিত ও সংকলিত হাদীস গ্রন্থাবলী পর্যালোচনার সুবিধার্থে কোন দশকে কী পরিমাণ হাদীস গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে এবং ক্রমবৃদ্ধির হার কতটুকু তা সহজে অনুসন্ধান করার প্রত্যয়ে এ অধ্যায়টিকে সাত দশকে বিভক্ত করতঃ (বিংশ ও একবিংশ শতকের) প্রত্যেক দশকের অন্তর্গত গ্রন্থগুলোকে তিন ভাগে বিন্যস্ত করে উপস্থাপন করা হবে।

পঞ্চাশের দশকে রচিত বাংলা ভাষার হাদীস গ্রন্থাবলী: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার

৪.১ বাংলা ভাষায় সংকলিত হাদীসগ্রন্থাবলী

১. *বাংলা হাদীস শরিফ*[১]

গ্রন্থকার: খান বাহাদুর আহছান উল্লাহ (১৮৭৩-১৯৬৫); প্রকাশস্থান: আহছানিয়া লাইব্রেরি, খুলনা; প্রকাশকাল: ১৯৫২ খ্রি.; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৪, (১ম খণ্ড) এ গ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।

২. *হাদিছের আলো*

গ্রন্থকার: মুহাম্মদ আজহার উদ্দীন; প্রকাশস্থান: বেগম হালিমা খাতুন, পোঃ লক্ষ্মীকোল, ফরিদপুর; প্রকাশকাল: ১৯৫২ খ্রি. মূল্য: ৫ টাকা।

৩. *আল-হাদীস*[২]

গ্রন্থকার: মোঃ মেহরাব আলী; প্রকাশস্থান: উত্তর বঙ্গ প্রকাশনী, দিনাজপুর; প্রকাশকাল: ১৯৫৫ খ্রি.,২য় সংস্করণ; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৮ পৃ.

৪. *অমিয় বাণী শতক*[৩]

গ্রন্থকার: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯); মূলগ্রন্থ: মাশারিকুল আনোয়ার; প্রকাশস্থান: রেনেসাঁস প্রিন্টার্স; প্রকাশকাল: ১৯৫৫ খ্রি.,২য় সংস্করণ; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩৯ পৃ.

৫. *শেষ নবীর বাণী*

গ্রন্থকার: মুহম্মদ নূরুল হক (১৯০৭-১৯৮৭); প্রকাশকাল: ১৯৫৬ খ্রি.; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮৪; এটি সিলেট থেকে মোঃ ইকবাল চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত হয়।[৪]

---

১ আলহাজ্জ মো: আবদুর রাজ্জাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮২। (এ গ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা জায়নি।)

২ *প্রাগুক্ত*

৩ *প্রাগুক্ত*

৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮২

Dhaka University Institutional Repository

৬. ***হাদিছ গ্রন্থ***[৫]

গ্রন্থকার: খান বাহাদুর আহছান উল্লাহ; প্রকাশস্থান: ওয়ার্সী বুক সেন্টার, ঢাকা; প্রকাশকাল: ১৯৫৬ খ্রি.;পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৬৮ । এ বই সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি।

৭. ***হাদিছের আলো***

গ্রন্থকার: মুহাম্মদ আজহার উদ্দীন; প্রকাশস্থান: বেগম হালিমা খাতুন, ফরিদপুর; প্রকাশকাল: ১৯৩২ খ্রি., ১ম সংস্করণ; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩০৪ পৃ.; ২য় সংস্করণ: ১৯৫০, ৩য় সংস্করণ: প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, ১৯৬২ খ্রি., ৫ম সংস্করণ: আহমাদ পাবলিকেশন্স, ১৯৮৬ খ্রি., এ গ্রন্থের মধ্যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পর্কিত ১০২৫টি হাদীসের বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা রয়েছে।[৬]

৮. ***বিশ্বনবীর ভাষণ***[৭]

গ্রন্থকার: মাওলানা আবু লায়েছ আনছারী; প্রকাশস্থান: ইসলামিয়া লাইব্রেরি, ফরিদপুর; প্রকাশকাল: ১৯৬০ খ্রি., ১ম সংস্করণ; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৭২

৯. ***হাদীসের কাহিনী***[৮]

গ্রন্থকার: জিয়াউন নাহার বেগম; প্রকাশস্থান: বই ঘর, চট্টগ্রাম; প্রকাশকাল: ১৯৫৭ খ্রি.; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬০

৪.২ বাংলা ভাষায় অনূদিত হাদীস গ্রন্থাবলী

১০. *হাদীসে আরবাইন বা ৪০ হাদীস*

গ্রন্থকার: ইমাম ইবন দাকীকে- এ-সা'দ (রহ.), অনুবাদক: মাওলানা শামছুল হক ফরীদপুরী (রহ.)

প্রকাশস্থান : এমদাদীয়া লাইব্রেরি, প্রকাশকাল: ১৯৪৮ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬২

পর্যালোচনা: মাওলানা শামছুল হক ফরীদপুরী রহ.(১৮৯৫-১৯৬৯) হাদীসে আরবাইন বা ৪০ হাদীস গ্রন্থটির সাধু বাংলায় অনুবাদ করেন। এটি ১৯৭৪ সালে ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯৯১ সালে গ্রন্থটির সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[৯] এর পরে আর প্রকাশের সংবাদ জানা যায়নি এবং বর্তমানে বাজারে বইটি পাওয়া যায় না। প্রকাশনীর সাথে যোগাযোগ করলে, তারা জানান অনেক বছর আগে থেকেই এর ছাপা বন্ধ রয়েছে।

১১. *তাজরীদুল বুখারী (২ খণ্ড)*

মূল: আবুল আব্বাস যইন উদ্দীন আহমদ যাবেদী, প্রকাশস্থান: বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম খণ্ড, অনুবাদক: আবদুর রহমান খান, মাওলানা বিলায়েত হোসেন, মাওলানা মুসতাফীজুর রহমান, এ.এফ.এম. আবদুল হক, শেখ আবদুর রহীম, ড. এ.কে.এম. আয়ুব আলী, মাওলানা সাইয়েদ মাযহার আলী, মাওলানা আবদুল মজীদ রুশদী, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-১৯৫৮খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৯৫, মূল্য: ১০ টাকা।

পর্যালোচনা: প্রথম খণ্ডে তাজরীদুল বুখারীর ১ নং থেকে ১১৬৩ নং পর্যন্ত হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রতি পৃষ্ঠায় বাম পাশে আরবীতে হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে এবং ডান পাশে এর সাধু রীতিতে বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, "মুগীরা ইবন শু'বা (রা) বলিয়াছেন, দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে পড়িতে নবী (সা.) এর দুই পা ফুলিয়া উঠিত। তাঁহাকে (এই কষ্ট) সম্বন্ধে বলা হইলে তিনি বলিতেন, তবে কি আমি শুকুরগুযার বান্দা হইব না?"[১০] সম্ভত তাজরীদুল বুখারীর বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে এটাই প্রথম প্রয়াস। এর ২য় খণ্ড ১৯৭৫ সালে বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে।

---

৫ *প্রাগুক্ত*

৬ *প্রাগুক্ত*, (এ বই সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি।)

৭ *প্রাগুক্ত*, (এ বই সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি।)

৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৮, (এ বই সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি।)

৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮২

১০ আবুল আব্বাস যইন উদ্দীন আহমদ যাবেদী, অনুবাদক মণ্ডলী, *তাজরীদুল বুখারী*, খ.১, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৫৮খ্রি.,পৃ. ২৫৪

Dhaka University Institutional Repository

১২. *হাদীস শরীফ*

অনুবাদ: খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ, প্রকাশস্থান : প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরি, ঢাকা, প্রকাশকাল: ১৯৫৫ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৮০০। এটি ৩ খণ্ডে সমাপ্ত মিশকাত শরীফের বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ। এতে মূল হাদীস আরবীতে লিপিবদ্ধ করে নীচে সাধু রীতির বাংলা অনুবাদ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

১৩. *বোখারী শরীফ (১ম খণ্ড)*

গ্রন্থকার :আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ.), অনুবাদ: মোঃ মোহর আলী, প্রকাশস্থান : ইসলামিয়া লাইব্রেরি, প্রকাশকাল: ১৯৫৯খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২১৮।

১৪. *মহানবীর বাণীর বাণী*[১১]

গ্রন্থকার: আল্লামা মামুন সোহরাওরদী, অনুবাদ: আসাদুল কিবরিয়া, প্রকাশস্থান: প্রজাপতি, প্রকাশকাল: ১৯৬০ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮০।

উল্লেখ্য, এ (পঞ্চাশের) দশকে বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যামূলক হাদীস গ্রন্থের কোন অনুবাদকর্ম খুজেঁ পাওয়া যায়নি।

ষাটের দশকে রচিত বাংলা ভাষার হাদীসগ্রন্থাবলী: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার

৪.১ বাংলা ভাষায় সংকলিত হাদীস গ্রন্থাবলী

১. ***হাদীসের বাণী***

গ্রন্থকার: আবুল ফজল, প্রকাশস্থান: ইসলামীয়া লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম, প্রকাশকাল: ১৯৬১ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৪৮টি। চট্টগ্রামের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ আবুল ফজল সাধু বাংলায় চিত্তাকর্ষক উপস্থাপনায় হাদীসের কাহিনী অবলম্বনে গ্রন্থটি রচনা করেছেন। উল্লিখিত গ্রন্থে ৬৭টি হাদীসের গল্প স্থান পেয়েছে। এর চেয়ে বেশি কিছু জানা যায়নি।

২. ***কালাম-ই-রসূল (দ.)***[১২]

গ্রন্থকার: কাজী আবুল হোসেন, প্রকাশস্থান: নওরোজ, ফরিদপুর, প্রকাশকাল: ১৯৬১ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৮টি। ফরিদপুরের পারকুলার প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ কাজী আবুল হোসেন (১৯০৯-১৯৭৪) কর্তৃক 'কালাম-ই-রাসূল' (দ.) শিরোনামে ১৯৬১ সালে হাদীস সংকলন করেন।

৩. ***সহস্র হাদীস***[১৩]

গ্রন্থকার: মাওলানা মজিবুর রহমান (১৯৩৮-১৯৯১), প্রকাশস্থান: মদীনা পাবলিকেশান্স, প্রকাশকাল: ১৯৬৪ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২০৫। চট্টগ্রামের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ মাওলানা মজিবুর রহমান (১৯৩৮-১৯৯১)এতে হাদীস অবলম্বনে রচিত ৬৭টি কাহিনী স্থান পেয়েছে।

৪. ***পয়গামে মুহাম্মদী***[১৪]

গ্রন্থকার: আব্দুল মান্নান তালিব (১৯৩৬), প্রকাশস্থান: ইসলামিক রিসার্চ একাডেমি, প্রকাশকাল: ১৯৬৮ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৫৭টি। সৈয়দ সুলাইমান আলী নদভী (১৮৮৪-১৯৫০) রচিত "পয়গামে মুহাম্মাদী" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন আব্দুল মান্নান তালিব (১৯৩৬)। ১৯৭৫ সালে ইসলামিক সেন্টার থেকে ২৫৭ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় এবং গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা বিবেচনায় নিয়ে ১৯৮০ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন দিনাজপুর শাখা থেকে ১৮৩ পৃষ্ঠায় তৃতীয় বারের মত প্রকাশিত হয়। বর্তমানে বাজারে বইটি পাওয়া যায় না।

---

১১ আলহাজ্জ মো: আবদুর রাজ্জাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৬, (এ বই সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি।)

১২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮২

১৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৩

১৪ *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

৫. *হাদীস সঞ্চয়ন*[১৫]

গ্রন্থকার: মুহাম্মদ মুজাফফর হুসাইন, প্রকাশস্থান: দি প্রিন্টার্স পাবলিশার্স, প্রকাশকাল: ১৯৬৯ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৯২টি। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে নরসিংদী জেলার রায়পুরার প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ মুহাম্মদ মুজাফফর হুসাইন (১৯০৬-১৯৮৩) দি প্রিন্টার্স পাবলিশার্স থেকে 'হাদীস সঞ্চয়ন' নামক ১৯২ পৃষ্ঠার হাদীস সংকলনটি প্রকাশিত হয়।

৬. *হাদীসের বাণী*

গ্রন্থকার: আবুল ফজল, প্রকাশস্থান: ইসলামীয়া লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম, প্রকাশকাল: ১৯৬১ খ্রি.,পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৪৮টি। চট্টগ্রামের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ আবুল ফজল এতে হাদীসের ঘটনা অবলম্বনে রচিত ৬৭টি কাহিনী স্থান পেয়েছে।

৭. *আখলাকে পয়গাম্বরী*[১৬]

গ্রন্থকার: মোহাম্মদ ইউছুফ আশিয়ায়ী, প্রকাশস্থান: মেমন খেদমত কমিটি, ইসলামি সাহিত্য সাব-কমিটি ৫৫, সদরঘাট, চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল: নভেম্বর, ১৯৬৯ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৭৬, মূল্য: ০.৬০ টাকা। এটি ক্ষুদ্র পরিসরে একটি হাদীস সংকলন। এতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর চরিত্র-মাধুর্য ও মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয়ে সর্বমোট ২৫০টি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসগুলো বাংলা সাধুরীতি অনুসরণে অনুবাদ করা হয়েছে। তবে হাদীসের কোনরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়নি। উল্লিখিত হাদীসগুলোর অধিকাংশই সিহাহ সিত্তা থেকে চয়ন কৃত এবং প্রতিটি হাদীস সনদ ভিত্তিক বর্ণিত হয়েছে।

৮. *একশত হাদীস ও দীনের কথা*[১৭],

গ্রন্থকার: আব্দুস সোবহান, প্রকাশস্থান : কোরআন মঞ্জিল, ঢাকা। প্রকাশকাল: ১৯৬৫ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৩৭টি।

৯. *কালাম-ই-রসুল*[১৮]

গ্রন্থকার: কাজী আবুল হোসেন, প্রকাশস্থান : নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা। প্রকাশকাল: ১৯৬১ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৮টি।

১০. *বিশ্বনবীর ভাষণ*[১৯]

গ্রন্থকার: আবুল লায়েছ আনছারী, প্রকাশস্থান : ইসলামিয়া লাইব্রেরি, ঢাকা। প্রকাশকাল: ১৯৬০ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৭২টি।

১১. *হাদীস কাহিনী*

গ্রন্থকার: খলীলুর রহমান মুমিন, প্রকাশস্থান : আল এছহাক প্রকাশনী, ঢাকা। প্রকাশকাল: ১৯৬৬ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৯২, মূল্য: ৪৮ টাকা। এতে হাদীস অবলম্বনে রচিত ৬৭টি কাহিনী স্থান পেয়েছে।[২০]

১২. *হাদীস শরীফ (৪খণ্ড)*

গ্রন্থকার: মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রকাশস্থান : খায়রুন প্রকাশনী, ১৩, কারকুন বাড়ী লেন, ঢাকা।

পর্যালোচনা: ষাটের দশকের শুরুর দিকে বহু গ্রন্থ প্রণেতা মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম এই *"হাদীস শরীফ"* শিরোনামের গ্রন্থটি সংকলনের কাজে হাত দেন। তখন বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা ও গ্রন্থ রচনা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হয়নি। তিনি ধারাবাহিকভাবে এ সংকলনের ৩ খণ্ডের কাজ সমাপ্ত করেন। অতঃপর ৪র্থ খণ্ডের সংকলন কালে মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যান। তার নিজস্ব খায়রুন প্রকাশনী ঐ অসমাপ্ত ৪র্থ খণ্ডটি তৃতীয় খণ্ডের

---

১৫ *প্রাগুক্ত*

১৬ ড. আহসান সাইয়েদ, *বাংলাদেশে হাদীস চর্চা: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, ঢাকা: অ্যাডর্ণ পাবলিকেশন, ২০০৯ খ্রি., পৃ.২৭০

১৭ আলহাজ্জ মো: আবদুর রাজ্জাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪,(এ গ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি।)

১৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪, (এ গ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি।)

১৯ *প্রাগুক্ত*, (এ বই সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি।)

২০ আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী, *বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১, (এ গ্রন্থ সম্পর্কে এর বেশী কিছু জানা যায়নি।)

Dhaka University Institutional Repository

সাথে জুড়ে দিয়ে প্রকাশ করে। এই গ্রন্থের সংকলন পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, এটিতে হাদীসের মূল ইবারত হারাকাতসহ আরবীতে উদ্ধৃত করে নীচে সাধু রীতিতে বঙ্গানুবাদ উপস্থাপিত হয়েছে। সাথে সাথে হাদীসের মূল ইবারতের মধ্যে কঠিন ও জটিল শব্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হাদীসের ভাবার্থ বিশ্লেষণ ও হাদীস হতে মাসআলা নির্ধারণে কুরআন-হাদীস উল্লেখপূর্বক যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

১ম খণ্ড: প্রকাশকাল: ১ম প্রকাশ-১৯৬৪ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২১৯, মূল্য: ১২০ টাকা। এ খণ্ডে ঈমান, ইসলাম, ইলম, চরিত্র, ইসলামী আন্দোলন, ইসলামী রাষ্ট্র ও বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ের হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

২য় খণ্ড: প্রকাশকাল: ১৯৬৬ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩৪৬, মূল্য: ১৬০ টাকা। এতে পবিত্রতা, নামায, রোজা, যাকাত ও হজ্ব সম্পর্কিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।

৩য় ও ৪র্থ খণ্ড: প্রকাশকাল: ১৯৬৬ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩৪৬, মূল্য: ১৬০ টাকা। এ ৩য় খণ্ডে বিবাহ, প্রজনন ক্ষমতা ধ্বংস করা, হিলা বিবাহ, বিবাহ পূর্ব কনে দেখা, উত্তম স্ত্রীর পরিচয় ইত্যাদি সম্পর্কিত ৪৫টি বিষয়ে এবং নবজাতকের প্রতি করণীয় সম্পর্কে ১৭টি বিষয়ে এবং তালাক প্রসঙ্গে ১৩টি বিষয়ের হাদীস ৩১৮ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা স্থান পেয়েছে। যেহেতু এ ভলিউমে ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড একত্রে বিন্যাস করা হয়েছে তাই ৪র্থ খণ্ডে সামাজিক জীবন প্রসঙ্গে পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, সালাম, মুসাফাহা, মুআনাকা, মজলিসে আসন গ্রহণ, কারো সম্মানে দাড়ানো, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি ১২টি বিষয়ে হাদীস (৩১৯-৩৫৮পৃ.) সংকলন করা হয়েছে।

১৩. *হাদীসে রসুল*[২১]

গ্রন্থকার: আলী হায়দার চৌধুরী, প্রকাশস্থান : রুহুল আমীন নিজামী, প্রকাশকাল: ১৯৬৮ খ্রি.।

১৪. *হাদীসের আলোকে দরূদ ও সালাম*

গ্রন্থকার: মফজল আহমদ ইসলামাবাদী, প্রকাশস্থান : ইবন খলীল, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম, প্রকাশকাল: ১৯৬১ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৪, মূল্য: ১৫ টাকা। এ গ্রন্থে নবী কারীম (সা.) এর প্রতি সালাত ও সালাম পাঠের গুরুত্ব-ফযীলত সম্পর্কিত বিষয়ে কিছু হাদীস একত্রিত করা হয়েছে। এতে মূল আরবী ইবারতে হরকতযুক্ত হাদীস উল্লেখ পূর্বক বাংলা সাধু রীতিতে অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে।[২২]

৪.২ বাংলা ভাষায় অনূদিত হাদীস গ্রন্থাবলী

১৫.*হাদীসের বাণী*[২৩]

গ্রন্থকার: আব্দুল্লাহ আল মামুন সোহরাওয়ার্দী, অনুবাদক: আবুল ফজল , প্রকাশকাল: ১৯৬১ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৪৮, প্রকাশস্থান : ইসলামীয়া লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) কর্তৃক অনূদিত একটি হাদীস সংকলন। এটি ১৯৬১ সালে চট্টগ্রামের ইসলামিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯৭৭ সালে নওরোজ লাইব্রেরি, থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি মূলত: আব্দুল্লাহ আল মামুন সোহরাওয়ার্দীর কর্তৃক ইংরেজি ভাষায় রচিত "Sayings of Islam Muhammad" গ্রন্থ অবলম্বনে বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে।

১৬. *বঙ্গানুবাদ শামায়েলে তিরমিযী*[২৪]

অনুবাদক: মোঃ ফয়জুল্লাহ, প্রকাশস্থান : ইসলামিয়া লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম, প্রকাশকাল: ১৯৬৩ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩৫০টি। চট্টগ্রামের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ মোঃ ফয়জুল্লাহ কর্তৃক অনূদিত একটি হাদীস সংকলন। এটি ১৯৬৩ সালে চট্টগ্রামের ইসলামিয়া লাইব্রেরি থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯৭৬ সালে তৃতীয় সংস্করণ এম. সারওয়ার আলম কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

---

২১ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪ (এ বই সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি)

২২ ড. আহসান সাইয়েদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৯৪

২৩ মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮০

২৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৪

Dhaka University Institutional Repository

১৭. *মুসলিম শরীফ কিতাবুল হজ্ব*[২৫]

অনুবাদ: আমীনুল হক, প্রকাশস্থান: মদীনা খানকাহ, কিশোরগঞ্জ, প্রকাশকাল: ১ম প্রকাশ-১৩৮১ হি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২২৭, মূল্য: ৪.৫০ টাকা। উল্লিখিত কিতাবটি সহীহ মুসলিম শরীফের কিতাব আল-হজ্ব এর ৪১৭টি হাদীসের বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যার সমন্বয় রচিত। এখানে প্রথমে আরবীতে হরকতযুক্ত মূল হাদীস লিপিবদ্ধ করে সাধু বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৮. *মেশকাত শরীফের বঙ্গানুবাদ*[২৬] (৪ খণ্ড)

অনুবাদক : ফজলুল করিম, প্রকাশস্থান : ইসলাম মিশন লাইব্রেরি, ১৮ বকশীবাজার রোড, ঢাকা। মূল্য: ২০ টাকা (চার খণ্ড একত্রে)।

সার্বিক পর্যালোচনা: ১৯৩৬ সালে শিক্ষাবিদ ফজলুল করীম মিশকাত শরীফের ইংরেজি অনুবাদ 'আল হাদীস' নামে প্রকাশ করেন। তাঁর এই ইংরেজি অনুবাদটি ব্যাপকভাবে জনগণের মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে তিনি এর সাধু বাংলায় অনুবাদ করে "*মেশকাত শরীফ*" শিরোনামে ৪ খণ্ডে তা প্রকাশ করেন। এখানে হাদীসের মূল পাঠ নেই। কোনো কোনো হাদীসের সংক্ষিপ্ত মূল বক্তব্য টিকা সংযোগপূর্বক লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। জনাব ফজলুল করীম মিশকাত শরীফের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে বাংলা ভাষায় হাদীসগ্রন্থের প্রথম সারির অনুবাদক হিসেবে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। উক্ত গ্রন্থের চার খণ্ডের বর্ণনা নিম্নরূপ-

প্রথম খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ, আগষ্ট-১৯৪৯খ্রি.,পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১-৪৫২টি। এ খণ্ডে প্রথম পরিচ্ছেদের নিয়্যাত বা মনের ইচ্ছা থেকে শুরু করে চতুর্থ পরিচ্ছেদের শান্তি ও বিবাদ পর্যন্ত হাদীসের অনুবাদ স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: প্রকাশকাল: তা.বি, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৫৩-৯৫০। এ খণ্ডে পঞ্চম পরিচ্ছেদের গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রসঙ্গ থেকে শুরু করে ২৩শ পরিচ্ছেদের মানত করা পর্যন্ত হাদীসের অনুবাদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড: প্রকাশকাল: ডিসেম্বর, ১৯৭৬ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৯৫১-১৪৮৮। এ খণ্ডে ২৪শ পরিচ্ছেদের ফৌজদারী আইন থেকে শুরু করে ৩৪শ পরিচ্ছেদের বায়ু পর্যন্ত হাদীসের অনুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

চতুর্থ খণ্ড: প্রকাশকাল: আগষ্ট, ১৯৬২ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৪৮৯-২০১৬, এ খণ্ডে ৩৫শ পরিচ্ছেদের নতুন চাঁদ দেখা থেকে শুরু করে ৪৯শ পরিচ্ছেদের হযরতের সাহবীদের কারামত পর্যন্ত হাদীসের অনুবাদ স্থান দেয়া হয়েছে।

১৯. *শামায়েলে তিরমিজী*[২৭]

অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ, প্রকাশস্থান: ইসলামিয়া লাইব্রেরি, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।, প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-আগস্ট, ১৯৬০খ্রি. দ্বিতীয় প্রকাশ-১৯৯৬ খ্রি.স পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩৮, মূল্য: ১৫০ টাকা। উল্লিখিত গ্রন্থটি ইমাম তিরমিযী (রহ.) সংকলিত শামায়েলে তিরমিযীর বাংলা অনুবাদ। এ গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠার ডান পাশে মূল হাদীস লিপিবদ্ধ করে অপর পাশে বাংলা অনুবাদ ও সুশৃঙ্খলভাবে হাদীসের মূল বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। এ গ্রন্থে নবী (সা.) এর হুলিয়া মোবারকের বর্ণনা থেকে নবী করীমকে (সা.) স্বপ্নযোগে দিদারের বর্ণনা পর্যন্ত সর্বমোট ৫৬টি অধ্যায় স্থান পেয়েছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এটিই বাংলা ভাষায় শামায়েলে তিরমিযীর প্রথম বঙ্গানুবাদ।

২০. *মেশকাত শরীফ (১১ খণ্ড)*

অনুবাদ: মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী (১-৬ খণ্ড), মাওলানা আফলাতুন কায়ছার (৭-১১ খণ্ড), প্রকাশস্থান: এমদাদিয়া লাইব্রেরি, চকবাজার, ঢাকা।

সার্বিক পর্যালোচনা: বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ইতিহাসে মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী (রহ.) একজন অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর অনূদিত ও ব্যাখ্যাত "*মেশকাত শরীফ*" একটি যুগশ্রেষ্ঠ কালজয়ী অনুবাদ কর্ম। এতে প্রথমে মূল মেশকাত শরীফের হারাকাতযুক্ত আরবীতে হাদীস উদ্ধৃত করে নীচে সাধু রীতির বঙ্গানুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় হাদীসের যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে মাওলানা আজমী মিশকাত শরীফের বাংলা অনুবাদের কাজ আরম্ভ করেন। তিনি মিশকাতের প্রথম ছয় (১-৬) খণ্ডের অনুবাদ সম্পন্ন করেন। তিনি তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত ১৬ বছর মেশকাত শরীফের অবশিষ্ট অংশের অনুবাদ কাজ বন্ধ

---

২৫ ড. আহসান সাইয়েদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৪০

২৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৪৪-৩৪৫(বি.দ্র.)

২৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৪৭-৩৪৮(বি.দ্র.)

Dhaka University Institutional Repository

থাকে। মাওলানা আজমীর ইন্তিকালের পর কর্তৃপক্ষ রায়পুর আলিয়া মাদরাসার উপাধ্যক্ষ, শায়খুল হাদীস মাওলানা আফলাতুন কায়সারকে এ দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। তিনি তার পূর্বসূরী মাওলানা আজমীর রীতি ও পদ্ধতি অনুসরণে বাকী ৫ খণ্ড অনুবাদ অনুবাদকর্ম সম্পন্ন করেন। সবখণ্ড এক সঙ্গে পর্যালোচনা করলে মাওলানা আজমী ও কায়সারের লেখার মধ্যে কোন তারতম্য দৃষ্টি গোচর হয় না; বরং মনে হয়, সবগুলো একই হাতের ছোঁয়ায় সুশোভা মণ্ডিত হয়েছে। তাই যুগ যুগ ধরে বাঙ্গালী হাদীস পাঠকদের কাছে এ অনুবাদটির ব্যাপক জনপ্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়েছে।

প্রথম খণ্ড: প্রকাশকাল: ১ম প্রকাশ-১৯৬৫ খ্রি., ১০ম মুদ্রণ-ফেব্রুয়ারী, ২০১১খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১০৫, মূল্য: ২০০ টাকা। এতে অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় অনুসৃত নীতি, বিজ্ঞানের মাপকাঠীতে হাদীস বিচার, মেশকাত শরীফের পরিচয় এবং এ গ্রন্থে যে সকল ইমামের সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাঁদের বিবরণ, গৃহীত কিতাবের নাম ও মূল গ্রন্থকারের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে ২৫ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর নিয়্যাত ও কিতাব-সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা অধ্যায়ের অধীন ১-১৮৭ নম্বর পর্যন্ত হাদীস স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: প্রকাশকাল: ২য় মুদ্রণ-১৯৭৪ খ্রি., ১৩তম মুদ্রণ-২০১১ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩২৩, মূল্য: ৩৬৫ টাকা। এ খণ্ডে ইলম পর্ব থেকে তাশাহহুদের মধ্যে দু'আ অধ্যায়ের অধীন হাদীস নম্বর ১৮৮-৮৯৬ পর্যন্ত স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-১৯৬৮ খ্রি., ৮ম মুদ্রণ-২০১০ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৫৪, মূল্য: ৩০০ টাকা। এ খণ্ডে নামাযের পর দু'আ কালাম হতে ঝড়তুফান ও মেঘবৃষ্টিকালীন করণীয় পর্ব-এর অধীন হাদীস নম্বর ৮৯৭-১৪৩৬ পর্যন্ত স্থান পেয়েছে।

চতুর্থ খণ্ড: প্রকাশকাল: ২য় মুদ্রণ-জানুয়ারি ১৯৭৭খ্রি., ১০ম মুদ্রণ-২০১১ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩৪৪, মূল্য: ১০০ টাকা। এতে যানাজা পর্ব হতে রোজা পর্ব এর অধীন হাদীস নম্বর ১৪৩৭-২০০৬ পর্যন্ত স্থান পেয়েছে।

পঞ্চম খণ্ড: প্রকাশকাল: ১ম প্রকাশ-১৯৭৯ খ্রি., ৬ষ্ঠ মুদ্রণ-২০০৮খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩৭৯, মূল্য: ৩৩০ টাকা। এতে কোরআনের মর্যাদা পর্ব থেকে হজ্ব পর্ব-এর অধীন হাদীস নম্বর ২০০৭-৩৭৩৮ পর্যন্ত স্থান পেয়েছে।

ষষ্ঠ খণ্ড: প্রকাশকাল: ১ম প্রকাশ-১৯৮০ খ্রি., ৭ম মুদ্রণ-১৯৯৫ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৮৩, মূল্য: ৩০০ টাকা। এতে উপার্জন করা এবং হালাল রোজগারের উপায় অবলম্বন করা, ছোটদের বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া এবং তাদের লালন-পালন পর্বের অধীন হাদীস নম্বর ৩৭৩৯-৩২৩৫ পর্যন্ত স্থান পেয়েছে। এ খণ্ডের মাধ্যমে মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী (১-৬ খণ্ড) অনূদিতাংশ সমাপ্ত হয়েছে।

উল্লেখ্য, এ (ষাটের) দশকে বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যামূলক হাদীস গ্রন্থের কোন অনুবাদ কর্ম খুজেঁ পাওয়া যায়নি।

সত্তরের দশকে রচিত বাংলা ভাষার হাদীস গ্রন্থাবলী: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার

৪.১ বাংলা ভাষায় সংকলিত হাদীস গ্রন্থাবলী

১. *হাদিছ পরিচয়*

গ্রন্থকার: শাহ মোঃ মনছুর আলী আল-চিশতী (১৮৪০-১৯৮৩), প্রকাশস্থান: কুষ্টিয়া, প্রকাশকাল: ১৯৭২ খ্রি., ৪র্থ সংস্করণ। এ গ্রন্থটি সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি কিছু জানা যায়নি।

২. *আরশের ছায়ায়*[২৮]

গ্রন্থকার: মাওলানা গরীবুল্লাহ মাসরুর ইসলামাবাদী, প্রকাশস্থান: আজিজিয়া কুতুবখানা, বায়তুল মুকাররম সুপার মার্কেট, ঢাকা; প্রকাশকাল: ১৯৭৭ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২২২, মূল্য: ৩৫ টাকা।

৩. *চল্লিশ হাদীস ও চল্লিশ বাণী*

গ্রন্থকার: মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার, প্রকাশস্থান: বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৮, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৯৪ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৮, মূল্য: ২০ টাকা। চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফ এর পীর মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার এ হাদীস পুস্তিকাটির সংকলক । এ পুস্তকে চল্লিশটি হাদীস আরবীতে উদ্ধৃত করে তার বাংলা অনুবাদ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

---

২৮ আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী, 'বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা', *মাসিক অগ্রপথিক*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুলাই, ১৯৯৮খ্রি., পৃ. ৬১ (এ গ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি।)

Dhaka University Institutional Repository

৪. *ছোটদের হাদীস শরীফ*[২৯]

গ্রন্থকার: মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ, প্রকাশস্থান: সাইফী প্রকাশনী, টিকাটুলি, ঢাকা। প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৭ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১০৬, মূল্য: ৯ টাকা। মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ রচিত ছোটদের হাদীস শরীফ গ্রন্থের প্রথম ভাগে রয়েছে সিহাহ সিত্তাহ ও বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থের পরিচিতি সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ উপস্থাপনা। অতঃপর ঈমান, ইলম, আদব-কায়দা ইত্যাদি বিষয়ে হাদীসের ব্যাখ্যা ছোটদের জন্য শিশুতোষ ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে হাদীস হরকতযুক্ত আরবী ভাষ্য উদ্ধৃত করে সাধু রীতিতে বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে।

৫. *মিলাদুন্নবী (সা.)*

গ্রন্থকার: আবুল জামাল মুহাম্মদ তকীয়ুল্লাহ, প্রকাশস্থান: ১১৫ হাজী ওসমান গনি রোড, ঢাকা। প্রকাশকাল: ২২ এপ্রিল, ১৯৭৭ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২২। এ গ্রন্থটি ভাষাবিজ্ঞানী ও অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর পুত্র আবুল জামাল মুহাম্মদ তকীয়ুল্লাহ কর্তৃক সংকলিত ১০০টি হাদীসের একটি সংকলন। এতে ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ, জালিমের শাস্তি ও মুমিনের কর্তব্যসহ দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় ১০০টি হাদীসের বাংলা অনুবাদ রয়েছে। হাদীসগুলো প্রধানত বুখারী ও মুসলিম শরীফ থেকে সংকলন করা হয়েছে। এটি মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকায় পাওয়া যায়।

৬. *হাদীস সংকলন (মোত্তাফাক আলাইহি)*[৩০]

গ্রন্থকার: আবদুর রহমান, প্রকাশস্থান: রহমান সন্স পাবলিকেশন্স, ৪৬ কোর্ট রোড, চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল: ১ম প্রকাশ- মে, ১৯৭৩ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২১৮, মূল্য: ৫ টাকা।

পর্যালোচনা: যে হাদীসের ব্যাপারে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম ঐকমত্য প্রকাশ করে নিজ নিজ গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন তাকে মুত্তাফাক আলাইহি বলে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে ঐকমত্যের ভিত্তিতে বর্ণিত হয়েছে এ ধরনের ৩০১টি হাদীসের সমন্বয়ে উক্ত হাদীস গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। এতে মূল হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়নি। এ গ্রন্থের শুরুতে হাদীসের গুরুত্ব এবং বুখারী ও মুসলিম শরীফের বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত ১২ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা উস্থাপন করা হয়েছে। এতে সাধু বাংলায় অনূদিত হাদীস নম্বর ভিত্তিক সাজিয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখানে কোন কোন হাদীসের 'আলোচনা' শিরোনামে সংশ্লিষ্ট হাদীসের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সংকলনে কোন অধ্যায় বিন্যাস করা হয়নি।

৭. *হাদীসের আলোকে মানব জীবন*[৩১]

গ্রন্থকার: এ.কে.এম. ইউসুফ, প্রকাশস্থান: খেলাফত পাবলিকেশন্স, ২২,দেল খোলা রোড, খুলনা। প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-১৯৭৪ খ্রি., ২য় প্রকাশ-১৯৭৯ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২৬২, মূল্য: সুলভ-১৫ টাকা, শোভন-২২ টাকা। লেখক তার এ গ্রন্থের প্রথম ভাগে হাদীসের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও উৎস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এর দ্বিতীয় ভাগে ঈমান, ইবাদত, সামাজিক সম্পর্ক, পারস্পরিক দায়িত্ব, চরিত্রগত ত্রুটিসমূহ, নৈতিক গুণাগুণ, হুকুমাত ও পরকাল ইত্যাদি শিরোনামে অধ্যায় বিন্যাস করে তাতে সর্বমোট ২৬৯টি হাদীস স্থান দিয়েছেন। এতে প্রথমে হরকতসহ হাদীসের আরবী ইবারত উল্লেখ করে প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ ও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে।

৮. *হাদীসের বাণী*[৩২]

গ্রন্থকার: আবুল ফজল, প্রকাশস্থান: নওরোজ কিতাবিস্তান, ৪৬, বাংলাবাজার, ঢাকা: প্রকাশকাল: দ্বিতীয় মুদ্রণ- ১৯৭৭ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২০০, মূল্য: ১৫ টাকা। এ গ্রন্থটিতে এক হাজার হাদীসের চলিত বাংলায় অনূদিত হাদীস সঞ্চয়ন। উদ্ধৃত সকল হাদীসে হযরত রাসূল কারীম (সা.) এর চারিত্রিক সৌন্দর্য ও মাধুর্য, তাঁর আদর্শ ও গুণাবলী ও ইসলামের জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে ।

---

২৯ ড. আহসান সাইয়েদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৭৭

৩০ *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৯১

৩১ *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৯৫

৩২ *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৯৭

Dhaka University Institutional Repository

৪.২ বাংলা ভাষায় অনূদিত হাদীস গ্রন্থাবলী

৯. *আল-মুনাব্বেহাত*[৩৩]

গ্রন্থকার: ইবন হাজার আল-আসকালানী, অনুবাক: মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জাব্বার, প্রকাশস্থান: মসজিদ বায়তুশ শরফ, ট্রাংক রোড ধনিয়ালা পাড়া, চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-১৯৭৭ খ্রি., দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৮৯খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৩৮, মূল্য: ৩০ টাকা।

পর্যালোচনা: আলোচ্য হাদীস গ্রন্থটি ইবন হাজার আল-আসকালানী (রহ.) এর উপদেশমূলক হাদীস সংকলন। এটি চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী দরবার বায়তুশ শরফের পীর মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জাব্বার (রহ.) অনূদিত একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীসগ্রন্থ। আরবী থেকে বাংলায় অনূদিত এ কিতাবটি বস্তুত: ক্ষুদ্র পরিসরের একটি হাদীস সঞ্চয়ন। প্রত্যেকটি হাদীস আরবীতে উদ্ধৃত করে নিচে সরল বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। এতে দুই বাক্যযুক্ত উপদেশাবলী থেকে শুরু করে দশ বাক্যযুক্ত উপদেশাবলী পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১০. *ছহীহ মুসলিম শরীফ (৪ খণ্ড)*[৩৪]

অনুবাদক: মাওলানা নেছারুল হক, প্রকাশস্থান: ইসলামিয়া লাইব্রেরি, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম; প্রকাশকাল: ২য় সংস্করণ-১৯৭৬ খ্রি.।

পর্যালোচনা: অনুবাদক মাওলানা নেছারুল হক চট্টগ্রাম চুনতি হাকিমিয়া আলিম মাদরাসায় মুদার্রিস হিসেবে কর্মরত (১৯৭৫-১৯৭৬) অবস্থায় মুসলিম শরীফের বাংলা অনুবাদকর্ম শুরু করেন। প্রথমত: গ্রন্থকার মূল হাদীস উদ্ধৃত করে নীচে সাধু রীতিতে বঙ্গানুবাদ ও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা সংযুক্ত করেছেন। এভাবে তিনি চার খণ্ডে সহীহ মুসলিমের ফাযায়েলুল কদর অধ্যায় পর্যন্ত মোট ১৮৪০টি হাদীসের অনুবাদ কর্ম সমাপ্ত করেন।

১ম খণ্ড: প্রকাশকাল: ২য় সংস্করণ-১৯৭৬ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৪৩, মূল্য: ৩০ টাকা। এ খণ্ডে মুসলিম শরীফের মুকাদ্দামা ও গ্রন্থকারের জীবনীসহ কিতাবুল ঈমান থেকে তহারাত বা পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা পর্ব-এর অধীন ১-৫৮৬ নম্বর হাদীস পর্যন্ত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

২য় খণ্ড: প্রকাশকাল: ২য় সংস্করণ-১৯৭৬ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩২৪, মূল্য: ২৫ টাকা। এ খণ্ডে কিতাবুল হায়েজ থেকে কিতাবুস-সালাত পর্যন্ত ১১০-১৮৫ পর্বের অধীন হাদীস নম্বর ৫৮৭-১০৫৬ পর্যন্ত উপস্থাপিত হয়েছে।

৩য় খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩৫৮, মূল্য: ২৮ টাকা। এ খণ্ডে কিতাবুস-সালাত, মুসাফির ও আল-কুরআনের মর্যাদা বর্ণনা অধ্যায় ১৮৭-২৭৬ পর্ব-এর অধীন হাদীস নম্বর ১০৫৭-১৮৪০ পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে।

৪র্থ খণ্ড: প্রকাশকাল: তারিখ বিহীন, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩৩৮, মূল্য: ৪৫ টাকা। এতে ২৭৭ অধ্যায়ে জুমার দিন গোসল করা বিষয়ক বর্ণনা থেকে ৩৪৮ অধ্যায়ে কদর রাত্রির ফজিলত বর্ণনায় ১৮৪১-২৬৭৬ নম্বর হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে।

১১. *তাজরীদুল বুখারী (২ খণ্ড)*

মূল: আবুল আব্বাস যইন উদ্দীন আহমদ যাবেদী; প্রকাশস্থান : বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২য় খণ্ড: অনুবাদ: মোহাম্মদ আলাউদ্দীন আল আজহারী, প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ- মার্চ, ১৯৭৫ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩৪৭, মূল্য :২৫ টাকা।

পর্যালোচনা: বাংলা একাডেমী তাজরীদুল বোখারীর প্রথম খণ্ড (১৯৫৮) প্রকাশের সতের বছর পর এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করে। এতে মূল আরবীসহ হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়নি। বরং শুধু সাধু রীতির বাংলা অনুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ খণ্ডেও ১ নং হতে ১০৪৫ নং পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে অনূদিত হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ খণ্ড প্রকাশের মাধ্যমে তাজরীদুল বুখারীর অনুবাদ কর্ম পূর্ণতা লাভ করে। এ গ্রন্থটি ধর্মভীরু বাঙ্গালী পাঠকদের বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল বলে জানা যায়।

১২. *বোখারী শরীফ (৭ খণ্ড)*

অনুবাদ: মাওলানা আজিজুল হক, প্রকাশস্থান : হামিদিয়া লাইব্রেরি, চকবাজার, ঢাকা।

---

৩৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩১৭

৩৪ ড. আহসান সাইয়েদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২১-২৩

Dhaka University Institutional Repository

সার্বিক পর্যালোচনা: দেশ বরেণ্য শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় বুখারী শরীফের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ কর্ম সম্পাদন করেন; যা ৭ খণ্ডে সমাপ্ত করা হয়েছে। সুদীর্ঘ ১৭ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস সাধনার ফল এই অসাধারণ অনুবাদ কর্মটি। এই মহতী উদ্যোগের পেছনে তার শিক্ষক মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর সদা প্রেরণা যুগিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন এবং অনুবাদককে প্রত্যকক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন। এর প্রমাণ গ্রন্থের শুরুতে অনুবাদকের নামের উপরে নিম্নোক্ত (অনুবাদক প্রদত্ত) বাণীটি- "মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী, প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল, জামেয়া কোরআনিয়ার ফয়েজ ও বরকতে"। মাওলানা আজিজুল হক ১৯৫৪ সালে অনুবাদের কাজে হাত দেন এবং ১৯৭১ সালের প্রথম ভাগে দীর্ঘ ১৭ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে এ বিশাল অনুবাদ কর্মটি সম্পন্ন করেন। বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে এটি এক নতুন মাইল ফলক সৃষ্টি করেছে। এ গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা ও এর প্রসারে অনুবাদকের পাশাপাশি হামিদিয়া লাইব্রেরির অবদানও অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রথম খণ্ড: প্রকাশকাল: নবম সংস্করণ- ১৯৭৮ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫২৮, মূল্য: ৫৬ টাকা। ১ম খণ্ডের প্রারম্ভে রয়েছে ৩৮ পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ একটি ভূমিকা। এতে কুরআন ও হাদীসের মধ্যে পার্থক্য, হাদীসের অপরিহার্যতা, সনদ, বুখারী শরীফের বিশেষত্ব, হাদীস সংরক্ষণ ও ইমাম বুখারী ইত্যাদি বিষয়ের আলোচন উপস্থাপিত হয়েছে। এতে বুখারী শরীফের শুরু হতে অষ্টম অধ্যায়ের (কিতাবুল জানাযা) ৭২৭ নম্বর পর্যন্ত হাদীস স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ কয়েক জায়গায় হরকতসহ মূল হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তবে অধিকাংশ স্থানে মূল হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়নি। শুধু হাদীস নম্বর উল্লেখ করে সাধু বাংলায় অনুবাদ উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর কোনো কোনো হাদীসের সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা, বিশেষ দ্রষ্টব্য ও মাসআলা ইত্যাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ব্যাখ্যা ও মাসআলা নির্ণয়ে অনুবাদক একজন দক্ষ মুহাদ্দিসের স্বাক্ষর রেখেছেন।

দ্বিতীয় খণ্ড: প্রকাশকাল: ৫ম সংস্করণ-১৯৭৯ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৩৬, মূল্য: ৪৩.৫০ টাকা। এ খণ্ডে নবম অধ্যায় যাকাত এর ৭২৮ নম্বর হাদীস হতে দ্বাদশ অধ্যায়ের ১২০০ নম্বর পর্যন্ত হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড: প্রকাশকাল: ৪র্থ সংস্করণ-১৯৭৯ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৫৫, মূল্য: ৪৫.৫০ টাকা। এতে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের (বিভিন্ন বিষয়ে) ১২০১ নম্বর হাদীস হতে ৬ষ্ঠদশ অধ্যায়ের (সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন তথ্য ও ইতিহাস) ১৬১৯ নম্বর পর্যন্ত হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

চতুর্থ খণ্ড: প্রকাশকাল: ৩য় সংস্করণ-১৯৭৬ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৮৪, মূল্য: ৩৪ টাকা। এ খণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায়ের (নবীদের ইতিহাস) ১৬২০-১৬৫৭ নম্বর হাদীস স্থান পেয়েছে।

পঞ্চম খণ্ড: প্রকাশকাল: ২য় সংস্করণ-১৩৯৭ হি./ ১৯৭৬খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৫৬, মূল্য: ৫৬ টাকা। এ খণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায়ের ১৬৫৮-১৮১২ নম্বর হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ খণ্ড: প্রকাশকাল: ২য় সংস্করণ-১৩৯৭ হি./ ১৯৭৬খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৪৪, মূল্য: ৪৩.৫০ টাকা। এতে অষ্টাদশ অধ্যায়ের (সাহাবিগণের ফজিলত) ১৮১৩ নম্বর হাদীস হতে ২২তম অধ্যায়ের (দোয়ার বয়ান) ২৪১৭ নম্বর পর্যন্ত হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সপ্তম খণ্ড: প্রকাশকাল: ২য় সংস্করণ-১৯৭৮ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৯৮, মূল্য: ৫০ টাকা। এটি শেষ খণ্ড। এতে ২৩তম অধ্যায়ের (হৃদয় গলানো উপদেশ মালা) ২৪১৮ নম্বর হাদীস হতে ২৭০৩ নম্বর পর্যন্ত হাদীস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর শেষাংশে (৩৪৬-৪৮৯ পৃ.) রয়েছে একটি পরিশিষ্ট। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক খণ্ডের আকার, কাগজ ও অনুবাদরীতি-পদ্ধতি ১ম খণ্ডের অনুরূপ হওয়ায় তা বার বার উল্লেখ করা হয়নি। এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং হানাফী মাযহাবের সাথে বাহ্যতঃ সাংঘর্ষিক বুখারীর হাদীসসমূহের সামঞ্জস্য বিধানে অনুবাদক অত্যন্ত পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। পর্যালোচনায় দেখা গেছে, এ যাবৎ বাংলা ভাষায় কোন যোগ্য-দক্ষ শায়খুল হাদীস কর্তৃক সহীহ বুখারীর এটিই সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক অনুবাদ এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

১৩. *রসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী*

মূল গ্রন্থকার: আল্লামা স্যার আবদুল্লাহ আল-মামুন আল-সুহরাওয়ার্দী, অনুবাদ: মাহমুদ হায়দার, প্রকাশস্থান : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা; প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ- আগস্ট, ১৯৭৬ খ্রি., দ্বিতীয় মুদ্রণ- আগস্ট ১৯৮০খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৯৬, মূল্য: ২০ টাকা। এটি ইংরেজিতে লিখিত Sayings of Muhammad (Sm.) এর বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ। এতে ভূমিকা লিখেন অধ্যাপক শাহেদ আলী। সাধু বাংলায় অনূদিত এ বইয়ের বিষয়সূচী, হাদীস সংখ্যা ও সম্পাদনারীতি হুবহু মূল বইয়ের সাতে মিল রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. *সহীহ বোখারী (তাজরীদ)*

মূল গ্রন্থকার: আবুল আব্বাস যইনুদ্দীন আহমদ যাবেদী, অনুবাদক: মাওলানা এ. কে. এম. ফজলুর রহমান মুন্সী, প্রকাশস্থান: প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরি, ১০৯ এ,শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা; প্রকাশকাল: দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৭৯ খ্রি.। এটি মূল তাজরীদুল বুখারীর বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ। দুটি খণ্ডে এটি অনূদিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের অনুবাদ করেন মাওলানা এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্সী এবং ২য় খণ্ডের অনুবাদ করেন খান বাহাদুর আবদুর রহমান এম.এ.। এতে প্রত্যেক পৃষ্ঠার ডান পাশে হরকতযুক্ত আরবীতে মূল হাদীস লিপিবদ্ধ করে বাম পাশে সাধু বাংলায় অনুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

প্রথম খণ্ড: পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮৬৩, মূল্য: ৫৫ টাকা। এ খণ্ডে কিতাব আল ঈমান, ফযল আল মানীহা এর অধীন ১-১১৪৫ নম্বর পর্যন্ত হাদীস স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৫০, মূল্য: ৪০ টাকা। এ খণ্ডে কিতাব আশ-শাহাদা থেকে মূল গ্রন্থের শেষ ভাগ পর্যন্ত অনুবাদ রয়েছে।

৪.৩ বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যামূলক হাদীস গ্রন্থ

১৫. *ফতহুল মারাম শরহি ফয়জিল কালাম*

মূল: মুফতী ফয়জুল্লাহ, ব্যাখ্যাকার: মুফতী এজহারুল ইসলাম, অনুবাদক: আবদুল জলীল, প্রকাশস্থান : কুতুবখানা ফয়জিয়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল: ১৩৯৯ হি./১৯৭৮খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৪৭, মূল্য: উল্লেখ নেই। এটি প্রখ্যাত আলিম ও লেখক মুফতী ফয়জুল্লাহ সংকলিত হাদীস গ্রন্থ "ফয়জুল কালাম" এর উর্দূ ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এতে প্রথমে অধ্যায় শিরোনাম, অতঃপর মূল হাদীস লিপিবদ্ধ করে তার নীচে উর্দূতে ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। মূল হাদীসের সাবলীল অনুবাদ এবং হাদীসের মূলবক্তব্য উপস্থাপন এ ব্যাখ্যাগ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থটি সত্তুরের দশকে আবদুল জলীল কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়।

আশির দশকে রচিত বাংলা ভাষার হাদীস গ্রন্থাবলী: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার

৪.১ বাংলা ভাষায় সংকলিত হাদীস গ্রন্থাবলী

১. *হাদীসের কাহিনী*

গ্রন্থকার: মোবারক হোসেন খান, প্রকাশস্থান: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি, ১৯৮১ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৮, মূল্য: ৫ টাকা। এতে সত্যবাদিতা, দান, শ্রমের মর্যাদা, মহানুভবতা, শিশুদের প্রতি স্নেহ, সুবিচার, ক্ষমা, ধৈর্য, উদারতা ইত্যাদি বিষয়ে হাদীসের আলোকে সর্বমোট ২৭টি গল্প রয়েছে। বইটি প্রধানতঃ ছোটদের উদ্দেশ্যে রচিত।

২. *হাদীসের আলোকে সমাজ জীবন*

গ্রন্থকার: দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, প্রকাশস্থান: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-জুন, ১৯৮১ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১১১, মূল্য: ১২ টাকা। এ সংকলনে পিতা-মাতা, আত্মীয় ও প্রতিবেশীর পারস্পরিক হক, শ্রমিক, ভৃত্য ও অমুসলিম নাগরিকের অধিকার, রোগীর সেবা, আতিথেয়তা, জনসেবা, বিবাহ এবং জীবের প্রতি দয়া ইত্যাদি বিষয়ে সর্বমোট ১৪৪টি হাদীস রয়েছে। এখানে প্রথমে হরকতসহ আরবীতে হাদীস লিপিবদ্ধ করে এর নীচে চলিত বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সংযুক্ত করা হয়েছে। উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুফাসসির মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী সংকলিত এ হাদীস গ্রন্থ বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

৩. *হযরত আয়েশা বর্ণিত হাদীসে রসূল (দ.)*

গ্রন্থকার: মাওলানা মাজহার উদ্দীন, প্রকাশস্থান: ইতিকথা বুক ডিপো, ১১, প্যারিদাস রোড, ঢাকা। প্রকাশকাল: মে, ১৯৮২ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৬০, মূল্য: ১৫ টাকা। এখানে হযরত আয়েশা বর্ণিত কিছু হাদীসের বাংলা অনুবাদ স্থান পেয়েছে। অনুবাদের ভাষা সাধু বাংলা। এতে বিষয় শিরোনাম দিয়ে তার নীচে অনূদিত হাদীস লিপিবদ্ধ করে সর্বশেষে সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. *সহস্র হাদীস*

গ্রন্থকার: মাওলানা মুজীবুর রহমান, প্রকাশস্থান: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা। প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ খ্রি., তৃতীয় সংস্করণ-জুন, ১৯৯৩ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ১৩১, মূল্য: ৩৫ টাকা। সিহাহ সিত্তাহ ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থ থেকে হাদীসগুলো সংকলন করা হয়েছে। এতে মানুষের ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কিত চলিত বাংলায় অনূদিত এক হাজার হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এখানে বিষয় শিরোনামের অধীন হাদীসগুলো নম্বর দিয়ে ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে এবং প্রত্যেক হাদীসের শেষে সূত্রের উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. *হাদীসে রাসূল (সা.)*

গ্রন্থকার: অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, প্রকাশস্থান: আল-ইসলাহ প্রকাশনী, মহিশাল বাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী; প্রকাশকাল: ১ম প্রকাশ-অক্টোবর, ১৯৮৬ খ্রি., ৬ষ্ঠ সংস্করণ-জুন, ১৯৯৪ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১১২, মূল্য: ৩২ টাকা। অধ্যাপক হাবিবুর রহমান সংকলিত "হাদীসে রাসূল (সা.)" শিরোনামে হাদীসের কিতাবে নবী করীম (সা.) এর নামে মিথ্যা বলা, নামায, যাকাত, রোযা, হজ্ব, বিয়ে, পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক, শ্রমের মর্যাদা, ঋণ, পর্দা, সুদ, ঘুষ, চরিত্র, সংগঠন, জিহাদ এবং মৃত্যু ও পরকাল ইত্যাদি সম্বন্ধে ২৫২টি হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সংকলক এতে মূল হাদীস উদ্ধৃত করে নীচে চলিত বাংলায় অনুবাদ কর্ম সম্পন্ন করেছেন।

৬. *হাদীসে রাসুলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত*

গ্রন্থকার: আবদুস শহীদ নাসিম, প্রকাশস্থান: এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। প্রকাশকাল: ১ম সংস্করণ-১৯৮৭ খ্রি., ৫ম সংস্করণ-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৭৯, মূল্য: ৩০ টাকা। আলোচ্য বইটির সূচনা পর্বে রয়েছে 'ইলমে হাদীসের কথা' শীর্ষক ৭-১৫ পৃষ্ঠাব্যাপী হাদীস সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। তারপরে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কিত সর্বমোট ৪০টি হাদীস উপস্থাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রাবীর নামসহ হরকতযুক্ত মূল হাদীস উদ্ধৃত করে তা চলিত বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৭. *কাব্যে হাদীস শরীফ* (প্রথম খণ্ড)

গ্রন্থকার: মুহাম্মদ আবদুল বারী, প্রকাশস্থান: মুছাম্মাৎ রাজিয়া বারী, গ্রাম-হরেকৃষ্ণপুর, পোঃ-মোহাম্মদপুর, জিলা-মাগুরা, বর্তমান ঠিকানা-পূর্বখাবাসপুর, কবি কুঠির, জিলা-ফরিদপুর। প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: উল্লেখ নেই, মূল্য: ৫০ টাকা। এ গ্রন্থে ৩৩১টি হদীসের চলিত বাংলায় কাব্যিক অনুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে স্বরবৃত্ত ছন্দের অনুসরণ করা হয়েছে। এতে সূচিপত্র এবং বিষয় শিরোনাম নেই। অনুবাদের নমুনা নিম্নরূপ :

ইসলামের স্তম্ভ স্বরূপ পাঁচটি হল বুনিয়াদ,
মুসলিম হতে চাও যদি কেউ করিও না বরবাদ।
খোদার প্রতি ঈমান রেখ, রসুল জেনো মোস্তফায়,
নামাজ রোজা হজ্ব আর জাকাত ইহার সঠিক পরিচয়। (পৃ. ১০)

৮. *কোরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী আদর্শবাদ*

গ্রন্থকার: মাওলানা আফলাতুন কায়ছার, প্রকাশস্থান: আশরাফিয়া লাইব্রেরি, চৌমুহনী, নোয়াখালী। প্রকাশকাল: আগষ্ট, ১৯৮৮ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৪, মূল্য: ১৪ টাকা। এতে দাওয়াতে তাবলীগ, জিহাদ, অর্থনীতি, বিবাহ, তালাক, মসজিদ, ভ্রাতৃত্ববোধ, ইহসান, স্বাধীনতা ও চরিত্র ইত্যাদি বিষয়ভিত্তিক কিছু হাদীসের উল্লেখ রয়েছে। এখানে হরকতযুক্ত আরবীতে হাদীস উদ্ধৃত করে নীচে চলিত বাংলায় অনুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৯. *হাদীস শরীফের আলো*

গ্রন্থকার: মাওলানা মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম, প্রকাশস্থান: মোঃ মঈনুল ইসলাম, ১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, ব্লক-এ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা। প্রকাশকাল: ১ম সংস্কর-জুলাই, ১৯৮৮ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৩০৮, মূল্য: ৭০ টাকা। এটি একটি নির্বাচিত হাদীস সংকলন। এতে ঈমান, নামায, যাকাত ও মুসলমানদের পারস্পরিক হকসহ বিভিন্ন বিষয়ের অধীন সর্বমোট ৬৫২টি হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এখানে কোনো কোনো হাদীসের মূল আরবী পাঠ রয়েছে আবার কোনো কোনো হাদীসের মূল বাংলা অনুবাদ রয়েছে। অনুবাদের ভাষা চলিত বাংলা।

Dhaka University Institutional Repository

১০. *হাদীসের দোয়া*

গ্রন্থকার: মোহাম্মদ আবদুল আজীজ, প্রকাশস্থান: উল্লেখ নেই, প্রকাশকাল: ১ম সংস্করণ ২০ জুন, ১৯৮৮ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৩৪, মূল্য: ৭০ টাকা। রাসূল (সা.) এর হাদীসে বর্ণিত দোয়াসমূহ থেকে বাছাই করে কতগুলি দোয়া এ বইয়ে সংকলন করা হয়েছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কাজে লাগে এরকম ২৭৪টি দোয়া এতে স্থান পেয়েছে। এ দোয়াগুলি মূলতঃ হাদীসেরই একটি অংশ। এর কতকগুলো আরবী লিপি ও বাংলা উচ্চারণসহ আবার কতকগুলো বাংলায় অনূদিত।

১১. *মুক্তির পথে হাদীসেরআলো*

গ্রন্থকার: মুহাম্মদ আমিন খান রিজভী, প্রকাশস্থান: ফারান পাবলিকেশন, ফতেয়াবাদ, চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল: জানুয়ারি, ১৯৮৯ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২১৯, মূল্য: ৪০ টাকা। মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে স্বনির্বাচিত সর্বমোট ২২৩টি হাদীস এ সংকলনে স্থান পেয়েছে। এতে প্রথমে হরকতযুক্ত মূল আরবীতে হাদীস লিপিবদ্ধ করার পর নীচে চলিত বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সংযুক্ত করা হয়েছে। হাদীস নির্বাচন, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা রচনা ইত্যাদিতে লেখকের স্বকীয় দক্ষতা ও সতর্কতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

১২. *হাদীস রত্ন ভাণ্ডার*

গ্রন্থকার: মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী, প্রকাশস্থান: খাদেমুল ইসলাম পাবলিকেশন্স, ৪৭, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রকাশকাল: ২য় প্রকাশ-জুলাই, ১৯৮৯ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮৩, মূল্য: ১০ টাকা। এতে সমাজগঠন শিক্ষা, শাসন পদ্ধতি শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে অনুবাদ ও ব্যাখ্যাযুক্ত কিছু হাদীস রয়েছে। হাদীসগুলো হরকতযুক্ত আরবীতে লেখা। অনুবাদের ভাষা সাধু বাংলা।

৪.২ বাংলা ভাষায় অনূদিত হাদীস গ্রন্থাবলী

১৩. *মেশকাত শরীফ (১১ খণ্ড)* [৭-১১]

অনুবাদ: মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী (১-৬ খণ্ড), মাওলানা আফলাতুন কায়ছার (৭-১১ খণ্ড), প্রকাশস্থান: এমদাদিয়া লাইব্রেরি, চকবাজার, ঢাকা।

সার্বিক পর্যালোচনা: বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ইতিহাসে মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী (রহ.) একজন অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর অনূদিত ও ব্যাখ্যাত "মেশকাত শরীফ" একটি যুগশ্রেষ্ঠ কালজয়ী অনুবাদ কর্ম। এতে প্রথমে মূল মেশকাত শরীফের হারাকাতযুক্ত আরবীতে হাদীস উদ্ধৃত করে নীচে সাধু রীতির বঙ্গানুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় হাদীসের যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে মাওলানা আজমী মিশকাত শরীফের বাংলা অনুবাদের কাজ আরম্ভ করেন। তিনি মিশকাতের প্রথম ছয় (১-৬) খণ্ডের অনুবাদ সম্পন্ন করেন। তিনি তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত ১৬ বছর মেশকাত শরীফের অবশিষ্ট অংশের অনুবাদ কাজ বন্ধ থাকে। মাওলানা আজমীর ইন্তিকারে পর কর্তৃপক্ষ রায়পুর আলিয়া মাদরাসার উপাধ্যক্ষ, শায়খুল হাদীস মাওলানা আফলাতুন কায়সারকে এ দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। তিনি তার পূর্বসূরী মাওলানা আজমীর রীতি ও পদ্ধতি অনুসরণে বাকী ৫ খণ্ড অনুবাদ অনুবাদ কর্ম সম্পন্ন করেন। সবখণ্ড এক সঙ্গে পর্যালোচনা করলে মাওলানা আজমী ও কায়সারের লেখার মধ্যে কোন তারতম্য দৃষ্টি গোচর হয় না; বরং মনে হয়, সবগুলো একই হাতের ছোঁয়ায় সুশোভা মণ্ডিত হয়েছে। তাই যুগ যুগ ধরে বাঙ্গালী হাদীস পাঠকদের কাছে এ অনুবাদটির ব্যাপক জনপ্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়েছে।

সপ্তম খণ্ড: প্রকাশকাল: ১ম প্রকাশ-১৯৮৮ খ্রি.; ৯ম প্রকাশ-ফেব্রয়ারী,২০১১ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৭১, মূল্য: ৩০০ টাকা। এখানে দাস মুক্ত করা পর্ব থেকে শুরু করে জিহাদ পর্বের অধীন হাদীস নম্বর ৩২৩৬-৩৬৮৪ পর্যন্ত স্থান পেয়েছে।

অষ্টম খণ্ড: প্রকাশকাল: ১ম প্রকাশ-১৯৯০ খ্রি.; ৮ম প্রকাশ-২০০৮ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪২৪, মূল্য: ৩৬৫ টাকা। এখানে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের প্রস্তুতি পর্ব থেকে চিকিৎসা ও মন্ত্র পর্ব এর অধীন হাদীস নম্বর ৩৬৮৫-৪৪২২ পর্যন্ত স্থান পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নবম খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম মুদ্রণ-১৯৯২ খ্রি.; ৭ম প্রকাশ-জানুয়ারি, ২০১১খ্রি.; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৯৩, মূল্য: ৩০০ টাকা। এ খাণ্ডে শিষ্টাচার পর্ব এর সতর্কতা অবলম্বন ও ভীতি প্রদর্শন-এর অধীন হাদীস নম্বর ৪৪২৩-৫১৪৫ পর্যন্ত স্থান পেয়েছে।

দশম খণ্ড: প্রকাশকাল: ১ম মুদ্রণ-১৯৯২ খ্রি., ৮ম প্রকাশ-নভেম্বর, ২০০৮ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২৫৫, মূল্য: ৩০০ টাকা। এতে ফিতনা পর্ব থেকে নবুওয়াতের নিদর্শনসমূহ এর অধীন নম্বর ৫১৪৬-৫৬১১ হাদীস পর্যন্ত স্থান পেয়েছে।

১১শ খণ্ড: প্রকাশকাল: ১ম প্রকাশ-১৯৯৩ খ্রি.; ৮ম প্রকাশ-নভেম্বর,২০০৮ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৩৯, মূল্য: ৩০০ টাকা। এ খণ্ড প্রকাশের মাধ্যমে পূর্ণ মিশকাত শরীফের বাংলা অনুবাদ কর্ম সমাপ্ত হয়। মাওলানা আফলাতুন কায়সার ১৯৯২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী এ অনুবাদকর্ম সমাপ্ত করেন। তিনি তখনও রায়পুর আলিয়া মাদরাসার উপাধ্যক্ষ পদে কর্মরত ছিলেন। এ খণ্ডে মেরাজের বর্ণনা, উম্মতে মুহাম্মদী এর ছওয়াবের বিবরণ এর অধীন হাদীস নম্বর ৫৬১২-৬০৩৪ পর্যন্ত স্থান পেয়েছে। এ খণ্ডের মাধ্যমে মেশকাত শরীফের অনুবাদ সমাপ্ত হয়েছে।

১৪. *মুয়াত্তা ইমাম মালিক (২ খণ্ড)*

অনুবাদক: মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, প্রকাশস্থান: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

পর্যালোচনা: আলোচ্য গ্রন্থটি আল্লামা শিবলী নুমানী রচিত উর্দু ভাষায় লিখিত "হায়াতে মালিক" এর অনুবাদ; যা করাচী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। যদিও অনুবাদক এখানে মূল লেখকের কোনো রেফারেন্স উল্লেখ করেননি; বরং তিনি এটাকে রচনা হিসেবে চালিয়ে দিয়েছেন। এতে মূল হাদীস লিপিবদ্ধ করত: সাধু বাংলায় হাদীদের অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় এটিই সর্বপ্রথম মুয়াত্তা মালেকের অনুবাদ; যা ইফাবা দুই খণ্ডে প্রকাশ করেছে।

প্রথম খণ্ড: প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ১৯৮২ খ্রি., ৪র্থ প্রকাশ-ফেব্রুয়ারী,২০০২ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা:৪০০, মূল্য: ৫২৪ টাকা। এ গ্রন্থের প্রারম্ভে ইমাম মালিক (রহ.) এর জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে ৫০পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা স্থান পেয়েছে। তারপরে এতে প্রথম অধ্যায় থেকে ২০তম অধ্যায় পর্যন্ত ৮৩ পরিচ্ছেদের অধীন নামায, যাকাত ও হজ্জ বিষয়ে সর্বমোট ১৩২৮টি হাদীসের বঙ্গানুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ১৯৮৭ খ্রি.; ৩য় প্রকাশ-ডিসেম্বর ২০০১ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫০৮, মূল্য: ৭৩৫ টাকা। এ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় থেকে ২৬তম অধ্যায় পর্যন্ত কিতাবুল জিহাদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকার মাসআলা সম্বলিত অধ্যায় পর্যন্ত সর্বমোট (১৩২৯-২৯২৮) = ১৫৯৯টি হাদীসের বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে।

১৫. *সহীহ আল-বুখারী (৬ খণ্ড)*

মূল গ্রন্থকার: আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ.), প্রকাশস্থান: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পক্ষে আধুনিক প্রকাশনী,২৫ শিরিশ দাস লেন, ঢাকা।

সার্বিক পর্যালোচনা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় এক যুগান্তকারী অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। হাদীসের অনুবাদ সাহিত্যে তারা যে অন্যন্য অবদান রেখে চলছে, তার ধারাবাহিকতায় এক দল দক্ষ অনুবাদকের[৩৫] সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ৬ খণ্ডে বিন্যস্ত সম্পূর্ণ বুখারী শরীফের বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এতে হাদীসের পূর্ণ সনদ উল্লেখ না করে বরং সনদের প্রথম ও শেষ রাবীর নাম উল্লেখ পূর্বক হরকতযুক্ত আরবী ইবারতে মূল হাদীস উদ্ধৃত করে নীচে বাংলা অনুবাদ ও টীকা সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রথম থেকে ষষ্ঠ খণ্ড পর্যন্ত একই ধারাবাহিকতায় অনুবাদ, প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা, কাগজ-ছাপার মান একই ধরনের পরিলক্ষিত হয়েছে।

প্রথম খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি, ১৯৮২ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৬৯, মূল্য: ১১০ টাকা। এতে হাদীসের পরিচয়, ইমাম বুখারী ও তাঁর হাদীস গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করার পর বুখারী শরীফের প্রারম্ভ থেকে কিতাব আল জানায়িয পর্যন্ত মোট ১৩টি অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হাদীস সমূহের অনুবাদ স্থান পেয়েছে।

---

৩৫ **অনুবাদকবৃন্দ:** অধ্যাপক সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী; অধ্যাপক হেলাল উদ্দীন; অধ্যাপক মোজাম্মেল হক; অধ্যাপক আবদুল খালেক; অধ্যাপক রুহুল আমীন; মাওলানা মুহাম্মদ মুসা; অধ্যাপক এ. এম. মুহাম্মদ মোসলেম; অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক; অধ্যাপক মাওলানা আতিকুর রহমান; মাওলানা আফলাতুন কায়সার ও অধ্যাপক সায়ীদ আহমদ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-মার্চ, ১৯৮২ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৯৭, মূল্য: ১১২ টাকা। এতে কিতাব আয-যাকাত থেকে কিতাব আশ-শাহাদা পর্যন্ত মোট ১৩টি অধ্যায় রয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-এপ্রিল, ১৯৮২ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৪৫, মূল্য: ১১৯ টাকা। এ খণ্ডে কিতাব আস-সুলেহ থেকে কিতাব আল-মানাকিব পর্যন্ত মোট ৭টি অধ্যায় স্থান পেয়েছে।

চতুর্থ খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-জুলাই, ১৯৮২ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৬২, মূল্য: ১১৯ টাকা। এতে রয়েছে কিতাব আল-মাগাযী, আত-তাফসীর ও ফাযায়িল আল-কুরআন এই তিনটি অধ্যায়।

পঞ্চম খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-অক্টোবর, ১৯৮২ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬২৮, মূল্য: ১১২ টাকা। এ খণ্ডে কিতাব আন-নিকাহ হতে কিতাব আদ-দাওয়া পর্যন্ত মোট ১৪টি অধ্যায় স্থান পেয়েছে।

ষষ্ঠ খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-ডিসেম্বর, ১৯৮২ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৫৬, মূল্য: ১০০ টাকা। এতে কিতাব আর-রিকাক থেকে বুখারী শরীফের শেষাংশ পর্যন্ত মোট ১৮টি অধ্যায়ের অনুবাদ রয়েছে।

১৭. *আয়নায়ে রাসূল*

মূল গ্রন্থকার: হাকিম হাফিযুল্লাহ, অনুবাদক: মাওলানা ইউসুফ আশিয়ারী, প্রকাশস্থান: আজিজিয়া কুতুবখানা, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। প্রকাশকাল: দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৮২খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১০৪। এটি ৬০৬টি হাদীস সম্বলিত উর্দু গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ।[৩৬]

১৮. *রিয়াদুস সালেহীন (৪ খণ্ড)*

মূল গ্রন্থকার: ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন নববী (রহ.), প্রকাশস্থান: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা।

সার্বিক পর্যালোচনা: ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন নববী (রহ.) রচিত বিশ্ববিখ্যাত সংকলিত হাদীস গ্রন্থ "রিয়াদুস সালেহীন" বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক ৪ খণ্ডে চলিত বাংলায় প্রাঞ্জল ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এতে প্রথমে অধ্যায় সংশ্লিষ্ট কুরআনের আয়াত এবং হারাকাতযুক্ত আরবী মূল ইবারত উদ্ধৃত করে মোট ১৮৯৬টি হাদীস চলিত বাংলায় সরল অনুবাদ উপস্থাপনের পর মূল গ্রন্থের সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া এতে মূল গ্রন্থের অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ ঠিক রেখে ৪ খণ্ডে বিন্যাস করা হয়েছে। হাদীসের মাঝে দুর্বোধ্য শব্দের ফুটনোট দিয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এটি একটি চমৎকার হাদীস সংকলন।

প্রথম খণ্ড: অনুবাদক: ১. মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী; ২. মাওলানা মুহাম্মদ মূসা; ৩. মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল আলম খান; প্রকাশকাল: ১ম প্রকাশ-১৯৮৫ খ্রি., ১৩শ প্রকাশ-২০০২ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২৭৯, মূল্য: ২৭০ টাকা। এ খণ্ডের শুরুতে রিয়াদুস সালেহীনের বৈশিষ্ট্য ইমাম নববীর জীবন-চরিত ও বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা বিষয়ক প্রসঙ্গ কথা এবং ইমাম নববীর ভূমিকা সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। অতঃপর এতে ১-৪৮টি অনুচ্ছেদের অধীন সর্বমোট (১-৩৯০)= ৩৯০টি হাদীসের সরল বাংলায় অনূদিত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: অনুবাদক: ১. মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল আলম খান, ২. মাওলানা সাঈদ আহমদ, ৩. মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব, প্রকাশকাল: ১ম প্রকাশ: ১৯৮৬ খ্রি., ২৫তম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর-২০২০ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২৭২, মূল্য: ২২০টাকা। এ খণ্ডে অনুচ্ছেদ (৪৯-৮৩) পর্যন্ত; কিতাবুল আদাব (শিষ্টাচার পর্ব) এর অনুচ্ছেদ (১-১৬) পর্যন্ত; কিতাব আদাবিত তা'আম (পানাহারের শিষ্টাচার) এর অনুচ্ছেদ (১-১৭) পর্যন্ত; কিতাবুল লিবাস এর অনুচ্ছেদ (১-১০) পর্যন্ত; কিতাব আদাবিন নাওম (ঘুমানোর আদব) এর অনুচ্ছেদ (১-৪) পর্যন্ত ও কিতাবুস-সালাম এর অনুচ্ছেদ (১-১৩) এর সর্বমোট (৩৯১-৮৯৩)= ৫০২টি হাদীসের সরল বাংলায় অনূদিত হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড: অনুবাদক: আবদুল মান্নান তালিব, প্রকাশকাল: ১ম প্রকাশ-১৯৮৬ খ্রি., ২২তম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর-২০২০ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২৭৫, মূল্য: ২২০ টাকা। এ খণ্ডে অনুচ্ছেদ (৪৯-৮৩) পর্যন্ত; কিতাব এয়াদাতিল মারীদ (রোগীর খোঁজ খবর নেয়া) এর অনুচ্ছেদ (১-২২) পর্যন্ত; কিতাব আদাবিত তা'আম (পানাহারের শিষ্টাচার) এর অনুচ্ছেদ (১-১৭) পর্যন্ত; কিতাব আদাব আস-সফর (সফরের নিয়মকানুন) এর অনুচ্ছেদ (১-১৪) পর্যন্ত; কিতাব

৩৬ আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২, (এ গ্রন্থ সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানা যায়নি।)

Dhaka University Institutional Repository

ফাযায়িল (বিভিন্ন আমলের ফযীলত) এর অনুচ্ছেদ (১-৫২) পর্যন্ত; কিতাবুল ইতিকাফ, হজ্ব, কিতাবুল জিহাদ এর অনুচ্ছেদ (১-৭) পর্যন্ত; কিতাবুল ইলম, হামদিল্লাহি তাআলা ও শুকরুহু, সালাত আলা রাসুলিল্লাহ ও কিতাবুল আযকার এর অনুচ্ছেদ (১-৬) এর সর্বমোট (৮৯৪-১৪৬৪)= ৫৭০টি হাদীসের সরল বাংলায় অনূদিত হয়েছে।

চতুর্থ খণ্ড: অনুবাদক: আবদুল মান্নান তালিব (১৪৬৫-১৫১০ নং হাদীস পর্যন্ত), মাওলানা মুহাম্মদ মূসা (১৫১১-১৮৯৬ নং হাদীস পর্যন্ত), সম্পাদনা: মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, প্রকাশকাল: ১ম প্রকাশ ১৯৮৭ খ্রি., ২১তম প্রকাশ: জানুয়ারি-২০২১ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৬৩, মূল্য: ২৩০ টাকা। এ খণ্ডে কিতাবুদ দা'ওয়াত অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ (১-৪) পর্যন্ত; কিতাবুল উমুরিল মুনহা আনহ (নিষিদ্ধ কাজসমূহ) এর অনুচ্ছেদ (১-১১৫) পর্যন্ত; কিতাবুল মনসুরাত ওয়া আল মিলহ (বিবিধ ও কৌতুক) এর অনুচ্ছেদ (১-৩) পর্যন্ত ও কিতাবুস-সালাম এর অনুচ্ছেদ (১-১৩) এর সর্বমোট (১৪৬৫-১৮৯৬)= ৪৩১টি হাদীসের সরল বাংলায় অনূদিত হয়েছে।

১৯. *এন্তেখাবে হাদীস (২য় খণ্ড)*

মূল গ্রন্থকার: আবদুল গাফফার হাসান নদভী, অনুবাদক: আবদুস শহীদ নাসিম, প্রকাশস্থান: সালমান স্মৃতি প্রকাশন, মগবাজার, ঢাকা। প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি, ১৯৮৫ খ্রি., ৬ষ্ঠ সংস্করণ-ডিসেম্বর, ১৯৯৫ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৫৩, মূল্য: ১১০ টাকা।

পর্যালোচনা: এটি উর্দু ভাষায় লিখিত 'এন্তেখাবে হাদীস' এর বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ। মূল সংকলনটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। এতে হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বুনিয়াদি দর্শন, দ্বীনের জ্ঞানার্জন করার ফজিলত, ইক্বামতে দ্বীন, ইবাদত, নৈতিক চরিত্র, উত্তম নৈতিক চরিত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট, ব্যক্তিগত নৈতিক গুণাবলি, চরিত্রিক দোষত্রুটিসমূহ, পবিত্র জীবন, আদর্শ সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সুসম্পর্ক, দলীয় ও সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী দোষত্রুটি, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার স্বরূপ ইত্যাদি শিরোনামের অধীন উভয় খণ্ডে সর্বমোট ৪৪৩টি হাদীস স্থান পেয়েছে। হরকতসহ আরবীতে হাদীস উদ্ধৃত করে নীচে চলিত বাংলায় অনুবাদ লিপিব্দ করা হয়েছে।

২০. *সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দামা*

অনুবাদ: মাওলানা আফলাতুন কায়সার, প্রকাশস্থান: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা। প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-নভেম্বর ১৯৮৫ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৬০, মূল্য: ২৩ টাকা। এ সংকলনটি সহীহ মুসলিম শরীফের মুকাদ্দামার (ভূমিকা) বাংলা অনুবাদ। অনুবাদক প্রথম মূল কিতাবের ইবারত হরকতসহ উদ্ধৃত করে তার নীচে চলিত বাংলায় অনুবাদ ও বিশ্লেষণ সংযোজন করেছেন। উল্লেখ্য এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, মুসলিম শরীফের মুকাদ্দামা বা ভূমিকাটা খুব জটিল ভাষায় লেখা; যার পাঠোদ্ধার সাধারণ আলিমের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার; কিন্তু এ অনুবাদ কর্মের মাধ্যমে সে কঠিন কাজটি সর্বসাধারণের জন্য হৃদয়ঙ্গম করার দ্বার উন্মুক্ত হলো।

২১. *শমায়েলে তিরমিযী*

অনুবাদ: আবদুল জলীল, প্রকাশস্থান: এম. এম. হাবীবুল্লাহ, গ্লোব লাইব্রেরি লিঃ, ৪০ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা। প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৩৭২, মূল্য: ৫৫ টাকা। এ সংকলনে হরকতসহ আরবীতে হাদীস উদ্ধৃত করে তার নীচে সাধু বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সংযুক্ত করা হয়েছে। এখানে প্রিয় নবী (সা.) এর অবয়ব, আকার-আকৃতি মুবারক থেকে শুরু করে নবীকে (সা.) স্বপ্নে দেখা শিরোনামে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২২. *শামায়িলুন নবী*

অনুবাদ: শায়খ আবদুর রহীম, প্রকাশস্থান: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-জুন, ১৯৮৭ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৪৪৩, মূল্য: ৬০ টাকা। এটি ইমাম তিরমিযী সংকলিত শামায়িলুন নবী (সা.) এর বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক ভাষান্তরের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট হাদীসের প্রয়োজনীয় ফুটনোট, টীকা ও শাব্দিক বিশ্লেষণ সংযুক্ত করে বিষয়বস্তু অনুধাবনের পথ প্রশস্ত করেছেন। এতে ১-২১৬টি হাদীসের মূল আরবী পাঠসহ সাধু বাংলায় অনুবাদ সংযুক্ত করা হয়েছে।

২৩. *তরজমানুস্ সুন্নাহ*

মূল গ্রন্থকার: বদরে আলম মিরাঠী, প্রকাশস্থান: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা: আলোচ্য "*তরজুমানুস সুন্নাহ*" হাদীস গ্রন্থটি বদরে আলম মীরাঠী কর্তৃক রচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস সংকলন। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, অনুবাদক ও সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও মাওলানা যোবায়ের আহমদ বইটি চলিত ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদ গ্রন্থে নম্বরভিত্তিক মূল হাদীস হরকত বিহীন আরবীতে উপস্থাপন করে নীচে ব্যাখ্যা ও টীকা সংযোগ পূর্বক অনুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

প্রথম খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-১৯৮৮ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৭৩৫, মূল্য: ১০০ টাকা। ১ম খণ্ডে রয়েছে মূল গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ। এতে মু'জিযা, কারামত, ইমাম মাহদী ইত্যাদি বিষয়ের হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা যোবায়ের আহমদ, প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-১৯৯৭ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৪০৫, মূল্য: ১১০ টাকা। এতে মূল কিতাবের ২য় খণ্ডের প্রথমাংশের অনুবাদ উপস্থাপন করা রয়েছে। এতে জবানের হিফাজত, লজ্জাশীলতা, আত্মসম্মানবোধ, সহিষ্ণুতা-সহনশীলতা, বিচক্ষণতা, নম্রতা ও সম্প্রীতি, কুসংস্কার, শিরক, নিফাক, তাওহীদ ইত্যাদি বিষয়ের হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, প্রকাশকাল: জুন-২০১১ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৭১২, মূল্য: ২৫০ টাকা। এ খণ্ডে তাকদীরে বিশ্বাস স্থাপন করা ইসলামের একটি স্তম্ভ হতে শুরু করে রাসূল (সা.) এর দৈহিক বর্ণনা পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে মোট (৮৮৫-১৩০৮)=৪২৩টি হাদীস আলোচিত পেয়েছে।

২৪. *মিশকাত শরীফ*

অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ আফলাতুন কায়সার, প্রকাশস্থান: আশরাফিয়া লাইব্রেরি, বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রকাশকাল: ১৯৮৮ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩১২, মূল্য: ৬৪ টাকা। এতে মূল মিশকাত শরীফ-এর কিতাব আল-আদাব এর কিছু অংশ মাদরাসার পাঠ্যসূচীর আলোকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে প্রথমে হরকতযুক্ত হাদীস লেখার পর সাধু বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

২৫. *মুওয়াত্তায়ে ইমাম মুহাম্মদ (রহ)*

অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, প্রকাশস্থান: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, প্রকাশকাল: আগস্ট, ১৯৮৮ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৭০৭, মূল্য: ১৫০ টাকা।

পর্যালোচনা: গ্রন্থের শুরুতে রয়েছে ইমাম মুহাম্মদ ও তাঁর মুওয়াত্তার বিন্যাস পদ্ধতির উপর ৫ পৃষ্ঠাব্যাপী যুক্তিনির্ভর আলোচনা। অতঃপর এখানে ১ নং অধ্যায় পবিত্রতা থেকে ১৭ নং অধ্যায় বিবিধ প্রসঙ্গ পর্যন্ত হাদীসের অনুবাদ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এতে প্রথমে হরকতসহ আরবীতে হাদীস লিপিবদ্ধ করে চলিত বাংলায় অনুবাদ সংযুক্ত করা হয়েছে। পাঠকের সুবিধার্থে টিকা আকারে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা এবং গ্রন্থের শেষে রাবীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সংযুক্ত করা হয়েছে।

২৬. *জামে' তিরিমিযী*

গ্রন্থকার: মুহাম্মদ আবদুন নুর সালাফী, প্রকাশস্থান: সালাফী প্রকাশনী, রংপুর। প্রকাশকাল: আগষ্ট, ১৯৮৯ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৬০, মূল্য: ২৫০ টাকা। এ গ্রন্থটির শুরুতে রয়েছে ইমাম তিরমিযীর জীবনবৃত্তান্ত ও তিরমযী শরীফের বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত ৬২ পৃষ্ঠাব্যাপী অবতরণিকা। এতে তিরমিযী শরীফের তাহারাত অধ্যায় থেকে সালাত আত-তাসবীহ-এর বর্ণনার অধীন ৪৭১ নম্বর পর্যন্ত উপস্থাপিত হয়েছে। এতে সনদসহ হরকতযুক্ত আরবীতে হাদীস লিপিবদ্ধ করে নীচে চলিত বাংলা অনুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কোনো কোনো স্থানে 'ফায়েদা' শিরোনামে হাদীসের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে।

২৭. *বুখারী শরীফ (১০ খণ্ড)*

"তরজমা প্রকল্প" ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের এক যুগান্তকারী মহতী উদ্যোগ। এর ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে 'সিহাহ সিত্তা তরজমা প্রকল্প' এর অধীন পূর্ণাঙ্গ বুখারী শরীফের বাংলা অনুবাদ কর্ম সম্পন্ন হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন সম্পূর্ণ বুখারী শরীফের বাংলায় অনুবাদ ১০ খণ্ডে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অবিস্মরণীয় অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। এ অনুবাদ ও সম্পাদনা কর্মে যাঁরা যুক্ত ছিলেন স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁদের নামের একটি তালিকা নিম্নরূপ-

Dhaka University Institutional Repository

বুখারী শরীফের অনুবাদকবৃন্দের (২১জন) তালিকা

মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ; মাওলানা আবদুল জলীল; মাওলানা মোশাররফ হোসেন; মাওলানা আবুল ফাত্তাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া; মাওলানা সিরাজুল হক; মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল; মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ; মাওলানা ইসহাক ফরীদি; মাওলানা আবদুর রব; মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ; মাওলানা মাহবুবুর রহমান ভুঞা; মাওলানা রুহুল আমিন খান; মাওলানা আবদুল মোমিন; মাওলানা কুতুব উদ্দীন; মাওলানা মুস্তাক আহমদ; মাওলানা আবদুল মতিন; মাওলানা কাজী আবু হুরাইরা; মাওলানা আবদুন নূর; মাওলানা আবুল কালাম; মাওলানা রফিকুল্লাহ নেছারাবাদী ও মাওলানা মুহাম্মদ ফারুক।

বুখারী শরীফের সম্পাদকবৃন্দের (১১জন) তালিকা

মাওলানা উবায়দুল হক; কাজী মুতাসিম বিল্লাহ; মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী; মাওলানা আব্দুস সালাম; ড. কাজী দীন মুহম্মদ; মাওলানা রুহুল আমীন খান; মাওলানা এ কে এম আব্দুস সালাম; মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ; অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ুম; মাওলানা ইমদাদুল হক ও মাওলানা লুতফুল হক। উল্লেখ্য যে, প্রথম থেকে দশম খণ্ড পর্যন্ত অনুবাদের ক্ষেত্রে একই ধরনের নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। নিম্নে প্রত্যেক খণ্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচিত প্রদত্ত হলো-

১ম খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-ডিসেম্বর, ১৯৮৯ খ্রি., ১৪শ প্রকাশ-জুলাই, ২০১৭ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৪৭৬, মূল্য: ১৬৫ টাকা। এ খণ্ডের শুরুতে হাদীসের পরিচয়, হাদীসের কিতাবসমূহের স্তর বিভাগ, হাদীসের সংখ্যা, হাদীস সংকলন প্রণয়ন ও তার প্রচার, উপমহাদেশে হাদীস চর্চা, ইমাম বুখারী ও বুখারী শরীফ ইত্যাদি বিষয়ে নয় পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা স্থান পেয়েছে। অতঃপর এখানে কিতাবুল ওয়াহী, ইমান, ইলম, ওযু, গোসল, হায়েয, তায়াম্মুম ও সালাত অধ্যায়ের (১-৩৪৮)= ৩৪৮টি অনুচ্ছেদের অধীন (১-৪৯৬) নং পর্যন্ত ৪৯৬টি হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখানে সনদের ক্ষেত্রে প্রথম এবং শেষ রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এতে হরকতসহ বুখারী শরীফের মূল আরবী পাঠ লিপিবদ্ধ করত: নীচে চলিত বাংলায় সরল অনুবাদ সংযোজন করা হয়েছে। এতে কোন ধরণের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়নি। যেমন- হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র.)..... আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "মানুষ তার পরিবারের জন্য সওয়াবের নিয়তে যখন খরচ করে তখন তা হয় তার সদকা স্বরূপ।"[৩৭]

দ্বিতীয় খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ খ্রি.; ১৩শ প্রকাশ-জুলাই, ২০১৭ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৩৩৪, মূল্য: ১৬০ টাকা। এ খণ্ডে সালাতের ওয়াক্তসমূহ থেকে জানাযা অধ্যায় পর্যন্ত মোট (৩৫১-৮৮১)=৫৩০টি অনুচ্ছেদের অধীন (৪৯৭-১৩১২)=৮১৫ টি হাদীস উপস্থাপিত হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-এপ্রিল, ১৯৯১ খ্রি., ১৩শ প্রকাশ-জুলাই, ২০১৭ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৪০৪, মূল্য:১৯০ টাকা। এ খণ্ডে যাকাত, হজ্জ, সাওম, ইতিকাফ..ইত্যাদি অধ্যায় পর্যন্ত মোট (৮৮২-১২৭৬)= ৩৯৪টি অনুচ্ছেদের অধীন (১৩১৩-১৯১৮)= ৬০৫ টি হাদীস উপস্থাপিত হয়েছে।

চতুর্থ খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-জুন, ১৯৯১ খ্রি., ১১শ প্রকাশ-ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪১৬, মূল্য: ১৫০ টাকা। এ খণ্ডে কিতাবুল বুয়ু' (ক্রয়-বিক্রয়) ও শাহাদাত (সাক্ষ্যদান) অধ্যায়ে মোট (১২৭৭-১৬৭২)= ৩৯৫টি অনুচ্ছেদের অধীন (১৯১৯-২৫১০)= ৫৯১ টি হাদীস স্থান পেয়েছে।

পঞ্চম খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-জুন, ১৯৯১ খ্রি., ১০ম প্রকাশ-ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৩১, মূল্য: ২১০টাকা। এ খণ্ডে কিতাবুস সুলহি (সন্ধি-চুক্তি), ওয়াসীয়াত, জিহাদ, বাদ'য়িল খালক (সৃষ্টির সূচনা পর্ব)....ইত্যাদি অধ্যায় পর্যন্ত মোট (১৬৭৩-১৯৯৯)= ৩২৬টি অনুচ্ছেদের অধীন (২৫১১-৩০৯০)= ৫৭৯ টি হাদীস আলোচিত হয়েছে।

ষষ্ঠ খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-জুন, ১৯৯১ খ্রি., ১১শ প্রকাশ-ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৮০, মূল্য: ২২৫ টাকা। এ খণ্ডে কিতাবু আহাদীসিল আম্বিয়া (নবীগণের) থেকে কিতাবুল মাগাযী (যুদ্ধাভিযান) অধ্যায়ে মোট (২০০০-২১৭৮)= ১৭৮টি অনুচ্ছেদের অধীন (৩০৯১-৩৭৪৫)= ৫৫৪ টি হাদীস স্থান পেয়েছে।

---

৩৭ অনুবাদক মণ্ডলী, *বুখারী শরীফ*, ঢাকা: ইফাবা, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৯খ্রি., খ.১, পৃ. ৪২

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-মে, ১৯৯২ খ্রি., ১১শ প্রকাশ-ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৬৯, মূল্য: ২৩৫ টাকা। এ খণ্ডে কিতাবুল মাগাযী (যুদ্ধাভিযান পর্ব) এর অবশিষ্টাংশ থেকে তাফসীর (কুরআনের ব্যাখ্যা) অধ্যায় পর্যন্ত মোট (২১৭৯-২৪১৭)= ৩৩৮টি অনুচ্ছেদের অধীন (৩৭৪৬-৪৩৩০)= ৫৮৪ টি হাদীস আলোচিত হয়েছে।

অষ্টম খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ খ্রি., ৯ম প্রকাশ-ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৭৬, মূল্য: ২৪০ টাকা। এ খণ্ডে কিতাবুত তাফসীর (কুরআনের ব্যাখ্যা) অধ্যায়ের বাকী অংশ, ফাযায়েলুল কুরআন এবং বিয়ে-শাদী অধ্যায়ে মোট (২৪১৮-২৫৪৯)= ২৩০৮টি অনুচ্ছেদের অধীন (৪৩২৭-৪৮৭৪)= ৫৪৭ টি হাদীস স্থান পেয়েছে।

নবম খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-মার্চ, ১৯৯৪ খ্রি., ১০ম প্রকাশ-ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৩৬, মূল্য: ২৫০ টাকা। এ খণ্ডে কিতাবুত তালাক থেকে দুআ অধ্যায় পর্যন্ত মোট (২৫৫০-২৬৭৮)=১২৮টি অনুচ্ছেদের অধীন (৪৮৭৫-৫৯৬৪) = ১০৮৯ টি হাদীস উপস্থাপিত হয়েছে।

দশম খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-মে, ১৯৯৪ খ্রি., ১০ম প্রকাশ-ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬০০, মূল্য: ২৭০ টাকা। এ খণ্ডে কিতাবু কিতাবুদ দাওয়াত (প্রার্থনা), রিকাক (অন্তর বিগলিত হওয়া) অধ্যায় থেকে .. তাওহীদ (একত্ববাদ) অধ্যায় পর্যন্ত মোট (২৬৮৩-৩১৬০)= ৪৭৭টি অনুচ্ছেদের অধীন (৫৯৭০-৭০৫৩)= ১০৮৩টি হাদীস আলোচিত হয়েছে। এটি বুখারী শরীফের সর্বশেষ খণ্ড। এর মাধ্যমে ইফবার কর্তৃক গৃহীত সিহাহ সিত্তাহ অনুবাদ প্রকল্পের বুখারী শরীফের বাংলা অনুবাদ প্রকাশনা কর্যক্রম সুসম্পন্ন হয়।

২৮. *বুলুগু আল-মারাম ফী আদিল্লা আল-আহকাম (১ম খণ্ড)*

মূল: ইবন হাজর আস-আসকালানী, অনুবাদ: মাওলানা মাহমুদুল্লাহ রহমানী ও মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহমান, প্রকাশস্থান: ড.এম.এ. বারী, আল-হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউজ, ৯৮,নওয়াবপুর রোড, ঢাকা। প্রকাশকাল: জুলাই, ১৯৮৯ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩২৭, মূল্য: ১০০ টাকা।

পর্যালোচনা: এটি ২ খণ্ডে সমাপ্ত মূল গ্রন্থের ১ম খণ্ডের বাংলা অনুবাদ। এ গ্রন্থ প্রণয়নে বিজ্ঞ আলিম মাওলানা আহমাদুল্লাহ রহমানী ও মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহমান যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। এতে ৬ পৃষ্ঠাব্যাপী মূল লেখকের জীবনী ও ৪ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থ পরিচিতি রয়েছে। অতঃপর কিতাব আত-তাহারত থেকে কিতাবুলহজ্ব পর্যন্ত সর্বমোট ৬৪৫টি হাদীস স্থান পেয়েছে। এখানে প্রথমে হরকতযুক্ত হাদীস লিপিবদ্ধ করে সাধু বাংলায় অনুবাদ সংযুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থটি বিধান সংক্রান্ত হাদীস সংকলন হওয়ায় বাঙ্গালী পাঠকদের কাছে খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

২৯. *মিশকাত শরীফ*

অনুবাদ: মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান, প্রকাশস্থান: আহমদিয়া কুতুবখানা, ঢাকা। প্রকাশকাল: উল্লেখ নেই, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৪৮, মূল্য: ৭৯ টাকা। এতে রয়েছে কিতাব আল-ঈমান, আল-ইলম ও আত-তাহারাত এ তিনটি অধায়ের ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ। এটি বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের আলিম শ্রেণীর পাঠ্যসূচী অবলম্বনে লিখিত। এতে প্রথমে হরকতযুক্ত মূল হাদীস লিপিবদ্ধ করে নীচে চলিত বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

৩০. *মুসলিম শরীফ (৬ খণ্ড)*

"তরজমা প্রকল্প" ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের এক মহতী উদ্যোগ। এর ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে 'সিহাহ সিত্তা তরজমা প্রকল্প' এর অধীন পূর্ণাঙ্গ মুসলিম শরীফের বাংলা অনুবাদ কর্ম সম্পন্ন হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন সম্পূর্ণ মুসলিম শরীফের বাংলায় অনুবাদ ৬ খণ্ডে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি করেছে।

প্রথম খণ্ড: অনুবাদকমণ্ডলী: মাওলানা উবায়দুল হক, মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ, মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুস সালাম, ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ ও মাওলানা রুহুল আমীন খান। প্রকাশস্থান: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা। প্রকাশকাল: জুন, ১৯৮৯ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪১৫, মূল্য: ১২৫ টাকা

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা: এ খণ্ডের শুরুর দিকে হাদীসের পরিচয়, পরিভাষা, হাদীস গ্রন্থের শ্রেণি বিভাগ, সহীহায়নের বাইরে সহীহ হাদীস, হাদীসের সংখ্যা, সংকলন, ইমাম মুসলিমের জীবনবৃত্তান্ত ও সহীহ মুসলিমের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। অতঃপর মুসলিম শরীফের মুকাদ্দামার (ভূমিকা) হরকতসহ আরবী ইবারত উল্লেখপূর্বক বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে। তারপরে কিতাবুল ঈমানে উল্লিখিত হাদীসের বাংলায় অনুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, হরকতসহ আরবীতে পূর্ণ সনদ ও হাদীস বর্ণিত হলেও বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে সনদ বর্ণিত হয়নি, কেবল সনদের শুরু ও শেষ রাবীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। অনুবাদ ও বিন্যাস পদ্ধতির ধারা পরবর্তী খণ্ডগুলোতে অব্যাহত রয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: অনুবাদকমণ্ডলী: মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী; মাওলানা কুতুবুদ্দীন; মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী; মাওলানা মুমিনুল হক; মাওলানা আবুল বশার আখন্দ; মাওলানা মুশতাক আহমদ; মাওলানা আব্দুল জলীল; মাওলানা হাসান রহমতী; মাওলানা মুহাম্মদ মুসা; মাওলানা বুরহান উদ্দীন; মাওলানা খুরশিদ উদ্দীন; মাওলানা হেমায়েত উদ্দীন; মাওলানা আব্দুল মতিন মাসউদী ও মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল। প্রকাশকাল: মে, ১৯৯১ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৮৬, মূল্য: ২০০ টাকা। এ সংকলনে কিতাবুত তাহারাত (পবিত্রতা), হায়েয (ঋতুস্রাব) ও সালাত অধ্যায় এর আলোচনা স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল, মাওলানা কুতুব উদ্দীন, মাওলানা ইসহাক ফরীদী ও মাওলানা মুহাম্মদ মুসা। প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-জুন, ১৯৯১ খ্রি., দ্বিতীয় প্রকাশ-এপ্রিল,২০০৩ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫০৪, মূল্য: ২১২ টাকা। এতে মুসাফিরের সালাত ও তার কসর অধ্যায়, ফযায়েলুল কুরআন, জুমু'আ, দুই ঈদের সালাত, ইসতিসকার সালাত, সালাত আল-কুসফ ও জানাযা সম্পর্কিত অধ্যায়, যাকাত অধ্যায় ও সিয়াম অধ্যায় এবং ই'তিকাফ অধ্যায়ে স্থান পাওয়া (১৪৪০-২৬৫৭)= ১২১৭টি হারাকাত যুক্ত মূল হাদীসের চলিত বাংলায় আনুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

চতুর্থ খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, মাওলানা ইসহাক ফরীদী, প্রকাশকাল: জুন, ১৯৯২ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪০৮, মূল্য: ২১০ টাকা। এতে সিয়াম ও হজ্ব অধ্যায়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে।

পঞ্চম খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, মাওলানা আমজাদ হুসাইন, মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল ও মাওলানা এমদাদুল্লাহ। প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর ১৯৯২ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৪৫৯, মূল্য: ২২০ টাকা। এতে হজ্ব অধ্যায় (অবশিষ্টাংশ) বিবাহ, দুধপান, তালাক, দাসমুক্তি, ক্রয়-বিক্রয়, মুসাকাত ও মুযারাআত অধ্যায়ের অনুবাদ ও সংশ্লিষ্ট আলোচনা স্থান পেয়েছে।

ষষ্ঠ খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা মুহাম্মদ বুরহান উদ্দীন, মাওলানা মুহাম্মদ খুরশীদ উদ্দীন, মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী। প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ১৯৯৪ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৬০, মূল্য: ২০০ টাকা। এতে কিতাব আল-ফারায়েয থেকে কিতাব আল-আদাহী (কুরবানী) অধ্যায় পর্যন্ত স্থান পেয়েছে।

উল্লেখ্য, এ (আশির) দশকে বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যামূলক হাদীস গ্রন্থের কোন অনুবাদ কর্ম খুজেঁ পাওয়া যায়নি।

নব্বইর দশকে রচিত বাংলা ভাষার হাদীস গ্রন্থাবলী: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার

৪.১ বাংলা ভাষায় সংকলিত হাদীস গ্রন্থাবলী

১. *সহীহ হাদীস মতে বিশ্বনবীর নামাজ ও দোয়া শিক্ষা*

গ্রন্থকার: মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান নদভী, প্রকাশস্থান : হরিরামপুর, দাউদপুর, দিনাজপুর। প্রকাশকাল: ১৯৯০ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৬৪, মূল্য: ৩৫ টাকা। মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-মাহমুদ কর্তৃক প্রকাশিত 'সহীহ হাদীস মতে বিশ্বনবীর নামাজ ও দোয়া শিক্ষা' গ্রন্থে পবিত্রতা অর্জন, নামাজ ও দোয়া সম্পর্কিত চলিত বাংলায় অনূদিত কিছু হাদীস আলোচিত হয়েছে।

২. *রসুলের বাণী*

গ্রন্থকার: ফজলুর রহমান, প্রকাশস্থান: ৩৫, ডি.ও.এইচ.এস. ঢাকা সেনানিবাস। প্রকাশকাল: ১৯৯০খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ১১১, মূল্য: ২৫ টাকা। তরনুম রহমান প্রকাশিত 'রাসূলের বাণী' নামক হাদীস গ্রন্থে ২০০টি বাংলায় অনূদিত হাদীস, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী, হাদীস ও মুহাদ্দিস পরিচিতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।[৩৮]

---

৩৮ আবদুল্লাহ বিন সাইদ জালালাবাদী আল-আযহারী , *বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫, (এ গ্রন্থ সম্পর্কে এর বেশী কিছু জানা যায়নি।)

Dhaka University Institutional Repository

৩. *হাদীস পড়ো জীবন গড়ো*

গ্রন্থকার: আবদুস শহীদ নাসিম, প্রকাশস্থান: বর্ণালী বুক সেন্টার, বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রকাশকাল: ১ম সংস্করণ-ফেব্রয়ারী, ১৯৯২ খ্রি., ৩য় সংস্করণ-আগষ্ট, ১৯৯৬ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৮, মূল্য: ২০ টাকা।

মন্তব্য: আব্দুস শহীদ নাসিম রচিত *"হাদীস পড়ো জীবন গড়ো"* শিরোনাম দেখেই বোঝা যায়, তিনি শিশু-কিশোরদের উদ্দেশ্য করে এভাবে নামকরণ করেছেন। কারণ নৈতিক অবক্ষয়ের এই ক্রান্তিলগ্নে, কুরআন-হাদীস ভিত্তিক জীবন গঠনই পারে তা থেকে তাদেরকে বাঁচাতে। এ কারণেই 'হাদীস কেন পড়বো', 'হাদীস কোথায় পাবো' শীর্ষক দুটি মুল্যবান আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে শুরুতেই। অতঃপর দুনিয়ার জীবন, কুরআন, নামাজ, রোযা, পিতামাতা, হিংসা, আমানত, সৎকাজ, জান্নাত জাহান্নাম, আল্লাহর সন্তুষ্টিসহ দুনিয়া ও আখেরাত ইত্যাদি সম্পর্কে সর্বমোট ৫৭টি হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে মূল হাদীস থেকে চলিত বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। শিশু-কিশোর চরিত্র গঠনে বইটির গুরুত্ব অপরিসীম।

৪. *আল-কুরআন ও হাদীস তত্ত্ব*

গ্রন্থকার: মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম, প্রকাশস্থান : পলি প্রিন্টার্স, পোষ্ট অফিস রোড, বিয়ানিবাজার, সিলেট। প্রকাশকাল: প্রথম সংস্করণ-১৯৯৩ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬০, মূল্য: ১২ টাকা। এ বইয়ে কোন সুচিপত্র উল্লেখ করা হয়নি । এ বইয়ের ১-৪২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কুরআন সম্পর্কিত আলোচনা এবং ৪৩-৬০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত হাদীস প্রসঙ্গে আলোচনা রয়েছে। এতে হাদীসের পরিচয়, ইসলামী শরীয়তে এর গুরুত্ব, সংকলনের ইতিহাস ও সিহাহ সিত্তা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

৫. *দৈনন্দিন জীবনে সুন্নতে রসুল (সা.)*

গ্রন্থকার: মাওলানা মনিরুজ্জামান, প্রকাশস্থান: নিউ এমদাদিয়া লাইব্রেরি, হাজী কুদরত উল্লাহ মসজিদ মার্কেট, সিলেট। প্রকাশকাল: প্রথম সংস্করণ-ডিসেম্বর, ১৯৯৪ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৮৮, মূল্য: ৬৫ টাকা। মোহাম্মদ নিজাম উদ্দীন কর্তৃক প্রকাশিত ১৫ অধ্যায়ে বিভক্ত এ গ্রন্থে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ, আদব-কায়দা, কুরআন চর্চার ফযীলত, ঈমান-আমল, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণসহ আরও অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ে কিছু সংখ্যক হাদীস বঙ্গানুবাদসহ আলোচিত হয়েছে।

৬. সিহাহ সিত্তার হাদীসে কুদসী

গ্রন্থকার: আবদুস শহীদ নাসিম, প্রকাশস্থান: ৪৯/১,এলিফেন্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা। প্রকাশকাল: ১ম সংস্করণ- ফেব্রয়ারী, ১৯৯৫ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৭২, মূল্য: ৭০ টাকা।

পর্যালোচনা: এ গ্রন্থটি সিহাহ সিত্তাহ থেকে সংকলিত হাদীসে কুদসী অবলম্বনে রচিত। এতে সর্বমোট ৮৭টি হাদীসে কুদসী সংকলিত রয়েছে। উদ্ধৃত হাদীসগুলোতে প্রথমে মূল আরবীতে লিখে তার নিচে বাংলায় অনুবাদ ও তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় হাদীসের ব্যাখ্যাও উপস্থাপন করা হয়েছে। এর প্রারম্ভে 'হাদীসশাস্ত্রের কথা' শিরোনামে ১৭ পৃষ্ঠাব্যাপী ইলমি হাদীসের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে।

৭. *হাদীছে আরবাঈন: চল্লিশ হাদীছ*

গ্রন্থকার: ফরিদ আহমদ, প্রকাশস্থান : লেখক কর্তৃক চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৬ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩২, মূল্য: ১০ টাকা। আলোচ্য 'হাদীসে আরবাঈন' বা চল্লিশ হাদীস সংকলনে ভালো কাজে নিয়তের গুরুত্ব, ঈমান ও এখলাস, হালাল উপার্জন, জুলুম, পবিত্রতা ও নামায, দরুদ শরীফ ইত্যাদি প্রসঙ্গে চল্লিশটি মূল হাদীস ও সাধু বাংলায় এগুলির অনুবাদ লেখা হয়েছে।

৮. *আমাদের নবীজীর দৈনন্দিন জীবন*

গ্রন্থকার: নোমান আহমদ, প্রকাশস্থান : শিবলী প্রকাশনী, জামিয়া রহমানিয়া, সাত মসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা, প্রকাশকাল: প্রতম প্রকাশ-এপ্রিল, ১৯৯৬ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮০, মূল্য: ৪৫ টাকা। আলোচ্য গ্রন্থে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা প্রবাহ থেকে নির্বাচিত হাদীসসমূহ স্থান পেয়েছে। তন্মধ্যে প্রিয় নবী (সা.) এর নিত্যদিনের অভ্যাস, তাঁর পোশাক, আচার-আচরণ ও চারিত্রিক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সম্বলিত হাদীস নম্বর ভিত্তিক বিন্যাস করে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া পিতা-মাতার হক, স্বামী-স্ত্রীর হক, প্রতিবেশীর হক, লোভ, ক্রোধ, মিথ্যাচার, হিংসা-বিদ্বেষ ও গান-বাজনাসহ আরও কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের হাদীস নির্বাচন করে তা বাংলা অনুবাদসহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। গ্রন্থটি সংগ্রহে রাখার মতো একটি বই।

Dhaka University Institutional Repository

৯. *এসো জানি নবীর বাণী*

গ্রন্থকার: আবদুস শহীদ নাসিম, প্রকাশস্থান : বর্ণালী বুক সেন্টার, ৩১/১ শিরিস দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রকাশকাল: প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৮, মূল্য: ২০ টাকা। আবু বকর মুহাম্মদ ইমরান কর্তৃক প্রকাশিত এ পুস্তকে আল্লাহ, পবিত্রতা, সালাত, সাওম, হজ্জ, নৈতিক চরিত্র, ইসলাম, শিক্ষক, আনুগত্য ও নেতৃত্ব, সত্য-মিথ্যা, মুসলমানের অধিকার, জনসেবা, প্রতিবেশীর অধিকার, শাসক, জামাত বদ্ধতা, রাসূলুল্লাহর দু'আসহ প্রত্যাহিক জীবনের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ে মোট ২১৩টি হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এতে ধারাবাহিক নম্বর দিয়ে হরকতসহ আরবীতে হাদীস লিখে নীচে চলিত বাংলায় তার অনুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

১০. *বায়ানুস সুনান*

গ্রন্থকার: মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রকাশস্থান: আল-কাউসার প্রকাশনী, মিরপুর-১২, ঢাকা। প্রকাশকাল: প্রথম সংকলন-এপ্রিল, ১৯৯৬ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৪, মূল্য: ৩৮ টাকা। এ হাদীস গ্রন্থটিতে পবিত্রতা, নামায, আদব-কায়দা ইত্যাদি বিষয়ে চলিত বাংলায় অনুবাদসহ আলোচনা করা হয়েছে।

১১. *এসো জানি নবীর বাণী*

গ্রন্থকার: আবদুস শহীদ নাসিম, প্রকাশস্থান: বর্ণালী বুক সেন্টার, ৩১/১ শিরিস দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রকাশকাল: প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৮, মূল্য: ২০ টাকা। আবু বকর মুহাম্মদ ইমরান কর্তৃক প্রকাশিত "এসো জানি নবীর বাণী" গ্রন্থে গ্রন্থকার আল্লাহ, পবিত্রতা, সালাত, সাওম, হজ্জ, নৈতিক চরিত্র, ইসলাম, শিক্ষক, আনুগত্য-নেতৃত্ব, সত্য-মিথ্যা, মুসলিমের অধিকার, জনসেবা, প্রতিবেশীর অধিকার, শাসক, জামাতবদ্ধতা, রাসূলুল্লাহর দু'আসহ দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে মোট ২১৩টি হাদীস সন্নিবেশিত করেছেন। এতে হাদীসের ধারাবাহিক নম্বর অনুসারে চলিত বাংলায় তার অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে।

১২. *আনওয়ারুল হাদীছ*

গ্রন্থকার: হাফেজ মাওলানা মুজীবুর রহমান, প্রকাশস্থান: দারুল কিতাব, ৫০,বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-ডিসেম্বর, ১৯৯৭ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৩৪, মূল্য: ১৮০ টাকা।

পর্যালোচনা: গ্রন্থটি মাওলানা মুজীবুর রহমান কর্তৃক চয়নকৃত দৈনন্দিনের অতি প্রয়োজনীয় এক হাজার হাদীসের এক চমৎকার সংকলন। এ গ্রন্থে সংকলিত হাদীসসমূহ সিহাহ সিত্তা, মুসনদ আহমদ, বায়হাকী, তাবরানী ও দারেমী ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত। এতে ইসলামী জীবন বিধানের প্রতিটি ক্ষেত্রে তথা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে মুসলিমগণ দৈনন্দিন যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হন, এ সকল সমস্যাকে চিহ্নিত করে হাদীসের আলোকে এগুলোর সমাধান দেয়ার প্রয়াস চালানো হয়েছে। এর বিন্যাস রীতির প্রতি লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হয় যে, এতে প্রথমে আরবীতে মূল হাদীস উদ্ধৃত করে নীচে চলিত বাংলায় তা ব্যাখ্যাত হয়েছে। হাদীস নির্বাচন, সাজানোর পদ্ধতি ও অনুবাদের ক্ষেত্রে লেখকের সচেতনতা, রুচিবোধ ও দক্ষতা পরিচয় পাওয়া যায়।

১৩. *শ্রেষ্ঠ হাদীস*

গ্রন্থকার: এম. এ. ওয়াহীদ, প্রকাশস্থান: শর্ষিনা আলিয়া লাইব্রেরি, ঢাকা। প্রকাশকাল: জুলাই, ১৯৯৭ খ্রি.,পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৪৭, মূল্য: ৪২ টাকা।

পর্যালোচনা : 'শ্রেষ্ঠ হাদীস' শিরোনামে উল্লিখিত হাদীস সংকলনে ঈমান, নামাজ, বিবাহ, বেহেশত, দোজখসহ দৈনন্দিন জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস সাধু বাংলায় উপস্থাপিত হয়েছে। এতে বেশির ভাগ হাদীস সিহাহ সিত্তাহ হতে সংকলন করা হয়েছে, তবে রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং হাদীস শেষে তথ্যসূত্র হিসেবে মূল কিতাবের নাম সংযোজন করা হয়েছে। এ বইয়ের শুরুতে রয়েছে দুই পৃষ্ঠাব্যাপী মাওলানা আবদুল মতিনের অভিমত এবং হাদীসের তাৎপর্য ও হাদীস গ্রন্থের পরিচিতিমূলক তিন পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা।

১৪. *হাদীসের আলো ও মানব জীবন*

গ্রন্থকার: মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রকাশস্থান: আল-কাউসার প্রকাশনী, ব্লক-৩, মিরপুর-১২, ঢাকা; প্রকাশকাল: এপ্রিল, ১৯৯৭ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ১৮১, মূল্য: ৭২ টাকা। আলোচ্য কিতাব চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। এতে প্রথমে রয়েছে হাদীসের পরিচয় সংক্রান্ত ২০ পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণনা। অতঃপর ঈমান, পবিত্রতা, নামায, রোযা,

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত, চরিত্র ইত্যাদি বিষয়ে কিছু হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। হাদীসগুলি হরকতবিহীন আরবীতে লিখে চলিত বাংলায় এর অনুবাদ সংযুক্ত করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় হাদীসের সংশ্লিষ্ট বক্তব্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১৫. *তাজরীদুস সিহাহ (২ খণ্ড)*

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে 'তাজরীদুস সিহাহ' গ্রন্থখানি গৌরবময় অবদান রেখেছে। তাজরীদ শব্দের অর্থ হচ্ছে, বাহুল্য বর্জিত, দিরুক্তি মুক্ত করা। যেমন বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীসসমূহের পুনরাবৃত্তি মুক্ত স্বতন্ত্র সংকলনকে 'তাজরীদুল বুখারী' বলে। বাংলা ভাষার ইতিহাসে সর্বপ্রথম ১৯৮৭ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 'তাজরীদুস সিহাহ' প্রকল্প গ্রহণ করে। এ যাবৎ উক্ত গ্রন্থটি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম খণ্ড: সংকলক ও অনুবাদক: মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ ও মাওলানা রূহুল আমীন খান, প্রকাশস্থান: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা। প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-১৯৯৭ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৪৩২, মূল্য: ২২৬ টাকা। এতে ঈমান ও ইসলাম, কুরআন সুন্নাহ আকড়ে ধরা, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ, ইলম, তাহারাত, উযূ, গোসল ও হায়িয অধ্যায়ে ২৬৬টি পরিচ্ছেদের অন্তর্গত ৫৪৭টি হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে। উদ্ধৃত হাদীসগুলো অন্য কোন হাদীস গ্রন্থে থাকলে তা ফুটনোটে বিবৃত হয়েছে। এতে হাদীসের পূর্ণ সনদ বর্ণিত হয়নি; শুধু শেষের একজন রাবীর নাম ও হরকত যুক্ত আরবী ভাষ্য উদ্ধৃত করে চলিত বাংলায় তা অনূদিত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-২০০০খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৮৪, মূল্য: ২৬০ টাকা। এতে সালাত, জুমুআ ও মসজিদ বিষয়ক অধ্যায়ে ৩১৪টি পরিচ্ছেদের অন্তর্গত ৭৯৬টি হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে।

৪.২ বাংলা ভাষায় অনূদিত হাদীস গ্রন্থাবলী

১৬. *আবু দাউদ শরীফ (৫ খণ্ড)*

মূল: ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআছ আস-সিজিস্তানী (রহ.), অনুবাদক: অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ, প্রফেসর ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক ও মাওলানা নূর মোহাম্মদ, সম্পাদনা: অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ, প্রকাশস্থান : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা।

সার্বিক পর্যালোচনা: "তরজমা প্রকল্প" ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের এক যুগান্তকারী মহতী উদ্যোগ। এর ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে 'সিহাহ সিত্তা তরজমা প্রকল্প' এর অধীন সম্পূর্ণ আবু দাউদ শরীফ এর বাংলা অনুবাদ কর্ম সম্পন্ন হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন সম্পূর্ণ আবু দাউদ শরীফ বাংলায় অনুবাদ ৫ খণ্ডে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। এ গ্রন্থটি উপরোল্লিখিত সম্পাদক ও অনুবাদকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রণীত হয়। এতে প্রথমে হরকতযুক্ত আরবীতে পূর্ণ সনদসহ মূল হাদীস লিপিবদ্ধ করে নীচে চলিত বাংলায় অনুবাদ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। অনুবাদে পূর্ণ সনদ তুলে ধরা হয়নি, এ ক্ষেত্রে প্রথম ও শেষ রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- আমর ইবন আওফ... আবু সাঈদ আল-খুদরী থেকে বর্ণিত।

প্রথম খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-জুন, ১৯৯০ খ্রি., ৩য় প্রকাশ-ডিসেম্বর,২০১৪খ্রি, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৭০, মূল্য: ১৮৫ টাকা। এ খণ্ডে শুরুতে ইলমি হাদীসের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা প্রসঙ্গে হাদীসের পরিচয়, পরিভাষা, শ্রেণিবিভাগ, কিতাবের স্তর, সহীহায়নের বাইরেও সহীহ হাদীস রয়েছে, উপমহাদেশে হাদীস চর্চা, ইমাম আবু দাউদ (রহ.) ও তার সুনান গ্রন্থের পরিচয়, এর পাণ্ডুলিপি ও ভাষ্যগ্রন্থসমূহ আলোচিত হয়েছে। অতঃপর এ খণ্ডের অন্তর্গত কিতাব আত-তাহারত থেকে কিতাব আস-সালাত পর্যন্ত মোট (১-১৫৫)=১৫৫টি অনুচ্ছেদের অধীন (১-৮৬৬) =৮১৫টি হাদীস উপস্থাপিত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-এপ্রিল, ১৯৯২ খ্রি., ৩য় প্রকাশ-ডিসেম্বর,২০১৩খ্রি, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৬৪, মূল্য: ১৮৫ টাকা। এ খণ্ডের অন্তর্গত কিতাব আস-সালাতের অবশিষ্টাংশ, কিতাব আল-যাকাত ও কিতাব আল-লুকতা (হারানো সম্পদ প্রাপ্তি) পর্যন্ত মোট (২১৭+৪৬+১)= ২৬৪টি অনুচ্ছেদের অধীন (৮৬৭-১৭২০)= ৮৫৩টি হাদীস উপস্থাপিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ খ্রি., ৩য় প্রকাশ- এপ্রিল,২০১৪খ্রি, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৯২, মূল্য: ১৯০ টাকা। এ খণ্ডের অন্তর্গত কিতাব আল-মানাসিক, কিতাব আন-নিকাহ, কিতাব আত-তালাক, কিতাব আস-সাওম ও কিতাব আল-জিহাদ পর্যন্ত মোট পাঁচটি অধ্যায়ের (৯+৪৮+৪৮+৭৭+১০২)= ২১৭টি অনুচ্ছেদের অধীন (১৭২১-২৬৪০)= ৯১৯টি হাদীস উপস্থাপিত হয়েছে।

চতুর্থ খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ খ্রি., ৩য় প্রকাশ- এপ্রিল,২০১৪খ্রি, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৫৮, মূল্য: ২৪২ টাকা। এ খণ্ডের অন্তর্গত কিতাব আল-জিহাদের অবশিষ্টাংশ, কিতাব আল-আদহা, সায়দ, ওয়াসিয়্যাহ, ফারায়িদ, জানায়িয, কসম, বায়', কাযা, ইলম, আশরিবাহ ও আতয়িমাহ পর্যন্ত মোট (১-৫০৫)= ৫০৫টি অনুচ্ছেদের অধীন (২৬৪১-৩৮১৪)= ১১৭৩টি হাদীস উপস্থাপিত হয়েছে।

পঞ্চম খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ খ্রি., ৩য় প্রকাশ-এপ্রিল,২০১৪খ্রি, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৯২, মূল্য: ১৯০ টাকা। এ খণ্ডের অন্তর্গত হাম্মাম, তিব্ব, তারজ্জুল (চুলের সিঁথি করা), লিবাস, কাযা (বিচার), ইতক, খাতাম, ফিতান, ইমাম আল-মাহদী, যুদ্ধবিগ্রহ, হুদুদ (দণ্ডবিধি), দিয়াত (রক্তপণ), সুন্নাতের অনুসরণ ও আখলাক অধ্যায় পর্যন্ত মোট ২৯২টি অনুচ্ছেদের অধীন (৩৮১৫-৫২৭৪)= ১৪৫৯টি হাদীস উপস্থাপিত হয়েছে। এ খণ্ডের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সুনান আবু দাউদের বাংলায় অনুবাদ সমাপ্ত হয়েছে।

১৭. *উমদাতুল আহকাম* (বুখারী-মুসলিম থেকে সংকলিত হাদীস শরীফ)

মূল: তকী উসমানী আবু মুহাম্মদ আবদুল গনী আল-মাকদেসী, অনুবাদক: এনামুল হক মেসেরি, প্রকাশক: এ.কে.এম. মাহমুদুর রহমান ও মুহাম্মদ আবুল কাসেম, প্রকাশকাল: নভেম্বর, ১৯৯০ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৪৪, মূল্য: ৩৫ টাকা।

পর্যালোচনা: আলোচ্য সংকলিত হাদীস গ্রন্থটি আরবীতে রচিত "উমদা আল-আহকাম" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। এতে সর্বমোট ৪০৭টি হাদীস চয়ন করা হয়েছে। তন্মধ্য থেকে ২৪৭টি হাদীস বাংলায় অনুবাদ করে এ গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। গ্রন্থটি বুখারী ও মুসলিম শরীফ থেকে বাছাইকৃত মুসলমানদের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় বিধান সম্পর্কিত হাদীস আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ কারা হয়েছিল যে, বাকী ১৬০টি হাদীস নিয়ে অচিরেই ২য় খণ্ড প্রকাশিত হবে। কিন্তু অদ্যাবধি (২০১৫ খ্রি.) উক্ত ২য় খণ্ডটি প্রকাশিত হয়নি।

১৮. *মুসনাদে ইমাম আযম আবু হানীফা*

অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল হক, প্রকাশস্থান: শান্তিধারা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রকাশকাল: ১ম প্রকাশ- ১৯৯১ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৭৮, মূল্য: ২০০ টাকা। এতে ইমাম আযম আবু হানীফার 'মুসনাদ' গ্রন্থ থেকে বাছাইকৃত ২৫৬টি হাদীসের বাংলা অনুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে হরকতযুক্ত মূল হাদীস লিখে নিচে চলিত বাংলায় অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৯. *মুসনাদে ইমাম আযম আবু হানীফা (প্রথম অংশ)*

অনুবাদক: মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল হক, প্রকাশস্থান: মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন, মেসার্স নূর লাইব্রেরি, কক্সবাজার; প্রকাশকাল: ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১১২, মূল্য: ৫২.৫০ টাকা। এ সংকলনের শুরুতে রয়েছে ষোল পৃষ্ঠাব্যাপী ইমাম আবু হানীফার সংক্ষিপ্ত জীবনী শীর্ষক আলোচনা। অতঃপর এখানে ইলম ও পবিত্রতা অধ্যায়ের হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এতে হাদীসের পূর্ণ সনদ উল্লেখ করা হয়েছে এবং মূল হাদীস আরবীতে হরকতসহকারে উদ্ধৃত করে তার নীচে চলিত বাংলায় অনুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সাথে হাদীস সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সর্বমোট ৯৬টি হাদীস স্থান পেয়েছে।

২০. *সুন্নতে রাসুলের আইনগত মর্যাদা*

মূল: সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী, অনুবাদ: মুহাম্মদ মূসা, অনুবাদ ও সম্পা.: আবদুস শহীদ নাসিম, প্রকাশস্থান : সায়েদ আবুল আলা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, বড় মগবাজার, ঢাকা। প্রকাশকাল: ১ম সংস্করণ-নভেম্বর ১৯৯১ খ্রি., ২য় সংস্করণ-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩০৬, মূল্য: ১৩০ টাকা। এটি সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী রচিত উর্দুতে লেখা '*সুন্নাত কী আইনী হাইছিয়ত*' গ্রন্থের চলিত বাংলায় অনুবাদ। এতে সুন্নাত ভুল-ত্রুটি

Dhaka University Institutional Repository

থেকে পবিত্র কিনা, জাল হাদীস, হাদীস লিপিবদ্ধকরণ, সাহাবীগণের হাদীস বর্ণনা, ইলমি হাদীসের ধারাবাহিক ইতিহাস ইত্যাদিসহ হাদীস সম্পর্কিত বিবিধ আলোচনা স্থান পেয়েছে।

২১. *হাদীস আরবাঈন*

মূল: তকী উদ্দীন ইবন দাকীক, অনুবাদক: মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, প্রকাশস্থান: এমদাদিয়া লাইব্রেরি, চকবাজার, ঢাকা। প্রকাশকাল: ৭ম মুদ্রণ-১৯৯১ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৬৪, মূল্য: ১৫ টাকা। মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী অনূদিত হাদীসের এ পুস্তিকাটিতে দৈনন্দিন জীবনে মুসলমানদের জন্য প্রয়োজনীয় ৪০টি হাদীস রয়েছে। হাদীসসমূহ হরকতযুক্ত আরবীতে উদ্ধৃত করে নীচে সাধু বাংলায় টীকাসহ অনুবাদ উপস্থাপিত হয়েছে।

২২. *সহীহুল বুখারী*

অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সামাদ, প্রকাশস্থান : ড. শাহ আবদুল মজিদ, ১২,ময়মনসিংহ রোড, ঢাকা।, প্রকাশকাল: মে, ১৯৯২ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৫৫, মূল্য: ১০০ টাকা। এতে বুখারী শরীফের অধ্যায়, ওহীর প্রারম্ভ অধ্যায়, ওযুসহ নিদ্রাযাপনের ফজিলত এর অধীন ১৪৭ নম্বর পর্যন্ত হাদীস স্থান পেয়েছে। হাদীসগুলো পূর্ণ সনদসহ হরকতযুক্ত আরবীতে লিখে সাধু বাংলায় অনুবাদ সংযুক্ত করা হয়েছে। এতে কোনো কোনো হাদীসের ব্যাখ্যাও উপস্থাপিত করা হয়েছে।

২৩. *হাদীসে কুদসী*

মূল: শেখ জয়নুদ্দীন আবদুর রউফ আল-মানাবী, অনুবাদক: মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, প্রকাশস্থান: ইনস্টিটিউট অব ট্রান্সলেশান এন্ড রিসার্চ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল: ১ম প্রকাশ-১৯৯২ খ্রি., ২য় প্রকাশ-১৯৯৩ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৭৬, মূল্য: ১৮ টাকা। মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম চৌধুরী অনূদিত এ সংকলনটি 'আল-আহাদীস আল-কুদসিয়া' শীর্ষক গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। মূল গ্রন্থে রয়েছে ২৭২টি হাদীস। তা হতে অনুবাদক বাছাই করে ১৫১টি হাদীসের অনুবাদ করেন। এখানে প্রথমে হরকতসহ আরবীতে হাদীস লিপিবদ্ধ করে নীচে সাধু বাংলায় অনুবাদ সংযুক্ত করা হয়েছে।

২৪. *মুসলিম নারীদের প্রতি রসুলুল্লাহর উপদেশ*

মূল: আশেক এলাহী বুলন্দ শহরী, অনুবাদক: সাঈদ মিসবাহ, প্রকাশস্থান: মোহাম্মদী বুক হাউস, ঢাকা, প্রকাশকাল: ১৯৯২ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩৭৯। এটি মূলত: উর্দূ ভাষায় নারীদের উদ্দেশ্যে সংকলিত এক খান হাদীস গ্রন্থ। তা থেকে বাংলায় অনূদিত হয়। এতে মুসলিম নরীদের জন্য প্রিয় নবী (সা.) বিশেষভাবে যে সকল উপদেশ-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন সেগুলোকে সংকলনের মাধ্যমে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। কিতাবটি মুসলিম নারীদের সংগ্রহে রাখার মত একটি বই।

২৫. *সহীহ মুসলিম*

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা কর্তৃক সম্পূর্ণ মুসলিম শরীফের বাংলায় অনুবাদ ৮ খণ্ডে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। এর শুরুতে রয়েছে ইমাম মুসলিমের জীবনী ও সহীহাইনের কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য শীর্ষক আলোচনা। এতে মূল হাদীস পূর্ণ সনদসহকারে বর্ণিত হয়েছে। অনুবাদে কেবল মূল রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এতে প্রথম হরকতসহ হাদীস উদ্ধৃত করে নীচে বাংলা অনুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

প্রথম খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা আফলাতুন কায়সার, প্রকাশস্থান: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা। প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-মার্চ ১৯৯২ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৩০২, মূল্য: ২১৫ টাকা। এ খণ্ডের শুরুর দিকে ইমাম মুসলিমের জীবনবৃত্তান্ত, সহীহায়নের কতিপয় বৈশিষ্ট্য, সহীহ মুসলিমের বৈশিষ্ট্য এবং হাদীসের পরিচয়, পরিভাষা, হাদীস গ্রন্থের শ্রেণি বিভাগ, সহীহায়নের বাইরে সহীহ হাদীস, হাদীসের সংখ্যা, সংকলন, ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। অতঃপর মুসলিম শরীফের মুকাদ্দামায় (ভূমিকা) ৭টি অনুচ্ছেদে ৭৩ পৃষ্ঠাব্যাপি হরকতসহ আরবী ইবারত উল্লেখপূর্বক বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে। তারপরে কিতাবুল ঈমানের অন্তর্গত ৮৩টি অনুচ্ছেদের মধ্যে (১-৩৬৬)= ৩৬৬টি হাদীসের বাংলায় অনুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে সনদ বর্ণিত হয়নি, কেবল সনদের শুরু ও শেষ রাবীর নাম উল্লিখিত হয়েছে; কিন্তু হরকতসহ আরবীতে পূর্ণ সনদ ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অনুবাদ ও বিন্যাস পদ্ধতির ধারা পরবর্তী খণ্ডগুলোতে অব্যাহত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় খণ্ড: অনুবাদকমণ্ডলী: মাওলানা আফলাতুন কায়সার, মুহাম্মদ মুসা; ও মোজাম্মেল হক। প্রকাশকাল: জুন, ১৯৯৯ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৯৩, মূল্য: ২৩০ টাকা। এ সংকলনে কিতাবুত তাহারাত (পবিত্রতা) এর অনুচ্ছেদ (১-২৭), হায়েয (ঋতুস্রাব) এর অনুচ্ছেদ (১-৩০), সালাত অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-৪৭) এবং কিতাবুল মাসাজিদ ও মাওদাউস সালাত (নামাযের স্থান) এর অনুচ্ছেদ (১-৫১) এর অন্তর্গত সর্বমোট (৪৪১-১৪৪৯) = ১০০৮টি হাদীস স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা মোজাম্মেল হক, মাওলানা মুহাম্মদ মুসা; ও মাওলানা আবু জাফর মকবুল আহমদ ও মাওলানা আ.স.ম. নুরুজ্জামান। প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-জুলাই, ২০০০ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৭৩, মূল্য: ২৪০ টাকা। এতে মুসাফিরের সালাত ও তার কসর অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-২৩), ফযায়েলুল কুরআন এর অনুচ্ছেদ (১-১৯), জুমু'আর সালাত অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-১৬), দুই ঈদের সালাত, ইসতিসকার সালাত, সালাত আল-কুসুফ ও জানাযা সম্পর্কিত অধ্যায় ও যাকাত অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-৩৫) এর অন্তর্গত সর্বমোট (১৪৫০-২৩৬২)= ৯১২টি হারাকাতযুক্ত হাদীসের চলিত বাংলায় আনুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

চতুর্থ খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা আ.স.ম. নুরুজ্জামান, সম্পাদক: মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-মে, ২০০১ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৪৮, মূল্য: ১৫০ টাকা। এতে সিয়াম অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-৩৩), কিতাবুল ই'তিকাফ এর অনুচ্ছেদ (১-৩) ও হজ্জ অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ (১-৯৪) এর অন্তর্গত সর্বমোট (২৩৬৩-৩২৬০)= ৮৯৭টি হারাকাতসহ আরবী ভাষ্যযুক্ত হাদীসের চলিত বাংলায় আনুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে।

পঞ্চম খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা আফলাতুন কায়সার, মাওলানা মুহাম্মদ মুসা ও মাওলানা মোজাম্মেল হক। সম্পাদক: মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি, ২০০২ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪০৫, মূল্য: ১৫০ টাকা। এতে বিবাহ অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-২৪) , দুধপান অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-৮), ইতাক (দাসমুক্তি) অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-১৬), লি'আন (অভিসম্পাদ) অধ্যায়, মুসাকাত ও মুযারাআত অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-২৫),ফারায়েয অধ্যায় ও হিবাহ অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-৪) এর অন্তর্গত সর্বমোট (৩২৬১-৪০৫৬)= ৭৯৫টি হারাকাতযুক্ত হাদীসের চলিত বাংলায় আনুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে।

ষষ্ঠ খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা আফলাতুন কায়সার, সম্পাদক: মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-নভেম্বর ২০০২ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৩২, মূল্য: ২০০ টাকা। এতে ওসিয়াত অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-৫), নযর (মান্নত) অধ্যায়, কসম অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-৮), যুদ্ধকারী কাফির, জানের বদলে জান ও রক্তমূল্য ইত্যাদি অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-১১), হুদুদ (দণ্ডবিধি) অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-২৫), আকযিয়া (বিচার ও সাক্ষ্য দান) অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-১১) লুকতা (কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদ) অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-৪), ইমারাহ (নেতৃত্ব ও প্রশাসন) অধ্যায়, কসম অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-৫৫), জিহাদ ও সিয়ার অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-৪৫), সয়দ (শিকার) অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-১১) এর অন্তর্গত সর্বমোট (৪০৫৭-৪৯০৭)= ৮৫০টি হারাকাতযুক্ত আরবী মূল হাদীসের চলিত বাংলায় আনুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সপ্তম খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা আফলাতুন কায়সার, মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, আব্দুল মান্নান তালিব, মাওলানা আবু জাফর মকবুল আহমদ ও মাওলানা মুহাম্মদ মুসা। সম্পাদক: মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-ডিসেম্বর, ২০০৩ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৬৮, মূল্য: ২৩০ টাকা। এতে কুরবাণী অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-৮), পানীয় অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-৩৩), লিবাস (পোশাক) অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-২৬), হুলম (স্বপ্ন) অধ্যায়, আদব অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-১১), সালাম অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-২৯), সাপ হত্যা অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-৫), শব্দের প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-৫), কবিতা অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-২), নবী ও সাহাবাগণের মর্যাদা সম্পর্কিত অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-৫৯) এর অন্তর্গত সর্বমোট (৪৯০৮-৬১৭৬)= ১২৬৮টি হারাকাতযুক্ত আরবী মূল হাদীসের চলিত বাংলায় আনুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে।

অষ্টম খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা আ.স.ম. নুরুজ্জামান, মাওলানা আবু জাফর মকবুল আহমদ, মাওলানা সাঈদ আহমদ ও মাওলানা মুহাম্মদ মুসা। সম্পাদক: মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-ডিসেম্বর, ২০০৫ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৬০৬, মূল্য: ৪০০ টাকা। এতে সাহাবাগণের মর্যাদা সম্পর্কিত (বাকি অংশ) অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (৬০-৯০), আদব ও পারস্পরি সম্পর্ক অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-৫০), কদর (ভাগ্য) অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-৭), ইলম অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-৩), যিকর, দু'আ ও ইসতিগফার অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-২৭), তাওবা অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

এর অনুচ্ছেদ (১-১১), মুনাফিকের আলামত অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-১০), জান্নাত-জাহান্নাম অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-৬), ফিতনা ও কিয়ামতের আলামত অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-৭), দুনিয়া বিরাগ ও মর্মস্পশী অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-১৭) ও তাফসীর অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ (১-২০) এর অন্তর্গত সর্বমোট (৬১৭৭-৭৩৩৭)= ১১৬০টি হারাকাতযুক্ত হাদীসের চলিত বাংলায় আনুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে। এ খণ্ডের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ মুসলিম শরীফের বাংলা ভাষায় অনুবাদ কর্ম সমাপ্ত হয়েছে।

২৬. *তিরমিযী শরীফ (৪ খণ্ড)*

মূল: ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.), অনুবাদ: মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, সম্পাদনা পরিষদ: সভাপতি-মাওলানা উবায়দুল হক; সদস্য-মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ; মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম; ডক্টর কাজী দীন মুহাম্মদ; মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ; মুহাম্মদ লুতফুল হক; প্রকাশস্থান: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

পর্যালোচনা: সংকলনের প্রারম্ভে রয়েছে অনুবাদকের লেখা ২১ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা। এতে হাদীসের পরিচয়, শ্রেণী বিভাগ, উপমহাদেশে হাদীস চর্চা, ইমাম তিরমিযীর জীবনবৃত্তান্ত ও তিরমিযী শরীফের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে প্রথম পূর্ণ সনদসহ মূল হাদীস হরকত সহকারে লিপিবদ্ধ করতঃ নীচে চলিত বাংলায় অনুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে পূর্ণ সনদ তুলে ধরা হয়নি। প্রথম ও শেষ রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম খণ্ড: প্রকাশকাল: ২য় সংস্করণ-অক্টোবর, ১৯৯৩ খ্রি.,পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৬৯, মূল্য: ১৮০ টাকা। এ খণ্ডে তাহারাত, তায়াম্মুম, সালাত ও আযান অধ্যায়ের অধীন সর্বমোট ২৮৮টি হাদীস স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: প্রকাশকাল: অক্টোবর,১৯৯৩ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৪২৮, মূল্য: ২৩০ টাকা। এ খণ্ডে আবওয়াব আস-সালাত এর তাশাহহুদ প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। অতঃপর এখানে জুমু'আ ও ঈদ অধ্যায় পর্যন্ত ২৮৯-৪১৪ নম্বর হাদীস স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড: প্রকাশকাল: জুন,১৯৯৫ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৮৮, মূল্য: ২২০ টাকা। এ খণ্ডে যাকাত, সাওম, হজ্জ, কাফন-দাফন, বিবাহ, শিশুদের দুগ্ধপান, তালাক ও লি'আন এবং ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায় পর্যন্ত ৬১৫-১২২৪ নম্বর হাদীস স্থান পেয়েছে।

চতুর্থ খণ্ড: প্রকাশকাল: জুন,১৯৯২ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৭২০, মূল্য: ৩৫৫ টাকা। এতে বিধি-বিধান ও বিচার অধ্যায় থেকে কিয়ামত পর্ব পর্যন্ত স্থান পেয়েছে।

২৭. *সহীহ মুসলিম শরীফ*

অনুবাদ: মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভুঞা, প্রকাশস্থান : মোহাম্মদী লাইব্রেরি, চকবাজার, ঢাকা। প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪২৪, মূল্য: ১৯৮ টাকা। এ গ্রন্থে মূল মুসলিম শরীফের প্রারম্ভ থেকে বাব ইতলাক ইসম আল-কুফরি 'আলা মন তরকাস্ সালাত এর অধীন ১৫৩ নম্বর পর্যন্ত হাদীস স্থান পেয়েছে। এতে পূর্ণ সনদসহ মূল হাদীস হরকতযুক্ত আরবীতে উদ্ধৃত করে নীচে সাধু বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সংযুক্ত করা হয়েছে।

২৮. *জামে' আত-তিরমিযী (৪ খণ্ড)*

অনুবাদক: মাওলানা মুহাম্মদ মুসা, প্রকাশস্থান : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা। ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.) কর্তৃক সংকলিত "জা'মি আত-তিরমিযী" মাওলানা মুহাম্মদ মুসা অনূদিত বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার থেকে ৪ খণ্ডে এর সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এতে প্রথমে হরকতসহ হাদীস লিপিবদ্ধ করার পর বাংলা অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রথম খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ- মার্চ, ১৯৯৪ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪২৩, মূল্য: ২০০ টাকা। এ খণ্ডের শুরুতে হাদীসের পরিচয়, পরিভাষা, হাদীস চর্চা, সংরক্ষণ, গ্রন্থায়ন, ইমাম তিরমিযীর জীবনী ও তিরমিযী শরীফের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর আবওয়াব আত-তাহারাত থেকে আবওয়াব আস-সফর পর্যন্ত মোট ৬টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-নভেম্বর,১৯৯৬ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪২৭, মূল্য: ২০০ টাকা। এ খণ্ডে আবওয়াব আয-যাকাত থেকে আবহাওয়াব আল-বুয়ু' পর্যন্ত মোট ৮টি অধ্যায় স্থান পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-আগস্ট,১৯৯৭ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৩০, মূল্য: ২০০ টাকা। এ খণ্ডে আবওয়াব আল-আহকাম থেকে আবওয়াব আল-বিররি ওয়া আস-সিলাহ (সদ্ব্যবহার ও পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করা) পর্যন্ত মোট ১৩টি অধ্যায় স্থান পেয়েছে।

চতুর্থ খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-ডিসেম্বর, ১৯৯৭ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪২২, মূল্য: ২০০ টাকা। এ খণ্ডটি মাওলানা মুহাম্মদ মুসা ও মুহাম্মদ শামসুল আলম খান কর্তৃক যৌথভাবে অনূদিত। এখানে আবওয়াব আত-তিব্ব (চিকিৎসা পর্ব) থেকে আবওয়াব আল-ইলম (জ্ঞান পর্ব) পর্যন্ত মোট ১৪টি অধ্যায় স্থান পেয়েছে। এ খণ্ডের মাধ্যমে তিরমিযী শরীফের বাংলা অনুবাদকর্ম সমাপ্ত হয়।

২৯. *আখলাকুননবী (সা.)*

মূল: হাফিজ আবু শায়খ ইসফাহানী, অনুবাদ: মুহাম্মদ আহমদ মুখতার কমর, প্রকাশস্থান: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা। প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-অক্টোবর,১৯৯৪ খ্রি.,পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪০২, মূল্য: ১২০ টাকা।

পর্যালোচনা: অনুবাদক অত্যন্ত দক্ষতারসাথে মূল আরবী থেকে চলিত বাংলায় অনুবাদ কর্ম সম্পাদন করেন। এ গ্রন্থে নবীজীর দয়া, ধৈর্য, দানশীলতা, ক্ষমা, সাহসিকতা, পোশাক-পরিচ্ছেদ, পানাহার ও নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক দ্রব্যাদির আলোচনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সর্বমোট ৮৫০টি হাদীস উপস্থাপিত হয়েছে। এতে প্রথমে মূল হাদীস লিপিবদ্ধ করে বাংলা অনুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অনুবাদ শেষে 'ফায়দা' শিরোনামে হাদীস সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।

৩০. *আল-আদাবুল মুফরাদ (২ খণ্ড)*

মূল: ইমাম বুখারী, অনুবাদ: মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, প্রকাশস্থান: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, প্রকাশকাল: ১ম প্রকাশ-মে, ১৯৯৪ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৩২, মূল্য: ৯০ টাকা।

মন্তব্য: ইমাম বুখারী সংকলিত শিষ্টাচার বিষয়ক একটি অনন্য সাধারণ হাদীস গ্রন্থ "আল আদাবুল মুফরাদ"। এ মূল গ্রন্থে ৬৪৪টি শিরোনামের অধীন ১৩২২টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এটি শিষ্টাচার ও নৈতিকতা সম্পর্কিত অত্যন্ত মূল্যবান হাদীস সংকলন। এ অনুবাদ কর্মে মূল কিতাবের সঙ্গে সংগতি রেখে ধারাবাহিকভাবে নম্বর ভিত্তিক হাদীস উদ্ধৃত করে দুই খণ্ডে সাধু বাংলায় অনুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। চরিত্র গঠনে বইটির বিষয়ভিত্তিক সংকলিত হাদীসগুলো অত্যন্ত উপযোগী এবং উপকারী।

প্রথম খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২১৮, মূল্য: ৩৫ টাকা। এতে ১-১২৭টি শিরোনামের অধীন ১-২৫৫ নম্বর পর্যন্ত হারাকাতযুক্ত হাদীসের সাধু বাংলায় অনুবাদ উপস্থাপিত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-মে, ১৯৯৫ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৩২, মূল্য: ৯০ টাকা। এতে ১২৮-৪৭৯টি শিরোনামের অধীন ২৫৬-১০৫০ নম্বর পর্যন্ত হারাকাতযুক্ত হাদীসের সাধু বাংলায় অনুবাদ উপস্থাপিত হয়েছে।

৩১. *তাজরীদুল বোখারী (১ম খণ্ড)*

মূল: আবুল আব্বাস যইন উদ্দীন আহমদ যাবেদী, অনুবাদ: আবদুল জলীল, প্রকাশস্থান: ফেরদৌস পাবলিকেশন্স, ৪১নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা, প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি, ১৯৯৫ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২৯৫, মূল্য: ১৫ টাকা।

মন্তব্য: এ গ্রন্থে মূল হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়নি। শুধু মূল গ্রন্থের ক্রমানুসারে নম্বরভিত্তিক হাদীসের সাধু বাংলায় অনুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ খণ্ডে অহির সূচনা থেকে চুক্তিবদ্ধ দাসমুক্তি অধ্যায় পর্যন্ত স্থান পেয়েছে। এতে এ অনুবাদক কর্তৃক অনূদিত তাজরীদুল বোখারীর ২য় খণ্ড শীঘ্রই বের হচ্ছে মর্মে ঘোষণা ছাপা হয়েছে। তবে তা অদ্যাবধি (২০২০খ্রি. পর্যন্ত) প্রকাশিত হয়নি।

৩২. *আসাহহুস সিয়ার*

মূল: মাওলানা হাকীম আবুল বারকাত আবদুর রউফ দানপুরী, অনুবাদক: মাওলানা আ.ছ.ম. মাহমুদুল হাছান খান ও আ: বিন সাঈদ জালালাবাদী, প্রকাশস্থান: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা। প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৪৪, মূল্য: ২৫৫ টাকা।

পর্যালোচনা: এটি মাওলানা হাকীম আবুল বারকাত আবদুর রউফ দানপুরী কর্তৃক উর্দু ভাষায় রচিত মূল "আসাহহুস সিয়ার" এর বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ। এতে সিরাতুন্নবী, আরবের ইতিহাস, বিশেষতঃ নবী করীম (সা.) এর যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস চলতি বাংলায় বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থকারের দাবী, এটা সীরাত বিষয়ক সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ।

Dhaka University Institutional Repository

৩৩. *প্রিয় নবীর প্রিয় সুন্নত ও তা'লীমুস সুন্নাহ*

মূল: মাওলানা শাহ আবরারুল হক, অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রকাশস্থান: মাকতাবাতুল আশরাফ, ৩/৬ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা। প্রকাশকাল: ডিসেম্বর, ১৯৯৬ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৯২, মূল্য: ৫০ টাকা।

পর্যালোচনা: প্রিয় নবীর প্রিয় সুন্নত বইয়ে মাওলানা শাহ আবরারুল হক কর্তৃক উর্দূ ভাষায় লিখিত সুন্নত বিষয়ক বই থেকে ঈমান ও সুন্নাত সম্পর্কিত হাদীস চয়ন করা হয়েছে। উল্লেখিত দ্বিতীয় বই তা'লীমুস সুন্নাহ'তে মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ উভয় বই মূল হাদীস উল্লেখ করা হয়নি বরং চলিত বাংলায় অনূদিত হাদীস রয়েছে। উল্লেখিত দুটি বইয়ের অনুবাদ একত্রিত করে একই মলাটে একটি বইয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।

২০০০-২০১০ পর্যন্ত রচিত বাংলা ভাষার হাদীস গ্রন্থাবলী: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার

৪.১ বাংলা ভাষায় সংকলিত হাদীস গ্রন্থাবলী

১. *রিয়াদুল জান্নাত*

গ্রন্থকার: মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান, প্রকাশ কাল: জানুয়ারি, ২০০১ খ্রি., চতুর্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩০০, মূল্য: ৩৫০ টাকা, প্রকাশস্থান: আহসান পাবলিকেশন্স, বাংলা বাজার, ঢাকা।

মন্তব্য: এ গ্রন্থে সিহাহ সিত্তাহসহ হাদীসের মৌলিক গ্রন্থ থেকে সেই সব হাদীস বাছাই করা হয়েছে, যাতে রয়েছে ইহকালীন শান্তি ও সমৃদ্ধি, পরকালীন জীবনে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে নাজাত এবং জান্নাতের অফুরন্ত নি'আমত লাভের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা। এতে ক্ষেত্রে মূল ইবারতের সরল বঙ্গানুবাদের পাশাপাশি প্রত্যেকটি হাদীসের মূল কিতাবের নামের সামনে তারকা চিহ্ন দেয়া হয়েছে এবং পাদটীকায় সেসব তারকা চিহ্ন মোতাবেক হাদীসের মূল কিতাবের বিস্তারিত রেফারেন্স উল্লেখ করা হয়েছে। রেফারেন্সের ক্ষেত্রে হাদীস সমূহের অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ও মূল কিতাবের হাদীস নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের মধ্যে ৫১০টি হাদীস স্থান পেয়েছে।

২. *এহইয়াউস সুনান*

গ্রন্থকার: ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.), প্রকাশ কাল: ২০০২ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৭৫, মূল্য: ৩৮০ টাকা, প্রকাশস্থান: আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট, পৌর বাস টার্মিনাল, ঝিনাইদা।

মন্তব্য: এ গ্রন্থটি ৫টি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে। তন্মধ্যে সুন্নাতের পরিচয় ও গুরুত্ব, সুন্নাত বনাম বিদ'আত, সুন্নাতের উৎস, সুন্নাতের প্রকারভেদ, সুন্নাত বনাম খিলাফে সুন্নাত বিষয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে। উপরিউক্ত অধ্যায় শিরোনামের আলোকে বিষয় ভিত্তিক হাদীস আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও এতে বিদ'আত থেকে বাচার উপায়, অযু, যিকর, কুলখানী ইত্যাদি থেকে শুরু করে হরতাল, ধর্মঘটসহ মুসলিম জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) এর কর্ম ও বর্জনের সুন্নাত জানার প্রয়াস চালানো হয়েছে। তাছাড়া সমাজে প্রচলিত সুন্নাহ বহির্ভূত অগণিত ধর্মীয় বিশ্বাস, কর্ম, রীতি ও আচার অনুষ্ঠানের আলোচনা প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে।

৩. *হাদীসের নামে জালিয়াতি*

গ্রন্থকার: প্রফেসর ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.), প্রকাশ কাল: ২০০২ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৭২, মূল্য: ৪৫০ টাকা, প্রকাশস্থান: আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট, পৌর বাস টার্মিনাল, ঝিনাইদা। এ গ্রন্থটি হাদীস ও হাদীসের নামে জালিয়াতী এবং প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা শিরোনামে ২টি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে। উপরিউক্ত অধ্যায় শিরোনামের আলোকে বিষয় ভিত্তিক হাদীস আলোচনা করা হয়েছে। এতে জালহাদীসের ব্যাপারে গ্রন্থাকারের নিজস্ব কোন মতামত ব্যক্ত করা হয়নি। তাবেয়ী', তাব'তাবেয়ী'গণ এবং পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ যে সকল হাদীস ও রাবীদের ব্যাপারে যে মত প্রদান করেছেন হুবহু তাদের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি যে সকল হাদীসের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে সেগুলো মতভেদসহ উল্লেখ করা হয়েছে।কোন কোন ক্ষেত্রে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে আলোচনা পেশ করা হয়েছে। বানোয়াট হাদীস বর্ণনার পাশাপাশি সে বিষয়ে বর্ণিত সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে তা উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. *হাদীসেরআলোকে মানব জীবন*

গ্রন্থকার: আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, প্রকাশ কাল: ডিসেম্বর ২০০৩ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২২৪, প্রকাশস্থান: শতাব্দী প্রকাশনী, ৪৯১/১মগবাজার ওয়ারলেস গেইট, ঢাকা। আলোচ্য গ্রন্থটির তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড একত্রে খেলাফত পাবলিকেশন্স কতৃক প্রকাশিত হয়েছে। এতে মানব জাতির চারিত্রক গুণাবলী ও দোষ-ত্রুটি সম্পর্কিত হাদীস স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া এর বিরাট অংশ জুড়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওসিয়াত সম্পর্কিত হাদীস আলোচিত হয়েছে।

৫. *হাদীসের বিরল কাহিনী*

গ্রন্থকার: মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, প্রকাশ কাল: আগস্ট-২০০৪ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৭৬, মূল্য: ৭৬ টাকা, প্রকাশস্থান: নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী, ৫৯ চকবাজার, ঢাকা। হাদীসের বিরল কাহিনী নামক গ্রহন্থটিতে মানুষের ব্যক্তি জীবনের সমস্যার সমাধান সম্পর্কিত হাদীসগুলো স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটি সাবলীল ও প্রাঞ্জল চলিত রীতিতে রচিত। এতে প্রার্থনা, মেহমান, দাওয়াত, ক্ষুধা, উপহাস, অনুশোচনা, ইনসাফ, আহার ইত্যাদি অধ্যায়ের হাদীসগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৬. *মিলাদুন্নবী (সা.)*

গ্রন্থকার: আবুল জামাল মুহাম্মদ তকীয়ুল্লাহ, প্রকাশনায়: ১১৫ হাজী ওসমান গনি রোড, ঢাকা হতে প্রকাশিত (প্রাপ্তিস্থান- মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা), প্রকাশকাল: ২২ এপ্রিল, ২০০৫ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২২। এটি খ্যাতনামা ভাষাবিদ ও কথা সাহিত্যিক ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর পুত্র আবুল জামাল মুহাম্মদ তকীয়ুল্লাহ কর্তৃক সংকলিত ১০০টি হাদীসের একটি সংকলন। এতে ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ, জালিমের শাস্তি ও মুমিনের কর্তব্যসহ দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় ১০০টি হাদীসেরবাংলা অনুবাদ রয়েছে। হাদীসগুলো প্রধানত বুখারী ও মুসলিম শরীফ থেকে নেয়া হয়েছে।

৭. *সহীহ মাসনূন ওযীফা*

গ্রন্থকার: ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)স প্রকাশ কাল: ২০০৭ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮০, মূল্য: ৫০ টাকা, প্রকাশস্থান: আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট, পৌর বাস টার্মিনাল, ঝিনাইদা। এ গ্রন্থটি ৪টি পরিচ্ছেদে বিন্যাস করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে ওযীফার আগে করণীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সাধারণ নেক আমলের ওযীফা, যা বিশেষ সময়ের সাথে যুক্ত নয়; তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিশেষ বিশেষ যিকরের ওযীফা, চতুর্থ পরিচ্ছেদে ভালবাসা, সাহচার্য ও মজলিস প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়াও সহীহ হাদীস ভিত্তিক নফল ইবাদত ও যিক্‌রের মধ্য থেকে বাছাই কৃত কিছু কিছু বিষয়ের হাদীস নিয়ে গ্রন্থটিকে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে।

৪.২ বাংলা ভাষায় অনূদিত হাদীস গ্রন্থাবলী

৮. মূল গ্রন্থ: *সুনানে নাসাঈ শরীফ (পাঁচ খণ্ড)*

গ্রন্থকার: ইমাম আবু আব্দির রহমান আহমাদ ইবন শুয়াইব আন-নাসাঈ (রহ.), প্রকাশস্থান: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। এটি সিহাহ সিত্তাহ এর অন্যতম হাদীস গ্রন্থ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের অনুবাদ প্রকল্পের অধীন পাঁচ খণ্ডে চলিত বাংলায় প্রাঞ্জল ভাষায় বঙ্গানুবাদ সম্পাদন করা হয়েছে।

প্রথম খণ্ড: অনুবাদ: মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, প্রকাশকাল: ডিসেম্বর-২০০০খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৩২, মূল্য: ২০০টাকা। এ খণ্ডে ১০টি অধ্যায়ের অধীন ২৭টি পরিচ্ছেদ মোট (১-৮৭৮)= ৮৭৮টি হাদীসের চলিত বাংলায় অনুবাদ স্থান পেয়েছে ।

দ্বিতীয় খণ্ড: অনুবাদ: মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, প্রকাশকাল: ডিসেম্বর-২০০২খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৪৪, মূল্য: ৪৩০টাকা। এ খণ্ডে ৯টি অধ্যায়ে মোট (৮৭৯-২০৯৩)=১২১৪টি হাদীসের বঙ্গানুবাদ উল্লিখিত হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড: অনুবাদ: মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, প্রকাশকাল: ডিসেম্বর-২০০৩খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৬২০, মূল্য: ২৪০টাকা। এ খণ্ডে ৬টি অধ্যায়ে মোট (২০৯৪-৩৫৬৪)=১৪৭০টি হাদীসের চলিত বাংলায় অনুদিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ খণ্ড: অনুবাদ: মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, প্রকাশকাল: ডিসেম্বর-২০০৪খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৬৬, মূল্য: ২০০টাকা। এ খণ্ডে ১৮টি অধ্যায়ে মোট (৩৫৬৫-৪৭০৫)=১১৪০টি হাদীসের বঙ্গানুবাদ বিধৃত হয়েছে।
পঞ্চম খণ্ড: অনুবাদ: মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, প্রকাশকাল: ডিসেম্বর-২০০৫খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩৬৪, মূল্য: ১৪৫টাকা। এ খণ্ডে ৭টি অধ্যায়ে মোট (৪৭০৬-৫৭৬১)=১০৫৫টি হাদীসের চলিত বাংলায় অনুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ।

৯. মূল গ্রন্থ: *সুনানে ইবন মাজাহ (তিন খণ্ড)*
গ্রন্থকার: ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজীদ ইবন মাজাহ (রহ.), প্রকাশস্থান: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। এটি সিহাহ সিত্তাহ এর অন্যতম হাদীস গ্রন্থ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের অনুবাদ প্রকল্পের অধীন তিন খণ্ডে চলিত বাংলায় প্রাঞ্জল ভাষায় বঙ্গানুবাদ সম্পাদন করা হয়েছে।
প্রথম খণ্ড: অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ এমদাদুল্লাহ, মাওলানা সাঈদুল হক, প্রকাশকাল: জুন-২০০০খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫২৪, মূল্য: ২২৫টাকা। এ খণ্ডে দুটি অধ্যায়ে পবিত্রতা ও তার পন্থাসমূহ এবং সালাত সম্পর্কিত মোট (১-১৪৩২)= ১৪৩২টি হাদীসের চলিত বাংলায় অনুবাদ স্থান পেয়েছে ।
দ্বিতীয় খণ্ড: অনুবাদ: মাওলানা সাঈদুল হক, মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জলীল, প্রকাশকাল: ডিসেম্বর-২০০১খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬১২, মূল্য: ৪৪৫টাকা। এ খণ্ডে ১৯টি অধ্যায়ে মোট (১৪৩৩-২৮৮১)= ১৪৪৮টি হাদীসের বঙ্গানুবাদ উল্লিখিত হয়েছে।
তৃতীয় খণ্ড: অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, মাওলানা আবু তাহের, মাওলানা আবুল বাশার আখন্দ, প্রকাশকাল: ডিসেম্বর-২০০২খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৫৬, মূল্য: ৪০০টাকা। এ খণ্ডে ১১টি অধ্যায়ে মোট (২৮৮২-৪৩৪১)= ১৪৫৯টি হাদীসের চলিত বাংলায় অনুবাদ স্থান পেয়েছে।

১০. মূল গ্রন্থ: *সুনানে ইবন মাজাহ (চতুর্থ খণ্ড)*
গ্রন্থকার: ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজীদ ইবন মাজাহ (রহ.), অনুবাদক: মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, প্রকাশস্থান: আধুনিক প্রকাশনী। এটি সিহাহ সিত্তাহ এর অন্যতম হাদীস গ্রন্থ। এটি আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক তিন খণ্ডে চলিত বাংলায় প্রাঞ্জল ভাষায় বঙ্গানুবাদ সম্পাদন করা হয়েছে।
প্রথম খণ্ড: প্রকাশকাল: জুন-২০০০খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৭৩, মূল্য: ২৮০টাকা। এ খণ্ডে ৫টি অধ্যায়ে মোট (১-১০৮০)= ১০৮০টি হাদীসের চলিত বাংলায় অনুবাদ স্থান পেয়েছে।
দ্বিতীয় খণ্ড: প্রকাশকাল: আগষ্ট-২০০১খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৯৩, মূল্য:২১২টাকা। এ খণ্ডে ৭টি অধ্যায়ে মোট (১০৮১-২১৩৬)= ১০৫৫টি হাদীসের বঙ্গানুবাদ উল্লিখিত হয়েছে।
তৃতীয় খণ্ড: প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর-২০০১খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৪৭, মূল্য: ২৩০টাকা। এ খণ্ডে ১৭টি অধ্যায়ে মোট (২১৩৭-৩২৫০)= ১১১৩টি হাদীসের চলিত বাংলায় অনুবাদ স্থান পেয়েছে।
চতুর্থ খণ্ড: প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর-২০০২খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৮৬, মূল্য: ২১৮টাকা। এ খণ্ডে ৯টি অধ্যায়ে মোট (৩২৫১-৪৩৪১)= ১০৯০টি হাদীসের চলিত বাংলায় অনুবাদ স্থান পেয়েছে ।

১১. মূল গ্রন্থ: *আল-আদাবুল মুফরাদ*
গ্রন্থকার: ইমাম বুখারী (রহ:), অনুবাদক: মাওলানা মুহাম্মদ মুসা, প্রকাশকাল: নভেম্বর-২০০১, সংস্করণ: চতুর্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৩০, মূল্য: ৫০০ টাকা, প্রকাশস্থান : আহসান পাবলিকেশন্স, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। এ গ্রন্থের মধ্যে ১৯টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ৬৪৩টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ০১ নং থেকে ১৩৩৬ নং পর্যন্ত মোট ১৩৩৬ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থে পিতা-মাতার প্রতি সদাচারণ, আত্মীয়তার বন্ধন, সন্তানের প্রতি মমতা, প্রতিবেশীর সাথে সদাচার, বদান্যতা, কৃপণতা, চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি, রোগীর সাথে দেখা-সাক্ষাত, মেহমানদারী, গান-বাজনা, অর্থপূর্ণ নাম রাখা, কদর্য নাম পরিবর্তন, কাব্য চর্চা, ব্যঙ্গ-কৌতুক সহ নানাবিধ জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয়ের হাদীসের প্রাঞ্জল চলিত বাংলায় আনুবাদ উপস্থাপিত হয়েছে।

১২. মূল গ্রন্থ: *মা'আরেফুল হাদীস*
ভারতের খ্যাতনামা আলিম মাওলানা মোহাম্মদ মনযুর নোমানী সংকলিত একটি অনন্য সাধারণ হাদীস গ্রন্থ *"মা'আরেফুল হাদীস"*। যার বঙ্গানুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ৮খণ্ডে প্রকাশ করেছে। এটি চলিত বাংলায় অনূদিত। হরকত যুক্ত আরবী ভাষ্যের অনুবাদের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট হাদীসের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম খণ্ড: মূল গ্রন্থকার: মাওলানা মোহাম্মদ মনযুর নোমানী, অনুবাদ: মুহাম্মদ নুরুযযামান, প্রকাশস্থান: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশকাল: ২০০১ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২৬০, মূল্য: ৬৫টাকা। এ খণ্ডে কিতাবুল ঈমানের ১৪০টি হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। কিতাবুল ঈমানে সাধারণত: ঈমান সম্পর্কিত হাদীস সংকলিত হয়; কিন্তু মাওলানা নোমানী তার মূল গ্রন্থে হাশর, আখিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম, বরযাখ ইত্যাদি সম্পর্কিত হাদীসও অন্তর্ভূক্ত করেছেন। এর কারণ উক্ত বিষয়গুলোও ঈমানের আওতাভূক্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড: মূল গ্রন্থকার: মাওলানা মোহাম্মদ মনযুর নোমানী, অনুবাদ: মুহাম্মদ নুরুযযামান, প্রকাশস্থান: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, প্রকাশকাল: ২০০৭ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩০৪, মূল্য: ৯২টাকা। এ খণ্ডে আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের চিন্তা অধ্যায় থেকে রিয়া (লৌকিকতা) পর্যন্ত ১৯টি অধ্যায়ে ২৫৯টি হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড: মূল গ্রন্থকার: মাওলানা মোহাম্মদ মনযুর নোমানী, অনুবাদ: মাওলানা সাঈদুল হক, প্রকাশস্থান : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, প্রকাশকাল: ২০০৪ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩৫২, মূল্য: ৭২টাকা। এ খণ্ডে তাহারাত (পবিত্রতা) ও সালাত অধ্যায়ের বিভিন্ন বিষয়ে ৩৫১টি হাদীসে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

পঞ্চম খণ্ড: মূল গ্রন্থকার: মাওলানা মোহাম্মদ মনযুর নোমানী, অনুবাদ: মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, প্রকাশস্থান : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, প্রকাশকাল: ২০০৪ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩৬০, মূল্য: ৭২টাকা। এ খণ্ডে আল-আযকার ওয়াত দাওয়াত অধ্যায়ে আল্লাহ যিকরের মাহাত্ম, এর বিভিন্ন দিক, মাসনূন দুআ, দরুদ শরীফের ফাযাইল ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে ৩২২টি হাদীস সংকলিত হয়েছে।

অষ্টম খণ্ড: মূল গ্রন্থকার: মাওলানা মোহাম্মদ মনযুর নোমানী, অনুবাদ: মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই, প্রকাশস্থান : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, প্রকাশকাল: ২০০৭ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৬৮, মূল্য :১৪৫ টাকা। এ খণ্ডে ইলম, কুরআন-সুন্নাহ আকড়ে ধরা, ফিতনা, প্রশংসা ও ফযিলত, ফাযায়েলে আহলে বায়ত অধ্যায় পর্যন্ত ২২৭টি হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ৭ম খণ্ড খুঁজে পাওয়া যায়নি।

১৩. মূল গ্রন্থ: *এন্তেখাবে হাদীস* (একটি নির্বাচিত হাদীস সংকলন)

গ্রন্থকার: আব্দুল গাফ্ফার হাসান নদভী, অনুবাদক: মাওলানা মুহাম্মদ মুসা, প্রকাশকাল: অক্টোবর, ২০০১ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৫২, মূল্য: ১৮০ টাকা, প্রকাশস্থান : আহসান পাবলিকেশন্স, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। এ গ্রন্থের মধ্যে ১১ টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ০১ নং থেকে ৩৯৯ নং পর্যন্ত মোট ৩৯৯ খানা হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে মানুষের সামাজিক আচার-আচারণ, নৈতিকতার সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। তবে এ গ্রন্থে তাৎপর্য বর্ণনার ক্ষেত্রে দার্শনিক যুক্তি পরিহার করা হয়েছে।

১৪. মূল গ্রন্থ: *রিয়াদুস সালেহীন*

গ্রন্থকার: ইমাম মহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (রহ.), অনুবাদক: মাওলানা ফজলুর রহমান, প্রকাশকাল: জুলাই,২০০১ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮২৪ (১ম-৪র্থ খণ্ড একত্রে), মূল্য: ৭৫০ টাকা, প্রকাশস্থান: মীনা বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা।

পর্যালোচনা: 'রিয়াদুস সালেহীন' হাদীস গ্রন্থটি মাওলানা ফজলুর রহমান কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনূদিত এবং মীনা বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা থেকে সকল খণ্ড (১ম-৪র্থ খণ্ড) একত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থে পরিচ্ছেদগুলো শিরোনাম ও তার আলোকে কুরআনের আয়াত দ্বারা সূচনা করা হয়েছে। অতঃপর শিরোনামের অধীন বিশুদ্ধ হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি ৪ খণ্ডে একত্রে প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম খণ্ডে কোন অধ্যায় উল্লেখ করা হয়নি। পরবর্তী তিন খণ্ডে ২০টি অধ্যায় তথা শিষ্টাচার, পোশাক-পরিচ্ছদ, রোগীদেখা, ভ্রমণ, বিভিন্ন আমলের ফজিলত, ই'তিকাফ, হজ্জ, জিহাদ, ইলম, যিকর ইত্যাদি বিষয়ের অন্তর্গত মোট ১৮৯৮ খানা হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে কোন আয়াত কিংবা হাদীসের কঠিন শব্দ এসেছে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শুরুতে ইমাম নববী (রহ.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। এতে সনদ বিহীন মূল রাবীর নাম উল্লেখপূর্বক চলিত বাংলায় অনূদিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. মূল গ্রন্থ: *আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (চার খণ্ড)*

গ্রন্থকার: হাফিয যাকি উদ্দীন আব্দুল আযীম আল-মুনযিরী, প্রকাশস্থান : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। এটি সৎ কাজের প্রতি উৎসাহ দান, এর পুরস্কার এবং অন্যায় ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা, ভীতি প্রদর্শন ও শাস্তি সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ একটি হাদীস সংকলন।

প্রথম খণ্ড: অনুবাদ: মুহাম্মদ নুরুযযামান, প্রকাশকাল: ২০০৩ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৮৮, মূল্য: ৪৫২টাকা। এ খণ্ডে ইলম, তাহারাত, সালাত, নফল, জুমুআ ও সাদাকা অধ্যায়ের হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: অনুবাদ: মুজীবুর রহমান, প্রকাশকাল: ২০০৩ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৮০, মূল্য: ৪৯৬টাকা। এ খণ্ডে বিবাহ, পোশাক ও সৌন্দর্য, পানাহার, বিচারব্যবস্থা, হুদুদ, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার অধ্যায় সম্পর্কিত হাদীস স্থান পেয়েছে ।

তৃতীয় খণ্ড: অনুবাদ: মুজীবুর রহমান, প্রকাশকাল: ২০০৩ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৮০, মূল্য: ৪৯৬টাকা। এ খণ্ডে কিতাবুয যাকাত, সাওম, ঈদ-কুরবানী, হাজ্জ, জিহাদ, তিলাওয়াত, যিকর ও দু'আ অধ্যায় সম্পর্কিত হাদীস সংকলিত হয়েছে ।

চতুর্থ খণ্ড: অনুবাদ: মাওলানা আহমাদ মায়মূন, প্রকাশকাল: ২০০৫ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬১৬, মূল্য: টাকা। এ খণ্ডে তাওবা, জানাযা, পুনরুত্থান, জান্নাত-জাহান্নাম অধ্যায়ের হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

১৬. মূল গ্রন্থ: *মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ*

গ্রন্থকার: ইমাম মুহাম্মদ আশ-শারবানী (রহ.), অনুবাদক: আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ মুসা, প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-অক্টোবর, ২০০৩ খ্রি ; সংস্করণ: দ্বিতীয়,২০১৫ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৯৪, মূল্য: ৫০০ টাকা, প্রকাশস্থান: আহসান পাবলিকেশন্স, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। এ গ্রন্থের মধ্যে ১৭টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ০১ নং থেকে ১০১০ নং পর্যন্ত মোট ১০১০ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটির সূচনাতে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি শেষে আসমাউর রিজাল বা হাদীস বর্ণনাকারী রাবীদের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে সরল বাংলায় হাদীসের অনুবাদের পাশাপাশি টীকা আকারে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।

১৭. মূল গ্রন্থ: *সহীহুল বুখারী*

গ্রন্থকার: ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম মুগীরাহ আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), অনুবাদক: অনুবাদ ও সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশস্থান: তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ৯০,হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা।

সার্বিক পর্যালোচনা : তাওহীদ পাবলিকেন্সের প্রকাশিত সহীহুল বুখারীর সকল খণ্ড 'আল-মু'জামুল মুফাহরাস লি আলফাযিল হাদীস' গ্রন্থটির আরবী বর্ণমালার বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস করা হয়েছে; ফলে অন্যান্য প্রকাশনার হাদীসগ্রন্থের হাদীস নাম্বারের সাথে মিল পাওয়া যায় না। তাই এতে সর্বমোট হাদীস সংখ্যা ৭৫৬৩ টি। এ ছাড়া কুতুবুত তিস'আহ (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূদাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মুসনাদ আহমাদ, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, দারেমী) নয়টি হাদীসগ্রন্থের শব্দ আনা হয়েছে। যে কোন শব্দের পাশে সেটি কোন কোন হাদীসগ্রন্থে এবং কোন পর্বে বা কোন অধ্যায়ে আছে তা উল্লেখ করা হয়েছে। যে সকল হাদীস একাধিকবার উল্লেখ হয়েছে অথবা হাদীসের অংশ বিশেষের সঙ্গে মিল রয়েছে সেগুলোর প্রতিটি হাদীসের শেষে পূর্বোল্লিখিত ও পরোল্লিখিত হাদীসের নম্বর যোগ করা হয়েছে। যার ফলে একটি হাদীস বুখারীর কত জায়গায় উল্লেখ আছে বা সে বিষয়ে কত জায়গায় রয়েছে তা সহজেই জানা যাবে এবং বিষয় ভিত্তিক খুঁজে পাওয়া যাবে। বুখারীর কোন হাদীসের সাথে সহীহ মুসলিমের কিংবা মুসনাদে আহমাদের কোন হাদীসের মিল থাকলে মুসলিমের কিংবা মুসনাদ আহমাদের পর্ব, অধ্যায় ও হাদীস নম্বর প্রতিটি হাদীসের শেষে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন: ১০০১ নং হাদীস শেষে বন্ধনীর মধ্যে রয়েছে: (মুসলিম ৫/৫৪, হা.৬৭৭), (আহমাদ ১৩৬০২) এটির নম্বর এহইয়াউত তুরাস আল-ইসলামী এর নম্বরের সঙ্গে মিলবে। প্রতিটি অধ্যায়ের (অনুচ্ছেদের) ক্রমিক নং এর সঙ্গে কিতাবের (পর্বের) নম্বর যুক্ত রয়েছে যার ফলে সহজেই বোঝা যায় এটি কত নম্বর কিতাবের কত নম্বর অধ্যায়। যেমন: ১০০১ নং হাদীসের পূর্বে একটি অনুচ্ছেদ রয়েছে, যার নম্বর ১৪/৭ অধ্যায় তথা ১৪ নম্বর কিতাবের ৭ নম্বর অধ্যায়। বাংলা ভাষায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত বুখারী শরীফের বিভিন্ন অনুবাদগ্রন্থের মধ্যে যে সকল পার্শ্বটীকার মাধ্যমে (মাযহাব ভিত্তিক) হাদীসের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে সেগুলোর (লা-মাযহাবী) জবাব দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া বুখারীর যত জায়গায় কুরআনের আয়াত কিংবা আয়াতাংশ এসেছে সেগুলোর আয়াত ও সূরার নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডের শেষে পরবর্তী খণ্ডের কিতাব বা পর্বভিত্তিক সূচী নির্দিশিকা উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের মধ্যে ৯৭টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ০১ নং থেকে ৭৫৬৩ নং পর্যন্ত মোট ৭৫৬৩ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটির শুরুতে ইমাম বুখারীর জীবনী ও গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর হাদীসের পরিভাষা বর্ণনার পাশাপাশি প্রতিটি অধ্যায়কে আলাদাভাবে পরিচ্ছেদে বিন্যাস পূর্বক প্রতিটি হাদীস বাংলা চলিত রীতিতে অনূদিত হয়েছে। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নের সকল খণ্ডের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

প্রথম খণ্ড: অনুবাদক: সম্পদনা পরিষদ,(১৫ সদস্য বিশিষ্ট), প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি,২০০৩ খ্রি.; ১০ম সংস্করণ, ২০১৮খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬০০ টি, মূল্য : ৬৪০টাকা। এ খণ্ডে ওয়াহীর সূচনা, ঈমান, ইলম, উযু, গোসল, হায়য, তায়াম্মুম, সালাত, আযান,... সালাত সংশ্লিষ্ট কাজ ও সাহউ সম্পর্কিত মোট ২২টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ০১ নং থেকে ১২৩৬ নং পর্যন্ত মোট ১২৩৬ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটির শুরুতে ইমাম বুখারীর জীবনী ও গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর হাদীসের পরিভাষা বর্ণনার পাশাপাশি প্রতিটি অধ্যায়কে আলাদাভাবে পরিচ্ছেদে বিন্যাস পূর্বক প্রতিটি হাদীস বাংলা চলিত রীতিতে অনূদিত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: অনুবাদক: সম্পদনা পরিষদ,(১৭ সদস্য বিশিষ্ট), প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি,২০০৩ খ্রি., ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০১৩খ্রি.,পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৯৭ টি, মূল্য: ৬৫০টাকা। এ খণ্ডে জানাযা, যাকাত, হজ্জ, উমরাহ, সওম, ইতিকাফ, ক্রয়-বিক্রয়, অংশিদারিত্ব, ...বন্ধক ও চুক্তিবদ্ধ দাস সম্পর্কিত মোট ২৮টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ১২৩৭ নং থেকে ২৫৬৫ নং পর্যন্ত মোট ১৩২৮ খানা হাদীস বাংলা চলিত রীতিতে অনুবাদসহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড: অনুবাদক: সম্পদনা পরিষদ,(১৫ সদস্য বিশিষ্ট), প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-২০০৯ খ্রি., ১৫তম সংস্করণ, ২০১৮খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৭৩৬ টি, মূল্য: ৬৮০টাকা। এ খণ্ডে হিবার ফযীলত, সাক্ষ্য দান, বিবাদমীমাংসা, ওয়াসীয়াত, জিহাদ, সৃষ্টির সূচনা, নবীগণের হাদীসসমূহ,...সাহাবীগণের মর্যাদা সম্পর্কিত মোট ১৩টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ২৫৬৬নং থেকে ৩৯৪৮নং পর্যন্ত মোট ১৩৮২ খানা হাদীস চলিত বাংলায় অনুবাদ উল্লেখ করা হয়েছে।

চতুর্থ খণ্ড: অনুবাদক: সম্পদনা পরিষদ,(১৫ সদস্য বিশিষ্ট), প্রকাশকাল: ২০০৫ সংস্করণ: ৬ষ্ঠ, ২০১৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৯৬টি, মূল্য: ৬৪০টাকা। এ খণ্ডে মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ), তাফসীর, আল-কুরআনের ফযীলত সম্পর্কিত মোট ০৩টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ৩৯৪৯ নং থেকে ৫০৬২নং পর্যন্ত মোট ১১১৩ খানা হাদীস চলিত রীতিতে অনূদিত হয়েছে।

পঞ্চম খণ্ড: অনুবাদক: সম্পদনা পরিষদ, (১৫সদস্য বিশিষ্ট), প্রকাশকাল: ২০০৪খ্রি., সংস্করণ: ৪র্থ, ২০১২খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৬৩৪টি, মূল্য: ৬৬০টাকা। এ খণ্ডে বিবাহ, তালাক, আকিকা, শিকার, যবহ-শিকার, কুরবাণী, পানীয়, চিকিৎসা, শিষ্টাচার, ...অনুমতি ও দুআ সম্পর্কিত মোট ১৪টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ৫০৬৩ নং থেকে৬৪১১ নং পর্যন্ত মোট ১৩৪৮ খানা হাদীস বাংলা চলিত রীতিতে অনুবাদসহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ খণ্ড: অনুবাদক: সম্পদনা পরিষদ,(১৫ সদস্য বিশিষ্ট), প্রকাশকাল: জানুয়ারি,২০০৯ সংস্করণ: ৪র্থ, ২০১২, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৮২ টি, মূল্য: ৬৪০ টাকা। এ খণ্ডে সদয় হওয়া, তাকদীর, শপথ-মানত, ফারায়িয, দণ্ডবিধি, রক্তপণ, স্বপ্নের ব্যাখ্যা,.... ফিতনা ও তাওহীদ সম্পর্কিত মোট ১৭টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ৬৪১১ নং থেকে ৭৫৬৩ নং পর্যন্ত মোট ১১৫২ খানা হাদীস বাংলা চলিত রীতিতে অনুবাদসহ উপস্থাপিত হয়েছে।

১৮. মূল গ্রন্থ: *ই'লাউস সুনান (ছয় খণ্ড)*

গ্রন্থকার: মাওলানা জাফর আহমাদ উসমানী (রহ.), প্রকাশস্থান: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিম মাওলানা জাফর আহমাদ উসমানী (রহ.) কর্তৃক সুন্নাহ এর মর্যাদাকে সমন্নোত করণে ২২খণ্ডে রচিত বিশাল এ গ্রন্থটি মূলত: হানাফী মাযহাবের সুন্নাহ ভিত্তিক দলীলের অকাট্য প্রমাণ। ইমাম তাহাবীর '*শরহ মা'নিল আসার*' হানাফী ফিকহের যেমন মজবুত একটি প্রমাণ, ঠিক তেমনি হানাফী ফিকহের গ্রহণযোগ্য দালিলিক প্রমাণ হিসেবে উক্ত গ্রন্থটি তেমনি প্রণিধানযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম খণ্ড: অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, প্রকাশকাল: ২০০৫ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬২৬, মূল্য: ২৫০টাকা। এ খণ্ডের শুরুতে মাওলানা জাফর আহমাদ উসমানী (রহ.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, হাদীসের পরিভাষা ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপনের পর একটি অধ্যায় কিতাবুত তাহারাত এর অধীন ৮টি পরিচ্ছেদে পবিত্রতার নানা দিক সংক্রান্ত মোট (১-৪৫৪)= ৪৫৪টি হাদীস স্থান পেয়েছে ।

দ্বিতীয় খণ্ড: অনুবাদ: মাওলানা আ.ব. সাইফুল ইসলাম, প্রকাশকাল: জুন-২০০৯ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৯৫, মূল্য: ৩৩০ টাকা। এ খণ্ডে সালাত সম্পর্কিত ৮টি পরিচ্ছেদে মোট (৪৫৫-৯৬৭)= ৫১২টি হাদীস স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড: অনুবাদ: মাওলানা আ.ব.ম সাইফুল ইসলাম, প্রকাশকাল: জুন-২০০৯ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৯৫, মূল্য: ৩৩০ টাকা। এ খণ্ডে সালাত সম্পর্কিত ৮টি অধ্যায়ে মোট (৯৬৮-১৬৩০)= ৬৬২টি হাদীস স্থান পেয়েছে।

চতুর্থ খণ্ড: অনুবাদ: মাওলানা আ.ব.ম সাইফুল ইসলাম, প্রকাশকাল: জুন-২০০৫ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৯০, মূল্য: ২৫০টাকা। এ খণ্ডে সালাত সম্পর্কিত ৫টি অধ্যায়ের অধীন ৪০টি অনুচ্ছেদে মোট (১৬৩১-২০১৪)= ৩৮৩টি হাদীস স্থান পেয়েছে।

১৯. মূল গ্রন্থ: *তাহাবী শরীফ (চার খণ্ড)*

গ্রন্থকার: ইমাম জাফর আহমাদ আত-তাহাবী (রহ.), প্রকাশক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। ইমাম তাহাবী (রহ.) হানাফী ফিকহের অন্যতম ভাষ্যকার। তার রচিত '*শরহ মা'নিল আসার*' হানাফী ফিকহের একটি মজবুত প্রমাণ ও প্রণিধানযোগ্য গ্রন্থ।

প্রথম খণ্ড: অনুবাদ: মাওলানা জাকির হোসেন, প্রকাশকাল: জুন-২০০৪খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৩২, মূল্য: ২৫০টাকা। এ খণ্ডের শুরুতে ইমাম জাফর আহমাদ আত-তাহাবী (রহ.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, হাদীসের পরিভাষা ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপনের পর ২টি অধ্যায় কিতাবুত তাহারাত এর অধীন ২৭টি পরিচ্ছেদ এবং সালাত অধ্যায়ের অধীন ৩৮টি অনুচ্ছেদে পবিত্রতা ও সালাতের নানা দিক সংক্রান্ত মোট (১-১৭৭১)= ১৭৭১টি হাদীসের চলিত বাংলায় অনুবাদ স্থান পেয়েছে ।

দ্বিতীয় খণ্ড: অনুবাদ: মাওলানা জাকির হোসেন, প্রকাশকাল: জুন-২০০৪খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৭৫২, মূল্য: ২৮৫ টাকা। এ খণ্ডে ৫টি অধ্যায়ের অধীন ১০৪টি অনুচ্ছেদে মোট (১৭৭২-৩৯১৭)= ২১৪৫টি হাদীসের বঙ্গানুবাদ উল্লিখিত হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড: অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, মাওলানা জাকির হোসেন ও মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের, প্রকাশকাল: জুন-২০০৭খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৪৪, মূল্য: ৩২০ টাকা। এ খণ্ডে মোট ৮টি অধ্যায়ের অধীন ৮৩টি অনুচ্ছেদে মোট (৩৯১৮-৫৩১৭)= ১৩৯৯টি হাদীসের চলিত বাংলায় অনুবাদ স্থান পেয়েছে।

২০. মূল গ্রন্থ: *শব্দার্থে রাহে আমল*

গ্রন্থকার: মাওলানা জলিল আহসান নদভী, অনুবাদক: ড. সিদ্দিকুর রহমান, প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর-২০০৪ সংস্করণ: ১৫তম,জুন-২০১৬ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২২৪, খণ্ড: ১ম খণ্ড, মূল্য: ১৮০ টাকা, প্রকাশস্থান: ভূইয়া প্রকাশনী, ঢাকা।

মন্তব্য: 'রাহে আমল' জলিল আহসান নদভী কর্তৃক রচিত একটি সংকলিত হাদীস গ্রন্থ। ভূইয়া প্রকাশনী থেকে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের শুরুর দিকে হাদীস সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। এতে বিষয় ভিত্তিক হাদীস ও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা রয়েছে। এ ছাড়া হাদীসের মূল ইবারতের শব্দে শব্দে অর্থ বর্ণনায় পাঠকবৃন্দের নিকট গ্রন্থটি নন্দিত হয়েছে। এর বেশীর ভাগ হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম থেকে সংকলিত। এতে ১৭টি অধ্যায়ের অধীন মোট ২০৮টি হাদীস স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর-২০০৪ সংস্করণ: ১৫তম, জুন-২০১৬ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৪০, মূল্য: ১৮০টাকা, প্রকাশস্থান : ভূইয়া প্রকাশনী, ৩৮/৩ বাংলা বাজার ঢাকা-১১০০।

Dhaka University Institutional Repository

মন্তব্য: এটি দৈনন্দিন জীবনের অনুশীলনীয় একটি সংকলিত গ্রন্থ। ২য় খণ্ডের মধ্যে ৩৮টি অধ্যায়ের অধীন ২০৯নং থেকে ৪৬০ পর্যন্ত মোট ২৫১টি হাদীস স্থান পেয়েছে। এতে জীব-জন্তুর অধিকার, জুলুম, ক্রোধ, মিথ্যাচার, দ্বীনি শিক্ষা, ধৈর্য, তাওবা, নফল ইবাদত ইত্যাদি বিষয়ভিত্তিক হাদীস ও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা রয়েছে। এ ছাড়া হাদীসের মূল ইবারতের শব্দে শব্দে অর্থ বর্ণনায় গ্রন্থটি পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। এ গ্রন্থের বেশীর ভাগ হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম থেকে সংকলিত।

২১. *সুনানু আবী দাউদ (৬ খণ্ড)*

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা কর্তৃক সম্পূর্ণ সুনান আবু দাউদ বাংলায় অনুবাদ ৬ খণ্ডে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। এর শুরুতে রয়েছে ইমাম আবু দাউদের জীবনী ও তার সুনানের কতিপয় বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এতে মূল হাদীস পূর্ণ সনদসহকারে বর্ণিত হয়েছে। অনুবাদে কেবল মূল রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এতে প্রথম হরকতসহ হাদীস উদ্ধৃত করে নীচে চলিত বাংলায় অনুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। শেষে পরিষ্ট-১ এর মধ্যে এ খণ্ডের উদ্ধৃত হাদীসগুলো সিহাহ সিত্তার আর কোন কোন গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে এবং পরিশিষ্ট-২ এর মধ্যে সারসংক্ষেপ বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে সকল খণ্ডের বিষয়বস্তু ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো-

প্রথম খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা সাঈদ আহমদ, সম্পাদক: ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ ও মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, প্রকাশস্থান : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা। প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০০৫ খ্রি., ২য় প্রকাশ-ফেব্রুয়ারী-২০১২, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪২১, মূল্য: ৩০০ টাকা।

পর্যালোচনা: এ খণ্ডে শুরুতে ইমাম আবু দাউদ (রহ.) এর জীবন ও কর্ম, এবং তাঁর সুনান গ্রন্থের পরিচয়, রচনার কারণ, এর অবস্থান, বৈশিষ্ট্যাবলি, এর পাণ্ডুলিপি ও ভাষ্য গ্রন্থসমূহ, সংক্ষিপ্ত গ্রন্থসমূহ আলোচিত হয়েছে। অতঃপর হাদীসের পরিচয়, পরিভাষা, শ্রেণিবিভাগ, কিতাবের স্তর, হাদীস সংকলন ও প্রচার আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর এ খণ্ডের অন্তর্গত কিতাব আত-তাহারত (অনু: ১-১৪৩) থেকে কিতাব আস-সালাত (অনু: ১-১১) এর অধীন সর্বমোট (১-৭২০) = ৭২০টি হাদীস উপস্থাপিত হয়েছে। শেষে পরিশিষ্ট-১ এ বর্তমান খণ্ডে উল্লিখিত হাদীসগুলো সিহাহ সিত্তার অন্য কোন কোন গ্রন্থে রয়েছে তা নির্দেশ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা সাঈদ আহমদ, মুজাম্মিল হক ও আফলাতুন কায়সার, সম্পাদক: মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-মে, ২০০৭ খ্রি., ২য় প্রকাশ-জুন,২০১৪ খ্রি, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৭৪, মূল্য: ৪০০ টাকা। এ খণ্ডের অন্তর্গত কিতাব আস-সালাতের অবশিষ্টাংশ, জুমআ, ইসতিসকা, সফরের সালাত, নফল সালাত, রাতের সালাত, তিলাওয়াতে সিজদা, বিতর সালাত এবং কিতাব আল-যাকাত ও কিতাব আল-লুকতা (হারানো সম্পদ প্রাপ্তি) পর্যন্ত মোট (২৫২+৪৭+১)= ৩০০টি অনুচ্ছেদের অধীন (৭২১-১৭২০)= ৯৯৯টি হাদীস উপস্থাপিত হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা আফলাতুন কায়সার, সম্পাদক: মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-আগষ্ট, ২০০৮ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৪১০, মূল্য: ৩০০ টাকা। এ খণ্ডের অন্তর্গত কিতাবুল মানাসিক, কিতাবুন নিকাহ, কিতাবুত-তালাক ও কিতাবুস-সাওম পর্যন্ত মোট চারটি অধ্যায়ের (৯৯+৫০+৪৯+৮১)=২৭৯টি অনুচ্ছেদের অধীন (১৭২১-২৪৭৬)= ৭৫৫টি হাদীস উপস্থাপিত হয়েছে।

চতুর্থ খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-আগষ্ট, ২০০৮ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৩৩, মূল্য: ৩৫০ টাকা। এ খণ্ডের অন্তর্গত কিতাব আল-জিহাদের, কিতাব আল-আদহা, সায়দ, ওয়াসিয়্যাহ, ফারায়িদ, জানায়িয ও কসম পর্যন্ত মোট ৩৯৬টি অনুচ্ছেদের অধীন (২৪৭৭-৩৩২৫)= ৮৪৮টি হাদীস উপস্থাপিত হয়েছে।

পঞ্চম খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি, ২০১০ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৬২ মূল্য: ৩২০ টাকা। এ খণ্ডের অন্তর্গত কিতাবুল বুয়ু' (ক্রয়-বিক্রয়), ইলম, আশরিবাহ (পানীয়দ্রব্য), আতইমাহ (খাদ্যদ্রব্য), হাম্মাম (গণগোসলখানা), তিব্ব (চিকিৎসা), তারজ্জুল (চুলের সিঁথি করা), লিবাস, কাযা (বিচার), ইতক (দাসত্বমুক্তি) ও খাতাম (আংটি) অধ্যায় পর্যন্ত মোট ৩২৬টি অনুচ্ছেদের অধীন (৩৩২৬-৪২৩৯)= ৯১৩টি হাদীস উপস্থাপিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা সাঈদ আহমদ, মাওলানা শামসুল আলম খান, মাওলানা নূরুজ্জামান, সম্পাদক: মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-এপ্রিল, ২০১১ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৭৯, মূল্য: ৪৫০ টাকা। এ খণ্ডের অন্তর্গত কিতাবুল ফিতান (ফিতনা-ফসাদ), ইমাম আল-মাহদী, যুদ্ধবিগ্রহ, হুদুদ (দণ্ডবিধি), দিয়াত (রক্তপণ), সুন্নাতের অনুসরণ ও আখলাক (সুন্দর চরিত্র) অধ্যায় পর্যন্ত মোট ২৯২টি অনুচ্ছেদের অধীন (৪২৪০-৫২৭৪)= ১০৩৪টি হাদীস উপস্থাপিত হয়েছে। এ খণ্ডের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সুনান আবু দাউদের বাংলায় অনুবাদ সমাপ্ত হয়েছে।

২২. মূল গ্রন্থ: ***শু'আবুল ঈমান ঈমানের শাখাসমূহ***

গ্রন্থকার: ইমাম বায়হাকী (রহ.), তাহকীক: ইমাম উমর ইবন আব্দুর রহমান আল-কাযবিনী (রহ.), অনুবাদক: মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন, প্রকাশকাল: জুন ২০০৬ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১০৭, মূল্য: ৬০ টাকা, প্রকাশস্থান : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

পর্যালোচনা: "শু'আবুল ঈমান" বা ঈমানের শাখাসমূহ নিয়ে ইমাম বায়হাকী (রহ.) কর্তৃক রচিত ছোট এ গ্রন্থটি অসাধারণ এক ঈমানদৃপ্ত গ্রন্থ। হাদীসে ঈমানের সত্তুরটির উপরে শাখা-প্রশাখার কথা বর্ণিত হয়েছে। তাই দেখা গেছে আলোচ্য গ্রন্থটি ৭৭টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রতিটি পরিচ্ছেদকে "শাখা-১: আল্লাহর প্রতি ঈমান;" এভাবে নম্বরভিত্তিক উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে রাসূল, ফিরেস্তা, কুরআন, তাকদীর, আখিরাত, পুনরুত্থান, হাশর, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাস, আল্লাহ ও রাসূলকে ভালবাসা, পবিত্রতা, সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ, জিহাদ, আমানত, লজ্জাশীলতা, সচ্চরিত্র, লজ্জাস্থান হিফাজত, আত্মীয়তা বজায় রাখা, দোষ গোপন রাখা, আত্মসম্মানবোধ, বদান্যতা ইত্যাদি এবং সর্বশেষ "শাখা-৭৭: নিজের যা পছন্দ অপরের জন্য তাই পছন্দ করা" ঈমানের শাখা হিসেবে বিবেচিত। প্রতিটি পরিচ্ছেদের শুরুতে কুরআনের আয়াত উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট হাদীস হরকতযুক্ত আরবীতে উল্লেখ ও তার চলিত বাংলায় অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যেক মুসলিম তার নিজের ঈমানের অবস্থা জানবার তাকিদে হলেও গ্রন্থটি সংগ্রহে রাখার মত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কিতাব।

২৩. মূল গ্রন্থ: ***সহজ শামায়েলে তিরমিযী***

গ্রন্থকার: শায়খুল হাদীস মাওলানা মোহাম্মদ যাকারিয়া, অনুবাদক: মাওলানা জহির উদ্দিন বাবর, প্রকাশকাল: নভেম্বর, ২০০৭ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪২৯টি, প্রকাশস্থান: আল-কাওসার প্রকাশনী, ১১ বাংলা বাজার, ঢাকা। এ খণ্ডের মধ্যে ১টি অধ্যায় তথা কিতাবুল ঈমান (বিশ্বাস সংক্রান্ত পর্ব) ও ৫৬ টি পরিচ্ছেদের অন্তর্গত ০১নং থেকে ৪২৯নং পর্যন্ত মোট ৪২৯ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটিতে অনুচ্ছেদের সারসংক্ষেপ বর্ণনাসহ সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদের হাদীসগুলোর হরকতসহ উল্লেখ পূর্বক সহজ সরল বাংলা তরজমা উল্লেখ করা হয়েছে।

২৪. মূল গ্রন্থ: ***মেশকাত শরীফ***

গ্রন্থকার: শায়েখ ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ খতীব আত-তাবরেযী (রহ.). অনুবাদক: মাওলানা ফজলুর রহমান ও ওবায়ইদ ইবন্ সালেহ, প্রকাশকাল: ডিসেম্বর-২০০৭ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৯৩৬, খণ্ড: (১ম-১১শ খণ্ড একত্রে), মূল্য: ৮৫০ টাকা, প্রকাশস্থান: মীনা বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা।

পর্যালোচনা: 'মেশকাত শরীফ' হাদীস গ্রন্থটি মাওলানা ফজলুর রহমান ও ওবায়ইদ ইবন্ সালেহ কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনূদিত এবং মীনা বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা থেকে সকল খণ্ড (১ম-১১শ খণ্ড) একত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থের মধ্যে ২৫০টি অধ্যায়ে মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল শাখার মোট ৬০৩৪ খানা হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়েছে। গ্রন্থকার প্রতিটি হাদীসের শুরুতে বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম ও শেষে চয়ন কৃত হাদীসের মূল গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থের অধিকাংশ হাদীস সিহাহ সিত্তার কিতাব থেকে সংকলিত। এ ছাড়া বায়হাকী, মুসতাদরাক হাকেম, মুসনাদ আহমাদ, শরহ ছুন্নাহ, দারেমী ও দারা কুতনী থেকেও হাদীস চয়ন করা হয়েছে। এতে মূল হাদীস উদ্ধৃত হয়নি; বরং তা সরাসরি চলিত বাংলায় অনূদিত হয়েছে।

২৫.মূল গ্রন্থ: ***সহীহুল বুখারী*** **[মূল আরবী বুখারী শরীফ হতে অনুবাদ]**

গ্রন্থকা: আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী (রহ.), অনুবাদ: মাওলানা শামছুল হক শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, প্রকাশকাল: জানুয়ারি ২০০৭ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা:

Dhaka University Institutional Repository

১১২০, খণ্ড: (১-১০ম খণ্ড একত্রে), মূল্য: ১২০০ টাকা, প্রকাশস্থান: মীনা বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা। এ গ্রন্থটি ১-১০ম খণ্ড পর্যন্ত একত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এর ১ম খণ্ডে ৮টি, ২য় খণ্ডে ১০টি, ৩য় খণ্ডে ৫টি, ৪র্থ খণ্ডে ১৭টি, ৫ম খণ্ডে ৫টি, ৬ষ্ঠ খণ্ডে ২টি, ৭ম খণ্ডে ১টি, ৮ম খণ্ডে ৩টি, ৯ম খণ্ডে ১২টি ও ১০ম খণ্ডে ২০টি মোট ৮৩টি অধ্যায় তথা ওহি, ঈমান, ইলম, অযু, গোসল, হায়েয, তায়াম্মুম, সালাত, আযান, জুমআ', ঈদ, জানাযা, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি বিষয়ের অন্তর্গত ৭০৫১ খানা হাদীসের চলিত বাংলায় অনূদিত হয়েছে। এতে মূল হাদীস উদ্ধৃত হয়নি, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ স্থান পায় নি; শুধু বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে।

২৬. মূল গ্রন্থ: *শব্দার্থে রিয়াদুস সালেহীন*

গ্রন্থকার: ইমাম মহিউদ্দিন আন নববী (রহ.), অনুবাদক: সিদ্দিকুর রহমান, প্রকাশকাল: জানুয়ারি-২০০৮ সংস্করণ: ১৫তম সংস্করণ, জুন-২০১৬ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১০০২, খণ্ড: (১-৪), মূল্য: ১০০০ টাকা, প্রকাশস্থান: ভূইয়া প্রকাশনী, বাংলা বাজার ঢাকা-১১০০।

পর্যালোচনা: এ গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডে ১৭১ পৃষ্ঠা, ২য় খণ্ডে ২৮৭ পৃষ্ঠা, ৩য় খণ্ডে ২৮৮ পৃষ্ঠা ও ৪র্থ খণ্ডে ২৫৬ পৃষ্ঠা মোট ১০০২ পৃষ্ঠা ব্যাপী একমলাটে মোট ১৮৯৮টি হাদীস স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থ রচনা ও বিন্যাস ফিকহী পরিচ্ছেদের ধারা অনুযায়ী বিন্যস্ত করে এর সপক্ষে কুরআনের আয়াত সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রতিটি হাদীসের শেষে হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণে হাদীসের স্তর নির্ণয় সূচক পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রন্থটির আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হাদীসের প্রতিটি শব্দের অর্থ ভেঙ্গে ভেঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া গবেষণালব্ধ কিছু যঈফ হাদীসের তালিকা এতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

২৭. মূল গ্রন্থ: *সহীহ মুসলিম শরীফ*

গ্রন্থকার: আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী (রহ.), অনুবাদক: হাফেজ মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ জাকারিয়া, প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-২০০৮ সাল, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১১২০ খণ্ড: (সকল খণ্ড একত্রে), মূল্য: ৮৫০ টাকা, প্রকাশস্থান: মীনা বুক হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা। 'সহীহ মুসলিম শরীফ' গ্রন্থটি হাফেজ মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ জাকারিয়া কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনূদিত এবং মীনা বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা থেকে সকল খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থের শুরুতেই ইমাম মুসলিমের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের মধ্যে ২০টি অধ্যায়ের অধীন পূনরাবৃত্তিসহ মোট ৭৩৭৭ খানা হাদীসের বাংলা চলিত রীতিতে সরল অনুবাদ উল্লেখ করা হয়েছে। এতে কোন হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়নি।

২৮. মূল গ্রন্থ: *সুনান ইবন মাজাহ*

গ্রন্থকার: আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজীদ ইবন মাজাহ আল-কাযবীনী (রহ.), অনুবাদক: মাওলানা আবু নাছের মুহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ, প্রকাশকাল: জুন ২০০৯, ষষ্ঠ প্রকাশ-২০২১ সাল, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮১৬, খণ্ড: সকল খণ্ড একত্রে, মূল্য: ৯০০ টাকা, প্রকাশস্থান: মীনা বুক হাউস,বাংলা বাজার, ঢাকা।

পর্যালোচনা: 'সুনান ইবন মাজাহ' হাদীস গ্রন্থটি মাওলানা আবু নাছের মুহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনূদিত এবং মীনা বুক হাউস,বাংলা বাজার, ঢাকা থেকে সকল খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থের সূচনাতে ইলমি হাদীসের উপর একটি পর্যালোচনায় হাদীসের পরিচয়, পরিভাষা, গ্রন্থসমূহের শ্রেণি বিন্যাস, হাদীস চর্চা ও প্রচার, সংরক্ষণ ও গ্রন্থ প্রণয়ন এবং উপমহাদেশে হাদীস চর্চা, ইবন মাজাহ ও তার সুনানের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য উপস্থাপিত হয়েছে। অতঃপর এতে ৩৮টি অধ্যায় তথা পবিত্রতা ও তার পন্থাসমূহ, সালাত, আযান ও আযানের সুন্নাতসমূহ, নামায কায়েম করা ও তার নিয়ম পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ের অন্তর্গত মোট ৪৩৪১ খানা হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থে বর্ণিত ৩০০২টি হাদীস সিহাসিত্তাহ এর অন্য ৫টি গ্রন্থের মধ্যে স্থান পেয়েছে।

২৯. মূল গ্রন্থ: *রিয়াদুস সালেহীন*

গ্রন্থকার: ইমাম মহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (রহ.),অনুবাদক: মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম, প্রকাশকাল: অক্টোবর, ২০১০খ্রি.,পৃষ্ঠাসংখ্যা: ১০৬৪ (১ম-৪র্থ খণ্ড একত্রে), মূল্য: ৭৫০ টাকা, প্রকাশস্থান: আশরাফিয়া বুক হাউস, ঢাকা।

পর্যালোচনা: 'রিয়াদুস সালেহীন' হাদীস গ্রন্থটি মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনূদিত এবং আশরাফিয়া বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা থেকে সকল খণ্ড (১ম-৪র্থ খণ্ড) একত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থে

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদগুলো শিরোনাম ও তার আলোকে কুরআনের আয়াত দ্বারা সূচনা করা হয়েছে। অতঃপর শিরোনামের অধীন বিশুদ্ধ হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি ৪ খণ্ডে একত্রে প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে ২০টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ৩৭১টি পরিচ্ছেদ তথা শিষ্টাচার, পোশাক-পরিচ্ছদ, রোগীদেখা, ভ্রমণ, বিভিন্ন আমলের ফজিলত, ই'তিকাফ, হজ্জ, জিহাদ, ইলম, যিকর ইত্যাদি বিষয়ের অন্তর্গত মোট ১৮৯৮ খানা হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সনদ বিহীন মূল রবীর নাম উল্লেখ করে চলিত বাংলায় অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪.৩ ব্যাখ্যামূলক হাদীস গ্রন্থের বাংলা ভাষায় অনুবাদ

৩০. ব্যাখ্যা গ্রন্থ: *ইন'আমুল বারী শরহে বুখারী*

গ্রন্থকার: শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ আমীন (রহ.), দারুল উলূম দেওবন্দ; অনুবাদক: মাওলানা আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক, প্রকাশ কাল: ২০০২ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৩৬, মূল্য: ৩৩৫ টাকা, প্রকাশস্থান: ইসলামিয়া কুতুব খানা, বাংলা বাজার, ঢাকা।

পর্যালোচনা: শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ আমীন (রহ.) কর্তৃক উর্দূ ভাষায় রচিত "ইন'আমুল বারী শরহে বুখারী" গ্রন্থটি সহীহ বুখারীর একটি উল্লেখযোগ্য ভাষ্য গ্রন্থ। উক্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থের বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন মাওলানা আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক। এ যাবৎ গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এ খণ্ডে দুটি অধ্যায় তথা কিতাবুল মাগাযী ও কিতাবুত তাফসীর অধ্যায়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যে মধ্যে তরজমাতুল বাবের বিশ্লেষণ, রাবীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, জটিল শব্দ বিশ্লেষণ, নবী (সা.) এর সরাসরি জিহাদে অংশগ্রহণের সংখ্যার বিবরণ, সারিয়া ও গাযওয়ার ধারাবাহিক বর্ণনা, মতভেদপূর্ণ মাসায়েলের সমন্বয় সাধন, "জ্ঞাতব্য বিষয়" শিরোনামে সংশ্লিষ্ট হাদীসের প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। চলিত বাংলায় অনুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৩১. ব্যাখ্যা গ্রন্থ: *ফয়যুল মুন'ইম শরহে মুকাদ্দামায়ে মুসলিম*

গ্রন্থকার: মাওলানা সাঈদ আহমদ পালনপুরী (রহ.), শায়খুল হাদীস, দেওবন্দ। অনুবাদক: মাওলানা আহমদ করীম সিদ্দীকী ও মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম, প্রকাশ কাল: তা.বি, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩৩১, মূল্য : ২৯৬ টাকা, প্রকাশস্থান: ইসলামিয়া কুতুব খানা, বাংলা বাজার, ঢাকা।

পর্যালোচনা: আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী (রহ.) কর্তৃক প্রণীত ইলমে হাদীসের অনবদ্ধ সৃষ্টি 'সহীহ মুসলিম' গোটা মুসলিম বিশ্বে ২য় প্রধান সহীহ হাদীস গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত। এ গ্রন্থটি বহু ভাষায় অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। মাওলানা সাঈদ আহমদ পালনপুরী কর্তৃক উর্দূ ভাষায় প্রণীত 'ফয়যুল মুন'ইম শরহে মুকাদ্দামায়ে মুসলিম' উক্ত 'সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দাম তথা ভূমিকার উপর রচিত এক অসাধারণ ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি হাদীস শিক্ষার্থীদের কাছে বোধগম্য ও সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে মাওলানা মাহফুজুর রহমান সিদ্দিকী কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনূদিত ও ব্যাখ্যাত এবং ইসলামিয়া কুতুব খানা, বাংলা বাজার, ঢাকা কর্তৃক প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থটিতে প্রথমে একটি শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তার অধীন মাতৃভাষায় ইমাম মুসলিম (রহ.) এর দাবী বা বক্তব্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অতঃপর ইমাম মুসলিম (রহ.) এর ইবারত লিখে চলিত রীতিতে উহার সরল বাংলা অনুবাদ ও দুর্বোধ্য শব্দ ও বাক্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি এতে ছয়টি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন-১. পূর্ণ আস্থাভাজন রাবীদের সূত্রে (বর্ণিত হাদীসের ক্ষেত্রে) যঈফ রাবীদের সমালোচনা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। ২. মহাবীর (সা.) প্রতি মিথ্যারোপ থেকে সতর্ক থাকা; ৩. যা শুনে তাই বর্ণনা করার প্রবণতা থেকে সর্তক করা; ৪. দূর্বল রাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করা থেকে সতর্ক থাকা; ৫. সনদ বর্ণনার গুরুত্বারোপ; ৬. মু'আন'আন হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশের বিধান প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ইমাম মুসলিমের (রহ.) পরিচয় ও মুসলিম শরীফ সংক্রন্ত আলোচনা তুলেধরা হয়েছে।

৩২. ব্যাখ্যা গ্রন্থ: *'আওনুল-বারী শরহ সহীহীল বুখারী*

গ্রন্থকার: প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ (রহ.), প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর, ২০০৪ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩১২ (১ম খণ্ড), মূল্য: ১৬০ টাকা, প্রকাশস্থান : আল-মাকতাবাতুশ-শাফিয়া, বিনোদপুর, রাজশাহী।

Dhaka University Institutional Repository

মন্তব্য: আরবী ও উর্দূ ভাষায় রচিত বিভিন্ন ভাষ্যগ্রন্থের সাহায্য নিয়ে সহীহুল বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ "আওনুল-বারী শরহ সহীহীল বুখারী" রচিত হয়েছে। এ ব্যাখ্যা গ্রন্থের শুরুতে ইমাম বুখারীর জীবনবৃত্তান্ত ও তার সংকলিত সহীহুল বুখারী সম্পর্কে বিস্তারি বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অপর সনদসহ মূল হাদীসের চলিত বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। অতঃপর হাদীসের শব্দ ও বাক্যের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তারপরে ইমামগণের ফিকহী মতামত ও তাদের দলীল বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এরপরে সংশ্লিষ্ট হাদীস সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন ও সেগুলোর জবাব দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে হাদীস থেকে ইস্তিম্বাতকৃত (উদ্ভাবিত) বিষয় এবং এর ফায়দা বর্ণনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে মাত্র ছয়খানা হাদীসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রন্থকার এর পরবর্তী খণ্ডগুলো আর প্রকাশ করে যেতে পারেননি।

৩৩. ব্যাখ্যা গ্রন্থ: ***নাসরুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী (১৪খণ্ড)***

ব্যাখ্যাকার: মাওলানা মুহাম্মদ উসমান গণী (রহ.) শায়খুল হাদীস, মাযাহির উলূম মাদরাসা, সাহরানপুর, ভারত; অনুবাদক: মাওলানা আহমদ করীম সিদ্দীক ও মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম; প্রকাশ কাল: তা বি, প্রকাশস্থান: ইসলামিয়া কুতুব খানা, বাংলাবাজার, ঢাকা।

সার্বিক পর্যালোচনা: বিশুদ্ধতার দিক থেকে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের পরে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে সহীহ আল-বুখারী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় এ গ্রন্থখানি অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও এ গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ "নাসরুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী" এর অনুবাদ সর্বপ্রথম ইসলামিয়া কুতুব খানা, বাংলাবাজার, ঢাকা কর্তৃক ১৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এতে পূর্ণাঙ্গ সনদসহ বুখারী শরীফের মতন উল্লেখ, চলিত রীতিতে বঙ্গানুবাদ, জটিল ও দুর্বোধ্য শব্দের তাহকীক-তারকীব এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, ইখতিলাফী মাসআলার সমাধান, প্রতিটি অধ্যায়ের পূর্বাপর যোগসূত্র উল্লেখ, তরজমাতুল বাব দ্বারা ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ, প্রতিটি হাদীসের রাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, তরজমাতুল বাবের সাথে উদ্ধৃত হাদীসে সম্পর্ক নির্ণয়, প্রতিটি হাদীসের পরিসংখ্যান (বুখারী শরীফের অন্য কোন কোন স্থানে আছে তা উল্লেখ), শিরোনাম সংক্রান্ত বিষয়কে কুরআন-হাদীসের আলোকে প্রামাণ্য দলীলের ভিত্তিতে উপস্থাপন করে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উল্লিখিত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ধরন-পদ্ধতি নিম্নের সকল খণ্ডের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

প্রথম খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা আহমদ করীম সিদ্দীক ও মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৯৬৮, মূল্য: ৬৯৫ টাকা। এ খণ্ডের সূচনাতে হাদীস শাস্ত্রের পরিচয়, হাদীস চর্চার ইতিহাস আলোচিত হয়েছে এবং সুলাসিয়াত সনদবিশিষ্ট হাদীসসমূহ পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বুখারী শরীফে সর্বমোট ২২টি সুলাসিয়াত সনদবিশিষ্ট হাদীস রয়েছে। অতঃপর বাবুল ওহী, কিতাবুল ঈমান ও কিতাবুল ইলম শিরোনামে ৩টি অধ্যায় এর অধীন ৯৫টি পরিচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ খণ্ডের মধ্যে মোট ১৩৪টি হাদীস স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা আহমদ করীম সিদ্দীক ও মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৯১২, মূল্য: ৯০০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে পাঁচটি অধ্যায় তথা কিতাবুল হায়েয, গোসল, ওযু, তায়াম্মুম ও সালাতের অধীন মোট ১৯১টি পরিচ্ছেদের মাধ্যমে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এতে ১৩৫ নং থেকে ৪২৪ নং পর্যন্ত মোট ২৮৯ টি হাদীস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা আহমদ করীম সিদ্দীক ও মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮৭২, মূল্য: ৮৫০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে তিনটি অধ্যায় তথা সালাতের শেষাংশ, সালাতের ওয়াক্ত ও কিতাবুল আযানের অধীন মোট ২২৯টি পরিচ্ছেদের অন্তর্গত ৪২৫ নং থেকে ৭৯৭ নম্বর পর্যন্ত সর্বমোট ৩৭২টি হাদীস উপস্থাপন করা হয়েছে।

চতুর্থ খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা আহমদ করীম সিদ্দীক ও মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১০৬৪, মূল্য: ৯০০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে পাঁচটি অধ্যায় তথা কিতাবুল আযানের শেষাংশ, কিতাবুল জুমআ, সালাতুল ঈদাইন, বিতর, ইসতিস্কা.....জানাইযের অধীন মোট ৩২৮টি পরিচ্ছেদের মাধ্যমে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এতে ৭৯৮ নং থেকে ১৩১৭ নং পর্যন্ত মোট ৫১৯টি হাদীস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা আহমদ করীম সিদ্দীক ও মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১১২০, মূল্য: ৯০০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে পাঁচটি অধ্যায় তথা কিতাবুল হায়য, গোসল, ওযু, তায়াম্মুম ও সালাতের অধীন মোট ৩৭৮টি পরিচ্ছেদের মাধ্যমে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এতে ১৩১৮ নং থেকে ২০০০ নং পর্যন্ত মোট ৬৮২টি হাদীস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা আহমদ করীম সিদ্দীক ও মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১১২০, মূল্য: ৯০০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে পাঁচটি অধ্যায় তথা কিতাবুল বুয়ু' ....খুসুমাত, লুকতা, শাহাদাত, হিবাহ, সুলহ, ওসীয়াহ এর অধীন মোট ৩৭৮টি পরিচ্ছেদের মাধ্যমে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এতে ২০০১ নং থেকে ২৭০০ নং পর্যন্ত মোট ৪৬৯টি হাদীস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সপ্তম খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা আহমদ করীম সিদ্দীক ও মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮০৮, মূল্য: ৭২৫ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে পাঁচটি অধ্যায় তথা কিতাবুল জিহাদ, জিযিয়া, কিতাবু বাদউল খলক, কিতাবুল আম্বিয়ার অধীন মোট ৩১২টি পরিচ্ছেদের মাধ্যমে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এতে ২৭০১ নং থেকে ৩৬৬৮ নং পর্যন্ত মোট ৯৬৭টি হাদীস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অষ্টম খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা আহমদ করীম সিদ্দীক ও মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৯২৭, মূল্য: ৮৫০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে কিতাবুল মাগাযী শিরোনামে ১টি অধ্যায়ের অধীন মোট ৯০টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এতে ১৭৪৫ নং থেকে ২২৫৯ নং পর্যন্ত মোট ৫১৪টি হাদীস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিতাবুল মাগাযী তথা মহানবী (সা.) কর্তৃক পরিচালিত যুদ্ধ-বিগ্রহ সংক্রান্ত হাদীসগুলো এ খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে উশায়রার যুদ্ধ, বদর যুদ্ধ, ওহুদ যুদ্ধের বিবরণ, ওহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী সাহবীগণ, খন্দক যুদ্ধ, যাতুর রিকার যুদ্ধ, আনমারের যুদ্ধ, হুদায়বিয়ার সন্ধি, খায়বারের যুদ্ধ, যাতুল কারাদের যুদ্ধ, মক্কা বিজয় অভিযান, হুনাইনের যুদ্ধ, তাবুকের যুদ্ধ ইত্যাদি যুদ্ধ-অভিযান সংক্রান্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

নবম খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা আহমদ করীম সিদ্দসীক ও মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২৪০, মূল্য: ৯০০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে কিতাবুত তাফসীর শিরোনামে ১টি অধ্যায়ের অধীন মোট ৩৮০টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এতে ২২৬০নং থেকে ২৬২৫নং পর্যন্ত মোট ৩৬৫টি হাদীস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ খণ্ডের মধে কুরআন মাজীদের সূরা আল-ফাতিহা থেকে শুরু করে সর্বশেষ সূরা আন-নাস পর্যন্ত বিভিন্ন সূরা, আয়াত ও দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ইত্যাদির তাফসীর সংক্রান্ত হাদীসের আলোচনা স্থান পেয়েছে।

দশম খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা মাহমুদুর রহমান আকীল ও মুফতি মাওলানা আনোয়ার শাহ; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১০৭২, মূল্য: ৯০০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে কিতাবু ফাযায়িলিল কুরআন, কিতাবুন নিকাহ, তালাক, আতইমাহ, আকীকা, আশরিবা ইত্যাদির অধীন মোট ৪৫০টি পরিচ্ছেদের মাধ্যমে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এতে ৪৭৮৮ নং থেকে ৫৫৫৪ নং পর্যন্ত মোট ৭৬৬টি হাদীস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

একাদশ খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা মাহমুদুর রহমান আকীল ও মুফতি মাওলানা আনোয়ার শাহ; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৭৮৩, মূল্য: ৭৩৫ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে কিতাবুল লিবাস, আদব, ইসতিযান ও দাওয়াত এর অধীন মোট ৪৫০টি পরিচ্ছেদের মাধ্যমে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এতে ৫৫৫৫ নং থেকে ৬১৬৪ নং পর্যন্ত মোট ৬০৯টি হাদীস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দ্বাদশ খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা মাহমুদুর রহমান আকীল ও মুফতি মাওলানা আনোয়ার শাহ; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৭১৯, মূল্য: ৭৩০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে কিতাবুর রিকাক, হায়য, কদর, ফারায়েজ, হুদুদ ইত্যাদির অধীন মোট ২৩০টি পরিচ্ছেদের মাধ্যমে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এতে ৬১৬৫ নং থেকে ৬৬৭১ নং পর্যন্ত মোট ৫০৬টি হাদীস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ত্রয়োদশ খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা মাহমুদুর রহমান আকীল ও মুফতি মাওলানা আনোয়ার শাহ; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৭২, মূল্য: ৭৫০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে কিতাবুল ইকরাহ, হিয়াল, তা'বির, আহকাম ইত্যাদির অধীন মোট ১৬৮টি পরিচ্ছেদের মাধ্যমে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এতে ৬৬৭২ নং থেকে ৬৯৭৬ নং পর্যন্ত মোট ৩০৪টি হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্দশ খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা মাহমুদুর রহমান আকীল ও মুফতি মাওলানা আনোয়ার শাহ; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৭২, মূল্য: ৭৫০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে কিতাবুল ই'তিসাম, রদ্দুল জামহিয়্যাহ ইত্যাদির অধীন মোট ৮৭টি পরিচ্ছেদের মাধ্যমে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এতে ৬৯৭৭ নং থেকে ৭২৬২ নং পর্যন্ত মোট ২৮৫টি হাদীস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ১৪শ খণ্ডের মাধ্যমে "নাসরুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী" নামক বুখারী শরীফের উর্দূ ভাষ্য গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হয়েছে।

৩৪. **ব্যাখ্যা গ্রন্থ:** ***আনওয়ারুল মিশকাত শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ (৭খণ্ড)***

ব্যাখ্যাকার: মাওলানা আহমাদ মায়মূন ও মুফতি আব্দুস সালাম, প্রকাশস্থান: ইসলামিয়া কুতুব খানা, বাংলা বাজার, ঢাকা।

সার্বিক পর্যালোচনা: "আনওয়ারুল মিশকাত শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ" গ্রন্থটি মিশকাতুল মাসাবীহ ইমাম আবু মুহাম্মদ হুসাইন বিন মাসউদ আল-বাগাবী (রহ.) ও মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আবু আব্দুল্লাহ ওয়ালীউদ্দীন আত-তিবরীজী (রহ.) কর্তৃক সংকলিত হাদীস গ্রন্থের বাংলা ভাষায় রচিত একখানা ব্যাখ্যা গ্রন্থ। মাওলানা আহমাদ মায়মূন ও মুফতি আব্দুস সালাম কর্তৃক মূল মিশকাত শরীফের বঙ্গানুবাদ ও বাংলা ভাষায় সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ ৭ খণ্ডের বিশাল গ্রন্থ রচিত হয়েছে। ইসলামিয়া কুতুব খানা, বাংলা বাজার, ঢাকা কর্তৃক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। সম্ভত: এটাই বাংলা ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত মিশকাত শরীফের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসগুলো সাধারণত: সিহাহ সিত্তাহসহ অন্যান্য সহীহ হাদীসের কিতাবসমূহ থেকে চয়নকৃত। এতে মোট হাদীস সংখ্যা ৬০৩৪ খানা। প্রতিটি হাদীসের অন্তর্গত দুর্বোধ্য শব্দাবলির তাহকীক তথা শাব্দিক বিশ্লেষণ, টিকা-টিপ্পনী, মূল বক্তব্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, রাবী তথা হাদীস বর্ণনাকারীগণের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া ইমামগণের মতভেদপূর্ণ মাসআলার আলোচনা স্থান পেয়েছে।

প্রথম খণ্ড: প্রকাশ কাল: তা বি, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪১৬ , মূল্য: ৬৭০ টাকা, প্রকাশস্থান: ইসলামিয়া কুতুব খানা, বাংলা বাজার, ঢাকা। এ (প্রথম) খণ্ডের মধ্যে ৪টি অধ্যায় তথা কিতাবুল ঈমান, কিতাবুল ইলম, কিতাবুত তাহারাত ও পানির বিধান অধ্যায়ের মধ্যে ১৭টি পরিচ্ছেদের অন্তর্গত ০১ নং থেকে ৫১৭ নং পর্যন্ত মোট ৫১৭ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: প্রকাশ কাল: তা বি, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৩৬, মূল্য: ৬৫০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে ১টি অধ্যায় তথা কিতাবুল সালাতের মধ্যে ৫৩টি পরিচ্ছেদের অন্তর্গত ৫১৮ নং থেকে ১৪৩৬ নং পর্যন্ত মোট ৯১৮ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থে সালাতের সময়, ফযীলত, আযান, সালাতে কিরআত পাঠ, দুআ, সিজদাহ সাহু, সালাতের নিষিদ্ধ সময়, সুন্নাত-নফল সালাতের ফযীলত, জুম'আ সালাতের ফযীলত ইত্যাদি সালাত সংক্রান্ত হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড: প্রকাশ কাল: তা বি, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬০৮, মূল্য: ৬৫০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে ৬টি অধ্যায় তথা কিতাবুল জানায়েয, কিতাবুয্ যাকাত, কিতাবুস্ সাওম, কিতাবু ফাযায়িলিল কুরআন, কিতাবুত দাওয়াত ও কিতাবু আসমাইল্লাহ তা'য়ালা অধ্যায়ের মধ্যে ৩৭টি পরিচ্ছেদের অন্তর্গত ১৪৩৭ নং থেকে ২৩৯০ নং পর্যন্ত মোট ৯৫৩ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে।

চতুর্থ খণ্ড: প্রকাশ কাল: ফেব্রুয়ারী-২০১২ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫২৪, মূল্য: ৬৫০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে ৬টি অধ্যায় তথা কিতাবুল হাজ্জ, কিতাবুল বুয়ু', কিতাবুন নিকাহ, ইতাক, আইমান ও ইমারত অধ্যায়ের অন্তর্গত ২৩৯১ নং থেকে ৩৩৯৮ নং পর্যন্ত মোট ১০০৭ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে।

পঞ্চম খণ্ড: প্রকাশ কাল: ফেব্রুয়ারী-২০১২ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৪২, মূল্য: ৬৫০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে ৮টি অধ্যায় তথা কিতাবুল হুদুদ, কিতাবুল ইমারাত ওয়াল কাযা, কিতাবুল জিহাদ, কিতাবুস সায়দ, কিতাবুল আতইমা ও কিতাবুল লিবাস অধ্যায়ের অন্তর্গত ৩৩৯৯ নং থেকে ৪৪২২ নং পর্যন্ত মোট ১০২৩ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে।

ষষ্ঠ খণ্ড: প্রকাশ কাল: এপ্রিল-২০১২ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৪০, মূল্য: ৬৭০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে ৩টি অধ্যায় তথা কিতাবুল আদাব, রিকাক ও ফিতান অধ্যায়ের অন্তর্গত ৪৪২৩ নং থেকে ৫৩৩০ নং পর্যন্ত মোট ৯০৭ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম খণ্ড: প্রকাশ কাল: মে-২০১২ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৪৪, মূল্য: ৬৫০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে বাবুল হাওজ ওয়াশ শাফাত, সিফাতুল জান্নাতি থেকে শুরু করে বাবু সাওয়াবি হাজিল উম্মাহ পর্যন্ত ৩২টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ৫৩৩১ নং থেকে ৬২৯৪ পর্যন্ত মোট ৯৬৩ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। এ খণ্ডের মাধ্যমে আনওয়ারুল মিশকাতের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা সমাপ্ত করা হয়েছে।

৩৫. ব্যাখ্যা গ্রন্থ : ***দরসে তিরমিযী (৫খণ্ড)***

গ্রন্থকার: মুফতি মুহাম্মদ তাকী উসমানী, অনুবাদক: মাওলানা আব্দুল্লাহ ইহসান, মাওলানা আবু তাহের, মাওলানা ইহতেশামুল হক ও মাওলানা রফিকুল ইসলাম; প্রকাশ কাল: তা.বি, প্রকাশস্থান: ইসলামিয়া কুতুব খানা, বাংলা বাজার, ঢাকা।

সার্বিক পর্যালোচনা: ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.) কর্তৃক প্রণীত ইলমে হাদীসের অনবদ্য সৃষ্টি *'তিরমিযী শরীফ'* গোটা মুসলিম বিশ্বে সমাদৃত। এ গ্রন্থটি বহুভাষায় অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান মুফতি মুহাম্মদ তাকী উসমানী কর্তৃক উর্দূ ভাষায় প্রণীত 'দরসে তিরমিযী' উক্ত তিরমিযী শরীফের এক অসাধারণ ব্যাখ্যা গ্রন্থ। হাদীস শাস্ত্রের শিক্ষার্থীদের নিকট বিশেষত: কওমী ধারার শিক্ষার্থীদের মাঝে গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এ গ্রন্থটি আপামর জনসাধারণের কাছে বোধগম্য ও সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে মাওলানা আব্দুল্লাহ ইহসান, মাওলানা আবু তাহের, মাওলানা ইহতেশামুল হক ও মাওলানা রফিকুল ইসলাম কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনূদিত এবং ইসলামিয়া কুতুব খানা, বাংলা বাজার, ঢাকা কর্তৃক পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া হাদীস বর্ণনাকারী রাবীগণের স্তর বর্ণনা, হাদীস গ্রহণে ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক বিভিন্ন পদ্ধতির উল্লেখ এবং সকল হাদীসের সনদ উল্লেখ এবং সনদ সম্পর্কে পর্যালোচনা পেশ এ গ্রন্থের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ছাড়া ইখতিলাফী বিষয়ে সকল মাযহাবের দলীল-প্রমাণগুলো পৃথকভাবে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ব্যবসায়িক কৌশলগত কারণে উক্ত গ্রন্থটির প্রকাশ সাল উল্লেখ করা হয়নি বলে জানাগেছে।

প্রথম খণ্ড: পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৮৭, মূল্য: ৬৫০ টাকা। এ খণ্ডে গ্রন্থকার ভূমিকার পরে হাদীসের পরিচয়, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, হাদীসের আলোচ্য বিষয়, প্রকারভেদ, ফজিলতসহ হাদীস অস্বীকারকারীদের তিনটি মতবাদ এবং যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন ও খণ্ডন তুলে ধরেছেন। এ (১ম) খণ্ডের মধ্যে ২টি অধ্যায় তথা কিতাবুত তহারাত (পবিত্রতা পর্ব), কিতাবুস সালাত অধ্যায়ে ১৮৬টি পরিচ্ছেদের অন্তর্গত ০১ নং থেকে ২৫১ নং পর্যন্ত মোট ২৫১ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮৬৪, মূল্য: ৫৯০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে ৭টি অধ্যায় তথা কিতাবুল সালাতের বাকি অংশ, বিতর, জুমআ, ঈদাইন, সফর, যাকাত ও সাওমের অন্তর্গত ২৫২ নং থেকে ৮০৮ নং পর্যন্ত মোট ৫৫৬ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। এতে হারাকাত যুক্ত আরবী ইবারতের চলিত রীতিতে বঙ্গানুবাদ পেশ করা হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড: পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৬৪, মূল্য: ৬৫০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে ৫টি অধ্যায় তথা কিতাবুল হাজ্জ, জানাযা, বিবাহ, দুগ্ধপান ও তালাক-লিআনের অন্তর্গত ২৭৮টি পরিচ্ছেদের মধ্যে ৮০৯ নং থেকে ৮০৮ নং পর্যন্ত মোট ৫৫৬ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। এতে হারাকাত যুক্ত আরবী ইবারতের চলিত রীতিতে বঙ্গানুবাদ পেশ করা হয়েছে।

চতুর্থ খণ্ড: পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬১৯, মূল্য: ৫০০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে ২টি অধ্যায় তথা কিতাবুল বুয়ূ', ও আহকামের অন্তর্গত ১১৯টি পরিচ্ছেদের মধ্যে ২৫২ নং থেকে ৮০৮ নং পর্যন্ত মোট ৫৫৬ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। এতে হারাকাত যুক্ত আরবী ইবারতের চলিত রীতিতে বঙ্গানুবাদ পেশ করা হয়েছে।

পঞ্চম খণ্ড: পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫০০, মূল্য: ৪৫০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে ১২টি অধ্যায় তথা কিতাবুদ দিয়াত, হুদুদ, সায়দ, ফাদলুল জিহাদ ও লিবাসের অন্তর্গত ২৪৮টি পরিচ্ছেদের মধ্যে ২৫২ নং থেকে ৮০৮ নং পর্যন্ত মোট ৫৫৬ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। এতে হারাকাত যুক্ত আরবী ইবারতের চলিত রীতিতে বঙ্গানুবাদ পেশ করা হয়েছে।

৩৬. ব্যাখ্যা গ্রন্থ: ***নিয়ামুল মুন'ইম শরহে মুসলিম***

গ্রন্থকার ও অনুবাদক: মাওলানা নোমান আহমদ, প্রকাশ কাল: তা বি, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৮৭, মূল্য: ৪৮০ টাকা, প্রকাশস্থান: ইসলামিয়া কুতুব খানা, বাংলা বাজার, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা: আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী (রহ.) সংকলিত সহীহ মুসলিম এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ "নিয়ামুল মুন'ইম শরহে মুসলিম" মাওলানা নোমান আহমদ কর্তৃক উর্দূ ভাষায় রচিত ও বাংলায় অনূদিত। এ খণ্ডের মধ্যে ১টি অধ্যায় তথা কিতাবুল ঈমান (বিশ্বাস সংক্রান্ত পর্ব) এর অন্তর্গত ৮৮টি পরিচ্ছেদের মধ্যে ০১ নং থেকে ৪২৬ নং পর্যন্ত মোট ৪২৬ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটিতে ঈমান সংক্রান্ত আলোচনা তথা তাওহীদ, রিসালাত,আখিরাত, শিরক, নিফাক, চোগলখুরী, গীবত, আত্মহত্যা, মিথ্যা, মিথ্যা শপথ, মিরাজ, দাজ্জাল, ইয়াজুজ-মাজুজ ইত্যাদি বিষয়ের পাশাপাশি ইমাম মুসলিমের জীবনী, সহীহ মুসলিমের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসহ এ গ্রন্থ সংকলনের ইতিহাস আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ যাবৎ এক খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এতে প্রতিটি হাদীসের তাখরীজ উল্লেখ করে ও প্রয়োজনীয় শব্দ বিশ্লেষণের পরে তার ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। এ ছাড়া হরকতযুক্ত মূল ইবারত উদ্ধৃত করে চলিত বাংলায় সহজ-সরল অনুবাদ উপস্থাপিত হয়েছে।

৩৭. মূল গ্রন্থ: *শামায়েলে তিরমিযী*

গ্রন্থকার: শায়খুল হাদীস মাওলানা মোহাম্মদ যাকারিয়া, অনুবাদক: মাওলানা মাহফুজুর রহমান সিদ্দিকী, প্রকাশকাল: তা.বি, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৯৬টি, মূল্য: ৩৫০ টাকা, প্রকাশস্থান: ইসলামিয়া কুতুব খানা, বাংলা বাজার, ঢাকা।

পর্যালোচনা: আলোচ্য গ্রন্থের মধ্যে প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর গঠন-প্রকৃতি, আকার-আকৃতি, ব্যবহার্য আসবাব পত্র প্রসঙ্গে ৫৬টি পরিচ্ছেদের অন্তর্গত ০১ নং থেকে ৩৯৭ নং পর্যন্ত মোট ৩৯৭ খানা হাদীস মূল ইবারতসহ চলিত বাংলায় অনুবাদ স্থান পেয়েছে। এতে ইমাম তিরমিযীর (রহ.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করার পাশাপাশি প্রতিটি হাদীসের দুর্বোধ্য শব্দাবলীর তাহকীক, ব্যাখ্যা সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় চলিত রীতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া এতে রাসূল (সা.) এর অবয়ব, কেশ মোবারক, মোহরে নবুওয়াত, খেযাব ব্যাবহার, সুরমা ব্যাবহার, পোশাক-পরিচ্ছেদ, জীবন-জীবিকা, পাদুকা, আংটি, লৌহ-বর্ম, পাগড়ি, লুঙ্গি, আহার পদ্ধতি, বাচনভঙ্গি ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। শামায়েল তিরমিযী এমনই একটি হাদীস গ্রন্থ যা পাঠে, পাঠক হৃদয়ে প্রিয় নবীকে (সা.) কল্পনা জগতে শিল্পীর তুলির আচরে মূর্ত ছবি আঁকতে উপাত্ত যোগায়।

২০১০-২০২১ (বর্তমান) পর্যন্ত রচিত হাদীস গ্রন্থাবলী: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার

৪.১ বাংলা ভাষায় সংকলিত হাদীস গ্রন্থাবলী

১. গ্রন্থের নাম: ***এসো হাদীস পড়ি জীবন গড়ি***

গ্রন্থকার: খাইরুল বাশার, প্রকাশ কাল: জুন ২০১০ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ১৫, মূল্য: ২০ টাকা, প্রকাশস্থান: নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা। এতে সুন্দরভাবে মানব জীবন গঠনে সহায়ক এমন চল্লিশটি হাদীস চলিত বাংলায় আলোচিত হয়েছে।

২.গ্রন্থের নাম: ***বিষয় ভিত্তিক হাদীসে রাসূল সা.***

গ্রন্থকার: মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, প্রকাশ কাল: ১ম প্রকাশ ফেব্রু- ২০০৭, ৮ম সংস্করণ আগষ্ট ২০১৪ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪১৬, মূল্য: ৩০০ টাকা, প্রকাশস্থান: মীনা বুক হাউস, ঢাকা।

পর্যালোচনা: এতে হাদীস-এর পরিচয়, উৎস, পরিভাষা, হাদীস পরীক্ষার মাপকাঠি, হাদীস গ্রন্থের শ্রেণী বিভাগ, প্রসিদ্ধ কতিপয় হাদীস গ্রন্থ, হাদীস ও সাহাবীগণের সংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এটি মূলত: সিহাহ সিত্তাহ এর হাদীস গ্রন্থ থেকে সংকলিত বিষয় ভিত্তিক হাদীস সংকলন। এতে ১১টি মূল শিরোনামে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে সনদ ও মূল হাদীস বিহীন শুধু চলিত বাংলায় বিষয় ভিত্তিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে ইসলামের বুনিয়াদ, আল্লাহর পরিচয়, পবিত্রতা, সালাত, সাওম, হজ্জ, বিবাহ ও বিবিধ বিষয় ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। যেমন- "হাদীস: হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, দ্বন্দ্বের মন্দ ত্যাগ কর; কেননা এটা ধ্বংস করে। (তিরমিযী, পৃ.৪১৬)"

৩. গ্রন্থের নাম: ***নামায বিষয়ক চল্লিশ হাদীস***

গ্রন্থকার: মাওলানা হাবীবুর রহমান কাসেমী, প্রকাশ কাল: নভেম্বর-২০১২ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৯৪, মূল্য: ১০০ টাকা, প্রকাশস্থান: মাকতাবাতুল আযহার, বাংলা বাজার, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা: মাওলানা কাসেমী এ গ্রন্থে নামায সম্পর্কিত প্রিয়নবী রাসূলে আরাবী (সা.) এর পবিত্র জবান নিসৃত চল্লিশটি হাদীস নির্ধারিত শিরোনামের মাধ্যমে উদ্ধৃত করে অত্যন্ত সুন্দরভাবে চলিত বাংলায় এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সালাতের গুরুত্ব-তাৎপর্য ও মাসআলা-মাসাইল বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। সংক্ষিপ্ত পরিসরে এর মাধ্যমে একদিকে চল্লিশ হাদীস জানার আমল হয়, আবার সালাতের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও মাসাইল জানারও প্রয়োজনীয়তা পূরণ হয়। এতে সংকলিত হাদীসগুলো সহীহ কিংবা হাসান পর্যায়ের; তবে কোন যঈফ হাদীস এখানে স্থান দেওয়া হয়নি। এ ছাড়া মূল কিতাবের উদ্ধৃতি ছাড়া কোন হাদীস চোখে পড়েনি।

৪. গ্রন্থের নাম: ***হৃদয় গলানো চল্লিশ হাদীস***

গ্রন্থকার: মাওলানা হাবীবুর রহমান কাসেমী, প্রকাশ কাল: ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৯৪, মূল্য: ১০০ টাকা, প্রকাশস্থান: মাকতাবাতুল আযহার, বাংলা বাজার, ঢাকা।

পর্যালোচনা: হৃদয় মানুষের সবচেয়ে বেশী স্পর্শকাতর জায়গা। প্রিয়নবী (সা.) এর এমন কিছু হৃদয়ছোঁয়া বাণী রয়েছে হাদীসবিশারদগণ তাদের সংকলিত কিতাবে "কিতাবুর রিকাক" বা মর্মস্পর্শী অধ্যায় নামে সে হাদীসসমূহ সংকলন করেছেন। মাওলানা কাসেমী এ গ্রন্থে হৃদয় গলানো সম্পর্কিত প্রিয়নবী রাসূলে আরাবী (সা.) এর পবিত্র জবান নিসৃত চল্লিশটি হাদীস নির্ধারিত শিরোনামের মাধ্যমে উদ্ধৃত করে অত্যন্ত সুন্দরভাবে চলিত বাংলায় এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে দীন ইসলামের মর্মস্পর্শী বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এতে সংকলিত হাদীসগুলো সহীহ কিংবা হাসান পর্যায়ের; তবে কোন যঈফ হাদীস এখানে স্থান দেওয়া হয়নি। এ ছাড়া মূল কিতাবের উদ্ধৃতি ছাড়া কোন হাদীস চোখে পড়েনি।

৫.গ্রন্থের নাম: ***সহীহ হাদীস কথিত আহলে হাদীস***

গ্রন্থকার: মাওলানা মনিরুজ্জামান ও অন্যান্য, প্রকাশ কাল: ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪২৮, (খণ্ড: ১ম), প্রকাশস্থান: জামিয়া ইসলামিয়া বাইতুন নুর, উত্তর-পশ্চিম যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

পর্যালোচনা: সহীহ হাদীস কথিত আহলে হাদীস গ্রন্থটি জামিয়া ইসলামিয়া বাইতুন নুর, উত্তর-পশ্চিম যাত্রাবাড়ি, ঢাকার ১৪৩৪-৩৫ হি. শিক্ষা বর্ষের তাকমীল ও ইফতা বিভাগের বিদায়ী শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে রচিত এবং উক্ত মাদরাসা কর্তৃক প্রকাশিত ৩ খণ্ডে গবেষণা মূলক একটি স্মারক গ্রন্থ। বর্তমান সময়ের আলোচিত কতগুলো ইস্যুর উপর ভিত্তি করে গ্রন্থটি রচিত; যা বই এর উক্ত শিরোনাম থেকে অনুধাবন করা যায়। সময়ের চাহিদার আলোকে মাযহাব বিদ্বেষী কথিত আহলে হাদীসদের সহীহ হাদীসের অন্তরালে তাদের মতবাদ প্রচারের প্রয়াসের বিপরীতে হানাফী মাযহাবও যে, আমলযোগ্য সহীহ হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত তা প্রমাণ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। এ খণ্ডের মধ্যে মাযহাবের ভিন্নতা ও তাকলীদের হাকীকত, তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা, মাযহাব মানার অপরিহার্যতা, হাদীসের ইমামগণের মাঝে ইমাম আবু হানিফার অবস্থান, ইসলামী আইন ও হানাফী মাযহাবের উৎস, লা-মাযহাবীদের আদি কথা ও উপমহাদেশে তাদের যোগসূত্র, সালাত বিষয়ক পনেরটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা তথা সুন্নাত পদ্ধতিতে আযান ও ইকামাত, সালাতে দাড়নোর পদ্ধতি, সালাতে হাত বাধা, ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়া, ফাতিহার পরে আমীন বলা, রাফউল ইয়াদাইন, রাকাআত পাওয়া, তারাবীহ রাকআত সংখ্যা, বিতর সালাতে রাকআত সংখ্যা, ঈদের সালাতে অতিরিক্ত তাকবীর সংখ্যা, জানাযা সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ ইত্যাদি সহ আরো কিছু বিষয় প্রসঙ্গে লা-মাযহাবী তথা আহলে হাদীস এবং মাযহাবপন্থী বিশেষত হানাফী মাযহাবের হাদীস ভিত্তিক দলিলপ্রমাণ ও যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করা হয়েছে। এ গ্রন্থের প্রতিটি মাসআলায় আহলে হাদীসের উপস্থাপিত হাদীসের দলীল খণ্ডন করার পাশাপাশি হানাফী মাযহাব যে, আমলযোগ্য সহীহ হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত এ কথা প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালনো হয়েছে।

৬. গ্রন্থের নাম: ***সহীহ হাদীস কথিত আহলে হাদীস***

গ্রন্থকার: মাওলানা মনিরুজ্জামান ও অন্যান্য, প্রকাশ কাল: ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪২৮, (খণ্ড: ২য়), প্রকাশস্থান: জামিয়া ইসলামিয়া বাইতুন নুর, উত্তর-পশ্চিম যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

পর্যালোচনা: এ (২য়) খণ্ডের মধ্যে মাযহাবের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, সহীহ হাদীসের আলোকে শবে বরাত প্রসঙ্গ, সহীহ হাদীস হলেই আমার মাযহাব- কথা সত্য মতলব খারাপ, একই দিনে সারা বিশ্বে রোযা ও ঈদ প্রসঙ্গ, ফজরের সালাতের ওয়াক্ত, সালামের পর সাহু সিজদা, দু'আয় ওসিলা গ্রহণ শিরক, মহিলাদের জামা'আতে

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহণ প্রসঙ্গ, শহীদদের জানাযা প্রসঙ্গ, সহীহ হাদীসের আলোকে ঈসালে সাওয়াব, সুবহি সাদিকের পর রোযার নিয়্যাত, রাসূল ও মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবণী, তাসাওউফ, কাশফ-কারামাত, টুপি-পাগড়ী, তাবিজ-কবচ, দাড়ি, দু'হাতে মুসাফাহা ইত্যাদি প্রসঙ্গে আহলে হাদীস এবং মাযহাবপন্থী বিশেষত হানাফী মাযহাবের হাদীস ভিত্তিক দলিলপ্রমাণ ও যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করা হয়েছে। এ গ্রন্থের প্রতিটি মাসআলায় আহলে হাদীসের উপস্থাপিত হাদীসের দলীল খণ্ডন করার পাশাপাশি হানাফী মাযহাব যে, আমলযোগ্য সহীহ হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত এ কথা প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালনো হয়েছে।

৭. গ্রন্থের নাম: ***সহীহ হাদীস কথিত আহলে হাদীস***

গ্রন্থকার: মাওলানা মনিরুজ্জামান ও অন্যান্য, প্রকাশ কাল: ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪২৮, (খণ্ড: ৩য়), প্রকাশস্থান: জামিয়া ইসলামিয়া বাইতুন নুর, উত্তর-পশ্চিম যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

পর্যালোচনা: এ (৩য়) খণ্ডের মধ্যে আহলে হাদীসের বিভ্রান্তি, ডা. জাকির নায়েকের স্বরূপ সন্ধানে শিরোনামের অধীন ৪৩টি উপ-শিরোনামে তার বিতর্কিত বক্তব্য খণ্ডন, আহলে হাদীসের কিছু আকিদাহ, সুন্নাত সম্মত পোশাক, সাহাবাগণের সমালোচনা, আহলুস্‌সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, আকাইদ সম্পর্কিত কিছু কথা তথা আল্লাহ নিরাকার, তিনি সর্বত্র বিরাজমান, ওহদাতুল ওজুদ, হায়াতুননবী, কুতুবে আহনাফের উপর আপত্তি ও তার জবাব এবং নামাযের কিছু খুটিনাটি ইখতিলাফী বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

৮. গ্রন্থের নাম: ***নবীজী দ. এর সুন্নাত***

গ্রন্থকার: মুফতি মাওলানা মনসূরুল হক, প্রকাশ কাল: ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৯৬, ৮ম সংস্করণ, প্রকাশস্থান: কাসেমিয়া লাইব্রেরি, বাংলা বাজার, ঢাকা। এতে দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহ প্রদত্ত করণীয় কর্তব্যগুলো তথা ওযু, গোসল, তায়াম্মুম, সালাত, সাওম ইত্যাদির বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাত মোতাবেক পালন করার উপায় সম্পর্কে হাদীস ভিত্তিক আলোকপাত করা হয়েছে। এ গ্রন্থে উদ্ধৃত প্রতিটি হাদীসের সূত্র উল্লেখপূর্বক চলিত বাংলায় অনুবাদ সংযুক্ত করা হয়েছে।

৯. গ্রন্থের নাম: ***হাদীসে রাসূল সা.***

গ্রন্থকার: মুফতি মাওলানা মনসূরুল হক, প্রকাশ কাল: ফেব্রুয়ারী ২০১৪ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২৭, মূল্য: ১৫০ টাকা, প্রকাশস্থান: মাকতাবাতুল আশরাফ, ১১ বাংলা বাজার, ঢাকা। এ গ্রন্থটি সংকলনে সংশ্লিষ্ট শিরোনামের অধীন এতদ্ সংক্রান্ত শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট হাদীসখানা প্রথমে আরবী ইবারত উপস্থাপন করা হয়েছে। সাথে সাথে হাদীস খানা যে গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর সংশ্লিষ্ট হাদীসের চলিত রীতিতে বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে। হাদীস খানা সহীহাইন ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ থেকে চয়িত হলে তার মান নির্ণয়ের জন্য সনদ ও মতন নিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হয়েছে।

১০. গ্রন্থের নাম: ***সুনান আদ-দারা কুতনী***

গ্রন্থকার: ইমাম আলী ইবন উমার আদ-দারাকুতনী (রহ.), অনুবাদক: মাওলানা মোঃ আবুল কালাম, প্রকাশস্থান : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, প্রকাশকাল: ২০১৪ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৯১, মূল্য: ৬৬৮টাকা। ইমাম আদ-দারাকুতনী (রহ.) হাদীস শাস্ত্রের পর্যালোচনামূলক অগ্রতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। তার হাদীস বিষয়ক রচনাবলীর মধ্যে উক্ত 'সুনান' গ্রন্থটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এটি চার খণ্ডে বৈরূত থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি পাঠে এমন অনেক হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়, যা সিহাহ সিত্তাহ এর মধ্যে নেই। এ গ্রন্থকার শাফিঈ মতাবলম্বী। এ গ্রন্থে তার নিজ মাযহাবের প্রাধান্য পেলেও ভিন্ন মাযহাবের অনুকূল হাদীসও তার গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। এ যাবৎ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ মাত্র এর ১খণ্ড প্রকাশ করেছে। এ খণ্ডে কিতাবুত তাহারাতে ৬৯টি, হায়েযে ৫টি, সালাতে ৮৫টি পরিচ্ছেদের অন্তর্গত মোট ১৫৪৪টি হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে।

১১. গ্রন্থের নাম: ***দারসুল হাদীস***

গ্রন্থকার: ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূইয়া, প্রকাশ কাল: নভেম্বর ২০১৫ খ্রি.,পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৩৭, ১ম খণ্ড, মূল্য: ১৫০টাকা, প্রকাশস্থান: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, কাটাবন, ঢাকা। এ গ্রন্থটিতে প্রতিটি হাদীসের সরল অনুবাদের পর হাদীস বর্ণনা কারীগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং হাদীসের বিষয়বস্তু, ব্যাখ্যা ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

Dhaka University Institutional Repository

শেষে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো আলোকপাত করা হয়েছে। যেসব হাদীস একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে প্রথমত: সহীহাইন (বুখারী-মুসলিম) অথবা অন্যকোন সহীহ গ্রন্থ এবং সুনান গ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

১২. গ্রন্থের নাম: ***ব্যবহারিক জীবনে হযরত রাসূলুল্লাহ দ. এর বাণী***

গ্রন্থকার: ড. মো: ইব্রাহিম খলীল, প্রকাশ কাল: জুন, ২০১৫ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৯৪, মূল্য: ৪০০, প্রকাশস্থান: মেরিট ফেয়ার, ১২ বাংলা বাজার, ঢাকা। এ বইটি মূলত: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হাদীসের সিলেবাসের আলোকে রচিত ও বিন্যস্ত একটি হাদীস গ্রন্থ। এতে ব্যবহারিক জীবনে মানব চরিত্রকে পূর্ণাঙ্গরূপে সাজিয়ে তোলার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো হাদীস ভিত্তিক ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

১৩. গ্রন্থের নাম: ***মাউযু' হাদীস বা প্রচলিত জাল হাদীস***

গ্রন্থকার: ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান, প্রকাশ কাল: ২০১৫ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৭২, মূল্য: ২০০ টাকা, প্রকাশস্থান: আশরাফিয়া বুক হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা। এ গ্রন্থটি "মাউযু' হাদীস বা প্রচলিত জাল হাদীস" শিরোনামে ৫টি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে। তন্মধ্যে মাওযু' শব্দের পরিচিতি, জাল হাদীস সর্বাস্থায় নিষিদ্ধ, জাল হাদীস নির্বাচন, জাল হাদীস প্রতিরোধ ও প্রচলিত ১৭২টি জাল হাদীস অধ্যায় শিরোনামের আলোকে বিষয় ভিত্তিক হাদীস আলোচনা করা হয়েছে। সর্বসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত পরিসরে গবেষণাধর্মী এ গ্রন্থটিতে বর্তমান সমাজে প্রচলিত বেশকিছু (১৭২টি) মিথ্যা বানোয়াট হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে।

১৪. গ্রন্থের নাম: ***দৈনন্দিন জীবনে পালনীয় রাসূল সা. এর সুন্নাতসমূহ***

গ্রন্থকার: মো. মোস্তফা জামান, প্রকাশ কাল: অক্টোবর, ২০১৬ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮০, প্রকাশস্থান: দারুন্নাজাত পাবলিকেশন্স, বাংলা বাজার, ঢাকা। এ গ্রন্থে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহ প্রদত্ত, রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রদর্শিত পালনীয় সুন্নাতসমূহ তথা ঘুম থেকে জেগে আবার ঘুমানো পর্যন্ত যাবতী কাজ-কর্ম, লেনদেন, আচার-ব্যবহার, উঠাবসাসহ এক কথায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাত মোতাবেক পরিচালনা করার উপায় সম্পর্কে হাদীস ভিত্তিক আলোকপাত করা হয়েছে।

৪.২ বাংলা ভাষায় অনূদিত হাদীস গ্রন্থাবলী

১৫. মূল গ্রন্থ: *ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার(দুই খণ্ড)*

গ্রন্থকার: মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (রহ.), প্রকাশস্থান: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। হাদীসভিত্তিক ফিকহ সংকলন 'ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার' গ্রন্থটি দুই খণ্ডে চলিত রীতির প্রাঞ্জল বাংলায় অনুবাদকর্ম সম্পাদন করা হয়েছে। এতে গ্রন্থকার কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ না করলেও অনুবাদক সংশ্লিষ্ট হাদীসের প্রয়োজন মোতাবেক কোথাও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মূলত এ গ্রন্থটি হানাফী মাযহাবের ফিকহী দলীলের অন্যতম হাদীস ভিত্তিক প্রমাণ।

প্রথম খণ্ড: অনুবাদ: ড. খোন্দকার আ.ন.ম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, প্রকাশকাল: অক্টোবর-২০১০খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৬৪, মূল্য: ১৬০টাকা। এ খণ্ডে ৬টি অধ্যায়ের মধ্যে ১ম অধ্যায়ে সামগ্রিক মূলনীতি-৩৫টি, ২য় অধ্যায়ে তাহারাত-১০৩টি, ৩য় অধ্যায়ে সালাত-৩৪৩টি, ৪র্থ অধ্যায়ে যাকাত-৪০টি, ৫ম অধ্যায়ে সিয়াম-৬৪টি এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে হাজ্জ-১০১টি বিষয়ের মোট ১৫৩৭টি হরকতযুক্ত (আরবী) হাদীসের চলিত বাংলায় অনুবাদ স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: অনুবাদ: ড. খোন্দকার আ.ন.ম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর-২০১০খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৭৬, মূল্য: ১৩৫টাকা। এ খণ্ডে মু'আমালাতের নানা দিক সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে বিবাহ অধ্যায় থেকে শুরু করে ইহসান পর্ব পর্যন্ত মোট ৩৯টি অধ্যায়ে মোট (১৪৯০-২৬২২)= ১১২২টি হাদীসের বঙ্গানুবাদ উল্লিখিত হয়েছে।

১৬.মূল গ্রন্থ: *হাদীসে কুদসী*

গ্রন্থকার: মাওলানা মুহাম্মদ মাদানী (রহ.), অনুবাদক: মাওলানা মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ, প্রকাশকাল: মে ২০১০ খ্রি., সংস্করণ: ৩য়, ২০১৮ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৮৮, মূল্য: ২০০ টাকা, প্রকাশস্থান: মীনা বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ে হাদীসে কুদসীর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। অতঃপর তাওহীদ, শিরক, তাকদীর, যিকর, আল্লাহর রহমত-ক্ষমা অর্জনে হজ্জ, দরিদ্র মুসলিমের মর্যাদা ও অন্যন্য বিষয় প্রসঙ্গে ৪০টি অধ্যায়ে ১১৪টি হাদীস চলিত বাংলায় প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। এতে হাদীসের কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. মূল গ্রন্থ: *আলফিয়্যাতুল হাদীস*

গ্রন্থকার: মাওলানা মানযুর নোমানী (রহ.),অনুবাদক: মাওলানা আহসান ইলিয়াস, প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-জুলাই,২০১০খ্রি., ১৩ম প্রকাশ-২০১৯খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৫৫, মূল্য: ৫২০টাকা, প্রকাশস্থান: ইসলামিয়া প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। বর্তমান কিতাবের নামেই বোঝা যায়, *"আলফিয়্যাতুল হাদীস"* বা সহস্র হাদীস এর নির্বাচিত সংকলন। এ গ্রন্থে বিষয় ভিত্তিক ঈমান, ইসলাম, তাওহীদ, শিরক, কবর, কিয়ামত, পবিত্রতা, নামায, রোযা, হজ্জ, আখলাক বা চরিত্র, দুআ ইত্যাদি ২৬টি অধ্যায়ের অধীন (১-১০০০)=১০০০ খানা হাদীস হরকতযুক্ত আরবী মূল ইবারত উল্লেখপূর্বক চলিত বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। এতে কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়নি; তবে অনুবাদের শেষে হাদীসের মূল গ্রন্থের সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। বইটির বিষয়বস্তু ও বিন্যাসরীতি অতি চমৎকার।

১৮. মূল গ্রন্থ: *রাহে আমল*

গ্রন্থকার: মওলানা জলিল আহসান নদভী, অনুবাদক: মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক, প্রকাশকাল: জুন-২০১০, চতুর্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৬৩, মূল্য: ১২০ টাকা, প্রকাশস্থান: মক্কা পাবলিকেশন্স, ৩৮/৩ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। এ খণ্ডের মধ্যে নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা, ইবাদত, ইমামতি, যাকাত, ছদাকাহ ফিতরা, ওশর, রোযা, হজ্জ, মুআ'মালাত, অবৈধ ওসিয়াত, সুদ-ঘুষ, সামাজিক বিধান, দেনমোহর, পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থের মধ্যে ২২টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ২০৬টি হাদীস আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটি মূলত: মানব চরিত্র সংশোধন ও উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত প্রণীত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: প্রকাশকাল: জুলাই-২০১০ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্য: ২১২, মূল্য: ১৫০ টাকা, প্রকাশস্থান: মক্কা পাবলিকেশন্স, ৩৮/৩ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। এ খণ্ডে মুসলমানদের নিকট মুসলমানদের অধিকার, চারিত্রিক ত্রুটিসমূহ, নৈতিক সদগুণাবলী, দাওয়াত ও তাবলীগ, সংগঠন, তওবা ও ইসতিগফার, মানবপ্রেম, আত্মশুদ্ধি ও প্রশিক্ষণেরপন্থা, কুরআন অধ্যয়ন, নফল ও তাহাজ্জুদ, যিকর ও দ'ুআ, শিক্ষণ পদ্ধতি, মানুষের প্রতি দয়া, দীন প্রতিষ্ঠার অগ্নিপরীক্ষা ও আসহাবে রাসূলের জীবনধারা ইত্যাদি বিষয়ে ১৫টি অধ্যায়ে ২০৭ নং থেকে ৪৪০ নং পর্যন্ত মোট ২৩৩টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

১৭.মূল গ্রন্থ: *স্বভাব সম্পর্কে চল্লিশ হাদীস*

গ্রন্থকার: মাওলানা মেহেরবান আলী বড়তুভী, অনুবাদক: মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হালীম, প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারী ২০১০ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৩, প্রকাশস্থান : এমদাদীয়া লাইব্রেরি, চকবাজার, ঢাকা। 'স্বভাব সম্পর্কে চল্লিশ হাদীস' গ্রন্থে মানুষের স্বভাব সম্পর্কে চল্লিশটি হাদীস সংকলন করা হয়েছে। এই পুস্তিকায় উল্লিখিত হাদীসসমূহ প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ মিশকাতুল মাসাবীহ থেকে চয়ন করা হয়েছে। হাদীস চয়নের ক্ষেত্রে শরী'আত ও তাসাউফ বিষয়ক হাদীস নির্বাচন করা হয়েছে এবং ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মা'রিফুল হাদীসের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি ২টি অধ্যায়ের বিভক্ত করে চলিত বাংলা রীতিতে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সংযুক্ত হয়েছে।

১৮. মূল গ্রন্থ: *তিরমিযী শরীফ (ছানী)*

গ্রন্থকার: ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.), অনুবাদক: মাওলানা ফারুক আহমদ, প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-আগষ্ট, ২০১৩ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৭৯ (১ম খণ্ড), মূল্য: ৪৫০ টাকা, প্রকাশস্থান: ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলা বাজার, ঢাকা।

পর্যালোচনা: 'তিরমিযী শরীফ' হাদীসের গ্রন্থসমূহের মধ্যে উপকার গ্রহণের দিক দিয়ে অগ্রগণ্য। আলোচ্য গ্রন্থটি মাওলানা ফারুক আহমদ কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনূদিত এবং ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলা বাজার, ঢাকা থেকে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৯টি অধ্যায় তথা কিতাবুল আতইমাহ-৪৬টি, আশরিবাহ-২১টি, ফারায়েজ-২৩টি, তিব্ব-৩৩টি, বিররি ওয়াস সিলাহ-৮৬টি, ফিতান-৩৪টি, কদর-১৬টি, হিবাহ-৭টি এবং ওসিয়া অধ্যায়ে ৮টি অর্থাৎ মোট ২৭৪টি পরিচ্ছেদের অন্তর্গত মোট ৪৭৯ খানা হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থটি অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাষাগত দুর্বোধ্যতা পরিহার করে সাবলীল চলিত রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে ইলমে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ ছাড়া তিরমিযী শরীফে ব্যবহৃত বিশেষ কিছু পরিভাষা বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রন্থটিকে বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। এ ছাড়া ইমাম তিরমিযীর সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. মূল গ্রন্থ: *আলফিয়্যাতুল হাদীস*

গ্রন্থকার: মাওলানা মানযুর নোমানী (রহ.), অনুবাদক: মুফতি ওমর ফারুক হাবীবি, প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-ডিসেম্বর, ২০১৩ খ্রি., ৪র্থ প্রকাশ-২০১৭ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৩৯, মূল্য: ৪০০ টাকা, প্রকাশস্থান: আশ্রাফিয়া বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।

পর্যালোচনা: আলোচ্য গ্রন্থটি *"আলফিয়্যাতুল হাদীস"* বা সহস্র হাদীস এর নির্বাচিত সংকলন। এতে বিষয় ভিত্তিক ঈমান ও ইসলাম, কবর, কিয়ামত, আখিরাত, পবিত্রতা, নামায, রোযা, হজ্জ, বিবাহ, আখলাক বা চরিত্র ও দুআ ইত্যাদি ২৬টি অধ্যায়ের অধীন (১-১০০০)=১০০০ খানা হাদীস হরকতযুক্ত আরবী ভাষ্য উল্লেখপূর্বক চলিত বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। এতে প্রতিটি হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, প্রাসঙ্গিক প্রশ্নাবলি ও উত্তর, তাহকীক ও রাবী পরিচিতি আলোচনা করা হয়েছে। বইটির বিষয়বস্তু ও বিন্যাসরীতি চিত্তাকর্ষক।

২০. মূল গ্রন্থ: *বিষয় ভিত্তিক হাদীসে কুদসী সমগ্র*

গ্রন্থকার: শায়খ নাসির উদ্দিন আলবানী (রহ.), অনুবাদক: মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার, প্রকাশকাল: নভেম্বর-২০১৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২১৮, মূল্য: ২০০ টাকা, প্রকাশস্থান: দারুস সালাম বাংলাদেশ, বাংলাবাজার, ঢাকা। এ গ্রন্থে বিষয় ভিত্তিক ঈমান, তাওহীদ, শিরক, কুফর, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, নামায, রোযা, আরাফাত দিবসের ফযিলত, নবী-রসূল, ফিরেশতা, তাকওয়া, তাকদীর, তাওবা, ক্ষমা, দয়া, দান, সদাকাহ, শ্রম ও শ্রমিক, আত্মীয়তার বন্ধন, কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব, সালাম, যিকর, দু'আ ইত্যাদি বিষয়ের ২৪টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে হাদীসগুলোর আলোচনা স্থান পেয়েছে।

২১. মূল গ্রন্থ: *রাহে আমল*

গ্রন্থকার: মাওলানা জলিল আহসান নদভী, অনুবাদক: আব্দুল্লাহ ইউসুফী এম.এম, প্রকাশকাল: এপ্রিল-২০১৪ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২১৬, মূল্য: ১৮০টাকা, প্রকাশস্থান: আল-হিশাম পাবলিকেশন্স, বাংলা বাজার, ঢাকা। এ খণ্ডের মধ্যে নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা, ইবাদত, ইমামতি, যাকাত, ছদাকাহ ফিতরা, ওশর, রোযা, হজ্জ, মুআ'মালাত, অবৈধ ওসিয়াত, সুদ-ঘুষ, সামাজিক বিধান, দেনমোহর, পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থের মধ্যে ২২টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ২০৬টি হাদীস আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটি মূলত: মানব চরিত্র সংশোধন ও উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত প্রণীত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: প্রকাশকাল: এপ্রিল-২০১৪ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২১৬, মূল্য: ১৮০ টাকা, প্রকাশস্থান: আল-হিশাম পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা। এ খণ্ডে মুসলমানদের নিকট মুসলমানদের অধিকার, চারিত্রিক ত্রুটিসমূহ, নৈতিক সদগুণাবলী, দাওয়াত ও তাবলীগ, সংগঠন, তওবা ও ইসতিগফার, মানবপ্রেম, আত্মশুদ্ধি ও প্রশিক্ষণের পন্থা, কুরআন অধ্যয়ন, নফল ও তাহাজ্জুদ, যিকর ও দু'আ, শিক্ষণ পদ্ধতি, মানুষের প্রতি দয়া, দীন প্রতিষ্ঠার অগ্নিপরীক্ষা ও আসহাবে রাসূলের জীবনধারা ইত্যাদি বিষয়ে ১৫টি অধ্যায়ে ২০৭নং থেকে ৪৪০নং পর্যন্ত মোট ২৩৩টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২২. মূল গ্রন্থ: *কাসাসুল হাদীস*

গ্রন্থকার: মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া ইকবাল, অনুবাদক: মাওলানা মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, প্রকাশকাল: মার্চ, ২০১৪ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৩৬৪, মূল্য: ১৯০ টাকা, প্রকাশস্থান: এমদাদিয়া লাইব্রেরি, চকবাজার, ঢাকা। এ গ্রন্থে আম্বিয়া কিরামের ঈমান দৃপ্ত ঘটনাবলী, বিশেষত: সালেহ (আ.) এর উষ্ট্রী হত্যার ঘটনা, মুসা (আ.) ও মালাকুল মাউতের কাহিনী, গায়েবী রিযকের ব্যবস্থা, ইনসাফপূর্ণ বিচার, ঈমান ও ইয়াকীন বৃদ্ধির ঘটনা, বনিইসরাঈলের অবাধ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২৩. মূল গ্রন্থ: *হাদীসে কুদসী*

গ্রন্থকার: মুহাম্মদ আওয়ামা, অনুবাদক: মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের, প্রকাশকাল: নভেম্বর ২০১৪ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৩৬, মূল্য: ১০০ টাকা, প্রকাশস্থান: এমদাদীয়া লাইব্রেরি, চকবাজার, ঢাকা।

এ গ্রন্থে মুহাম্মদ আওয়ামা কর্তৃক রচিত 'মিন সিহাহীহিল আহাদীসিল কুদসীয়াহ' হাদীস গ্রন্থ অবলম্বনে 'হাদীসে কুদসী' শিরোনামে মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের কর্তৃক বাংলা চলতি রীতিতে অনূদিত হয়েছে। তবে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থকারের অনুসরণ করা হয়নি; বরং অনুবাদক তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা বাংলাভাষী সাধারণ শিক্ষিত জনগণের চাহিদা ও তাদের উপযোগিতার দিকে বিবেচনা করে উপস্থাপন করেছেন। এ গ্রন্থটি ১৮টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে হাদীসগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২৪.মূল গ্রন্থ: *হাদীসে আরবায়ীন*

গ্রন্থকার: শায়খ তাকীউদ্দীন ইবন দাকীক (রহ.), অনুবাদক: মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী, প্রকাশকাল: জুন ২০১৪ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৪, মূল্য: ৫০ টাকা, প্রকাশস্থান: এমদাদীয়া লাইব্রেরি, চকবাজার, ঢাকা। এ গ্রন্থটিতে রাসূল (সা.) এর পবিত্র মুখ নি:সৃত ৪০টি হাদীস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা নিচে টিকা আকারে প্রদান করা হয়েছে। হাদীস থেকে প্রাপ্ত উপদেশাবলী আলাদা করে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ গ্রন্থের বেশীর ভাগ হাদীস বুখারী-মুসলিম শরীফ থেকে চয়ন কৃত।

২৫.মূল গ্রন্থ: *ছোটদের সহীহ হাদীস শিক্ষা ও হাদীসের আলো*

গ্রন্থকার: শায়খ মহিউদ্দীন মুহাম্মদ আওয়ামা, অনুবাদক: মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ, প্রকাশকাল: এপ্রিল, ২০১৫ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৮১, মূল্য: ১৭০ টাকা, প্রকাশস্থান: মাকতাবাতুল আশরাফ, বাংলা বাজার, ঢাকা। এ গ্রন্থের শুরুতে মূল গ্রন্থাকার শায়খ মহিউদ্দীন মুহাম্মদ আওয়ামার ভূমিকার হুবহু বঙ্গানুবাদ দেয়া হয়েছে। এতে ৩০০টি হাদীস স্থান পেয়েছে। হাদীসগুলো আকারে ছোট, হারাকাত যুক্ত আরবী ইবারতে, সহজ- সাবলীল ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এ গ্রন্থের হাদীসগুলো সহীহ ও হাসান পর্যায়ভূক্ত।

২৬. মূল গ্রন্থ: *মুত্তাফাকুন আলাইহি ফিমা ইত্তাফাকা আলাইহিশ শায়খাইন*

গ্রন্থকার: মুহাক্কিক শায়খ ফুয়াদ আব্দুলদ বাকী, অনুবাদক: আহমাদ শামস মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম, প্রকাশকাল: নভেম্বর-২০১৫ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৯২০, মূল্য: ১০৮০ টাকা, প্রকাশস্থান: মীনা বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা।

পর্যালোচনা: 'মুত্তাফাকুন আলাইহি ফিমা ইত্তাফাকা আলাইহিশ শায়খাইন' হাদীস গ্রন্থটি 'মুহাক্কিক শায়খ ফুয়াদ আব্দুলদ বাকী' কর্তৃক আরবী ভাষায় প্রণীত সংকলিত হাদীস গ্রন্থটি মীনা বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা থেকে এক খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি মূলত ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম কর্তৃক সংকলিত বুখারী ও মুসলিম শরীফের ঐ সকল হাদীসের সংকলন; যে হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপরে উভয় ইমাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এতে মোট ১৯০৬ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটি মূল গ্রন্থের অনুসরণে সহজ-সরল চলিত ভাষায় অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে উপস্থাপিত হাদীসসমূহ সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে সকল উম্মাহ ঐকমত্য।

২৭. মূল গ্রন্থ: *কিতাবুল আছার*

গ্রন্থকার: ইমাম আযম আবূ হানিফা(রহ.), অনুবাদমণ্ডলী: দাওরা হাদীস সমাপনী ছাত্রবৃন্দ, প্রকাশস্থান: মাকতাবাতুস সাফা, ঢাকা, প্রকাশকাল: ২০১৬খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৯৩, মূল্য: ৪৫০টাকা। এ গ্রন্থটি মূলত মালিবাগ জামিয়া শারঈয়া এর ২০১৬ সালের দাওরা হাদীস সমাপনী ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক অনূদিত ও মাওলানা আবুল ফাতাহ ইয়াহইয়া (রহ.) কর্তৃক সম্পাদিত হাদীস শাস্ত্রের একটি প্রাচীনতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.) দীর্ঘ ২০ বছর ৪০ হাজার হাদীস গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ গ্রন্থখানা সংকলন করেন। বিধিবিধান সম্পর্কিত সুবিন্যস্ত এটিই সহীহ হাদীসের সর্বপ্রথম সংকলন। এতে প্রথমে ইমাম আযম আবু হানীফার (রহ.) সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ও ইলমুল হাদীসে তার অবস্থান প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। অতপর 'অযু' থেকে শুরু করে 'যবেহ' অধ্যায় পর্যন্ত মোট ৪১টি অধ্যায়ে (০১-১০৬৭)=১০৬৭টি হাদীসের হরকতযুক্ত মূল হাদীস লিখে নিচে চলিত বাংলায় অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে।

২৮. মূল গ্রন্থ: *বুলুগুল মারাম (উদ্দেশ্য হাসিল মানব জীবনের প্রয়োজনীয় হাদীস)*

গ্রন্থকার: হাফিজ ইবন হাজার আসকালানী (রহ.), অনুবাদক: মাওলানা রায়হান বিন মাহমুদ, প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০১৪, সংস্করণ: ২য়, মে ২০১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৯২, মূল্য: ৪৮০ টাকা, প্রকাশস্থান: মীনা বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা।

পর্যালোচনা: এ গ্রন্থের মধ্যে ১৬টি অধ্যায় তথা কিতাবুত তাহারাত, কিতাবুস সালাত, কিতাবুল জানায়েয, কিতাবুস সাওম, কিতাবুল বুয়ু' ইত্যাদি বিষয়ের অন্তর্গত মোট ১৫৯৭ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থের প্রত্যেকটি হাদীস বর্ণনার পর পরই তার সংকলক মুহাদ্দিসগণের নাম সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থের সূচনা পর্বে ইলমে হাদীসের পরিভাষা, পরিচিতি ও মাননির্ণয় আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিটি হাদীসের আরবী শব্দ ভেঙ্গে ভেঙ্গে আভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। হাদীসের সরল অনুবাদের শেষে এটি অন্য কোন কোন গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২৯. মূল গ্রন্থ: *মুয়াত্তা ইমাম মালেক (রহ.)*

গ্রন্থকার: ইমাম মালেক (রহ.), অনুবাদক: মাওলানা আজিজুল হক, প্রকাশকাল: জুন ২০১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১০০৩ (সকল খণ্ড একত্রে), মূল্য: ৮৫০টাকা, প্রকাশস্থান: মীনা বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা।

পর্যালোচনা: ইমাম মালেক (রহ.) কর্তৃক সংকলিত 'মুয়াত্তা ইমাম মালেক (রহ.)' হাদীস গ্রন্থটি মাওলানা আজিজুল হক কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনূদিত গ্রন্থটি মীনা বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা থেকে সকল খণ্ড একত্রে ২০১৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থের মধ্যে ৬১টি অধ্যায় তথা পবিত্রতা, নামাযের সময়, রমযানের নামায, রাতের নফল নামায, জামআ'তে নামায, সফরের নামায, দুই ঈদের নামায, ভয় কালীন নামায, বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত, কুরআন, জানাইজ, যাকাত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের অন্তর্গত মোট (১-৮৮২)=৮৮২ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। এতে সনদযুক্ত মূল হাদীস উদ্ধৃত করে অনুবাদের ক্ষেত্রে শুধু রাবীর নাম উল্লেখ করে চলিত বাংলায় অনুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৩০. মূল গ্রন্থ: *সুনানে নাসাঈ শরীফ*

গ্রন্থকার: ইমাম আবু আব্দির রহমান আহমাদ ইবন শোয়াইব আন-নাসাঈ (রহ.), অনুবাদক: মাওলানা আবু নাসের মুহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ, প্রকাশকাল: আগস্ট-২০১০ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১০৯৬ (সকল খণ্ড একত্রে), মূল্য: ৮৫০ টাকা, প্রকাশস্থান: মীনা বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা।

পর্যালোচনা: ইমাম নাসাঈ (রহ.) কর্তৃক সংকলিত 'সুনানে নাসাঈ' হাদীস গ্রন্থটি মাওলানা আবু নাছের মুহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনূদিত এবং মীনা বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা থেকে সকল খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থের শুরুতে ইলমে হাদীসের পর্যালোচনা ও ইমাম নাসাঈর জীবনী নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। যেহেতু এটি একটি সুনান গ্রন্থ যা ফিকহী ধারাবাহিকতায় অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ সাজানো হয়েছে। যেমন কিতাবুত তাহারাত দিয়ে গ্রন্থটি শুরু করা হয়েছে। অতঃপর সালাত, সিয়াম, যাকাত, মানাসিক ইত্যাদি মোট ৪৮টি অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। এতে মোট ৫৭৬১ খানা হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রতিটি হাদীসের সনদের শুরু ও শেষের রাবীর নাম উল্লেখপূর্বক চলিত বাংলায় অনূদিত হয়েছে। সুন্দর বিন্যাস ও চমৎকার উপস্থাপনা গ্রন্থটিকে করেছে সুষমা মণ্ডিত।

৩১. মূল গ্রন্থ: *তিরমিযী শরীফ*

গ্রন্থকার: ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.), অনুবাদক: মাওলানা মুহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম, প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-২০১০সাল, জুলাই, ২০১৮খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১০৮০ (১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড একত্রে), মূল্য: ৮৫০ টাকা, প্রকাশস্থান: মীনা বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা।

পর্যালোচনা: *'তিরমিযী শরীফ'* হাদীসের গ্রন্থসমূহের মধ্যে উপকার গ্রহণের দিক দিয়ে অগ্রগণ্য। গ্রন্থটি মাওলানা মুহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনূদিত এবং মীনা বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা থেকে সকল খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থের মধ্যে ১ম খণ্ডে ৩টি, ২য় খণ্ডে ৮টি, ৩য় খণ্ডে ৮টি, ৪র্থ খণ্ডে ১১টি, ৫ম খণ্ডে ৬টি ও ৬ষ্ঠ খণ্ডে ২টি মোট ৪১টি অধ্যায়ের অন্তর্গত মোট ৩৮৯০ খানা হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইসলামী শরীয়তের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের হাদীস সংযোজন করা হয়েছে। গ্রন্থটি অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাষাগত দুর্বোধ্যতা পরিহার করে সাবলীল চলিত রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে ইলমে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ ছাড়া তিরমিযী শরীফে ব্যবহৃত বিশেষ কিছু পরিভাষা বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রন্থটিকে বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করেছে। এ ছাড়া ইমাম তিরমিযীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও হাদীস সংকলনের ইতিহাস উল্লেখ করা হয়েছে।

৩২.মূল গ্রন্থ: *সহীহ বঙ্গানুবাদ বুখারী শরীফ*

গ্রন্থকার: আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী (রহ.), অনুবাদক: শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক ও মাওলানা মোহাম্মদ ছালামাত উল্লাহ, প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-মার্চ ২০১০ খ্রি., ২য় সংস্করণ, মার্চ ২০১১ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১০৬৪ (১-১০ম খণ্ড একত্রে), মূল্য: ১০০০ টাকা, প্রকাশস্থান: বার্ড কম্পিউটার এন্ড পাবলিকেশন্স, ১১ বাংলা বাজার, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা: এ গ্রন্থের প্রারম্ভে হাদীসের পরিচিতি, ইতিকথা, হাদীস সংকলনের ১ম, ২য় ও ৩য় যুগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সিহাহ সিত্তার সংক্ষিপ্ত পরিচিত, ইমাম বুখারীর জীবনী ও গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এতে ৭৬টি অধ্যায় তথা ওহি, ঈমান, ইলম, অযু, গোসল, হায়েয, তায়াম্মুম, সালাত, আযান, জুমআ', ঈদ, জানাযা, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি বিষয়ের অন্তর্গত ৭০৬৩ খানা হাদীসের চলিত বাংলায় অনুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৩৩.মূল গ্রন্থ: *মুসলিম শরীফ (বঙ্গানুবাদ)*

গ্রন্থকার: আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী (রহ.), অনুবাদক: মাওলানা আব্দুস সালাম, প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর ২০১৪ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১০৮০ (সকল খণ্ড একত্রে), মূল্য: ১২০০ টাকা, প্রকাশস্থান : বার্ড কম্পিউটার এন্ড পাবলিকেশন্স, ১১ বাংলা বাজার, ঢাকা।

পর্যালোচনা: মুসলিম শরীফের উক্ত অনুবাদ গ্রন্থটিতে মোট ৫৭টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ৭২৩০ খানা হাদীস সহজ-সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় চলিত বাংলায় অনূদিত হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে ইমাম মুসলিমের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে; এমনকি তাকরার হাদীসগুলোও এর অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। সনদের শেষ বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মাঝে মাঝে কিছু টিকা-টিপ্পনীও উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৪.মূল গ্রন্থ: *তিরমিযী শরীফ (সহীহ বঙ্গানুবাদ)*

গ্রন্থকার: ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.), অনুবাদক: মাওলানা আব্দুস সালাম, প্রকাশকাল: নভেম্বর, ২০১৬ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১১২০ (সকল খণ্ড একত্রে), মূল্য: ৯০০ টাকা, প্রকাশস্থান: বার্ড কম্পিউটার এন্ড পাবলিকেশন্স, ১১ বাংলা বাজার, ঢাকা।

পর্যালোচনা: তিরমিযী শরীফ উক্ত অনুবাদ গ্রন্থটিতে মোট ৫৫টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ৪৩৫৪ খানা হাদীস সহজ-সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় চলিত বাংলায় অনূদিত হয়েছে। এতে মাত্র ৮৩ খানা হাদীস পুনরোক্ত হয়েছে। এতে প্রতিটি হাদীসের সনদের বর্ণনার বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য রয়েছে। প্রতিটি হাদীস বর্ণনার শেষে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন ইমামের মতামত এবং তাদের যুক্তি প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। এতে হাদীসের প্রকারভেদ, রাবীদের নাম, উপনাম, উপাধি ইত্যাদি মূল্যবান তথ্য এবং ইলমে হাদীসের জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩৫.মূল গ্রন্থ: *মিশকাতুল মাসাবীহ (তিন খণ্ড)*

গ্রন্থকার: শায়েখ ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ খতীব আত-তাবরেযী (রহ.), অনুবাদক: শায়খুল হাদীস মোহাম্মদ আজিজুল হক ও মাওলানা সালামাতুল্লাহ, প্রকাশকাল: জুন, ২০১৮ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৯৬ প্রথম খণ্ড , মূল্য: ৬৫০ টাকা, প্রকাশস্থান: বার্ড কম্পিউটার এন্ড পাবলিকেশন্স, ১১ বাংলা বাজার, ঢাকা।

পর্যালোচনা: মিশকাতুল মাসাবিহ গ্রন্থটি মূলত একটি সংকলিত হাদীস গ্রন্থ। এ অনুবাদ গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের মধ্যে ৬টি অধ্যায় তথা ঈমান, ইলম, তাহারাত, সালাত, জানাযা ও যাকাত পর্বের অন্তর্গত মোট ১৮৫৯টি হাদীসের বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে। এ অনুবাদ গ্রন্থটি মূল সংকলনের ধারাবাহিকতা ঠিক রেখে বিন্যাস করা হয়েছে। এতে সনদের শেষ বর্ণনাকারীর নাম এবং উদ্ধৃত হাদীটির মূল গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের অধিকাংশ হাদীস সিহাহ সিত্তার কিতাব থেকে সংকলিত। এ ছাড়া বায়হাকী, মুসতাদরাক হাকেম, মুসনাদ আহমাদ, শরহ ছুন্নাহ, দারেমী ও দারা কুতনী থেকেও হাদীস চয়ন করা হয়েছে। এ ছাড়া মাঝে মাঝে কিছু প্রয়োজনীয় টিকা-টিপ্পনীও উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: প্রকাশকাল: জুন,২০১৮ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৮৮,মূল্য: ৬৫০ টাকা, প্রকাশস্থান: বার্ড কম্পিউটার এন্ড পাবলিকেশন্স, ১১ বাংলা বাজার, ঢাকা। এ খণ্ডের মধ্যে ১২টি অধ্যায় তথা রোযা, কুরআনের মহিমা, দোয়া, আল্লাহর নাম সমূহ, হজ্জ, ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ, দাসমুক্তি, কিসাস, দণ্ডবিধি, প্রশাসন ও বিচার এবং জিহাদ পর্বের অন্তর্গত ১৮৬০নং থেকে ৩৮৮৪নং পর্যন্ত মোট ২০২৪ টি হাদীসের বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড: প্রকাশকাল: জুন ২০১৮ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৮৮, মূল্য: ৬৫০ টাকা, প্রকাশস্থান: বার্ড কম্পিউটার এন্ড পাবলিকেশন্স, ১১ বাংলা বাজার, ঢাকা। এ খণ্ডের মধ্যে ০৮টি অধ্যায় তথা শিকার ও যবেহ, খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, চিকিৎসা ও মন্ত্র, স্বপ্ন, শিষ্টাচার, মন গলানো উপদেশমালা ও ফিতনা পর্বের অন্তর্গত ৩৮৮৫নং থেকে ৬০৩৪নং পর্যন্ত মোট ২১৪৯টি হাদীসের বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩৬. মূল গ্রন্থ: ***রিয়াদুস সালেহীন***

গ্রন্থকার: ইমাম মহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী রহ., অনুবাদক: মুফতি মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ,প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর, ২০১৩ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮৪০ (সকল খণ্ড একত্রে), মূল্য: ৭৫০ টাকা, প্রকাশস্থান : বার্ড কম্পিউটার এন্ড পাবলিকেশন্স, ১১ বাংলা বাজার, ঢাকা।

পর্যালোচনা: 'রিয়াদুস সালেহীন' হাদীস গ্রন্থটি মুফতি মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনূদিত এবং বার্ড কম্পিউটার এন্ড পাবলিকেশন্স, ১১ বাংলা বাজার, ঢাকা থেকে সকল খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থে প্রতিটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্বাচনের পর প্রাসঙ্গিক কুরআনের আয়াত উল্লেখ করার দ্বারা শিরোনামকে সুদৃঢ় করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। অতঃপর শিরোনামের অধীন সে সকল বিশুদ্ধ হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা দ্বারা সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের উদ্দিষ্ট বিষয়াবলী প্রমাণিত হয়। এ গ্রন্থের মধ্যে ৩৭৬টি পরিচ্ছেদ তথা শিষ্টাচার, পোশাক-পরিচ্ছদ, রোগীদেখা, ভ্রমণ, বিভিন্ন আমলের ফজিলত, ই'তিকাফ, হজ্জ, জিহাদ, ইলম, যিকর ইত্যাদি বিষয়ের অন্তর্গত মোট ১০০৫ খানা হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে কোন আয়াত কিংবা হাদীসের জটিল শব্দ এসেছে তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শুরুতে ইমাম নববী (রহ) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করা হয়েছে।

৩৭. মূল গ্রন্থ: ***ইমাম বুখারীর কাঠগড়ায় কথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়***

গ্রন্থকার: মাওলানা আনোয়ার খুরশিদ (রহ.), অনুবাদক: লুৎফর রহমান ফরায়েজী, প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০১৭ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৭৫, মূল্য: ১৬০ টাকা, প্রকাশস্থান : মাকতাবাতুত তাকওয়া, ১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা। গ্রন্থটিতে ইমাম বুখারী (রহ) এর সনদে বর্ণিত কিছু সহীহ হাদীসের বিরোধী কথিত আহলে হাদীসের অনুসারীদের এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দেয়া হয়েছে । যেমন- জুতা পায়ে নামাজ পড়া, নামাযে বিসমিল্লাহ আস্তে পড়া, মুক্তাদির কিরাআ'ত পড়া, জুমআ'র সময়, ইমামতির অধিক হকদার, বিতর, তাহাজ্জুদ, নফল ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণিত হাদীসের চলিত রীতিতে বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে।

৩৮. মূল গ্রন্থ: ***তাফসীরে কুরআনে জাল হাদীস***

গ্রন্থকার: আসীর আদরবী, অনুবাদক: উল্লেখ নেই, প্রকাশকাল: জুলাই ২০১৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩৪৮, মূল্য: ৩৫০ টাকা, প্রকাশস্থান: মাকতাবাতুত তাকওয়া, ১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা। গ্রন্থটি অত্যন্ত সাবলীল ও প্রাঞ্জল চলিত বাংলায় লিখিত বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে যে সকল জাল হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থ পাঠ করে একজন পাঠক খুব সহজেই প্রচলিত জাল হাদীসগুলো পৃথক করণে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন।

৩৯. মূল গ্রন্থ: ***হাদীসের আলোকে গুণাহের শাস্তি***

গ্রন্থকার: মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার, অনুবাদক: উল্লেখ নেই, প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২২৪, মূল্য: ২০০ টাকা, প্রকাশস্থান: মাকতাবাতুত তাকওয়া, ১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা।

পর্যালোচনা: এটি হাদীস ভিত্তিক গুনাহের শাস্তি বিষয়ক একটি চমৎকার গ্রন্থ। এতে প্রতিটি হাদীসের নম্বর ও উৎস পার্শ্বটীকায় সংযোজন করা হয়েছে। সিংহভাগ হাদীসের উৎস তারগীব ওয়াত তারহীব ও মাকতাবা শামেলা থেকে নেয়া হয়েছে। এতে শিরক, হত্যা, যাদু, মাতা-পিতার অবাধ্যতা, নামাজ পরিত্যাগ, যাকাত না দেয়া, জুয়া, চুরি, ব্যভিচার, সুদ, ঘুষ ইত্যাদির শাস্তি বিষয়ক হাদীসের অনুবাদ প্রাঞ্জল চলিত রীতিতে অনূদিত হয়েছে। এ ছাড়া কুরআন হাদীস ও ফিকহের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে গ্রন্থটিকে আরো তথ্য সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

৪০.মূল গ্রন্থ: ***সহীহ বুখারী শরীফ***

গ্রন্থকার: আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী রহ., অনুবাদক: মাওলানা মুহাম্মদ আজিজুল হক, প্রকাশকাল: জুন ২০১৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮৩২, খণ্ড :(সকল খণ্ড একত্রে), মূল্য: ৯৯০ টাকা, প্রকাশস্থান : আলিফ পাবলিকেশন্স, ৩৮/৩ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।

পর্যালোচনা: বুখারী শরীফের মূল কিতাব অনুসরণে ৯২টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ৭০৫৩ টি হাদীসের শুধু চলিত রীতিতে সরল অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রন্থের সূচনাতে হাদীসের পরিচয়, হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাস, কুরআন-হাদীসের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪১. মূল গ্রন্থ: ***রিয়াদুস সালেহীন***

গ্রন্থকার: ইমাম মহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী রহ., অনুবাদক: মুফতি মুহাম্মদ যাকারিয়া, প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১০খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৯৬২ (সকল খণ্ড একত্রে), মূল্য: ৯০০ টাকা, প্রকাশস্থান : আলিফ পাবলিকেশন্স, ৩৮/৩ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। রিয়াদুস সালেহীন বিষয় ভিত্তিক হাদীস গ্রন্থ হিসেবে গোটা মুসলিম জাহানে সমাদৃত। ৪ খণ্ডের বিশাল এ গ্রন্থটি একমলাটে মোট (১ম খণ্ডে ২০২পৃ.) + (২য় খণ্ডে ২৩৯পৃ.) + (৩য় খণ্ডে ২৫৬ পৃ.) + (৪র্থ খণ্ডে ২৩৫ পৃ.) = ৯৬২ পৃষ্ঠার অন্তর্গত ১৮৯৬ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। অনুবাদের ভাষা চলিত।

৪২. মূল গ্রন্থ: ***সহীহ বোখারী শরীফ***

গ্রন্থকার: ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ.), অনুবাদক: মাওলানা মমতাজ উদ্দিন আহমদ ও আহসান হাবীব, প্রকাশকাল: জানুয়ারি, ২০১১ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১০৭২ (সকল খণ্ড একত্রে), মূল্য: ৭২০টাকা, প্রকাশস্থান: হোসাইনীয়া লাইব্রেরি, ৪৫ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০ ।

পর্যালোচনা: এ গ্রন্থের মধ্যে ৬৫টি অধ্যায় তথা বাবুল ওহি, কিতাবুল ঈমান, ইলম, অযু, গোসল, হায়েয, তায়াম্মুম, সালাত, আযান, জুমআ', ঈদ, জানাযা, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি বিষয়ের অন্তর্গত ০১নং থেকে ৭০৪১ নং পর্যন্ত মোট ৭০৪১ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটির শুরুতে ইমাম বুখারীর জীবনী ও গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর হাদীসের পরিভাষা বর্ণনার পাশাপাশি প্রতিটি অধ্যায়কে আলাদাভাবে পরিচ্ছেদে বিন্যাস পূর্বক প্রতিটি হাদীস বাংলা চলিত রীতিতে অনূদিত হয়েছে।

৪৩. মূল গ্রন্থ: ***সহীহ মুসলিম শরীফ***

গ্রন্থকার: ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ রহ., অনুবাদক: ফজলুর রহমান মুন্সি ও মাওলানা ইলিয়াস, প্রকাশকাল: জানুয়ারি, ২০১৩ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১০৮০(সকল খণ্ড একত্রে), মূল্য:৭৫ টাকা, প্রকাশস্থান: হোসাইনীয়া লাইব্রেরি, ৪৫ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।

পর্যালোচনা: এ গ্রন্থের মধ্যে ৫৭ টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ০১ নং থেকে ৭২৮৩ নং পর্যন্ত মোট ৩৯১৭ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। যেমন: পবিত্রতা, আজান, সফর, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি। গ্রন্থটির শুরুতে ইমাম মুসলিমের জীবনী ও গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর হাদীসের পরিভাষা বর্ণনার পাশাপাশি প্রতিটি অধ্যায়কে আলাদাভাবে পরিচ্ছেদে বিন্যাস পূর্বক বাংলা চলিত রীতিতে অনূদিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে তাকরার হাদীস তথা পূণ: পূণ: উল্লিখিত হাদীসসহ মূল কিতাবের সকল হাদীস প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। সনদ বর্ণনার ক্ষেত্রে অধ:স্তন ও উর্ধ্বতন রাবীদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সংক্ষেপণের উদ্দেশ্যে সনদের মধ্যবর্তী রাবীদের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

৪৪. মূল গ্রন্থ: ***সহীহ তিরমিযী শরীফ***

গ্রন্থকার: ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.), অনুবাদক: ফজলুর রহমান মুন্সি কাতেব আহমাদ সৈয়দ কাওছার, প্রকাশকাল: আগষ্ট,২০১৩খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১০৭২টি, খণ্ড: সকল খণ্ড একত্রে, মূল্য:৭৫০টাকা, প্রকাশস্থান: হোসাইনীয়া লাইব্রেরি, ৪৫ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।

পর্যালোচনা: এ গ্রন্থের মধ্যে ৫০ টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ০১ নং থেকে ৩৯১৭ নং পর্যন্ত মোট ৩৯১৭ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। যেমন: পবিত্রতা, আজান, সফর, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি। গ্রন্থটির শুরুতে ইমাম তিরমিযীর জীবনী ও গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর হাদীসের পরিভাষা বর্ণনার পাশাপাশি প্রতিটি অধ্যায়কে আলাদাভাবে পরিচ্ছেদে বিন্যাস পূর্বক বাংলা চলিত রীতিতে অনূদিত হয়েছে।

৪৫. মূল গ্রন্থ: ***সহীহ নাসাঈ শরীফ***

গ্রন্থকার: ইমাম আব্দুর রহমান আন-নাসাঈ (রহ.), অনুবাদক: ফজলুর রহমান মুন্সি ও কাতেব আহমাদ সৈয়দ কাওছার, প্রকাশকাল: জুন, ২০১৪ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১০৭২ (সকল খণ্ড একত্রে), মূল্য: ৮০০ টাকা, প্রকাশস্থান: হোসাইনীয়া লাইব্রেরি, ৪৫ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা: এ গ্রন্থটি একটি সুনান গ্রন্থ যা ফিকহী ধারাবাহিকতায় অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ ভিত্তিক সাজানো হয়েছে। যেমন- কিতাবুত তাহারাত দিয়ে গ্রন্থটি শুরু করা হয়েছে। অতঃপর সালাত, সিয়াম, যাকাত, মানাসিক ইত্যাদি মোট ৩৬টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ০১ নং থেকে ৫৭৬১ নং পর্যন্ত মোট ৫৭৬১ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটির শুরুতে ইমাম নাসাঈর জীবনী ও গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর প্রতিটি অধ্যায়কে আলাদাভাবে পরিচ্ছেদে বিন্যাস পূর্বক বাংলা চলিত রীতিতে অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪৬. মূল গ্রন্থ: *সহীহ আবু দাউদ শরীফ*

গ্রন্থকার: ইমাম আবু দাউদ (রহ.), অনুবাদক: মাওলানা আব্দুর গফুর ও ফজলুর রহমান, প্রকাশকাল: মার্চ, ২০১৪ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১০৬০ (সকল খণ্ড একত্রে), মূল্য: ৮০০ টাকা, প্রকাশস্থান : হোসাইনীয়া লাইব্রেরি, ৪৫ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০ ।

পর্যালোচনা: এ গ্রন্থের মধ্যে ৩৪ টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ০১ নং থেকে ৫১৮৩ নং পর্যন্ত মোট ৫১৮৩ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। যেমন - পবিত্রতা, আজান, সফর, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি। গ্রন্থটির শুরুতে ইমাম আবু দাউদের জীবনী ও গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর হাদীসের পরিভাষা বর্ণনার পাশাপাশি প্রতিটি অধ্যায়কে আলাদাভাবে পরিচ্ছেদে বিন্যাসপূর্বক বাংলা চলিত রীতিতে অনুবাদ উপস্থাপিত হয়েছে।

৪৭. মূল গ্রন্থ: *সুনানে ইবন মাজাহ শরীফ*

গ্রন্থকার: ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ ইবন ইয়াজিদ ইবন মাজাহ রহ., অনুবাদক: মুফতি মাওলানা আব্দুল গফুর, প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর,২০১৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮৬৪ (সকল খণ্ড একত্রে), মূল্য: ৭৫০ টাকা, প্রকাশস্থান : হোসাইনীয়া লাইব্রেরি, ৪৫ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।

পর্যালোচনা: এ গ্রন্থের মধ্যে ৩৮টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ০১ নং থেকে ৪৩৪১ নং পর্যন্ত মোট ৪৩৪১ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। যেমন- পবিত্রতা, সালাত, জানাজা, সিয়াম, যাকাত, তালাক, কাফ্ফারা, জিয়ারাতুল আহকাম, সাদাকাত, হিবা, বন্ধক, আজান, ইত্যাদি বিষয়ের হাদীস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থটির শুরুতে ইমাম ইবন মাজাহ এর জীবনী ও গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। পাশা পাশি একটি অবতরণিকা উপস্থাপন করা হয়েছে; যাতে রাসূলের অনুসরণ, হাদীসের তাৎপর্য ও সাহাবাগণের জীবন পরিক্রমা তুলে ধরা হয়েছে। অতঃপর প্রতিটি অধ্যায়কে আলাদাভাবে পরিচ্ছেদে বিন্যাস পূর্বক বাংলা চলিত রীতিতে অনূদিত হয়েছে।

৪৮. মূল গ্রন্থ: *ফাযায়েলে আমল*

গ্রন্থকার: শায়খুল হাদীস যাকারিয়্যা ছাহেব কান্ধালভী (রহ.), অনুবাদক: মুফতি মুহাম্মদ উবায়দুল্লাহ, প্রকাশকাল: অক্টোবর, ২০০১ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১০১৬ (সকল খণ্ড একত্রে), মূল্য: ২০৫ টাকা, প্রকাশস্থান: দারুল কিতাব, ৫০ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।

পর্যালোচনা: এ গ্রন্থটি ০৬টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথমত: ফাজায়েলে তাবলীগ বর্ণনায় ৮টি আয়াত ও ১৩টি হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অতপর ফাজায়েলে নামায, নামাজ না পড়ার ক্ষতি, জামাতে নামাজের গুরুত্ব ও নামাজে একাগ্রতা প্রসঙ্গে ৩৩টি হাদীস স্থান পেয়েছে। ফাজায়েলে কুরআন সম্পর্কে ৪৭টি হাদীস উল্লিখিত হয়েছে, ফাজায়েলে যিক্‌র সম্পর্কে ৫৪টি আয়াত ও ১৯টি হাদীস, কালিমা তায়্যিবার ফজিলত সম্পর্কে ২১টি আয়াত ও ৪০টি হাদীস এবং তিন তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ, আল-হামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার) সম্পর্কিত ৩০টি আয়াত ও ২৫টি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে, ফাজায়েলে হেকায়েতে সাহাবা, ফাজায়েলে রমজানের উপর ২১টি হাদীস সংকলন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ গ্রন্থটি হরকতযুক্ত মূল আরবী উল্লেখ পূর্বক নিচে উর্দূতে তরজমা, অতপর সাধু ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। তারপরে ফায়দা শিরোনামে সংশ্লিষ্ট হাদীসের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

৪৯. মূল গ্রন্থ: *ফাযায়েলে সাদাকাত*

গ্রন্থকার: শায়খুল হাদীস যাকারিয়্যা ছাহেব কান্ধালভী (রহ.), অনুবাদক: মুফতি মুহাম্মদ উবায়দুল্লাহ, প্রকাশকাল: জুলাই,২০০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮৮৮ (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে), মূল্য: ২০০ টাকা, প্রকাশস্থান : দারুল কিতাব, ৫০ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা: এ গ্রন্থের মধ্যে ০৬ টি অধ্যায়ের অন্তর্গত প্রথম অধ্যায়ে সম্পদ খরচ করার ফজিলত সম্পর্কিত ৩৫টি আয়াত ও ২৭টি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে; দ্বিতীয় অধ্যায়ে কৃপণতার নিন্দা সম্পর্কিত ১৫টি আয়াত ও ১৫টি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে; তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রসঙ্গে ০৩টি আয়াত ও ১০টি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে; চতুর্থ অধ্যায়ে যাকাত প্রসঙ্গে ০৩টি আয়াত ও ০৭টি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে; পঞ্চম অধ্যায়ে যাকাত না দেওয়ার পরিণতি প্রসঙ্গে ০৩টি আয়াত ও ১০টি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে; ষষ্ঠ অধ্যায়ে সবর, তাওয়াক্কুল ও অল্পে তুষ্টি ইত্যাদি প্রসঙ্গে ১২২টি আয়াত ও ২০টি হাদীস সংকলন করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি সাধু ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

৫০. মূল গ্রন্থ: *মুন্তাখাব হাদীস*

গ্রন্থকার: হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধালভী রহ., অনুবাদক: হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের ছাহেব, প্রকাশকাল: আগষ্ট,২০১০ (২য় প্রকাশ), পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮২৪, মূল্য: ২০০ টাকা, প্রকাশস্থান : দারুল কিতাব, ৫০ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০ ।

পর্যালোচনা: এ গ্রন্থের মধ্যে ছয়টি অধ্যায় তথা ১. কালেমা তাইয়্যিবা তথা ঈমান, গায়েবের প্রতি বিশ্বাস, আল্লাহর গুণাবলী ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস, পুনরুত্থানে বিশ্বাস সম্পর্কিত ২০০টি হাদীস; ২. নামাজ তথা জামাত, সুন্নাত-নফল সালাত, সালাতে খুশু-খুদু, ওজু ও মসজিদের ফাযায়েল প্রসঙ্গে ২৭৬টি হাদীস; ৩. ইলম ও যিক্‌র তথা ফাযায়েলে কুরআন, নবী (সা.) বর্ণিত যিকর ও দুআ সম্পর্কে ২৭৬টি হাদীস; ৪. একরামুল মুসলিমীন তথা মুসলিমের মর্যাদা, উত্তম চরিত্র, মুসলিমের অধিকার প্রদান ও তাদের মধ্যকার মতভেদ দূর করা ও আর্থিক সাহায্য দান প্রসঙ্গে ৩৯১টি হাদীস; ৫. ইখলাস ও নিয়্যাত তথা একনিষ্ঠতা ও লৌকিততা প্রসঙ্গে ৯৪টি হাদীস; ৬. দাওয়াত ও তাবলীগ সম্পর্কিত ১৯৩টি হাদীস সংকলন করা হয়েছে। উল্লেখ্য প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শুরুতে বহু সংখ্যক কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে। এ গ্রন্থটি সাধু ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

৫১. মূল গ্রন্থ: *রাহে আমল*

গ্রন্থকার: আল্লামা জলীল আহমাদ নদভী রহ., অনুবাদক: মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম, প্রকাশকাল: মার্চ,২০০১৮(সংশোধিত সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২২৩ (১ম খণ্ড), মূল্য: ১৬০ টাকা, প্রকাশস্থান : ফাহিম বুক ডিপো, পাঠক বন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। এ গ্রন্থের মধ্যে ১৬ টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ০১ নং থেকে ২০৮ নং পর্যন্ত মোট ২০৮ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। অধ্যায়গুলো হচ্ছে ঈমান, ইবাদত, ইমামতি, যাকাত, রোযা, হজ্জ, ব্যবসা-বাণিজ্য, পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের হক ইত্যাদি শিরোনামে হাদীস সংকলন করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি চলিত ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এ গ্রন্থের সূচনাতে চারটি যুগে বিভক্ত করে হাদীস সংকলনের ইতিহাস এবং প্রতিটি স্তরের যুগশ্রেষ্ঠ হাদীসগ্রন্থগুলো সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: প্রকাশকাল: মার্চ,২০১৮(সংশোধিত সংস্করণ) , পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৫৬, মূল্য : ১৭০ টাকা, প্রকাশস্থান : ফাহিম বুক ডিপো, পাঠক বন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। এ গ্রন্থের মধ্যে ৩৬ টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ২০৯ নং থেকে ৪৬০ নং পর্যন্ত মোট ২৫১ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। অধ্যায়গুলো হচ্ছে মুসলিম উম্মার প্রকৃত পরিচয়, জন্তুর প্রতি মানবতা মানুষের চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি, ক্রোধের পরিণাম, দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব, দ্বীনের সেবকদের মূল্যায়ন, তাওবা-ইস্তিগফার, জিহাদের ফজিলত ইত্যাদি শিরোনামে হাদীস সংকলন করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি চলিত ভাষায় অনূদিত। এতে সরল অনুবাদের পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সংযুক্ত করা হয়েছে।

৫২. মূল গ্রন্থ: *এন্তেখাব হাদীস*

গ্রন্থকার: আব্দুল গাফ্‌ফার হাসান নদভী রহ., অনুবাদক: গোলাম সুবহান সিদ্দিকী, প্রকাশকাল: এপ্রিল,২০০৭ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৩৬ (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে), মূল্য: ১৬০ টাকা, প্রকাশস্থান: প্রফেসর'স প্রকাশনী, ১৯১ ওয়ারলেস গেট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১১০০। এ গ্রন্থের মধ্যে ১১ টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ০১ নং থেকে ৪০০ নং পর্যন্ত মোট ৪০০ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। এতে এগারোটি অধ্যায় তথা ইসলামের মূল ভিত্তি, দ্বীনি শিক্ষার ফজিলত, দ্বীনি কাজে সফলতা, ইবাদতের ফজিলত, চরিত্রের পরিপূর্ণতা, মানব জীবনের বৈশিষ্ট্য, পার্থিব জীবন-যাপনে করণীয় সম্পর্কিত হাদীস সংকলন করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি চলিত ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এ গ্রন্থের সূচনাতে হাদীস সংকলনের ইতিহাস এবং প্রতিটি স্তরের যুগশ্রেষ্ঠ হাদীসগ্রন্থগুলো সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া বর্তমান যুগের সংকলনসমূহ এবং হাদীস বর্ণনার ২য়, ৩য়, ৪র্থ যুগের হাদীস সংকলন সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫৩. মূল গ্রন্থ: *সহীহ মুসলিম*

গ্রন্থকার: ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিসাপুরী (রহ.), অনুবাদক: অনুবাদ ও সম্পদনা পরিষদ, প্রকাশস্থান : হাদীস একাডেমী, ২১৪,বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০।

সার্বিক পর্যালোচনা: হাদীস একাডেমী প্রকাশিত 'সহীহ মুসলিম' এর সকল খণ্ড মুহাম্মদ ফুয়াদ আল-বাকী সম্পাদিত বৈরূতের "দারু ইবন হাযম" ও "দারুল হাদীস" থেকে প্রকাশিত মূল কপির অনুসরণ করা হয়েছে। গ্রন্থটির মূল হাদীস পূর্ণ সনদ ও হরকত সহকারে মুদ্রিত। বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে সনদের প্রথম ও শেষ রাবীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। ইমাম নববীর (রহ) এর সর্বশেষ তা'লীক অনুসরণে টিকা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। মুসলিমে উদ্ধৃত হাদীসে কুদসীসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এতে বর্ণিত মুরসাল, মারফু, মাওকুফ হাদীসগুলোর নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে।'*আল-লু'লু ওয়াল মারজান*' গ্রন্থানুপাতে '*মুত্তাফাকুন আলাইহি*' হাদীসসমূহ উল্লিখিত হয়েছে। এতে সর্বমোট হাদীস সংখ্যা ৭৪৫৩ টি।

প্রথম খণ্ড: অনুবাদক: সম্পদনা পরিষদ, (১২ সদস্য বিশিষ্ট), প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-২০০২খ্রি., ২য় প্রকাশ, ২০১৪ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৮০ টি, মূল্য: ৬৫০টাকা। এ খণ্ডের শুরুতে ইমাম মুসলিম (রহ) এর জীবনবৃত্তান্ত ও তার সহীহ মুসলিম গ্রন্থ সম্পর্কে বর্ণনা; হাদীসের কতিপয় পরিভাষা; সহীহ মুসলিমের হাদীস বর্ণনার কতিপয় পরিভাষা আলোচিত হয়েছে। অতপর মূল গ্রন্থের ভূমিকা এবং ০৪টি অধ্যায় তথা কিতাবুল ঈমান, পর্ব (২) তাহারাত, পর্ব (৩) হায়ায, পর্ব (৫) সালাত এর অন্তর্গত ০১নং থেকে ১০৪৭নং পর্যন্ত মোট ১০৪৭টি হাদীসের বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: অনুবাদক: সম্পদনা পরিষদ,(১২ সদস্য বিশিষ্ট), প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-২০০৪খ্রি., ২য় প্রকাশ, ২০১৪ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪১৯ টি, মূল্য: ৫৫০ টাকা। এ খণ্ডে ০৭টি অধ্যায় তথা পর্ব (৫) মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহ, পর্ব (৬) মুসাফিরের সালাত ও তার কসর, পর্ব (৭) কুরআনের মর্যাদাসমূহ, পর্ব (৮) জুমুআহ, পর্ব (৯) ঈদের দু'সালাত, পর্ব (১০) ইসতিসকার সালাত, পর্ব (১১) সূর্যগ্রহণের সালাত, পর্ব (১২) জানাযাহ, এর অন্তর্গত ১০৪৮ নং থেকে ২১৫২ নং পর্যন্ত মোট ১১০৪টি হাদীসের বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড: অনুবাদক: সম্পদনা পরিষদ,(১০ সদস্য বিশিষ্ট), প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি, ২০১০ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৮০ টি, মূল্য : ৬৫০টাকা। এ খণ্ডে ০৭টি অধ্যায় তথা পর্ব (১৩) যাকাত, পর্ব (১৪) সিয়াম, পর্ব (১৫) ইতিকাফ, পর্ব (১৬) হজ্জ, পর্ব (১৭) বিবাহ, পর্ব (১৮) দুধপান, পর্ব (১৯) ত্বলাক এর অন্তর্গত ২১৫৩ নং থেকে ৩৬৩৪ নং পর্যন্ত মোট ১৪৮১টি হাদীসের বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে।

চতুর্থ খণ্ড: অনুবাদক: সম্পদনা পরিষদ,(১৪ সদস্য বিশিষ্ট), প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-জুলাই, ২০১১ ২য় প্রকাশ-মে, ২০১৩ সাল, পৃষ্ঠা সংখ্য: ৪৮৯ টি, মূল্য : ৫৫০টাকা। এ খণ্ডে পর্ব (২০) লি'আন, পর্ব (২১) দাসমুক্তি, পর্ব (২২) ক্রয়বিক্রয়, পর্ব (২৩) বর্গা চাষ, পর্ব (২৪) ফারায়িয, পর্ব (২৫) হিবাত, পর্ব (২৬) জবাহ ইত্যাদির অন্তর্গত ৩৬৩৫ নং থেকে ৪৯৫৭ নং পর্যন্ত মোট ১৩২২টি হাদীসের বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে।

পঞ্চম খণ্ড: অনুবাদক: সম্পদনা পরিষদ,(১২ সদস্য বিশিষ্ট), প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-আগষ্ট ২০১১, ২য় প্রকাশ-২০১৩খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫০৩ টি, মূল্য : ৬৫০ টাকা। এ খণ্ডে পর্ব (৩৬) কুরবানী, পর্ব (৩৭) পানীয়বস্তু, পর্ব (৩৮) পোশাক ও সাজ-সজ্জা, পর্ব (৩৯) শিষ্টাচার, পর্ব (৪০) সালাম, পর্ব (৪১) স্বপ্ন, পর্ব (৪৫) সাহাবাগণের মর্যাদা ইত্যাদির অন্তর্গত ৪৯৫৮ নং থেকে ৬৩৯৩ নং পর্যন্ত মোট ১৪৩৫টি হাদীসের বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে।

ষষ্ঠ খণ্ড: অনুবাদক: সম্পদনা পরিষদ, (১০ সদস্য বিশিষ্ট), প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-মার্চ ২০১২সাল, ২য় প্রকাশ-২০১৩ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪১৫ টি, মূল্য: ৫৫০ টাকা। এ খণ্ডে পর্ব (৪৬) সদ্ব্যবহার ও শিষ্টাচার, পর্ব (৬৭) তাকদীর, পর্ব (৬৪) ইলম, পর্ব (৪৯) যিকর, দুআ, তাওবাহ ও ক্ষমা প্রার্থনা পর্ব (৫০) কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নাম, পর্ব (৫১) বিভিন্ন ফিতনা ও কিয়ামতের আলামত, পর্ব (৫৭) তাফসীর ইত্যাদির অন্তর্গত ৬৩৯৪ নং থেকে ৭৪৫৩ নং পর্যন্ত মোট ১০৫৯টি হাদীসের বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫৪. মূল গ্রন্থ: *আল-লু'লুউ ওয়াল মারজান ফীমা ইত্তাফাকা আলাইহি শায়খান*

গ্রন্থকার: শায়খ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অনুবাদক: শায়খ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম ও অন্যান্য ৫ সদস্য, প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-২০১১ খ্রি., চতুর্থ প্রকাশ-২০২০খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮৮০টি, মূল্য: ১০৪০ টাকা। প্রকাশস্থান : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০।

পর্যালোচনা: সিরিয়ার বিখ্যাত শায়খ ফুয়াদ আব্দুল বাকী কর্তৃক বুখারী-মুসলিমের যে সকল হাদীসের ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করেছেন সেগুলোর ভিত্তিতে সংকলিত হয়েছে এ গ্রন্থটি। ফাতহুল বারীর ক্রমানুসারে বুখারীর হাদীস এবং ইমাম নববীর কৃত মুসলিমের ক্রমানুসারে মুসলিমের হাদীস এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এতে কিতাবুল ঈমান থেকে শুরু করে কিতাবুত তাফসীর পর্যন্ত মোট ৫৩টি অধ্যায়ের অন্তর্গত সর্বমোট ১৯০৬ খানা হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে। এ ছাড়া এতে প্রতিটি হাদীস হরকতযুক্ত আরবী ইবারতসহ চলিত বাংলায় অনূদিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসগুলো বুখারী-মুসলিমের কোন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের কত নম্বর হাদীস তা নিচে ফুটনোট আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত গ্রন্থটির বর্ণবিন্যাস, সাহিত্যমান ও দৃষ্টি নন্দন কাভার সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

৫৫. মূল গ্রন্থ: *য'ঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ এবং উম্মাতের মাঝে তার কুপ্রভাব (চার খণ্ডে)*

গ্রন্থকার: শায়খ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.), অনুবাদক: আবু শিফা মুহাম্মদ আকমাল হুসাইন বিন বদীউয্যামান, প্রকাশকাল: ৪র্থ প্রকাশ-২০১১ খ্রি., প্রকাশস্থান: তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১১০০। এ হাদীস সিরিজটি মূলত: শায়খ আলবানী রচিত *"সিলসিলাতু আহাদীসুস য'ঈফা"*এর বঙ্গানুবাদ। এতে প্রতিটি হাদীস উল্লেখ করত: এ সম্পর্কে রিজাল শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ হাদীসবিশারদগণের মন্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ গ্রন্থে জাল এবং য'ঈফকে একাকার করে দেখানো হয়নি; বরং বিধানগত সমভাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

প্রথম খণ্ড: পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৩৯টি, মূল্য: ২৪০টাকা। এ খণ্ডে জাল য'ঈফ সম্পর্কিত ০১নং থেকে ৫০০ নং পর্যন্ত মোট ৫০০টি হাদীসের বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৯৩টি, মূল্য: ২৪০টাকা। এ খণ্ডে জাল য'ঈফ সম্পর্কিত ৫০১নং থেকে ১০০০ নং পর্যন্ত মোট ১০০০টি হাদীসের বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড: ৪র্থ প্রকাশ-২০১৭খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬২৪টি, মূল্য: ৩৮০টাকা। এ খণ্ডে জাল য'ঈফ সম্পর্কিত ১০০১নং থেকে ১৫০০ নং পর্যন্ত মোট ৫০০টি হাদীসের বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে।

চতুর্থ খণ্ড: প্রথম প্রকাশ-২০১৩খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬২৪টি, মূল্য: ৩৮০টাকা। এ খণ্ডে জাল য'ঈফ সম্পর্কিত ১৫০১নং থেকে ২০০০ নং পর্যন্ত মোট ৫০০টি হাদীসের বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে।

৫৬. মূল গ্রন্থ: *তাহকীক রিয়াযুস স্বা-লিহীন*

গ্রন্থকার: ইমাম মহীউদ্দিন আবু বকর যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন শরফ আন-নববী (রহ.), তাহকীক: শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.), অনুবাদক: আব্দুল হামীদ ফইযী আল-মাদানী, প্রকাশকাল: ২০১১ খ্রি., সংস্করণ: ৫ম প্রকাশ-২০২০খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮৪৫, মূল্য: ৮০০ টাকা, প্রকাশস্থান: তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১১০০।

পর্যালোচনা: এ গ্রন্থের প্রতিটি হাদীসকে "কুতুবুত তিসআ'" তথা সিহাহ সিত্তাহ, মুওয়াত্তা, মুসনাদ আহমদ ও দারেমী এর আলোকে তাখরীজ করা হয়েছে। এ ছাড়া উক্ত গ্রন্থে সংকলিত হাদীসগুলো উল্লিখিত ৯টি গ্রন্থের কোথায় রয়েছে তা ফুটনোটে গ্রন্থের নাম ও হাদীস নং উদ্ধৃত হয়েছে। এর প্রতিটি হাদীস আলবানী (রহ) কর্তৃক তাহকীক কৃত। এর যঈফ হাদীসগুলোকে আলাদা করা হয়েছে। মাঝে মধ্যে হাদীসের অনুবাদের পাশাপাশি অনুবাদক কর্তৃক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এ গ্রন্থে ১৮টি অধ্যয়ে ৩৭৫টি পরিচ্ছেদের অন্তর্গত ১৯০৫টি হাদীস উল্লিখিত হয়েছে।

৫৭. মূল গ্রন্থ: *হাদীস কুদসী সমগ্র*

গ্রন্থকার: শায়খ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.), অনুবাদক: আল-মাসরূর, প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-২০১২ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩৯২টি, মূল্য: ২৬০টাকা। প্রকাশস্থান: তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১১০০।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা: শায়খ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) কর্তৃক এ গ্রন্থে সহীহ বুখারীতে উল্লিখিত ১৩১টি, সহীহ মুসলিমে উল্লিখিত ১৫টি, জামি তিরমিযীতে উল্লিখিত ৫৫টি, সুনান নাসাঈতে উল্লিখিত ২৫টি, সুনান আবু দাউদে উল্লিখিত ২৫টি, সুনান ইবন মাজাহ-এ উল্লিখিত ২৬টি, মুয়াত্তা মালিকে উল্লিখিত ১১টিসহ সর্বমোট ৩৪২টি হাদীস কুদসীর সমন্বয়ে সংকলিত হয়েছে। প্রতিটি হাদীস যে সকল গ্রন্থে রয়েছে তা ফুটনোটে গ্রন্থ ও হাদীস নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। চলিত বাংলায় হাদীসগুলো অনূদিত ; তবে এতে কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়নি।

৫৮. মূল গ্রন্থ: *বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম*

গ্রন্থকার: হাফিজ ইবন হাজার আসকালানী (রহ.), অনুবাদক: ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সালাফী ও অন্যান্য ৮ সদস্য, প্রকাশকাল: ২০১৩ খ্রি., সংস্করণ: ষষ্ঠ প্রকাশ-২০২০খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৭১২, মূল্য: ৬৫০ টাকা, প্রকাশস্থান: তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১১০০।

পর্যালোচনা: এ গ্রন্থটি শায়খ সুমাইর আয-যুহাইরী সম্পাদিত *"বুলুগুল মারাম"* এর নম্বর অনুসৃত এবং প্রতিটি হাদীস তাখরীজ কৃত; এর মধ্যে দূর্বল হাদীসগুলো আলাদাভাবে বক্সে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে হাদীস বর্ণনাকারী রাবীগণ এবং বর্তমান পর্যন্ত ৩৮জন সম্পাদকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বিধৃত হয়েছে। এর আরও একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পরিশিষ্টে গ্রন্থে উল্লিখিত ১৩৫০টি কঠিন শব্দের বঙ্গানুবাদ সংযুক্ত করা হয়েছে। এর শুরুতে ইবন হাজারের জীবনবৃত্তান্ত, গ্রন্থাকারের ভূমিকা, হাদীসের পরিভাষা বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর ১৬টি অধ্যায় তথা কিতাবুত তাহারাত, কিতাবুস সালাত, কিতাবুল জানায়েয, কিতাবুস সাওম, কিতাবুল বুয়ু' ইত্যাদি বিষয়ের অন্তর্গত মোট ১৫৬৮ খানা হাদীস মূল আরবীসহ বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হয়েছে। প্রতিটি হাদীস অন্য কোন কোন হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে তা ফুটনোট আকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫৯. মূল গ্রন্থ: *সহীহ আত-তিরমিযী*

গ্রন্থকার: ইমাম আল হাফিয মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত্ তিরমিযী (রহ.), তাহকীক: শায়খ মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (সম্পাদিত), অনুবাদ ও সম্পদনা: হুসাইন বিন সোহরাব ও শায়খ মো.ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমান, প্রকাশস্থান : হুসাইন আলমাদানী প্রকাশনী, ৩৮,নর্থ-সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা-১১০০।

সার্বিক পর্যালোচনা: সহীহ আত-তিরমিযী শায়খ মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী কর্তৃক সম্পাদিত। তিনি তিরমিযী শরীফের হাদীসগুলো দু'ভাগে বিভক্ত করে একাংশের নামকরণ করেছেন সহীহ আত-তিরমিযী এবং অপরাংশের নাম দিয়েছেন যঈফ আত-তিরমিযী। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান গ্রন্থে তিনি সনদ বর্ণনার পাশাপাশি একই হাদীসের বিভিন্ন তুরুক বর্ণনা করা হয়েছে। রাবীর দোষ-ত্রুটি, নাম-উপনাম, যোগসুত্রতা-বিচ্ছিন্নতা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে কোন কোন ক্ষেত্রে মোটেই তাখরিজ করা হয়নি; তবে উহার মর্যাদা ও স্তর উল্লেখ করা হয়েছে। যে সকল হাদীস আমলযোগ্য বা আমল চলে আসছে তা বর্ণনার পাশাপাশি পরিত্যাক্ত হাদীসও বর্ণনা করা হয়েছে। এ ছাড়া উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত হাদীসটি আর কোন কোন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে তাও উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থটি চলিত বাংলায় অনূদিত হয়েছে। উপরে বর্ণিত মূলনীতিগুলো সকল খণ্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

প্রথম খণ্ড: প্রকাশকাল: তা.বি, সংস্করণ: ২য়, ২০১৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৯৪ টি, মূল্য: ৩১১ টাকা। এ গ্রন্থের মধ্যে ০৪টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ০১ নং থেকে ৬১৬ নং পর্যন্ত মোট ৬১৬ খানা হাদীস পেয়েছে। ১ম অধ্যায়ে পাবিত্রতা, ২য় অধ্যায়ে নামাযের সময়সূচি, ৩য় অধ্যায়ে বিতরের নামায ও ৪র্থ অধ্যায়ে জুমুআর নামায সংক্রান্ত হাদীসগুলো চলতি রীতিতে অনূদিত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: প্রকাশকাল: তা.বি সংস্করণ: ৩য়, ২০১৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৯৬ টি, মূল্য: ৩১১ টাকা। এ গ্রন্থের মধ্যে অধ্যায় ০৫ থেকে অধ্যায় ১২ পর্যন্ত মোট ০৭টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ৬১৭ নং থেকে ১২২৮ নং পর্যন্ত মোট ৬১১ খানা হাদীস পেয়েছে। ৫ম অধ্যায়ে যাকাত, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে রোযা, ৭ম অধ্যায়ে হজ্জ, ৮ম অধ্যায়ে জানাযা, ৯ম অধ্যায়ে বিবাহ ১০ম অধ্যায়ে দুগ্ধ পান, ১১শ অধ্যায়ে তালাক ও লি'য়ান এবং ১২শ অধ্যায়ে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত হাদীসগুলো চলতি রীতিতে অনূদিত হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড: প্রকাশকাল: তা.বি সংস্করণ: ৩য়, ২০১৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৯৬টি, মূল্য: ৩১১ টাকা। এ গ্রন্থের মধ্যে ১২তম অধ্যায়ের কিয়দাংশসহ ২৩তম অধ্যায় পর্যন্ত মোট ১১টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ১২২৯ নং থেকে ১৮৩৪ নং পর্যন্ত মোট ৬০৫ খানা হাদীস পেয়েছে। উক্ত অধ্যায়গুলোতে বিচার, দিয়াত, হদ্দ, শিকার, কুরবাণী, মানত ও শপথ, যুদ্ধ, জিহাদের ফজিলত, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি সংক্রান্ত হাদীসগুলো চলতি রীতিতে অনূদিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ খণ্ড: প্রকাশকাল: তা.বি সংস্করণ: ৩য়, ২০১৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৯৬ টি, মূল্য: ৩১১ টাকা। এ গ্রন্থের মধ্যে ২৩তম অধ্যায়ের কিয়দাংশসহ ৩৫তম অধ্যায় পর্যন্ত মোট ১২টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ১৮৩৫ নং থেকে ২৪৫৬ নং পর্যন্ত মোট ৬২১ খানা হাদীস পেয়েছে। উক্ত অধ্যায়গুলোতে পানপাত্র ও পানীয়, সদ্ধব্যবহার ও পারস্পরিক সম্পর্ক, চিকিৎসা, ফারাইজ, ওসিয়াত, ওয়ালা-হিবা, তাকদীর, ফিতনা, স্বপ্ন ও তা'বির, সাক্ষ্যপ্রদান, দুনিয়াবী ভোগবিলাসের প্রতি অনিহা, কিয়ামত-মর্মস্পর্শী বিষয় ইত্যাদি সংক্রান্ত হাদীসগুলো চলতি রীতিতে অনূদিত হয়েছে।

পঞ্চম খণ্ড: প্রকাশকাল: তা.বি ২য় সংস্করণ, ২০১৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৯৬টি, মূল্য: ৩০১ টাকা। এ গ্রন্থের মধ্যে ৩৫তম অধ্যায়ের কিয়দাংশসহ ৪৪তম অধ্যায় পর্যন্ত মোট ০৯টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ২৪৫৭ নং থেকে ৩১০৪ নং পর্যন্ত মোট ৬৪৭ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। উক্ত অধ্যায়গুলোতে জান্নাত-জাহন্নাম, ঈমান, জ্ঞান, অনুমতি প্রার্থনা, শিষ্টাচার, কুরআনের ফযিলত, তাফসিরুল কুরআন ইত্যাদি সংক্রান্ত হাদীসগুলো চলতি রীতিতে অনূদিত হয়েছে।

ষষ্ঠ খণ্ড: প্রকাশকাল: তা.বি সংস্করণ: ২য়, ২০১৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৪০ টি, মূল্য: ৩৬১ টাকা। এ গ্রন্থের মধ্যে ৪৪তম অধ্যায়ের কিয়দাংশসহ ৪৬তম অধ্যায় পর্যন্ত মোট ০৩টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ৩১০৫ নং থেকে ৩৯৫৬ নং পর্যন্ত মোট ৮৫১ খানা হাদীস পেয়েছে। উক্ত অধ্যায়গুলোতে দোয়া ও রাসূল (সা.) এবং সাহাবীগণের মর্যাদা সংক্রান্ত হাদীসগুলো চলতি রীতিতে অনূদিত হয়েছে।

৬০. মূল গ্রন্থ: ***য'ঈফ সুনান আত-তিরমিযী***

গ্রন্থকার: ইমাম আল হাফিয মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত্ তিরমিযী (রহ.) , তাহকীক: শায়খ মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (সম্পাদিত), অনুবাদ ও সম্পদনা: হুসাইন বিন সোহরাব ও শায়খ মো.ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমান, প্রকাশস্থান : হুসাইন আলমাদানী প্রকাশনী,৩৮,নর্থ-সাউথ রোড,বংশাল, ঢাকা-১১০০।

সার্বিক পর্যালোচনা: "য'ঈফ সুনান আত-তিরমিযী" শায়খ মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী কর্তৃক সম্পাদিত। তিনি তিরমিযী শরীফের হাদীসগুলো দু'ভাগে বিভক্ত করে একাংশের নামকরণ করেছেন সহীহ আত-তিরমিযী এবং অপরাংশের নামদিয়েছেন যঈফ আত-তিরমিযী। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান গ্রন্থে তিনি সনদ বর্ণনার পাশাপাশি একই হাদীসের বিভিন্ন তুরুক বর্ণনা করা হয়েছে। রাবীর দোষ-ত্রুটি, নাম-উপনাম, যোগসুত্রতা-বিচ্ছিন্নতা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে কোন কোন ক্ষেত্রে মোটেই তাখরিজ করা হয়নি; তবে উহার মর্যাদা ও স্তর উল্লেখ করা হয়েছে। যে সকল হাদীস আমলযোগ্য বা আমল চলে আসছে তা বর্ণনার পাশাপাশি পরিত্যাক্ত হাদীসও বর্ণনা করা হয়েছে। এ ছাড়া উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত হাদীসটি আর কোন কোন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে তাও উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থটি চলিত বাংলায় অনূদিত হয়েছে।

প্রথম খণ্ড: প্রকাশকাল: তা.বি সংস্করণ: ৩য়, ২০১৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪০০ টি, মূল্য : ৩০১ টাকা। এ গ্রন্থের মধ্যে ৩৫ টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ০১ নং থেকে ২৪৮২ নং পর্যন্ত মোট ২৪৮২ খানা হাদীসকে যঈফ বা দূর্বল সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন: পবিত্রতা, রাসূল স. থেকে বর্ণিত সালাত, বিতরের সালাত, জুম'আর সালাত, যাকাত, সওম, হজ্জ, জানাযা, বিবাহ, শিশুর দুগ্ধ পান, তালাক-লি'আন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচার, দিয়াত, দণ্ডবিধি, ইত্যাদি বিষয়ে মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) কর্তৃক সম্পাদিত ও বাছাই কৃত য'ঈফ হাদীস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি হাদীস বাংলা চলিত রীতিতে অনূদিত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: প্রকাশকাল: তা.বি সংস্করণ: ৩য়, ২০১৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪০০ টি, মূল্য : ৩০১ টাকা। এ গ্রন্থের মধ্যে ১১টি অধ্যায়ের অন্তর্গত ২৪৮৪ নং থেকে ৩৯৪৭ নং পর্যন্ত মোট ১৪৬৩ খানা হাদীসকে যঈফ বা দূর্বল সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন: জান্নাতের বিবরণ, জাহান্নামের বিবরণ, ঈমান, জ্ঞান, সম্মতি প্রার্থনা, ভদ্রব্যবহার, কুরআনের ফজিলত, কিরাআত, তাফসিরুল কুরআন, দোয়াসমূহ, রাসূল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবাগণের মর্যাদা বিষয়ে মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) কর্তৃক সম্পাদিত ও বাছাই কৃত সর্বমোট ১৪৬৩ খানা হাদীসকে য'ঈফ হাদীস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি হাদীস বাংলা চলিত রীতিতে অনূদিত হয়েছে।

৬১. মূল গ্রন্থ: ***য'ঈফ ও জাল হাদীস***

গ্রন্থকার: শায়খ মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.), অনুবাদক: মুফতি মুহাম্মদ যাকারিয়্যা, প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮০০ (১ম খণ্ড), মূল্য: ৬৫০ টাকা, প্রকাশস্থান : মীনা বুক হাউজ, বাংলাবাজার, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা: এ গ্রন্থের সূচানা পর্বে আট পৃষ্ঠাব্যাপী শায়খ মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। এতে তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ২২৪টি উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থটি অন্যতম। অতঃপর প্রসঙ্গ কথা শিরোনামে হাদীস জালকরণ একটি ইসলাম বিরোধী তৎপরতা প্রসঙ্গে ৬৮পৃষ্ঠা পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে। তারপরে জাল হাদীসের পরিচয়, আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ, এর সূচনা ও ক্রমবিকাশ, চিনার উপায় ইত্যাদি বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। এরপরে এতে যঈফ বা দূর্বল হাদীস মাত্র (১-৪)টি উল্লেখিত হয়েছে। অথচ গ্রন্থশিরোনামে মনে হবে, শায়খ আলবানী যঈফ ও জালকে একাকার করে ফেলেছেন এবং দুটোর বিধানের ক্ষেত্রে তিনি কোন পার্থক্য করেননি। বস্তুত: একটির ভিত্তি দূর্বল; অন্যটি ভিত্তি হীন। দুটোই সমান হতে পারে (?) না। অতঃপর জাল হাদীস শিরোনামে (৫-৪৭৯)=৪৭৯টি এবং বানোয়াট হাদীস শিরোনামে (৪৮০-৯০১) পর্যন্ত সর্বমোট ৯০১টি যঈফ-জাল হাদীস চলিত বাংলায় অনুবাদ উদ্ধৃত হয়েছে। এ প্রথম খণ্ডে মূল গ্রন্থের ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে অন্তর্ভুক্ত করাহয়েছে।

২য় খণ্ড (মূল ৩য় ও ৪র্থ): প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর, ২০১৮ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮৪৮ টি, মূল্য: ৭০০ টাকা। এ গ্রন্থের মধ্যে মূল কিতাবের অন্তর্গত তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এ খণ্ডে ৯০২ নম্বর থেকে ১৯১৬ নম্বর পর্যন্ত মোট ১০১৪ খানা জাল যঈফ বা দূর্বল হাদীস হিসেবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। যেমন: ৩। "আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে শিক্ষা দানকারী হিসেবে।" এ হাদীসটিকে যঈফ প্রমাণ করার জন্য ইবন হাজার আসকালানী (রহ.) এর তাকরীবুত তাহযীব ও অন্যান্য গ্রন্থের উদ্ধৃতি উাপস্থাপন করা হয়েছে।

৬২. মূল গ্রন্থ: *মুওয়াত্তা মালিক*

গ্রন্থকার: ইমাম মালিক বিন আনাস (রহ.), অনুবাদক: তাওহীদ পাবলিকেশন্স এর অনুবাদ ও সম্পদনা পরিষদ, প্রকাশস্থান : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০।

পর্যালোচনা: শায়খ ইয়াহইয়া আল-লায়সীর বর্ণনা কৃত প্রসিদ্ধ নুসখা (পাণ্ডুলিপি) অনুসরণে এ গ্রন্থের অনুবাদ ও সম্পাদনা করা হয়েছে। এর হাদীসের সনদ, তাখরীজ, রাবীর জারহ-তা'দীল সম্পর্কিত প্রামাণিক আলোচনা, পরিসংখ্যান, সর্বোপরি আরবী বর্ণমালার নতুন উচ্চারণ নীতিমালা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া এতে প্রতিটি হাদীস পূর্ণ সনদসহ হরকতযুক্ত আরবী ইবারতসহ চলিত বাংলায় অনূদিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসগুলো অন্য কোন কোন গ্রন্থে স্থান পেয়ে থাকলে তা ফুটনোট আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে '*তাহকীক:*' লিখে হাদীসের স্তর নির্ণয় করা হয়েছে।

প্রথম খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫১৬ টি, মূল্য: ৫৮০ টাকা। এ খণ্ডের শুরুতে ইমাম মালিক বিন আনাস (রহ.) জীবনী; অতপর পর্ব-১ সালাতের ওয়াক্তসমূহ থেকে শুরু করে পর্ব-২৭ ফারাইয পর্যন্ত মোট ২৭টি পর্বের অধীন ০১ থেকে ১১১০ নম্বর পর্যন্ত মোট ১১১০ খানা হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫২৭ টি, মূল্য: ৬১০ টাকা। এ গ্রন্থের মধ্যে মূল কিতাবের অন্তর্গত তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এ খণ্ডে পর্ব-২৮ বিবাহ থেকে শুরু করে পর্ব-৬১ নবী (সা.) এর পবিত্র নামসমূহ পর্যন্ত মোট ৩৪টি পর্বের অধীন ১১১০ নম্বর থেকে ২১১০ নম্বর পর্যন্ত মোট ১১১০ খানা হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে।

৬৩. মূল গ্রন্থ: *সহীহ হাদীস বিশ্বকোষ*

গ্রন্থকার: প্রফেসর ড. আবু আহমদ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আ'যামী, অনুবাদক: প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়া, প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০২১ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৭২০ (১ম খণ্ড), মূল্য: ৭২৬ টাকা, প্রকাশস্থান : সবুজ উদ্যোগ প্রকাশনী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

পর্যালোচনা: "আল-জামেউল কামেল" গ্রন্থটি প্রফেসর আ'যামী রচিত অমূল্য এক হাদীস সংকলন; যা ১৪৩৬ হি. সালে রিয়াদের দারুস সালাম প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। এটি প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়া কতৃক বাংলায় ভাষান্তরের সময় "সহীহ হাদীস বিশ্বকোষ" নামকরণ করা হয়। এ গ্রন্থটি ফিকহী ধারাবাহিকতায় বিন্যাস করা হয়েছে। এতে গ্রন্থকার সকল দুর্বল ও মুআল্লাল হাদীস বর্জন করেছেন; যা "আল-জামেউল কামেল" এর প্রতিটি অধ্যায়ের নিচে সংযুক্ত করা হয়েছে; কারণ তা উক্ত গ্রন্থের শর্তপূরণ করে না। অনূদিত এ গ্রন্থের সূচানা পর্বে সম্পাদকের ভূমিকা শীর্ষক "হাদীসের মর্যাদা ও গুরুত্ব বিষয়ে ১৮৫ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। অতঃপর ১২পৃষ্ঠাব্যাপী মূল গ্রন্থাকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং গ্রন্থের ভূমিকায় ৪৫ পৃষ্ঠাব্যাপী হাদীসের গুরুত্ব-তাৎপর্য, ২য় শতাব্দীর শেষ থেকে ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত রচিত উল্লেখযোগ্য হাদীস গ্রন্থাবলীর নাম বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর ওহী ও ঈমান বিষয়ক দুটি অধ্যায়ে ওহী সম্পর্কিত ১১৭টি অনুচ্ছেদ ভিত্তিক সর্বমোট ৪৫৬টি সনদ বিহীন হরকতযুক্ত আরবী হাদীসের চলিত বাংলায় অনুবাদ স্থান পেয়েছে। এতে সাথে সাথে পাদটিকার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উল্লেখ করা হয়েছে।

৪.৩ ব্যাখ্যামূলক হাদীসগ্রন্থের বাংলা ভাষায় অনুবাদ

৬৪. ব্যাখ্যা গ্রন্থের নাম: *দরসে তিরমিযী*

ব্যাখ্যাকার: মুফতী মোহাম্মদ তাকী ওসমানী, অনুবাদক: মুহসিন আল জাবীর, প্রকাশ কাল: ২০১১ খ্রি., প্রকাশস্থান: আনোয়ার লাইব্রেরি, বাংলা বাজার, ঢাকা।

সার্বিক পর্যালোচনা: মুফতী মোহাম্মদ তাকী ওসমানী কর্তৃক উর্দূ ভাষায় রচিত ও সংকলিত 'দরসে তিরমিযী' হাদীস গ্রন্থটি মুহসিন আল জাবীর কর্তৃক চলিত বাংলায় অনূদিত এবং আনোয়ার লাইব্রেরি, বাংলা বাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এতে হাদীসের সংক্ষিপ্ত তাখরিজ ও সনদের স্তর বর্ণিত হয়েছে। বিশেষত: বিতর্কিত রাবীর ও সনদের মান নির্ণয় করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের আওতায় সংশ্লিষ্ট বিষয় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। সুন্দর বিন্যাস ও চমৎকার উপস্থাপনায় গ্রন্থটি সুষমামণ্ডিত হয়েছে এবং পাঠক মহলে এর গ্রহণযোগ্যতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রথম খণ্ড: পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮৪০, মূল্য: ১০০০ টাকা। ১ম খণ্ডের শুরুতে উলূমূল হাদীস প্রসঙ্গে ও ইমাম তিরমিযীর (রহ.) জীবনী নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। অতঃপর জামি' আত-তিরমিযীতে বর্ণিত পবিত্রতা ও নামাজ প্রসঙ্গে ০২ টি অধ্যায়ে বর্ণিত মোট ২৫১ খানা হাদীসের সনদ ও হারাকাতযুক্ত আরবী মতনের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৯৪৪, মূল্য: ৮৫০ টাকা। এই খণ্ডে জামি'তিরমিযীতে বর্ণিত নামায অধ্যায়ের অবশিষ্টাংশ, বিতরের নামায, জুমআ'র নামায, দুই ঈদের নামায, যাকাত ও রোযা প্রসঙ্গে ০৫টি অধ্যায়ের ২৫২নং থেকে ৮০৮নং পর্যন্ত মোট ৫৫৬ খানা খানা হাদীসের সনদ ও হারাকাতযুক্ত আরবী মতনের চলিত রীতিতে বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড: পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬১৬, মূল্য: ৬০০ টাকা। এই (৩য়) খণ্ডে জামি'তিরমিযীতে বর্ণিত হজ্জ, জানাযা, বিয়ে, শিশুর দুগ্ধ পান, লিয়ান ও তালাক প্রসঙ্গে ০৫ টি অধ্যায়ের ৮০৯নং থেকে ১২০৭নং পর্যন্ত মোট ৩৯৮ খানা খানা হাদীসের সনদ ও হারাকাতযুক্ত আরবী মতনের চলিত রীতিতে বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে।

চতুর্থ খণ্ড: পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৪৮, মূল্য: ৬০০ টাকা । এই খণ্ডে জামি'আত-তিরমিযীতে বর্ণিত বেচাকেনা, আহকাম সংক্রান্ত ০২ টি অধ্যায়ের ১২০৮নং থেকে ১৭৯৪নং পর্যন্ত মোট ৫৮৬ খানা হাদীসের সনদ ও হারাকাতযুক্ত আরবী মতনের চলিত রীতিতে বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে।

পঞ্চম খণ্ড: পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৪০, খণ্ড: ৫ম খণ্ড, মূল্য: ৮৫০ টাকা। এই খণ্ডে জামি'তিরমিযীতে বর্ণিত আহার ও খাদ্যদ্রব্য, পানপাত্র ও পানীয়, সদ্ব্যবহার ও পারস্পরিক সম্পর্ক, চিকিৎসা, ফারায়েজ, ওসিয়াত, ওয়ালা ও হিবা, তাকদীর, ফিতনা ও বিপর্যায় সংক্রান্ত ০৯ টি অধ্যায়ের ১৭৯৫নং থেকে ২২৬৯নং পর্যন্ত মোট ৪৭৪ খানা হাদীসের সনদ ও হারাকাতযুক্ত আরবী মতনের চলিত রীতিতে বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে।

ষষ্ঠ খণ্ড: পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫০৪, খণ্ড: ৬ষ্ঠ খণ্ড, মূল্য: ৭০০ টাকা এই খণ্ডে জামি'তিরমিযীতে বর্ণিত স্বপ্ন ও এর তাৎপর্য, সাক্ষ্য দান, পার্থিব অনাসক্তি, কিয়ামত ও মর্মস্পর্শী বিষয়, জান্নাতের বিবরণ, জাহান্নামের বর্ণনা, ইমান ও ইলম সংক্রান্ত ০৮ টি অধ্যায়ের ২২৭০নং থেকে ২৬৮৭নং পর্যন্ত মোট ৪১৭ খানা হাদীসের সনদ ও হারাকাতযুক্ত আরবী মতনের চলিত রীতিতে বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে।

৬৫. ব্যাখ্যাগ্রন্থ: *কাশফুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী* (৩২খণ্ড)

গ্রন্থকার ও অনুবাদক: মুফতি মুহাম্মদ ইদরীস কাসেমী, প্রকাশ কাল: জুলাই, ২০১৪খ্রি.(প্রথম খণ্ড), প্রকাশস্থান: ইদরীসিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা: বিশুদ্ধতার দিক থেকে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের পরে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে সহীহ আল-বুখারী। বুখারী শরীফের একটি বিখ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'কাশফুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী' এর অনুবাদ ইদরীসিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, ঢাকা কর্তৃক ৩২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের শুরুতে ৪৩৪ পৃষ্ঠাব্যাপি উক্ত গ্রন্থ ও হাদীসের প্রাথমিক মূলনীতি ও ভূমিকা উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে প্রতিটি হাদীসের পূর্ণাঙ্গ সনদ ও মতন হরকতযুক্ত আরবী ভাষায় উল্লেখপূর্বক বাংলা চলতি রীতি অনুসরণে অনূদিত হয়েছে। সাথে সাথে সনদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পরিচ্ছেদের শিরোনাম এর সাথে উল্লিখিত হাদীসের সম্পর্ক নির্দেশ করা হয়েছে। এ ভাষ্যগ্রন্থটি হানাফী মাযহাব ভিত্তিক রচিত; সাথে সাথে অন্যান্য মাযহাবের মতামতের উপর ইনসাফভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে বলে গ্রন্থাকারের দাবী। প্রতিটি শিরোনামের সাথে মূল কিতাবের পৃষ্ঠা নম্বর সংযোজন করা হয়েছে। ইমাম বুখারীর উক্তিগুলো আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, প্রতিটি অধ্যায়ের পূর্বাপর যোগসূত্র উল্লেখ, প্রতিটি হাদীসের রাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, তরজমাতুল বাব তথা শিরোনাম সুপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত কুরআন-হাদীসের দলীল উপস্থাপন করে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পর্যালোচনায় দেখাগেছে যে, বাংলা ভাষায় এ যাবৎকালে বুখারী শরীফের যতগুলো ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচিত কিংবা অনূদিত হয়েছে তন্মধ্যে এটিই (৩২খণ্ডে) সর্ববৃহৎ।

৬৬. **ব্যাখ্যাগ্রন্থ: *নাসরুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী* (১৩খণ্ড)**

অনুবাদক: শায়খুল হাদীস মাওলানা হাবীবুর রহমান ও মাওলানা ওসমান গণী, প্রকাশ কাল: জুলাই, ২০১৪ খ্রি., প্রকাশস্থান: আল-কাউসার প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।

পর্যালোচনা: বিশুদ্ধতার দিক থেকে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের পরে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে সহীহ আল-বুখারী। বুখারী শরীফের একটি বিখ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'নাসরুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী' এর অনুবাদ আল-কাউসার প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক ১৩ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড বাংলা চলিত রীতিতে অনূদিত হয়েছে। এতে প্রতিটি হাদীসের পূর্ণাঙ্গ সনদ ও মতন আরবী ভাষায় উল্লেখপূর্বকবাংলা চলতি রীতি অনুসরণে তরজমা করা হয়েছে। সাথে সাথে সনদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। মাযহাব ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি শিরোনামের সাথে মূল কিতাবের পৃষ্ঠা নম্বর সংযোজন করা হয়েছে। ইমাম বুখারীর উক্তিগুলো আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, প্রতিটি অধ্যায়ের পূর্বাপর যোগসূত্র উল্লেখ, প্রতিটি হাদীসের রাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, তরজমাতুল বাব তথা শিরোনাম সুপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত কুরআন-হাদীসের দলীল উপস্থাপন করে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলি সকল খণ্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

প্রথম খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা হাবীবুর রহমান ও মাওলানা ওসমান গণী, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬১৬, মূল্য: ৯৯০ টাকা, প্রকাশস্থান: আল-কাউসার প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। এতে কিতাবুল ঈমান ও কিতাবুল ইলম শিরোনামে ২টি অধ্যায় এর অধীন ৯৫টি অনুচ্ছেদে মোট (১-১৩৪) = ১৩৪টি হাদীসের সরল অনুবাদ ও ব্যাখ্যা চলিত বাংলায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা হাবীবুর রহমান ও মাওলানা ওসমান গণী, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪০০, মূল্য: ৭০০ টাকা, প্রকাশস্থান: আল-কাউসার প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। এতে কিতাবুল গোসল, ওজু, তায়াম্মুম ও সালাত শিরোনামে ৪টি অধ্যায় এর অধীন ১৯২টি অনুচ্ছেদে মোট (১৩৫-৪১৫)= ২৮০টি হাদীসের সরল অনুবাদ ও ব্যাখ্যা চলিত বাংলায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা হাবীবুর রহমান ও মাওলানা ওসমান গণী, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪০৭, মূল্য: ৭৯০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে সালাতের ওয়াক্ত ও আযান শিরোনামে ০২টি অধ্যায়, ২২৯টি অনুচ্ছের অন্তর্গত ৪১৬ নং থেকে ৭৭৪ নং পর্যন্ত মোট ৩৫৮ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। সেগুলো চলতি রীতিতে অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে।

চতুর্থ খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা হাবীবুর রহমান ও মাওলানা ওসমান গণী। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৫৬, মূল্য: ৭৯০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে সালাতুল জুম'আ, ঈদাইন, বিতর, ইসতিসকা, জানাযা ইত্যাদি শিরোনামে ১২টি অধ্যায়, ৩২৯টি অনুচ্ছের অন্তর্গত ৭৭৫ নং থেকে ১২৫৮ নং পর্যন্ত মোট ৪৮৩ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। উক্ত হাদীসগুলো চলতি রীতিতে অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা হাবীবুর রহমান ও মাওলানা ওসমান গণী, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৪৪, মূল্য: ৭৫০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে যাকাত, মানাসিক, ওমরাহ, রোযা ও ই'তিকাফ শিরোনামে ০৫টি অধ্যায়, ৪১২টি অনুচ্ছের অন্তর্গত ১২৫৯ নং থেকে ১৯২৭ নং পর্যন্ত মোট ৬৬৮ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। উক্ত হাদীসগুলো চলতি রীতিতে অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে।

ষষ্ঠ খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা হাবীবুর রহমান ও মাওলানা ওসমান গণী, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬০৮, মূল্য: ৮৫০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়, অগ্রিম বেচাকেনা, ইজারা, শুফ'আ, হাওয়ালা, মুসাকাত ইত্যাদি শিরোনামে ২২টি অধ্যায়, ৪৮১টি অনুচ্ছের অন্তর্গত ১৯২৮ নং থেকে ২৬০১নং পর্যন্ত মোট ৬৭৩ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। উক্ত হাদীসগুলো চলতি রীতিতে অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে।

সপ্তম খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা হাবীবুর রহমান ও মাওলানা ওসমান গণী, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৭৯২, মূল্য: ৮২০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে জিহাদ, জিযিয়া, সৃষ্টির সূচনা, নবী-রাসূল ও ফাযায়েল শিরোনামে ০৫টি অধ্যায়, ৪২৪টি অনুচ্ছের অন্তর্গত ২৬০২ নং থেকে ৩৬৮২ নং পর্যন্ত মোট ১০৮০ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। উক্ত হাদীসগুলো চলতি রীতিতে অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে।

অষ্টম খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও ইকবাল হোসেন, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৩০, মূল্য: ৯৯০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে 'যুদ্ধ' শিরোনামে ০১টি অধ্যায়ে ৬৬২ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। উক্ত হাদীসগুলো চলতি রীতিতে অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে।

নবম খণ্ড: অনুবাদক: রশিদুল হক, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৭৫২, মূল্য: ৯০০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে 'তাফসীর' শিরোনামে ০১টি অধ্যায়ে ৫০৩ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। উক্ত হাদীসগুলো চলতি রীতিতে অনূদিত হয়েছে।

দশম খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা হাবীবুর রহমান ও মাওলানা ওসমান গণী, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮৬৮, মূল্য: ৯৯০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে বিবাহ, তালাক, ভরণ-পোষণ, আহার, আকীকা ফাযায়েলুল কুরআন শিরোনামে ১১টি অধ্যায়, ৪৫৮টি অনুচ্ছের অন্তর্গত ৪৬৪৪ নং থেকে ৫৩৯৩ নং পর্যন্ত মোট ৭৪৯ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। উক্ত হাদীসগুলো চলতি রীতিতে অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে।

একাদশ খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা হাবীবুর রহমান, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫২০, মূল্য: ৮০০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে লিবাস, আদব, অনুমতি চাওয়া, দোয়া, কোমল হওয়া, তাকদীর শিরোনামে ০৭টি অধ্যায়, ৪২১টি অনুচ্ছের অন্তর্গত ৫৩৯৪ নং থেকে ৬১৯৪ নং পর্যন্ত মোট ৮০০ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। উক্ত হাদীসগুলো চলতি রীতিতে অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে।

দ্বাদশ খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা হাবীবুর রহমান, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩৯৯, মূল্য: ৭০০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে শপথ, মানত, শপথের কাফ্ফারা, উত্তরাধীকার, হুদুদ, রক্তপণ, কূটকৌশল, স্বপ্নের ব্যাখ্যা, ফিৎনা শিরোনামে ১০টি অধ্যায়, ২৫৯টি অনুচ্ছের অন্তর্গত ৬১৯৫ নং থেকে ৬৬১৭ নং পর্যন্ত মোট ৪২২ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। উক্ত হাদীসগুলো চলতি রীতিতে অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে।

ত্রয়োদশ খণ্ড: অনুবাদক: মাওলানা হাবীবুর রহমান, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩৬০, মূল্য: ৪৫০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে আহকাম, আকাংখ্যা, খবরে ওয়াহিদ, কুরআন সুন্নাহ সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করা শিরোনামে ০৫টি অধ্যায়, ১১৫টি অনুচ্ছের অন্তর্গত ৬৬১৮ নং থেকে ৭০৭৩ নং পর্যন্ত মোট ৪৫৫ খানা হাদীস স্থান পেয়েছে। উক্ত হাদীসগুলো চলতি রীতিতে অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। এ খণ্ডের মাধ্যমে নাসরুল বারী শরহে বুখারীর অনুবাদ সমাপ্ত হয়েছে।

৬৭. ব্যাখ্যা গ্রন্থ: *নাসরুল বারী শরহে বুখারী (৯ম খণ্ড)*

গ্রন্থকার: মাওলানা নোমান আহমাদ, প্রকাশ কাল: জানুয়ারি,২০০০ খ্রি., ৯ম খণ্ড, প্রকাশস্থান: শিবলী প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা।

৬৮. **ব্যাখ্যা গ্রন্থ: *নাসরুল বারী শরহে বুখারী (২য় খণ্ড)***

গ্রন্থকার: মাওলানা ওসমান গণী, অনুবাদক: মাওলানা মাকসুদ আহমাদ, প্রকাশ কাল: জানুয়ারি ২০১১ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩৩৬, ২য় খণ্ড, প্রকাশস্থান: মাহমুদীয়া লাইব্রেরি,বাংলা বাজার, ঢাকা।

৬৯. ব্যাখ্যা গ্রন্থ: *নাসরুল বারী শরহে বুখারী (৫ম খণ্ড)*

গ্রন্থকার: মাওলানা ওসমান গণী, অনুবাদক: মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক, প্রকাশ কাল: জুলাই,২০১৬ খ্রি., ৫ম খণ্ড, প্রকাশস্থান: আনোয়ার লাইব্রেরি, বাংলা বাজার, ঢাকা। এ ছাড়াও বর্তমানে ৭ম ও ৯ম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য, ***'নাসরুল বারী শরহে বুখারী'*** গ্রন্থটি ১৩ খণ্ডে পূর্ণাঙ্গভাবে আল-কাউসার প্রকাশনী প্রকাশ করে। কিন্তু আনোয়ার লাইব্রেরি, মাহমুদীয়া লাইব্রেরি ও শিবলী প্রকাশনী বাংলা বাজার, ঢাকা থেকেও এক খণ্ড করে প্রকাশিত হয়েছে। তাই সেগুলোর পর্যালোচনা বিস্তারিতভাবে উস্থাপন করা হলো না।

৭০. ব্যাখ্যা গ্রন্থ: *কাশফুল বারী আম্মা ফি সহীহিল বুখারী* (৩২খণ্ড)

ভাষ্যকার: শায়খুল হাদীস মাওলানা সালিমুল্লাহ (রহ.), অনুবাদক: মাওলানা কামরুল ইসলাম কামাল(প্রথম খণ্ড), প্রকাশ কাল: জুলাই, ২০১৮খ্রি.(প্রথম খণ্ড), পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৮০, মূল্য: ৬৪০ টাকা, প্রকাশস্থান: মাদানী কুতুব খানা, ঢাকা।

পর্যালোচনা: সহীহ বুখারীর সর্বজন সমাদৃত ভাষ্যগ্রন্থ ***'কাশফুল বারী আম্মা ফি সহীহিল বুখারী'*** উর্দূ ভাষায় শায়খুল হাদীস মাওলানা সালিমুল্লাহ (রহ.) কর্তৃক রচিত মাওলানা কামরুল ইসলাম কামাল ও অন্যান্য কর্তৃক চলিত বাংলায় অনূদিত যা মাদানী কুতুব খানা, ঢাকা থেকে ৩২ খণ্ডে প্রকাশাধীন রয়েছে। তন্মধ্যে ইতিমধ্যে ২১ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে কঠিন শব্দের বিশ্লেষণ; প্রয়োজনে তারকীব উল্লেখ, হাদীসে ব্যবহৃত শব্দের বিভিন্ন সাবলীল অর্থের ব্যবহার; তরজুমাতুল বাবের মূল উদ্দেশ্যের গবেষণামূলক বিশদ বিবরণ; হাদীসবিশারদগণের পর্যালোচনা ও বিভিন্ন মতামত উল্লেখ; প্রতিটি অধ্যায়ের পূর্বাপর সম্পর্ক নির্ণয়; মতবৈচিত্রপূর্ণ মাসাইলে হানাফী ও অন্যান্য মাযহাবের দলীল পর্যালোচনার পরে হানাফী মতকে প্রাধান্য দান; উত্থাপিত দলীলের তাখরীজ কৃত; বিশেষত: বুখারীর তালিকাত এর তাখরিজ সন্নিবেশিত এবং সকল আলোচনায় নিজস্ব গবেষণালব্ধ মতামত ও আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়াও এতে প্রতিটি হাদীসের পূর্ণাঙ্গ সনদ ও মতন হরকতযুক্ত আরবী ভাষায় উল্লেখপূর্বক বাংলা চলতি রীতি অনুসরণে অনূদিত হয়েছে। সাথে সাথে সনদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তা ছাড়া প্রতিটি হাদীসের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, রাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, তরজমাতুল বাব তথা শিরোনাম সুপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত কুরআন-হাদীসের দলীল উপস্থাপন করে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডের একই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ...

একুশতম খণ্ড: ভাষ্যকার: শায়খুল হাদীস মাওলানা সালিমুল্লাহ (রহ.), অনুবাদক: মুফতী মুহাম্মদ আমিমুল ইহসান, প্রকাশ কাল: সেপ্টেম্বর-২০২০খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৬৩, মূল্য: ৭৫০ টাকা, প্রকাশস্থান: মাদানী কুতুব খানা, ঢাকা। এ খণ্ডে তিনটি অধ্যায়ে কিতাবুল ইসতিযানে ৫৩টি পরিচ্ছেদ, দাওয়াতে ৬৯টি এবং রিকাকে ৫৩টি পরিচ্ছেদের অধীন (৫৮৭৩-৬২২০)=৩৪৭টি হাদীস উপস্থাপিত হয়েছে। উল্লেখ্য, পবরর্তী খণ্ডগুলো প্রকাশাধীন রয়েছে।

৭১. মূল গ্রন্থ: *মিশকাতুল মাসাবীহ (তাহকীক কৃত) [৬খণ্ড]*

গ্রন্থকার : শায়খ ওয়ালীউদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আত-তিবরীজী (রহ.), তাহকীক : শায়খ মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানী (রহ.), ব্যাখ্যাকার: শায়খ উবাইদুর রহমান আল-মুবারকপুরী (রহ.), অনুবাদক: শায়খ মোশাররফ হুসাইন আকন্দ ও অন্যান্য ৮জন, সম্পাদনা : শায়খুল হাদীস আব্দুল মান্নান বিন হিদায়েতুল্লাহ (রহ.) ও অন্যান্য ১০জন, প্রকাশস্থান: হাদীস একাডেমী, বংশাল, ঢাকা।

সার্বিক পর্যালোচনা: আলোচ্য গ্রন্থটি শায়খ উবায়দুর রহমান মোবারাকপুরী (রহ.)রচিত "মিরআতুল মাফাতীহ" হতে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সংযোজিত হয়েছে। এ ছাড়া শায়খ মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানী (রহ.) কর্তৃক "তাহকীকে মিশকাত" গ্রন্থ ও অন্যান্য তাখরিজ গ্রন্থের সহায়তায় হাদীসের মান (সহীহ-যঈফ) নিরূপণ করা হয়েছে। প্রতিটি দূর্বল হাদীসের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। মিশকাত শরীফে উদ্ধৃত নম্বরের সাথে মিলিয়ে হাদীস নম্বর সংযুক্ত করাহয়েছে। এতে মূল ইবারতে হরকতযুক্ত এবং আরবী পরিভাষা ও প্রতিবর্ণায়ন ঠিক রাখা হয়েছে। যেমন- নামাযের স্থলে সালাত, সনদের পরিবর্তে সানাদ ইত্যাদি। এতে হাদীসের ব্যাখ্যা করণে ইখতিলাফী মাসায়েলের ক্ষেত্রে সালাফী মতবাদকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করাগেছে । এ ছাড়া সকল খণ্ডের শুরুতে ইলমি হাদীসের কতিপয় পরিভাষা আলোচিত হয়েছে। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলি সকল খণ্ডের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

প্রথম খণ্ড: প্রকাশ কাল: জুলাই-২০১৩ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬০৫, মূল্য: ৭২০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে ৪টি অধ্যায় তথা কিতাবুল ঈমান, কিতাবুল ইলম, কিতাবুত তাহারাত ও কিতাবুস সালাতের তাশাহুদের মধ্যে দু'আ পর্যন্ত মোট ১৭টি পরিচ্ছেদ যা এতে অধ্যায়ের হিসেবে দেখানোহয়েছে। এতে ০১ নং থেকে ৯৫৮ নং পর্যন্ত মোট ৯৫৮টি হাদীস চলিত বাংলায় অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় খণ্ড: প্রকাশ কাল: জুলাই-২০১৪ খ্রি., ৪র্থ প্রকাশ-জানু,২০২০ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৭৪১, মূল্য: ৮৯০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে ৩টি অধ্যায় তথা কিতাবুল সালাতের বাকি অংশ তথা সালাতের পরে দুআ যিকর-আযকার থেকে শুরু করে ঝড়-তুফানের সময় সালাত; জানাযা অধ্যায়ে রোগী দেখা থেকে শুরু করে কবর যিয়ারত এবং যাকাত অধ্যায়ে যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে দান ফেরত গ্রহণ না করার বর্ণনা পর্যন্ত (৩৫+৮+৯)= ৫২টি অনুচ্ছেদের অন্তর্গত ৯৫৯ নং থেকে ১৯৫৫ নং পর্যন্ত মোট ৯৯৬ খানা হাদীস চলিত বাংলায় অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড: প্রকাশ কাল: মার্চ, ২০১৫ খ্রি., ৪র্থ প্রকাশ-অক্টোবর, ২০২০ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৭২১, মূল্য: ৮৪০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে ৬টি অধ্যায় তথা কিতাবুল কিতাবুস্ সাওম, কিতাবু ফাযায়িলিল কুরআন, কিতাবুত দাওয়াত, কিতাবু আসমাইল্লাহ তা'য়ালা ও কিতাবুল হজ্জের অন্তর্গত ৩৪টি অনুচ্ছেদের অধীন ১৯৫৬ নং থেকে ২৭৫৮ নং পর্যন্ত মোট ৮০২ খানা হাদীস চলিত বাংলায় অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে।

চতুর্থ খণ্ড: প্রকাশ কাল: নভেম্বর, ২০১৬ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৯২০, মূল্য: ৯৫০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে ৮টি অধ্যায় তথা কিতাবুল বুয়ু', নিকাহ, ইতাক, কসম, কিসাস, হুদুদ, ইমারাত ওয়াল কাযা ও জিহাদের অন্তর্গত ৬৫টি অনুচ্ছেদের অধীন ২৭৫৯ নং থেকে ৪০৬৩ নং পর্যন্ত মোট ১৩০৪ খানা হাদীস চলিত বাংলায় অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে।

পঞ্চম খণ্ড: প্রকাশ কাল: মার্চ, ২০১৮ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৭২১, মূল্য: ৮৫০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে ৭টি অধ্যায় তথা কিতাবুস সইদ (পশু-পাখি শিকার), কিতাবুল জাবাইহে, কিতাবুল আতইমাহ (পানাহার), কিতাবুল লিবাস (পোশাক-পরিচ্ছদ), কিতাবুত তীব (চিকিৎসা), কিতাবুত তা'বীর (স্বপ্নের ব্যাখ্যা) ও কিতাবুল আদাব (শিষ্টাচার পর্ব) এর অন্তর্গত ৩৬টি অনুচ্ছেদের অধীন ৪০৬৪ নং থেকে ৫১৫৪ নং পর্যন্ত মোট ১০৯০ খানা হাদীস চলিত বাংলায় অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে।

ষষ্ঠ খণ্ড: প্রকাশ কাল: ফেব্রুয়ারী,২০২১ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৯৪২, মূল্য: ৯৫০ টাকা। এ খণ্ডের মধ্যে ৫টি অধ্যায় তথা কিতাবুর রিকাক (হৃদয় গলানো উপদেশ), কিতাবুল ফিতান (ফিতনা-বিশৃঙ্খলা), আহওয়ালুল কিয়ামাহ, ফাদাইল, শামাইল ও মানকিব এর অন্তর্গত ৪৮টি অনুচ্ছেদের অধীন ৫১৫৫ নং থেকে ৬২৯৪ নং পর্যন্ত মোট ১১৩৯ খানা হাদীস চলিত বাংলায় অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। এ খণ্ডের মাধ্যমে মিশকাতুল মাসাবীহ (তাহকীক কৃত) এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যার ইতি টানা হয়েছে।

৭২. ব্যাখ্যা গ্রন্থ: ***দরসে তিরমিযী***

ব্যাখ্যাকার: শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী, অনুবাদ: মুফতি মিজানুর রহমান, প্রকাশকাল: আগষ্ট,২০১৬ খ্রি., প্রকাশস্থান : আশরাফিয়া বুক হাউস, ইসলামী টাওয়ার, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।

সার্বিক পর্যালোচনা: শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী কর্তৃক উর্দূ ভাষায় রচিত ও সংকলিত 'দরসে তিরমিযী' হাদীস গ্রন্থটি মুফতি মিজানুর রহমান কর্তৃক চলিত বাংলায় অনূদিত এবং আশরাফিয়া বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এতে প্রতিটি হাদীসের ব্যাখ্যা প্রশ্নভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়া হাদীসের সনদ, শানে উরূদ, সংক্ষিপ্ত রবী পরিচিতি, তাখরিজ ও সনদের স্তর বর্ণিত হয়েছে। বিশেষত: বিতর্কিত রাবীর ও সনদের মান নির্ণয় করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের আওতায় সংশ্লিষ্ট বিষয় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। সুন্দর বিন্যাস ও চমৎকার উপস্থাপনায় গ্রন্থটি পাঠকমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রথম খণ্ড: পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৩৪, মূল্য: ৬৬০ টাকা। এ খণ্ডের শুরুতে উলূমূল হাদীস প্রসঙ্গে ও ইমাম তিরমিযীর (রহ.) জীবনী নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। অতঃপর জামি'তিরমিযীতে বর্ণিত পবিত্রতা ও নামাজ প্রসঙ্গে ০২ টি অধ্যায়ে বর্ণিত ১ নম্বর থেকে ২৪৫ নম্বর পর্যন্ত মোট ২৪৫ খানা হাদীসের সনদ ও হারাকাতযুক্ত আরবী মতনের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬২৪টি, মূল্য: ৬৬০ টাকা। ছয়টি পূর্ণাঙ্গ এবং সালাত অধ্যায়ের আংশিক নিয়ে এ খণ্ডটি রচিত হয়েছে। এতে সালাত, যাকাত, সাওম ইত্যাদি অধ্যায়ে ২৪৬ নম্বর থেকে শুরু করে ৭৬৯ নম্বর পর্যন্ত ৫২৩টি হাদীসের চলিত বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড: পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৬৪ টি , মূল্য : ৫২০ টাকা। পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ অধ্যায় নিয়ে এ খণ্ডটি রচিত হয়েছে। এতে হজ্জ, জানাযা, বিবাহ, শিশুর দুগদ্ধ পান, তালাক ও লিয়ান সম্পর্কিত অধ্যায়ে ৭৭০ নম্বর থেকে শুরু করে ১১৫৬ নম্বর পর্যন্ত ৩৮৬টি হাদীসের চলিত বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা স্থান পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ-পঞ্চম খণ্ড একত্রে: পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫৩৬ টি, মূল্য: ৫৪০ টাকা। এগারোটি পূর্ণাঙ্গ অধ্যায় নিয়ে এ খণ্ডটি রচিত হয়েছে। এতে বেচাকেনা, বিচারফায়সালা, দিয়াত, দণ্ডবিধি, শিকার, কুরবাণী, মানত ও কসম, রাসূল (সা.) থেকে মিরাজ পর্ব, জিহাদ ও পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কিত অধ্যায়ে ১১৫৭ নম্বর থেকে শুরু করে ১৭৪২ নম্বর পর্যন্ত ৫৮৫টি হাদীসের চলিত বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা স্থান পেয়েছে।

৭৩.*মিশকাতুল মাসাবিহ (১১ খণ্ড)*

গ্রন্থকার: শায়খ ওয়ালীউদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আত-তিবরীজী (রহ.), তাহকীক : শায়খ জামাল আইতানী, অনুবাদক-ব্যাখ্যাকার: মুফতী মুহাম্মদ আমিমুল ইহসান ও মুফতি ফখরুল ইসলাম ফয়সাল, সম্পাদক: শায়খ মাওলানা ফোরকান আনোয়ারী ও অন্যান্য পাঁচ জন; প্রকাশকাল: মে,২০১৭ খ্রি., প্রকাশস্থান : মাদানী কুতুবখানা, বাংলাবাজার, ঢাকা।

সার্বিক পর্যালোচনা : আলোচ্য "মিশকাতুল মাসাবিহ" (আরবি-বাংলা) গ্রন্থের সকল হাদীসের তাখরিজ উল্লেখ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রখ্যাত হদীসবিশারদ শায়খ জামাল আইতানীর তাহকীক অনুসৃত হয়েছে। মুকাদ্দামাতুশ শায়খ এর সংশ্লিষ্ট আলোচনায় মুফতি আমীমুল ইহসান (রহ.) প্রণীত "তা'লিকুল বারকাতী" ও "হাশীয়াতুস সাদী" অনুসরণ করা হয়েছে। শক্ত ও দুর্বোধ্য আরবী শব্দাবলীর যথাযথ বিশ্লেষণ; সংশ্লিষ্ট হাদীস থেকে উৎসারিত মাসআলা ও প্রাসঙ্গিক আলোচনার ভিত্তিতে নতুন শিরোনাম সংযোজন এবং হাদীস ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আল্লামা মোল্লা আলী কারী (রহ.) এর *"মিরকাতুল মাফাতীহ"*, *"আত-তা'লিকুস সাবিহ"* ও অন্যান্য ভাষ্যগ্রন্থ হতে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সংযোজিত হয়েছে। এ ছাড়া মতভেদপূর্ণ মাসআলায় প্রমাণসহ ইমামগণের মতাম উল্লেখ এবং প্রাধান্যপ্রাপ্ত মাযহাবের মতামত দলীলপ্রমাণসহ বর্ণিত হয়েছে। হাদীস বর্ণনাকারী রাবীদের জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। ১১ খণ্ডে প্রকাশিত এ বিষয়ে সর্বশেষ তথ্যনির্ভরভাষ্য, আধুনিক ডিজাইন, উন্নত বাধাই, ঝকঝকে ছাপায় সুশোভা মণ্ডিত, দৃষ্টি নন্দন ও চিত্তাকর্ষক গ্রন্থটি সত্যিই অনন্য সাধারণ।

প্রথম খণ্ড: পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৪৩, মূল্য: ৫২০ টাকা। এ খণ্ডের শুরুতে ১৫৫ পৃষ্ঠাব্যাপী হাদীস সংকলনের ইতিহাস, অতঃপর ৫২ পৃষ্ঠাব্যাপী মুকাদ্দামতুশ শায়খ, তারপরে কিতাবুল ঈমানের আংশিক তথা পাঁচটি অধ্যায়ের ১৫টি পরিচ্ছেদের অন্তর্গত ১৮৬টি হাদীসের চলিত বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪০৮, মূল্য: ৫২০ টাকা। এ খণ্ডে কিতাবুল ইলম, তাহারাত, ইলম এ ৩টি কিতাবের (অধ্যায়) ২৪টি বাব (পরিচ্ছেদ)এবং ৭৫টি ফসল (অনুচ্ছেদ) এর অন্তর্গত (১৮৭-৭৩১)= ৫৪৪টি হাদীসের চলিত বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড: পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৫৬, মূল্য: ৫২০ টাকা। এ খণ্ডে কিতাবুস সালাত বা নামাযের পর দু'আ কালাম হতে ঝড়তুফান ও মেঘবৃষ্টিকালীন করণীয় পর্যন্ত ৪৪টি বাব (পরিচ্ছেদ) এবং ১২০টি ফসল (অনুচ্ছেদ) এর অন্তর্গত (৭৩৪-১৪৩৬)= ৭০২টি হাদীসের চলিত বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে।

চতুর্থ খণ্ড: পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩৮২, মূল্য: ৫২০ টাকা। এ খণ্ডে কিতাবুয জানাইয, যাকাত ও সাওম এর অধীন ২৮টি বাব (পরিচ্ছেদ) এবং ৭৮টি ফসল (অনুচ্ছেদ) এর অন্তর্গত (১৪৩৭-২০০৬)= ৫৬৯টি হাদীসের চলিত বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে।

পঞ্চম খণ্ড: পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩৯৮, মূল্য: ৫২০ টাকা। এ খণ্ডে কোরআনের মহিমা পর্ব থেকে হজ্ব পর্ব-এর অধীন ২৯টি বাব (পরিচ্ছেদ)এবং ৮৭টি ফসল (অনুচ্ছেদ) এর অন্তর্গত (২০০৭-২৬৩৭)= ৬৩০টি হাদীসের চলিত বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে।

ষষ্ঠ খণ্ড: পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪১৫, মূল্য: ৫২০ টাকা। এ খণ্ডে কিতাবুল বুয়ূ'(ব্যবসা-বাণিজ্য) ও নিকাহ (বিবাহ) অধীন ২৭টি বাব (পরিচ্ছেদ)এবং ৮৮টি ফসল (অনুচ্ছেদ) এর অন্তর্গত (২৬৩৯-৩০৬৪)= ৪২৫টি হাদীসের চলিত বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে।

সপ্তম খণ্ড: পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪২, মূল্য: ৫২০ টাকা। এ খণ্ডে কিতাবুল ইতাক বা দাস মুক্ত করা পর্ব থেকে শুরু করে জিহাদ পর্বের অধীন ৩৩টি বাব (পরিচ্ছেদ)এবং ৯২টি ফসল (অনুচ্ছেদ) এর অন্তর্গত (৩০৬৫-৩৬১৩)= ৫৪৮টি হাদীসের চলিত বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম খণ্ড: পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৪০ মূল্য: ৫২০ টাকা। এ খণ্ডে কিতাবুল জিহাদ তথা যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের প্রস্তুতি পর্ব থেকে পোশাক-পরিচ্ছদ পর্বের অধীন ২৬টি বাব (পরিচ্ছেদ)এবং ৭৭টি ফসল (অনুচ্ছেদ) এর অন্তর্গত (৩৬১৪-৪৩১৪)= ৭০০টি হাদীসের চলিত বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে।

নবম খণ্ড: পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৫৫, মূল্য: ৫৮০ টাকা। এ খণ্ডে কিতাবুত তিব্ব ওয়ার রুকা তথা চিকিৎসা ও ঝারফুক থেকে শিষ্টাচার পর্ব পর্যন্ত ২৫টি বাব (পরিচ্ছেদ)এবং ৭৫টি ফসল (অনুচ্ছেদ) এর অন্তর্গত (৪৩১৫-৪৯২৭)= ৬১২টি হাদীসের চলিত বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে।

দশম খণ্ড: প্রকাশকাল: নভেম্বর, ২০১৭ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩৯৯, মূল্য: ৫২০ টাকা। এ খণ্ডে কিতাবুর রিকাক তথা অন্তর বিগলিত পর্ব থেকে সৃষ্টির সূচনা পর্বের অধীন ২৬টি বাব (পরিচ্ছেদ) এবং ৭৭টি ফসল (অনুচ্ছেদ) এর অন্তর্গত (৪৯২৮-৫৪৯২)= ৫৬৪টি হাদীসের চলিত বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে।

১১শ খণ্ড: পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৪০, মূল্য: ৫২০ টাকা। এ খণ্ডে কিতাবুল ফদাইল, ওয়াশ শামাইল ও আল-মানাকিব এর অধীন ২৪টি বাব (পরিচ্ছেদ) এবং ৭০টি ফসল (অনুচ্ছেদ) এর অন্তর্গত (৫৪৯৩-৬০৩৪)= ৫৪১টি হাদীসের চলিত বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে। এ খণ্ড প্রকাশের মাধ্যমে পূর্ণ মিশকাতুল মাসাবিহ এর বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যার কাজ সমাপ্ত হয়।

৭৪. ব্যাখ্যা গ্রন্থ: *কাশফুল মুলহিম ফি শরহে সহীহ মুসলিম (১৫খণ্ড)*

সংকলক ও ভাষ্যকার: মুফতি মুহাম্মদ শামসুল হক, প্রকাশ কাল: জুন-২০২১খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪০০, মূল্য: ৯২০ টাকা, প্রকাশস্থান: মাদানী কুতুব খানা, ঢাকা। এটি ইমাম নববীর (রহ.) 'শরহুন নববী', ইমাম আবুল হাসান সিন্ধির 'হাশিয়াতুস সিন্ধি' মাওলানা সাব্বির আহমাদ ওসমানীর 'তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম' অনুসরণে উক্ত ভাষ্য গ্রন্থটি সংকলিত। এতে ইলমুল হাদীস সংশ্লিষ্ট মুখবন্ধ, মূল আরবী পাঠ সংযোজন, চলিত বাংলায় প্রাঞ্জল ও সাবলীল অনুবাদ, জটিল শব্দ বিশ্লেষণ, রাবি চরিত বর্ণনা, ইখতিলাফি মাসাইলে সমন্বয় সাধন, প্রয়োজনীয় টীকা ও আধুনিক মাসায়েল ও সমস্যার সমাধান প্রদান করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে উসূলুল হাদীস ও মুকাদ্দামু মুসলিম সম্পর্কে বিশদ আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: সংকলক ও ভাষ্যকার: মুফতি মুহাম্মদ শামসুল হক, প্রকাশ কাল: জুন-২০২১খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৮৮, মূল্য: ১১০০ টাকা, প্রকাশস্থান: মাদানী কুতুব খানা, ঢাকা। এতে কিতাবুল ঈমান প্রসঙ্গে ঈমানের বিভিন্নদিক নিয়ে (৯৪-৩১৪)= ২২০টি হাদীসের চলিত বাংলায় অনূদিত হয়েছে। বাকীগুলো প্রকাশাধীন রয়েছে।

৭৫. ব্যাখ্যা গ্রন্থ: *মিন্নাতুল বারী ফি শরহ সহীহহীল বুখারী*

সংকলক ও ভাষ্যকার: আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাজ্জাক, প্রকাশ কাল: জুন-২০২১খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩৬৭, মূল্য: ২৫০ টাকা, প্রকাশস্থান: নিবরাস প্রকাশনী। বিশুদ্ধতার দিক থেকে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের পরে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে সহীহ আল-বুখারী। বুখারী শরীফের একটি ভাষ্য গ্রন্থ 'মিন্নাতুল বারী শরহ সহীহিল বুখারী'। এতে ইমাম বুখারীর (রহ.) এর জীবনী প্রমাণসহ লিখিত হয়েছে। অতপর তার রচিত 'সহীহুল বুখারীর পরিচয়, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নানা দিকের পর্যালোচনা, বিশেষত: শায়খ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) কর্তৃক বুখারী শরীফের ১০/১২টি হাদীসের যঈফ হওয়ার ব্যাপারে যে মতামত প্রদান করেছেন সেগুলো যৌক্তিকতার নিরিখে বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়া জারহ-তা'দীলের ব্যাপারে আলোচনা পেশ করা হয়েছে। সর্বশেষ ভারতীয় উপমহাদেশের কতিপয় মুহাদ্দিসের জীবনবৃত্তান্ত আলোচিত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, এ অধ্যায়ে বাংলা ভাষায় রচিত, সংকলিত, অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হাদীস গ্রন্থসমূহের পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। উক্ত বিশ্লেষণে বাংলা ভাষায় রচিত ও সংকলিত ৭৯টি, অনূদিত ১২৩টি, ব্যাখ্যামূলক ১৪টিসহ মোট ২১৬টি হাদীস বিষয়ক গ্রন্থের অনুসন্ধান পাওয়া গেছে এবং সেগুলো পর্যালোচনার আওতায় এসেছে। উল্লেখ্য যে, যুগ বিভাজনের দশক বিবেচনায় পঞ্চাশের দশকে ১৪টি, ষাটের দশকে ২১টি, সত্তুরের দশকে ১৫টি, আশির দশকে ৩০টি, নব্বইর দশকে ৩৩টি, দুই হাজার থেকে দুই হাজার দশ পর্যন্ত ৩৭টি, দুই হাজার দশ থেকে বর্তমান পর্যন্ত ৭৫টি উল্লেখযোগ্য হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। হাদীসের মান নির্ণয়, শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই-বাছাই নির্ভর করে উসূলল হাদীস ও রিজালশাস্ত্রের নির্ধারিত মানদণ্ডের উপর। ফলে বর্তমান গবেষণার পরবর্তী (পঞ্চম) অধ্যায়ে বাংলা ভাষায় উক্ত বিষয়ে রচিত, সংকলিত ও অনূদিত গ্রন্থরাজি পর্যালোচনা উপস্থাপিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা ভাষায়
উসূলুল হাদীস ও রিজাল শাস্ত্র চর্চা

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা ভাষায় উসূলুল হাদীস ও রিজালশাস্ত্র চর্চা

হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি অবগিতর জন্য উসূলুল হাদীস (হাদীসশাস্ত্রের মূলনীতি) ও রিজালশাস্ত্র (হাদীস বর্ণনাকারী ব্যক্তিবর্গের জীবনালেখ্য) চর্চার কোন বিকল্প নেই। বাংলা ভাষায় উসূলুল হাদীস ও রিজালশাস্ত্র বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থ ও গবেষণা অভিসন্দর্ভের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই অধ্যায়ে উসূলুল হাদীসের পরিচয়, উৎপত্তি-বিকাশ এবং রিজালশাস্ত্রের পরিচয়, উৎপত্তি-বিকাশ; বাংলা ভাষায় উসূলুল হাদীস ও রিজালশাস্ত্র চর্চার বিকাশ ধারা এবং বাংলা ভাষায় প্রণীত এতদ্ বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর বৈশিষ্ট্য বিচার প্রসঙ্গে পর্যালোচনা উপস্থাপিত হবে।

৫.১ উসূলুল হাদীসের পরিচয়

হাদীসশাস্ত্রের বিশুদ্ধতা বিচারে উসূলুল হাদীসের গুরুত্ব সীমাহীন। উসূলুল হাদীস হলো হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয়ের ভিত্তি ও নীতিমালা। উসূল (اصول) শব্দটি (اصل) শব্দের বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-

ক. اساسه الذى يقوم عليه و منشؤه الذى ينبت منه অর্থাৎ কোন বস্তুর ভিত্তি যার উপর তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং কোন বস্তুর উৎপত্তিস্থল যার থেকে তা উৎপন্ন হয়।[১]

খ. অন্যভাবে বলা যায়, ما يبتنى عليه غيره অর্থাৎ বস্তুর এমন ভিত্তি, যার উপর তা প্রতিষ্ঠিত হয়।[২]

গ. اصول العلوم قواعدها التى تبنى عليها الاحكام অর্থাৎ কোনো শাস্ত্রের উসূল বলতে, সে শাস্ত্রের এমন কিছু নিয়ম-নীতিমালাকে বুঝায় যার উপর অপরাপর (আহকাম) বিধি-বিধান নির্ভর করে।[৩]

ঘ. এ ছাড়াও নিয়ম-কানুন, পদ্ধতি, রীতি-নীতি ইত্যাদি অর্থে তা ব্যবহার হয়।

আর হাদীস হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বাণী, কর্ম, অনুমোদন ইত্যাদি। অর্থাৎ যে সকল মূলনীতির আলোকে হাদীসের সনদ ও মতনের শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই-বাছাই করা হয় তাই উসূলুল হাদীস। যেহেতু উসূলের উপর ভিত্তি করে হাদীসের বিশুদ্ধতা প্রতিষ্ঠা পায় তাই "উসূলুল হাদীস" এ শাস্ত্রের নামকরণ স্বার্থক হয়েছে। এ ছাড়াও এ শাস্ত্রকে ইলমুদ দিরাইয়াহ ও ইলমু মুসতালাহুল হাদীস নামে অভিহিত করা হয়।[৪] পরিভাষায়, هو علم بقوانين يعرف بها احوال السند والمتن অর্থাৎ যে মূলনীতির মাধ্যমে হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়, তাকে ইলমুদ দিরাইয়াহ বা উসূলুল হাদীস বলা হয়।[৫] হাদীসের সত্যতা যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, শ্রেণিবিন্যাস, গুরুত্বের তারতম্য বর্ণনাকারীদের শর্তাবলী, বর্ণনার ধরন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে হাদীস বিজ্ঞানীগণ যে সকল নিয়ম, পদ্ধতি ও মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন তাকে উসূলুল হাদীস বলে।[৬] হাদীস বর্ণনার ধারাবাহিকতা ও হাদীসের মূলভাব ও ভাষ্য এ অভিজ্ঞানে আলোচিত হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে ইবন জুমা'আ বলেন, এ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, সনদ ও মতন।[৭] দূর্বল ও জাল হাদীস থেকে সহীহ হাদীসকে পৃথকীকরণই এ শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে ইবন জুমা'আ বলেন, সহীহ হাদীসকে অন্যান্য হাদীস থেকে পৃথকভাবে জানাই হলো এ অভিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।[৮]

---

১ ড. ইব্রাহীম আনিস ও অন্যান্য, *আল-মু'জামুল ওয়াসিত*, বৈরূত: দারুল হাদীস, ২য় সংস্করণ, তা.বি, পৃ. ২০

২ আহমাদ মোল্লা জিওন (রহ.), *নূরুল আনোয়ার*, দেওবন্দ: আশরাফী বুক, তা.বি, পৃ. ৪

৩ ড. ইব্রাহীম আনিস ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

৪ ড. সুবহী আল-সালিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮; যাফর আহমদ উসমানী, *কাওয়ায়িদ ফী উলূমিল হাদীছ*, করাচী: ইদারাতুল কুরআন, তা.বি. পৃ. ১৮; মওলানা শিব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.) বলেন, প্রকৃতপক্ষে ইলমুদ দিরাইয়াহ ও উসূলুল হাদীস দুটি বিষয় একই, এ দুটির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) এ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু কেউ কেউ এতে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তাদের বক্তব্য হলো- হাদীস থেকে আহকাম নির্গত করা ইলমুদ দিরাইয়াহ এর অংশ; আর উসূলুল হাদীসে আহকাম নির্গত সম্পর্কিত কোন বিষয়ে কোনো আলোচনা করা হয় না। [তাকী উসমানী, *দরসে তিরমিযী*, দেওবন্দ: আনওয়ার বুক ট্রেডার্স, তা.বি., খ. ১, পৃ. ২৪]

৫ ইমাম জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান আস-সুয়ুতী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১

৬ মুফতী আমীমুল ইহসান, *মীযানুল আখবার*, ঢাকা: আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৮৪ খ্রি. পৃ.০৬

৭ ইমাম জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান আস-সুয়ুতী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১

৮ *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

৫.২ উসুলূল হাদীসের উৎপত্তি ও বিকাশ

মহানবী (সা.) এর আদেশ-উপদেশ, উৎসাহ-অনুপ্রেরণায় সাহাবীগণ হাদীসশাস্ত্র চর্চায় গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। এর প্রমাণ হচ্ছে, রাসূল (সা.) এর ইন্তিকালের পর সাহাবাগণ নিজ নিজ অঞ্চলে অবস্থান করেননি; বরং তাঁরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তথা মক্কা, মদীনা, বসরা, কুফা, শাম, মিসর, ইয়ামান, খুরাসান প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন এবং তথায় মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে কুরআন-হাদীস শিক্ষাদানে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখেন।

হিজরী প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশেষ করে তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা.) এর শাহাদাত বরণের পর মুসলিমদের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়। অতঃপর হযরত আলী (রা.) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হলে ওসমান (রা) এর শাহাদাতকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অঙ্গনে চরম অস্থিরতা বিরাজ করে। হযরত আলী ও মুআবিয়ার (রা.) মধ্যে মতভেদ প্রকট হয়ে উঠলে ৩৬ হিজরীতে সিফফিন প্রান্তরে ভ্রাতৃঘাতী এক সমর সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের সন্ধিসূত্র নিয়ে আলী (রা.) এর সমর্থকদের মাঝে মারাত্মক মতভেদ দেখা দেয়। কতিপয় লোক সন্ধিকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে নিজেদেরকে 'খারিজী' নাম দিয়ে এক নতুন উপদল হিসেবে পরিচয় দেয়। পরবর্তীতে শিয়া, মুরজিয়া, কাদরিয়া, জাবরিয়া ইত্যাদি একের পর এক উপদলের উদ্ভব হতে থাকে। এভাবে মুসলিম সমাজ বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আর এসব দল-উপদলের প্রত্যেকেই তাদের দলীয় মতাদর্শকে প্রাধান্য এবং ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য জাল হাদীস রচনায় লিপ্ত হয়। এভাবে হাদীস শাস্ত্রের মধ্যে জাল হাদীসের অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করে।[৯]

স্বার্থান্বেষী বিভিন্ন দল-উপদল ও বিভ্রান্ত ফিরকার সেচ্ছাচারীদের দৌরাত্ম্যে বানোয়াট হাদীস ব্যাপক হারে প্রসার লাভ করে। ফলত: প্রকৃত সত্য ও সহীহ হাদীস চিহ্নিত করা দুরূহ হয়ে পড়ে। শুধু শিয়া, খারিজী ও রাফিযী মতাদর্শী নয় বরং অনেক মিথ্যুক গল্পকারের কিস্সা-কাহিনী ও অসার-অমূলক বর্ণনাকে লোকসমাজে রাসূলের হাদীস বলে প্রচার করতো। কারণে যুগের সচেতন ও বিদগ্ধ মনীষীগণ এদের প্রতিরোধ করা অত্যাবশ্যক মনে করে যে কারো থেকে হাদীস গ্রহণ করতে জনগণকে নিরুৎসাহিত করেন এবং নিজেরাও যে কেউ হাদীস বললেই বিশ্বাস করতেন না; বরং তার থেকে বর্ণনা সূত্র ও তথ্য যাচাই করার মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিতেন। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত মুহাদ্দিস, তাবেঈ মুহাম্মদ ইবন সিরীন (রহ.) [মৃ.১১০হি.] বলেন,

ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم

"এ শাস্ত্র (ইলম হাদীস) হলো দ্বীন, সুতরাং তোমরা কার কাছ থেকে তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছো তা যাচাই বাছাই করে নাও।"[১০] তিনি আরো বলেন:

لم يكونوا يسئلون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنة فيؤخذ حديثهم و ينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم

অর্থাৎ "মুহাদ্দিসগণ (ইতঃপূর্বে) হাদীস বর্ণনাকারীদের বিষয়ে জানতে চাইতেন না, কিন্তু যখন ফিতনা আপতিত হলো, (লোকেরা হাদীসের নামে মিথ্যা বানোয়াট কথা প্রচার করতো) তখন তাঁরা হাদীস বর্ণনাকারীদের বলতেন, সনদ বর্ণনা করুন যাতে আমরা পর্যালোচনা করে দেখতে পারি যে, তিনি আহলুস সুন্নাহ এর মতাদর্শে বিশ্বাসী নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি কি-না; যদি হয় তবে তাঁর হাদীস গ্রহণ করবো। আবার তিনি যদি বিদ'আতপন্থী অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হন তবে তার হাদীস বর্জন করবো।"[১১] বিখ্যাত তাবেঈ তাউসকে (রহ.) সুলায়মান ইবন মুসা একবার জিজ্ঞাসা করেন যে, حدثنى فلان كيت و كيت، قال: ان كان صاحبك مليا فخذ عنه অর্থাৎ "অমুক ব্যক্তি আমাকে এ বিষয়ে ঐ বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন (আমি কি তাঁর হাদীস গ্রহণ করবো?), উত্তরে তিনি বলেন, যদি তোমার সে সাথী বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হয় তাহলে তাঁর হাদীস গ্রহণ করো।"[১২] এ সকল বর্ণনার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, সে

৯ ড. আজ্জাজ আল-খতীব, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩২৩

১০ ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম (মুকাদ্দিমা)*, রিয়াদ: দারুত তাইবাহ, ২০০৬খ্রি., খ. ১, পৃ. ৮

১১ *প্রাগুক্ত*

১২ *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

যুগের মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনা ও গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। এ সময় মিথ্যা বানোয়াট ও জাল হাদীস প্রতিরোধে মুহাদ্দিসগণ যুগপৎ সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন।[১৩] সাথে সাথে তাঁরা রাসূল (সা.) এর সহীহ হাদীসসমূহ গ্রন্থাকারে সংকলনের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ইসলামের পঞ্চম খলিফা নামে খ্যাত হযরত ওমর ইবন আব্দুল আযীয (রহ.) সরকারিভাবে বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নরদের নিকট হাদীস সংগ্রহের জন্যে রাষ্ট্রীয়ভাবে ফরমান জারি করেন। এ উদ্যোগের ফলে ব্যাপকভাবে হাদীস সংরক্ষণের প্রক্রিয়া প্রাথমিকভাবে গৃহীত হয়। জালিয়াতদের অপতৎপরতায় হাদীস শাস্ত্রের মধ্যে যে বিষাক্ত কালিমার ছোয়া স্পর্শ করেছিল তা থেকে মুক্ত করার জন্য হাদীস বিশারদগণ নিরলস প্রচেষ্টা, কঠোর পরিশ্রম ও অবর্ণনীয় ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করে গ্রন্থবদ্ধ করেন। তাঁরা হাদীস সংগ্রহের জন্য সফর করেছেন দেশ-দেশান্তর, চষে বেড়িয়েছেন প্রত্যন্ত অঞ্চলের শত-সহস্র মাইল দুর্গমগিরি, জল-স্থল, মরু-মেঠো পথ। তাঁরা হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম, লকব (উপাধী), কুনিয়াত (উপনাম), জন্ম-মৃত্যু সন, শিক্ষা, উস্তাদ-শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব-চরিত্র নির্মোহ-নিরপেক্ষ সমালোচনার মাধ্যমে বিশ্বস্ত রাবীদের চিহ্নিত করার জন্য 'ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দীল' নামে সমালোচনা বিজ্ঞান আবিস্কার করেন; যা উসূলুল হাদীসেরই অন্যতম একটি শাখা। বস্তুত জ্ঞানের এ শাখাটির মূল ভিত্তি হলো মহা গ্রন্থ আল-কুরআন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা সংবাদিকের সংবাদ যাচাই-বাছাই করে তা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

يايها الذين آمنوا ان جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا...

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমাদের নিকট কোনো ফাসিক (পাপি) ব্যক্তি সংবাদ নিয়ে আসে তাহলে তোমরা তা যাচাই-বাছাই করো।"[১৪] প্রখ্যাত তাবিঈ ইবন সিরীন (রহ.) সনদের বিচার বিশ্লেষণ ব্যতীত হাদীস গ্রহণ করতেন না। তিনি বলেন, হাদীস বর্ণনার সময় তোমরা রাবীর নাম উল্লেখ করবে।[১৫] ধীরে ধীরে এ বিষয়ের পরিপক্কতা অর্জিত হতে থাকে। জ্ঞানের এই শাখাটি প্রথম তিন শতাব্দী পর্যন্ত আলিমগণের মুখে মুখে বিক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয় হিসেবে বিদ্যমান ছিল। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে এসে আলিমগণের অধিক সতর্কতা ও গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে সহীহ, হাসান, যঈফ, মওযু' ও ত্রুটিপূর্ণ হাদীস সমূহের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের উদ্দেশ্যে পূর্ণাঙ্গ মূলনীতি প্রণয়নে তাঁরা সচেষ্ট হন। এ শাস্ত্রটিই পরবর্তীতে "উলূমুল হাদীস" নামে পরিচিতি লাভ করে।

৫.৩ উসুলূল হাদীসের ক্রমবিকাশঃ সূচনা পর্ব

উসূলুল হাদীস বা হাদীসশাস্ত্রের মূলনীতি গ্রন্থবদ্ধ হওয়ার পূর্ব পযর্ন্ত এ বিষয়টি হাদীসবেত্তাদের মৌখিক আলোচনা-পর্যালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে ইমাম শাফিঈ' (রহ.) [মৃ. ২০৪ হি.] সর্বপ্রথম তার "কিতাবুর রিসালাহ" গ্রন্থে হাদীসের পরিভাষা বিষয়ক অভিজ্ঞানের আলোচনার সূত্রপাত করেন। এখানে তিনি হাদীস সহীহ হওয়ার শর্ত, খবর ওয়াহেদকে প্রমাণ হিসেবে সাব্যস্ত করণ, রাবীর সংরক্ষণ ক্ষমতা ও স্মৃতির দূর্বলতা, নবীন-প্রবীণ তাবিঈ'দের মুরসাল হাদীস প্রসঙ্গ, রিওয়ায়েত বিল মা'না, মুদাল্লিস রাবীর হাদীস গ্রহণ, মুনকাতি' ও মুরসাল হাদীস গ্রহণের শর্তারোপ ইত্যাদি উসূল (মূলনীতি) সংক্রান্ত বিষয়ে আলোকপাত করেন।[১৬] তাই জ্ঞানের এই শাখায় ইমাম শাফিঈ'কে (রহ.) পথিকৃত হিসেবে অভিহিত করা হয়। অতঃপর ইমাম বুখারীর শায়খ আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর আল-হুমাইদী (রহ.) [মৃ. ২১৯ হি.] বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীস বর্ণনার বিশুদ্ধতা যাচাই-বাছাইয়ের পদ্ধতি আলোচনা করে এ শাস্ত্রে অবদান রাখেন।[১৭]

---

১৩ জাল হাদীস প্রতিরোধে ব্যবস্থা: ক) হাদীস জালকারীদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান; (যেমন-হারিস ইবন গায়লান, মুহাম্মদ ইবন সাঈ আল-মাসলূব, আব্দুল করীম ইবন আবি আল আওযা প্রমূখ); খ) সনদ বর্ণনা করতে বাধ্য করণ; গ) সনদ পরীক্ষা করণ; ঘ) বর্ণনাকারী থেকে শপথ গ্রহণ; ঙ) বর্ণনকারী থেকে সাক্ষ্য তলব ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সহীহ হাদীসকে জাল হাদীস থেকে পৃথক করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

১৪ আল-কুরআন, ৪৯ :০৬

১৫ ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

১৬ ইমাম আশ-শাফিঈ'(রহ.), *কিতাবুর রিসালাহ*, সম্পা. আহমাদ মুহাম্মদ শাকির, মিসর: মাতবাআতুল বাবি আল-হালাবী, ১৯৪০খ্রি., পৃ. ৫৭

১৭ ইমাম খতীব আল-বাগদাদী (রহ)., *আল-কিফায়েতু ফি ইলমির রিওইয়াহ*, মদীনা মুনাওরাহ: আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, তা.বি, পৃ. ১৪৫

Dhaka University Institutional Repository

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীঃ উসূলুল হাদীসের গঠন পর্ব

এ শতাব্দীতে ইমাম আলী ইবন আব্দুল্লাহ আল-মাদানী (রহ.) [মৃ.২৩৪ হি.]"*উসূলুস সুন্নাহ*" ও "*মাযাহিবুল মুহাদ্দিসীন*" শিরোনামে দু'খানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এ প্রসঙ্গে ড. মুস্তফা আস-সিবায়ী তাঁকে প্রথম গ্রন্থ রচনাকারী হিসেবে উল্লেখ করেন।[১৮] অতঃপর ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আন-নিশাপুরী (রহ.) [মৃ. ২৬১ হি.] তাঁর সংকলিত সহীহ মুসলিম শরীফের মুকাদ্দামায় (ভূমিকায়) সংক্ষিপ্ত পরিসরে 'মুসতালাহুল হাদীস' বা হাদীসের পরিভাষা সংযুক্ত করেন। তন্মধ্যে সিকাহ রাবী থেকে রিওয়ায়েতের আবশ্যকতা, রাসূল (সা.) এর উপর মিথ্যারোপকারীর ব্যাপরে সতর্কতা, যা শুনা হয় (যাচাই না করে) তাই বর্ণনা করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা, দূর্বল, মিথ্যাবাদী, ত্রুটিপূর্ণ রাবীর বর্ণিত হাদীস প্রসঙ্গে, আন (عن) যুক্ত শব্দে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ বিশুদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।[১৯] সুনান প্রণেতা ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআ'স আস-সিজিসতানী (রহ.) [মৃ.২৭৫ হি.] তিনি একটি "*রিসালা*" প্রণয়ন করে তাতে তাঁর সুনান গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে মূল্যায়নের জন্য মক্কার আলিমগণের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তার সুনান গ্রন্থের সাথে সংক্ষিপ্ত পরিসরে উসূলুল হাদীসের কিছু পরিভাষা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে হাদীস সংক্ষিপ্ত করণ, মুরসাল হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা, মুনকার হাদীস ও মুরসাল হাদীসের বিধান বর্ণনা ইত্যাদি।[২০] এরপরে ইমাম মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.) [মৃ.২৯০ হি.] এ বিষয়ে "*আল-ইলালুস সগীর*" নামে সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করেন। এতে সনদ, রাবী, সংরক্ষণ ক্ষমতার দূর্বলতা, রিওয়ায়েত বিল মা'না, আলিমের নিকট হাদীস পাঠ, মুনাওলা, ইজাযা, হাদ্দাসানা ও আখবারানার পার্থক্য, মুরসাল হাদীসের বিধান ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।[২১] অনুরূপভাবে "*আল-ইলালুল কাবীর*" গ্রন্থে ইলালুল হাদীস প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে এ বিষয়ে গবেষণার ব্যাপকতা লাভ করলে ধীরে ধীরে তা পরিপক্কতা অর্জন করতে থাকে।

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীঃ উসূলুল হাদীসের স্বতন্ত্র্য গ্রন্থ রচনা পর্ব

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে উসূলুল হাদীসের ওপর ব্যাপক গবেষণা ও রচনার কাজ শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে ড. মাহমুদ আত-ত্বহ্হান বলেন, "পরিশেষে হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে যখন এ শাস্ত্র পরিপক্কতা অর্জন করে, এর পরিভাষাগুলো নির্ধারিত হয়ে যায় এবং অন্যান্য বিষয়গুলো একটি অপরটি হতে পৃথক হয়ে পড়ে, তখন আলিমগণ হাদীসশাস্ত্রের মূলনীতি সম্বলিত স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন।"[২২] এ শতাব্দীর প্রখ্যাত হাদীসবিদ কাজী আবূ মুহাম্মদ আল-হাসান ইবন আব্দির রহমান ইবন খাল্লাদ আর-রামহারমুযী (রহ.) [মৃ.৩৩০ হি.] বিস্তারিতভাবে উসূলুল হাদীসের উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত "আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল বাইনার রাবী ওয়াল ওয়ায়ী" গ্রন্থটি মূলত: এ বিষয়ের পথিকৃত।[২৩] এ বিষয়ে ইমাম আবু জা'ফর আহমাদ ইবন মুহাম্মদ আত-ত্বাহাবী (রহ.) [মৃ.৩২১ হি.] একটি "*রিসালাহ*" রচনা করেন। এতে তিনি হাদীস ও খবরের মধ্যে পার্থক্য, আল-হাদীসুল মুআ'ন আ'ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। এ ছাড়া ইমাম মুহাম্মদ ইবন হিব্বান ইবন আহমাদ ইবন হাতীম আত-তাইমী আল-বুসতী (রহ.) [মৃ.৩৫৪ হি.] "*আস-সিকাত*" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থের ভূমিকায় হাদীসের পরিভাষা এবং রাবীদের অবস্থা, জঈফ-সিকাহ সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে আলোকপাত করেন। "*আল-মাজরুহীন*" শিরোনামেও তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এর ভূমিকায় তিনি সমালোচিত রাবীদের নিয়ে বিশটি অধ্যায় এবং রাবীর সিকাতের উপর ছয়টি পরিচ্ছেদ রচনা করেন।[২৪]

---

১৮ ড. মুস্তফা আস-সিবাই, *ইসলামী শরীয়াহ ও সুন্নাহ*, অনু: এ.এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা: ই.ফা.বা, ১৯৯৮খ্রি., পৃ.৮১

১৯ বি.দ্র.: ইমাম মুসলিম (রহ.), মুকাদ্দামাতু মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১০-৩০

২০ বি.দ্র.: ইমাম আবু দাউদ (রহ)., *রিসালাহ আবি দাউদ ইলা আহলিল মাক্কা ফী ওয়াসফি সুনানিহী*, সম্পা. ড. মুহাম্মদ ইবন লুতফী আস-সিবাগ, বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২০০৯খ্রি., পৃ. ২৫-৩২

২১ ইমাম তিরমিযী (রহ.), *আস-সুনান*, সম্পা. আহমাদ মুহাম্মদ শাকির ও অন্যান্য, বৈরূত: দারু এহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, তা.বি, খ.৫, পৃ. ৭৩৯-৭৫৯

২২ ড. মাহমুদ আত-ত্বহ্হান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৯

২৩ আব্দুল আযীয আল-খাওয়ালী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৬০

২৪ ইমাম মুহাম্মদ ইবন হিব্বান ইবন আহমাদ ইবন হাতীম আত-তাইমী আল-বুসতী রহ, *আস-সিকাত*, সম্পা.আস-সায়্যিদ শরফুদ্দীন আহমাদ, বৈরুত : দারুল ফিকার, খ.১, পৃ.৮

Dhaka University Institutional Repository

হিজরী পঞ্চম শতাব্দী: উসূলুল হাদীসের পূর্ণাঙ্গতা অর্জন পর্ব

এ যুগে আবু আব্দিল্লাহ হাকিম আন-নিশাপুরী (রহ.) [মৃ. ৪০৫ হি.] *"মা'আরিফাতু উলূমিল হাদীস"* শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তাঁর এ গ্রন্থে ৫২টি বিষয় সর্ম্পকে আলোচনা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ড. এস.এম. হুসাইন উক্ত গ্রন্থটি প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন।[২৫] তাঁর অনুসরণে আবু নাঈম আহমাদ ইবন আলী ইস্পাহানী (মৃ. ৪৩০ হি.)*"আল-মুস্তাখরাজ আলা মা'রিফাতি উলূমিল হাদীস"* শিরোনামে এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হাফিয আহমাদ ইবন আলী ইবন সাবিত আবু বকর আল-খতীব আল-বাগদাদী (রহ.) [মৃ.৪৬৩ হি.] এ বিষয়ে *"আল-কিফায়া ফী ইলমির রিওয়াইয়াহ"* এবং রিওয়াতের আদব সম্পর্কে *"আল-জামি' লি আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামী'"* নামক দু'টি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তৎকালীন মুহাদ্দিসগণ উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের ভূয়সী প্রসংশা করেন। এ সম্পর্কে আবু বকর ইবন নুক্বতা (রহ.) এর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য, তিনি বলেন,"খতীব আল-বাগদাদীর পরবর্তী সময়ের মুহাদ্দিসগণ তাঁর এ গ্রন্থের মানস-সন্তান।"[২৬]

হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দী: উসূলুল হাদীসের আধুনিক বিন্যাস পর্ব

এ শতাব্দীতে কাজী আয়ায ইবন মুসা (রহ.) [মৃ. ৫৪৪ হি.] *"আল-ইলমা ইলা মা'রিফাতি উসূলির রিওয়াইয়াহ"* নামে অভিনব বিন্যাস রীতিতে এ বিষয়ে একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[২৭] এ ছাড়া আল-হাফিয আবু হাফস ওমর ইবন আব্দুল মাজীদ (রহ.) [মৃ. ৫৮০ হি.] এ বিষয়ে *"মা লা ইয়াসআ'ল মুহাদ্দিস জাহলুহু"* শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।[২৮]

হিজরী সপ্তম শতাব্দী: উসূলুল হাদীসের আধুনিক বিন্যাস পর্ব

এ শতাব্দীতে আল-হাফিয আবু আমর উসমান ইবন আবদির রহমান আশ-শাহরাঝুরী (রহ.) [মৃ. ৬৪৩ হি.] উসূলুল হাদীসের পথিকৃত ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ইবন সালাহ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। *"উলূমুল হাদীস"* নামে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যা এ যুগের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসাবে হাদীসবিশারদগণের নিকট মূল্যায়িত হয়েছে। পরবর্তী যুগেও এ কিতাবের গ্রহণযোগ্যতা ও উৎকৃষ্টতা সর্বমহলে সমাদৃত হয়েছে। তাঁর এ রচনাটি *"মুকাদ্দামাতু ইবন সালাহ"* নামে পরিচিতি পেয়েছে। এতে ১৬৫টি মূলনীতি একত্রিত করা হয়েছে। অনেক হাদীসবিদ এ গ্রন্থটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে গ্রন্থ রচনা করেছেন।[২৯] অতঃপর আল-হাফিয মুহিউদ্দীন ইবন শরফুন নববী (রহ.) [মৃ. ৬৭৬ হি.] উক্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ সংকলন করে *"আত-তাকরীব ওয়াত তাইসীর লিমা'রিফাতি সুনানিল বাশীর ওয়ান নাযীর"* শিরোনামে তা প্রকাশ করেন।[৩০] এ ছাড়াও এ গ্রন্থের (মানযুমা) কাব্য রচনা, ব্যাখ্যা, সারসংক্ষেপ সংকলন এবং তা'লীক-তাসহীহসহ নানা কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমান সময়েও মুহাদ্দিসগণ এ গ্রন্থটিকে পঠন-পাঠনের মাধ্যমে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছেন।

হিজরী অষ্টম শতাব্দী: উসূলুল হাদীসের আধুনিক বিন্যাস পর্ব

এ শতাব্দীতে উসূলুল হাদীস বিষয়ক বেশ কিছু বিখ্যাত গ্রন্থ রচিত হয়, তন্মধ্যে মুহাম্মদ ইবন মানফালুতী (রহ.) [মৃ.৭০২ হি.] সংকলিত *"উলূমুল হাদীস"*, ইবন দাকীক (রহ.) [মৃ. ৭০৬ হি.] এর *"কিতাবুল ইফতিরাহ ফি বায়ানিল ইসতিলাহ"*, কাজী বদরুদ্দীন শাফিয়ী' (রহ.) [মৃ. ৭৩৩ হি.] রচিত *"আল-মানহালুর রাবী ফিল হাদীসিন*

---

২৫ ড. মুহাম্মদ আফাজ উদ্দিন, 'ইলমুল মুসতালাহ: হাদীসশাস্ত্রের একটি অপরিহায অনুষঙ্গ-কোষ', *দি ইসলামিক ইউনিভাসিটি স্টাডিজ*, কুষ্টিয়া : থিওলজী এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ, ই.বি, খ.৮, সংখ্যা.২, ২০০০খ্রি., পৃ.৪৬

২৬ আল-হাফিয ইবন হাজার আল-আসকালানী রহ., *নুযহাতুন নযর*, রিয়াদ: মাকতাবা আল-মালিক ফাহাদ আল-ওয়াতিনিয়্যাহ, ২০০১খ্রি., পৃ.৩৮, ড. আজ্জাজ আল-খতীব, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৪৫

২৭ ড. মাহমুদ আত-ত্বহ্হান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

২৮ *প্রাগুক্ত*

২৯ মুফতী আমীমুল ইহসান রহ., *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৯৯

৩০ হাকিম নিশাপুরী, *মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস*, বৈরূত: দারুল আফাক আল-জাদীদ, সংস্ক.৪, ১৯৯০ খ্রি., পৃ.৪৭

Dhaka University Institutional Repository

নবভী", মুহাম্মদ হুসাইন আত-তীবি (রহ.) [মৃ.৭৪৩ হি.] এর *"খুলাসাতুন ফী মা'রিফাতিল হাদীস"* আল-হাফিয মুগলতাই ইবন কলীজ ইবন আব্দিল্লাহ আল-বাকযুরী আল-মিসরী (রহ.) [মৃ.৭৬২ হি.] *"মুকাদ্দামাতু ইবন সালাহ"* এর উপর *"ইসলাহু কিতাবি ইবন সালাহ"* শিরোনামে এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর আল-হাফিয আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবন কাসীর (রহ.) [মৃ. ৭৭৪ হি.] ইবন সালাহ রচিত "উলূমুল হাদীস" এর সংক্ষিপ্তাকারে *"ইখতিসারু উলূমিল হাদীস"* শিরোনামে এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ ছাড়া আল-হাফিয মুহাম্মদ ইবন বাহাদুর ইবন আব্দুল্লাহ আল-ঝারকাশী (রহ.) [মৃ.৭৯৪ হি.] মুকাদ্দামাতু ইবন সালাহ এর অনুসরণে *"আল-কুনাতু আলা মুকাদ্দামাতু ইবনুস সালাহ"* শিরোনামে এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

হিজরী নবম শতাব্দী: উসূলুল হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের যুগ

এ শতাব্দীতে আল-হাফিয উমর ইবন রুসলান ইবন নাসীর ইবন সালিহ আল-কিনানী আল-'আসকালানী (রহ.) [মৃ. ৮০৫ হি.] *"মাহাসিনিল ইসতিলাহ"* শিরোনামে এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এরপর এ শতাব্দীর প্রখ্যাত পণ্ডিত আল-হাফিয যাইনুদ্দীন আব্দুর রহীম ইবনুল হুসাইন আল-ইরাকী (রহ.) [মৃ.৮০৬হি.] ইবন সালাহ কর্তৃক রচিত *'উলূমুল হাদীস'* গ্রন্থের কাব্য সংকলন করে *"নাজমুদদুরারি ফী ইলমিল আসার"* শিরোনামে নামকরণ করেন। মূলত: এ কিতাবটি 'আলফিয়াতুল ইরাকী' নামে সর্বমহলে অধিক পরিচিত। এ ছাড়া তিনি *"আত-তাকিদ ওয়াল ইযাহ"* নামক গ্রন্থটি উক্ত কিতাবের ভাষ্য গ্রন্থ হিসেবে রচনা করেন। সায়্যিদ শরীফ আবুল হাসান আলী আল-জুরজানী (মৃ.৮১৬হি.) *"রিসালাতুত তাইয়্যিবা"* এবং আবুল খায়ের মুহাম্মদ আল-জাযরী (রহ.) [মৃ.৮৩৩হি.] *"মুকাদ্দিমাতুন ফী ইলমিল হাদীস"* ও *"তাযকিরাতুল ওলামা ফী উসূলিল হাদীস"* রচনা করেন। অতঃপর এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ হাদীস গবেষক আল-হাফিয আহমাদ ইবন হাজার আল-আসকালানী (রহ.) [মৃ.৮৫২হি.] *"নুখবাতুল ফিকার ফি মুসতালাহি আহলিল আসার"* শিরোনামে এ বিষয়ে অতি সংক্ষিপ্ত একটি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর তিনি এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা হিসেবে *"নুযহাতুন নযর"* গ্রন্থটি রচনা করেন। অতঃপর সাইয়্যিদ মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম আল-মুরতাদা (রহ.) [মৃ.৮৬০হি.] রচিত "তানকীহুল আনওয়ার ফী উলূমিল আসার", ত্বকী উদ্দিন হানাফী (রহ.) [মৃ.৮৭২হি.] এর *"আল-আলিউর রুতবাহ ফী শরহি নুযুমিন নুকবাহ"* এ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

হিজরী দশম শতাব্দী: ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের যুগ

এ শতাব্দীতে আল-হাফিয মুহাম্মদ ইবন আব্দুর রহমান আস-সাখাবী (রহ.) [মৃ. ৯০২ হি.] *"ফাতহুল মুগীস ফি শরহি আলফিয়াতিল হাদীস"* শিরোনামে এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তিনি যাইনুদ্দী আল-ইরাকীর *"নাজমুদ্দুরারি"* কাব্য গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেন। বর্তমান যুগে এ কিতাবটি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে অধিত হয়। অতঃপর এ শতাব্দীর প্রখ্যাত আলিম আল-হাফিয জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবন আবি বকর আস-সুয়ূতী (রহ.) [মৃ.৯১১ হি.] *"তাদরিবুর রাবী ফি শরহি তাকরীবুন নওয়াবী"* শিরোনামে ইমাম নববীর *"তাকরীব"* গ্রন্থের বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন। তিনি এতে হাদীসের ১৯৩টি মূলনীতি উপস্থাপন করেন। এ ছাড়া তিনি এ বিষয়ে *"আলফিয়্যাহ"* শিরোনামে একটি কাব্যগ্রন্থও রচনা করেন। ইউসুফ ইবন হাসান (রহ.) [মৃ. ৯০৯ হি.] এর *"বুলগাতুল হাসীম ফী উসূলিল হাদীস"* ও আব্দুল্লাহ শানশুরী আল-কুদুরী (রহ.) [মৃ. ৯৯৯ হি.] এর *"কিতাবুল মুখতাসার ফী মুসতালাহা আহলিল আসার"* গ্রন্থদ্বয় বিষেশভাবে উল্লেখযোগ্য।

হিজরী একাদশ শতাব্দী: উসূলুল হাদীসের কাব্যিক চর্চা পর্ব

এ শতাব্দীতে আল-হাফিয উমর ইবন মুহাম্মদ আল-বায়কুনী (রহ.) [মৃ.১০৮০হি.] *"আল-মানযুমাতুল বাইকুনিয়্যা"* শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ বিষয়ে এটি অতি সংক্ষিপ্ত কাব্যমালা, যাতে অনূর্ধ্ব ৩৪টি পংক্তিতে মূলনীতিগুলো বিন্যস্ত করা হয়েছে। পরবর্তী ইমামগণ এ কিতাবের একাধিক ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

হিজরী দ্বাদশ থেকে বর্তমান পর্যন্ত : উসূলুল হাদীসের উত্তম বিন্যাস ও উৎকর্ষ পর্ব

এ শতাব্দীতে ইমাম মুহাম্মদ ইবন আব্দুল কাদীর ইবন আলী আল-ফাসী (রহ.) [মৃ. ১১১৬ হি.] "আলকাবুল হাদীস" ও ইউসুফ ইবন খলীল কাসাব আল-গাযালী (রহ.) [মৃ.১২৯০ হি.] "*আলফারীদাহ*" শিরোনামে ইবন হাজারের "*নুখবাতুল ফিকার*"এর উপর ভিত্তি করে ৫১টি পংক্তিতে উসূলগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। মাওলানা জামালুদ্দীন আল-কাসেমী (রহ.) [মৃ.১৩৩২হি.] "*কাওয়েদুত তাহদীস*" শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ কিতাবটি খুবই চমকপ্রদ ও উপকারী, এর ভাষাশৈলী অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সাবলীল। আধুনিক কালে ড. সুবহি আল-সালিহ রচিত "*উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু*", ড.সাব্বাগের "*আল-হাদীসুন নববী ওয়া মুসতালাহুহু*", ড. মাহমুদ ত্বহহান রচিত "*তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস*" এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া ভারত বর্ষের আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌবীর (মৃ. ১৩০৪ হি.)"*যাফরুল আমানী*", নওয়াব আলী ভূপালী (মৃ. ১৩০৭ হি.) এর "*আল-উরজুন ফী শারহিল বাইকুনী*", আব্দুল হক মুহাদ্দিস দিহলাবী "*মুকাদ্দামাতুল মিশকাত*" বা মিশকাতের ভূমিকা, এবং মুফতী আমীমুল ইহসান (রহ.) [মৃ.১৩৯৪ হি.] এর '*ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার*' হাদীস গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ "*মিযানুল আখবার*" রচনার মাধ্যমে এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। মাওলানা য'ফর আহমদ উসমানী (রহ.) [মৃত.১৩৯৪হি.] এর বিখ্যাত গ্রন্থ '*ই'লাউস সুনান*' এর শুরুতে মুকাদ্দিমা হিসাবে উসূলুল হাদীসের নিয়ম-নীতিগুলো সংকলন করেন। এ সংকলনটি পরবর্তীতে শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.) কর্তৃক তাহকীক ও তা'লীকসহ "*কাওয়াইদ ফি উলূমিল হাদীস*" শিরোনামে স্বতন্ত্র্য গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হয়। হানাফী মাযহাবের আলোকে উসূলুল হাদীস অধ্যায়নের জন্য এ গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমকালীন সময়ে এ কিতাবের মর্যাদা অধিকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লিখিত মণীষীদের রচনা ভারতীয় উপমহাদেশে উসূলুল হাদীসের চর্চাকে বেগবান করেছে।

৫.৪ উসূলুল হাদীসের শাখা-প্রশাখা

ইতঃপূর্বে উসূলুল হাদীসের গুরুত্ব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে পর্যলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এ শাস্ত্রের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে সনদ ও মতন। হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে সনদের বলিষ্ঠতা ও মতনের বস্তুনিষ্ঠতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদের যথার্থতা মূল্যায়নের জন্য উসূলুল হাদীস বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করা অপরিহার্য। এ শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা রয়েছে, যা ৭টি ভাগে বিন্যাস করা যায়। যথা-

১. ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দিল (علم الجرح والتعديل)
২. ইলমু ই'লালিল হাদীস (علم علل الحديث)
৩. ইলমু গরীবিল হাদীস (علم غريب الحديث)
৪. ইলমু মুখতালাফিল হাদীস (علم مختلف الحديث)
৫. ইলমু নাসিখিল হাদীস ওয়া মানছুখিহী (علم ناسخ الحديث و منسوخه)
৬. ইলমু রিজালিল হাদীস (علم رجال الحديث)

উল্লিখিত ৭টি শাখার প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করেছে। অভিসন্দর্ভের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কায় জ্ঞানের এ শাখাগুলো নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা পরিহার করা হলো। তবে বর্ণনার ধারাবাহিকতা ঠিক রাখার স্বার্থে নিম্নে এতদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা উপস্থাপিত হলো-

ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দিল (علم الجرح والتعديل)

আল-জারহু (الجرح) শব্দটি মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো-আঘাত করা, ক্ষত-বিক্ষত করা, আহত করা ইত্যাদি। তলোয়ার দিয়ে আঘাত করাকেও 'জারাহ' বলে। আল-জারহু শব্দটিকে দুইভাবে পড়া যায়; এক. জিম বর্ণে পেশ যোগে 'আল-জুরহু', তখন এর অর্থ হবে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা। দুই. আর যদি জিম বর্ণে যবরযোগে 'আল-জারহু' পড়া হয় তখন অর্থ হবে রসনার আঘাত, কথার মাধ্যমে ক্ষত-বিক্ষত করা, জবানের মাধ্যমে আঘাত করা।[৩১] আর আত-তা'দীল (التعديل) শব্দটিও মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো- ইনসাফ করা, সুবিচার করা,

৩১ ইবন মানযুর আল-আফ্রিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২২-৪২৩

Dhaka University Institutional Repository

ত্রুটিমুক্ত করা, সমতা বিধান করা প্রভৃতি।[৩২] পরিভাষায়, এটি এমন এক নিয়ম-পদ্ধতি ও অভিজ্ঞানের নাম যার মাধ্যমে হাদীস বর্ণনাকারীর অন্তর্নিহিত গুণাগুণ ও দোষ-ত্রুটি বিশেষ পরিভাষায় বর্ণনা করা হয়।[৩৩] হাজী খলীফা এ শাস্ত্রের সংজ্ঞায় বলেন-

هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة و تعديلهم بالفاظ مخصوصة.

অর্থাৎ এটি এমন এক বিদ্যা বা শাস্ত্র যাতে বিশেষ শব্দ (পরিভাষা) ব্যবহারের মাধ্যমে বর্ণনাকারীদের দোষ-গুণ আলোচিত হয়।[৩৪] আবু আব্দুল্লাহ হাকিম নিশাপুরী জ্ঞানের এ শাখাটিকে উসূলুল হাদীসের সার নির্যাস এবং বড় সোপান বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৫] সহীহ হাদীসকে দূর্বল হাদীস থেকে এবং মাকবূল হাদীসকে মারদূদ হাদীস থেকে পৃথকিকরণের জন্য এ শাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারো দোষ-ত্রুটি চর্চা নিষিদ্ধ হলেও হাদীসশাস্ত্র সুরক্ষার বৃহত্তর স্বার্থে এবং মিথ্যুক ও হাদীস জালকারীদের প্রতিহত করতে বর্ণনাকারীদের মধ্যে অন্তর্নিহিত দূর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা বৈধ বলে উলামাগণ মত ব্যক্ত করেন। ইমাম নওয়াবী (রহ.) বলেন, প্রয়োজনে হাদীস বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা শুধু বৈধই নয় বরং ওয়াজিব। এ বিষয়ে আলিমগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৩৬] এ বিষয়ে লিখিত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গ্রন্থ হলো-

১. ইমাম বুখারী (মৃ.২৫৬হি.) রচিত *"কিতাবুদ দু'আফা আল-কাবীর"*।
২. ইমাম নাসাঈ (মৃ.৩০৩হি.) রচিত *"কিতাবুদ দু'আফা ওয়াল মাতরুকীন"*।
৩. উকায়লী (মৃ.৩২২হি.) রচিত *"কিতাব আদ-দু'আফা"*।
৪. আব্দুর রহমান ইবন আবী হাতীম (মৃ.৩২৭হি.) রচিত *"কিতাবুল জারহি ওয়াত তা'দীল"*।
৪. ইমাম আবুল হাসান দারা-কুতনী (মৃ.৩৮৫হি.) রচিত *"কিতাবুদ দু'আফা ওয়াল মাতরুকীন"*।
৫. ইমাম যাহাবী (মৃ.৭৪৫হি.) রচিত *"মিযানুল ই'তিদাল"*।
৫. হাফিয ইবন হাজার আল-আসকালানী (মৃ.৮৫২হি.) রচিত *"লিসানুল মিযান"*। প্রভৃতি।

ইলমু ই'লালিল হাদীস (علم علل الحديث)

عِلل (ই'লাল) শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হলো عِلّة (ইল্লাতুন)। আভিধানিক দৃষ্টিতে এর অর্থ হলো- দোষ, ত্রুটি, সুক্ষ্ম ভুল, কারণ, রুগ্ন ইত্যাদি। পরিভাষায়, ইলমু ই'লাল বলতে এমন এক শাস্ত্রকে বুঝায়, যাতে সনদ-মতনে অন্তর্নিহিত হাদীসের বিশুদ্ধতার পরিপন্থী দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা হয়। ইমাম খওলী বলেন,

هو عبارة عن اسباب خفية غامضة قادحة فيه من وصل منقطع او رفع موقوف او ادخال حديث فى حديث او نحو ذلك و كل هذا مما يقدح فى صحة الحديث.

অর্থাৎ যে শাস্ত্র মুনকাতি' হাদীসকে মুত্তাসিল হাদীস বানানো, মারফুকে মাউকুফ বানানো এবং এক হাদীসকে অন্য হাদীসের সাথে সংমিশ্রণ করা অথবা অস্পষ্ট দুর্বোধ্য ও দূষণীয় কারণগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করে তাকে ইলমু ই'লালুল হাদীস বলে।[৩৭] মুহাম্মদ ইবন জা'ফর আল-কাত্তানী অনুরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন।[৩৮]

শাস্ত্রীয় জগতে ইলমু ই'লালিল হাদীস বিষয়টি অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও জটিল। এ শাস্ত্রের মাধ্যমে একমাত্র হাদীস বিজ্ঞানে সুক্ষ্ম ও তীক্ষ্ম জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতগণ সনদের অন্তর্নিহিত ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। জ্ঞানের এ শাখাটি সকলের নিকট সহজলভ্য নয়। কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলা যাকে তীক্ষ্ম ধী-শক্তি, প্রখর মেধা, অসম্ভব স্মৃতিশক্তির অধিকারী, বর্ণনাকারী রাবীদের বিষয়ে সম্মক অবগতি ও পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং সনদ ও মতন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান প্রদান করেছেন তিনি ব্যতীত এ বিষয়টি অন্য কারো জন্য উপলব্ধি করা দুরূহ ব্যাপার, কখনো অসম্ভও বটে। এ শাস্ত্র অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও জটিল হওয়ায় এ বিষয়ে খুব কম গ্রন্থ রচিত হয়েছে। হাতে গোনা কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে আলী ইবন আল-মাদীনী (মৃ.১৯৮হি.) কর্তৃক রচিত *"কিতাবু ইলালিল হাদীস"* উল্লেখযোগ্য। এ

---

৩২ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৩০-৪৩৫
৩৩ ড. তাকী উদ্দীন নদবী, *ইলমু রিজালিল হাদীস*, লক্ষ্ণৌ: মাকতাবাতুল ফিরদৌস, ১৯৮৫খ্রি., পৃ.১২৫-১২৬
৩৪ হাজী খলীফা, *কাশফুয যুনূন*, বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তা.বি., খ. ২, পৃ. ৩৯০-৩৯১
৩৫ *ড. সুবহী আল-সালিহ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯
৩৬ ইমাম নওয়াবী, *রিয়াদুস সালিহীন*, বৈরূত: দারুল ফিকার, তা.বি., পৃ.৮৪
৩৭ আব্দুল আযীয আল-খাওয়ালী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৯.
৩৮ আল-কাত্তানী, '*আর-রিসালাতুল মুস্তাতরাফা*, করাচী : নুর মুহাম্মদ তিজারতে কুতুব, তা.বি., পৃ. ১২১.

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ে আরো যারা গ্রন্থ রচনা করেছেন তারা হলেন- ইবন আবী হাতিম (মৃ. ৩২৭হি.) এর *কিতাবুল ই'লাল*, ইমাম তিরমিযী (মৃ.২৭১হি.) এর *'ই'লালুত তিরমিযী'*, ইমাম দারাকুতনী (৩৭৫হি.) এর *"আল-ই'লাল লি দারাকুতনী"* ইত্যাদি এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তবে সবকিছু ছাপিয়ে ইমাম দারাকুতনীর কিতাবটি সুবিশাল, সর্বজনবিদিত ও শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

ইলমু গরীবিল হাদীস (علم غريب الحديث)

'গরীব' শব্দটি একবচন এর বহুবচন হলো 'গারাইব'। এর আভিধানিক অর্থ হলো- দূর্লভ, দূর্বোধ্য, অস্পষ্ট ইত্যাদি। পরিভাষায়, ভাষাগত দূর্বোধ্যতার কারণে যে সকল হাদীসের মর্ম উদঘাটন করা কঠিন, সে হাদীসগুলো নিয়ে যে শাস্ত্র বিশদভাবে আলোচনা করে তাকে ইলমু গরীবিল হাদীস বলা হয়। এ প্রসঙ্গে ড. সুবহি সালিহ বলেন,

هو علم يبحث عن بيان ما خفى على كثير من الناس معرفته من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد ان تطرق الفساد الى اللسان العربى.

অর্থাৎ আরবী ভাষার উপর অনেক বিপর্যয় আসার কারণে রাসূল (সা.) এর হাদীসের মধ্যে শব্দগত বিষয়ে যে সকল অস্পষ্টতা ও দূর্বোধ্যতার সঠিক অর্থ অনেক মানুষের নিকট অজ্ঞাত রয়েছে, এ বিষয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাকে ইলমু গারীবিল হাদীস বলে।[৩৯]

উল্লিখিত বিষয়ে খুব অল্প সংখ্যক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সর্বপ্রথম মা'মার ইবন মুসান্না আল-বসরী (মৃ.২১০হি.) এ বিষয়ে ক্ষুদ্র একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থকে মূল ধরে পরবর্তীতে আবুল হাসান নযর ইবন সুমাইল আল-মাযিনী (মৃ.২০৪হি.) একটি বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বিখ্যাত ইমাম আবু উবাইদ কাসিম ইবন সাল্লাম (মৃ.২২৪হি.) كتاب غريب الحديث নামে এ বিষয়ে কালজয়ী একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এরপর ইমাম জারুল্লাহ যামাখশারী (মৃ.৫৩৮হি.) الفائق فى غريب الحديث নামে স্বতন্ত্র্য ও গ্রহণযোগ্য কিতাব রচনা করেন। সর্বশেষে ইমাম ইবনুল আছীর (মৃ.৬০৬হি.) النهاية فى غريب الحديث والأثر নামক একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থটি এতটাই জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে যে, বর্তমান সময়েও সমধিক গুরুত্বসহকারে এর দরস-তাদরীস ও অধ্যয়ন অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়ে এটি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। পরবর্তী সময়ে ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃ.৯১১হি.) এর সার-সংক্ষেপ সংকলন করেছেন।

ইলমু মুখতালাফিল হাদীস (علم مختلف الحديث)

মুখতালাফ' (مختلف) শব্দটি ইসম মাফ'উল বা কর্মবাচক ক্রিয়া বিশেষ্য। বাব ইফতি'আল এর আল-ইফতিলাফু মাসদার বা ক্রিয়া ধাতু থেকে উৎপন্ন। এর আভিধানিক অর্থ হলো- ভিন্ন হওয়া, মতপার্থক্য হওয়া, বিরোধী হওয়া, বৈপরীত্য, ঐকমত্য না হওয়া ইত্যাদি। পরিভাষায়, যে মূলনীতির আলোকে পরস্পর বিরোধী ও বৈপরীত্যপূর্ণ হাদীসসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয় তাকে ইলমু মুখতালাফিল হাদীস বলে। এ প্রসঙ্গে মাওলানা যারকানী বলেন,

هو علم يبحث عن الاحاديث التى ظاهرها التناقض من حيث امكان الجمع بينها اما بتقييد مطلقها او بتخصيص عامها او حملها على تعدد الحادثة او غير ذلك

অর্থাৎ ইলমু মুখতালাফিল হাদীস হলো এমন একটি শাস্ত্র, যার মাধ্যমে প্রকাশ্য দ্বন্দ্বযুক্ত হাদীসসমূহের মধ্যে সমাধান দেয়া হয়। এ শাস্ত্রে মুতলাক (সাধারণ) হাদীসকে মুকাইয়্যাদ (নির্দিষ্টকরণ) এবং আম হাদীসকে খাস ভাবে উপস্থাপন করে কিংবা হাদীসগুলোকে বিভিন্ন ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট করার মাধ্যমে পরস্পর সৃষ্ট বৈপরীত্য সমাধান করা হয়।[৪০] ইমাম নববী বলেন, এটি জ্ঞানের এমন একটি উল্লেখযোগ্য শাখা, যার সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা সকল শ্রেণির আলিমদের জন্য একান্ত প্রয়োজন। কারণ অর্থের দিক দিয়ে পরস্পর বিরোধী হাদীসগুলো উল্লেখ করে উভয়ের মধ্যে সমতা বিধান করা অথবা একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেয়াই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য।

---

৩৯ ড. সুবহী আল-সালিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২

৪০ মুহাম্মদ আব্দুল আযীম আল-যারকানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস ও ইলমি ফিকহে পারদর্শী আলিম এবং শব্দের অর্থ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী উসূলবিদগণ এ শাখার পূর্ণতা বিধানে সক্ষম।[৪১]

এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইদরীস আশ-শাফেয়ী (রহ.) [মৃ.২০৪হি.]। তিনি এ বিষয়ে সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থটির একাংশ '*কিতাবুল উম্ম*' এ উল্লিখিত হয়েছে। তারপর ইমাম কুতাইবা (রহ.) [মৃ.২৬৩হি.] এবং আবু ইয়াহইয়া যাকারিয়া ইবন ইয়াহইয়া সাজী এ বিষয়ে পৃথক গ্রন্থ রচনা করেন। ইমাম আবুল ফায়েজ (রহ.) [মৃ.৫৯৭হি.] التحقيق فى احاديث الخلاف নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ইমাম আবু জা'ফর তাহাবীর (রহ.) [মৃ.৩২১হি.] রচিত مشكل الآثار (*মুশকিলুল আসার*) এ বিষয়ে অতি মূল্যবান, সর্বজন স্বীকৃত ও প্রশংসিত একটি গ্রন্থ।

ইলমু নাসিখিল হাদীস ওয়া মানসুখিহী (علم ناسخ الحديث و منسوخه)

নাসিখ ও মানসুখ শব্দ দু'টি ধারাবাহিকভাবে কর্তাবাচক ক্রিয়া বিশেষ্য ও কর্মবাচক ক্রিয়া বিশেষ্য। আন-নাসখু ক্রিয়া ধাতু থেকে উদগত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- রহিত করা, মুছে দেওয়া, লোপ করা, বাতিল করা ইত্যাদি। পরিভাষায়, পরস্পর বৈপরীত্যপূর্ণ এমন দুটি হাদীস নিয়ে আলোচনা করে, যার মধ্যে কোনো ভাবেই সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব নয়, বরং একটি হাদীসকে নাসিখ (রহিতকারী) ও অপর হাদীসকে মানসুখ (রহিতকৃত) ধরে নিতে হয়। এতদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনা যে শাস্ত্রে করা হয় তাকে ইলমু নাসিখিল হাদীস ওয়া মানসুখিহী বলে। ইমাম যুরকানী (রহ.) বলেন,

هو علم يبحث عن الاحاديث المتعارضة التى لا يمكن التوفيق بينها من حيث الحكم على بعضها بانه ناسخ و على بعضها الآخر بانه منسوخ.

অর্থাৎ যে শাস্ত্রে এমন সব পরস্পর বিরোধী হাদীস নিয়ে আলোচনা করে যার একটিকে নাসিখ ও অপরটিকে মানসুখ সাব্যস্ত করা ব্যতীত পরস্পর সমন্বয় সাধন করা সম্ভব নয়, তাকে ইলমু নাসিখিল হাদীস ওয়া মানসুখিহী বলে।[৪২]

এ বিষয়ে যে সকল হাদীসবিশারদ গ্রন্থ রচনা করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন-আহমদ ইবন ইসহাক আল-দীনাওয়ারী (রহ.) [মৃ.৩১৮হি.], আহমাদ ইবন মুহাম্মদ আন নাহহাস (রহ.) [মৃ.৩৩৮হি.], আবু মুহাম্মদ কাসিম ইবন আসবা (রহ.) [মৃ.৩৪০হি.], আবূ হাফস উমার ইবন শাহীন (রহ.) [মৃ.৩৮৫হি.], মুহাম্মদ ইবন মুসা আল-কাসিমী (রহ.) [মৃ.৫৪০হি.] এবং ইমাম ইবনুল জাওযীসহ (রহ.) [মৃ.৫৯৭হি.] প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

৫.৫ রিজালশাস্ত্রের পরিচয়

হাদীসশাস্ত্রের বিশুদ্ধতা নিরূপণে রিজালশাস্ত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। উসূলুল হাদীসের পরিভাষায়, রিজালশাস্ত্রকে 'আসমা'উর রিজাল'(اسماء الرجال) বলা হয়। 'আসমা' (اسماء) শব্দটি 'ইসমুন' (اسم) এর বহুবচন, এর অর্থ: নাম সমূহ। আর 'আর-রিজাল' শব্দটি 'রাজুলুন' এর বহুবচন, অর্থ : ব্যক্তিবর্গ। 'আসমা'উর রিজাল' অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তিবর্গের নামসমূহ। যেহেতু এ বিষয়ের মাধ্যমে হাদীস বর্ণনাকারীগণের নাম ও পরিচয় ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাই এ শাস্ত্রের নাম 'আসমা'উর রিজাল' বা মানুষের নাম-পরিচয় সংক্রান্ত বিদ্যা। অর্থাৎ যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মূল্যবান বাণী মুখস্তকরণ ও বর্ণনার মাধ্যমে সংরক্ষণ করেছেন, তাদের জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে যে জীবনীকোষ রচিত হয়েছে তাকে 'আসমা'উর রিজাল'/ইলমু রিজালিল হাদীস/রিজালশাস্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। এ প্রসঙ্গে ড. তাকী উদ্দীন নদভী বলেন, যারা নবী কারীম (সা.) এর যুগে তার বাণী এবং তার জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়কে সংরক্ষণ ও তা বর্ণনায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাদেরকে মুহাদ্দিসগণ রিজালুল হাদীস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[৪৩]

---

৪১ বি.দ্র.: ইমাম জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান আস-সুয়ুতী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৭-১৯৮

৪২ মুহাম্মদ আব্দুল আযীম আল-যারকানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

৪৩ ড. তাকী উদ্দীন নদবী, *ইলমু রিজালিল হাদীস*, লক্ষ্ণৌ: মাকতাবাতুলফিরদাউস, ১৯৮৫খ্রি., পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

রিজাল শাস্ত্রের জ্ঞান হাদীস শাস্ত্রের অর্ধেক বলে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ একটি হাদীসের মধ্যে দুটি অংশ থাকে তথা সনদ ও মতন। আর সনদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাবীগণের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায় এ কারণেই একে হাদীসশাস্ত্রের অর্ধেক বলা হয়েছে। তাই হাফিযে হাদীসগণ সনদ ও মতনসহ হাদীস মুখস্থ করতেন।[৪৪] অতএব বলা যায়, হাদীস শাস্ত্রের যতগুলো শাখা-প্রশাখা রয়েছে তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূণ বিষয় হচ্ছে রিজাল শাস্ত্র। এ শাস্ত্রের মাধ্যমে হাদীস বর্ণনাকারী রাবীর নাম, বংশ পরিচয়, জন্মস্থান, জন্ম-মৃত্যুর সন-তারিখ, তাঁর নৈতিক চরিত্র, মানসিক অবস্থা কেমন ছিল, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান কোথায়, তাঁর স্মৃতিশক্তি কিরূপ, শেষ বয়স পর্যন্ত তাঁর স্মৃতিশক্তিতে কোনরূপ রদবদল হয়েছে কিনা, তিনি কিরূপ বোধশক্তি সম্পন্ন ছিলেন, তাঁর নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা কতখানি, তাঁর আচার-আচরণ কেমন, তাঁর আকীদা সঠিক কিনা, তিনি বিদ'আতপন্থি ননতো, কোন পরিবেশে তিনি বেড়ে উঠেছেন এবং জীবন অতিবাহিত করেছেন, তিনি কার কার থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন, তাঁর কাছ থেকে কারা হাদীস শ্রবণ করেছেন, তাঁর সর্ম্পকে সমসাময়িক লোকদের ধারণা কী, তাঁর সফর-প্রস্থান, আমানতদারী ও আল্লাহভীরুতা ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয় সর্ম্পকে অবগত হওয়া যায়। রাবীগণের পরিচয় লাভ ও তাঁদের মানগত স্থান নিরূপণের জন্য শত-সহস্র মনীষী নিজেদের জীবনপাত করেছেন। তাঁরা গ্রাম হতে গ্রামান্তরে গিয়ে রাবীগণের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁদের সর্ম্পকে সবধরনের তথ্য সংগ্রহ করেছেন। আর যারা তাঁদের সমকালীন ছিলেন না তাঁদের সম্পর্কে তাঁদের সমসাময়িক অথবা তাঁদের পূর্ববর্তীদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এভাবে ইলমি হাদীসের গৌরবোজ্জ্বল যে শাখাটি অস্তিত্ব লাভ করে, তাই 'আসমা'উর রিজাল' বা 'ইলমু রিজালিল হাদীস' কিংবা 'রিজাল শাস্ত্র' নামে অভিহিত। হাদীস বর্ণনাকারীগণের নাম, উপাধি, স্বভাব-চরিত্র ও গুণাবলী, তাঁদের সমালোচনা ও শ্রেণি, এক কথায় তাঁদের বিস্তারিত জীবন-চরিত এ শাখার অন্তর্ভুক্ত।[৪৫]

আসলে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কথা ও বাণী, তাঁর আদর্শ-কার্যাবলী এবং তাঁর জীবনেতিহাস মুসলিমগণ যেভাবে সংরক্ষণ করেছেন, তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। তাঁরা হাদীস ভাণ্ডার সংরক্ষণ সাধনায় তাঁদের জীবনকে উৎসর্গ করে গেছেন। যার ফলে তাঁরা বিশ্ববাসীকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নির্ভেজাল জীবনাদর্শ উপহার দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে মাওলানা শিবলী নু'মানী (রহ.) বলেন, "কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের এ গৌরবের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়া যাবে না। তাঁরা নিজেদের নবীর জীবনেতিহাস ও ঘটনাবলীর এক-একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশকে এমনভাবে সংরক্ষণ করেছেন যে, আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির জীবনেতিহাস এমন পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি এবং ভবিষ্যতেও সম্ভাবনা নেই।"[৪৬]

রিজাল শাস্ত্রের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

পৃথিবীতে সংঘটিত সকল ঘটনা কেবল দু'টি উপায়ে জানা যায়। প্রথমত: প্রত্যক্ষ দর্শন। এতে ব্যক্তি নিজে স্বচক্ষে দেখে ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়। যেমন: রাসূল কারীম (সা.) এর হাদীস সম্পর্কে সাহাবীগণের জ্ঞান। আর দ্বিতীয়ত: পরোক্ষ জ্ঞান। যা অন্যের মাধ্যমে শুনে জ্ঞাত হওয়া। যথা: হাদীস বর্ণনাকারী (সাহাবী যুগ পরবর্তী) রাবীগণের হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান। এমতাবস্থায় জ্ঞানের নির্ভুলতা নিরূপনের জন্য বর্ণনকারীর সততা, ধার্মিকতা ও আমানতদারিতা প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়। যদি হাদীসটি সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে বর্ণিত হয় তবে তা গ্রহণীয়, অন্যথায় তা প্রত্যাখ্যাত। এটাই মূলত রিজাল শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।[৪৭]

হাদীসশাস্ত্রের বিশুদ্ধতা নিরূপণে রিজালুল হাদীসের গুরুত্ব

হাদীসশাস্ত্রের বিশুদ্ধতা নিরূপণে রিজালুল হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ জ্ঞান ছাড়া হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা নির্ণয় করা অসম্ভব। হাদীস বর্ণনাকারীদের বর্ণনার ধারাবাহিকতাকে সনদ বলা হয়। এ সনদ ব্যতীত হাদীসশাস্ত্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। কেননা হাদীসের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য

৪৪ হাজী খলীফা, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৮৭

৪৫ সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ.৩, ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৮৬খ্রি., পৃ.১৩০

৪৬ শিবলী নু'মানী ও সুলাইমান নদভী, *সীরাতুন নবী*, খ.১, করাচী: দারুল ইশা'আত, ১৯৮৪খ্রি., পৃ.১১

৪৭ মুফতী আমীমুল ইহসান (রহ.), *তারিখে ইলমে হাদীস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৮১

Dhaka University Institutional Repository

সর্বপ্রথম হাদীসের সনদ যাচাই করা আবশ্যক। সনদ যাচাই করার মানে হচ্ছে, রিজাল সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হওয়া, বর্ণনাকারীদের স্মরণশক্তি, বিশ্বস্ততা, স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে অবগত হওয়া। এ প্রসঙ্গে ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বলেন, "নিশ্চয়ই জ্ঞানের এ শাখাটি হলো দ্বীন, সুতরাং তোমরা তোমাদের দ্বীন কার নিকট থেকে গ্রহণ করবে তা যাচাই-বাছাই করেনিও"।[৪৮] এ ছাড়াও ইমাম আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক বলেন, الاسناد من الدين لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء "সনদ বা বর্ণনার ধারাবাহিক সূত্র হলো দ্বীনের অংশ, যদি এ সনদই না থাকে তাহলে দ্বীনি বিষয়ে যে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে বক্তব্য দিবে।"[৪৯] তাই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, হাদীসের মাণ নির্ণয়ে রিজালুল হাদীসের গুরুত্ব অত্যধিক।

৫.৬ রিজালুল হাদীসের উৎপত্তি

ইসলামের সোনালী যুগেই রিজাল শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। কুরআন-সুন্নাহর যাচাই-বাছাইয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশনার কারণেই সাহাবীগণ হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনার ব্যাপারে বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করতেন। অকাট্য যুক্তি ও সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া তারা কারো কথা বা হাদীস গ্রহণ করতেন না। পরবর্তী কালে হাদীস অভিজ্ঞানের পরিমণ্ডলে এটিই হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞানে রূপ নেয়। এরই ধারাবাহিকতায় রিজাল শাস্ত্রের ভিত রচিত হয়। কেননা হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই এবং তাদের বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য এ অভিজ্ঞানের বিকল্প কোন পথ নেই।

হাদীস গ্রহণযোগ্য কিনা তা নির্ধারণের জন্য সর্বপ্রথম হাদীসের বর্ণনা সূত্র যাচাই করতে হয়। আর এ বর্ণনা সূত্রকে বলা হয় সনদ। সনদ ছাড়া হাদীস শাস্ত্রের অস্তিত্বই বিপন্ন। সনদের সকল স্তরের রাবীদের সমালোচনা করা, যাচাই-বাছাই করা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং তাদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য লোকদের যথাযথ মর্যাদা দান এবং অন্যান্যদের আলাদা করা আবশ্যক। এ বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশ, يايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. "হে ঈমানদারগণ! যদি কোন ফাসিক (পাপাচারী) ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তার সত্যতা যাচাই করে নাও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা অজ্ঞাতসারে কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধন করে বসবে, আর নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।"[৫০] এ সুস্পষ্ট নির্দেশের কারণেই সাহাবীগণ হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে বিশেষ কড়াকড়ি ও সতর্কতা অবলম্বন করতেন। অকাট্য যুক্তি, দলীল-প্রমাণ ছাড়া তাঁরা কারো কথা বা হাদীস গ্রহণ করতেন না। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন একদিন আনসারী সাহাবীদের এক মজলিসে আমি বসা ছিলাম। হঠাৎ আবু মুসা আশয়ারী (রা.) আমাদের নিকট আসলেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি ওমর (রা.) এর বাড়িতে গিয়ে তিন বার অনুমতি চাই; কিন্তু অনুমতি না পেয়ে ফিরে আসি। পরক্ষণে তিনি [ওমর (রা.)] বলেন, তুমি কেন ফিরে এলে? আমি বললাম, তিন বার অনুমতি চাওয়ার পরেও সাড়া না পেয়ে ফিরে এসেছি। কেননা রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমাদের কেউ কারো বাড়িতে প্রবেশের জন্য তিন বার অনুমতি চাইবে, অনুমতি না পেলে ফিরে আসবে।" আল্লাহর কসম! তুমি তোমার কথার সপক্ষে অবশ্যই প্রমাণ পেশ কর। তুমি ছাড়া অন্য কেউ কি একথা নবী (সা.) নিকট থেকে শুনেছে? তিনি বলেন, উবাই ইবন কা'ব শুনেছে। তখন উবাই ইবন কা'ব বলেন, আল্লাহর কসম! তোমার সপক্ষে ছোট একটি দল দাঁড়াবে; আর আমি তাদেরই একজন, আমি তার পক্ষে দাঁড়ালাম। অতঃপর আমি ওমরকে (রা.) সংবাদ দিলাম যে, নবী (সা.) অনুরূপ বলেছেন।[৫১] উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নওয়াবী (রহ.) বলেন, এখানে ওমর (রা.) আবু মুসা আশ'আরীকে (রা.) উক্ত হাদীসের সপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে বলার অর্থ খবরে ওহেদকে অস্বীকার করা নয়; বরং তিনি নবী (সা.) এর বাণীর বিকৃত হওয়ার আশঙ্কা করতেন, কারণ কিছু কিছু বিদ'আতপন্থী, মিথ্যুক, মুনাফিক নবী (সা.) এর উপর বানিয়ে এমন কথা আরোপ করতো যা তিনি বলেননি। মূলত: তিনি কড়াকড়ি আরোপ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, নবী (সা.) এর পবিত্র বাণীকে

৪৮ ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম (মুকাদ্দিমা)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮

৪৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭

৫০ আলকুরআন, ৪৯:০৬

৫১ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী; *সহীহুল বুখারী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২৩

Dhaka University Institutional Repository

বিকৃতি কিংবা বানোয়াট থেকে মুক্ত রাখা।[৫২] এ ব্যাপারে আয়শা সিদ্দীকা (রা.) রাসূল (সা.) এর নির্দেশনা প্রসঙ্গে বলেন, "প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার স্ব-মর্যাদায় বহাল রাখার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আল-কুরআনও এর প্রমাণ পেশ করছে, "প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর রয়েছেন এক মহাজ্ঞানী।"[৫৩]

৫.৭ রিজালুল হাদীসের ক্রমবিকাশ

১৫০ হিজরীর পর এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে অভিজ্ঞানটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে। হিজরী নবম শতাব্দী পর্যন্ত এর ক্রমবিকাশের ধারা অব্যাহত থাকে। যুগবিভাজনের ধারাবাহিকতায় এ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ আলিমগণের অবদান তুলে ধরা হলো-

হিজরী প্রথম শতাব্দী

হিজরী প্রথম শতাব্দীতে মৌখিকভাবে এবং সীমিত পরিসরে রিজাল বিষয়ক আলোচনা-পর্যালোচনা হতো। কেননা এ যুগ ছিল সাহাবা কিরামের যুগ। নবী (সা.) যাদের ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। তাদের মধ্যে মিথ্যাচার ছিল না বললেই চলে। তদপুরি তারা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। যেমন- হযরত ওমর (রা.) কোন একটি মাসআ'লায় ফাতিমা বিনত কায়স বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করলেন না। কারণ তা ছিল কিতাবুল্লাহ পরিপন্থী। তিনি বলেন, সে হয় হাদীস খানা ভুলে গেছে অথবা নবী (সা.) এর কথার মর্ম উপলব্দি করতে পারেনি। অনুরূপভাবে ইবন ওমরের রিওয়ায়েতের ব্যাপারে হযরত আয়িশা (রা.) এর সমালোচনা এবং হযরত আবু হুরাইরা (রা.) এর ব্যাপারে ইবন আব্বাসের সমালোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। সাহাবা কিরামের মর্যাদা, ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যবাদিতা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। তাই এ বিষয়ে জারাহ-তা'দীলের সুযোগ নেই। তবে তাদের স্মৃতিশক্তি জনিত কিছু ত্রুটি অধিক সর্তকতার সাথে সমালোচনার মানদণ্ডে যাচাই করা হয়েছে।[৫৪]

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী

এ যুগে রাবীগণের যাচাই-বাছাই, পর্যালোচনা এবং সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা প্রথম শতাব্দীর তুলনায় কিছুটা বেশি অনুভূত হতে থাকে। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী মূলত: উমাইয়া যুগের শেষভাগ থেকে শুরু হয়। এ সময়ে প্রায় সাহাবীগণ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন, অল্প কিছু সংখ্যক সাহাবী বেঁচে ছিলেন। অধিকাংশ হাদীসবিদগণের মতে, দুনিয়া থেকে সর্বশেষ বিদায়গ্রহণকারী সাহাবী হলেন, হযরত আবু তুফাইল আমির ইবন ওয়াসিল আল-লাইসী (রা.)। তিনি ১০০ হি. মতান্তরে ১০২ হি./১০৭ হি. অথবা ১১০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। প্রবীণ তাবি'ঈগণ যারা সরাসরি সাহাবীগণ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং তাঁদের ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন মূলত: এটা তাদেরই যুগ। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ আশ-শা'বী (রহ.) [মৃ. ১০৪ হি.], সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহ.) [মৃ. ৯৪ হি.] এবং মুহাম্মদ ইবন সীরীন (রহ.) [মৃ. ১১০ হি.] প্রমুখ তখন এ বিষয়ের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন।

অতঃপর বনু উমাইয়াদের পতনের পর শুরু হয় আব্বাসীয় যুগ। এ যুগে মুসলিম সমাজে নাস্তিক্যবাদের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং দর্শন-বিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রীক গ্রন্থাবলী আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। তা ছাড়া প্রাচীন কালের কাল্পনিক কিসসা-কাহিনী এ সময়ে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করে। কেউ আবার এগুলোকে রাসূল (সা.) এর হাদীস হিসেবে চালিয়ে দেয়ার অপপ্রয়াস চালান। তাই নাস্তিক্যবাদ ও বিভিন্ন ফিরকাবাজদের হাদীস জালকরণ প্রতিরোধে মুহাদ্দিসগণ মুসলিম জাহানের প্রতিটি জনপদের হাদীস শিক্ষাকেন্দ্রে রাবীগণের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের যাচাই-বাছাই করে ও খোঁজ-খবর নিয়ে তাঁদের পূর্ণাঙ্গ জীবন-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন এবং তাদের রিওয়ায়েতের মান ও গ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরেন। আর যে সকল রাবী তাদের শর্তে উন্নিত হতে পারেননি তাদেরকেও চিহ্নিত করেন। এ ভাবে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ দিকে রাবীগণের যাচাই-বাছাই ও সমালোচনার কাজ পুরোদমে শুরু হয়।

---

৫২ ইমাম নববী (রহ.), *শরহ সহীহ মুসলিম লিন নববী*, মিসর: আল-আযহার প্রকাশনী, ২০০৮খ্রি., খ.১৪, পৃ.১৩১

৫৩ আল-কুরআন, ১২: ৭৬

৫৪ আসীর আদরাবী, *ফান্ন আসমাউর রিজাল*, দেওবন্দ: দারুল মুআল্লিফীন, ১৯৯৮খ্রি., পৃ. ৯৮; মুহাম্মদ আবু যাহু, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪২

Dhaka University Institutional Repository

এ যুগে রিজাল শাস্ত্রে যারা অবদান রেখেছিলেন তাদের মধ্যে শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ (রহ.) [মৃ. ১৬০ হি.], ইমাম মালিক (রহ.) [মৃ. ১৭৯ হি.], মা'মার (রহ.) [মৃ. ১৫৪ হি.], হিশাম (রহ.) [মৃ. ১৫৪ হি.], আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (রহ.) [মৃ. ১৮১ হি.], হুসাইম (রহ.) [মৃ. ১৮৮ হি.], সুফিয়ান ইবন উআয়না (রহ.) [মৃ. ১৯৮ হি.], ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তান (রহ.) [মৃ. ১৯৮ হি.] এবং আব্দুর রহমান আল-মাহদী (রহ.) [মৃ.১৯৮ হি.]। তবে এ শাস্ত্রে ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তান (রহ.) [মৃ. ১৯৮ হি.] সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তাঁর এ গ্রন্থে হাদীস বর্ণনাকারী রাবীগণের সমালোচনা পদ্ধতিকে মূলনীতির ভিত্তিতে সাজিয়ে রাবীগণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সম্ভবত এ কারণেই পরবর্তীতে এ বিষয়ের গ্রন্থাকারদের গ্রন্থে তাঁর মতকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দী

এ শতাব্দী হাদীসশাস্ত্র চর্চার স্বর্ণযুগ হিসেবে খ্যাত। কারণ এ যুগেই ইলমি হাদীসের অর্ন্তগত সকল শাখা স্বতন্ত্র্য বিভাগ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এরই ধারাবাহিকতায় সনদ-মতন বর্ণনা এবং তার বিশুদ্ধতার উপর চলতে থাকে ব্যাপক গবেষণা। এর ফলশ্রুতিতে "আসমাউর রিজাল" একটি স্বতন্ত্র্য বিভাগ হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করে। এ শতাব্দীতে মুহাম্মদ ইবন সা'দ রহ.(মৃ. ২৩০ হি.) "*আত-তাবাকাতুল কুবরা*" নামে সাহাবা ও তাবেঈদের স্তর বিন্যাস করে এ গ্রন্থটি রচনা করেন। যা পরবর্তীতে "*তাবাকাত ইবন সা'দ*" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এটি এ বিষয়ে সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ গ্রন্থ। ইয়াহইয়া ইবন মঈ'ন (রহ.) [মৃ. ২৩৩ হি.] রচিত "*কিতাবুত তারীখ ওয়াল ইলাল*", "*মা'রিফাতুর রিজাল*","*আল-কুনা ওয়াল আসমা*"; আলী ইবনুল মাদীনী (রহ.) [মৃ. ২৩৪ হি.] "কিতাবুত তাবাকাত" প্রণয়ন করেন; আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.) [মৃ.২৩৪ হি.] "*আত-তারীখ*","*আল-ইলালু ওয়ার রিজাল*" প্রভৃতি; খলীফা ইবন খ্ইয়াত (রহ.) [মৃ. ২৪০ হি.]"*কিতাবুত তাবাকাত*" রচনা করেন; ইমাম আল-বুখারী (রহ.) [মৃ. ২৫৬ হি.] "*আত-তারীখুল কাবীর*" (বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থ),"*তারীখুল আওসাত*" (সনানুক্রমিক গ্রন্থ), "তারীখুস সগীর" শিরোনামে এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) [মৃ. ২৬১ হি.] রচিত "*রুয়াতুল ই'তিবার*"; ইবন আবু খাইসামা যুহাইর ইবন হারব আল-বাগদাদী (রহ.) [মৃ. ২৭৯ হি.] প্রণীত "*কিতাবুত তারীখ*"; আবু যুরআ'রাযী (রহ.) [মৃ. ২৮০ হি.] ও আবু হাতিম রাযী প্রণীত "আত-তারীখু ওয়া ইলালির রিজাল; এবং ইমাম তিরমিযী (রহ.) [মৃ.২৭৯ হি.] "*আল-ইলাল*","*কিতাবুত তারীখ*" গ্রন্থদ্বয় রচনার মধ্য দিয়ে রিজাল শাস্ত্রে অবদান রেখেছিলেন ।

হিজরী চতুর্থ শতাব্দী

তৃতীয় শতাব্দিতে রিজাল শাস্ত্র চরম উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় এ শতাব্দীতেও গবেষণা অব্যাহত থাকে। এতে যে সকল গবেষক মুহাদ্দিস রিজাল শাস্ত্র উৎকর্ষ সাধনে অবদান রাখেন তাদের মধ্যে ইবন খুররাম হুসাইন ইবন ইদরীস (রহ.) [মৃ. ৩০১ হি.] রচিত "*কিতাবুত তারীখ*", ইমাম নাসাঈ রহ.(মৃ. ৩০৩) প্রণীত "*আত-তামঈয*", ইবনুল জারূদ (রহ.) [মৃ. ৩০৭ হি.] রচিত "*কিতাবুল জারহ ওয়াত তা'দীল*", ইবন আবু হাতিম রাযী (রহ.) [মৃ. ৩২৭ হি.] সংকলিত "*কিতাবুল জারহ ওয়াত তা'দীল*", "*আল-কুনা*", "*ইলালুল হাদীস*", ইবন হিব্বান বুস্তী (রহ.) [মৃ.৩৫৪ হি.] ১০ খণ্ডে রচিত "*কিতাবুল আওহাম ওয়াল ইহাম*","*কিতাবুস সিকাত*", "*মা'রিফাতু মাজরুহীন*", "*আসামী মান ইয়া'রিফিল কুনা*" প্রভৃতি। এ ছাড়াও ইমাম ইবন আদী (রহ.) [মৃ. ৩৬৫ হি.] রচিত "*আল-কামিল ফিদ দু'আফা*", "*মু'জাম ফী আসমাইশ শুয়ূখ*" প্রভৃতি এবং ইমাম দারাকুতনী (রহ.) [মৃ.৩৮৫হি.] এর "*কিতাবুয যুআ'ফা*","*আল-মু'তালাফ ওয়াল মুখতালাফ*" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৫৫]

হিজরী পঞ্চম শতাব্দী

হিজরী চতুর্থ শতকে হাদীস চর্চায় যে ধারা অনুসৃত হয়েছিল পঞ্চম শতকে সে ধারার কিছুটা ব্যত্যয় ঘটে। এ যুগের মুহাদ্দিসগণ ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য মর্যাদা লাভ করলেও পূর্ববতী মুহাদ্দিসগণের সমান প্রতিভাবান ছিলেন না । এ শতকে রিজাল শাস্ত্রে যারা অসামান্য অবদান রেখেছিলেন তাদের মধ্যে ইমাম আবু আব্দিল্লাহ আল-হাকেম (রহ.) [মৃ. ৪০৫ হি.] রচিত "*মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস*","*তারাজিমুশ শায়খ*"; ইমাম আবু বকর ইবন মারদূয়াইহ

৫৫ ইসলামী বিশ্বকোষ, খ.৩, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩২

Dhaka University Institutional Repository

আল-ইস্পাহানী (রহ.) [মৃ. ৪১৬ হি.], আল-হাসান ইবন খাল্লাল আল-বাগদাদী (রহ.) [মৃ. ৪৩৯ হি.], আবু ইয়ালা আল-খলিলী (রহ.) [মৃ. ৪৪৬ হি.] রচিত *"আল-ইরশাদ"*, আল-বায়হাকী (রহ.) [মৃ. ৪৫৮ হি.], খতীব আল-বাগদাদী (রহ.) [মৃ. ৪৬৩ হি.] এর অবদান উল্লেখযোগ্য।[৫৬]

হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দী

এ শতাব্দীতে রিজাল শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা তথা রাবীগণের বিশ্বস্ততা, দুর্বলতা, নাম-উপাধি, উপনাম, জন্ম-মৃত্যু, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে গ্রন্থ রচিত হয়। এ শতকে ইবনুল জাওযী, আবূল ফযল ইবন তাহির আল-মাকদিসী, ইবন বিশকাল ইবন আসাকির ও আবু বকর আল-হাযিমী (রহ.) প্রমুখ প্রখ্যাত রিজালবিদগণ এ শাস্ত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।[৫৭]

হিজরী সপ্তম শতাব্দী

হিজরী সপ্তম শতকে মুসলিম জাহানে চরম দুর্ভোগ নেমে আসে। তাতার নেতা চেঙ্গিস খানের দৌহিত্র হালাকু খানের নেতৃত্বে বর্বরোচিত হামলায় (৬৫৪ হি.) গোটা মুসলিম বিশ্বে এক ভয়াবহ নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল নামে খ্যাত ইরাকের বাগদাদ নগরীর বিশ্ববিখ্যাত লাইব্রেরিসমূহ ভস্মিভূত হয়, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় মুসলিমদের অনেক ধর্মীয়গ্রন্থ, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও স্থাপত্যশিল্প। মুসলিমদের এ চরম সংকটকালে যে সকল মনীষী রিজাল বিষয়ক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন তারা হলেন, ইবন সালাহ (রহ.), বাকী আল-মুনযিরী (রহ.) ও ইবনু মুফাযযাল আল-মাকসিদী (রহ.) প্রমূখ।[৫৮]

হিজরী অষ্টম শতাব্দী

এ শতকে রিজাল শাস্ত্র বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ শতাব্দীর প্রখ্যাত হাদীসবিদ হাফিয ইমামুদ্দীন ইবন কাসীর (রহ.) [মৃ.৭৭৪ হি.] রচিত *"আত-তাসহীল ফী মা'রিফাতি সিকাহ ওয়াদ দুআ'ফা ওয়াল মাযহুল"* এবং বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইবনু সায়্যিদিন নাস (রহ.) [মৃ.৭৫৯ হি.] রচিত *"তাহসীলুল ইসাবা ফী তাফদীলিস সাহাবা"* উল্লেখযোগ্য।[৫৯] এ ছাড়াও সিরিয়ার প্রসিদ্ধ হাদীসবিদ হাফিয আবুল হাজ্জাজ আল-মিয্যী (রহ.) [মৃ.৭৪২ হি.] কর্তৃক রিজাল বিষয়ে ২১ খণ্ডে রচিত *"তাযিবুল কামাল"* এবং যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম হাফিয আয-যাহাবী (রহ.) [মৃ. ৭৪৮ হি.] রচিত *"তাযকিরাতুল হুফফায"*,*"সিয়ারু আ'লামিন নুবালা"*,*"মিযানুল ই'তিদাল"* ও *"তাজরূদু আসমাইস সাহাবা"* প্রভৃতি এ শতকের শ্রেষ্ঠ উপহার।[৬০] এ ছাড়াও ইমাম যাহাবী (রহ.) এর বিখ্যাত রচনা হলো- *"তারিখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফায়াতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম"* গ্রন্থটি। এতে ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস এবং বিশ্ববিখ্যাত বিদগ্ধ উলামাদের জীবনী পর্যালোচনা করে ৫০ খণ্ডে বিশাল এ গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়।

হিজরী নবম শতাব্দী

এ শতাব্দীতে রিজাল শাস্ত্র ক্রমন্নোতির শীর্ষে আসীন হয়। এ অগ্রগতির পশ্চাতে যার অবদান অনস্বীকার্য তিনি এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ হাদীসবিদ, হাদীসভাষ্যকার ও রিজাল শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ ইমাম হাফিয আহমাদ ইবন হাজার আল'আসকালানী (রহ.) [মৃ. ৮৫২ হি.] এ বিষয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে, "তাহযীবুত তাহযীব", *"লিসানুল মীযান"*, *"আল-ইসাবা ফি তাময়িযিজ সাহাবা"*, *"তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন"* প্রভৃতি।[৬১] এ ছাড়া ইবন মুলাক্কীন (রহ.) [মৃ. ৮০৪ হি.] রচিত দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ *"তাবাকাতুল মুহাদ্দিসীন"* ও *"আল-কামাল ফী মা'রিফাতির রিজাল"* এবং শায়খ জামালউদ্দীন মুহাম্মদ তাহির পাট্টনী সিন্ধী (রহ.) [মৃ. ৯৮৬ হি.] প্রণীত *"আল-মুগনী"*ও *"আসমাউর রিজাল"* প্রভৃতি।[৬২]

---

৫৬ *প্রাগুক্ত*

৫৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩২

৫৮ ড. মোহম্মদ বেলাল হোসেন, *উলূমুল হাদীছ*, রাজশাহী: সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ২০০০খ্রি., পৃ.১২১

৫৯ সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ.৩, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩৩

৬০ আল-যিরিকলী, *আল-আ'লাম*, বৈরূত: দারুল ইলম লিল মালায়ীন, ২০০২খ্রি., খ. ৮, পৃ.১৭৮

৬১ আল-যিরিকলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৩৬-৩৭

৬২ মাওলানা আজমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪৬-৪৭

Dhaka University Institutional Repository

৫.৮ রিজালশাস্ত্র বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ

ক. সাহাবাগণের জীবন-চরিত বিষয়ক গ্রন্থ

কুরআন-হাদীসের বহু বাণী সাহাবীগণের ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যবাদিতার প্রমাণ পেশ করে। তাঁদের জীবনচরিত নিয়ে রচিত হয়েছে বহু গ্রন্থ। এ রচনার মানে তাদের মধ্যে কে বিশ্বস্ত আর কে অবিশ্বস্ত তা অনুসন্ধান করা নয়; বরং তাদের মধ্যে কে, কখন, কোথায় ইসলাম গ্রহণ করেন কতদিন প্রিয় নবীজির সংস্পর্শ লাভে ধন্য হয়েছেন; আর কখন, কোথায় তাদের ইন্তিকাল হয়েছে এবং কার নিকট থেকে কত খানা হাদীস বর্ণিত হয়েছে, কারা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন প্রভৃতি বিষয় জ্ঞানার্জন করা। এ সব বিষয় দ্বারা নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, উল্লিখিত ব্যক্তি সাহাবী ছিলেন নাকি তাবি'ঈ ছিলেন। সাহাবীগণের জীবনচরিত বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হচ্ছে, ইবন আব্দিল বার (রহ.) [মৃ.৪৬৩ হি.] রচিত *"আল-ইসতিআ'ব ফি মা'রিফাতিল আসহাব"*, ইযযুদ্দীন ইবনুল আসীর (রহ.) [মৃ.৬৩০ হি.] প্রণীত *"উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিস সাহাবা"*, ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) [মৃ. ৭৪৮ হি.] কর্তৃক রচিত *"তাজরীদু আসমাইস সাহাবা"* এবং হাফিয আহমাদ ইবন হাজার আল-আসকালানী (রহ.) [মৃ.৮৫২ হি.] সংকলিত *"আল-ইসাবা"* প্রভৃতি।[৬৩]

খ. নির্ভরযোগ্য (ثقة) রাবীগণকে নিয়ে রচিত গ্রন্থ

কেবল সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারীদের নিয়ে রচিত হয়েছে বহু গ্রন্থ। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ- হাফিয আহমাদ ইবন আব্দিল্লাহ আল-আজালী (রহ.) [মৃ.২৬১ হি.] আবু হাতিম মুহাম্মদ ইবন হিব্বান আল-বুস্তী (রহ.) [মৃ.৩৫৪ হি.], আবু হাফস উমর ইবন আহমাদ ইবন শাহীন (রহ.) [মৃ. ৩৮৫ হি.] এবং যাইনুদ্দীন কাসিম ইবন কুতলুবাগা (রহ.) [মৃ.৮৭৯ হি.] প্রমুখ মনীষীবর্গ *"কিতাবুস সিকাত"* শিরোনামে সিকাহ রাবী প্রসঙ্গে আলাদা আলাদা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আবার ইবন দাব্বাগ (রহ.) [মৃ. ৫৪৬ হি.], ইবনুল মুফাযযাল আল-মাকদিসী (রহ.) [মৃ.৬১৬ হি.], ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) [মৃ.৭৪৮ হি.] রচিত *"তাযকিরাতুল হুফফায"*, হাফিয ইবন হাজার আল-আসকালনী (রহ.) [মৃ. ৮৫২ হি.], ইমাম জালাল উদ্দিন আস-সুয়ূতী (রহ.) [মৃ.৯১১ হি.], মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল-হাশিমী (রহ.) এবং তকী উদ্দীন ইবন ফাহাদ প্রমুখ মনীষীবর্গ *"তাবাকাতুল হুফফায"* শিরোনামে সিকাহ রাবী প্রসঙ্গে পৃথক পৃথক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। [৬৪]

গ. অপেক্ষাকৃত কম নির্ভরযোগ্য (ثقة) রাবীগণকে নিয়ে রচিত গ্রন্থ

অনেক হাদীসবিদ য'ঈফ তথা অপেক্ষাকৃত কম নির্ভরযোগ্য রাবীগণকে নিয়ে আলাদাভাবে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কতিপয়গ্রন্থ হচ্ছে-

কিতাবুয যু'আফা

এ বিষয়ে যুগে যুগে যারা কলম ধরেছেন তাদের মধ্যে ইমাম ইবনুল মাদানী (রহ.) [মৃ. ২৩৪ হি.], ইবনুল বারকী (রহ.) (মৃ. ২৯৪ হি.), আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ.) [মৃ. ২৫৬ হি.], আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন মুসা আল-উকাইলী রহ.[মৃ. ৩২২ হি.], আবু না'ঈম আব্দুল মালিক ইবন মুহাম্মদ ইবন আদী আল-জুরজানী রহ.[মৃ.৩২৩ হি.], আবু আলী সা'ঈদ ইবন উসমান ইবন সা'ঈদ ইবনুস সাকান (রহ.) [মৃ. ৩৫৩ হি.], আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইবন হুসাইন ইবন আহমাদ ইবন আব্দিল্লাহ আল-আযদী (রহ.) [মৃ. ৩৭৪ হি.], আবু হাফস উমর ইবন আহমাদ ইবন উসমান ইবন আহমাদ আল-বগদাদী (রহ.) [মৃ. ৩৮৫ হি.], আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আব্দিল্লাহ আল-হাকিম (রহ.) [মৃ. ৪০৫ হি.], আবু বকর মুহাম্মদ মুহাম্মদ ইবন মূসা ইবন উসমান আল-হাযিমী (রহ.) [মৃ. ৫৮৪ হি.], আব্দুর রহমান ইবন আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মদ (রহ.) [মৃ. ৫৯৭ হি.] ও ইমাম হাসান সাগানী লাহোরী রহ.[মৃ. ৬৫০ হি.] প্রমুখ *"কিতাবুয যু'আফা"* শিরোনামে স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থ রচনা করেন।[৬৫]

---

৬৩ ইসলামী বিশ্বকোষ, খ.৩, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪২-৪৩

৬৪ মুফতী আমীমুল ইহসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১১৫, আ'জমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১২১

৬৫ বি.দ্র.: ড. উমর ইবন হাসান ফালাতা, *আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীস*, দিমাশক: মাকতাবাতুল গাযালী, ১৯৮১খ্রি., পৃ.৩৮৩-৪৪৪

Dhaka University Institutional Repository

আয-যু'আফা

অনুরূপভাবে ইমাম আবু আহমাদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবনুল জারূদ (রহ.) [মৃ. ২৯৯ হি.], ইমাম আবু ইয়াহইয়া যাকারিয়া ইবন ইয়াহইয়া ইবন আব্দুর রহমান আস-সাজী (রহ.) [মৃ.৩০৭ হি.], আবু বাশার মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন হাম্মাদ আদ-দাওলাবী (রহ.) [মৃ. ৩১০ হি.], মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন তামীম আল-মাগরিবী আল-আফরিকী (রহ.) [মৃ.৩৩৩ হি.] এবং ইসমাঈল ইবন আমর ইবন কাসীর (রহ.) [মৃ.৭৭৪ হি.] এ বিষয়ে *"আয-যু'আফা"* শিরোনামে আলাদাভাবে গ্রন্থ রচনা করেন।[৬৬]

আয-যু'আফা ওয়াল মাতরূকীন

এ বিষয়ে আবু উসমান সাঈদ ইবন আমর আল-আযদী আল-বারযা'ঈ রহ.[মৃ. ২৯২ হি.], ইমাম আন-নাসাঈ' (রহ.) [মৃ ৩০৩ হি.], আলী ইবন ওমর ইবন আহমাদ ইবনুল মাহদী আল-বাগদাদী আদ-দারাকুতনী (রহ.) [মৃ. ৩৮৫ হি.] এবং আলী ইবন উসমান ইবন ইব্রাহীম (রহ.) [মৃ.৬৮৩ হি.]*"আয-যু'আফা ওয়াল মাতরূকীন"* শিরোনামে স্বতন্ত্র্যভাবে গ্রন্থ রচনা করেন।[৬৭] এছাড়াও আবু হাতিম মুহাম্মদ ইবন হিব্বান ইবন আহমাদ ইবন হিব্বান আত-তামীমী আল-বুস্তী (রহ.) [মৃ.৩৫৪ হি.] প্রণীত *"কিতাবুল মাজরুহীন মিনাল মুহাদ্দিসীন"*, আবু আহমাদ আব্দুল্লাহ ইবন আদী ইবন আব্দুল্লাহ (রহ.) [মৃ.৩৬৫ হি.] রচিত *"কিতাবুল কামিল ফী যু'আফা ইর রিজাল"*, ইবন তাহির আল-মাকসাদী (রহ.) [মৃ.৪৪৮ হি.] সংকলিত "তাকমিলাতুল কামিল", ইমাম যাহাবী (রহ.) [মৃ.৭৪৮ হি.] প্রণীত *"দিওয়ানুয যু'আফা ওয়াল মাতরূকীন"*,*"আল-মুগনী"*,*"মীযানুল ই'তিদাল"*, আল্লামা হাফিয ইবন হাজার আল'আসকালানী (রহ.) [মৃ. ৮৫২ হি.] প্রণীত *"লিসানুল মিযান"* এবং কাসিম ইবন কুতলুবগা (রহ.) [মৃ. ৮৮৯ হি.] রচিত *"তাকবীমুল লিসান ফিয-যু'আফা"* প্রভৃতি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য।[৬৮]

ঘ. রাবীগণের নাম, উপনাম, উপাধি বিষয়ক গ্রন্থ

একই নামে অনেক হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। তাঁদের পরিচয় সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করার জন্যে এবং একজনকে অপরজন থেকে আলাদা করার নিমিত্তে রিজালশাস্ত্রবিদগণ রাবীগণের যে নামের সাথে পরিচিত এর সাথে সাথে তাঁর উপনাম কী, উপাধি কী, আবার যিনি তাঁর লকবে পরিচিত তাঁর আসল নাম কী তা তাঁরা অনুসন্ধান চালিয়েছেন। রচনা করেছেন এ বিষয়ে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ। এ বিষয়ে যারা অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে, আলী ইবনুল মাদিনী (রহ.) [মৃ.২৩৪হি.], ইমাম আন-নাসাঈ (রহ.) [মৃ.৩০৩ হি.], ইমাম আদ-দাওলাবী (রহ.) [মৃ.৩১০হি.] ইবন হিব্বান আল-বুস্তী (রহ.) [মৃ.৩৫৪হি.], আল-হাকিম নিশাপুরী (রহ.) [মৃ.৪০৫হি.], আবু বকর সিরাজী (রহ.) [মৃ.৪০৭হি.], ইবন আব্দিল বার (রহ.) [মৃ.৪০৭হি.],আবুল ফযল (রহ.) [মৃ.৪৬৭হি.], ইবনুল জাওযী (রহ.) [মৃ.৫৭৭হি.], ইমাম আয-যাহাবী (রহ.) [মৃ.৭৪৮হি.], ইবন হাজার আল'আসকালানী (রহ.) [মৃ.৮৫২হি.] প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।[৬৯]

ঙ. হাদীস গ্রন্থভিত্তিক রাবীগণের পর্যালোচনা বিষয়ক গ্রন্থ

কোনো কোনো হাদীসবিদ বিশেষ হাদীসগ্রন্থের রাবীগণের জীবনচরিত নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন- সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত রাবীগণকে নিয়ে আবু নসর আহমাদ ইবন মুহাম্মদ আল-কালাবাযী (রহ.) [মৃ. ৩৯৮ হি.] *"আসমাউর রিজালি সহীহিল বুখারী"* প্রণয়ন করেন। পরবর্তীতে ইমাম মুহাম্মদ ইবন দাউদ আল-কুদুরী (রহ.) [মৃ.৯২৮ হি.] একই বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। অনুরূপভাবে আবু বকর আহমাদ ইবন আলী ইস্পাহানী এবং ইবন মানজুওয়াহ (রহ.) [মৃ. ৪২৮ হি.] প্রমুখ *"সহীহ মুসলিম"* এর রাবীগণের উপর জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন। আবার সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের রাবীগণকে নিয়ে হিবাতুল্লাহ ইবনিল হাসান আত-তাবারী (রহ.) [মৃ.৪১৮ হি.],আল-সাগানী (রহ.) [মৃ.৪৯৮হি.],আব্দুল গণী আল-বুরহানী (রহ.) [মৃ.১১৭৪ হি.] প্রমুখ এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা

---

৬৬ *প্রাগুক্ত*

৬৭ *প্রাগুক্ত*

৬৮ *প্রাগুক্ত*, মাওলানা আজমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১-১২২

৬৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩-১২৪

Dhaka University Institutional Repository

করেন। ইমাম মালিক (রহ.) রচিত *"আল-মু'আত্তা"* গ্রন্থের রাবীগণের উপর হিবাতুল্লাহ ইবনিল হাসান আত-তাবারী (রহ.) [মৃ. ৪১৮ হি.] *"রিজালুল মু'আত্তা"* শিরোনামে গ্রন্থ রচনা করেন, এ ছাড়া আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতীও (রহ.) [মৃ.৯১১ হি.] এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন।*"মুসনাদু আহমাদ"* গ্রন্থের রিজালগণের মুহাম্মদ ইবন আলী আল-হুসাইনী (রহ.) (মৃ. ৭৬৫হি.) *"আল-ইকমাল আন মানফী মাসনাদি আহমাদ মিনার রিজাল"* গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। *"সুনানুল আরবা'আ"*(আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ) গ্রন্থরাজির রাবীগণের উপর আহমাদ ইবন আহমাদ আল-কুদুরী (রহ.) [মৃ.৭৬৩ হি.] গ্রন্থ রচনা করেন। *"সিহাহ সিত্তাহ"* এর রাবীগণের জীবনী একত্রে আবু মুহাম্মদ আব্দুল গণী আল-মাকদিসী (রহ.) [মৃ.৬০০হি.] কর্তৃক রচিত *"আল-কামাল"* গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। ইমাম ত্বহাবী (রহ.) রচিত *"শরহু মায়ানিল আসার"* এর রাবীগণকে নিয়ে হাফিজ বদরুদ্দীন আইনী গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তীতে তা *"কাশফুল আসতার"* নামে শায়খ সাহেবুল ইলম সিন্ধী প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও বহু মনীষী এ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।[৭০]

চ. মুরসিল ও মুদাল্লিস রাবীগণের জীবনচরিত বিষয়ক গ্রন্থ

মুরসিল ও মুদাল্লিস রাবীগণের জীবনচরিত নিয়েও পৃথক পৃথক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম কলম ধরেন ইমাম শাফিঈ' (রহ.) এর ছাত্র হুসাইন ইবন আলী ইবন ইয়াযীদ আল-কারাবাসী (রহ.) [মৃ.২৪৮ হি.]। অতঃপর ইমাম নাসা'ঈ (রহ.) [মৃ.৩০৩হি.] এবং দারা কুতনী (রহ.) [মৃ.৩৮৫ হি.] গ্রন্থ রচনা করেন। তাদের পর *"জামি'উত তাহসিল"* শিরোনামে ইমাম আলায়ী (রহ.) গ্রন্থ রচনা করেন। খতীব আল-বাগদাদী (রহ.) [মৃ.৪৬৩ হি.] এ বিষয়ের ওপর তিনটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো মুদাললিস রাবীগণের নাম সম্বলিত *"আত-তাব'ঈন লি আসমা'ইল মুদাললিসীন"* শিরোনামে এবং অপর দু'টি তাদলিস সংক্রান্ত। এ ছাড়া ইবনুল হালাবী (রহ.) রচিত *"আত-তাব'ঈন লি আসমা'ইল মুদাললিসীন"* এবং ইবন হাজার (রহ.) রচিত *"তাবাকাতুল মুদাললিসীন"* এতে তিনি ১৫২ জন মুদাললিস রাবীর নাম উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে ইবন আবী হাতীম আর-রায়ী রহ. [মৃ. ৩২৭ হি.] কেবল মুরসাল রাবীগণের জীবনী নিয়ে আলাদাভাবে *"আল-মারাসিলু লি ইবন আবী হাতীম"* শিরোনামে গ্রন্থ রচনা করেন। এ বিষয়ে খতীব আল-বাগদাদী (রহ.) রচিত *"কিতাবুত তাফসীল লি মুবহামিল মারাসীল"*, ইমাম আবু দাউদ (রহ.) রচিত *"আল-মারাসিলু লি আবী দাউদ"* এবং ইমাম আলা'ঈ এর *"জামি'উত তাহসিল আহকামুল মারাসীল লিল আলা'ঈ"* উল্লেখযোগ্য।[৭১]

ছ. হাদীস জালকারীদের জীবনচরিত বিষয়ক গ্রন্থ

দূর্বল ও পরিত্যক্ত রাবীগণের জীবনী আলোচনায় জালকারী মিথ্যুকদের প্রায় সকল রাবীর আলোচনা হয়েছে। তারপরেও মুহাদ্দিসগণ স্বতন্ত্র্যভাবে হাদীস জালকারীদের জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন- ইমাম হালাবী রচিত *"আল-কাশফুল হাদীস"* এবং শায়খ জামালউদ্দীন মুহাম্মদ তাহির পাট্টনী সিন্ধী (রহ.) [মৃ. ৯৮৬ হি.] প্রণীত *"কানূনুল মাওযুয়াত"* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৭২]

জ. জাল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ

সহীহ হাদীসসমূহ বাছাই করার পরে জাল হাদীস নিয়ে গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজন থাকে না। রিজাল বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসবৃন্দ আসল ও নকল দুটি বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে জনগণকে প্রতারণা থেকে বাঁচানোর তাগিদে এবং জাল হাদীস প্রতিরোধের সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে আলাদা গ্রন্থ রচনা করেছেন। নিম্নে এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ কতিপয় গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচিত হলো- ইবন জাওযী হাম্বলী (রহ.) [মৃ. ৫৭৭ হি.] রচিত *"আল-মাওজু'আত"*, ইমাম সাগানী লাহোরী (রহ.) [মৃ. ৬৫০ হি.] প্রণীত "আদ-দুরারুল মুলতাকাত", শায়খ জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (রহ.) [মৃ. ৯১১ হি.] রচিত *"আল-লালিউল মাসনুআ' ফী আহাদীসিল মাওযু'আহ"*,*"আদ-দুরারুল মুনতাশিরাহ"*,

---

৭০ মাওলানা আজমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪-১২৬

৭১ ড. মাহমুদ আত-ত্বাহহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৩,৮৫, মাওলানা আজমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২

৭২ মাওলানা আজমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২-১২৩

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম সাখাবী (রহ.) [মৃ. ৯০২ হি.] রচিত "*আল-মাকাসিদুল হাসানাহ*", মোল্লা আলী কারী (রহ.) [মৃ. ১০১৪ হি.] রচিত "*আল-মাসনু ফিল আহাদীসিল মাওজু*" এবং "*তাযকিরাতুল মাওজুয়াত*" শিরোনামে শায়খ জামালউদ্দীন মুহাম্মদ তাহির পাট্টনী সিন্ধী (রহ.) [মৃ. ৯৮৬ হি.] এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। [৭৩]এ ছাড়াও আরো অনেক মনীষী এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করে জাতিকে প্রতারকদের প্রতারণা থেকে বাঁচানোর কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

৫.৯ বাংলা ভাষায় উসূলুল হাদীস ও রিজালশাস্ত্র চর্চা: উৎপত্তি ও বিকাশ ধারা

বাংলা ভাষায় উসূলুল হাদীস চর্চার ইতিহাস অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার সূচনালগ্ন থেকেই আরবী ভাষায় রচিত উসূলুল হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে মৌখিকভাবে অনুবাদের ধারায় এর চর্চা চলে আসছে বহুকাল পূর্ব থেকেই। আর এ দেশে হাদীস চর্চার সূচনালগ্ন থেকেই হাদীসবিশারদগণ হাদীসের সনদ বিশ্লেষণের প্রয়োজনে আরবী কিংবা অন্যান্য ভাষায় রচিত রিজালুল হাদীস অনুবাদের মাধ্যমে মৌখিক ধারায় তা অব্যাহত রয়েছে। তবে উসূলুল হাদীস কিংবা রিজালুল হাদীস কখন থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ কিংবা গ্রন্থ সংকলন শুরু হয় তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ষাটের দশকের আগে বাংলা ভাষায় লিখিত কোনো উসূলুল হাদীস কিংবা রিজাল শাস্ত্রের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। ১৯৬৬ সালে সর্বপ্রথম উক্ত বিষয়ে বাংলা ভাষায় মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী (রহ.) রচিত '*হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে বাংলাভাষী বহু হাদীসবিশারদ এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনার ধারা অব্যাহত রাখেন। এ অধ্যায়ে উক্ত বিষয়ে বাংলা ভাষায় রচিত অনুবাদমূলক বা সংকলিত গ্রন্থের ধরন ও প্রকৃতি কেমন তার অনুসন্ধান, বিচার-বিশ্লেষণ ও পার্যালোচনা করাই মূখ্য উদ্দেশ্য। নিম্নে দশক ভিত্তিক বিন্যস্ত করে উক্ত বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো-

৫.১০ বাংলা ভাষায় প্রণীত উসূলুল হাদীস ও রিজালশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার

নিম্নে দশক ভিত্তিক বাংলা ভাষায় অনুবাদমূলক বা সংকলিত উসূলুল হাদীস ও রিজালুল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ এবং সেগুলোর ধরন ও প্রকৃতি, বিচার-বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা সবিস্তারে উপস্থাপন করা হলো-

ষাটের দশকে রচিত উসূলুল হাদীস ও রিজালশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার

১. *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস*

গ্রন্থকার : মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী (১৯০০-৭২), প্রকাশস্থান: এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রাঃ) লিঃ, চক বাজার, ঢাকা; প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-১৯৬৬, পুনর্মুদ্রণ-(২) মার্চ, ২০০৮ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩০৩, মূল্য: ৩৫০ টাকা।

পর্যালোচনা : আলোচ্য গ্রন্থটি একই মলাটে দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি মূলত মিশকাত শরীফের ভূমিকা হিসেবে রচিত হয়েছিল। এটি চারটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। সংক্ষেপে এর বিষয়বস্তু হচ্ছে – ছুন্নাহ বা হাদীস: উৎস, শ্রেণি বিভাগ, হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা; হাদীসের কিতাব : স্তর ও শ্রেণি বিন্যাস; সহীহাইনের বাহিরেও সহীহ হাদীস আছে, হাদীসের সংখ্যা, শরীয়তে সুন্নাতের স্থান; হাদীসের হেফাজত: সাহাবীদের হাদীস শিক্ষাকরণ, লিখন, আমলকরণ, সাহাবীদের হাদীস বর্ণনার সংখ্যার ভিত্তিতে স্তর বিন্যাস, হাদীস লেখার ক্রমবিকাশ, তাবেঈ ও তাবউত-তাবেঈদের হাদীস শিক্ষা করণ ও লিখন, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, সিহাহ সিত্তার সংকলক ও সংকলন প্রসঙ্গ, হাদীস জাল ও তার প্রতিকার, জারহ ও তা'দীলকারী কতিপয় প্রসিদ্ধ ইমাম এবং কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।[৭৪]এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস শাস্ত্রের আগমন, বিকাশের ইতিহাস এবং এদেশীয় যে সকল ওলামা ও প্রতিষ্ঠানের ইলমি হাদীস প্রচার-প্রসারে অবদান রয়েছে তাদের অবদানের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে বিবৃত হয়েছে। বিশেষত বাংলাদেশে হাদীসশাস্ত্র চর্চা

৭৩ মাওলানা আজমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬-১২৭

৭৪ বি.দ্র.: মাওলানা আজমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. (সূচীপত্র) ১-৩

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ক অধ্যায়ে জীবিত ও মৃত ২৯৯ জন মুহাদ্দিসের অবদান সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রন্থের শেষ ভাগে বাংলাদেশের ৪১টি বড় বড় মাদরাসার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা স্থান পেয়েছে। এতে মুহাদ্দিসগণের জীবনী উপস্থাপনে গ্রন্থাকার যথেষ্ট সততার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ইতিহাসে এ গ্রন্থটি গবেষণালব্ধ, তথ্যবহুল ও তাৎপর্যপূর্ণ। তাই গ্রন্থটি উলূমুল হাদীসের জ্ঞান পিপাসুদের মাঝে ব্যাপকভাবে সাড়া জাগিয়েছে।

সত্তরের দশকে রচিত উসূলুল হাদীস ও রিজালশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থঃ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার

২. *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*

গ্রন্থকার : মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (রহ.), প্রকাশ কাল : ১৯৭০ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪৯২ সংস্করণ: ১৬তম, প্রকাশস্থান : খায়রুন প্রকাশনী, ৪৫,বাংলা বাজার, ঢাকা।

পর্যালোচনা : 'হাদীস সংকলনের ইতিহাস' মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (রহ.) এর অমর সৃষ্টি। তিনি ১৯৬১ হতে ৬৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ চার বছরের ব্যাপক অধ্যয়ন ও গভীর গবেষণার মাধ্যমে গ্রন্থখানা রচনা করেন। এ গ্রন্থে হাদীসের বিভিন্ন দিক প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমত: এতে হাদীসের সংজ্ঞা, প্রকরণ, বিষয়বস্তু, সনদ ও মতন, অধ্যয়নের উদ্দেশ্য কুরআন ও হাদীসের পার্থক্য, ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় হাদীসের গুরুত্ব, হাদীস সংরক্ষণ, হাদীস গ্রন্থ সংকলন, হিজরী তৃতীয় শতকে হাদীস চর্চা, মুসনাদ প্রণয়ন, হাদীস সংকলনের চূড়ান্ত পর্যায়, ছয়খানা বিশিষ্ট হাদীস গ্রন্থ, চতুর্থ শতকে ইলমি হাদীস, চতুর্থ দশকের পরে হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন, সপ্তম ও অষ্টম শতকে হাদীসের চর্চা, বিভিন্ন দেশে হাদীস চর্চা, হাদীস গ্রন্থসমূহের পর্যায় বিভাগ, হাদীস জালকরণ, এর কারণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা, হাদীস সমালোচনার পদ্ধতি ও হাদীস বর্ণনাকারীদের শ্রেণি বিভাগ প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর পাক-ভারতে ইলমি হাদীস, বঙ্গদেশে হাদীস শাস্ত্রের, ইলমি হাদীস বনাম অমুসলিম মনীষীবৃন্দ ইত্যাদি বিষয়ে ৪৮৮ পৃষ্ঠার এক বিশাল কলেবরের ইলমি হাদীসের ইতিহাস সংকলন করা হয়েছে; যা বাংলা ভাষায় হাদীসশাস্ত্র চর্চার এক অবিস্মরণীয় পদক্ষেপ।

৩. *ইমাম মুসলিম*

গ্রন্থকার : অধ্যাপক মুজীবুর রহমান, প্রকাশনায় : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা। প্রকাশকাল : অক্টোবর, ১৯৭৯ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫০, মূল্য : ৬ টাকা। বাংলা চলিত রীতিতে রচিত এ বইয়ে ইমাম মুসলিমের জীবনী, হাদীস সংকলন প্রণয়নে তাঁর অবদান ও মুসলিম শরীফের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

আশির দশকে রচিত উসূলুল হাদীস ও রিজালশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থঃ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার

৪. *হাদীস পরিচিতি : ভারত-বাংলাদেশের প্রাতঃস্মরণীয় আউলিয়া ও মুহাদ্দিছীন*

গ্রন্থকার : মাওলানা রফীক আহমদ মোহরাবী, প্রকাশনায় : আশরাফিয়া লাইব্রেরি, পটিয়া, চট্টগ্রাম, প্রকাশকাল : ১ম সংস্করণ-আগষ্ট, ১৯৮৯ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৪৪, মূল্য : ৩৩ টাকা।

পর্যালোচনা : চট্টগ্রামের আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়ার তাফসীর ও হাদীসের অধ্যাপক, খ্যাতনামা আলিম, লেখক ও গবেষক মাওলানা রফীক আহমদ গবেষণারীতি অনুসরণপূর্বক এ গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটি তিন ভাগে বিভক্ত। এর প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে হাদীস পরিচিতি, পরিভাষা ও শ্রেণি বিভাগ, হাদীস সংকলন, সিহাহ সিত্তাহর গ্রন্থাকার ও গ্রন্থরাজির বিস্তারিত আলোচনা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে ভারতের ইলমি হাদীস সংকলনের ইতিহাস প্রসঙ্গ। তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে বাংলাদেশে ইসলাম, বাংলাদেশে ইলমি হাদীস ও বাংলাদেশে হাদীস চর্চায় ভারতীয় আওলীয়া ও বিশিষ্ট মুহাদ্দেসীনের উল্লেখযোগ্য শিষ্যবৃন্দের অবদান শীর্ষক আলোচনা। অতঃপর চট্টগ্রামে দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, আল-জামি'আ আল-ইসলামিয়া পটিয়াসহ কওমী ধারার বহু মুহাদ্দিসের জীবনী ও অবদান উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থটি ছোট হলেও তা একটি নির্ভরযোগ্য কিতাব হিসেবে আলিম সমাজের কাছে বিবেচিত।

Dhaka University Institutional Repository

৫. ছিহাহ সিত্তাহ'র রাবী পরিচিত

গ্রন্থকার : হাফেজ মুহাম্মদ ওসমান গনি, প্রকাশনায় : মুহাম্মদ হাছান ও মহসিন, চট্টগ্রাম, প্রকাশকাল : প্রথম প্রকাশ-জুন, ১৯৮৮খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৮৪, মূল্য : ৮০ টাকা। এ গ্রন্থে সিহাহ সিত্তায় বর্ণিত ৫৩১ জন রাবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লিখিত হয়েছে। গ্রন্থটির শেষাংশে প্রথম স্তর, দ্বিতীয় স্তর এবং তৃতীয় স্তরের রাবীদের নাম ও তাঁদের বর্ণিত হাদীস সংখ্যার স্পষ্ট তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে।

নব্বইয়ের দশকে রচিত উসূলুল হাদীস ও রিজালশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার

৬. হাদীস বর্ণনাকারী একশত সাহাবী

গ্রন্থকার : মুহাম্মদ ছাইফুদ্দীন, প্রকাশনায় : হক লাইব্রেরি, ৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রকাশকাল : ১ম সংস্করণ-মার্চ, ১৯৯১ খ্রি., ২য় সংস্করণ-এপ্রিল, ১৯৯৩ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৮৪, মূল্য : ৩৬ টাকা। এ গ্রন্থে যে সকল সাহাবী তুলনামূলকভাবে অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন এ ধরনের একশত সাহাবীর জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। একই সাথে সিহাহ সিত্তা'র বৈশিষ্ট্য, সংকলকের জীবনী ও অবদান এবং হাদীসশাস্ত্র সম্পর্কিত কতিপয় পরিভাষা সংক্ষিপ্তসারে সরল বাংলায় আলোচিত হয়েছে।

৭. হাদীসের পরিচয়

গ্রন্থকার : জিলহজ আলী, প্রকাশ স্থান : সীমান্ত প্রকাশনী, যশোর আমীনিয়া আলিয়া মাদরাসা, খালধার রোড, যশোর। প্রকাশকাল : প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪৮, মূল্য : ৯ টাকা। এতে হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা, হাদীসের শ্রেণিবিভাগ, সাহাবীদের ভারত আগমন, তাবেঈদের ভারত আগমন, ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় হাদীসের গুরুত্ব, সিহাহ সিত্তা ও তার সংকলক প্রসঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। বইটি আকারে ছোট হলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৮. ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান

মূল : ডক্টর মোহাম্মদ এছহাক, অনুবাদক : হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া, প্রকাশ স্থান : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, প্রকাশকাল : জুন, ১৯৯৩ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৬৬, মূল্য : ৬০ টাকা

পর্যালোচনা : ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ এছহাক (রহ.) এর পিএইচ.ডি. থিসিস *"India's Contribution to the study of Hadith Literature"* প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯৯৩ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ "ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান" শিরোনামে উক্ত গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে। এটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে পাঁচটি অধ্যায়ে ভারতীয় উপমহাদেশে সাহাবা কিরামের আগমন থেকে নিয়ে পর্যায়ক্রমে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মুহাদ্দিসগণের ইলমি হাদীসের চর্চার ঐতিহাসিক দালিলিক প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে তিনটি অধ্যায়ের বর্ণনায় হাদীস শাস্ত্রে ভারতীয় উলামাদের অবদান তুলে ধরা হয়েছে। তাই বলা যায়, এ গ্রন্থটি উপমহাদেশীয় ওলামাদের হাদীস চর্চার অবদানের একটি প্রামাণ্য দলীল। এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত না হলে হয়তোবা হাদীস শাস্ত্রে প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের (তথা সাহরানপুর ও দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসার প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রার পূর্বের শাহ ওয়ালী উল্লাহ ও আহমাদ সারহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফি সানী পর্যন্ত মুহাদ্দিসবৃন্দের) হাদীসবিশারদগণের অবদানের কথা মুসলিম বিশ্বের কাছে অজানাই থেকে যেতো।

৯. আসহাবে রসুলের জীবন কথা (৪ খণ্ড)

গ্রন্থকার : মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, প্রকাশনা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, কাঁটাবন, মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা।
পর্যালোচনা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ কর্তৃক চার খণ্ডে রচিত "আসহাবে রসুলের জীবন কথা" গ্রন্থটি। যদিও এটি সরাসরি হাদীস গ্রন্থ নয়। তবে এটা হাদীস সংরক্ষণকারী ও হাদীস বর্ণনাকারী অনেক সাহাবীর জীবনচরিত তথা 'আসমাউর রিজাল' সম্পর্কিত গ্রন্থ। এ জীবনচরিত রচনায়

Dhaka University Institutional Repository

লেখক অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। হাদীসের সনদ পর্যালোচনার সময় রাবী (বর্ণনাকারী) সম্পর্কে জানতে হলে এ গ্রন্থটি খুবই ফলদায়ক। এর রচনাশৈলী বাংলা চলিত রীতিতে যা সাহিত্যরসে ভরপুর ।

প্রথম খণ্ড: প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ-১৯৮৯খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২২০, মূল্য: ৯০ টাকা। এতে প্রথমত: সাহাবা কিরামের পরিচয় প্রসঙ্গে ৮পৃষ্ঠাব্যাপী একটি অবতরণিকা উপস্থাপন করা হয়েছে। অতঃপর ৩০ জন সাহাবীর জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড: প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ-১৯৯১খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২২৭, মূল্য : ১১০ টাকা। এতে সর্বমোট ৬২ জন সাহাবীর জীবনালেখ্য উপস্থাপিত হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড: প্রকাশকাল : প্রথম প্রকাশ-এপ্রিল, ১৯৯৪ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৩৯, মূল্য : ১১০ টাকা। এতে মদীনার আনসারদের পরিচয় ও ২০ জন সাহাবীর জীবন বৃত্তান্ত রয়েছে।

চতুর্থ খণ্ড: প্রকাশকাল : প্রথম প্রকাশ-মার্চ, ১৯৯৮ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৬৪, মূল্য :১২০ টাকা। এতে সর্বমোট ৩৯ জন সাহাবীর জীবনী ও তাদের কার্যাবলী বর্ণিত হয়েছে।

১০. *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*

গ্রন্থকার : ড. এ.কিউ.এম শামসুল আলম ও ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদের, প্রকাশনা : উল্লেখ নেই, প্রকাশকাল : ১ম সংস্করণ-মে,১৯৯৩ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৪০, মূল্য : ৬০ টাকা

পর্যালোচনা : হাদীস সংকলনের ইতিহাস গ্রন্থের নামকরণ থেকেই এর আলোচ্য বিষয় অনুমান করা যায়। তাই দেখা যায়, এর সূচনাতেই রয়েছে হাদীস সংকলনের প্রাককথন শীর্ষক বিস্তর আলোচনা স্থান পেয়েছে। অতঃপর সিহাহ সিত্তার ছয়জন গ্রন্থকার এবং প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম মালিক (র), ইমাম তাহাবী (র.) ও ইমাম নববী (র) এর জীবন ও কর্মের উপর বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, তৎকালীন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান অধ্যাপক ড. এম.এ. গফুর এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন। এটি বাংলা ভাষায় রচিত একটি অসাধারণ গ্রন্থ।

১১. *হাদীসের তত্ত্ব ও পরিভাষা*

মূল : মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আবদুল আযীয, অনুবাদ : মোঃ আতাউল হক, প্রকাশনা : সাউদিয়া কুতুবখানা, রিয়াজ মার্কেট, চকবাজার, ঢাকা, প্রকাশকাল : ১ম প্রকাশ ১৯৯৫ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৪, মূল্য: ২৫ টাকা।

পর্যালোচনা : হাদীসের তত্ত্ব ও পরিভাষা গ্রন্থটি মূলত: ফারসী ভাষায় লিখিত 'উজালায়ে নাফিয়া' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। এতে হাদীস সংকলকদের স্তর বিন্যাস, হাদীস গ্রন্থে উল্লিখিত রাবীদের নাম যেগুলোর বানান এক কিন্তু উচ্চারণ ভিন্ন, সম্বন্ধযুক্ত নামসমূহের পরিচয়, যার লিখিত রূপ এক কিন্তু উচ্চারণ ভিন্ন, মুয়াত্তা, বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখিত নামসমূহের সঠিক উচ্চারণ, সম্বন্ধযুক্ত নাম, এসব নাম ও বংশ পরিচয় যার বাহ্যিক রূপ এক রকম কিন্তু বাস্তবে ভিন্ন, হাদীস গ্রন্থের প্রকারভেদ, হযরত শাহ আবদুল আযীয থেকে নিয়ে হাদীসের বিখ্যাত ভাষ্যকারদের বর্তমান পর্যন্ত ধারাবাহিক সনদ ইত্যাদি আলোচনা স্থান পেয়েছে।

১২. *আসমাউর রিজাল*

গ্রন্থকার: মাওনালা আফলাতুন কায়সার, প্রকাশনায়: এমদাদিয়া লাইব্রেরি, বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রকাশকাল: জুলাই,১৯৯৫ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৯৮, মূল্য : ১০৫ টাকা।

পর্যালোচনা : যে সকল রাবী রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের জীবন ও কর্মের বিস্তর বিবরণ স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থে। গ্রন্থটি দু'টি অধ্যায় ও একটি পরিশিষ্ট দ্বারা বিন্যাস করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবা কিরাম ও তাবেঈগণের বর্ণনা এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে হাদীস ও ফিকহের কতিপয় বিশিষ্ট মুজতাহিদ ইমামের আলোচনা এবং কয়েক জন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথমার্ধে ইমাম আবু হানীফা, মালিক, আহমদ ইবন হাম্বল, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ হাসান যিয়াদ ও ইমাম আওযায়ী (রহ.) প্রমুখ সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। শেষার্ধে রয়েছে সিহাহ সিত্তা-এর ছয়জন সংকলক, ইমাম ইবনুল জাওযী, ইবন হাজার আল-আসকালানী, ইবন তাইমিয়া ও ইমাম দারাকুতনী (রহ.) প্রমুখ ব্যক্তিত্বের

Dhaka University Institutional Repository

জীবন ও কর্ম সম্পর্কিত বিবরণ। শেষভাগে পরিশিষ্ট শিরোনামে কুনিয়ত বা উপনামে প্রসিদ্ধ এমন রাবীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় রিজাল বিষয়ে তেমন কোন মৌলিক কাজ না থাকলেও লেখকের এই গ্রন্থটি বৃহত্তর গবেষণার প্রেরণা দায়ক সুন্দর একটি গ্রন্থ।

১৩. *হাদীসশাস্ত্র ও তার ক্রমবিকাশ*

গ্রন্থকার : দাওরায়ে হাদীসের ছাত্রবৃন্দ, শিক্ষাবর্ষ ১৪১৫-১৪১৬ হি.জামি'আ শর'ইয়া, প্রকাশনায়: জামি'আ শর'ইয়া, মালিবাগ, ঢাকা। প্রকাশকাল : ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৭২, মূল্য: ৬০ টাকা।

পর্যালোচনা : উল্লিখিত গ্রন্থটি জামিআ শারইয়্যা, মালিবাগ মাদরাসার ১৯৯৫ সালের দাওরায়ে হাদীস বিভাগের বিদায়ী শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রচিত হয়েছে। এতে হাদীস ও হাদীসশাস্ত্র পরিচিতি, হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের ইতিহাস, হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার বিশ্লেষণে উলামা উম্মতের ভূমিকা, উপমহাদেশে হাদীসশাস্ত্র চর্চা ও ক্রমবিকাশ। হাদীস চর্চা: শাহ ওয়ালী উল্লাহ থেকে দারুল উলূম দেওবন্দ, হাদীস চর্চায় উলামায়ে দেওবন্দ, বাংলাদেশে হাদীস শাস্ত্র, সিহাহ সিত্তা: সংকলক প্রসঙ্গ এবং হাদীস সংকলক ইমাম ত্বাহাবী ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের লেখক হিসেবে ৪৪ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

১৪. *হাদীসশাস্ত্র পরিচিতি*

গ্রন্থকার : মোহাম্মদ শামসুল হক দৌলতপুরী, প্রকাশনায় : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রকাশকাল : ১ম সংস্করণ-মার্চ ১৯৯৫খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৭০, মূল্য: ২১ টাকা। এতে হাদীস পরিচিতি, শ্রেণিবিন্যাস, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি, জারাহ ও তা'লীদ, হাদীস বর্ণনাকারীদের তালিকা, সিহাহ সিত্তাহ এর ছয়জন সংকলকের জীবনী ও অবদান আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া ইমাম ত্বাহাবী, ইমাম মালিক ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে কোন নির্ঘন্ট উল্লেখ করা হয়নি।

১৫. *হাদীসের হিফাজত ও সংকলন*

গ্রন্থকার : মুহাম্মদ হারুন আজীজী, প্রকাশ স্থান : ইসলামী গবেষণা পরিষদ, জামি'আ ইসলামিয়া আজীজুল উলূম, বাবুনগর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭খ্রি., পৃষ্ঠা: ১৮৮, মূল্য: ৭০ টাকা।

পর্যালোচনা : প্রখ্যাত ইলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মুহাম্মদ হারুন আজীজী রচিত "হাদীসের হিফাজত ও সংকলন" শিরোনামে আলোচ্য গ্রন্থে হাদীসের সংজ্ঞা ও পরিচয়, হাদীসের হিফাজত, ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস শাস্ত্র, বাংলায় হাদীস শাস্ত্র, কতিপয় পরলোকগত বাঙ্গালী মুহাদ্দিস, কতিপয় জীবিত মুহাদ্দিস ও আরো কিছু প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, বাংলাদেশের কতিপয় প্রসিদ্ধ হাদীস শিক্ষাকেন্দ্র ইত্যাদি এ অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এতে সুন্নাত, খবর, আছার, মুহাদ্দিস, হাফিজ, হাদীসের শ্রেণি বিভাগ, হাদীসের গুরুত্ব ও প্রামাণিকতা, সাহাবাযুগে হাদীস চর্চা, তাবেঈ, তাবউ-তাবেঈ ও পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের যুগে হাদীস লিখনে সাহাবী ও মহিলা সাহাবীদের অবদান, তাবেঈগণের যুগে লিখিত হাদীস সম্পদ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলায় হাদীসশাস্ত্র শিরোনামে আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার জীবিত ও মৃত সর্বমোট ৭৯ জন মুহাদ্দিসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটি প্রণয়নে গ্রন্থকারের কঠিন পরিশ্রমের ছাপ বইটির পাতায় পাতায় স্বাক্ষর বহন করছে।

১৬. *তারীখে ইলমুল হাদীছ*

গ্রন্থকার : আবুল কালাম মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ চৌধুরী, প্রকাশনায় : সাউদিয়া কুতুবখানা, চকবাজার, ঢাকা। প্রকাশকাল : জানুয়ারি, ১৯৯৭ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২২৪, মূল্য : ৬০ টাকা। ইলমি হাদীসের ইতিহাস শীর্ষক গ্রন্থটিতে হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের বিভিন্ন পর্যায়, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আলোকে হাদীস গ্রন্থের শ্রেণিবিন্যাস, সিহাহ-সিত্তা, আসমাউর রিজাল বা হাদীস বর্ণনাকারী রাবীদের জীবনাচার, উপমহাদেশে ইলমি হাদীস, বঙ্গে ইলমি হাদীস ও হাদীস শিক্ষার শিষ্টাচারসমূহ ইত্যাদি বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে চমৎকার ভঙ্গিতে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. *শরহে নুখবাতুল ফিকার*

মূল : হাফিজ ইবন হাজর আসকালানী, অনুবাদক : মাওলানা লিয়াকত আলী, প্রকাশ স্থান : অনুবাদক কর্তৃক প্রকাশিত, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৯৬, মূল্য : ৩৬ টাকা। এটি হাফিজ ইবন হাজার আল-আসকালানী কর্তৃক আরবী ভাষায় উসূলে হাদীস বিষয়ে রচিত *শরহ নুখবা আল ফিকর*-এর বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ। অনুবাদক মূল গ্রন্থের হুবহু চলিত বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

২০০০-২০১০ পর্যন্ত রচিত উসূলুল হাদীস ও রিজালশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থঃ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার

১৮.*তারীখে ইলমে হাদীস* (হাদীস চর্চার ইতিহাস)

গ্রন্থকার : মুফতি সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (রহ.), অনুবাদ : লোকমান আহমাদ আমীমী, প্রকাশ কাল : ২০০০ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১০৪, মূল্য : ৩০ টাকা, প্রকাশস্থান : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, আগার গাঁও, ঢাকা।

পর্যালোচনা : মুফতি সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (রহ.) এর 'তারীখে ইলমে হাদীস' গ্রন্থটি উর্দূ ভাষায় রচিত এবং লোকমান আহমাদ আমীমী কর্তৃক বাংলা চলিত রীতিতে অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে, যা ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ থেকে এক খণ্ডে প্রকাশিত। এ গ্রন্থের শুরুতে ইলমি হাদীসের ইতিহাস শিরোনামে প্রাথমিক কথন তুলে ধরেছেন। অতঃপর চারটি যুগে বিভাজন করে প্রথম যুগে সাহাবা কিরামের হাদীস সংরক্ষণ, প্রচার-প্রসার ও সাহাবীদের হাদীস বর্ণনার সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। দ্বিতীয় যুগের আলোচনায় তিনি মুসনাদ গ্রন্থের পরিচয় ও মুয়াত্তা ইমাম মালিক, মুসনাদে আহমাদের পরিচয় তুলে ধরেছেন। তৃতীয় যুগের বর্ণনায় তিনি হাদীস গ্রন্থসমূহের ভাগ, সিহাহ সিত্তাহ পর্যালোচনা, বুখারী ও মুসলিমের শর্তাবলী, তৃতীয় যুগের অন্যান্য মুহাদ্দিস, সুনানে দারেমী পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে। চতুর্থ যুগের পর্যালোচনায় এ যুগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের অবদান উল্লেখ করেছেন, উসূলুল হাদীস, ইলমুত তাখরীজ, ইলমুল ইসনাদ, আসমাউর রিজাল, জারহ ও তা'দিল, ইলালিল হাদীস ও বানোয়াট হাদীস সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহ আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া উপমহাদেশে হাদীস চর্চা সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

১৯.*তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস* (আরবী)

গ্রন্থকার : ড. মাহমুদ আত ত্বহ্হান, অনুবাদক : ড. মো. শফিকুল ইসলাম, প্রকাশ কাল : তা.বি, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪৭, মূল্য: ১৯০ টাকা, প্রকাশস্থান: আল-বারাকা লাইব্রেরি, বাংলা বাজার, ঢাকা।

পর্যালোচনা : উক্ত গ্রন্থটি ড. মাহমুদ আত ত্বহ্হান কর্তৃক আরবী ভাষায় রচিত এবং ড. মো. শফিকুল ইসলাম কর্তৃক বাংলা চলিত রীতিতে অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে এবং আল-বারাকা লাইব্রেরি, বাংলা বাজার, ঢাকা থেকে এক খণ্ডে প্রকাশিত। এ গ্রন্থটি ০৬টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। ১ম অধ্যায়ে উসূলুল হাদীস পরিচিতি, ২য় অধ্যায়ে হাদীসের পরিচয়, ৩য় অধ্যায়ে হাদীসের বিভিন্ন পরিভাষা ও প্রকারভেদ, ৪র্থ অধ্যায় হাদীস সংকলনের ইতিহাস, ৫ম অধ্যায়ে সনদ, মতন ও রাবী, সর্বশেষ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে হাদীসের মর্যাদা ও অবস্থান বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এ গ্রন্থে মূল কিতাবের আরবী ইবারতের শাব্দিক অর্থ ও প্রাঞ্জল সরল অনুবাদের পাশাপাশি তথ্য ভিত্তিক বিশদভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২০. *উলূমুল হাদীছ*

গ্রন্থকার : ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রকাশ কাল : ২০০০ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩৩৬ সংস্করণ: ১৬তম, মূল্য : ৩৫০ টাকা, প্রকাশস্থান : সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, রাজশাহী।

পর্যালোচনা : এ গ্রন্থটি ৯টি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে উলূমুল হাদীস ও উসূলুল হাদীস এর প্রসঙ্গ টেনে উসূলুল হাদীসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং উলূমুল হাদীস ও উসূলুল হাদীসের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। ২য় অধ্যায়ে হাদীসের পরিচিতি; ৩য় অধ্যায়ে হাদীস সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস; ৪র্থ অধ্যায়ে সনদ, মতন ও রাবী প্রসঙ্গে; ৫ম অধ্যায়ে হাদীস বর্ণনার বিভিন্ন পদ্ধতি

Dhaka University Institutional Repository

ও পরিভাষা; ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে হাদীসের বিভিন্ন শ্রেণি বিভাগ; ৭ম অধ্যায়ে হাদীস গ্রন্থসমূহের বিভিন্ন শ্রেণি বিন্যাস ও পরিভাষা; ৮ম অধ্যায়ে সিহাহ সিত্তাহর ইমামগণের জীবনী এবং ৯ম অধ্যায়ে হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান ও সর্বশেষ গ্রন্থপঞ্জি উল্লেখ করার মাধ্যমে গ্রন্থের ইতি টানা হয়েছে। এটি বাংলা ভাষায় রচিত উসূলুল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে গবেষণার রীতি অনুসরণে রচিত তথ্যসমৃদ্ধ একটি অনন্য গ্রন্থ।

২১. *হাদীস সংকলনের ইতিবৃত্ত*

গ্রন্থকার : ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, প্রকাশকাল : নভেম্বর, ২০০১ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৮২, মূল্য : ১৬০ টাকা, প্রকাশস্থান : আল-মাকতাবাতুশ শাফিয়া, রাজশাহী।

পর্যালোচনা : মিসরীয় পণ্ডিত প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল আযীয খাওয়ালী (রহ.) রচিত *"মিফতাহুস সুন্নাহ"*; যা *"হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত"* শিরোনামে অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের খ্যাতনামা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ (রহ.)। উলূমুল হাদীস বিষয়ে এটি একটি বিরল গ্রন্থ। এতে হাদীস শাস্ত্রের বিষয়গুলো সংক্ষিপ্ত পরিসরে চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এতে সুন্নাহ এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য, তারীখুস সুন্নাহ বা হাদীস সংকলনের ইতিহাস, সিহাহ সিত্তার পরিচিত, বৈশিষ্ট্য ও তুলনামূলক আলোচনা ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া ইমাম মালিক (রহ.) এর *'মুয়াত্তা মালিক'* ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) এর *'মুসনাদ আমাদ'* এর সংকলন পদ্ধতি, অবস্থান ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অতঃপর রিজালুল হাদীস, জারহ এবং তা'দীল, যঈফ ও তাদলীসকারীগণ সম্পর্কে সংকলিত গ্রন্থসমূহের তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে এবং মুসতালাহুল হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। উপসংহারে হাদীস দ্বারা কখন দলীল গ্রহণকরা যাবে, এ যুগে সুন্নাহকে কীভাবে গ্রহণকরা হবে, সুন্নাহ প্রসারে করণীয় ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে।

২২. *হাদীস সংকলনের ইতিবৃত্ত*

গ্রন্থকার : ড. আহসান সাইয়েদ, প্রকাশনায়: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স,২৯ সেগুন বাগিচা, ঢাকা, প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারী, ২০০১ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৫০, মূল্য: ১০০ টাকা। এতে হাদীস সংকলনের ইতিহাস, সিহাহ সিত্তার পরিচিত, বৈশিষ্ট্য ও তুলনামূলক আলোচনা ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া ইমাম মালিক (রহ.) ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) ও ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) এর জীবন-কর্ম এবং তাদের প্রণীত হাদীসগ্রন্থ সম্পর্কে সবিস্তারে বিবরণ গবেষণা ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

২৩. *আসমাউর রিজাল*

গ্রন্থকার : শায়খ ওয়ালী উদ্দিন মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ (রহ.), অনুবাদক : মাওলানা আব্দুল মুহসিন আব্দুল্লাহ আল-মাহমুদপ্রকাশনায় : আর, আই, এস পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

পর্যালোচনা : শায়খ ওয়ালী উদ্দিন মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ (রহ.) কর্তৃক রচিত আলোচ্য "আসমাউর রিজাল" বা রাবী চরিত বিষয়ক গ্রন্থ। মাওলানা আব্দুল মুহসিন আব্দুল্লাহ আল-মাহমুদ অনূদিত গ্রন্থটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। যে সকল রাবী রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এমন ৪৩১ জন রাবীর জীবন ও কর্মের বিস্তর বিবরণ স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থে।

প্রথম খণ্ড

প্রকাশকাল : ২০০২ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৪০, মূল্য : ১৫০ টাকা। এতে ২৪টি পরিচ্ছেদের অন্তর্গত ৩৪১ জন রাবীর জীবনচরিত আলোচিত হয়েছে। প্রথম অনুচ্ছেদে পুরুষ সাহাবাগণের বিবরণ, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বদরী সাহাবা এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদে আশারা মুবাশ্বিরা সাহাবীগণের জীবন বৃত্তান্ত আলোচিত হয়েছে। অতঃপর আরবী বর্ণনুক্রমিক বিন্যাস রীতিতে 'আলিফ' বর্ণ থেকে শুরু করে 'কাফ' বর্ণ পর্যন্ত মোট ৩৪১ জন রাবীর জীবনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রকাশকাল : ২০০২ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৪৮, মূল্য : ১৫০ টাকা। এতে ০৮টি পরিচ্ছেদের অন্তর্গত ৯০জন রবীর জীবনচরিত আলোচিত হয়েছে। অতঃপর আরবী বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস রীতিতে 'লাম' বর্ণ থেকে শুরু করে 'ইয়া' বর্ণ পর্যন্ত মোট ৯০ জন রাবীর জীবনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অতঃপর উম্মাহাতুল মুমিনীনগণের জীবনী এবং আওলাদে রাসূলগণের জীবনবৃত্তান্ত চলিত বাংলায় উপস্থাপিত হয়েছে।

২৪. *আস-সিহাহ আস-সিত্তাহ: পরিচিতি ও পর্যালোচনা*

গ্রন্থকার : ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, প্রকাশ কাল : সেপ্টেম্বর, ২০০২ খ্রি.; ৪র্থ প্রকাশ-২০১৫ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২২০, মূল্য : ২০০ টাকা, প্রকাশস্থান : আল-মাকতাবাতুশ শাফিয়া, রাজশাহী।

পর্যালোচনা : হাদীস শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ছয়টি গ্রন্থ *"সিহাহ সিত্তাহ"* সম্পর্কে রচিত এ গ্রন্থটি আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। **প্রথম অধ্যায়ে** হাদীসের সংজ্ঞা, হাদীস সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও হাদীস গ্রন্থের শ্রেণি বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। **দ্বিতীয় অধ্যায়ে** ইমাম বুখারীর জীবনবৃত্তান্ত পর্যালোচনা; অতঃপর আল-জামি'উস্-সহীহ এর পর্যালোচনায় আল-জামি'উস্-সহীহ এর সংকলন, নামকরণ, প্রণয়নের কারণ, শর্তাবলী, মনীষীগণের মন্তব্য, প্রণয়নে সতর্কতা, হাদীস সংখ্যা, বৈশিষ্ট্য, ভাষ্য গ্রন্থ, সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, এর রাবীগণের জীবনী গ্রন্থ এবং এ গ্রন্থের সমালোচনা সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। **তৃতীয় অধ্যায়ে** ইমাম মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ (র)-এর জীবনবৃত্তান্ত পর্যালোচনা; অতঃপর সহীহ মুসলিম সংকলন, সংকলনের কারণ, নামকরণ, সংকলন পদ্ধতি, শর্তাবলী, হাদীস সংখ্যা, হাদীসের বিশুদ্ধতা, মনীষীগণের অভিমত, বৈশিষ্ট্য, ব্যাখ্যা গ্রন্থ, সংক্ষিপ্ত সংকলন সম্পর্কে উদ্ধৃত হয়েছে। **চতুর্থ অধ্যায়ে** সহীহায়নের (বুখারী-মুসলিমের) মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। **পঞ্চম অধ্যায়ে** আহমাদ ইব্ন শুআইব আন-নাসাঈ (র)-এর জীবনবৃত্তান্ত পর্যালোচনা; অতঃপর তার সুনান গ্রন্থ প্রণয়নের শর্তাবলী, সিহাহ সিত্তার মধ্যে এর স্থান, হাদীস সংখ্যা, মনীষীগণের অভিমত, বৈশিষ্ট্য, ভাষ্য গ্রন্থের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে সুলায়মান ইবনুল আশ'আশ আবূ দাঊদ (র)-এর জীবনবৃত্তান্ত পর্যালোচনা; অতঃপর তার সুনান গ্রন্থ সংকলন, সংকলনের কারণ, সিহাহ সিত্তায় এর স্থান, হাদীস সংখ্যা, হাদীস গ্রহণের মাপকাঠি, আহকাম সম্পর্কিত হাদীস, দীনদারীর জন্য এর চারটি হাদীসই যথেষ্ঠ, উক্ত গ্রন্থের প্রতিলিপি সমূহ, হাদীস বিদগণের মন্তব্য, এর বৈশিষ্ট্য, এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ও সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, ইবনুল-জাওযী (র)-এর বিরূপ সমালোচনা এবং তার যুক্তি খণ্ডন প্রসঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। **সপ্তম অধ্যায়ে** ইমাম তিরমিযী (র)-এর জীবনবৃত্তান্ত পর্যালোচনা; অতঃপর আল-জামি' তিরমিযী সংকলনের উদ্দেশ্য, সিহাহ সিত্তায় আল-জামি'-এর স্থান, হাদীস সংখ্যা, মনীষীগণের অভিমত, এর বৈশিষ্ট্য, আল-জামি'-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ও সংক্ষিপ্ত সংকলন সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। **অষ্টম অধ্যায়ে** মুহাম্মদ ইব্ন মাজাহ (র)-এর জীবনবৃত্তান্ত পর্যালোচনা; অতঃপর সিহাহ সিত্তার মধ্যে সুনানু ইব্ন মাজাহ-এর স্থান, মনীষীগণের মন্তব্য, সুনানু ইব্ন মাজায় মাওযু' হাদীস, সুনানু ইব্ন মাজাহ-এর বৈশিষ্ট্য ও ভাষ্য গ্রন্থ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থটি তথ্য নির্ভর একটি গবেষণামূলক হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ; যা ছাত্র, শিক্ষক, আলিম ও গবেষক সমাজের কাছে ইতোমধ্যেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

২৫. *হাদীস অধ্যয়নের মূলনীতি*

গ্রন্থকার : আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া (রহ.), প্রকাশ কাল : জুলাই,২০০৯ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪৯৬ সংস্করণ: ২য়, মূল্য : ২০০ টাকা, প্রকাশস্থান : মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা।

পর্যালোচনা : হাদীস অধ্যয়নের মূলনীতি গ্রন্থটি আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া কর্তৃক বাংলা চলিত রীতিতে রচিত এবং মাকতাবাতুল আযহার, ১২৮,আদর্শনগর মধ্যবাড্ডা, ঢাকা থেকে এক খণ্ডে প্রকাশিত। এটি ১১টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথমত: হাদীস সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, উলূমুল হাদীসের ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিকথা, ইলমি হাদীস সম্পর্কে কতিপয় পরিভাষা, হাদীসের শ্রেণীবিন্যাস, মওযু' হাদীসের বিধান এবং সর্বশেষ জরহ-তা'দীল ও পাঁচটি পরিশিষ্ট তথা হাদীস থেকে বিধান আহরণের প্রক্রিয়া, শরীয়তের প্রামাণিক উৎস

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে হাদীস, রাবীদের স্তর বিন্যাস, মুহাদ্দিস ও উসুলবিদগণের শতাব্দী ভিত্তিক তালিকা প্রদান, ভারত বর্ষে ইলমে হাদীস চর্চা বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। চলিত বাংলায় রচিত গ্রন্থটি ইতোমধ্যেই কওমী অঙ্গনে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

২৬. *উলূমুল হাদীস কী ও কেন ?*

গ্রন্থকার : মুফতি মুহাম্মদ ইসমাঈল, প্রকাশ কাল : তা.বি, পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৩৯, মূল্য : ১৬০ টাকা, প্রকাশস্থান : হরফ পাবলিকেশন্স, বাংলা বাজার, ঢাকা। উক্ত গ্রন্থটিতে ইলমে হাদীসের পরিচয়, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয়, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, হাদীসের বিভিন্ন প্রকারভেদ, জাল হাদীস চেনার উপায় উদ্ভাবন, মুনকার ও শাযের পার্থক্য, মুআ'ল্লাক হাদীসের হুকুম ইত্যাদি বিষয়ে আলোচন করা হয়েছে।

২০১০-২০২১ পর্যন্ত রচিত উসূলুল হাদীস ও রিজালশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থঃ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার

২৭. *হাদীস নিয়ে বিভ্রান্তি*

গ্রন্থকার : ড. আ.ছ.ম তরীকুল ইসলাম, প্রকাশ কাল: জুন ২০১০ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২৭, প্রকাশস্থান: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, কাটাবন, ঢাকা। এ গ্রন্থে সহীহ হাদীসের গুরুত্ব উল্লেখ করার পাশাপাশি জাল, বানোয়াট ও দূর্বল হাদীসের ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করে সতর্ক করণের বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। হাদীস নিয়ে বিভ্রান্তি নিরসনে ও বিষয়বস্তু স্পষ্ট করার জন্য উদাহরণ উপস্থাপন করার মাধ্যমে তা পরিষ্কার করা হয়েছে। ছোট এ গ্রন্থটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২৮. *প্রশ্নোত্তরে উলূমুল হাদীস*

গ্রন্থকার : মুফতি আব্দুস সালাম সুনামগঞ্জী, প্রকাশ কাল : ২০১০ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৬৪, মূল্য : ২০০ টাকা, প্রকাশস্থান : আনোয়ার লাইব্রেরি, বাংলা বাজার, ঢাকা। উসূলুল হাদীস সম্পর্কে লিখিত মূল্যবান এ গ্রন্থটিতে হাদীসের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, হাদীসের স্তর, বাংলাদেশে ইলমি হাদীস চর্চার সূচনা ও ইতিহাস ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। গ্রন্থটি চলিত বাংলায় রচিত ৬৭টি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উসূলে হাদীসের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২৯. *ইমাম বুখারী (রহ.) এর জীবন-কর্ম ও হাদীস সংকলনে তার কর্ম পদ্ধতি*

গ্রন্থকার : ড. মুফতি মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান, প্রকাশ কাল : ২০১৪ খ্রি.; ৪র্থ প্রকাশ-ফেব্রুয়ারী,২০১৯ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৪০, মূল্য : ২৫০ টাকা, প্রকাশস্থান: আশরাফিয়া বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা।

পর্যালোচনা : *"ইমাম বুখারী (রহ.) এর জীবন-কর্ম ও হাদীস সংকলনে তার কর্ম পদ্ধতি"* শিরোনামে গ্রন্থটি একটি ভূমিকা, পাঁচটি অধ্যায় এবং একটি উপসংহারের মাধ্যমে ইতি টানা হয়েছে। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের জন্য পৃথক পৃথক শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে ইমাম বুখারীর (রহ.) সংক্ষিপ্ত জীবন পর্যালোচনা করা হয়েছে। অতঃপর সুনান, সহীহ, সিহাহ সিত্তাহ এর পরিচিতি উস্থাপন করা হয়েছে। সিহাহ সিত্তাহ ছাড়াও যে সহীহ হাদীস রয়েছে তা দেখানোর উদ্দেশ্যে অন্যন্য প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থের আলোচনা স্থান পেয়েছে। সর্বশেষ সহীহ হাদীস সংগ্রহে ইমাম বুখারীর (রহ.) গৃহীত কর্মপদ্ধতি বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

৩০. *হাদীস বোঝার মূলনীতি* (ইংরেজি)

গ্রন্থকার : ড. আবু আমীনা বিলাল ফিলিপ্স, অনুবাদ : জিয়াউর রহমান মুন্সি, প্রকাশ কাল : নভেম্বর ২০১৭ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২২১ সংস্করণ: ১৬তম, মূল্য : ৩৯৫ টাকা , প্রকাশস্থান : সিয়ান পাবলিকেশন, ঢাকা।

পর্যালোচনা : ড. আবু আমীনা বিলাল ফিলিপ্স কর্তৃক রচিত হাদীস বোঝার মূলনীতি গ্রন্থটি জিয়াউর রহমান মুন্সি অনূদিত এবং সিয়ান পাবলিকেশন, ঢাকা থেকে এক খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থে উসূলুল হাদীস তথা হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ক গ্রন্থ; যা দশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এতে প্রথমে হাদীসের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

Dhaka University Institutional Repository

প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর হাদীস সংকলনের ইতিহাস উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর প্রজন্ম পরম্পরায় হাদীসের ইলম যেভাবে এসেছে তার বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে হাদীসের শ্রেণীবিন্যাস, আপাত বিরোধী হাদীসের মূল্যায়ন, হাদীসের স্তর বিন্যাস, হাদীস বর্ণনাকারী রাবীদের জীবনচরিত এবং হাদীস শাস্ত্রে পারদর্শী নারী রাবীদের সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থটির শব্দ চয়ন, বর্ণবিন্যাস ও বাকরীতি, গ্রন্থের পৃষ্ঠা, কাভার, অঙ্গসজ্জা সার্বিক বিবেচনায় কিছুটা ভিন্নধর্মী; যা সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

৩১. *ইযাহুন নযর শরহ নুখবাতুল ফিকার* (আরবী)

মূল : হাফিজ আবুল ফযল ইবন হাজার আল-আসকালানী (রহ.), ব্যাখ্যাকার: আবুল ফুতুহ আব্দুল ফাত্তাহ বিন মুহাম্মদ আবু গুদ্দাহ (রহ) অনুবাদক : মুফতি মুহাম্মদ শামসুল হক, প্রকাশ স্থান: মাদানী পাবলিকেশন্স, প্রকাশকাল : এপ্রিল-২০২১খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪০৮, মূল্য: ৪৯৯ টাকা। এটি হাফিজ ইবন হাজার কর্তৃক উসূলুল হাদীস বিষয়ে আরবী ভাষায় রচিত *'নুখবাতুল ফিকার'* এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ *'ইযাহুন নযর শরহ নুখবাতুল ফিকার'* এর বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ। আবুল ফুতুহ আব্দুল ফাত্তাহ বিন মুহাম্মদ আবু গুদ্দাহ (রহ) কর্তৃক এতে উসুলূল হাদীস সংকলনের ইতিহাস, ইবন হাজারের জীবনবৃত্তান্ত, শরহ নুখবাতুল ফিকহ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা স্থান পেয়েছে। এর বিন্যাসরীতি খুবই চমৎকার; প্রয়োজনীয় শিরোনামে পয়েন্টভিত্তিক আলোচনা, একাধিক পারিভাষিক সংজ্ঞা এবং উসূলুল হাদীস সম্পর্কে রচিত গ্রন্থের তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া নুখবাতুল ফিকার গ্রন্থের মূল ভাষ্যের সহজ-সরল চলিত বাংলায় ভাষান্তর করা হয়েছে।

৩৩. *প্রিন্সিপলস অব হাদীস* (উর্দু)

গ্রন্থকার : শায়খ আব্দুল্লাহ মারুফী, অনুবাদ : মাওলানা ফয়জুল্লাহ আমান, প্রকাশ কাল : সেপ্টেম্বর-২০২১ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫৯১, মূল্য : ৮০০ টাকা, প্রকাশস্থান : মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা।
পর্যালোচনা : *"হাদীস আওর ফাহমে হাদীস"* শাইখ আব্দুল্লাহ মারুফী কর্তৃক উর্দূ ভাষায় রচিত একটি অসাধারণ গ্রন্থ। *"প্রিন্সিপলস অব হাদীস"* শিরোনামে উক্ত গ্রন্থটি মাওলানা ফয়জুল্লাহ আমান কর্তৃক প্রাঞ্জল বাংলায় অনূদিত, যা মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা থেকে এক খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এটি হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ক একটি গ্রন্থ; যা ১১টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এতে প্রথমে হাদীসের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিন্যাস বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর হাদীসের প্রামাণিকতা ও হাদীস অস্বীকারকারীদের ফিতনা উন্মোচন করা হয়েছে। তারপর হাদীস সংকলনের ইতিহাস উল্লেখিত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় ভারত বর্ষে হাদীস শাস্ত্রের আগমনের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থসমূহের পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য ও সনদ যুক্তির নিরিখে হাদীস যাচাই এবং ফকীহদের ইখতিলাফে হাদীসের ভূমিকা, যয়ীফ হাদীসের দালিলিক অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সর্বশেষ ইমাম আবু হানীফা ও ইলমি হাদীস প্রসঙ্গে বিস্তর আলোচনা স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটি গতানুগতিক ধারায় ব্যতিক্রম ও ভিন্নধর্মী আঙ্গিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। সম্ভবত: এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় রচিত এটিই সর্বশেষ (বর্তমান ২০২১ সাল পর্যন্ত) প্রকাশিত গ্রন্থ।

এ অধ্যায়ে বাংলা ভাষায় রচিত, সংকলিত উসূলুল হাদীস ও রিজালুল হাদীস এবং তৎপূর্বের পর্যালোচনায় বাংলা ভাষায় রচিত, সংকলিত, অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হাদীস গ্রন্থসমূহের পর্যালোচনা করা হয়েছে, যা বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান উপকরণ। যদিও হাদীস চর্চার উপকরণ ও প্রতিষ্ঠান প্রায় সমভাবেই বিকশিত হয়েছে, তবুও বলা চলে, উপকরণ (বই-পুস্তক) ছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা যেমন অসম্ভব, তেমনি প্রতিষ্ঠান ছাড়া উপকরণের সরবরাহও দুঃসাধ্য। তাই হাদীসগ্রন্থ, উসূলল হাদীস ও রিজালশাস্ত্র পর্যালোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস ও উদ্যোগ বিশ্লেষণ করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও মাধ্যম : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও মাধ্যম : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা হয়ে আসছে বিভিন্ন মাধ্যমে। তন্মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সিংহভাগ হাদীস চর্চা হয়ে থাকে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে আলিয়া, কওমী, বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ শিক্ষা ধারা। এ ছাড়াও মসজিদ কেন্দ্রিক জুমআ'র খুৎবা, বিভিন্ন সংগঠন-সংস্থা কর্তৃক হাদীস পঠন কর্মসূচী এবং মাঠে-ময়দানে ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমেও কুরআন-হাদীসের চর্চা হয়ে থাকে। অপরদিকে প্রিন্ট মিডিয়া-ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াও বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান রাখছে। বর্তমানে তথ্য-প্রযুক্তির অবদানে ওয়েবসাইট ভিত্তিক বিভিন্ন লিংকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রায় সকল প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ পাওয়া যাচ্ছে। তা ছাড়া বিভিন্ন অ্যাপলিকেশন, ইউটিউব, ফেসবুক ইত্যাদিতেও যথেষ্ট পরিমাণে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা হচ্ছে। পদ্ধতিগত বিভিন্ন মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা হলেও প্রকৃতিগত মান নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। ফলে প্রতিষ্ঠান ভেদে এবং প্রচার মাধ্যমের দিক বিবেচনায় হাদীস চর্চার পরিমান ও গুণগত মান অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। উক্ত উদ্দেশ্যে বর্তমান অধ্যায়ে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হবে।

৬.১ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা

হাদীস চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা কখন কীভাবে শুরু হয়? বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার সূচনা কখন থেকে শুরু হয়? ১৯৫২ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত কতগুলো হাদীস চর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কোন শ্রেণিতে কী পরিমাণ শিক্ষার্থী হাদীস শাস্ত্র চর্চা করেছেন? তা খুজেঁ বের করা আবশ্যক। মূলত মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা হাদীস শাস্ত্র চর্চার সূতিকাগার। এ শিক্ষাব্যবস্থায় রয়েছে কয়েকটি ধারার মাদরাসা। তা ছাড়া কোন ধারার প্রতিষ্ঠানে কোন শ্রেণিতে কতটুকু হাদীস পাঠদান করা হয়, তা অবগত হওয়ার একমাত্র প্রামাণিক উপায় হচ্ছে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সিলেবাস পর্যালোচনা করা। তাই সিলেবাস ভিত্তিক আলিয়া ও কওমী মাদরাসা, প্রাথমিক-মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস ভিত্তিক হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ ও কোর্স এর পর্যালোচনার মাধ্যমে এ অধ্যায়ে বাংলা ভাষায় প্রাতিষ্ঠানিক হাদীস চর্চার ধরন ও প্রকৃতি উন্মোচন করা হবে।

৬.১.১ আলিয়া মাদরাসা শিক্ষা ধারা : ইতিহাস ও ঐতিহ্য

আলিয়া মাদরাসার অতীত-বর্তমান: ১৭৭৬ সালের কথা। দিল্লীর বিখ্যাত জ্ঞানতাপস শাহ ওয়ালী উল্লাহ এবং দরসে নিযামীর[১] প্রবর্তক মুল্লা নিজামুদ্দীনের শিষ্য প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ মুল্লা মাজদুদ্দীন কলিকাতায় আসেন। ফুলের সুভাষের ন্যায় ক্রমে তার বিদ্যাবত্তা ও গুণের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কলিকাতার নেতৃস্থানীয় মুসলিম ব্যক্তিবর্গকেও তা স্পর্শ করে। তারা তার দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হন। ফলে তার জ্ঞানভাণ্ডার থেকে উপকৃত হওয়ার মানসে তারা ১৭৮০ সালে বাংলার শাসনকর্তা লর্ড হেস্টিংসের সাথে সাক্ষাৎ করে মুসলিম সন্তানদের সুশিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করার নিমিত্ত নিবেদন করেন। আবেদন পত্রে তারা মুল্লা মাজদুদ্দীনের মতো একজন বিদগ্ধ শিক্ষাবিদকে কাজে লাগানোর বিষয়টিও উল্লেখ করেন। দেশের বিচারিক ও প্রশাসনিক শূন্যতা পূরণের কথা ভেবেই হেস্টিংস প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে তাদেরকে আশ্বাস দেন।[২]

---

১ **দরসে নিযামিয়া:** দরসে নিযামিয়া হচ্ছে ভারত উপমহাদেশের প্রাচীন মাদরাসাসমূহের পাঠ্যসূচি। প্রকৃতপক্ষে মোল্লা কুতুবুদ্দীন শহীদই (মৃ. ১৬৯১ খ্রি.) ছিলেন দরসে নিযামিয়ার উদ্ভাবক। কিন্তু তাঁর সুযোগ্য পুত্র মোল্লা নিযামুদ্দীন সিহালবীর (মৃ. ১৭৪৮ খ্রি.) সময় এ শিক্ষাব্যবস্থা অধিক উন্নতি, জনপ্রিয়তা ও প্রসার লাভ করেছিল বলেই তা "দরসে নিযামিয়া" নামে অভিহিত করা হয়। তাঁর শিষ্য মুল্লা মাজুদ্দীন এ দেশের প্রাচীন বিদ্যাপিঠ কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় সে পাঠ্যসূচীই প্রবর্তন করেন। তাঁর পাঠ্যসূচীর বিষয়বস্তু ছিলো নিম্নরূপ: আরবী ব্যকরণ (সরফ ও নাহউ), মান্তিক (তর্ক শাস্ত্র), হিকমত (বিজ্ঞান), রিয়াদী ও হায়আত (গণিত ও জ্যোতিবিদ্যা), বালাগাত (অলংকার শাস্ত্র), ফিকহ, উসূলুল ফিকহ, কালাম শাস্ত্র (আকঈদ), তাফসীর ও হাদীস। [আব্দুল হক ফরীদি, *মাদ্রাসা শিক্ষা: বাংলাদেশ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫খ্রি, পৃ.৪৬-৪৮]

২ বি.দ্র.: আব্দুল হক ফরীদি, *মাদ্রাসা শিক্ষা: বাংলাদেশ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫খ্রি, পৃ.৩২-৩৩; আব্দুস সাত্তার, *আলিয়া মাদ্‌রাসার ইতিহাস*, ঢাকা: ই.ফা.বা., সং.৩, ২০১৫খ্রি, পৃ. ৩৪-৩৫

Dhaka University Institutional Repository

হেস্টিংস অনতিবিলম্বে সিদ্ধান্ত কার্যকর করার উদ্দেশ্যে, মাদরাসার কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি দেন। সেমতে ১৭৮০ খ্রি. অক্টোবর মাসে কলিকাতা শহরের শিয়ালদহ স্টেশনের কাছে বৈঠকখানার একটি ভাড়া বাড়িতে প্রস্তাবিত মাদ্‌রাসার উদ্বোধন করা হয়। দরসে নিযামিয়ার পাঠ্যক্রম অনুযায়ী মাদ্‌রাসা শিক্ষার বিষয়বস্তু প্রবর্তন করা হয়। মাদ্‌রাসার ব্যয় নির্বাহের সকল দায়িত্ব গভর্ণর হেস্টিংস নিজেই গ্রহণ করেন।[৩] অতঃপর ১৭৮২ খ্রি. তার অনুরোধে এবং বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর অনুমোদনক্রমে সরকার মাদরাসা পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[৪]এটিই বর্তমান স্বয়ংসম্পূর্ণ আলিয়া মাদ্‌রাসার সূচনা পর্ব। এই মাদ্‌রাসায় দরসে নিযামিয়ার পাঠ্যসূচি ১৭৯০ খ্রি. পর্যন্ত চালু থাকে। পরবর্তীতে পাঠ্যক্রম নতুনভাবে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করা হয়। যাতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে হাদীস শাস্ত্রের পাঠ্য হিসেবে *মিশকাতুল মাসাবীহ* ও *তাফসীর জালালাইন* ও *বায়যাবী* শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। অতঃপর এর পাঠ্যতালিকা থেকে হাদীস ও তাফসীরকে বাদ দেয়া হয়, যা (১৯০৮ খ্রি. পর্যন্ত দীর্ঘ ১১৮ বছর পর্যন্ত) একশতাব্দীরও বেশি সময় বিদ্যমান ছিলো।[৫] শিক্ষার ধারাকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে ১৮২১ সালের ১৫ আগস্ট কলিকাতা টাউন হলে আলিয়া মাদরাসার প্রথম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সে পরীক্ষা গ্রহণের ধারা আজও চালু রয়েছে।[৬] অতঃপর ১৮২৬ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিকের নির্দেশক্রমে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় ইংরেজি শিক্ষা চালু করা হয়। তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের মানসিকতায় এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করা যাতে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন করে এতে পাশ্চাত্যের শিক্ষা প্রবর্তন করা যায়।[৭] ১৮২৭ খ্রি. কলিকাতার ওয়েলেসলি স্ট্রিটের পার্শ্বে গোল তালা (বর্তমান হাজী মহসীন স্কয়ার) এলাকায় সুসজ্জিত-সুরম্য একটি ভবন নির্মাণ করে তথায় উক্ত মাদ্‌রাসা স্থানান্তরিত করা হয় এবং ঐ বছর আগস্ট মাসে নতুন ভবনে নতুন পাঠ্যসূচির আলোকে পাঠদান শুরু হয়।[৮] যদিও বৃটিশদের ভারত শাসনকার্য পরিচালনার জন্য উপযুক্ত আমলা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আলিয়া মাদরাসার সৃষ্টি; কিন্তু ১৮৩৫ সালে ইংরেজিকে আদালতের ভাষা করার পর তা উদ্দেশ্যহীন একটি ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান হিসেবেই বিদ্যমান থাকে।[৯] ১৮৫০ সালে আলিয়া মাদরাসার জন্য প্রিন্সিপ্যাল পদ সৃষ্টি করা হয় এবং প্রসিদ্ধ প্রাচ্য ভাষাবিদ ড. স্প্রেঙ্গারকে সর্বপ্রথম প্রিন্সিপ্যাল নিয়োগ করা হয়। তার ধারাবাহিকতায় ১৯২৬ সাল পর্যন্ত অত্র প্রতিষ্ঠানে ২৬ জন ইংরেজ প্রিন্সিপ্যালের দায়িত্ব পালন করেন।[১০] অতঃপর অত্র মাদরাসার আদলে হুগলী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে একটি করে মাদরাসা স্থাপন করা হয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৮৮৫ সালের মার্চ মাসে দশটি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাদরাসায় ১৩৮৬ জন ছাত্র ছিলো, যাদের মধ্যে ১০৫৭ জন ছিল সরকারি মাদরাসার ছাত্র।[১১]

মাদরাসা শিক্ষার সংস্কার ও টাইটেল (মাস্টার্স) কোর্স প্রবর্তন: বিশিষ্ট মুসলিম নেতৃবৃন্দের পরামর্শে মাদরাসা শিক্ষার সংস্কার ও টাইটেল (মাস্টার্স) কোর্স চালুর নিমিত্ত ১৯০৯-১০ সালে কলিকাতা ও হুগলী মাদ্‌রাসায় আর্লকমিটির সুপারিশে নতুন শিক্ষানীতি ও পাঠ্য বিষয় চালু করা হয়। পূর্বে মাদ্‌রাসায় সর্বমোট ৮টি ক্লাস চালু ছিল। আর্ল কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী এখন হতে সর্বমোট ১১টি ক্লাস চালু করা হয়। (ছয়টি জুনিয়র ও পাঁচটি সিনিয়র)। সিনিয়র ক্লাসের সর্বোচ্চ আরো তিনটি ক্লাস টাইটেলের জন্য প্রবর্তন করা হয়। টাইটেল ক্লাস পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের সমমানের। অতএব টাইটেল ক্লাসসহ মাদ্‌রাসায় সর্বমোট ক্লাস দাড়ালো চৌদ্দটি। ১৯০৯ খ্রি. নতুন শিক্ষানীতির পাঠ্যসূচীর আলোকে টাইটেল ক্লাসে হাদীস ও তাফসীর বিভাগের উদ্বোধন করা হয় ।[১২] উক্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক টাইটেল (হাদীস) শ্রেণির **প্রথম বর্ষে:** *তিরমিযী, ইবন মাজাহ, সহীহ মুসলিম, তাফসীর বায়দাবী* ইত্যাদি; **দ্বিতীয় বর্ষে:** *আবু দাউদ, নাসাঈ ও তাফসীর কাশশাফ* এবং **তৃতীয় বর্ষে:** *সহীহ*

---

৩ আব্দুল হক ফরীদি, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৩-৩৪ ; আব্দুস সাত্তার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮

৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৪

৫ মাওলানা আজমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯২

৬ আব্দুস সাত্তার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬

৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫, ৬৯

৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫,৫৮,৫৯; ড. আহসান সাইয়েদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

৯ মাওলানা আজমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৩

১০ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৩ আব্দুস সাত্তার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১

১১ আব্দুল হক ফরীদি, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৫-৪৬

১২ আব্দুস সাত্তার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮১; *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৩

Dhaka University Institutional Repository

বুখারী, *সহীহ মুসলিম*, *তাফসীর তাবারী* ইত্যাদি বিষয় পাঠ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।[১৩] পরবর্তীতে এই মাদ্‌রাসার মডেল অনুযায়ী যে সকল মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় সেগুলোকে আলিয়া ধারার মাদরাসা হিসেবে অভিহিত করা হয়। কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার পর বাংলাদেশে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে তিনটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়; যা তৎকালীন পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের জন্য স্থাপিত প্রথম সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মুহসিনিয়া মাদ্‌রাসা নামে এ তিনটি মাদ্‌রাসা এতদঞ্চলে চার দশক (১৮৭৪-১৯১৫) ধরে হাদীস শাস্ত্র চর্চায় তথা ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ অবদান রাখে।

ওল্ড ও নিউ স্কিম মাদরাসা প্রবর্তন: ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম শিক্ষা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দুটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উভয় সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে মাদরাসা শিক্ষার আমূল সংস্কার চেয়ে সুপারিশ করা হয়। সে সুপারিশের আলোকে এবং দেশ-বিদেশের বহু ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে ১৯১০ সালে শামসুল ওলামা আবু নসর মুহাম্মদ ওহীদ প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পর্যন্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতীয় শিক্ষা প্রকল্প প্রস্তুত করেন। সে আলোকে ১৯১৪ খ্রি. (Reformed madrasha scheme) বা 'মাদরাসা সংস্কার পরিকল্পনা' নামে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯২১ খ্রি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লগ্নে কলা অনুষদের অন্তর্গত (Department of Islamic Studies) 'ইসলামিক স্টাডিজ' নামে একটি বিভাগ চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই বিভাগে ছাত্র-ছাত্রী যোগান দেওয়ার জন্য 'ফিডার প্রতিষ্ঠান' হিসাবে তার পাঠ্যক্রমের সঙ্গে মাদরাসা সমূহের পাঠ্যক্রমের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী তদানীন্তন হাইস্কুল ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমপর্যায়ভুক্ত করে হাই মাদরাসা ও জুনিয়র মাদরাসা' নামে নতুন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়। এসব মাদরাসাই 'নিউ স্কিম মাদরাসা' (New Scheme Madrasha) নামে অভিহিত। অপর দিকে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসার আদলে পূর্ব থেকে প্রচলিত মাদরাসাগুলো নতুন সংস্কারকৃত পাঠ্যক্রম অনুসরণ না করে পূর্ববর্তী পাঠ্যক্রম ও নিয়মে থেকে যায়। এ মাদরাসাগুলো 'ওল্ড স্কিম মাদরাসা'(Old Scheme Madrasha) নামে অভিহিত হয়। পরবর্তীতে (১৯৫৯ খ্রি.) 'আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশনের' আলোকে নিউ স্কিম মাদরাসাগুলো উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরিচালিত হয়ে হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়। আর ওল্ড স্কিম মাদরাসাগুলো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সহকারে আজও আলিয়া মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে।[১৪]

কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার প্রায় দেড়শত বছর পর ১৯২৭ সালে প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে প্রথম বারের মতো শামসুল উলামা কামাল উদ্দিন আহমদ নিয়োগ প্রাপ্ত হন। তাঁর সময় হতে প্রথম আলিয়া মাদরাসার অনুসরণে দেশে অপরাপর মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা শুরু হয়। তখন ১৯২৮ খ্রি. এসব মাদরাসা পরিচালনা, মঞ্জুরী, সিলেবাস ও পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব পালনের জন্য কলিকাতা মাদরাসায় "সেন্ট্রাল বোর্ড অব মাদরাসা এক্সামিনিশন" নামে ৮ সদস্য দ্বারা একটি বোর্ড গঠিত হয়। এই বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর কলিকাতা আলিয়া মাদরাসার অনুকরণে মাদরাসাসমূহের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করে। তারপর শামসুল হুদা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সিলেবাস প্রণয়ন করা হয় এবং সাথে সাথে বোর্ডের কলেবর ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। কলিকাতা আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপ্যালকে এর বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য বিধান রাখা হয়। ১৯৪৭ খ্রি. পর্যন্ত এ ব্যবস্থা চলতে থাকে। সে বছর মোয়াজ্জম হোসেন কমিশন প্রবর্তিত সিলেবাস চালু করা হয়।[১৫] পূর্ব পাকিস্তানে (১৯৪৭-৪৮ খ্রি.) পুরাতন স্কিমের মাদরাসার সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ:[১৬]

মাদরাসার ধরন	মাদরাসার সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
সরকারি সিনিয়র মাদরাসা	২	৩০১ জন
অনুমোদিত সিনিয়র মাদরাসা	১৮৯	২৩,৫৫২ জন
অনুমোদিত জুনিয়র মাদরাসা	৯১	৮,৩৯৩ জন

১৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৭

১৪ Dr. Sekender Ali Ibrahimi, *Report on Islamic education and Madrasha education in Bengel*, I.F.B. Dhaka1987, vol.IV P.32, 37, 40; আব্দুল হক ফরীদি, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৪

১৫ ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন, *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা: ই.ফা.বা. ২০০৫খ্রি., পৃ. ১৫১

১৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৮

Dhaka University Institutional Repository

অনুমোদন বহির্ভূত সিনিয়র মাদরাসা	৩৩	৩,৫৭৩ জন
অনুমোদন বহির্ভূত জুনিয়র মাদরাসা	৬৩	৩,৩৯৩ জন
মোট	**৩৭৮**	**৩৯,৫১৫ জন**

ঢাকায় সরকারি আলিয়া মাদরাসাঃ পুরাতন স্কিমের আওতায় পরিচালিত মাদরাসাসমূহের মধ্যে পাকিস্তান আমলে দুটি মাদরাসা সরকারি হিসেবে চালু হয়। ১৯১৩ খ্রি. হতে সিলেট আলিয়া মাদরাসা এবং ১৯৪৭ খ্রি. থেকে মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা সরাসরি সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়ে আসছে। উল্লেখ্য, মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা, কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা নামে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হলেও পাক-ভারত বিভক্তির পর ১৯৪৭ খ্রি. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় প্রিন্সিপ্যাল জিয়াউল হক ও তাঁর সহকর্মীদের প্রচেষ্টায় এক দূর্লভ গ্রন্থ সমৃদ্ধ বিশাল লাইব্রেরিসহ এটা ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫৯ খ্রি. পর্যন্ত এটা সদরঘাটের নিকট ঢাকা মুসলিম গভঃ হাই স্কুলের ডাফরিন ছাত্রাবাসে অস্থায়ীভাবে অবস্থান করে এবং ১৯৬০ খ্রি. বকশি বাজারে তার নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়।[১৭] অতঃপর তা বর্তমান পর্যন্ত সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর ১৯৪৮ খ্রি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের অধীন মাদ্‌রাসার আলিম, ফাযিল ও কামিল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ শিক্ষা ধারার স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মান বজায় রাখার স্বার্থে একটি আলাদা শিক্ষাবোর্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডঃ সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত : বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও অগ্রগতির অভিভাবক 'বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড'। এটি প্রতিষ্ঠার সাথে দু'শ বছরের দীর্ঘ ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাস জড়িত। ১৭৮০-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কলিকাতা আলিয়া এবং ১৯৪৭-১৯৭১ সাল পর্যন্ত ঢাকায় পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। ১৯৪৯ খ্রি. ঢাকায় বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ দেশের সরকারি ও সরকার অনুমোদিত সকল মাদ্‌রাসা এ বোর্ডের অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে। ১৯৫০ খ্রি. থেকে মাদ্‌রাসায় দাখিল এর পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করা হয়। দেশর স্বাধীনতাত্তোর বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্‌সারা শিক্ষা যুগোপযোগী করা ছিল সময়ের দাবী। এ ছাড়া স্বাধীনতার পর বোর্ডকে স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা প্রাদানের বিষয়টি সরকারের উচ্চপর্যায়ে বিবেচনাধীন ছিল। কিন্তু সিদ্ধান্তহীনভাবে দীর্ঘদিন পড়ে থাকার পর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের গোচরীভূত হলে তিনি ২ মার্চ, ১৯৭৮ খ্রি. মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড অর্ডিন্যান্স জারী করে সরকারি গেজেটে প্রকাশ করার ব্যবস্থা নেন। "বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড অর্ডিন্যান্স" নামে এর নামকরণ করা হয়। স্বায়ত্তশাসন লাভ করার পরও কয়েক মাস মাদরাসা-ই আলিয়ার অধ্যক্ষ বোর্ডের চেয়াম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড অর্ডিন্যান্সটিতে বাংলাদেশের মাদরাসাসমূহের স্তর বিন্যাস, মঞ্জুরী প্রদান, পাঠ্যক্রম নির্ধারণ ও মাদারাসা শিক্ষার যাবতীয় বিষয়ের সুস্পষ্ট বিধান রাখা হয়েছে। অর্ডিন্যান্সে মাদরাসা শিক্ষা (Madrasha Education) বলতে ইবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল স্তরকে নির্ধারণ করা হয়েছে। বোর্ডের অর্ডিন্যান্সে পাঠ্যক্রম সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়, কুরআনুল কারীম, ইসলামিয়াত, তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, কালাম, উসূল, ফারায়েজ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় পাঠ দান করা হবে।[১৮] উল্লেখ্য যে, ১৯৮৫ খ্রি. থেকে দাখিল স্তরকে এস. এস.সি. এবং আলিম স্তরকে এইচ.এস.সি. এর সমমান দেওয়া হয়। ফাযিল শ্রেণিকে বি.এ. এর সমমান এবং কামিল শ্রেণিকে এম.এ. এর সমমান ধরা হয়। দাখিল ও আলিম শ্রেণিতে মানবিক ও বিজ্ঞান শাখা চালু রয়েছে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেও আলিয়া ধারার মাদরাসা হিসেবে অভিহিত করা হয়।

আলিয়া শিক্ষা ধারার স্তর ও পরীক্ষা পদ্ধতিঃ আলিয়া মাদরাসা ২৩০ বছরে বহু ঝড়-ঝাপটা, চড়াই-উৎরাই পার করে কালের সাক্ষী হয়ে যেমনিভাবে আজো টিকে আছে, ঠিক তার শিক্ষাধারার স্তর, পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্যেও রয়েছে নানা ভাঙ্গা-গড়ার ইতিহাস। ১৮২১ সালের ১৫ আগস্ট কলিকাতা টাউন হলে আলিয়া মাদরাসার প্রথম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় পরীক্ষা গ্রহণ চলতে থাকে। ১৯১৫-১৯১৬ খ্রি. প্রবর্তিত নিউ স্কীম

১৭ মাওলানা আজমী, *প্রাগুক্ত*, ২৯২

১৮ The Madrasha Education ordinance-1978, Chapter-1, Para`O'1, p.2

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসার প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা দশম শ্রেণির পাঠ সমাপ্তিতে দাখিল/ম্যাট্রিকুলেশনের প্রথম পরীক্ষা (তখন ঢাকা শিক্ষা বোর্ড বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোনটিই ছিল না বিধায়) তদানীন্তন সরকারের শিক্ষা বিভাগ গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। এ পরীক্ষার নাম দেওয়া হয় 'ইসলামিক ম্যাট্রিকুলেশন'। এ পরীক্ষায় যারা পাস করে তাদের ইন্টারমেডিয়েট পর্যায়ে শিক্ষা দানের জন্য কলিকাতা সরকারি আলিয়া মাদরাসায় ইসলামিক ইন্টারমেডিয়েট ক্লাস চালু করা হয়। দ্বিতীয় বর্ষ সমাপনান্তে যে পরীক্ষা নেওয়া হয় তার নাম ছিল ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা।[১৯] ১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকে মাদরাসা শিক্ষার দাখিল বা মাধ্যমিক পর্যায়ে কোন পাবলিক পরীক্ষা ছিল না। আলিম, ফাযিল ও কামিল পর্যায়ে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। ১৯৫০ খ্রি. থেকে দাখিল পরীক্ষা নামে একটি পাবলিক পরীক্ষা শুরু হয়। তাই পাকিস্তান আমল থেকেই মাদরাসা শিক্ষার জন্য পাঁচটি স্তর চালু হয়। স্তরগুলোর মেয়াদ নিম্নক্তো সারণীর আলোকে নির্ধারণ করা হয়।[২০]

সারণী

ক্রমিক নং	স্তরের নাম	স্তরের মেয়াদ
১	ইবতেদায়ী	৪ বছর মেয়াদী
২	দাখিল	৬ বছর মেয়াদী
৩	আলিম	২ বছর মেয়াদী
৪	ফাযিল	২ বছর মেয়াদী
৫	কামিল	২ বছর মেয়াদী

উল্লেখ্য, ১৯৮৫ সাল থেকে কামিল শ্রেণিতে (হাদীস, ফিক্‌হ, তাফসীর, আদব ও মুজাব্বিদ) মোট পাঁচটি বিভাগ প্রবর্তন করা হয়।[২১] কিন্তু পরবর্তীতে ২০০৬ সালে ফাযিলকে ডিগ্রি/অনার্সের সমমান ঘোষণা করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ৩ বছরের ফাযিল (পাস) কোর্স চালু হয় এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদী কোর্স হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। ২০১৪ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দেশের প্রসিদ্ধ ৩১টি মাদরাসায় ৪ বছর মেয়াদী ফাযিল (অনার্স) কোর্স ও ১০৭৭টি ফাযিল (স্নাতক) এবং ২১৫টি কামিল (স্নাতকোত্তর) মাদরাসা চলমান ছিল।[২২]

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীন গৃহীত পরীক্ষা ও ফলাফল

নিম্নে ১৯৫২ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এর অধীন গৃহীত (দাখিল-কামিল) পরীক্ষাসমূহের প্রাপ্ত তথ্যাদির পরিসংখ্যানের তুলনামূলক সারণী [২৩] ছক আকারে প্রদত্ত হলো; যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা বৃদ্ধির আনুপাতিক হার স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়।

খ্রিষ্টাব্দ	দাখিল			আলিম			ফাযিল			কামিল		
	অংশ গ্রহণ	কৃতকার্য	শতকরা হার	অংশ গ্রহণ	কৃতকার্য	শতকরা হার	অংশ গ্রহণ	কৃতকার্য	শতকরা হার	অংশ গ্রহণ	কৃতকার্য	শতকরাহার
১৯৮২	১৭৩৭২	১১৪৩২	৬৫.৮৩%	৭২৬৯	৫৩৬৮	৭৩.৮৫%	৩৪২১	১৯৪৮	৫৪.০৮%	২৪৮৩	১০৭৮	৪৬.০৭%
১৯৮৩	১৯১৯৮	১২৬০১	৬৫.৬৩%	৮৫২০	৪৭৩৩	৫৫.৫%	-	-	-	-	-	-
১৯৮৪	২৪০২৪	১৫৫৬১	৬৪.৭৭%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৯৮৫	-	-	-	১৪৫৩৭	১০২৮৫	৭১.০০%	-	-	-	-	-	-

১৯ Report on Islamic Eduction and Madrasha Education in Bengal, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka- 1987, Vol. IV. P. 48-52

২০ মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, ঢাকা: ১৯৯৯ খ্রি., পৃ. ৩৪৩-৩৪৫

২১ বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, অফিস রেকর্ড।

২২ প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, *ইসলামী বিশ্ববিদ্যাল ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, কুষ্টিয়া: রাহিন-রাশদ প্রকাশনী, ২০১৬ খ্রি., পৃ.৩৫৫

২৩ বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর পরীক্ষা বিভাগ থেকে ডেপুটি কন্ট্রোলার ড. হুসাইন মুহাম্মদ ফারুক এর সহযোগিতায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিন্যস্ত। তবে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়েও শূন্যস্থানগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য যে, ২০১০ সাল থেকে ফাযিল-কামিলকে ডিগ্রি ও মাস্টার্স এর মান প্রদান করায় উক্ত শ্রেণিদ্বয়ের পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব চলে যায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া এর অধীনে। তাই সে সকল তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৬	২৫৫৭১	১৭৫১৪	৬৫.৯১%	১৭৬২৩	১২০৮৭	৬৮.৫৯%	১১৬১৮	৮১৫৮	৭০.২১%	৩৫৫৯	২৬৬০	৭৪.৭৪%
১৯৮৮	৪৫৫৩৫	২৪৯৮০	৬১.০১%	২১০৯৯	১৩৫৭৩	৬৪.৩৩%	১৫৩১২	১২৬০২	৬৯.২৪%	৬৭৪৫	৬০৯০	৭৯.৬৬%
১৯৮৯	৪৮০১৮	২৭৩৪৪	৫৬.৯৫%	২২২০০	১১৬৬৩	৫২.৫৩%	১৪৯০৫	৮৩৯৫	-	৮৪৪২	৫৯২৫	৭০.১৮%
১৯৯০	৪৬৫৮৪	২১৮৬৫	৪৬.৯৪%	২৫৬২৬	১১৫২৩	৪৪.৯৬%	১৫১৯৯	৭০৯৯	৪৬.৭০%	৯১৫৫	৫৫০৮	৬০.১৬%
১৯৯১	৫৩০৫৬	২৯২৯৮	৫৫.২০%	২৯০২৬	১৪২৯৩	৪৯.২৪%	১৪১২৮	৭৫৬১	৫৩.৫২%	৭৮০৭	৫৭০৯	৭৩.১২%
১৯৯২	৫০৪৭১	৩০৬৫৯	৬.৭৪%	২৫৭৬২	১৮১৭১	৭০.৫৩%	১২৭৬৩	৯১২৫	৭১.৫০%	৬৭৪৪	৫৪০৬	৮০.১৬%
১৯৯৩	৫৬২৭৮	৩২২৯৬	৫৭.৩৯%	২৬৭১৮	১৪৯৬৫	৫৬.০১%	১৩২০৯	৭২১৫	৫৪.৬২%	৭৯৫৫	৬০৪৫	৭৫.৯৮%
১৯৯৪	৫৯৮০৬	৪৫১১১	৭৫.৪২%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৯৯৫	৬৭৯০৩	৪৬৭২৮	৬৮.৮১%	৩১২৫১	১৯৮৬৪	৬৩.৫৬%	১৩২৫৬	৯৩৪১	৭০.৪৬%	৮০৭০	৬৮৯৬	৮৫.৪৫%
১৯৯৬	৮০৩২৭	৫৬০৩৭	৬৯.৭৬%	৪১৯০৩	২৬২৬০	২৬.৬৭%	১৫৯১৮	১১২৫০	৭০.৬৭%	১০০৯৪	৮৪০২	৮৩.২৩%
১৯৯৭	১০৪৬৪১	৭১৩৬৭	৬৮.২০%	৪৮২৬৪	২৬৬৮৫	৫৫.২৯%	১৭৯৪৯	১৩৩৪৪	৭৪.৩৪%	৯৭৭০	৮৩৪৫	৮৫.৪১%
১৯৯৮	১৩৪৮৫৬	৮৭৪৯৯	৬৪.৮৮%	৫১৮২০	২৭৩৪২	৫২.৭৬%	২১৩৮৮	১৬৮০৩	৭৮.৫৬%	১০২৫০	৮৭৯৩	৮৫.৭৯%
১৯৯৯	১৩৩৬১২	৯৮৫১৮	৭৩.৭৩%	৫৬৯৯৯	৩৩২৪৭	৫৮.৩৩%	২০৩৩১	১৫৭৮৪	৭৭.৬৪%	১০২৭৬	৯১৩৩	৮৮.৮৮%
২০০০	১৪৭৪৭৪	৮৫৮৪৪	৫৮.২১%	৬১৫৮৮	২৭৩৯০	৪৪.৪৭%	২২৪৮৩	১৩৫১৮	৬০.১৩%	১২৯৫২	১১৩৭৬	৮৭.৮৩%
২০০১	১৪৭৬৯৪	৮৯৩৩২	৬০.৪৮%	৬৩৬২৯	২৩০৩৫	৩৬.২%	২৩৮৯৬	৯৯৭৭	৪১.৭৫%	৯৩৭৭	৭৮২২	৮৩.৪২%
২০০২	১৪৮৭০৭	৭৮০৮৩	৫২.৫১%	৬৫৪৫৭	১৭৬৯৯	২৭.০৪%	২৪৪৩১	৮৬৫০	৩৫.৪১%	৯০১৯	৬৯৯৮	৭৭.৫৯%
২০০৩	১৬৩২১৮	৬৮৫২৯	৪১.৯৯%	৬০৯৩৪	২৪৩৫৯	৩৯.৯৮%	২০১৮৩	৯৮৩৫	৪৮.৭৩%	৬৯৯২	৫৯৫১	৮৫.১১%
২০০৪	১৭৬৬৫৯	১০৫৬৮৬	৫৯.৮২%	৫৫২৮১	২২৯১৮	৪১.৪৬%	১৭৫২১	৯২৯১	৫৩.০৩%	৬৮৯৮	৫৮৭৪	৮৫.১৬%
২০০৫	১৫৬৮১৪	৯৭৩৮৬	৬২.১%	৪৭১৯৭	৩০৫৮৯	৬৪.৮১%	১৯৫৬১	১৩১৭৪	৬৭.৩৫%	৭৭১৭	৭০১০	৯০.৮৪%
২০০৬	১৬১৯৯৯	১২২৮৫০	৭৫.৮৩%	৫৬৫৯৪	৪২৫৮২	৭৫.২৪%	১৮৪১২	১৪৪৬৫	৭৮.৫৬%	৭৯৬৫	৭৫৩৮	৯৪.৬৪%
২০০৭	১৬৭৭৩৫	১১০৫৪৪	৬৫.৯%	৫১৬২৩	৩৮৬৩৪	৭৪.৮৪%	১৮৭০৩	১৪৬৫৫	৭৮.৩৬%	১০১৯৬	৯৯৩০	৯৭.৩৯%
২০০৮	১৮০৫৮৯	১৪৮২৭৬	৮২.১১%	৬১৭২৭	৫০৮৯৩	৮২.৪৫%	৩৪৫৯	২৮০২	৮১.০১%	৭০৬	৬৯০	৯৭.৭৩%
২০০৯	১৮৫৭২০	১৫৯৫১৯	৮৫.৮৯%	৫৮৯৭৮	৪৯৯০৭	৮৪.৬২%	২৭৩	২২৪	৮২.০৫%	৫২	৫২	১০০%
২০১০	২১০৪২২	১৮২৬০১	৮৬.৭৮%	৭৩৭৯০	৬৩৮৭৪	৮৬.৫৬%						
২০১১	২৩৭৫২৬	১৯৭৮৭৪	৮৩.৩১%	৭৬০১৫	৬৮২৪২	৮৯.৭৭%						
২০১২	২৭৩০৮৩	২৪১৬৭৫	৮৮.৫%	৮৪২৪৬	৭৭৩৩১	৯১.৭৯%						
২০১৩	২২১২৬০	১৯৭২৫৫	৮৯.১৫%	৮৭৪৭৪	৮০০১৬	৯১.৪৭%						
২০১৪	২৩৬৬৩০	২১১২৬৯	৮৯.২৮	১০৫৮৪৯	৯৯৫৯৭	৯৪.০৯%						
২০১৫	২৫৪৬২২	২২৯৭১৪	৯০.২২	৮২৫৫৮	৭৪৪৭৯	৯০.২১%						

উল্লিখিত সারণীতে **১৯৮২** সাল থেকে **২০১৫** পর্যন্ত দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের পাশের হার বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ধাপে ধাপে ক্রমবৃদ্ধির প্রতি নির্দেশ করে। বিশেষত: কামিল (হাদীস) শ্রেণিতে যারা উত্তীর্ণ হন তারা মুমতাজুল মুহাদ্দিসীন হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন। তাই যারা কামিল (হাদীস) পাস করেন তাদের সারণী দ্বারা মুহাদ্দিসগণের ক্রমবর্ধমান হার বোঝানো হয়েছে।

মহান স্বাধীনতাত্তোর আলিয়া মাদরাসায় হাদীস চর্চা: যদি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বাপর মাদরাসার সংখ্যা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধির তুলনামূলক পরিসংখ্যান চিত্র উপস্থাপন করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, স্বাধীনতাত্তোর মাদরাসার সংখ্যা কী পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, সাথে সাথে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক সংখ্যার আনুপাতিক হার কেমন বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মাধ্যমে বেরিয়ে আসবে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার আনুপাতিক হার কী পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে **১৯৫২** সাল থেকে **২০১৫** সাল পর্যন্ত (দাখিল-কামিল) মাদরাসাসমূহের তুলনামূলক সারণী [২৪] ছক আকারে প্রদত্ত হলো:

২৪ মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫০

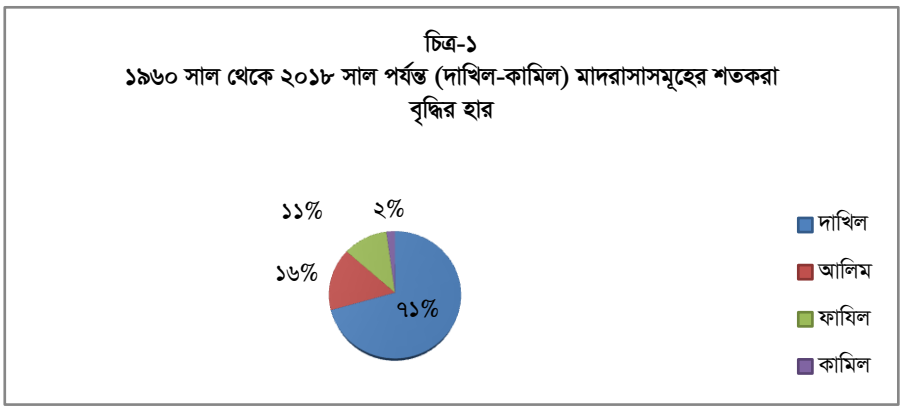
Dhaka University Institutional Repository

সারণী-১

সন	দাখিল	আলিম	ফাযিল	কামিল	মোট
১৯৬০	৫০০	২৫০	১৭৪	১৭	৯৫১
১৯৭২-৭৩	৫২৮	২৯৮	৪৮২	৪৩	১৩৫২
১৯৮০	১৪০২	৪১২	৫৯৬	৫৬	২৪৬৬
১৯৮৫	২০৬৮	৬৩৫	৬১৫	৬৯	৩৩৮৭
১৯৯০	৪৩০৬	৭৬০	৭১৭	৯১	৫৮৭৩
১৯৯৮	৪৭৯৫	৯৬৯	৯৫৬	১১৮	৬৮৩৮
২০০২	৫৫৩৬	১১০৫	১০৩২	১৪৭	৭৮২০
২০০৩	৫৯৯৫	১২২০	১০৩০	১৬৫	৮৪১০
২০০৪	৬৩১৫	১৩২০	১০১২	১৭২	৮৮১৯
২০০৫	৬৬৮৫	১৩১৫	১০৩৯	১৭৫	৯২১৪
২০০৬	৬৭৯৮	১৩৪৫	১০৪০	১৭৮	৯৩৬১
২০০৮	৬৭৭৯	১৪০১	১০১৩	১৯১	৯৩৮৪
২০০৯	৬৭৭১	১৪৮৭	১০২২	১৯৫	৯৪৭৫
২০১০	৬৬৬০	১৪৮৬	১০২১	১৯৪	৯৩৬১
২০১১	৬৬৬৯	১৪০১	১০৫৬	২০৪	৯৩৩০
২০১২	৬৭৪৫	১৪৪২	১০৪৯	২০৫	৯৪৪১
২০১৩	৬৫৯৩	১৪৭০	১০৫৪	২১৯	৯৩৩৬
২০১৪	৬৫৮২	১৪৮২	১০৫৫	২২২	৯৩৪১
২০১৫	৬৫৬৫	১৪৮০	১০৫৩	২২১	৯৩১৯
২০১৬	৬৫৫৮	১৪৭৮	১০৫৪	২২৪	৯৩১৪
২০১৭	৬৫৫৩	১৪২৯	১০৮৭	২৩৪	৯৩০৩
২০১৮	৬৫৫৩	১৪১২	১০৮৫	২৪৪	৯২৯৪০

উল্লিখিত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, মহান স্বাধীনতাত্তোর মাদরাসার সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, সাথে সাথে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব বলা যায়, বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চাও আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এর পরিমাণটা কী হারে তা জানার জন্য নিম্নে উল্লিখিত সারণী-১ এর তথ্যাদি বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হল-

চিত্র- ১



১৯৬০ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত দাখিল থেকে কামিল শ্রেণি পর্যন্ত মাদরাসাসমূহের ক্রমবৃদ্ধির হার ও মোট মাদরাসার সংখ্যা সারণী-১ এর চিত্র নং ১ অনুসারে দেখা যায় যে, দাখিল মাদরাসার সংখ্যা ৬৫৫৩, আলিম মাদরাসার সংখ্যা ১৪১২, ফাযিল মাদরাসার সংখ্যা ১০৮৫ এবং কামিল মাদরাসার সংখ্যা ২৪৪। এই শ্রেণি

Dhaka University Institutional Repository

বিন্যাস হতে দেখা যায় যে, দাখিল মাদরাসার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি যা মোট মাদরাসার ৭১%, আলিম মাদরসার সংখ্যা মোট মাদরাসার ১৬% ফাযিল মাদরাসার সংখ্যা মোট মাদরাসার ১১% এবং কামিল মাদরাসার সংখ্যা মোট মাদরাসার ২% বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে ১৯৫২ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত (দাখিল-কামিল) মাদরাসাসমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনামূলক সারণী [২৫] ছক আকারে প্রদত্ত হলো:

সারণী-২

	লিঙ্গ	দাখিল	আলিম	ফাযিল	কামিল	মোট
২০০২	মোট শিক্ষার্থী	২১৬৮৪৪১	৫৩২৬০১	৬০৫১১২	৯১৮৮৯	৩৩৯৮০৪৩
	ছাত্রী	১০৮২৮৯২	২১৬৫৭১	১৯৬৮৪৩	১১৫১৮	১৫০৭৮২৪
২০০৩	মোট শিক্ষার্থী	২১৯৫৪৩৮	৫৫৪৫৭৩	৫৬০০৪১	১২৮৬৫৫	৩৪৩৮৭০৭
	ছাত্রী	১১৪৪৩৫৮	২৪২৯০৮	১৯৬২০৯	২৪৭৪১	১৬০৮২১৬
২০০৪	মোট শিক্ষার্থী	২০৯১৭৭৮	৫৪৩৩৫৮	৫২৬৪৮৫	১২৭৬২২	৩২৮৯২৪৩
	ছাত্রী	১০৫৯৭২৯	২২৯২০৪	১৭৯২৫৮	২২৫৭৬	১৪৯০৭৬৭
২০০৫	মোট শিক্ষার্থী	২২৩৬০২৫	৫৫০৮১৩	৫২৯৯৫২	১৩৬৪৩১	৩৪৫৩২২১
	ছাত্রী	১১৭০২২০	২৫৩২০৭	১৯৭৩১৬	২৭৯২২	১৬৪৮৬৬৫
২০০৬	মোট শিক্ষার্থী	২২৫২০৯১	৫৫৪৬৫৩	৫২৯৪৯৭	১৩৮৮০৫	৩৪৭৫০৪৬
	ছাত্রী	১১৭৮৯৭১	২৫৫৬৩৯	১৯৭২২২	২৮৬৬৭	১৬৬০৪৯৯
২০০৮	মোট শিক্ষার্থী	২২৩৭০১০	৬১১৬৫৪	৫৪৮২৯০	১৬২৫২৪	৩৫৫৯৪৭৮
	ছাত্রী	১১৯৪৩১৩	২৯৩২৩৯	২২৩১৬২	৩৯১১৯	১৭৪৯৮৩৩
২০০৯	মোট শিক্ষার্থী	২৩৮৬১১৩	৬৮৫০৯২	৫৮১৮৩৯	১৬৪৭৫৩	৩৮১৭৭৯৭
	ছাত্রী	১২৭৬০২৪	৩৩২১৮৮	২৩৯০৮৪	৪১৯১৮	১৮৮৯২১৪
২০১০	মোট শিক্ষার্থী	২৪৪৪৫৬৮	৭১৯৩৩২	৬০৪৪৭১	১৭২৪৭০	৩৯৪০৮৪১
	ছাত্রী	১৩৪২১৪৯	৩৫৭৩৮৫	২৬৪০৯৪	৪৬৬৮৭	২০১০৩১৫
২০১১	মোট শিক্ষার্থী	২৪৪২২২০	৬৮২৪২৩	৬৩৪০৬৯	১৮০২১৪	৩৯৩৮৯২৬
	ছাত্রী	১৩৪৭৮০০	৩৪৫০৬৬	২৮১৪৪১	৫০৮৮৯	২০২৫১৯৬
২০১২	মোট শিক্ষার্থী	২৩৬৬৭৯২	৬৯০৩৫৮	৬৩৫৩৭৫	২১১৮৬৪	৩৯০৪৩৮৯
	ছাত্রী	১৩১৩২৯৭	৩৫০৮৪৮	২৮১৮৪২	৬১৫৩০	২০০৭৫১৭
২০১৩	মোট শিক্ষার্থী	২২৪৮০৫১	৬৮৫৪৫০	৬২৪৫৪৯	২১৪২৭১	৩৭৭২৩২১
	ছাত্রী	১২৬১৯৯৮	৩৫৪৭৩০	২৮১৫২৪	৬৫৪৯৪	১৯৬৩৭৪৬
২০১৪	মোট শিক্ষার্থী	২২৭৫৯৪৪	৬৯১৭৬২	৬২৬৭৭০	২২০৮০৪	৩৮১৫২৮০
	ছাত্রী	১২৬৩৯০৭	৩৬০০২৩	২৮৪৫৭৬	৬৯৪৬৯	১৯৭৭৯৭৫

উপরের ছক থেকে বাংলাদেশের মাদরাসার শিক্ষা ধারায় ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনামূলক বৃদ্ধির হারের অগ্রগতির ধারণা পাওয়া যায়। নিম্নে ১৯৫২ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত (দাখিল-কামিল) মাদরাসাসমূহের ছাত্রীদের তুলনামূলক সারণী [২৬] ছক আকারে প্রদত্ত হলো:

সারণী-৩

সন	ছাত্রী	দাখিল	আলিম	ফাযিল	কামিল	মোট
২০০২	ছাত্রী	১০৮২৮৯২	২১৬৫৭১	১৯৬৮৪৩	১১৫১৮	১৫০৭৮২৪
২০০৩	ছাত্রী	১১৪৪৩৫৮	২৪২৯০৮	১৯৬২০৯	২৪৭৪১	১৬০৮২১৬
২০০৪	ছাত্রী	১০৫৯৭২৯	২২৯২০৪	১৭৯২৫৮	২২৫৭৬	১৪৯০৭৬৭

২৫ মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫০

২৬ *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

২০০৫	ছাত্রী	১১৭০২২০	২৫৩২০৭	১৯৭৩১৬	২৭৯২২	১৬৪৮৬৬৫
২০০৬	ছাত্রী	১১৭৮৯৭১	২৫৫৬৩৯	১৯৭২২২	২৮৬৬৭	১৬৬০৪৯৯
২০০৭	ছাত্রী	১১৯৪৩১৩	২৯৩২৩৯	২২৩১৬২	৩৯১১৯	১৭৪৯৮৩৩
২০০৮	ছাত্রী	১২৭৬০২৪	৩৩২১৮৮	২৩৯০৮৪	৪১৯১৮	১৮৮৯২১৪
২০০৯	ছাত্রী	১৩৪২১৪৯	৩৫৭৩৮৫	২৬৪০৯৪	৪৬৬৮৭	২০১০৩১৫
২০১০	ছাত্রী	১৩৪৭৮০০	৩৪৫০৬৬	২৮১৪৪১	৫০৮৮৯	২০২৫১৯৬
২০১১	ছাত্রী	১৩১৩২৯৭	৩৫০৮৪৮	২৮১৮৪২	৬১৫৩০	২০০৭৫১৭
২০১২	ছাত্রী	১২৬১৯৯৮	৩৫৪৭৩০	২৮১৫২৪	৬৫৪৯৪	১৯৬৩৭৪৬
২০১৩	ছাত্রী	১২৬৩৯০৭	৩৬০০২৩	২৮৪৫৭৬	৬৯৪৬৯	১৯৭৭৯৭৫
২০১৪	ছাত্রী	১২৬৩৯০৭	৩৬০০২৩	২৮৪৫৭৬	৬৯৪৬৯	১৯৭৭৯৭৫

উপরের ছক থেকে বাংলাদেশের মাদরাসার শিক্ষা ধারায় ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীদের ক্রমবৃদ্ধির হার লক্ষ্য করা যায়। এ দেশে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে যা পূর্বে কল্পনাও করা যেতনা। তাই বলা যায়, একবিংশ শতাব্দীতে এসে মাদরাসা শিক্ষা ধারায় নারী শিক্ষার্থীদের লেখা-পড়া আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। নিম্নে ১৯৫২ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত (দাখিল-কামিল) লিঙ্গ ভিত্তিক অর্থাৎ মহিলা মাদরাসা এবং সাধারণ মাদরাসাসমূহের তুলনামূলক সারণী[২৭] ছক আকারে প্রদত্ত হলো:

সারণী-৪

বছর	দাখিল		আলিম		ফাযিল		কামিল		মোট	
	মোট	মহিলা	মোট	মহিলা	মোট	মহিলা	মোট	মহিলা	মোট	মহিলা
১৯৯৫	৪১২১	৩৫৮	৮৭১	৩৩	৮৮১	৫	১০৪	১	৫৯৭৭	৩৯৭
১৯৯৬	৪৬৮৭	৩৮৩	৯৪৯	৩৩	৮৯৯	৪	১১৫	১	৬৬৫৫	৪২১
১৯৯৭	৪৭৯৫	৪৫৯	৯৮৩	৩১	৯৫৫	৯	১১৮	১	৬৮৫১	৫০০
১৯৯৮	৪৮৬৮	৫২০	৯৯৮	৪২	৯৭০	১৩	১২০	১	৬৯৫৬	৫৭৬
১৯৯৯	৪৮৯০	৬০৯	১০৭৪	৫৯	১০১৭	২১	১৪১	৩	৭১২২	৬৯২
২০০০	৫০১৫	৬২৮	১০৮৭	৬১	১০২৯	২৩	১৪৮	৪	৭২৭৯	৭৮৪
২০০১	৫৩৯১	৭০১	১০৮৭	৬১	১০২৯	২১	১৪৪	৪	৭৬৫১	৭৮৪
২০০২	৫৫৩৬	৭৩৩	১১০৫	৬৪	১০৩২	২৩	১৪৭	৪	৭৮২০	৮২১
২০০৩	৫৯৯৫	৮৪৭	১২২০	৮০	১০৩০	২০	১৬৫	৪	৮৪১০	৯৫১
২০০৪	৬৩১৫	৯২৬	১৩২০	৮৬	১০১২	২২	১৭২	৬	৮৮১৯	১০৪০
২০০৫	৬৬৮৫	১০১৭	১৩১৫	৯১	১০৩৯	২৪	১৭৫	৬	৯২১৪	১১৩৮
২০০৬	৬৭৯৮	১০৩৪	১৩৪৫	৯৮	১০৪০	২৪	১৭৮	৭	৯৩৬১	১১৬৩
২০০৮	৬৭৭৯	১০৪৬	১৪০১	১০৭	১০১৩	২৫	১৯১	৮	৯৩৮৪	১১৮৬
২০০৯	৬৭৭১	১০৫৮	১৪৮৭	১১৪	১০২২	২৪	১৯৫	৮	৯৪৭৫	১২০৪
২০১০	৬৬৬০	১০৩১	১৪৮৬	১১৪	১০২১	২৪	১৯৪	৮	৯৩৬১	১১৭৭
২০১১	৬৬৬৯	১০২৮	১৪০১	১০৭	১০৫৬	৩২	২০৪	১০	৯৩৩০	১১৭৭
২০১২	৬৭৪৫	১০২৮	১৪৪২	১০৯	১০৪৯	২৭	২০৫	১১	৯৪৪১	১১৭৫
২০১৩	৬৫৯৩	১০০৩	১৪৭০	১১২	১০৫৪	২৭	২১৯	১২	৯৩৩৬	১১৫৪
২০১৪	৬৫৮২	৯৯৩	১৪৮২	১১৩	১০৫৫	২৭	২২২	১২	৯৩৪১	১১৪৫
২০১৫	৬৫৬৫	৯৯১	১৪৮০	১১৩	১০৫৩	২৭	২২১	১২	৯৩১৯	১১৪৩

২৭ মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫০

Dhaka University Institutional Repository

আলিয়া মাদরাসা শিক্ষা ধারায় বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা

আলিয়া মাদরাসা শিক্ষা ধারায় মূলত: দাখিল নবম শ্রেণী থেকে সরাসরি গ্রন্থভিত্তিক হাদীস পাঠদান শুরু হয়। এর আগের শ্রেণিগুলোতে আকাইদ ও ফিকহ গ্রন্থের বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে হাদীসের কিছু চর্চা লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে প্রথমত: ইবতেদায়ী পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আকাইদ ও ফিকহে কী পরিমাণ হাদীস চর্চা হয় তা আলোচনাপূর্বক এর ধারাবাহিকতায় কামিল জামাত পর্যন্ত হাদীস বিষয়ক সিলেবাস পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হল-

ইবতেদায়ী পঞ্চম শ্রেণিতে হাদীস চর্চা

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ঢাকা এর ৫ম শ্রেণিতে সরাসরি কোন হাদীস বই পাঠ্য নেই। তবে আকাইদ ও ফিকহ্ নামে যে বইটি পাঠ্য হিসেবে নির্ধারিত রয়েছে তাতে বেশ কিছু হাদীস চর্চা হয়ে থাকে। এ আকাইদ ও ফিকহ্ নামের বইটিতে ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে। ১ম অধ্যায়: ইমান-আকাইদ, ২য় অধ্যায়: নবী রাসূল, কিতাব, ফেরেশতা, আখিরাত, তাকদীর, অলি ও কারামাত; ৩য় অধ্যায়: ফিকহ্ ও তাহারাত, ৪র্থ অধ্যায়: ইবাদত-সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জ; ৫ম অধ্যায়: আখলাক; ষষ্ঠ অধ্যায়: দু'আ ও মুনাজাত সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থে ৮৪ পৃষ্ঠাব্যাপী কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা গল্পাকারে শিশুসুলভ ভঙ্গিতে উস্থাপন করা হয়েছে।[২৮] পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত গ্রন্থের পাঁচটি অধ্যায়ের বিভিন্ন স্থানে ২২ খানা ছোট ছোট হাদীসাংশ "মহানবী (সা.) বলেছেন" সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে গল্পচ্ছলে আকর্ষণীয় ভাষায় বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন বাস্তব চিত্রকল্পের মাধ্যমে কোমলমতি শিশুদের মনযোগ আকর্ষণের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণিতে হাদীস চর্চা

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ঢাকা এর ৬ষ্ঠ শ্রেণির আকাইদ ও ফিকহ্ বইটি তিনটি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে। ১ম অধ্যায়: আল-আকাইদ তথা আকাঈদ ও দ্বীন, ফিরিশতা, রাসূল, আসমানী কিতাব, কিয়ামতের উপর বিশ্বাস; ২য় অধ্যায়:আল-ফিকহ তথা নাজাসাত-তাহারাত, পানির বিধান, সালাত, সাওম প্রসঙ্গে; ৩য় অধ্যায়: আখলাক তথা উত্তম চরিত্র, নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ, দু'আ, যিকর ও মুনাজাত সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থে ১৩২ পৃষ্ঠা ব্যাপী কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা গল্পাকারে শিশুসুলভ ভঙ্গিতে উস্থাপন করা হয়েছে।[২৯] পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত গ্রন্থের তিনটি অধ্যায়ের বিভিন্ন স্থানে ২৬ খানা ছোট ছোট হাদীসাংশ "মহানবী (সা.) বলেছেন" সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

দাখিল সপ্তম শ্রেণিতে হাদীস চর্চা

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ঢাকা এর সপ্তম শ্রেণির আকাইদ ও ফিকহ্ বইটি তিনটি ভাগে বিন্যাস করা হয়েছে। যথা- ১ম ভাগ: আল-আকাইদ, এতে আকইদ, দীন, তাওহীদ, নবী-রাসূল, ফেরেশতা, কিতাব, আখিরাত, তাকদীরে বিশ্বাস স্থাপন ও সাহাবাগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি ১০টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে। ২য় অধ্যায়: আল-ফিকহ তথা ফিকহ সংকলনের ইতিহাস, নাজাসাত-তাহারাত, সালাত, সাওম প্রসঙ্গে ০৮টি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে; ৩য় অধ্যায়: আখলাক তথা উত্তম চরিত্র, মন্দ স্বভাব, দু'আ, যিকর ও মুনাজাত সম্পর্কে ০৩টি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। তিনটি ভাগে উক্ত গ্রন্থে ১৬৯ পৃষ্ঠা ব্যাপী কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা তথা ফিকহী মাসাইল উস্থাপন করা হয়েছে।[৩০] পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত গ্রন্থের ২১টি অধ্যায়ের বিভিন্ন স্থানে মাসআলা বর্ণনার প্রমাণ স্বরূপ ৪৭ খানা ছোট ছোট হাদীসাংশ "মহানবী (সা.) বলেছেন" সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

২৮ আবু সালেহ মো. কুতবুল আলম, আবু জাফর মুহাম্মদ নুমান, মুহাম্মদ নুমান, মোহম্মদ নজমুল হুদা খান রচিত ও অধ্যক্ষ হাফেজ কাজী মো. আব্দুল আলীম সম্পাদিত, *আকাইদ ও ফিকহ*, (ইবতেদায়ী ৫ম শ্রেণী) ঢাকা: বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ২০১৩, পৃ. ১-৮৪(বি.দ্র.)

২৯ ড. মাওলানা এ কে এম মাহবুবুর রহমান, ড. মাওলানা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল-মারুফ, মাওলানা আবুল কাশেম ফজলুল হক রচিত ও মাওলানা রুহুল আমীন খান সম্পাদিত, *আকাইদ ও ফিকহ*, (দাখিল ৬ষ্ঠ শ্রেণী) ঢাকা: বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ২০১২, পৃ. ১-১৩২(বি.দ্র.)

৩০ ড. মাওলানা এ কে এম মাহবুবুর রহমান, ড. মাওলানা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল-মারুফ, মাওলানা আবুল কাশেম ফজলুল হক রচিত ও মাওলানা রুহুল আমীন খান সম্পাদিত, *আকাইদ ও ফিকহ*, (দাখিল ৭ম শ্রেণী) ঢাকা: বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, সেপ্টেম্বর, ২০১৩, পৃ. ১-১৬৯(বি.দ্র.)

Dhaka University Institutional Repository

দাখিল অষ্টম শ্রেণিতে হাদীস চর্চা

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ঢাকা এর অষ্টম শ্রেণির আকাইদ ও ফিকহ্ বইটি তিনটি ভাগে বিন্যাস করা হয়েছে। যথা- ১ম ভাগ: আল-আকাইদ, এতে আকাইদ ও দীন, তাওহীদ-শিরক, নবী-রাসূল, কিতাব, আখিরাত, তাকদীরে বিশ্বাস স্থাপন ও তাযকিয়া নাফস ইত্যাদি ০৮টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। ২য় অধ্যায়: আল-ফিকহ তথা ফিকহ সংকলনের ইতিহাস, মাযহাবের গুরুত্ব, তাহারাত, সালাত, সাওম, যাকাত, যবেহ ও মান্নত প্রসঙ্গে ০৬টি অধ্যায় জুড়ে আলোচিত হয়েছে; ৩য় অধ্যায়: আখলাক হাসানা তথা উত্তম চরিত্র, নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ, হালাল-হারাম, উত্তম চরিত্র অর্জনের উপায়, হাদীস শরীফের আলোকে মাসনুন দু'আ, যিকর ও মুনাজাত সম্পর্কে ০৫টি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। তিনটি ভাগে উক্ত গ্রন্থে ২২০ পৃষ্ঠাব্যাপী কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা তথা ফিকহী মাসাইল উস্থাপন করা হয়েছে।[৩১] পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত গ্রন্থের ১৯টি অধ্যায়ের বিভিন্ন স্থানে মাসআলা বর্ণনার প্রমাণ স্বরূপ ৫৩ খানা ছোট ছোট হাদীসাংশ "মহানবী (সা.) বলেছেন" সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

দাখিল নবম-দশম শ্রেণিতে হাদীস চর্চা

১৯৫০ সাল থেকে দাখিল পরীক্ষা শুরু হয়।[৩২] তখন থেকেই নবম-দশম শ্রেণির সিলেবাসে শায়খ ওয়ালী উদ্দিন আল-খাতীব আত-তিবরিযী (রহ.) রচিত বিশ্ববিখ্যাত সংকলিত হাদীস গ্রন্থ "মিশকাতুল মাসাবীহ" এর নির্বাচিতাংশ নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পঠিত হয়ে আসছে। আলিয়া ধারায় মূলত: মিশকাত শরীফের পঠন-পাঠদানের মধ্য দিয়ে সরাসরি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে পাঠদান শুরু হয়। এ ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সাল থেকে আলিয়া মাদরাসা শিক্ষাধারায় হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে দাখিল নবম-দশম শ্রেণিতে "হাদীস শরীফ" শিরোনামে নতুন পাঠ্যক্রমের আলোকে রচিত পাঠ্যবই এর মাধ্যমে শিক্ষাদান শুরু হয়েছে ।

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ঢাকা এর নবম-দশম শ্রেণির "হাদীস শরীফ" বইটি তিনটি ভাগে বিন্যাস করা হয়েছে। প্রথমত: হাদীস পরিচিতি নিয়ে একটি পরিচ্ছেদ রচিত হয়েছে। অতঃপর শিষ্টাচার সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক নিয়ে কয়েকটি অধ্যায় রচিত হয়েছে। যেমন: সালাম দেওয়া, কারো গৃহে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণ, মুসাফাহা, হাচি, হাই ও হাসি, মাতাপিতার খিদম, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, সৃষ্টির সেবা ইত্যাদি জীবনঘনিষ্ঠ আদব-কায়দা সম্পর্কিত ৩১টি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে ৩৪৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী হাদীসের মূল আরবী ইবারত (হারাকাতযুক্ত) উল্লেখপূর্বক বাংলা চলিত রীতিতে সরল অনুবাদের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় শব্দ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা উস্থাপন করা হয়েছে।[৩৩] পর্যালোচনায় দেখা যায়, মাদরাসা বোর্ড কর্তৃক সংকলিত উক্ত হাদীস গ্রন্থটির অধিকাংশ হাদীস মূলত: *'মিশকাতুল মাসাবীহ'* নামক হাদীস গ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে। এ ছাড়া বর্তমান যুগের চাহিদার আলোকে আধুনিক বেশ কিছু নতুন শিরোনাম লক্ষ্য করা যায়। যেমন- হালাল উপার্জন, ইভটিজিং, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ও মাদক-নেশা, জান্নাত-জাহান্নাম সংক্রান্ত অধ্যায় রচনা করে হাদীস সংকলন করা হয়েছে।

আলিম শ্রেণিতে হাদীস চর্চা

১৯৭৬ সাল থেকে আলিম শ্রেণীতে *"মিশাকাতুল মাসাবীহ"* শীর্ষক বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ থেকে কিতাবুল ঈমান, ইলম, সালাত, হজ্জ, ইত্যাদি অধ্যায়সমূহ পঠিত হয়ে আসছে। এ ছাড়া মুফতি আমীমুল এহসান (রহ.) রচিত "মিযানুল আখবার" উসূলুল হাদীস বিষয়ে নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পঠিত হয়ে আসছে।

ফাজিল শ্রেণিতে হাদীস চর্চা

১৯৭৮ সাল থেকে ফাযিল শ্রেণীতে *"মিশাকাতুল মাসাবীহ"* নামক বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ থেকে কিতাবুত তাহারাত, যাকাত, নিকাহ ও জিহাদ ইত্যাদি অধ্যায়সমূহ পঠিত হয়ে আসছে। তবে ফাযিল শ্রেণিকে ডিগ্রির সমমান প্রদানের

---

৩১ ড. মাওলানা এ কে এম মাহবুবুর রহমান, ড. মাওলানা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল-মারুফ, মাওলানা আবুল কাশেম ফজলুল হক রচিত ও মাওলানা রুহুল আমীন খান সম্পাদিত, *ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা*, ঢাকা: *আকাইদ ও ফিকহ*, (দাখিল ৮ম শ্রেণী) ঢাকা: বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ২০১৩, পৃ. ১-২২০(বি.দ্র.)

৩২ মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৩-৩৪৫(বি.দ্র.)

৩৩ মাওলানা ড. সৈয়দ মুহাম্মদ শরাফত আলী, মাওলানা আব্দুর রশীদ, মাওলানা আ. ন. ম মাহবুবুর রহমান রচিত ও মাওলানা ড. মো. দাউদ আহমাদ সম্পাদিত, *হাদীস শরীফ*, (দাখিল নবম-দশম শ্রেণী) ঢাকা: বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ২০১৩, পৃ. ১-৩৪৩(বি.দ্র.)

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষে ২০১৩ সাল থেকে শিক্ষা বর্ষ দুই বছরের পরিবর্তে তিন বছর নির্ধারণ এবং সিলেবাসে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। এ বিষয়ে ইসলামি আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস পর্যালোচনায় (বর্তমান অধ্যায়ের যথা স্থানে) বিস্তারিতভাবে আলোচন করা হয়েছে।

কামিল শ্রেণিতে হাদীস চর্চা

আলিয়া মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় ১৯০৯ সালে টাইটেল (যা পরবর্তীতে কামিল) শ্রেণী খোলার পর থেকেই 'সিহাহ সিত্তা' তথা *সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামি' তিরমিযী, সুনানু আবী দাউদ, সুনানু নাসাঈ, সুনানু ইবন মাজাহ* পঠিত হয়ে আসছে। পরবর্তীতে ইবন হাজার আলআসকালানী (রহ.) রচিত *"নুখবাতুল ফিকার"* গ্রন্থটিকে উসূলুল হাদীসের পাঠ্য বই হিসেবে নির্ধারণ করা হয়, যা এখনও চলমান রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ১৯৭৮ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ইবতিদায়ী জামা'ত থেকে কামিল জামাআ'ত পর্যন্ত বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীন ছিল। সময়ের প্রয়োজনে, বাস্তবতার নিরিখে ২০০১৩ সালে ফাযিল ও কামিল শ্রেণিকে ইসলামি আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। পরিবর্তন আসে সিলেবাস, পরীক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাবর্ষের স্তর বিন্যাসে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূক্তির ফলে সিলেবাসে যে পরিবর্তন আসছে তা ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস পর্যালোচনার মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

৬.১.২ কওমী মাদরাসা : সূচনা ও বিকাশ ধারা

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে কওমী মাদরাসা অবদান অনস্বীকার্য। মুসলিম মানসে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার চেতনাকে সদাজাগ্রত রাখা এবং সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসান মুকাবিলায় মুসলিম শক্তিকে সংঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রখ্যাত আলিম ও শিক্ষাবিদ মাওলানা কাসেম নানুতাবীর (মৃ. ১৮৮০ খ্রি.) নেতৃত্বে কওমী ধারার গোড়াপত্তন হয় এবং পরবর্তীকালে এর আদর্শ ও শিক্ষানীতি অনুসরণে বাংলাদেশে এ ধারার ব্যাপক হারে বিস্তার লাভ করে।

ক. কওমী মাদরাসা পরিচিতি: 'কওম' শব্দটি আরবী। এর বাংলা আভিধানিক অর্থ হলো- গোত্র, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, জাতি ও জনগণ। আরবী সম্বন্ধসূচক বর্ণ 'ইয়া' যুক্ত করে শব্দটি যখন 'কওমী' হবে তখন এর অর্থ হবে- জাতীয়।[৩৪] আর মাদরাসা শব্দটিও আরবী। এর শাব্দিক অর্থ হলো- বিদ্যা শিক্ষা কেন্দ্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিদ্যাপীঠ, অধ্যায়ন স্থান ইত্যাদি। বাংলা একাডেমীর অভিধান অনুসারে মাদরাসা হলো- মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্র; কলেজ।[৩৫] সুতরাং আভিধানিক অর্থ বিচারে বলা যায় যে, কওমী মাদরাসা মানে জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তবে এ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে একান্ত আলাপে যে বিষয়টি উঠে এসেছে তা হলো- যেহেতু এ সকল মাদরাসাগুলোতে ধর্মীয় বিষয়ের শিক্ষাদান করা হয় এবং এর সাথে সরকারি ব্যবস্থাপনা বা অনুদানের বাহিরে গিয়ে সাধারণ মুসলমানদের আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতায় জনকল্যাণে পরিচালিত হয় তাই এই ধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কওমী মাদরাসা বলা হয়।

খ. দারুল উলূম দেওবন্দ ও কওমী ধারা: ১৮৬৬ সালে হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতুবী দেওয়ান মহল্লায় স্বীয় শ্বশুর বাড়িতে অতিথী হিসেবে আসেন। শ্বশুর বাড়ি মহল্লার সাত্তা মসজিদের ইমাম মাওলানা হাজী আবিদ হুসাইন এর সাথে মাদরাসা শিক্ষার ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করেন। তাদের আলোচনায় উঠে আসে সেখানে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ের রূপরেখা। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মিরাট থেকে মোল্লা মাহমুদকে ডেকে এনে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। এ মহান মনীষীদের প্রচেষ্টায় ১৮৬৬ সালের ৩০ মে বুধবার সাত্তা মসজিদের বারান্দায় ডালিম গাছের ছায়ায় ঐতিহাসিক দ্বীনী শিক্ষার সূতিকাগার দারুল উলূম দেওবন্দ এর শুভ সূচনা হয়। মজার বিষয় হলো কেবল একজন শিক্ষক ও একজন ছাত্রের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়; যাদের উভয়ের নামই ছিল মাহমুদ। ছাত্র মাহমুদ পরবর্তী সময়ে শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী নামে

---

৩৪ ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৫

৩৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭৫

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিতি লাভ করেন। এ মাদরাসাটির সুনাম-সুখ্যাতি পরবর্তীতে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।[৩৬] এর অনুসরণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একটি স্বতন্ত্র ধারার শিক্ষাব্যবস্থা চালু হতে থাকে। এ মাদরাসার আদর্শিক চেতনা লালন করে যে সকল দ্বীনি প্রতিষ্ঠান চালু হয়েছে সেগুলোকে দেওবন্দী ধারার মাদরাসা নামেও আখ্যা দেয়া হয়।
বাংলাদেশেও এ ধারার শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার লাভ করে; যা কওমী মাদরাসা হিসেবে পরিচিত। উল্লেখ্য, দেওবন্দী ধারার এ সকল মাদরাসা একান্তই নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রাখে। সরকারের সাথে কোনো ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা কিংবা কোনরূপ সংশ্লিষ্টতা রেখে চলে না। তাই তারা সরকারি অনুদান, যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখেন। মূলধারা শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বাহিরে গিয়ে নিজেদের নীতি আদর্শ অনুযায়ী স্বাধীন ও একচ্ছত্র দ্বীনি বিষয়ে শিক্ষাদান করে থাকেন বলে কেউ কেউ এ সকল প্রতিষ্ঠানকে 'খারিজী মাদরাসা' বলে অভিহিত করে থাকেন। খারিজী শব্দের অর্থ হলো বহির্ভূত, যেহেতু তারা নিজেদেরকে সরকার থেকে বহির্ভূত রাখেন তাই এ নামে ডাকা হয়। স্মর্তব্য যে, আকাঈদ শাস্ত্রে একটি বাতিল ফিরকার নাম হলো- 'খারিজী সম্প্রদায়'। মতাদর্শের দিক থেকে তারা ইসলামের সত্য সরল পথ থেকে ছিটকে পড়েছেন। তাই এদের প্রতি ইঙ্গিত করে 'খারেজী মাদরাসা' নামকরণ হয়েছে এমনটি মনে করা নি:সন্দেহে একটি অসত্য ধারণা। কওমী আলিমদের সাথে আলোচনায় উঠে এসেছে যে, তারা এ নামটি মোটেও পছন্দ করেন না। বরং দেওবন্দী কিংবা কওমী মাদরাসা বলতেই তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

গ. বাংলাদেশে কওমী ধারার উৎপত্তি ও বিকাশ: বাংলাদেশের প্রাচীনতম ও সর্ববৃহৎ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম।[৩৭] চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী নামক স্থানে এটি অবস্থিত বিধায় সর্ব সাধারণের কাছে 'হাটহাজারী মাদরাসা" হিসেবে সমধিক পরিচিত। এ প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যেহেতু এ দেশে দেওবন্দী ধারার গোড়াপত্তন হয় এবং গড়ে উঠে অসংখ্য কওমী মাদরাসা। তাই একে উম্মুল মাদারিস বা মাদারাসা জননী নামে অভিহিত করা হয়। ১৮৯৬ সালে মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তবে ১৯০১ সালে হাটহাজারীর বর্তমান স্থানে স্থানন্তরিত করা হয়।[৩৮] এ কারণেই হাটহাজারী মাদরাসার প্রধান গেইটে প্রতিষ্ঠা সন হিসেবে ১৯০১ লিখা রয়েছে। মাওলানা হাবিবুল্লাহ (রহ.), মাওলানা যমীর উদ্দিন (রহ.), মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ (রহ.), মাওলানা আবদুল হামিদ মাদারশাহী (রহ.) ও সুফী আযিযুর রহমান (রহ.) প্রমুখ ওলামা কিরামের যৌথপ্রচেষ্টায় বিশ্ববিখ্যাত এ মাদরাসাটির গোড়াপত্তন হয়। ১৯০৮খ্রি.থেকে এখানে দাওরায়ে হাদীস স্তর পর্যন্ত খোলা হয়। বর্তমান মাদরাসাটি একাধিক বিভাগসহ বিশ্ববিদ্যালয় মানের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে চালু রয়েছে।[৩৯] মূলত এ মাদরাসাটি ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দের চেতনা, আদর্শ, উদ্দেশ্য, নিসাব ও শিক্ষা ব্যবস্থার অনুসরণে পরিচালিত হয় । এ চেতনাবোধ থেকেই বাংলাদেশে কওমী মাদরাসাসমূহের অভাবনীয় অগ্রগতি ও প্রসার পরিলক্ষিত হয়।

ঘ. কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড : দেওবন্দী ধারায় গড়ে ওঠা এদেশের হাজার হাজার কওমী মাদরাসার জন্য একক, সুশৃঙ্খল কোন শিক্ষা বোর্ড গড়ে ওঠেনি। কারণ এরা সরকারি কোন অনুদান গ্রহণ করে না, ফলে এদের শিক্ষাব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রীয় কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এ ধারার শিক্ষাব্যবস্থায় তাদের আঞ্চলিক ও ব্যক্তিক উদ্যোগে বেশ কয়েকটি বোর্ডের অধীন তাদের শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছিল। ২০১৮ সালে সরকার তাদের দাবী প্রেক্ষিতে সকল বোর্ডের সমন্বয়ে "আল-হাইয়াতুল উলইয়া লিল জামিয়াতিল কাওমিয়া" এর অধীনে দাওরায়ে হাদীসকে মাস্টার্সের সমমান ঘোষণা করে। নিম্নে কওমী ধারার কয়েকটি প্রসিদ্ধ শিক্ষাবোর্ড সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো-

---

৩৬ মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী, 'কওমী মাদরাসার ইতিহাস ঐতিহ্য ও অবদান', *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা: ২৮ অক্টোবর, ২০১৬খ্রি.

৩৭ পরিচিতি, *দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম*, চট্টগ্রাম: হাটহাজারী, ১৯৭৭ খ্রি.,

৩৮ কওমী পিডিয়া, *হাটহাজারী মাদরাসা চট্টগ্রাম*, প্রবন্ধ প্রকাশ ১৯ মে ২০১৮; https://www.qowmipedia.com

৩৯ এযহারুল হক, *হায়াতে মুফতী আযম*, চট্টগ্রাম: ফয়জিয়া কুতুব খান, ১৩৯৯ হি. পৃ. ৩২-৩৩(বি.দ্র.)

Dhaka University Institutional Repository

১. **আযাদ দ্বীনী এদারায়ে তালীম বাংলাদেশ:** বাংলাদেশ সরকার স্বীকৃত বৃহত্তর সিলেট বিভাগ কেন্দ্রিক কাওমী মাদরাসা ভিত্তিক একটি শিক্ষা বোর্ড। কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডসমূহের মধ্যে এটি সবচেয়ে প্রাচীন। ১৯৪১ সালে হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.) এর নির্দেশে ডাক্তার মুর্তজা চৌধুরীর উদ্যোগে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অধীনে প্রায় ৭৬৮টি পুরুষ ও ১২০টি মহিলা মাদরাসা রয়েছে।[৪০]

২. **আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশ:** বাংলাদেশ সরকার স্বীকৃত একটি কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড যা আল জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়ার অধীনে পরিচালিত হয়। ১৯৫৯ সালে জামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুফতি আজিজুল হকের তত্ত্বাবধানে হাজী মুহাম্মদ ইউনুস এই বোর্ডটি গঠন করেন। বর্তমানে এই বোর্ডের অধীনে ৬০০টি মাদারাসা রয়েছে। প্রতি বছর বোর্ডের অধীন ৬টি কেন্দ্রীয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

৩. **বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ:** বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত কওমী মাদরাসা সমূহের সর্ববৃহৎ বোর্ড এটি। বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড নামেও পরিচিত। ২০১২ সালের তথ্য অনুযায়ী এর অধীনে বিশ হাজারেরও অধিক কওমী মাদরাসা রয়েছে। উক্ত শিক্ষাবোর্ডটি ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ঢাকার জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ মাদরাসায় অফিসিয়াল কার্যক্রম পরিচালিত হত। অতঃপর ১৯৯৪ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত নয়া পল্টন অফিস ছিলো। সর্বশেষ কাজলা (ভাঙ্গা প্রেস), যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪ এলাকায় নিজস্ব জায়গায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৪. **বেফাকুল মাদারিসিল কওমিয়া গহারডাঙ্গা বাংলাদেশ:** এটি বাংলাদেশ কওমী মাদরাসাসমূহের অন্যতম একটি বোর্ড। ১৯৭২ সালে মাওলানা শামসুল ফরিদপুরী (রহ.) প্রতিষ্ঠিত গওহারডাঙ্গা মাদরাসার তত্ত্বধানে এটি পরিচালিত হয়ে আসছে। এর অধীন দুই শতাধিক মাদরাসা রয়েছে। বর্তমানে মাওলানা রুহুল আমীন এ বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।[৪১]

৫. **তানযীমুল মাদারিসিল কওমিয়া বাংলাদেশ:** বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের কওমী মাদরাসাসমূহের শিক্ষাবোর্ড। ১৯৮১ সালে আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া কাসেমুল উলূম মাদরাসায় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে ছোটবড় দেড় শতাধিক মাদরাসা রয়েছে। বর্তমানে এটি ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। মরহুম ফকিহুল মিল্লাত মুফতি আবদুর রহমান (রহ.) এর চেয়ারম্যান ছিলেন। বর্তমানে তার বড় ছেলে দায়িত্ব পালন করছেন।[৪২]

৬. **জাতীয় দ্বীনি মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড বাংলাদেশ:** জামিয়া ইসলামিয়া আল-ইসলামিয়া দারুল কুরআন বানিয়াচং মাদরাসায় এ বোর্ডের কার্যালয় অবস্থিত।প্রতিষ্ঠা সন ১৯৬৫ সালে এর যাত্রা শুরু হয়। এ বোর্ডের অধীন ছোটবড় ৩০টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।[৪৩] উল্লেখ্য যে, এ সকল শিক্ষাবোর্ড ছাড়াও নূরানী ও হিফজুল কুরআন বিভাগের জাতীয় ও আঞ্চলিক শিক্ষাবোর্ড রয়েছে। এখানে কেবল সে সকল শিক্ষাবোর্ডের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যা দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত শিক্ষাকারিকুলাম নিয়ন্ত্রণ করে ও আল-হাইয়াতুল উলয়া লিল জামিয়াতিল কাওমিয়া এর অধীভুক্ত হিসেবে কাজ করে।

ঙ. **আল-হাইয়াতুল উলয়া লিল জামিয়াতিল কওমিয়া:** এটি বাংলাদেশ সরকার স্বীকৃত কওমী মাদরাসাসমূহের ইসলামী শিক্ষা বোর্ড। কওমী মাদরাসার স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে দারুল উলূম দেওবন্দের আদর্শ ও মূলনীতির উপর ভিত্তি করে ১১ এপ্রিল ২০১৮ সালে সরকার দাওরায়ে হাদীসকে উক্ত বোর্ডের অধীন মাস্টার্সের সমমান প্রদান করে। এ বোর্ড পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করণ, শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষা গ্রহণ ও সনদ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। উল্লিখিত ছয়টি বোর্ডের অধীন সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমন্বিত দাওরা পরীক্ষা গ্রহণ ও সরকারি স্বীকৃতি লাভের নিমিত্ত এ বোর্ডের যাত্রা শুরু হয়।

চ. **বাংলাদেশ আহলে হাদীস মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড:** বাংলাদেশ আহলে হাদীস মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এটি ঢাকার উত্তর যাত্রাবাড়িতে অবস্থিত। কওমী ধারার আহলে হাদীস ঘরানার এ শিক্ষা বোর্ডটি ২০০৮ সাল থেকে তাদের

---

৪০ আযাদ এদারায়ে তা'লীম এর সংবিধান, সিলেট: আযাদ দ্বীনী এদারায়ে তা'লীম বাংলাদেশ, সংস্ক. ২, পৃ. ৪

৪১ গঠনতন্ত্র, বেফাকুল মাদারিসিল কওমিয়া গহারডাঙ্গা বাংলাদেশ, পৃ. ১৭

৪২ মাওলানা আযীযুল হক ইসলামাবাদী, 'কওমী মাদরাসার পরিচয় ও অবদান', *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা: ২০ ফেব্রুয়ারি,২০১৭খ্রি., পৃ. ৬

৪৩ পরিচিতি, হবিগঞ্জ: জাতীয় দ্বীনি মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ বোর্ডের তত্ত্বধানে সারা দেশে আহলে হাদীস পরিচালিত আট শতাধিক মাদরাসা রয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ দাবী করেছেন।[৪৪] এ বোর্ডের শিক্ষা কারিকুলাম, সিলেবাস আলিয়া কিংবা কওমী ধারার মাদরাসাগুলোর সাথে তেমন কোন মিল নেই। তবে এ বোর্ড প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত আরবী সাহিত্য, বাংলা, ইংরেজি ও গণিতের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যবইগুলোকে সিলেবাসভূক্ত রেখেছে। আর অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে নিজস্ব কারিকুলাম অনুসরণ করে চলে। তাদের শ্রেণি সংখ্যা ও শ্রেণির নামকরণের ক্ষেত্রেও তাদের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

ছ. বাংলাদেশ দ্বীনীয়া মাদরাসা বোর্ড: আশির দশকে ছারছীনার মরহুম পীর মাওলানা শাহ সূফী আবু জা'ফর (রহ) এর উদ্যোগে কওমী মাদরাসার আদলে ছারছীনায় একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান পীর মাওলানা শাহ মোহাম্মদ মোহেব্বুল্লাহ এ ধারার নতুন রূপকার। তিনি একে সারা দেশে দ্বীনীয়া মাদরাসা আন্দোলনে রূপদান করেছেন। তার প্রচেষ্টায় সারাদেশে পাঁচশতাধিক দ্বীনীয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা, সিলেবাস-কারিকুলাম প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, সনদ প্রদান ও পড়ালেখার মাননিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি ছারছীনা মাদরাসায় দ্বীনীয়া মাদরাসা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৫]

কওমী ধারার শিক্ষার্থীদের হাদীস চর্চা ও ক্রমবৃদ্ধি চিত্র

বাংলা ভাষায় হাদীসশাস্ত্র চর্চায় কওমী ধারার মাদরাসাগুলো উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। এ ধারার মাদরাসা অসংখ্য হাদীসবিদ সৃষ্টি করছে; যারা বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাদীসের আলো বিস্তারের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এর এক নজরে ৪১ বছরের (১৯৭৯-২০১৯ খ্রি.) ফলাফল নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী সংখ্যা	তাকমীল		ফযীলত		সানাবিয়া উলয়া		মুতাওয়াসসিতাহ	
		ছাত্র	পাস	ছাত্র	পাস	ছাত্র	পাস	ছাত্র	পাস
১৯৭৯	৭৩২	৫৮	২৮	৬২	২৭	৪৪	৩১	৫৬৮	৩৫৪
১৯৮০	৯৬৮	৮৫	৪৯	৩৭	৩১	৮৭	৫৩	৭৫৯	৫৭৯
১৯৮১	১১০৬	১৬৫	৮০	৫৩	৩১	১২১	৭৯	৭৬৭	৫২৫
১৯৮২	১০৫৮	২১৮	১৩৪	৬৫	৪৫	১৪৮	৭৯	৬২৭	৪৮৮
১৯৮৩	১৩৭৯	১৭৪	১১২	৯৭	৬৬	২৬২	১৫৬	৭৯৪	৬০৯
১৯৮৪	১৫৬৮	২৪২	১৫৯	১৫৩	১০৫	২৭১	১৭২	৭৮৫	৫৮৬
১৯৮৫	১৮৭৪	৩৬৫	২৬২	১৯৪	১৩৩	২৯৫	১৫৪	৮২৫	৬৩৯
১৯৮৬	২০৫৫	৩৯৩	২১৩	২৫৯	১৫৯	৩০৯	১৮৭	৯২৪	৫৬৯
১৯৮৭	২৪৪৬	৫৩৮	৩১৯	২৮০	১১৯	৩২৭	২১৩	৮৭৩	৭০২
১৯৮৮	২৮৩৯	৫৩৬	৩৪৩	২৯১	১৯৩	৩৯৫	২১৩	৯২৬	৭৭৮
১৯৮৯	৩২০৬	৬৪৯	৪১৩	৩১৮	২০৬	৪৪৮	২৭৭	৯৫৯	৭১২
১৯৯০	৩৫৬৭	৭০১	৪১০	৩০০	১৬৩	৪৭১	২২২	১০৬০	৮৩৩
১৯৯১	৩৭৮১	৬৮০	৩৯৩	৪০৭	২২৬	৫০৮	২১৮	১১০৩	৮০৩
১৯৯২	৩৮১৯	৬৯৩	৪৮৬	৩৭০	২৬৯	৫৪৭	৩৪৫	১০৬১	৯০৪
১৯৯৩	৪২৪১	৭৭১	৪৫৪	৪৭৫	২৮৩	৫০২	২৭৯	১১৬৪	৮২৪
১৯৯৪	৪৯০৭	৬৬৬	৪০২	৫৭০	২৯৮	৫৪৭	২৬২	১৩৮০	৭৯৯
১৯৯৫	৫৫৬৪	৮১৬	৫৮৪	৫৮৩	৩৫৩	৬৭১	৪১২	১৪১৭	৯৯৮
১৯৯৬	৫৯২৫	৮৮৩	৬০৬	৬৩২	৩৯২	৭০৪	৩৭০	১৪৬৫	১০৭৬
১৯৯৭	৬৪৫৭	৭৭০	৫০৯	৬৭৩	৩৯০	৭১১	৪৫১	১৭১০	১২৬৯
১৯৯৮	৭৪৪১	৯১৪	৬৫৩	৭৯০	৪৬৩	৮২৫	৪৩১	২১০৮	১৪৪৩

৪৪ গবেষক ৩.৪.২১ তারিখে বোর্ড কর্মকর্তা জনাব মুফযযল হুসাইন মাদানীর সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন।

৪৫ মুহাম্মদ আল-আমীন, *আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সংস্কারে ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাৎ আলিয়া মাদরাসার ভূমিকা*, ঢাকা: ঢাকাবিশ্ববিদ্যায়, ২০১৮খ্রি., (অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. থিসিস) পৃ.৫৩

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৯	৭৭১১	৯৮০	৬৫৩	৭৯৪	৫৬৪	৭৪৯	৪২৪	২০৭৬	১৫১১
২০০০	৯২০৬	১১৩৭	৮১৯	৮৯৭	৫৭৪	৯৩৪	৪৪৬	২৪৭৯	১৭৩৬
২০০১	১১০৮৬	১৩২০	৯৪৯	১১৩৬	৭৫৪	১০৮৮	৬৫০	২৯৫৯	২১৪২
২০০২	১২০১৭	১৪৩৮	৯৫৬	১২১২	৭১২	১০৯৯	৫৯৯	৩১৪৩	২২৭১
২০০৩	১৩৮০১	১৬৬৪	১০৯৮	১৩৭৯	৮৩৫	১২৮০	৭০৫	৩৬৪৭	২৩২৫
২০০৪	১৫০৫৯	১৭৮২	১১৭৩	১৪৭৩	১০২৭	১৩৮৩	৭৯৬	৩৮১১	২৬৮৭
২০০৫	১৮৩০০	২৩৪৪	১৭৩৫	১৭৪৮	১১৪৮	১৭৩০	১০৬৭	৪৬৪৩	৩৪৩১
২০০৬	২২১৫৮	২৭৫৭	২০৩০	২০৭০	১৩৪০	২০৩৮	১২৩১	৫৬০৮	৪১৩৭
২০০৭	২৬৪১৬	৩৬৩১	২৫১৯	২৫২২	১৫৯৪	২২৭৭	১৩৬৯	৬৯৪৭	৪৯৪০
২০০৮	৩০৩৪৬	৩৭৪৮	২৮৭৫	৩০০০	২০১৬	২৮১৬	১৭০৯	৭৭৯৩	৫৮২৯
২০০৯	৩৩১৫৫	৪৩৩৬	৩২০২	৩২৯৯	২২৬৮	৩০৪১	১৭২৫	৮১৮৪	৫৫৭৬
২০১০	৩৫৭২৭	৪৪১৬	৩২৭৭	৩৬৫৬	২৩৯৭	৩২৮৫	২০২০	৮৮৮০	৬২৩৪
২০১১	৪০০৮৯	৪৭১৮	৩৪৩৯	৪১২৬	২৫০০	৩৫৭৬	২১৭৪	১০০০৯	৬৬১১
২০১২	৪৫০৬৭	৫৪০২	৩৭৫০	৪৫৪৬	২৮৩৭	৪০৩৮	২৫০৬	১১১৮১	৭২৯৭
২০১৩	৫০২৬৫	৫৬৮৫	৪৩৮২	৪৯৬৮	৩১২১	৪৭৪৩	২৯৮৬	১২২৯৮	৮৩৪৩
২০১৪	৫৫৫৭২	৬৬৫৬	৫১৩৭	৫৩৩৬	৩৫৮৩	৫৬৮৩	৩৩৯৫	১৩৪০৯	৯২৬৮
২০১৫	৬৩৩৫৮	৬৯৪০	৫৩৫১	৬০১৯	৩৮৭২	৬৪৪৯	৩৯৯২	১৫৪৮৮	১১৭৫৩
২০১৬	৭৩৬৪৮	৭৮১২	৬০২৯	৬৯৬৬	৪৭৪০	৭২০১	৪৯৭৯	১৮১১৬	১৪১১২
২০১৭	৮৬১৭০	৯১৬০	৬৬২৪	৮০৫৫	৫৪২৪	৮৪৩৯	৫৪৭৩	২১৭৭৬	১৬৪২৬
২০১৮	১০৪৬২৬	১৪৮৯২	১১৮৭৯	৯০১৪	৬৪৬৬	১০১১৯	৬৭৬৪	২৫৫০৪	২০৩৯০
২০১৯	১৩৬১৬২	১৬৬১২	১১৯২১	১২৩৬৭	৮৫১৬	১৪০৪৫	৯০৬৪	৩৩৭৭০	২৫৬৩৬
সর্বমোট	**৯৫৪৮৭২**	১১৭৭৪৭	৮৬৪০৭	৯১১৯২	৬০২৪০	৯৪২০৬	৫৮৬৭৮	২৪২৯৯৬	১৭৮১৪৫

উল্লিখিত ছক থেকে বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়্যার (কওমী শিক্ষা বোর্ডের) একচল্লিশ বছরের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, **১৯৭৯** সালে যেখানে তাকমিল পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৮ জন; সেখানে **২০১৯** সালে পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে **১৬৬১২** জনে। অনুরূপভাবে সকল শ্রেণিতে কওমী মাদরাসার শিক্ষার্থীদের সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির হার ও হাদীস চর্চার বাস্তব চিত্র উক্ত ছকের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে।

কওমী ধারায় বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা

জ. কওমী ধারার সিলেবাস পর্যালোচনা

কওমী মাদরাসার যে সকল শ্রেণীতে হাদীস বিষয়ক কোনগ্রন্থ বা বিষয় পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কেবল সে সকল শ্রেণির সিলেবাস ভিত্তিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। কারণ সিলেবাস পর্যালোচনার মাধ্যমে তাদের হাদীস চর্চার পরিমান, ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে। তাই নিম্নে তাদের সিলেবাসের উপর সন্ধানী দৃষ্টিতে পর্যালোচনা উপস্থাপিত হচ্ছে-

১. আল-মারহালাতুল ইবতিদায়ীয়াহ (প্রাথমিক স্তর)

নূরানী মাদরাসায় হাদীস চর্চা : নূরানী মক্তব বিভাগ যা তিন বছর মেয়াদী (১ম-৩য় শ্রেণি) প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ পদ্ধতির উদ্ভাবক মাওলানা ক্বারী বেলায়েত হুসাইন (রহ.)। এ পদ্ধতিতে সহীহ-শুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষার পাশাপাশি এক জন মুসলিমের বুনিয়াদী ইসলামী শিক্ষা প্রদান করা হয়। যেমন: একজন মুমিনের জীবনে প্রয়োজনীয় সকল মাসআলা-মাসায়িল, মাসনুন দু'আ ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হয়। সাথে সাথে একজন কোমলমতি শিশুকে বিষয় ভিত্তিক ৬০টি হাদীস বাংলা অর্থসহ মুখস্থ করানো হয়, যা আজীবন তাদের হৃদয়মাঝে পাথরখোদাই এর ন্যায় স্থায়ীভাবে স্থান করে নেয়। এ ছাড়া তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজী ও গণিত শেখানো হয়। নূরানী শাখাকে অনেক কওমী মাদরাসার অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে। আবার কোথাও স্বতন্ত্র মাদরাসা হিসেবেও পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশে নূরানী মাদরাসায় অসংখ্য শিক্ষার্থী কুরআন-হাদীসের বুনিয়াদী শিক্ষাগ্রহণ করে দেশের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠছে।

Dhaka University Institutional Repository

২. আল-মারহালাতুল মুতাওসসিতাহ (হিদায়েতুন নাহু): হিদায়েতুন নাহু জামা'আত বা অষ্টম শ্রেণিতে নির্বাচিত হাদীস শিরোনামে ৪০ খানা বিষয় ভিত্তিক নির্বাচিত হাদীস অর্থসহ মুখস্থ করানো হয়।[৪৬] এর জন্য নির্ধারিত কিতাব মুফতি ফয়যুল্লাহ (রহ.) কর্তৃক রচিত *"ফয়জুল কালাম"*। তবে কোন কোন মাদরাসায় এই গ্রন্থ ছাড়াও ভিন্ন হাদীস গ্রন্থ থেকে পাঠদান করে থাকেন।

৩. আল-মারহালাতুল সানুবিয়্যাহ আম্মাহ (শরহে জামী): শরহে জামী জামা'আত বা দশম শ্রেণিতে ১০০ হাদীস মুখস্থ করণ। এ ক্ষেত্রে বেফাকুল মাদারিস 'আলফিয়্যাতুল হাদীস' নামক নির্বাচিত হাদীস গ্রন্থ থেকে বঙ্গানুবাদসহ একশত হাদীস মুখস্থ করাবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৭]

৪. আল-মারহালাতুল সানুবিয়্যাহ উলইয়্যাহ (শরহে বেকায়া): ইমাম নববী সংকলিত "রিয়াদুস সালেহীন" সম্পূর্ণ কিতাবটি সিলেবাস হিসেবে নির্ধারিত।

৫. আল-মারহালাতুল ফযীলাহ,আস-সানাতুল উলা (জালালাইন): জালালাইন জামা'আত বা ত্রয়োদশ শ্রেণিতে (ডিগ্রি) উসূলুল হাদীসের উপর আল্লামা ইবন হাজার আসকালানী (রহ.) রচিত "শরহ নুখবাতুল ফিকার" গ্রন্থটি সম্পূর্ণ সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[৪৮]

৬. আল-মারহালাতুল ফযীলাহ, আস-সানাতুস সানিয়াহ (মিশকাত): মিশকাত জামা'ত বা চতুর্থদশ শ্রেণিতে (ডিগ্রি) শায়খ ওয়ালি উদ্দিন সংকলিত "মিশকাতুল মাসাবিহ" গ্রন্থটি সম্পূর্ণ সিলেবাসের অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে।[৪৯]

৭. আল-মারহালাতুল তাকমীল (দাওরায়ে হাদীস): সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামি'তিরমিযী, সুনানু আবী দাউদ, সুনানু নাসাঈ, সুনানু ইবন মাজাহ, মুয়াত্তা মালিক, মুয়াত্তা মুহাম্মদ, শরহু মা'আনিল আসার এবং উলূমূল হাদীস।[৫০] উল্লেখ্য যে, কওমী মাদরাসা বোর্ড বিশ্ব বিখ্যাত এ নয়টি হাদীসগ্রন্থ সম্পূর্ণটাই এক বছর মেয়াদী তাকমিল জামাআ'তের জন্য সিলেবাসে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বিশাল সিলেবাস এক বছরে শুধু দেখে দেখে পড়ানোও অসম্ভব। তাই সিলেবাসে বিশেষ একটি কৌশল লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু অধিকাংশ অধ্যায় প্রায় সকল কিতাবে মিল রয়েছে, তাই তারা কোন কিতাবের কোন অধ্যায় বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ পাঠদান করা হবে তার একটা সূচীপত্র তাকমিল সিলেবাসের শেষে সংযুক্ত করেছেন, যাতে দ্বিরুক্ত এড়ানো সম্ভব হয়। যেমন: ***সহীহ বুখারী*** থেকে কিতাবুল ঈমান, ইলম, মাগাযী; ***সহীহ মুসলিম*** থেকে কিতাবুয যাকাত, বুয়ু'; ***জামি তিরমিযী*** থেকে কিতাবুস সালাত, আদব; ***সুনান আবু দাউদ*** থেকে কিতাবুস সাওম এবং ***সুনান নাসাঈ*** থেকে কিতাবুত তাহারাত ও মানাসিক ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে তাকরীর করা হয়।

৮. তাখাস্সুস ফি উলুমিল হাদীস (হাদীস বিষয়ে উচ্চতর কোর্স)

বাংলাদেশের কওমী মাদরাসাগুলোতে হাদীসের উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা সময় কেবল তাকমীল শ্রেণি বা দাওরা হাদীস বুঝালেও এখন হাদীস শাস্ত্রে তাখাসসুস (উচ্চতর গবেষণা) করার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। মুশতাশরিকীনদের (ওরিয়েন্টালিস্ট কিংবা প্রাচ্যবিদদের) ফিতনা (রিজাল শাস্ত্রকে বিতর্কিত করণ প্রচেষ্টা) মোকাবেলা করার জন্য কওমী ধারার আলিমগণ বড় বড় মাদরাসাগুলোতে হাদীস বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা ও অধ্যয়নের লক্ষ্যে উলূমুল হাদীস নামে স্বতন্ত্র একটি বিভাগ চালু করেছেন।

উলূমুল হাদীস বিভাগের সূচনা: ঠিক কবে থেকে উলূমুল হাদীস বিভাগ চালু হয়েছে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব না হলেও এ মাদরাসাগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট আলিমদের সাথে যোগাযোগ করে যে সকল তথ্য পাওয়া যায় তার আলোকে বলা যায় যে, সর্বপ্রথম মরহুম ফকিহুল মিল্লাত মুফতি আব্দুর রহমান (রহ.) এর তত্ত্বধানে চট্টগ্রামের পটিয়া মাদরাসায় ছোট পরিসরে একটি হাদীস গবেষণা বিভাগ চালু করা হয়। তবে কয়েক বছর পর এ বিভাগটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর কিছুদিন পরে বেশ কয়েকটি মাদরাসায় কয়েকটি উলূমুল হাদীস বিভাগ চালু

৪৬ মুফতি এনামুল হক সংকলিত, *মাকাদীরে আসবাক (সিলেবাস)*, ঢাকা: বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ, ২০১৭খ্রি., পৃ.১৮
৪৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৬
৪৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ.১২
৪৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ.১১
৫০ *প্রাগুক্ত*, পৃ.০৭-১০ (বি.দ্র.)

Dhaka University Institutional Repository

হয়। এগুলো হলো-ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় ফকিহুল মিল্লাত মুফতি আব্দুর রহমান (রহ.) প্রতিষ্ঠিত 'ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ' এর উলূমুল হাদীস বিভাগ, ঢাকার মিরপুরের পল্লবীতে অবস্থিত স্বনামধন্য ও বিখ্যাত উচ্চতর গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'মারকাযুদ দাওয়া আল-ইসলামিয়া'-তে মুফতি আব্দুল মালিকের তত্ত্বধানে উলূমুল হাদীস বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমান বাংলাদেশে এ প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা ও গবেষণায় অনন্য শীর্ষ স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে। এ ছাড়াও চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদরাসায় এবং পুনরায় পটিয়া মাদরাসায় উলূমুল হাদীস বিভাগ খোলা হয়। পরবর্তীতে বড় বড় আরো কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উলূমুল হাদীস বিভাগ খোলা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান হলো-মিরপুর আকবর কমপ্লেক্স মাদরাসা ও মসজিদ, বাইতুল উলূম ঢালকানগর মাদরাসা, গেন্ডারিয়া; চট্টগ্রাম ফটিকছড়িতে অবস্থিত নানুপুর জামিয়া ওবায়দিয়া মাদরাসা, জামিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ মাদরাসা, ঢাকা; কিশোরগঞ্জ জামিয়া ইমদাদিয়া, বগুড়া জামিল মাদরাসা, নওগাঁ পোরশা মাদরাসা, শায়খ জাকারিয়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা; ইত্যাদি।

উলূমুল হাদীসের সিলেবাস পর্যালোচনা

দাওরায়ে হাদীস বা তাকমীল বিভাগ যেহেতু সম্মিলিত কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড 'আল-হায়আতুল উলইয়া লিল জামিআতিল কওমিয়া' এর অধীনে শিক্ষাকারিকুলাম ও সিলেবাস নির্ধারণ হয়ে থাকে কিন্তু উলূমুল হাদীসের (উচ্চতর হাদীস গবেষণার) ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। বরং এক্ষেত্রে প্রত্যেক মাদরাসার স্ব স্ব বিভাগের মাজলিসুত তা'লিমী বা একাডেমিক কমিটি সিলেবাস প্রণয়ন করে থাকেন। তাই প্রতিটি মাদরাসার উলূমুল হাদীস বিভাগের সিলেবাস পর্যালোচনা করে যে বিষয়গুলো সকল মাদরাসায় সাধারণভাবে পড়ানো হয় তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো।

এ সকল মাদরাসায় 'আল-মানাহিজুদ দিরাসিয়্যা' নামে সিলেবাস প্রণয়ন করে থাকে। তাতে দেখা গেছে যে, প্রতিটি মাদরাসায় এ বিভাগটি দুই বছরের শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করে। দুই বছরের শিক্ষা সিলেবাসের মধ্যে প্রথম বর্ষে পাঠ ও পঠনের কোর্স বা মাদ্দা বেশি সংযোযিত হয়েছে। আর দ্বিতীয় বর্ষে বছরের শেষ ভাগে গবেষণা থিসিস বা মাকালা লিখা হয় এবং শুরুতে কয়েকটি কোর্স বা মাদ্দা নির্ধারিত থাকলেও সে সময় 'বিভিন্ন বিষয়ে বা হাদীস ও আসমাউর রিজালের উপর 'তামরীন' (এ্যাসাইনমেন্ট) করানো হয়। মাদরাসা ভেদে 'তামরীনের' সংখ্যা বিভিন্ন হয়। তবে ছোট বড় তামরিন মিলিয়ে প্রায় ৫০টির কম হয় না বলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও ছাত্রগণ মত দিয়েছেন। এ গুলোর মাধ্যমে মূলত একজন শিক্ষার্থীকে হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতির বাস্তবিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ ও হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধির মান নির্ণয় করবার যোগ্য করে তোলা হয়। উলূমুল হাদীস বিভাগগুলোতে সাধারণভাবে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

১. **মুসতালাহুল হাদীস বা হাদীসের পরিভাষাসমূহ ও এ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি:** মুসতালাহ আল-হাদীস এর প্রচলিত ও আধুনিক কিতাবসমূহের মধ্যে কয়েকটি কিতাব পাঠদান এর অন্তর্ভুক্ত থাকে আর বাকি কিতাবগুলো শিক্ষর্থীরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে অধ্যয়ন করেন। দরসের অন্তর্ভুক্ত কিতাবগুলো হলো- *মুকাদ্দামাহ ইবনুস সালাহ, মা'রেফাতু উলুমিল হাদীস লিল হাকিম, তাদরিবুর রাবী, কাওয়ায়িদ ফি উলুমিল হাদীস*, ইত্যাদি।

২. **ইলমুল ওয়াদ্ব'উ ফিল হাদীস বা জাল হাদীস, মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হাদীস ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি:** এ কোর্সটি মুসতালাহুল হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও যেহেতু এটি একটি মাদ্দাহ তাই স্বতন্ত্র কোর্স হিসেবে পাঠদান করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে *'আল-ওয়াদ্ব'উ ফিল হাদীস'* নামক গ্রন্থটি প্রাধান্য দেয়া হয়। তবে মৌলিকভাবে মাওজুআতের প্রধান প্রধান কিতাবগুলো অধ্যয়ন (মুতালা'আ) করতে হয়।

৩. **ইলমু ই'লালিল হাদীস বা হাদীসের সূক্ষ্ম বিষয়াদির অধ্যয়ন:** হাদীস শাস্ত্রের এই কোর্সটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল। হাদীসের ইল্লত বা গোপন দোষ ত্রুটি নিয়ে যেহেতু এখানে আলোচনা করা হয় তাই অনেক প্রতিষ্ঠানে এই কোর্সটি দ্বিতীয় বর্ষে পাঠদান করা হয়। পাঠদানের ক্ষেত্রে ইমাম ইবন রজব হাম্বলীর (রহ.) *'শরহু ই'লালুত তিরমিযী'* গ্রন্থটি প্রাধান্য দেয়া হয়।

৪. **ইলমুল জারহ ওয়াত তা'দিল বা রাবীদের দোষগুণ বিষয়ক অধ্যয়ন:** এই কোর্সটিও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্ববহ। যেহেতু তানকীদুর রাবি নিয়ে আলোচনা করা হয় তাই এ কোর্সটিকে অত্যধিক প্রাধান্য দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

পড়ানো হয়। এই কোর্সর জন্য আবদুল হাই লখনভী (রহ.) এর 'আর-রাফউ ওয়াত তাকমীল' গ্রন্থটি বিশেষ বিবেচনায় রাখা হলেও মূলত শিক্ষক আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ঠিক রেখে নিজস্ব পদ্ধতিতে কোর্সটি সম্পন্ন করেন। এ ছাড়াও রয়েছে,

ক. ইলমুল ইসনাদ বা হাদীসের সনদ, হাদীসের কিতাবসমূহের সনদ ও সনদ বিষয়ক যাবতীয় অধ্যয়ন;

খ. মাকানাতুস সুন্নাহ বা হাদীসের মর্যাদা ও ইলমে হাদীস সংকলনের ইতিবৃত্ত;

গ. হাদীসের কিতাবসমূহের শ্রেণিবিন্যাস ও মর্যাদা;

এ কোর্সে হাদীসের যত কিতাব রয়েছে সে সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। এ সকল কিতাবসমূহের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণিবিন্যাস ও মর্যাদাগত পার্থক্য নির্ণয়ে শিক্ষক স্কলারদের অভিমত বিশ্লেষণ করে থাকেন।

ঘ. উসূলুল ইসতিখরাজ বা বিভিন্ন কিতাব থেকে হাদীস খোঁজার মূলনীতি ও রাবীদের নিয়ে আলোচনা;

বহুসংখ্যক হাদীসের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হাদীসটি সহজে খুঁজে পাওয়ার অভিনব পদ্ধতি ও নীতিমালা নিয়ে পাঠদান করা হয়ে থাকে।

ঙ. উলূমুল হাদীসের উপর চার মাযহাব ও ইমামদের অবদান মূল্যায়ন;

চ. ইলমু আসমাউর রিজাল বা রিজাল শাস্ত্র অধ্যয়ন;

আসমাউর রিজাল উলূমুল হাদীসের জগতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা দিয়ে মূলত শিক্ষার্থীদেরকে এতটুকু যোগ্য করে তোলা হয়; যাতে সে পরবর্তিতে নিজস্ব চেষ্টা শ্রমে এ জগতে গভীরে যেতে পারে। এ কোর্সের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে অনেক তামরিন বা এ্যাসাইনমেন্ট করানো হয়ে থাকে।

ছ. কাওয়ায়িদুত তাসহীহ ওয়া তাজয়িফ বা হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয়ের পদ্ধতি ও মূলনীতি বিষয়ক অধ্যয়ন;

জ. আল-আহাদিসুস জয়িফা গাইরাল মুনকারাহ বা দূর্বল হাদীস যা মুনকার নয় এর বিধানগত অধ্যয়ন;

ঝ. হিফযুল হাদীস বা বিষয়ভিত্তিক হাদীস মুখস্তকরণ;

ঞ. থিসিস বা মাকালা লিখন;

উল্লিখিত মাদ্দা বা কোর্সগুলো হাদীসশাস্ত্রের প্রাচীন ও আধুনিক লিখিত প্রামাণ্যগ্রন্থসমূহ থেকে অধ্যয়ন করানো হয়। নির্দিষ্ট কিছু গ্রন্থের দরস-তাদরিস হয়ে থাকে আর বাকি অধিকাংশ কিতাবসমূহের মুতালা'আ বা অধ্যয়নের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ঝ. আহলে হাদীস ধারার মাদরাসার সিলেবাস পর্যালোচনা

এ ধারার মাদরাসায় সপ্তম শ্রেণি থেকে পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে হাদীস চর্চা শুরু হয়। এ শ্রেণিকে তাদের পরিভাষায় মুতাওসসিতাহ সানী বা সপ্তম শ্রেণি হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। এ জামাতে ইমাম নববী রচিত ৪০ হাদীস বাংলা অর্থসহ মুখস্থ করানো হয়। অতঃপর (মুতাওসসিতাহ সলিস) অষ্টম শ্রেণিতে ইবন হাজার আল-আসকালানী রচিত "বুলুগুল মারাম" সম্পূর্ণ পাঠ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। তার পরে (মুতাওসসিতাহ রাবী) নবম শ্রেণিতে মিশকাতুল মাসাবীহ (১ম খণ্ড) এবং (মুতাওসসিতাহ খামিছ) দশম শ্রেণিতে মিশকাতুল মাসাবীহ (২য় খণ্ড) ও তাইসিরু মুসতালাহুল হাদীস সিলেবাসভূক্ত করা হয়েছে। এরপরে (সানাবিয়া উলা) একাদশ শ্রেণিতে জামি তিরমিযী ও সুনানু ইবন মাজাহ এর (নির্ধারিত অধ্যায়সমূহ) এবং (সানাবিয়া সানী) দ্বাদশ শ্রেণিতে সুনানু আবু দাউদ ও সুনান নাসাঈ এর (নির্ধারিত অধ্যায়সমূহ) সাথে নুখবাতুল ফিকারকে পাঠ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সর্বশেষ (কুল্লিয়া) প্রথম বর্ষে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম (১ম খণ্ড) সাথে তাদরিবুর রাবী (নির্ধারিত অধ্যায়সমূহ) এবং (কুল্লিয়া) দ্বিতীয় বর্ষে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম (২য় খণ্ড) এবং মুয়াত্তা মালিকের (নির্ধারিত অধ্যায়সমূহ) পাঠ্য হিসেবে সিলেবাসে নির্ধারণ করা হয়েছে।[৫১]

---

৫১ বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, *সিলেবাস:* বাংলাদেশ আহলে হাদীস মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, ২০০৮খ্রি., পৃ.৬-১৬ (বি.দ্র.)

Dhaka University Institutional Repository

৬.১.৩ স্কুল-কলেজ পর্যায় বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা

ক. প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে হাদীস চর্চা

বাংদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষাস্তর হচ্ছে, প্রাক প্রাথমিক থেকে শুরু করে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। এ স্তরে সর্বাধিক শিক্ষার্থী পড়া-লেখা করছে। এ প্রাথমিক শিক্ষা একজন শিক্ষার্থীর জীবনের ভিত্তিমূল। কোমলমতি শিশুরাই যেহেতু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই তাদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে তাদেরকে বিশুদ্ধ জ্ঞান বিতরণ করা প্রয়োজন। বিশুদ্ধ জ্ঞানের একমাত্র উৎস হচ্ছে, ইলমি ওহী। আর কুরআন-হাদীসের মধ্যেই রয়েছে ওহীর জ্ঞান। তাই কচিকাচা বাচ্চাদের এ জ্ঞানে সমৃদ্ধ করাগেলেই ভবিষ্যতে এক একজন আদর্শ নাগরিক আশা করা যায়। তাই পাঠ্যপুস্তকগুলোকে কীভাবে আরো শিক্ষার্থীবান্ধব ও সমৃদ্ধ করা যায় তাই চিন্তা-গবেষণার বিষয়। নিম্নে শ্রেণি ভিত্তিক পাঠ্যবই পর্যালোচনার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার পর্যালোচনা উপস্থাপিত হলো-

তৃতীয় শ্রেণিতে হাদীস চর্চা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ঢাকা এর ৩য় শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে। ১ম অধ্যায়: ইমান-আকাইদ, ২য় অধ্যায়: ইবাদত, ৩য় অধ্যায়: আখলাক, ৪র্থ অধ্যায়: কুরআন মাজিদ শিক্ষা ও ৫ম অধ্যায়: নবী-রাসূল (সা.) সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থে ৭৬ পৃষ্ঠাব্যাপী কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা গল্পাকারে শিশুসুলভ ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।[৫২] পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত গ্রন্থের পাঁচটি অধ্যায়ের বিভিন্ন স্থানে ১৩টি স্থানে ছোট ছোট হাদীসাংশ "মহানবী (সা.) বলেছেন" সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে গল্পচ্ছলে আকর্ষণীয় ভাষায় বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন বাস্তব চিত্রকল্পের মাধ্যমে কোমলমতি শিশুদের মনযোগ আকর্ষণের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

চতুর্থ শ্রেণিতে হাদীস চর্চা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ঢাকা এর ৪র্থ শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে। ১ম. ইমান-আকাইদ, ২য়. ইবাদত, ৩য়. আখলাক, ৪র্থ. কুরআন মাজিদ শিক্ষা ও ৫ম. নবী-রাসূলগণের পরিচয় ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থে ৯৫ পৃষ্ঠাব্যাপী কুরআন ও হাদীসের বিস্তর আলোচনা স্থান পেয়েছে।[৫৩] পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত গ্রন্থের পাঁচটি অধ্যায়ের বিভিন্ন পাঠের পরতে পরতে ১৭টি স্থানে ছোট ছোট হাদীসাংশ "মহানবী (সা.) বলেছেন" সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে গল্পাকারে আকর্ষণীয় ভাষায় বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এটি বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার সামান্য প্রয়াস হলেও এর চর্চাকারীর সংখ্যা এ দেশেরই লক্ষ লক্ষ কোমলমতি শিশু। যদি তারা এ শিক্ষাকে যথাযথভাবে ধারণ করতে পারে; তবে তারাই হবে নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন আদর্শ নাগরিক।

পঞ্চম শ্রেণিতে হাদীস চর্চা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ঢাকা এর ৫ম শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে। ১ম অধ্যায়ে আকাইদ-বিশ্বাস, ২য় অধ্যায়ে ইবাদত, ৩য় অধ্যায়ে আখলাক বা চরিত্র ও নৈতিক মূল্যবোধ, ৪র্থ অধ্যায়ে কুরআন মাজিদ শিক্ষা ও ৫ম অধ্যায়ে মহানবী (সা.) এর জীবনাদর্শ ও অন্যান্য নবীগণের পরিচয় সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থে ১১২ পৃষ্ঠাব্যাপী কুরআন ও হাদীসের বিস্তর আলোচনা স্থান পেয়েছে।[৫৪] অনুসন্ধানে দেখা যায়, উক্ত গ্রন্থের পাঁচটি অধ্যায়ের বিভিন্ন পাঠের পরতে পরতে ৫০টির বেশী হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। এটি বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার সামান্য প্রয়াশ হলেও এর চর্চাকারীর সংখ্যা এদেশেরই লক্ষ লক্ষ কোমলমতি শিশু। যদি তারা এ শিক্ষাকে যথাযথভাবে ধারণ করে; তবে তারা নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে।

---

৫২ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, অধ্যাপক মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন, অধ্যাপক এ. বি. এম আব্দুল মান্নান মিয়া ও মুহাম্মদ কুরবান আলী রচিত ও সম্পাদিত, *ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা*, (৩য় শ্রেণি) ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ঢাকা, আগস্ট, ২০১২, পৃ. ১-৭৬ (বি.দ্র.)

৫৩ অধ্যাপক মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন, অধ্যাপক এ. বি. এম আব্দুল মান্নান মিয়া ও মুহাম্মদ কুরবান আলী রচিত ও সম্পাদিত, *ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা*, (৪র্থ শ্রেণি) ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ২০১২, পৃ. ১-৯৫ (বি.দ্র.)

৫৪ অধ্যাপক মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন, অধ্যাপক এ. বি. এম আব্দুল মান্নান মিয়া ও মুহাম্মদ কুরবান আলী রচিত ও সম্পাদিত, *ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা*, (৫ম শ্রেণি) ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ২০১২, পৃ. ১-১১২ (বি.দ্র.)

Dhaka University Institutional Repository

খ. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা

ষষ্ঠ শ্রেণিতে হাদীস চর্চা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ঢাকা এর ষষ্ঠ শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে। তন্মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে (পাঠ-১১) হাদীসের সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা, গুরুত্ব ও তাৎপর্য, (পাঠ-১২) নৈতিক গুণাবলি সম্পর্কিত, [১.অঙ্গীকার পালন প্রসঙ্গে, ২. মিথ্যার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে] (পাঠ-১৩) মুনাজাতমূলক, (পাপ ও ভুলত্রুটি এবং উপকারী বিদ্যা ও হালাল রিয্ক প্রার্থনা প্রসঙ্গে) এবং (পাঠ-১৪) নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় হাদীসের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[৫৫] উক্ত হাদীসগুলোর প্রথমত শাব্দিক অর্থ অতঃপর ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ, অবশেষে হাদীসের শিক্ষাগুলোর আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও আকাইদ, ইবাদত, আখলাক ও আদর্শজীবন চরিত সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থে ১১২ পৃষ্ঠাব্যাপী কুরআন ও হাদীসের বিস্তর আলোচনা স্থান পেয়েছে।

সপ্তম শ্রেণিতে হাদীস চর্চা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ঢাকা এর সপ্তম শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে। তন্মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে (পাঠ-১২) হাদীসের সংজ্ঞা, গুরুত্ব ও তাৎপর্য, সিহাহ সিত্তাহ [*বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবন মাজাহ*] এর পরিচয় প্রসঙ্গে, (পাঠ-১৩) মুনাজাত মূলক হাদীস (১. হিদায়েত, তাকওয়া ও অভাব-অনটন থেকে মুক্তি, ২. ক্ষমা, অনুগ্রহ-হিদায়েত লাভ ও রিযক প্রার্থনা, ৩. অন্তরকে দীনের উপর দৃঢ় রাখার প্রার্থনা) প্রসঙ্গে, (পাঠ-১৪) নৈতিক গুণাবলি বিষয়ক হাদীসে (১. স্রষ্টার দয়া/অনুগ্রহ পাওয়ার শর্ত হচ্ছে মানুষের উপর দয়া করা, ২. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণতি, ৩. অমুসলিমদের অধিকার) প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।[৫৬] উক্ত হাদীসগুলো ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রথমত শাব্দিক অর্থ অতঃপর ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ, অবশেষে হাদীসের শিক্ষাগুলোর আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়াও আকাইদ, ইবাদত, আখলাক ও আদর্শজীবন চরিত সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থে ১১৯ পৃষ্ঠাব্যাপী কুরআন ও হাদীসের বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে।

অষ্টম শ্রেণিতে হাদীস চর্চা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ঢাকা এর অষ্টম শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে। তন্মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে (পাঠ-১৪) মুনাজাত মূলক হাদীস (১. আল্লাহর আনুগত্যের উপর অন্তরসমূহকে অটল রাখার প্রার্থনা, ২. অন্তরের মুনাফিকি, আমলে লৌকিকতা, চোখ-জিহবার অপব্যবহার, ৩. সুস্থতা, পবিত্রতা, উত্তম চরিত্র ও তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকার বিষয়ে প্রার্থনা) প্রসঙ্গে, এবং (পাঠ-১৫) হাদীসের আলোকে নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ক ০৯টি হাদীসের ব্যাখ্যাসহ আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।[৫৭] উক্ত হাদীসগুলো ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রথমত শাব্দিক অর্থ অতঃপর ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ, অবশেষে হাদীসের শিক্ষাগুলোর আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়াও আকাইদ, ইবাদত, আখলাক ও আদর্শজীবন চরিত সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থে ১৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী ৬২টি শিরোনামে কুরআন ও হাদীসের বিস্তর আলোচনা উস্থাপন করা হয়েছে।

নবম-দশম শ্রেণিতে হাদীস চর্চা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ঢাকা এর নবম-দশম শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় এর "শরীয়তের উৎস: সুন্নাহ" শিরোনামে মহানবী (সা.) এর মুখ নিসৃত ১০টি হাদীস স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে আলোচিত বিষয় হচ্ছে, ১. নিয়ত সম্পর্কিত হাদীস, ২. ইসলামের ভিত্তি সম্পর্কিত হাদীস, ৩. দানশীলতা সম্পর্কিত হাদীস, ৪. বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত হাদীস, ৫. সর্বোত্তম মানুষ সম্পর্কিত হাদীস, ৬. মানব প্রেম ও সৃষ্টির সেবা সম্পর্কিত হাদীস, ৭. পরোপকার সম্পর্কিত হাদীস, ৮. ব্যবসায়ে সততা সম্পর্কিত হাদীস, ৯. ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কিত হাদীস ও ১০. যিকর সম্পর্কিত হাদীস। এছাড়াও এ গ্রন্থের

---

৫৫ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, ড. আব্দুর রশীদ, ড. মোহাম্মদ ইউসুফ, ইউসুফ মোহাম্মদ শেখ ও ইকবাল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শরীফ রচিত এবং ড. মো. আখতারুজ্জামান সম্পাদিত, *ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা*, (৬ষ্ঠ শ্রেণি) ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ২০১২, পৃ. ৬৯-৭৪(বি.দ্র.)

৫৬ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, ড. আব্দুর রশীদ, ড. মোহাম্মদ ইউসুফ, ইউসুফ মোহাম্মদ শেখ ও ইকবাল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শরীফ রচিত এবং ড. মো. আখতারুজ্জামান সম্পাদিত, *ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা*, (৭ম শ্রেণি) ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ২০১২, পৃ. ৭৫-৮০(বি.দ্র.)

৫৭ *ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা*, (৮ম শ্রেণি), *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৮-৮০(বি.দ্র.)

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচটি অধ্যায়ের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য হাদীস।[৫৮] উক্ত হাদীসগুলোর প্রথমত শাব্দিক অর্থ, অতঃপর ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ, অবশেষে হাদীসের শিক্ষাগুলোর আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে এ শ্রেণি অনুপাতে হাদীস অংশটা খুবই অল্প পরিলক্ষিত হয়েছে।

গ. উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ইসলাম শিক্ষা দুটি পত্রে বিন্যস্ত। প্রথম পত্রে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ইসলাম ও ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গে কুরআন-হাদীসের আলোকে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় পত্রে কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস, ফিকহ শাস্ত্র, মৌলিক ইবাদত ও তাসাওউফ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বিশেষত আল-হাদীস পাঠে ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি বিষয়ে ২৫টি হাদীস চর্চা করা হচ্ছে। এটি প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল। পূর্বে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে 'ইসলাম শিক্ষা' গুচ্ছ হিসেবে তৃতীয় বা চতুর্থ বিষয় হিসেবে অধ্যয়নের সুযোগ ছিল। বর্তমানে বিষয়টি ঐচ্ছিক করার ফলে সে সুযোগটুকুও আর থাকল না।

৬.১.৪ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সীমিত পরিসরে পঠন-পাঠন ও গবেষণার মাধ্যমে হাদীস চর্চা হয়ে থাকে। বর্তমান আলোচনা সিলেবাস পর্যালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে; কারণ সিলেবাস একটি বিভাগের প্রাণ। মানসম্মত সিলেবাস বিভাগের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে। নিশ্চিত করে শিক্ষার মান; বিশ্বমানের শিক্ষা। এটি শিক্ষাকার্যক্রম উন্নয়নের প্রামাণ্য একটি দলীলও বটে। তাই সিলেবাস পর্যালোচনার মাধ্যমে বুঝা যায় তা কতটা যুগের চাহিদা ও বিভাগের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম। বর্তমান গবেষণাকর্মটি যেহেতু বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা বিষয়ক; তাই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় কী পরিমাণে হাদীস চর্চা হয় তা অবগত হওয়ার প্রামাণ্য উপায় হচ্ছে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত বিভাগের নির্দিষ্ট সিলেবাস পর্যালোচনা করা। সে লক্ষ্যে পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস পর্যালোচনার মাধ্যমে হাদীস চর্চার ধরন-প্রকৃতি, পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান চালানো হবে।

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) : ইতিহাস ও ঐতিহ্য

১৯১২ সালের ২৯ জানুয়ারি, ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, ধনবাড়ীর নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের ভাইসর লর্ড হার্ডিঞ্জ এর নিকট ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জানায় । এ প্রস্তাবের তিন দিন বাদে ১৯১২ সালের ২ ফেব্রুয়ারী লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। ঐ বছর ২৭ মে বেঙ্গল গর্ভমেন্ট প্রতিশ্রুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রবার্ট নাথানের নেতৃত্বে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি' গঠন করেন। এ কমিটি ১৯১২ সালে ১৬টি বৈঠক করে নীতি নির্ধারণ করে। এ ছাড়াও কমিটি বিষয়ভিত্তিক ২৪টি সাব-কমিটি গঠন করে। তন্মধ্যে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের সাব-কমিটিতে ছিলেন, আর. নাথান, নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, ডাব্লিউ এ. জে. আর্চ বোল্ড, মুহাম্মদ আলী, আবূ নসর মুহাম্মদ ওহীদ, নওয়াব স্যার খাজা সলীমুল্লাহ, মাওলানা শিবলী নুমানী, শাহ সুলায়মান ফুলওয়ারী, শামসুল উলামা কামাল উদ্দীন আহমাদ, মৌলবী মুহাম্মদ ইরফান, মৌলবী মুহম্মদ মুসা ও মৌলভী ফিদা আলী খান।"[৫৯] ১৯১৭ সালে গঠিত হয় স্যাডলার কমিশন এবং এ কমিশন ইতিবাচক প্রস্তাব দিলে ১৯২০ সালের ১৩ মার্চ ভারতীয় আইন সভা "দি ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট" (আইন নং-১৩) পাস করেন। এ আইনটি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ১৯২১

৫৮ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, ড. আব্দুর রশীদ ও ড. মোহাম্মদ ইউসুফ রচিত এবং ড. মো. আখতারুজ্জামান সম্পাদিত, *ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা*, (৯ম-১০ম শ্রেণি) ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ২০১২, পৃ. ৫৯-৭৫(বি.দ্র.)

৫৯ অধ্যাপক ড. আব্দুল বাকী ও অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ : সংক্ষিপ্ত পরিচিতি', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, ২য় পুনর্মিলনী স্মারণিকা ২০১৯*, ঢাকা : ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, ২০১৯খ্রি., পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

সালের ১ জুলাই ঢাকার রমনা এলাকার প্রায় ৬০০ একর জমির উপর তিনটি অনুষদ ও ১২টি বিভাগ নিয়ে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়। তন্মধ্যে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদভূক্ত একটি ঐতিহ্যবাহী বিভাগ। পূর্ববঙ্গে ইসলামী তাহযীব-তমুদ্দন সংরক্ষণ ও বিকাশের উদ্দেশ্যে যে কয়টি বিভাগ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ তন্মধ্যে অন্যতম। যাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের "Corner Stones" হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এর প্রথম হেড-অব-দি ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব পালন করেন শামসুল উলামা আবু নসর মুহম্মদ ওহীদ। তিনি ছাড়াও বিখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা নায়েব হাসান (মৃ. ১৯২৩ খ্রি.), মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক বর্ধমানী (মৃ. ১৯৩৮ খ্রি), [১৯৩৩-১৯৩৮ খ্রি.] পর্যন্ত পাঁচ বছর, মাওলানা যফর আহমাদ ওসমানী (মৃ. ১৯৭৪ খ্রি.), [১৯৪০-৪৮ খ্রি.] পর্যন্ত আট বছর, মাওলানা শায়খ আব্দুর রহীম (মৃ. ১৯৭৩ খ্রি.), [১৯৪৩-৬৯ খ্রি.] পর্যন্ত ছাব্বিশ বছর, মাওলানা বিলায়েত হোসাইন (মৃ. ১৯৭৩ খ্রি.), [১৯৪৩-৬৯ খ্রি.] পর্যন্ত সাতাইশ বছর মুহাদ্দিস হিসেবে এ বিভাগে শিক্ষকতা করেন।[৬০] আশির দশকে সময়ের অনিবার্য প্রয়োজনে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ স্বতন্ত্র্য দুটি বিভাগে রূপান্তরিত হয়। ১৯৮০ সালে স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যানের আসন অলংকৃত করেন প্রফেসর ড. এ.বি. এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী। এ বিভাগ জাতিকে উপহার দিয়েছে অনেক খ্যাতনামা মুহাদ্দিস, মুফাসিসর, ফকিহ ও ইসলামী পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব।[৬১]

ঢাবির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সিলেবাসভিত্তিক হাদীস বিষয়ের পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের যাত্রা যেহেতু সূচনালগ্ন থেকে তাই এ বিভাগের ইতিহাসও অনেক পুরাতন। এ বিভাগে কী পরিমাণে হাদীস শাস্ত্র চর্চা হয়ে আসছে তা জানার জন্য সিলেবাস ভিত্তিক হাদীস চর্চা বিষয়ক অনুসন্ধান চালানো প্রয়োজন। কিন্তু আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বের নথি-ফাইলপত্র খুঁজে পাওয়াটাও অনেক মুশকিল ও দুরূহ ব্যাপার। তারপরেও সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে এ বিভাগের সূচনালগ্ন থেকে সিলেবাস ভিত্তিক হাদীস বিষয়ক পর্যালোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো,

১. বি এ (পাস কোর্স) এর সিলেবাস

Isamic Stadies for the B.A (ordinary) Degree,1931

Syllabuses – Session: 1929-30;

Paper I.- Quran Tafsir and Hadith.

Islamic Studies for the B.A. (ordinary) Degree, 1931 শিরোনামে বি এ ওরডিনারী কোর্স ১৯২৯-৩০ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যসুচি তিনটি পাঠে বিভক্ত ছিলো। তন্মধ্যে পাঠ-১ শিরোনামে Paper I.- Quran Tafsir and Hadith. উল্লেখ করা হয়েছে। এর বিস্তারিত কোন বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায় না। অতঃপর ১৯৩৩ শিক্ষা বর্ষের সিলেবাসে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এখানে পাঠ-১ এর অধীন ইলমি হাদীসের সিলেবাস হিসেবে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) প্রণীত "*মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ*" এর শুরু থেকে কিতাবুস সালাতের শেষ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। বি এ পাস কোর্স ১৯৩২-৩৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ১৯৫৮-৫৯ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত পাঠ্যসুচিতে ইলমি হাদীসের সিলেবাসে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। ১৯৬১-৬২ শিক্ষাবর্ষে হাদীসের কোর্সের শিরোনামে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তা হচ্ছে, ১ম বর্ষ ও ২য় বর্ষে ভাগ করে ২য় বর্ষের পাঠ-২ এর মধ্যে আল-হাদীস ও আল-ফিকহ শিরোনামে হাদীস-৪০, ফিকহ-৩৫ এবং কোর্স ওয়ার্ক-২৫ মোট = ১০০ নম্বরে মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

---

৬০ ড. আ. ফ. ম আবু বকর সিদ্দীক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : অতীত ও বর্তমান*, ঢাকা: ইফাবা পত্রিকা, জানুয়ারি-মার্চ, ১৯৯৬ খ্রি., পৃ.১১

৬১ https://bn.wikipedia.org › wiki ›

Dhaka University Institutional Repository

B. A. (Pass) Courses
Session 1963-64
F II- ISLAMIC STUDIES
Paper I-Al-Tafsir and al-Hadith.
(a) Al-Tafsir: 50 marks; (b) Al-Hadith 50 marks
Examination to be held in 1965

১৯৬৩-৬৪ শিক্ষাবর্ষে **B. A. (Pass Courses)** এর সিলেবাসে হাদীস শাস্ত্র বিষয়ক কোর্সের ১ম বর্ষের প্রথম পত্র হিসেবে Paper I-Al-Tafsir and al-Hadith. শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে মানবন্টনের ক্ষেত্রে (a) Al-Tafsir: 50 marks (b) Al-Hadith 50 marks তাফসীর-৫০ এবং হাদীস-৫০ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় ১৯৭১-৭২ শিক্ষাবর্ষে হাদীসের কোর্সের ২য় বর্ষের ২য় পত্র হিসেবে Paper II-Al-Hadith and Al-Fiqh. শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে মানবন্টনের ক্ষেত্রে (a) Al-Hadith: 50 marks (b) Al-Fiqh: 50 marks নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সিলেবাসের ধারা বাহিকতা ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত চালমান ছিলো।[৬২]

২. এম এ (প্রিলিমিনারি কোর্স) এর সিলেবাস

M. A. Degree in Islamic Studies. M.A. Preliminary Examination in Islamic Studies, 1930. শিরোনামে প্রিলিমিনারি মাস্টার্স কোর্স ১৯৩০ শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু হয়। এম.এ ৪টি গ্রুপে বিভক্ত ছিলো। তন্মধ্যে Group A.- Tafsir and Hadith.পাঠ্যসুচি তিনটি পাঠে বিভক্ত ছিলো। তন্মধ্যে Paper I.- Quran Tafsir and Hadith. শিরোনামে (Paper I.-Hadith and Usulul-Hadith.) ১ম পত্রের অন্তর্ভুক্ত হাদীস ও উসূলুল হাদীস পাঠ্য বিষয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এ ধারাবাহিকতায় ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত চালু থাকে। ১৯৫৬ সালে সিলেবাসে পরিবর্তন আসে। পাঠ-১ শিরোনামে Paper I.- Hadith and Usulul Hadith. কোর্সের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে *"আল-জা'মি আত-তিরমিযী"* এর শুরু থেকে কিতাবুস সালাত ও কিতাবুশ শামাইল অধ্যায় পর্যন্ত এবং ইমাম ইবন হাজার আসকালানী রচিত *"নুখবাতুল ফিকার"* এর প্রথম অর্ধাংশ নির্ধারণ করা হয়। এর ধারাবাহিকতা ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। তবে কোর্সের ডিজাইন ও নম্বর বন্টনের ক্ষেত্রে রদবদল হয়েছে।[৬৩]

৩. বি এ (অনার্স) কোর্সের সিলেবাস (৩ বছর মেয়াদী)

B. A Degree with Honours in Islamic Studies, 1932. শিরোনামে বি এ (সম্মান) কোর্স ১৯২৯-৩০ শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু হয়। তন্মধ্যে পাঠ-১ শিরোনামে (Paper I.- Hadith and Usul al-Hadith.) উল্লেখ্য বি এ (সম্মান) শ্রেণিতে হাদীস ও উসূলুল হাদীসের দুটি কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর বিস্তারিত কোন বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায় না। অতঃপর ১৯৩৪ শিক্ষা বর্ষের সিলেবাসে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এখানে পাঠ-১ এর অধীন ইলমি হাদীসের সিলেবাস হিসেবে ইমাম তিরমিযী (রহ.) প্রণীত *"আল-জা'মি আত-তিরমিযী"* এর শুরু থেকে কিতাবুস সালাতের শেষ পর্যন্ত এবং মাওলানা মোনাওয়ার আলী রচিত " উসূল-ই-হাদীস" পাঠ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। বি.এ সম্মান ১৯৩৫-৩৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে ১৯৭৫-৭৬ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত পাঠ্যসূচিতে ইলমি হাদীসের সিলেবাসে তেমন কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না।

অতঃপর ১৯৭৭-৭৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে বি এ সম্মান তিন বছর মেয়দী কোর্স হিসেবে চালু হয়। পাঠ্যসুচিতেও কিছুটা পরিবর্তন আসে। যেমন: **কোর্স-৩০৩ আল-হাদীস;** *"আল-জা'মি আত-তিরমিযী"* এর আবওয়াবুল বুয়ু' এর শুরু থেকে কিতাবুল হুদুদ এর শেষ পর্যন্ত; এবং **কোর্স-৩০৪ উসূলুল হাদীস** নির্ধারণ করা হয়েছে।

---

৬২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোপনীয় শাখা থেকে প্রাপ্ত নথি থেকে সংগৃহীত।
৬৩ *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

3rd year B.A. (Hons.) Course Final Examination, 1981

Paper V.-Al-Hadith and usul al-Hadith 100 marks

Course 303 Al-Hadith Tirmidhi: Al-Jami: Abwab al Salat

Course 304 Tirmidhi: kitab Shamailun Nabi; Ibn Hajar: Nukhbat al-Fikar.

কিন্তু ১৯৮০-৮১ শিক্ষা বর্ষের বি এ (সম্মান) ৩য় বর্ষের সিলেবাসে Paper V.-Al-Hadith and usul al-Hadith এ শিরোনামে **কোর্স-৩০৩ আল-হাদীস;** *"আল-জা'মি আত-তিরমিযী"* এর আবওয়াবুস সালাত; এবং **কোর্স-৩০৪** "আল-জা'মি আত-তিরমিযী" এর কিতাবু শামইলুন নবী; আর **উসূলুল হাদীস:** ইবন হাজার রচিত "নুখবাতুল ফিকার" গ্রন্থটি নির্বাচন করা হয়েছে।

3rd year B. A. (Hons) course Final Examination- 1985

Paper V:Al-Hadith and usul al-Hadith & Tarikh al-Hadith. 100 marks

Course 303 Al-Hadith 50 marks

Course 304 (A) Usul al-Hadith 25 marks

(B) Tarikh al-Hadith 25 marks

১৯৮৪-৮৫ শিক্ষা বর্ষের বি এ (সম্মান) ৩য় বর্ষের সিলেবাসে Paper V.-Al-Hadith and usul al-Hadith এ শিরোনামে ১০০ নম্বরের মধ্যে **কোর্স-৩০৩ আল-হাদীসের জন্য ৫০ নম্বর** এবং **কোর্স-৩০৪ ক) উসূলুল হাদীস:** ২৫নম্বর ও খ) **তারিখ আল-হাদীস:** ২৫ নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত সিলেবাস ও মানবন্টনের আলোকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত পবিত্র হাদীসের চর্চা ও মূল্যায়ণ কার্যক্রম চলতে থাকে।[৬৪]

৪. এম এ ফাইনাল কোর্সের সিলেবাস

M. A. Final Examination in Islamic Studies, 1931 শিরোনামে দুই বছর মেয়াদে মাস্টার্স ফাইনাল কোর্স ১৯২৯-৩০ শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু হয়। তন্মধ্যে গ্রুপ-এ GROUP A.-TAFSIR AND HADITH.এর অধীন পাঠ-১ শিরোনামে বুখারী শরীফ, (Paper I. – Bukhari Sarif.) পাঠ-২: মুসলিম শরীফ (Paper II.- Muslim Sharif,) পাঠ-৩: সুনান আবুদাউদ (Paper III.- Sunan-u Abi Daud,) এই কিতাবগুলোর প্রথম অর্ধাংশ সিলেবাস হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।

M. A. Final Examination in Islamic Studies, 1933.

Group A.-Tafsir and Hadith.

Paper I.- Bukhari Sharif: Babu Bad'il Wahy, Kitabul Imam, Kitabul Ilm, Kitabush Shufa, Kitabul Hawala, Kitabul Kifala, Kitabul Wakala, Abwabul Harth wal Muzara'a, Al-Musaqat, Babu Alamat in Bubuwwa, Kitabul Ahkam and Kitabur Radd alal Juhamiyya.

Paper II.-Muslim Sharif: Kitabu Faza'il al-Quran, Kitabun Nikah, Kitabul Talaq, Kitabul Li'an, Kitabul Itq, Kitabul Buyu', Kitabul Ijara, Kitabul Fazail, Kitabul Hudud and Kitabut Tafsir.

Paper III.- Sunan Abi Daud: first volume from Kitabuz Zakat to the end.

অতঃপর ১৯৩৩ শিক্ষাবর্ষের সিলেবাসে কিছুটা পরিবর্তন, পরিমার্জন লক্ষ্য করা যায়। পূর্বে নির্ধারিত হাদীসের কিতাবগুলো এ শিক্ষাবর্ষেও বহাল রাখা হয়েছে; তবে এ ক্ষেত্রে অধ্যায়গুলোকে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে মাত্র। ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত এ সিলেবাস চালু ছিল।

M. A. Degree in Islamic Studies, 1939
Course A

Paper I.-Hadith

1. **Bukhari: Sahih**- Bab Bad al-Wahy, Kitab al-Imam, Kitab al-Ambiya, Bab Alamat al-Nubuwwah and Kitab al-i'tisam.
2. **Muslim: Sahih**- Kitab al-Jihad waI-Siyar, Kitab al-Adab, Kitab al-Fada'il.

৬৪ *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

Paper II.-Hadith.

1. **Abu Dawud: Sunan**-Kitab al-Zakat, Kitab al-Saum, Kitab al-Hajj, Kitab al-Nikah.
2. **Tahawi: Sharh**- Ma'ani al-Athar, Kitab al-Buyu, Kitab al-Hiba wa al-Sadaqah, Kitab al-Ziyadat, Kitab al-Ijarah.

অতঃপর ১৯৩৯-৪০ শিক্ষাবর্ষের মাস্টার্স এ কোর্সের সিলেবাসে আবারো কিছুটা রদবদল লক্ষ্য করা যায়। পূর্বে নির্ধারিত হাদীসের কিতাবগুলো এ শিক্ষাবর্ষেও বহাল রাখা হয়েছে; কিন্তু ১ম পত্রের অধীন: সহীহ বুখারী ও মুসলিম এবং ২য় পত্রের মধ্যে সুনান আবু দাউদ ও নতুন ভাবে ইমাম ত্বাহাবীর "শরহু মা'নিল আসার"কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে অধ্যায় বিন্যাসের ক্ষেত্রে পূর্বাপেক্ষা বিষয়বস্তু কমিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এই উত্তম বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এ সিলেবাস চালু ছিল। তবে সুদীর্ঘ গতিপথে মাঝেমধ্যে মানবন্টন, কোর্স ডিজাইন ও বিষয়বস্তু চয়নে সামান্য কিছু পরিমার্জন লক্ষ্য করা যায়; কিন্তু মৌলিকভাবে বড় কোন পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয়নি।[৬৫]

১. বি এ (অনার্স) কোর্সের সিলেবাস (৪ বছর মেয়াদী)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদভূক্ত ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ১৯৮০ সালে স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ বিভাগে তিন বছরের অনার্স এবং দুই বছরের মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। অতঃপর ১৯৯৭-১৯৯৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে চার বছর মেয়াদী অনার্স এবং এক বছর মেয়াদী মাস্টার্স কোর্স চালু হয়।

Department of Islamic Studies

Session 1997-98 to 2001-2002

B.A. (Hons.) Course Examination, 2001 to 2005, Total Marks- 2000

Course 205: Sayings of The Holy Prophet in our Practical life

Course 401: Principles and History of Hadith Literature

Course 402 : Study of Hadith; Course 403 : Study of Hadith

১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে বি এ (সম্মান) চার বছর মেয়াদী কোর্স হিসেবে চালু হয়। এতে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী ইলমি হাদীসের কোর্স অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। যেমন: বি এ সম্মান ২য় বর্ষে Course 205 Sayings of The Holy Prophet in our Practical life শিরোনামে "রিয়াদুস সালিহীন" নামক প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ থেকে বাছাইকৃত বাস্তব জীবনে ব্যবহৃত নবী (সা.) বাণী উক্ত কোর্সের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বি এ সম্মান ৪র্থ বর্ষে আরো তিনটি হাদীস কোর্সকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যথা: Course 401 Principles and History of Hadith Literature শিরোনামে **কোর্সে-৪০১:** এর মধ্যে হাদীস শাস্ত্রের (উসূলুল) মূলনীতি ও ইতিহাস আলোচিত হয়। হাদীস: Course 402 Study of Hadith শিরোনামে মিশকাতুল মাসাবীহ থেকে পাঁচটি অধ্যায় নির্ধারণ করা হয়। এবং Course 403 Study of Hadith শিরোনামে সিহাহ সিত্তাহ নির্বাচিত কিছু অধ্যায় পাঠ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০০১-২০০২ শিক্ষা বর্ষ থেকে ২০০৫-২০০৬ শিক্ষা বর্ষ পর্যন্ত সিলেবাসের বিষয়বস্তু একই; তবে অনেকটা সুবিন্যস্ত করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

বি.এ (অনার্স) শিক্ষাবর্ষ (২০০১-২০০২ থেকে ২০০৫-২০০৬ খ্রি.)[৬৬]

Course No.	Course Title.	Prescribed Books	Chapters
205	Saying of the Holy Prohet in Our Practical Life	Imam Mohyiuddin Iyahya al Nabawi : **Riyadus Salihin**, (Vol.1,2,3 & 4)	4, 6, 10, 23, 26, 59, 276, 277 & 327

৬৫ *প্রাগুক্ত*

৬৬ Department of Islamic Studies, University of Dhaka, *Syllabus for the B.A Honours programme*, Session 2001-2002 to 2005-2006

Dhaka University Institutional Repository

401	Principles and History of Hadith Literature	Ibn Hajar: **Nukhbah al-Fikar**.	i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix & x
402	Study of Hadith	WaliAl-DinMuhammad: **Mishkat Al-Masabih.**	Kitab Al-Iman, Salat, Hajj, Zakat, Sawm
403	Study of Hadith	**Sihah Sittah**	**Muamalat :** Al-Buyu, Ayman, faraid, Hibat, Wasiyya. **Jinayat:** Qiasas, Diyat, Hudud & Tazir.

বি.এ (অনার্স) শিক্ষাবর্ষ ২০০১-২০০২ থেকে ২০০৫-২০০৬ সালের সিলেবাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মোট ৩৬টি কোর্সের মধ্যে ০৪টি হাদীস শরীফের কোর্স ছিল। এগুলো ২০৫: (Saying of the Holy Prophet in Our Practical Life) আমাদের বাস্তব জীবন সম্পর্কে নবী (সা.) এর বাণী শিরোনামে ইমাম মুহীউদ্দীন ইয়াইয়াহ আন-নববী (রহ.) সংকলিত *'রিয়াদুস সালেহীন'* এর ৩৬০টি পরিচ্ছেদের মধ্য থেকে নির্বাচিত মাত্র ১০ টি পরিচ্ছেদ পঠিত হয়। ৪০১: (Principles and History of Hadith Literature) শিরোনামে ইমাম ইবন হাজার আল-আসকালানী (রহ.) রচিত *'নুখবাতুল ফিকার'* থেকে (Principles of Hadith Literature) হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কে ১০ টি অধ্যায় এবং (History of Hadith Literature) হাদীস সংকলনের ও সংরক্ষণের ইতিহাস; এ পর্বে নবী (সা.) এর যুগ থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত বিশেষত: সিহাহ সিত্তাহসহ এ সময়কালে উল্লেখযোগ্য হাদীস গ্রন্থ-গ্রন্থকার ও কতিপয় প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারীর জীবনী সম্পর্কে পঠিত হয়। ৪০২:(Study of Hadith) শিরোনামে শায়খ ওয়ালী উদ্দীন (রহ.) সংকলিত *'মিশকাতুল মাসাবীহ'* এর কিতাবুল ঈমান, সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জ ০৫ টি অধ্যায় পঠিত হয়। ৪০৩: (Study of Hadith) শিরোনামে সিহাহ সিত্তাহ থেকে কিতাবুল বুয়ু', আইমান, ফারাইদ, হিবাহ, ওয়াসিয়াহ, কিয়াস, দিয়াত, হুদুদ ও তা'যীর এই নির্বাচিত বিষয়গুলো পঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, ২০০৬ সাল থেকে এ বিভাগে চালু হয় সেমিস্টার সিস্টেমে পাঠদান ও পরীক্ষা গ্রহণ। ফলে সিলেবাসেও আসে আমূল পরিবর্তন।

বি.এ (অনার্স) শিক্ষাবর্ষ (২০০৬-২০০৭ থেকে ২০১৩-২০১৪ খ্রি.)[৬৭]

Course No.	**Course Title.**	**Prescribed Books**	**Chapters**
204	Sunnah in Pratical Life	Imam Mohyiuddin Iyahya alNabawi:**RiyadusSalihin**, (Vol.1,2,3 & 4)	**Part - A :** 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 23 **Part –B :** 26, 59, 276, 277, 279, 280, 327
401	Study of Hadith	*Wali Al-Din Muhammad: **Mishkat Al-Masabih.** * Sihah Sittah	**Part -A :** Kitab -al-Iman, Salat, Sawm, Zakat & Hajj **Part-B: Muamalat:** Al-Buyu, Ayman, faraid, Hiba, Wasiyya. **Jinayat:** Qiasas, Diyat, Hudud & Tazir.
405	Principles & History of Hadith Literature	Ibn Hajar : **Nukhbah al-Fikar.**	**Part-A :** i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix & x **Part-B :** A detailed history of preserving and compiling of Hadith upto 9th century of A.H

তাই সেমিস্টার পদ্ধতিতে চালু হওয়া বি.এ (অনার্স) শিক্ষাবর্ষ ২০০৬-২০০৭ থেকে ২০১৩-২০১৪খ্রি.সিলেবাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মোট ২৮টি কোর্সের মধ্যে মাত্র ০৩টি হাদীস শরীফের কোর্স ছিল। এগুলো ২০৪: (Sunnah in Pratical Life) 'বাস্তব জীবনে নবী (সা.) এর সুন্নাত' শিরোনামে ইমাম মুহীউদ্দীন ইয়াইয়াহ আন-নববী (রহ.) সংকলিত 'রিয়াদুস সালেহীন' এর ৩৬০টি পরিচ্ছেদের মধ্য থেকে নির্বাচিত মাত্র ১৫টি পরিচ্ছেদ পঠিত হয়। ৪০১: (Study of Hadith) শিরোনামে শায়খ ওয়ালী উদ্দীন (রহ.) সংকলিত 'মিশকাতুল

৬৭ Department of Islamic Studies, University of Dhaka, *Syllabus for the B.A Honours programme*, Session 2006-2007 to 2013-2014

Dhaka University Institutional Repository

মাসাবীহ' এর কিতাবুল ঈমান, সালাত, সাওম, যাকাত ও হাজ্জ ০৫ টি অধ্যায় এবং সিহাহ সিত্তাহ থেকে কিতাবুল বুয়ু', আইমান, ফারাইদ, হিবাহ, ওয়াসিয়াহ, কিয়াস, দিয়াত, হুদুদ ও তা'যীর এই নির্বাচিত অধ্যায়গুলো পঠিত হয়। ৪০৫: (Principles and History of Hadith Literature) শিরোনামে ইমাম ইবন হাজার আল-আসকালানী (রহ.) রচিত *'নুখবাতুল ফিকার'* থেকে (Principles of Hadith Literature) হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কে ১০টি অধ্যায় এবং (History of Hadith Literature) হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিহাস; এ পর্বে নবী (সা.) এর যুগ থেকে শুরু করে নবম শতাব্দী পর্যন্ত; বিশেষত: সিহাহ সিত্তাহসহ তৎকালীন উল্লেখযোগ্য হাদীস গ্রন্থ-গ্রন্থকার ও কতিপয় প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারীর জীবনী সম্পর্কে পঠিত হয়।

বি.এ (অনার্স) শিক্ষাবর্ষ (২০১৪-২০১৫ থেকে ২০১৮-২০১৯ খ্রি.)[৬৮]

Course No.	**Course Title.**	**Prescribed Books**	**Chapters**
204	Sunnah in Pratical Life	ImamMohyiuddin Iyahya alNabawi:**Riyadus Salihin**,(Vol.1,2,3 & 4)	**Part - A :** 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 23 **Part –B :** 26, 59, 276, 277, 279, 280, 327
401	Study of Hadith	*WaliAl-Din Muhammad:**Mishkat Al-Masabih.** * Sihah Sittah	**Part -A :** Kitab –al-Iman, Salat, Sawm, Zakat, Hajj **Part- B : Muamalat :** Al-Buyu Ayman, faraid Hibat Wasiyya. **Jinayat:** Qiasas Diyat Hudud & Tazir.
405	Principles and History of Hadith Literature	Ibn Hajar : **Nukhbah al-Fikar**	**Part-A :** i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix & x **Part-B :** A d detailed history of preserving and compiling of Hadith upto 9th century of A.H

অতঃপর দেখা যায়, ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষে আবার সিলেবাস পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হয়; কিন্তু এ ক্ষেত্রেও হাদীস চর্চার ভাগ্যে কোন পরিবর্তন আসেনি। বরং পূর্বের পাঠ্যসূচী অপরিবর্তিত থাকে। এ স্বল্প সংখ্যক কোর্স এবং নির্ধারিত কিছু পাঠ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম; যা একজন শিক্ষার্থীর জন্য ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ অনুধাবনের ক্ষেত্রে অপ্রতুল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

(এম. এ শিক্ষাবর্ষ ২০০১-২০০২ থেকে ২০০৫-২০০৬ খ্রি.)[৬৯]

Course No.	**Course Title**	**Prescribed Books**	**Chapters**
501	Al-Hadith	Al-Sahih Al-Bukhari	Bab al-Wahy, Kitab al Hajj & Kitab al Riqaq.
502	Al-Hadith	Al-Sahih Muslim	Kitab al-Iman, al-Jihad, al-Adab, al-Fadail.
503	Al-Hadith	Sunan Abu Dawud	Kitab al-Sawm & al-Zakat
504	Al-Hadith	Al-Tahawi : Sharh Ma'ani al-Athar	Kitab al-Buyu', Kitab al-Hiba, al-Sadaqa & al-Ziyadat
508(A)	Tarikh Al-Hadith	Muhammad Abd-al-Aziz al-Khawii : Miftah al-Sunnah	Recording of Hadith, Particularly the six sahih hadith books & Biographics of the scholars of hadith & their contributions

৬৮ Department of Islamic Studies, University of Dhaka, *Syllabus for the B.A Honours programme*, Session 2014-2015 to 2018-2019

৬৯ Department of Islamic Studies, University of Dhaka, *Syllabus for the M.A programme*, Session 2001-2002 to 2005-2006

Dhaka University Institutional Repository

২০০০ সাল থেকে এক বছর মেয়াদী মাস্টার্স কোর্স চালু হয়। এ মাস্টার্স কোর্সে রয়েছে দু'টি গ্রুপ যথা: এ ও বি গ্রুপ। উল্লেখ্য, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে মাদরাসা ও জেনারেল উভয় শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষার্থীরাই ভর্তি হওয়ার সুযোগ রয়েছে। হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হয় "এ" গ্রুপে; যারা ইলমি হাদীসে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে আগ্রহী তারা এ গ্রুপে ভর্তি হয়। আর সাধারণত: জেনারেল শিক্ষার্থীরাদের জন্য "বি" গ্রুপ। এম.এ (এ-বি গ্রুপ) শ্রেণিতে হাদীস শাস্ত্র চর্চা কী পরিমাণে হয় তা পর্যালোচনার জন্য তাদের পাঠ্যসূচী পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। তাই এম. এ ২০০১-২০০২ থেকে ২০০৫-২০০৬খ্রি.শিক্ষাবর্ষের সিলেবাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মোট ০৯টি কোর্সের মধ্যে ০৫টি হাদীস শরীফের কোর্স ছিল। এগুলো ৫০১ : (Al-Hadith) শিরোনামে ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ.) সংকলিত 'সহীহ আল-বুখারী' থেকে বাবুল ওহী, কিতাবুল হজ্জ ও কিতাবুর রিকাক (অন্তর বিগলিত হওয়া); মোট ০৩টি অধ্যায় বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ পঠিত হয়। ৫০২ : (Al-Hadith) শিরোনামে ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী (রহ.) সংকলিত '*সহীহ মুসলিম*' থেকে কিতাবুল ইলম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, কিতাবুল আদাব ও কিতাবুল ফাদায়িল মোট ০৪টি অধ্যায় বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ পঠিত হয়। ৫০৩ : (Al-Hadith) শিরোনামে ইমাম আবু দাউদ (রহ.) সংকলিত '*সুনানু আবী দাউদ*' থেকে কিতাবুস সাওম ও কিতাবুয যাকাত, মোট ০২টি অধ্যায় বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ পঠিত হয়। ৫০৪ : (Al-Hadith) শিরোনামে ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) সংকলিত '*শরহু মা'আনিল আসার*' থেকে কিতাবুল বুয়ু', কিতাবুল হিবাহ ওয়াস সাদাকাহ এবং কিতাবুল যিনায়াত, মোট ০৩টি অধ্যায় বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ পঠিত হয়। ৫০৮ : (Tarikh Al-Hadith) শিরোনামে হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে; এ পর্বে নবী (সা.) এর যুগ থেকে শুরু করে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত; বিশেষত: সিহাহ সিত্তাহ সহ এ সময়কালে উল্লেখযোগ্য হাদীস গ্রন্থ-গ্রন্থকার ও কতিপয় প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী যেমন: মালিক বিন আনাস, আহমাদ বিন হাম্বল (রহ) এর জীবনী এবং হাদীস শাস্ত্র চর্চায় ভারতীয় উপমহাদেশের আলিমদের অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

অতঃপর ২০০৬ সাল থেকে এ বিভাগে চালু হয় সেমিস্টার পদ্ধতিতে পাঠদান ও পরীক্ষা গ্রহণ শুরু হয়। ফলে সিলেবাসেও আসে আমূল পরিবর্তন।

এম. এ শিক্ষাবর্ষ ২০০৬-২০০৭ থেকে ২০১৩-২০১৪ খ্রি.[৭০]

Course No.	**Course Title.**	**Prescribed Books**	**Chapters**
ISM 502 & Group-B (ISM 506)	Study of Al-Hadith	*ImamAl Bukhari : Al-Sahih Al Bukhari * Imam Muslim : Al-Sahih Muslim	**Part-A :** Bab al-Wahy, Kitab al Magzi & Kitab al Riqaq. **Part-B :** Kitab al-Iman, al-Imarat & al-zuhd.
ISM 503	Study of Al-Hadith	* Imam Al Tirmidhi : **Jam'i al-Tirmidhi** ***** Imam Al- Nasayi : **Sunan al-Nasayi**	**Part-A :** Abwab al-Taharat, al-Ilm & Manaqib **Part-B** : Kitab al-Salat, Manasik, al-Hajj & Adab al-Qada
ISM 507	Study of Al-Hadith	* Imam Abu Dawud : **Sunan Abu Dawud** * Imam Al-Tahawi : **Sarh Ma'anil Athar**	**Part-A :** Kitab al-Sawm & al-Zakat **Part-B :** Kitab al-Buyu', Kitab al-Hiba, al-Sadaqa & al-Ziyadat
ISM 508	Study of Al-Hadith	* Imam Malik: **Al-Muatta** * Imam Ibn Majah : **Sunan Ibn Majah**	**Part-A :** Kitab al-Nuzur wal Aiman, al-Nikah, al-Talaq, al Shuf'a & Kitab al- Jami` **Part-B :** Kitab al-Luqta, al-Hudud, al-Diyat & al-Fitan

৭০ Department of Islamic Studies, University of Dhaka, *Syllabus for the M.A programme*, Session 2006-2007 to 2013-2014

Dhaka University Institutional Repository

তাই এম.এ ২০০৬-২০০৭ থেকে ২০১৩-২০১৪ খ্রি. শিক্ষাবর্ষের সিলেবাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মোট ০৯টি কোর্সের মধ্যে ০৫টি হাদীস শরীফের কোর্স ছিল। এগুলো ৫০২ : (Study of Al-Hadith) শিরোনামে ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ.) সংকলিত *'সহীহ আল-বুখারী'* থেকে বাবুল ওহী, কিতাবুল মাগাযী ও কিতাবুর রিকাক (অন্তর বিগলিত হওয়া); মোট ০৩টি অধ্যায় বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ পঠিত হয় এবং ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী (রহ.) সংকলিত *'সহীহ মুসলিম'* থেকে কিতাবুল ঈমান, কিতাবুল ইমারাত ও কিতাবুল যুহুদ; মোট ০৩টি অধ্যায় বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ পঠিত হয়। ৫০৩ : (Study of Al-Hadith) শিরোনামে ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.) সংকলিত *'জামি' আত-তিরমিযী'* থেকে আবওয়াবুত তাহারাত, ইলম ও মানাকিব; মোট ০৩টি অধ্যায় এবং ইমাম নাসাঈ (রহ.) সংকলিত *'সুনানু নাসাঈ'* থেকে কিতাবুস সালাত, মানাসিক, হজ্জ ও কিতাবুল আদাব ওয়াল কাদা; মোট ০৩টি অধ্যায় বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ পঠিত হয়। ৫০৭ : (Study of Al-Hadith) শিরোনামে ইমাম আবু দাউদ (রহ.) সংকলিত *'সুনানু আবী দাউদ'* থেকে কিতাবুস সাওম ও কিতাবুয যাকাত; মোট ০২টি অধ্যায় এবং ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) সংকলিত *'শরহু মা'আনিল আসার'* থেকে কিতাবুল বুয়ু', কিতাবুল হিবাহ, কিতাবুস সাদাকাত এবং কিতাবুল যিনায়াত, মোট ০৪টি অধ্যায় বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ পঠিত হয়। ৫০৮ : (Study of Al-Hadith) শিরোনামে ইমাম মালিক (রহ.) সংকলিত *'মুয়াত্তা ইমাম মালিক'* থেকে কিতাবুন নুযুর ওয়াল আইমান, কিতাবুন নিকাহ, কিতাবুত তালাক, কিতাবু শুফা'য়া ও কিতাবুল জামি'; মোট ০৫টি অধ্যায় এবং ইমাম ইবনু মাজাহ (রহ.) সংকলিত *'সুনানু ইবন মাজাহ'* থেকে কিতাবুল লুকতা, কিতাবুল হুদুদ, কিতাবুত দিয়াত ও কিতাবু ফিতান; মোট ০৪টি অধ্যায় বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ পঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, ২০০৬ সাল থেকে এ বিভাগে চালু হয় সেমিস্টার পদ্ধতিতে পাঠদানের ক্ষেত্রে এ কোর্সে ০৫টি কোর্স শিরোনামের পরিবর্তে ০৪টি হলেও পূর্বের চারটি হাদীসগ্রন্থসহ নতুন আরো চারটিগ্রন্থ তথা *তিরমিযী, নাসাঈ, মুয়াত্তা মালিক, ইবনু মাজাহ* সহ মোট ০৮টি হাদীসগ্রন্থ অর্ন্তভূক্ত করা হয়; কিন্তু তারিখুল হাদীস অনার্সের সিলেবাসে থাকায় তা বাদ দেয়া হয়। ফলে সিলেবাসে আসে আমূল পরিবর্তন এবং তা হয় অধিকতর সমৃদ্ধ। অতঃপর দেখা যায়, ২০১৪ সালে আবার এম. এ শ্রেণির সিলেবাস পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হয়; কিন্তু এ ক্ষেত্রে হাদীসের এ কোর্সটিতে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি; বরং পূর্বের পাঠ্যসূচী অপরিবর্তিত থাকে।

এম.ফিল প্রথম পর্ব কোর্সের সিলেবাস

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ১৯৭৬-৭৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে এম.ফিল কোর্স চালু হয়। সিলেবাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, [(Session 1976-77) Subject: Islamic Studies (Al-Hijaj and its Contributions to Hadith Literature up to 200 A.H] ১৯৭৬-৭৭ শিক্ষাবর্ষের এম.ফিল সিলেবাসে হাদীস শাস্ত্রের তত্ত্বীয় কোর্সের বিষয়বস্তু ছিল 'হাদীস শাস্ত্রের চর্চায় ২০০হিজরী পর্যন্ত হিযাজ এবং এর অবদান'। অনুরূপভাবে [(Session 2009-2010 to 2014-2015) Course No. 603 Al-Hadith (Principles and History of Hadith Literature)] ২০০৯-১০ থেকে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত এম.ফিল কোর্স নং-৬০৩ আল-হাদীস শিরোনামে: 'হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি এবং ইতিহাস' সিলেবাসভূক্ত করা হয়েছে।

২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫৩ সালের ৩১ মার্চ প্রাদেশিক আইন সভায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আইন পাস হয়। অতঃপর প্রফেসর ড. ইতরাত হোসেন জুবেরী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য নিয়োগ লাভ করার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিক ভাবে যাত্রা শুরু করে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিন্দ্য সুন্দর ক্যাম্পাসটি অস্ট্রেলিয়ান স্থপতি ড. সোয়ানি টমাসের স্থাপত্য পরিকল্পনায় গড়ে ওঠে। বিগত ছয় দশকে রাবি ক্যাম্পাসের কলেবর আর নৈস্বর্গিক সৌন্দর্য যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে; তদ্রূপ পঠন, পাঠন ও গবেষণায় উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে।[৭১] ১৯৬০ সালে ভাষা ও বিভাগের অধীনে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ চালু হয়। ১৯৮১-১৯৮২ শিক্ষাবর্ষ থেকে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ নামে এ স্বতন্ত্র

৭১ ড. সুলতান মাহমুদ রানা, 'ইতিহাস-ঐতিহ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,' *দৈনিক সমকাল*, ঢাকা: ৬ জুলাই ২০১৮ খ্রি., পৃ. সম্পাদকীয় পাতা

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগের যাত্রা শুরু হয়। দীর্ঘ ১৩ বছর যৌথভাবে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। অবশেষে সময়ের প্রয়োজনে ১৯৯৫ সালের ৫ জানুয়ারি, আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ দুটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[৭২]

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

বি.এ (অনার্স) শিক্ষাবর্ষ ১৯৮১-১৯৮২ থেকে ১৯৯৫ খ্রি.

১৯৮১ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত হাদীস বিষয়ে পঠিত সিলেবাস প্রসঙ্গে বর্তমান বিভাগীয় চেয়াম্যান প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান বলেন, ১৯৯৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত তিন বছরের অনার্স ও দুই বছরের মাস্টার্স চালু ছিল। তখন অনার্স তৃতীয় বর্ষে উলূমুল হাদীস ও তারিখুল হাদীস নামে একটি কোর্স চালু ছিল। তাতে *"সুনান তিরমিযী"* হতে কিতাবুস সালাত এবং উসূলুল হাদীস ও তারিখুল হাদীসের জন্য *"নুখবাতুল ফিকার"* ও *"মিফতাহুস সুন্নাহ"* গ্রন্থদ্বয় সিলেবাসভূক্ত ছিল। এ ছাড়া এম. এ শ্রেণিতে (ক) সহীহ বুখারী হতে (ওহী, মাগাযী ও রিকাক) তিনটি কিতাব; (খ) *সহীহ মুসলিম* হতে (ঈমান ও হাজ্জ) দুটি অধ্যায়; (সা.) *সুনান আবী দাউদ* হতে (কিতাবুস সিয়াম ও জিহাদ) দুটি অধ্যায়; (ঘ) *শরহু মা'নিল আসার* হতে (বুয়ূ' ও হিবা, সাদাকাহ, যিয়াদাত) দুটি অধ্যায়; ঙ) তারিখুল হাদীস: *মিফতাহুস্ সুন্নাহ* গ্রন্থটি পাঠ্য হিসেবে নির্ধারিত ছিল।[৭৩] এর ধারাবাহিকতায় সর্ব শেষ সিলেবাসের হাদীসাংশের পর্যালোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

(বি.এ (অনার্স) শিক্ষাবর্ষ ২০১৮-২০১৯ থেকে ২০২১-২০২২ খ্রি.)

Course No.	Course Title.	Prescribed Books	Chapters
102	Al-Hadith	Sunanun Nasai	Kitabut Taharat & Manasik
202	Al-Hadith	Sunan Ibn Mazah	Kitabus Sunnah, Kitabul Atimah, Kitabul Libas, Kitabuz Zuhd
203	Ulumul Hadith	A. Taysiru Mustalahil-Hadith B. Tadribur Rawi C. Nuzhatun Nazar	Part-A: Usulul Hadith Part-B: (Ilmu Rijalil Hadith) Sahabi, Tabi, Ilmur Rijal, Ilmul Jarh wat Tadil, Rijal specilist & their Contribution Part-C: Tarikhul Hadith
302	Al-Hadith	Sunan At-Tirmidhi	Abwabus Salah, Shamayel At-Tirmidhi
402	Al-Hadith	Sunanu Abi Dawud	Kitabus Sawm, Jihad & Adab

বি.এ (অনার্স) শিক্ষাবর্ষ ২০১৮-২০১৯ থেকে ২০২১-২০২২ খ্রি. সিলেবাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মোট ০৫টি হাদীস শরীফের কোর্স চালু রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ১০২: (Al-Hadith) কোর্স শিরোনামে ইমাম নাসাঈ (রহ.) সংকলিত *'সুনানু নাসাঈ'* থেকে কিতাবুত ত্বহারাত ও কিতাবুল মানাসিক অধ্যায় দু'টি পঠিত হয়। ২০২: (Al-Hadith) কোর্স শিরোনামে ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) সংকলিত *'সুনানু ইবনু মাজাহ'* থেকে কিতাবুস সুন্নাহ, কিতাবুল আতিমা, কিতাবুল লিবাস ও কিতাবুয যুহুদ সহ মোট চারটি অধ্যায় পঠিত হয়। ২০৩: (Ulumul Hadith) শিরোনামে ড. মাহমুদ ত্বহান রচিত তাইসিরু মুসতালাহিল হাদীস গ্রন্থ থেকে উসূলুল হাদীস (হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি), আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) রচিত *তাদরীবুর রাবী* গ্রন্থ থেকে রিজালুল হাদীস (রাবী চরিত) সাহাবী ও তা'বিঈ, ইলমুল জারহ ওয়াত তা'দীল (হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞান) এবং ইলমুর রিজাল বিশেষজ্ঞগণ ও তাদের অবদান এবং ইবন হাজারের (রহ.) নুযহাতুন নযর থেকে তারিখুল হাদীস (হাদীস সংকলনের ইতিহাস) অধ্যায়গুলো পঠিত হয়। ৩০২: (Al-Hadith) কোর্স শিরোনামে ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.) সংকলিত 'জামি' আত-তিরমিযী' থেকে আবওয়াবুস সালাত ও শামাইলুত তিরমিযী অধ্যায় দু'টি পঠিত হয় । ৪০২: (Al-Hadith) কোর্স শিরোনামে ইমাম নাসাঈ (রহ.) সংকলিত *'সুনানু নাসাঈ'* থেকে কিতাবুস সাওম, কিতাবুল জিহাদ ও কিতাবুল আদাবসহ মোট তিনটি অধ্যায় পঠিত হয়।[৭৪]

---

৭২ বিভাগীয় শিক্ষক মণ্ডলী, *ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ : ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় , তা.বি, পৃ. ৪-৫ (বি.দ্র.)

৭৩ গবেষক ২৫.০৩.২০২১ তারিখে প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন।

৭৪ Syllabus for the B.A. Honours, *Department of Islamic Studies*, Faculty of Arts, University of Rajshahi, PP.14, 23,24, 34 &42

Dhaka University Institutional Repository

এম. এ শিক্ষাবর্ষ ২০১৮-২০১৯ থেকে ২০২১-২০২২ খ্রি.

Course No.	Course Title.	Prescribed Books	Chapters
501	Al-Hadith	Al-Jamius Sahih	Badul Wahi, Kitabul Magazi, Kitabur Riqaq
502	Al-Hadith	As-Sahih Li Muslim	Kitabul Iman, Fadailus Sahabah, Kitabul Adahi, kitabul Fitan
503	Fiqhul Hadith	Sharhu Manil Athar	Kitabul Buyu, Kitabul Hibah was-sadaqah, Kitabul Jiyadat.
505	Studies in the Methodology of Eminent Muhaddiths	Al Hadith Wal Muhaddithun	Methodology of traditionalists regarding the selection of Al-Hadith During the 1st- 7th Century of Hizra.

এম. এ শিক্ষাবর্ষ ২০১৮-২০১৯ থেকে ২০২১-২০২২খ্রি.সিলেবাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মোট ০৫টি হাদীস শরীফের কোর্স চালু রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ৫০১: (Al-Hadith) কোর্স শিরোনামে ইমাম বুখারী (রহ.) সংকলিত '*সহীহ আল-বুখারী*' থেকে বাবুল ওয়াহী, কিতাবুল মাগাযী ও কিতাবুর রিকাকসহ মোট তিনটি অধ্যায় পঠিত হয়। ৫০২: (Al-Hadith) কোর্স শিরোনামে ইমাম মুসলিম (রহ.) সংকলিত '*সহীহ মুসলিম*' থেকে কিতাবুল ঈমান, কিতাবুল ফাদাইলুস সাহাবা, কিতাবুল আদাহী ও কিতাবুল ফিতান সহ মোট চারটি অধ্যায় পঠিত হয়। ৫০৩: (Fiqhul Hadith) শিরোনামে ইমাম ত্বহাবী (রহ.) রচিত *শরহু মা'আনিল আসার* গ্রন্থ থেকে কিতাবুল বুয়ু', কিতাবুল হিবাহ ওয়াস সাদাকাত ও কিতাবুল যিয়াদাতসহ মোট তিনটি অধ্যায় পঠিত হয়। ৫০৫: (Studies in the Methodology of Eminent Muhaddiths) কোর্স শিরোনামে ১. হিজরী প্রথম শতাব্দীতে ঐতিহ্যবাহী হাদীস বিশারদগণের হাদীস যাচাই বাছাই করণ পদ্ধতি; ২. হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদগণের হাদীস যাছাই বাছাই করণ পদ্ধতি এবং এ যুগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের জীবন এবং তাদের অবদান; ৩. মুসনাদ হাদীস গ্রন্থসমূহ সংকলনের লক্ষ্যে গৃহীত মৌলিক নীতিমালা এবং উক্ত গ্রন্থসমূহের সাধারণ আলোচনা উপস্থাপন; ৪. আল-জামি', আস-সুনান, আল-আবওয়াব, আল-মু'জাম সংকলন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা; ৫. হিজরী ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীর মুহাদ্দিসগণের হাদীস সংকলনের মূলনীতি; বিশেষত: সিহাহ সিত্তাহ প্রণেতাগণের হাদীস সংকলনের উদ্দেশ্যে গৃহীত পদ্ধতি ও নীতিমালা; ৬. আধুনিক যুগে হাদীস সংকলন পদ্ধতি এবং বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা বিষয়ে পঠিত হয়।[৭৫] উল্লেখ্য যে, এম.এ শ্রেণির ৫০৫ নং কোর্সটি সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে চর্চিত উলূমুল হাদীসের ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতীক্রমধর্মী। এতে উলূমুল হাদীস বিষয়ের সুশৃঙ্খল বিন্যাস, উসূলল হাদীস ও হাদীস সংকলনের ইতিহাসের প্রয়োজনীয় সকল দিকের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়।

৩. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি)

চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলায় ২১০০ একর পাহাড়ী ও সমতল ভূমির উপর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। ১৯৬৬ সালের ২৮ নভেম্বর প্রফেসর আজিজুর রহমান মল্লিককে উপাচার্য নিয়োগ দানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। এটি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ধারাবাহিকতায় তৃতীয় এবং আয়তনের দিক থেকে সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়। চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় এ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আধার বলা হয়। ১৯৭৪ সালে প্রাচ্যভাষা বিভাগের অধীন আরবী ও ফার্সী বিভাগ চালু হয়। ১৯৭৭ সালে আরবী ও ফার্সী বিভাগ প্রাচ্যভাষা থেকে পৃথক হয়ে যায়। অবশেষে ১৯৯৫ সালে আরবী ও ফার্সী বিভাগের অধীন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ চালু হয় এবং এর নতুন নাম 'আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ' হিসেবে নামকরণ করা হয়।[৭৬]

---

৭৫ Syllabus for the M.A. Program, *Department of Islamic Studies*, Faculty of Arts, University of Rajshahi, P.10

৭৬ প্রতিবেদকচট্টগ্রাম,'গৌরবের ৫০ বছর', *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা: ১৮ নভেম্বর ২০১৬খ্রি.; https://bn.wikipedia.org › wiki ›; অফিস রেকর্ড, 'আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

বি.এ (অনার্স) শিক্ষাবর্ষ ২০১৫-২০১৬ থেকে ২০১৬-২০১৭ খ্রি.

Course No.	Course Title.	Prescribed Books	Chapters
BIS-102	Al-Hadith	* Mishkatul Masabiah * Mishkatul-Masabiah	Part-A: (i) Kitabuz-Zakat, (ii) Kitabuz Siyam Part-B: (i) Kitabul-Adab & Kitabur-Riqap (ii) Hifzul Hadith: An-Nababi, Kitab Al-Arabayin
BIS-202	Al-Hadith	* Al-jami At-Tirmidhi * Tysiru Mustalihil Hadith	Part-A: Abwab us-Salat,Abwabul Ahkam, Abwabul-Jihad
BIS-302	Al-Hadith	* Sunan Abu Dawud * Ibnu Majah	Part-A: Kitabut Tahara, Kitabus Sunnah Part-B: Muqaddama,kitabul-Libas,Kitabul Fitan
BIS-402	Al-Hadith	* Al-Jami al-Sahih Al-Bukhari * Sahih Muslim	Part-A: Babu Kayfa Kana Badul Wahy, Kitabul Itisam, Kitabul Tawhid Part-B: Muqaddimah, Kitabu-Iman
BIS-404	Ulumul Hadith	----------	Defination of Hadith, Origin & Development,Classifications, History of Hadith preservation etc.

বি.এ (অনার্স) শিক্ষাবর্ষ ২০১৫-২০১৬ থেকে ২০১৬-২০১৭খ্রি.সিলেবাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মোট ৩৪টি কোর্সের মধ্যে ০৪টি হাদীস শরীফের কোর্স ছিল। এগুলো ১০২: (Al-Hadith) শিরোনামে শায়খ ওয়ালী উদ্দীন (রহ.) সংকলিত *'মিশকাতুল মাসাবীহ'* থেকে কিতাবুয যাকাত ও সিয়াম; কিতাবুল আদাব ও রিকাক সহ মোট ০৪ টি অধ্যায় পঠিত হয়। এছাড়াও হিফজুল হাদীস তথা হাদীস মুখস্থ করণের উদ্দেশ্যে ইমাম নববী (রহ) রচিত *"কিতাবুল আরবাঈন"* বা চল্লিশ হাদীসগ্রন্থটিকে নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২: (Al-Hadith) শিরোনামে ইমাম তিরমিযী (রহ.) রচিত *'আল-জামি'আত-তিরমিযী'* থেকে আবওয়াবুস সালাত, আবওয়াবুল আহকাম, আবওয়াবুল জিহাদ; এবং ড. মাহমুদ ত্বহান রচিত *'তাইসিরু মুসতালাহিল হাদীস'* গ্রন্থ থেকে হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি অধ্যয়নের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে; তবে সুনির্দিষ্ট পাঠ নির্দেশ করা হয়নি। ৩০২:(Al-Hadith) শিরোনামে ইমাম আবু দাউদ (রহ.) রচিত *'সুনানু আবী দাউদ'* থেকে কিতাবুত ত্বাহারাত, কিতাবুস সুন্নাহ এবং ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) রচিত *'সুনানু ইবনু মাজাহ'* থেকে আল-মুকাদ্দামা, কিতাবুল লিবাস ও কিতাবুল ফিতানসহ মোট ০৫ টি অধ্যায় পঠিত হয়। ৪০২: (Al-Hadith) কোর্স শিরোনামে ইমাম বুখারী (রহ.) সংকলিত *'সহীহ আল-বুখারী'* থেকে বাবুল ওয়াহী, কিতাবুল ই'তিসাম ও কিতাবুত তাওহীদ; এবং ইমাম মুসলিম রচিত *'সহীহ মুসলিম'* এর মুকাদ্দামা (ভূমিকা) ও কিতাবুত তাওহীদ সহ মোট ০৫টি অধ্যায় পঠিত হয়। এছাড়াও ৪০৪: (Ulumul Hadith) শিরোনামে ইলমি হাদীসের সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, হাদীসের প্রকারভেদ, নবী-সাহাবাগণের যুগে হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলন, ইলমুর রিজাল (রাবী চরিত শাস্ত্র), জারহু ওয়াত তা'দীল, রাবীদের স্তর, হাদীস গ্রন্থসমূহের স্তর, প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ এবং ভারত উপমহাদেশে হাদীস শাস্ত্র বিষয়ে শিক্ষা দান করা হয়।[৭৭]

এম. এ শিক্ষাবর্ষ ২০১৮-২০১৯ থেকে ২০২১-২০২২ খ্রি.

Course No.	Course Title.	Prescribed Books	Chapters
503	Al-Hadith	Al-Jamius Sahih	Kitabul Magazi, Kitabur Manakib, kitabut Tafsir.
504	Al-Hadith(ii)	An-Nasayi & SharhuManilAthar	Kitabul Manasik, Kitabul Talak, Kitabul Buyu
506	Authority of Hadith & Methodology of its criticism.	Many Books	Hujjiatul-hadith & Usulu Naqdil Hadith.

৭৭ Syllabus for B.A.(Hons), *Department of Islamic Studies*, Faculty of Arts & Humanitiesh, University of Chittagong, PP.65-67

Dhaka University Institutional Repository

এম. এ শিক্ষাবর্ষ ২০১৮-২০১৯ থেকে ২০২১-২০২২খ্রি.সিলেবাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মোট ১০টি কোর্সের মধ্যে ০৩টি হাদীস শরীফের কোর্স চালু রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ৫০৩: (Al-Hadith) কোর্স শিরোনামে ইমাম বুখারী (রহ.) সংকলিত *'সহীহ আল-বুখারী'* থেকে কিতাবুল মাগাযী, কিতবুল মানাকিব ও কিতাবুত তাফসীর; মোট তিনটি অধ্যায় পঠিত হয়। ৫০৪: (Al-Hadith) কোর্স শিরোনামে ইমাম নাসাঈ (রহ.) সংকলিত *'সুনানুন নাসাঈ'* থেকে কিতাবুল মানাসিক ও ইমাম ত্বহাবী (রহ.) রচিত *শরহু মা'আনিল আসার* গ্রন্থ থেকে কিতাবুল বুয়ু', কিতাবুত তালাক; মোট দু'টি অধ্যায় পঠিত হয়। ৫০৬: (Authority of Hadith & Methodology of its criticism) কোর্স শিরোনামে হাদীসের প্রামাণিকতা, ইসলামী শরীয়তে হাদীসের অবস্থান, হাদীসের ব্যাপারে অমূলক সন্দেহের অপনোদন, হাদীস সমালোচনার মূলনীতি: ১. রিওয়ায়েতুল হাদীস ও দিরায়েতুল হাদীস; ২. ইলমুল জারহ ওয়াত তা'দীল; ৩. ইলমুর রিজাল; ৪. জালহাদীস; ৫. হাদীস তাখরিজ করণ পদ্ধতি; ৬. সনদ সমালোচনা পদ্ধতি; ৭. মতন সমালোচনা পদ্ধতি; ৮. হাদীসের গ্রন্থসমূহের স্তর বিন্যাস বিষয়ে পঠিত হয়।[৭৮]

৪. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী বহু পুরনো। সর্বপ্রথম ১৯২০ সালে মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী চট্টগ্রামের পটিয়ায় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ফান্ড গঠন করেন। ১৯৩৫ সালে মাওলানা শওকত আলি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৪১ সালে মাওলা বক্স কমিটি 'ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক লার্নিং' প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করে। ১৯৪৬-৪৭ সালে সৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দীন কমিটি এবং ১৯৪৯ সালে মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ কমিটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করে। ১৯৬৩ সালের ৩১ মে ড. এস. এম. হোসাইন এর সভাপতিত্বে 'ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' গঠন করা হয়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার ১ ডিসেম্বর ১৯৭৬ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। ১৯৭৭ সালের ২৭ জানুয়ারি প্রফেসর এম.এ. বারীকে সভাপতি করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ২০ অক্টোবর ১৯৭৭ রিপোর্ট পেশ করে। কমিটির সুপারিশে থিওলজি এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের অধীন (১) আল-কুরআন ওয়া উলূমুল কুরআন, (২) উলূমুত তাওহীদ ওয়াদ দা'ওয়াহ, (৩) আল হাদীস ওয়া উলূমুল হাদীস, (৪) আশ-শরীয়াহ ওয়া উসূলুস শরীয়াহ, এবং (৫) আল ফাল সাফাহ ওয়াত তাসাউফ ওয়াল আখলাক বিভাগ, এ ছাড়াও মানবিক ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদ, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান অনুষদভূক্ত অন্যান্য বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়।

৩১ মার্চ-৮ এপ্রিল ১৯৭৭ সালে মক্কায় ও আই সি এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানদের এক সম্মেলনে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। এই সুপারিশের ভিত্তিতে ২২ নভেম্বর ১৯৭৯ সালে কুষ্টিয়া শহর থেকে ২৪ কিলোমিটার দক্ষিণে ঝিনাইদহ শহর থেকে ২২ কিলোমিটার উত্তরে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়কের পাশে শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুর নামক স্থানে ১৭৫ একরর জমিতে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ঢাকার অদূরে গাজীপুরে (বর্তমান বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এর ক্যাম্পাস) নতুনভাবে এ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টির কার্যক্রম শুরু করেন এবং ১৯৮৬ সালের ২৮ জুন একাডেমিকভাবে পথচলা শুরু হয়। আবার ১৯৮৯ সালে রাজনৈতিক কারণে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি পূর্বের (কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদাহ জেলার মধ্যবর্তী) জায়গায় স্থানান্তর করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশে প্রথম প্রতিষ্ঠিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এটিকেই দেশের অন্যতম ইসলামী বিদ্যাপীঠ মনেকরা হয়। বর্তমানে ৮টি অনুষদের অধীনে ৩৪টি বিভাগ চালু রয়েছে।[৭৯] তন্মধ্যে তিনটি বিভাগ তথা ১. আল-কুরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ (১৯৮৫); ২. দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ (১৯৮৫); ৩. আল-হাদীস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ (১৯৯১) "থিওলজী অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ (১৯৯৫)" এর অন্তর্ভুক্ত।

---

৭৮ Syllabus for the M.A. Program, *Department of Islamic Studies*, Faculty of Arts & Humanitiesh, University of Chittagong, PP.3-4

৭৯ প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪-২৮ (বি.দ্র.)

Dhaka University Institutional Repository

আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের হাদীস বিষয়ক সিলেবাস পর্যালোচনা

১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষ থেকে ইবিতে আল-হাদীস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। এ বিভাগ থেকে ইতোমধ্যে ১৮টি ব্যাচের ৯৬৭ জন শিক্ষার্থী স্নাতকোত্তর, ৯১ জন এম.ফিল ও ৩৮ জন পি এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেন।[৮০] বর্তমান গবেষণা সংশ্লিষ্ট আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সিলেবাসের হাদীসাংশের পর্যালোচনা নিম্নে উপস্থাপিত হলো-

১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষের আল-হাদীস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রথম ব্যাচের মেধাবী ছাত্র এবং বর্তমান বিভাগীয় চেয়াম্যান প্রফেসর ড. সৈয়দ মাকসুদুর রহমান তার বিভাগে পঠিত সিলেবাস প্রসঙ্গে বলেন, ১৯৯২ সাল থেকে যে সকল কোর্স বর্তমান পর্যন্ত পঠিত আসছে তা হচ্ছে- **বি.এ অনার্স প্রথম বর্ষে- ১১১** নং কোর্স : মুসতালাহুল হাদীস; এ কোর্সে উসূলুল হাদীসের বিভিন্ন পরিভাষা নিয়ে আলোচিত হয়। **১১৩** নং কোর্স : আস-সীরাতুন নববিয়্যা মিনাল হাদীস; এতে হাদীস থেকে নবী (সা.) এর জীবনবৃত্তান্ত পড়ানো হয়। **১২২** নং কোর্স : উলূমুল হাদীস (১ম পত্র); এতে ইলমি হাদীসের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বি.এ অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে- ২১১ নং কোর্স : সুনান নাসাঈ তিকাবুত ত্বহারাত থেকে শুরু করে পরবর্তী নয়টি অধ্যায় অধিত হয়। এবং ২২২ নং কোর্স : উলূমুল হাদীস (২য় পত্র); এতে ইলমি হাদীসের ইতিহাস দ্বিতীয় পাঠের আলোচনা করা হয়। এর সাথে জামি' তিরমিযীর বৈশিষ্ট্য, হাদীস গ্রহণের শর্তাবলী, ইমাম তিরমিযীর জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়ে থাকে।

বি.এ অনার্স তৃতীয় বর্ষ প্রথম সেমিস্টারে - **৩১১** নং কোর্স : সহীহুল বুখারী (১ম পত্র); **৩১২** নং কোর্স : সহীহ মুসলিম (১ম পত্র); **৩১৩** নং কোর্স : সুনানু ইবন মাজাহ ও মুসতাদরাক আল-হাকেম; **৩১৪** নং কোর্স : উলূমুল হাদীস (৩য় পত্র); এতে ইলমি হাদীসের ইতিহাস তৃতীয় পাঠের আলোচনা করা হয়। **বি.এ অনার্স তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টারে- ৩২১** নং কোর্স : *সহীহ মুসলিম* (আহকামুল হাদীস); এ কোর্সে বিধান সংক্রান্ত হাদীস অনুশীল করানো হয়। **৩২২** নং কোর্স : ভারতীয় উপমহাদেশে ইলমি হাদীসের ইতিহাস প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পায়। **৩২৩** নং কোর্স : মানহাজুল মুহাদ্দিসীন শিরোনামের কোর্সে হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি পর্যালোচনায় মুহাদ্দিসগণের অনুসৃত রীতি ও পদ্ধতি এবং বিভিন্ন ধরনের হাদীস গ্রন্থ (মুসনাদ, মু'জাম, সিহাহ, সুনান ইত্যাদি) রচনা ও সংকলনে তাদের উদ্ভাবিত নীতিমালা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়। **৩২৪** নং কোর্স : ইংরেজীতে হাদীসের অনুবাদ করণ শেখানো হয়।

বি.এ অনার্স চতুর্থ বর্ষ প্রথম সেমিস্টারে- ৪১১ নং কোর্স : (ক) *শারহ মা'নিল আসার* ও (খ) *মুশকিলুল আসার*; এর নির্ধারিত অংশ পঠিত হয়। **৪১২** নং কোর্স : (ক) *মুয়াত্তা ইমাম মালিক* ও (খ) *সুনান আদ-দারেমী*; এর নির্ধারিত অংশ পঠিত হয়। **৪১৩** নং কোর্স : (ক) *আস-সহীহ লি ইবন খুযাইমা* ও (খ) *আস-সহীহ লি ইবন হিব্বান;* এর নির্ধারিত অংশ পঠিত হয়। **৪১৪** নং কোর্স : উসূলুত তাখরীজ ওয়া দিরাসাতুল আসানীদ; এ কোর্সে হাদীসের তাখরীজ করার মূলনীতি এবং সনদ বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কিত বিস্তারিভাবে আলোচিত হয়ে থাকে।

বি.এ অনার্স চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টারে- ৪২১ নং কোর্স : (ক) মুসনাদ আল-ইমাম আবী হানীফা, (খ) মুসনাদ আল-ইমাম আশ-শাফিঈ ও (সা.) মুসনাদ আল-ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল; এ কোর্সে মুসনাদ গ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোক পাত করা হয়, বিশেষত: উল্লিখিত তিনটি মুসনাদ গ্রন্থের মধ্যে তুলনামূলক অধ্যয়ন করানো হয়। **৪২৪** নং কোর্স : আস-সুনান লি আবী দাউদ; এর নির্ধারিত অংশ পঠিত হয়। **৪২১** নং কোর্স : *সহীহুল বুখারী* (২য় পত্র); এর নির্ধারিত অংশ পঠিত হয়।

এ ছাড়া **এম.এ প্রথম সেমিস্টারে - ৫১১** নং কোর্স : সহীহুল বুখারী (১ম পত্র); এর নির্ধারিত অংশ পঠিত হয়। **৫১২** নং কোর্স : আসমাউর রিজাল; **৫১৩** নং কোর্স : সহীহ মুসলিম (১ম পত্র); এর নির্ধারিত অংশ পঠিত হয়। **৫১৪** নং কোর্স : ইলমুল জারহ ওয়াত তা'দীল; **৫১৫** নং কোর্স : আলাকাতুস সুন্নাহ বি সাতরিল কুরআনিল কারীম; এ কোর্সে হাদীস ভিত্তিক কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যাকরণ সম্পর্কে অধ্যয়ন করানো হয়।

---

৮০ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬

Dhaka University Institutional Repository

এম.এ দ্বিতীয় সেমিস্টারে - ৫২১ নং কোর্স : সহীহুল বুখারী (২য় পত্র); এর নির্ধারিত অংশ পঠিত হয়। ৫২২ নং কোর্স : সহীহ মুসলিম (২য় পত্র); এর নির্ধারিত অংশ পঠিত হয়। ৫২৫ নং কোর্স : আহকামুস সুন্নাহ; এ কোর্সে বিধান সংক্রান্ত হাদীস বা সুন্নাহ এর আলোচনা উপস্থাপন করা হয়।[৮১] উল্লেখ্য, অধ্যাপক মাকসুদ আরও জানান যে, উল্লিখিত সিলেবাসে নির্ধারিত হাদীস গ্রন্থগুলো পাঠদান কালে গ্রন্থাকারের জীবনবৃত্তান্ত এবং গ্রন্থের ধরন, বৈশিষ্ট্য ও বিন্যাস রীতি ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। আর হাদীস গ্রন্থগুলোর পারস্পারিক অধ্যায়গুলো প্রায় কাছি হওয়ায় কোন গ্রন্থ থেকে কোন অধ্যায়টি আলোচনা করা হবে তা আগেই নির্ধারণ করে দেওয়া হয়; যাতে দ্বিরুক্ত থেকে বাঁচা যায়।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, বি এ সম্মান প্রথম বর্ষে ৩টি, দ্বিতীয় বর্ষে ২টি, তৃতীয় বর্ষে ৮টি এবং চতুর্থ বর্ষে ৭টি হাদীস বিষয়ক কোর্স সিলেবাসে নির্ধারণ করা হয়েছে। তাতে অনার্সে সর্ব মোট হাদীস বিষয়ক কোর্স সংখ্যা দাঁড়ায় ২০টি। আর এম.এ প্রথম সেমিস্টারে ৫টি এবং দ্বিতীয় সেমিস্টারের জন্য ৩টি হাদীস সম্পর্কিত কোর্স সিলেবাসে নির্ধারিত রয়েছে। এম.এ শ্রেণিতে মোট ৮টি কোর্সের মাধ্যমে ইলমি হাদীসের পাঠদান করা হয়। সুতরাং অনার্স ও মাস্টার্স মিলিয়ে সর্বমোট হাদীস বিষয়ক কোর্স সংখ্যা (২০+০৮) = ২৮টি; যা বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী হাদীসের কোর্স পঠিত হয় বলে প্রতিয়মান হয়।

৫. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের সর্বস্তরের শিক্ষাকে দূরশিক্ষণ পদ্ধিতির মাধ্যমে সকল স্তরের জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে গাজীপুরে 'বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯২ সালের ২০ অক্টোবর বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্বাবিদ্যালয়ের জন্ম। এটি একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অন ক্যাম্পাস' (সিটি ক্যাম্পাস, ঢাকা) ও 'আউটার ক্যাম্পাস' (স্টাডি সেন্টার সমূহ) দুই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ঢাকা শহরের উত্তরে গাজীপুর জেলার বোর্ডবাজারে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস অবস্থিত। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সারা দেশে রয়েছে ১২ টি আঞ্চলিক কেন্দ্র, ৮০ টি কো-অর্ডিনেটিং অফিস এবং ১০০০ টিরও অধিক টিউটোরিয়াল কেন্দ্রের বিশাল নেটওয়ার্ক। এই বিশ্বাবিদ্যালয়ের শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রয়েছে সাতটি একাডেমিক অনুষদ বা স্কুল এবং ১১ টি প্রশাসনিক বিভাগ।[৮২] তন্মধ্যে সামাজিক বিজ্ঞান মানবিক ও ভাষা স্কুলের অন্তর্ভুক্ত ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ। নিম্নে এ বিভাগে অধিত সিলেবাসের হাদীস বিষয়ক অংশটুকুর পর্যালোচনা উপস্থাপিত হলো-

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

বি.এ (অনার্স) শিক্ষাবর্ষ (২০১১-২০১২ থেকে বর্তমান)

Course No.	Course Title.	Prescribed Books	Chapters
IST 105	Study of Al-Hadith	Mishkat Al- Masabih	Al-Iman, Al-ILM and Al-Salat (Selected Hadith
IST 202	History of Hadith literature	Many Books	A detailed history of preserving and compiling of Hadith upto 9th century of A.H. Special reference will be given to the following topics; recording of hadith, particularly the Sahih (authentic) Hadith books, Biography of Malik b. Anas, Ahmad b. Hanbal, Bukhari, Muslims, Al-Nasafi, Abu Daud, Al-Tirmidhi, Ibn Majah and Abu Zafar Tahawi.
IST 404	Study of Al-Hadith	Sunan Abi Dawud	Al-Zakat, Al-Siam & Al-Manasik (Selected Hadith)
IST499 (B)	Principles and History of Hadith Literature	Ibn Hajar : Nukhbah al-Fikar	(i) Definition of Hadith and Sunnah (ii) The place and importance of Hadith in Islamic law (iii) Refutation of allegations made in the past and present against Hadith; (iv) Development of Hadith Sciences (v) Isnad system; Classification and criticism of Asma alRijal; (vi) The Words of tahammul and ada (vii) The preconditions of a narrator of Hadith (viii) Classification of Hadith in the light of acceptability and unacceptability (ix) Fabrication of a Hadith, its causes and its elimination (x) Mustalah al-Hadith

৮১ প্রফেসর ড. সৈয়দ মাকসুদুর রহমানের সাথে ২০.০৪.২০২১ তারিখে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে গবেষক উল্লিখিত তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন।

৮২ https://bn.wikipedia.org › wiki ›

Dhaka University Institutional Repository

বি.এ (অনার্স) শিক্ষাবর্ষ (২০১১-২০১২ থেকে বর্তমান পর্যন্ত) সিলেবাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মোট ২৫টি কোর্সের মধ্যে ০৪টি হাদীস শরীফের কোর্স রয়েছে। এগুলো ১০৫: (Study of Al-Hadith) শিরোনামে শায়খ ওয়ালী উদ্দীন (রহ.) সংকলিত 'মিশকাতুল মাসাবীহ' কিতাব থেকে কিতাবুল ঈমান, ইলম ও সালাত; মোট ০৩টি অধ্যায় থেকে নির্বাচিত হাদীসসমূহ পঠিত হয়। ২০২: (History of Hadith Literature) শিরোনামে ইলমি হাদীসের সংরক্ষণ ও সংকলনের ইতিহাস ৯ম হি. শতক পর্যন্ত; বিশেষত: সিহাহ সিত্তাহ সংকলনের ইতিহাস, এবং ইমাম মালিক ইবন আনাস, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবন মাজাহ ও ত্বাহাবী (রহ.) এর জীবনী আলোচ্য বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। ১০৫: (Study of Al-Hadith) শিরোনামে ইমাম আবু দাউদ (রহ.) সংকলিত *'সুনান আবী দাউদ'* থেকে কিতাবুল যাকাত, সিয়াম ও মানাসিক; মোট ০৩টি অধ্যায় থেকে নির্বাচিত হাদীসসমূহ পঠিত হয়। এ ছাড়াও বিকল্প কোর্স হিসেবে ৪৯৯ (খ): (Principles and History of Hadith Literature) শিরোনামের কোর্সটি রাখা হয়েছে। এতে ইলমি হাদীস ও সুন্নাহ এর সংজ্ঞা, ইসলামী আইনে ইলমি হাদীসের গুরুত্ব ও অবস্থান; পূর্বে ও বর্তমানে হাদীসের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ এবং তা খণ্ড ন; উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, সনদ ও এর গুরুত্ব, আসমাউর রিজাল (রাবী চরিত শাস্ত্র), মুহাদ্দিসগণের হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি, হাদীস বর্ণনার পূর্বশর্তাবলী, হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়া না হওয়ার ভিত্তিতে হাদীসের প্রকারভেদ, হাদীস জাল করণের কারণ এবং তা প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ; ইলমি হাদীসের কতিপয় পরিভাষা নিয়ে কোর্সটি বিন্যাস করা হয়েছে।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

এম. এ শিক্ষাবর্ষ ২০১১-২০১২ থেকে ২০১৫-২০১৬ খ্রি.

Course No.	**Course Title.**	**Prescribed Books**	**Chapters**
IST 507	Study of Al-Hadith	Al-Mishkat Al-Masabih	Al-Iman, Al-ILM & Al-Salat (Selected Hadith)
IST 508	Principles and History of Hadith Literature	Mawlana Abdur Rahim: Hadith Sankaloner Itihash	(i) Definition of Hadith and Sunnah (ii) The place and importance of Hadith in Islamic law (iii) Refutation of allegations made in the past and present against Hadith; Discussion of tendencies of contemporary approaches in the study of Sunnah (iv) Development of Hadith Sciences (v) Isnad system and its significance in Hadith; Classification and criticism of Asma al-Rijal; (vi) The Words of tahammul and ada (vii) The pre-conditions of a narrator of Hadith (viii) Classification of Hadith in the light of acceptability and unacceptability (ix) Fabrication of a Hadith, its causes and its elimination (x) Mustalah al-Hadith

এম. এ শিক্ষাবর্ষ ২০১১-২০১২ থেকে ২০১৫-২০১৬ খ্রি. সিলেবাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মোট ২৫টি কোর্সের মধ্যে ০২টি হাদীস শরীফের কোর্স ছিল। এগুলো ৫০৭: (Study of Al-Hadith) শিরোনামে শায়খ ওয়ালী উদ্দীন (রহ.) সংকলিত *'মিশকাতুল মাসাবীহ'* থেকে কিতাবুল ইলম, কিতাবুস সালাত, কিতাবুস সাওম, কিতাবুয যাকাত ও কিতাবুস হজ্জ; মোট ০৫টি অধ্যায় থেকে নির্বাচিত হাদীস বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ পঠিত হয়। এ ছাড়া ৫০৮: (Principles and History of Hadith Literature) শিরোনামে ইলমি হাদীস ও সুন্নাহ এর সংজ্ঞা, ইসলামী আইনে ইলমি হাদীসের গুরুত্ব ও অবস্থান; পূর্বে ও বর্তমানে হাদীসের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ এবং তা খণ্ড ন; উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, সনদ ও এর গুরুত্ব, আসমাউর রিজাল (রাবী চরিত শাস্ত্র), মুহাদ্দিসগণের হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি, হাদীস বর্ণনার পূর্বশর্তাবলী, হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়া না হওয়ার ভিত্তিতে হাদীসের প্রকারভেদ, হাদীস জাল করণের কারণ এবং তা প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ; ইলমি হাদীসের কতিপয় পরিভাষা নিয়ে কোর্সটি বিন্যাস করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬. জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি)

১৮৬৮ সালে জগন্নাথ রায় চৌধুরী নিজের নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক ২০০৫ সনের ২৮ নং আইনের মাধ্যমে অনুমোদিত ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ সরকারি কলেজটি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় এবং ২০০৫ সালের ২০ অক্টোবর একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পায়। ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ সালে ড. এ কে এম সিরাজুল ইসলামকে উপাচার্য নিয়োগ দানের মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করে। ৭ একর জমির উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসটি অবস্থিত। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ০৬টি অনুষদ, ০২টি ইনস্টিউট, ৩৬টি বিভাগ রয়েছে। এতে প্রায় ১৪২০৮ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত এবং ৬৫৭ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন।[৮৩] যখন এ বিশ্ববিদ্যালয়টি ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ কলেজ ছিল তখনও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগটি চালু ছিল। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ স্বগৌরবে আপন মহিমায় এগিয়ে চলছে। এ বিভাগের পাঠ্যক্রমের ধারাবাহিক উন্নয়নের ফলে এতে সংযুক্ত হয়েছে বিষয় বৈচিত্র্য, যুগের চাহিদার আলোকে প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; যা একটি সমৃদ্ধ সিলেবাসে রূপদান করতে সমর্থ হয়েছে। বিশেষত: স্নাতক ও স্নাতোকত্তর পর্যায় হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে এ বিভাগের অবদান অনস্বীকার্য। এ বিভাগের সর্বশেষ সিলেবাসে হাদীসের যে সকল কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের তুলনায় এ বিভাগের সিলেবাস অনেক সমৃদ্ধ বিশেষত: হাদীস বিষয়ক কোর্স সংখ্যা, বিষয় বৈচিত্র্য ও হাদীসগ্রন্থের নতুনত্ব পাঠকের দৃষ্টি এড়ানোর মত নয়। নিম্নে এ বিভাগের সিলেবাসের অন্তর্গত হাদীস কোর্সগুলোর পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হচ্ছে-

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

বি.এ (অনার্স) শিক্ষাবর্ষ (২০০৯-২০১০ খ্রি.)

Course No.	Course Title.	Prescribed Books	Chapters
IST 1202	Principles and History of Hadith Literature	Mawlana Md Abdur Rahim : Hadith Songkaloner Itihash.	**Part –A :** Usul al-Hadith **Part-B :** Tarikh al-Hadith
IST 2102	Ulum Al-Hadith	Dr. Mahmud At Tahhan : Taisiru Mustalah Al Hadith	Stady of Sanad, Method of Hadith Finding, I`lm Jarh wat Tadil, Al Asmaur Rijal, Maudu & Daef Hadith, Ilal Al Hadith .
IST 2201	Study of Al-Hadith	*Sahih Al-Bukhari *Shahih Al- Muslim	**Part -A :** Babu Bab`ul Wahi, Kitab Al Ilm **Part-B :** Kitab al- Iman .

২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত নবীণ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পথচলার শুরু থেকে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগকে তার সাথে নিয়ে চলছে। এ চলার পথে ২০০৮ সালে প্রথম একটি সুন্দর সিলেবাস প্রণয়নের মধ্যদিয়ে বিভাগ সমৃদ্ধির পথে এক ধাপ এগিয়ে যায়। নতুন এই বি.এ (অনার্স) শিক্ষাবর্ষ (২০০৯-২০১০ খ্রি.) সিলেবাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মোট ৪৪টি কোর্সের মধ্যে ০৩টি হাদীস শরীফের কোর্স রাখা হয়। এগুলো ১২০২: (Principles and History of Hadith Literature) শিরোনামে দু'টি ভাগে বিভক্ত। যথা: (Usul al-Hadith) হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি তথা হাদীস, সুন্নাহ ও আসার এর সংজ্ঞা, এদের মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য; ইসলামী সমাজ ও আইনে ইলমি হাদীসের গুরুত্ব ও অবস্থান; পূর্বে ও বর্তমানে হাদীসের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ এবং তা খণ্ডন; এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, সনদ ও এর গুরুত্ব, আসমাউর রিজাল (রাবী চরিত শাস্ত্র), মুহাদ্দিসগণের হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি, হাদীস বর্ণনার পূর্বশর্তাবলী, হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়া না হওয়ার ভিত্তিতে হাদীসের প্রকারভেদ, হাদীস

৮৩ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় : চৌদ্দ বছর পূর্তি, বিশেষ সংখ্যা, ২০ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি., ঢাকা : জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.০৩

Dhaka University Institutional Repository

জাল করণের কারণ এবং তা প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ; ইলমি হাদীসের কতিপয় পরিভাষা নিয়ে কোর্সটি বিন্যাস করা হয়েছে। (Tarikh al-Hadith) ইলমি হাদীসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, হাদীস সংকলনের ও সংরক্ষণের বিস্তারিত ইতিহাস; বিশেষত: সিহাহ সিত্তাহ এবং এদের সংকলক, কতিপয় প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারীর জীবনী যেমন: মালিক ইবন আনাস, আহমাদ ইবন হাম্বল, আবু জাফর ত্বাহাবী, ইমাম যুহুরী, ইবন মুবারক প্রমুখ সম্পর্কে পঠিত হয়। ২১০২:(Ulum Al-Hadith) শিরোনামে সনদ অধ্যয়ন, সনদের মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা এবং এর গুরুত্ব বর্ণনা, হাদীস বর্ণনাকরীর শর্তাবলী, হাদীস বর্ণনা করণের পদ্ধতি, হাদীসের প্রামাণিকতা, ইলম জারহ ওয়াত তা'দীল, আসমাউর রিজাল, হাদীসের শ্রেণিবিন্যাস এবং সমালোচনা বিজ্ঞান, মাওদু' এবং জইফ: উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, বর্তমান অবস্থা, শরীয়তে এর গ্রহণযোগ্যতা এবং হাদীসের সকল প্রকারভেদ নিয়ে কোর্সটি বিন্যস্ত করা হয়েছে। ২২০১: (Study of Al-Hadith) কোর্স শিরোনামে ইমাম বুখারী (রহ.) সংকলিত *'সহীহ আল-বুখারী'* থেকে বাবুল ওহী, কিতবুল ইলম এবং ইমাম মুসলিম (রহ.) সংকলিত 'সহীহ মুসলিম' থেকে কিতাবুল ঈমান; মোট তিনটি অধ্যায় পঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, মোট কোর্সের তুলনায় হাদীসের কোর্স অপ্রতুল। অতঃপর

বি.এ (অনার্স) শিক্ষাবর্ষ (২০১২-২০১৩ থেকে ২০১৪-২০১৫ খ্রি.)

Course No.	Course Title.	Prescribed Books	Chapters
IST 1202	Principles and History of Hadith Literature	Mawlana Md Abdur Rahim : Hadith Songkaloner Itihash.	**Part –A :** Usul al-Hadith **Part-B :** Tarikh al-Hadith
IST 2201	Study of Al-Hadith-1	*Sahih Al-Bukhari *Shahih Al- Muslim	**Part -A :** Babu Bab`ul Wahi, Magaji, Ilm from frist 10 Hadiths. **Part-B :** Kitab al- Iman, al- Buyu, al-Hudud from frist 10 Hadiths.
IST 3101	Study of Al-Hadith-2	*Sahih Al-Bukhari *Shahih Al- Muslim	**Part-A** : Kitab Al-Nikah; Al-Talaq; Al-Faraid **Part-B :** Kitab Al-Hibah; Al-Wasiyah

বি.এ (অনার্স) শিক্ষাবর্ষ (২০১২-২০১৩ থেকে ২০১৪-২০১৫ খ্রি.) সিলেবাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মোট ৪৪টি কোর্সের মধ্যে ০৩টি হাদীস শরীফের কোর্স রাখা হয়। এগুলো ১২০২: (Principles and History of Hadith Literature) শিরোনামে পূর্বের সিলেবাসের কোর্সটি ঠিক রাখা হয়েছে। ২১০২: (Ulum Al-Hadith) শিরোনামে কোর্সটি বাদ দেয়া হয়েছে। কারণ, ১২০২ এবং ২১০২ কোর্স দু'টি ভিন্ন শিরোনামে হলেও বিষয়বস্তু (হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ক) একই। এর পরিবর্তে একটি হাদীসের কোর্স (৩১০১) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২২০১: (Study of Al-Hadith-i) কোর্স শিরোনামে ইমাম বুখারী (রহ.) সংকলিত *'সহীহ আল-বুখারী'* থেকে বাবুল ওহী, কিতবুল ইলম, কিতাবুল মাগাযী; এবং ইমাম মুসলিম (রহ.) সংকলিত *'সহীহ মুসলিম'* থেকে কিতাবুল ঈমান, কিতাবুল বুয়ু', কিতাবুল হুদুদ; মোট ০৬টি অধ্যায় থেকে নির্বাচিত ১০টি করে হাদীস পঠিত হয়। ৩১০১: (Study of Al-Hadith-ii) কোর্স শিরোনামে ইমাম বুখারী (রহ.) সংকলিত 'সহীহ আল-বুখারী' থেকে কিতাবুন নিকাহ, কিতবুত তালাক, ফারায়েজ; এবং ইমাম মুসলিম (রহ.) সংকলিত *'সহীহ মুসলিম'* থেকে কিতাবুল হিবাহ, কিতাবুল ওয়াসিয়াহ; মোট ০৫টি অধ্যায় থেকে প্রথম ১০ হাদীস পাঠ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। উল্লেখ্য, এ সিলেবাসে হাদীসের কোর্সের মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন আসলেও মোটের উপর হাদীস কোর্স বৃদ্ধি করা হয়নি। অতঃপর হাদীসের সিলেবাসে আসে ব্যাপক পরিবর্তন।

বি.এ (অনার্স) শিক্ষাবর্ষ (২০১৫-২০১৬খ্রি.থেকে বর্তমান)

Course No.	Course Title.	Prescribed Books	Chapters
IST 1202	Principles and History of Hadith Literature	Mawlana Md Abdur Rahim : Hadith Songkaloner Itihash.	**Part –A :** Usul al-Hadith **Part-B :** Tarikh al-Hadith

Dhaka University Institutional Repository

IST 2201	Sunna in Practical life	* Riyadus Saliheen * Adabul Mufrad	**Part -A :** Chapter No: 1 to 10 & 23, 26, 59, 276, 277, 279, 280, 327 **Part-B :** Neighbour Chapter: 55 to 70 Gathering Chapter: 534 to 546, Circumcision Chapter: 595 to 607.
IST 3101	Study of Al-Hadith	*Sahih Al-Bukhari *Shahih Al- Muslim	**Part-A** : Kitab Al-Buyu **Part-B :** Kitab Al-Salat
IST 4102	Ahkamul Hadith	Imam Malik: Muatta Abu Dawud: Sunan	**Part-A :** Kitab Al Hajj **Part-B :** Kitab Al-Zakat
IST 4202	Fiqhul Hadith	Al-Musnad li Ahmad Sharh al Maani al-Athar	**Part-A :** Ahadith Ayesha **Part-B :** Kitab al- Rihn, al-Hibah wa a-Sadaqah, al-waqf & al-Ijarat

বি.এ (অনার্স) শিক্ষাবর্ষ (২০১৫-২০১৬ থেকে ২০১৯-২০২০ খ্রি.) পর্যন্ত সিলেবাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০১৫ সালে প্রবর্তিত সিলেবাসে আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এতে কোর্স সংখ্যা বৃদ্ধির পাসাপশি যুগের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে অনেক নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে হাদীস বিষয়ক কোর্স সংখ্যাও। যেমন- মোট ৪৮টি কোর্সের মধ্যে হাদীস শরীফের কোর্স ০৩টি থেকে ০৫টিতে উন্নিত করা হয়। এগুলো ১২০২: (Principles and History of Hadith Literature) শিরোনামে দু'টি ভাগে বিভক্ত। যথা: (Usul al-Hadith) হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি তথা হাদীস, সুন্নাহ ও আসার এর সংজ্ঞা, এদের মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য; ইসলামী সমাজ ও আইনে ইলমি হাদীসের গুরুত্ব ও অবস্থান; পূর্বে ও বর্তমানে হাদীসের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ এবং তা খণ্ড ন; উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, সনদ ও এর গুরুত্ব, আসমাউর রিজাল (রাবী চরিত শাস্ত্র), মুহাদ্দিসগণের হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি, হাদীস বর্ণনার পূর্বশর্তাবলী, হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়া না হওয়ার ভিত্তিতে হাদীসের প্রকারভেদ, হাদীস জাল করণের কারণ এবং তা প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ; ইলমি হাদীসের কতিপয় পরিভাষা নিয়ে কোর্সটি বিন্যাস করা হয়েছে। (Tarikh al-Hadith) ইলমি হাদীসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, হাদীস সংকলনের ও সংরক্ষণের বিস্তারিত ইতিহাস; বিশেষত: সিহাহ সিত্তাহ এবং এদের সংকলক, কতিপয় প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারীর জীবনী যেমন: মালিক ইবন আনাস, আহমাদ ইবন হাম্বল, আবু জাফর ত্বাহাবী, ইমাম যুহুরী, ইবন মুবারক প্রমুখ সম্পর্কে পঠিত হয়। ২২০১: (Sunna in Practical life) শিরোনামে *"রিয়াদুস সালেহীন"* এর ১ থেকে ১০ নং, ২৩, ২৬, ৫৯, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৯, ২৮০, ৩২৭ নং অধ্যায় এবং *"আদাবুল মুফরাদ"* থেকে প্রতিবেশীর অধিকার, মজলিসের আদব এবং খৌরকর্ম সম্পর্কিত অধ্যায়গুলো পাঠ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। ৩১০১: (Study of Al-Hadith) কোর্স শিরোনামে ইমাম বুখারী (রহ.) সংকলিত *'সহীহ আল-বুখারী'* থেকে বাবুল ওহী, কিতবুল ইলম এবং ইমাম মুসলিম (রহ.) সংকলিত *'সহীহ মুসলিম'* থেকে কিতাবুল ঈমান; মোট তিনটি অধ্যায় পঠিত হয়। ৪১০২: (Ahkamul Hadith) কোর্স শিরোনামে ইমাম নববী (রহ.) সংকলিত 'রিয়াদুস সালেহীন' থেকে বাবুল ওহী, কিতবুল ইলম এবং ইমাম বুখারী (রহ.) সংকলিত *'আদাবুল মুফরাদ'* থেকে কিতাবুল ঈমান; মোট তিনটি অধ্যায় পঠিত হয়। ৪২০২: (Fiqhul Hadith) কোর্স শিরোনামে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.) সংকলিত *'মুসনাদে আহমাদ'* এর অন্তর্গত হযরত আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ এবং ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) সংকলিত *'শরহু মা'নিল আসার'* থেকে কিতাবুর রিহান, কিতাবুল হিবাহ ওয়াস সাদাকাত, কিতাবুল ওয়াকফ, কিতাবুল ইজারাহ মোট তিনটি অধ্যায় পঠিত হয়।

উল্লেখ্য যে, এ সিলেবাস ২০১৫ সালে প্রবর্তিত হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে প্রতিবছর সিলেবাস পরিমার্জন করতে হয়। সেমতে ২০১৫ থেকে ২০২০ পর্যন্ত এ যাবৎ কালে এ বিভাগের সিলেবাস সমূহের মধ্যে এটিকেই বিষয় বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধ সিলেবাস হিসেবে ধরা যায়। কারণ এ পাঁচ বছরে সিলেবাসের মৌলিক কোন পরিবর্তন আসেনি। এ ছাড়া হাদীস বিষয়ে বর্তমান সিলেবাসে অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে, হাদীসের কোর্স সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, সাথে সাথে হাদীসের বিষয়ের মধ্যেও লেগেছে নতুনত্বের ছোঁয়া। আকর্ষণীয় শিরোনামে হাদীস কোর্সসমূহের নামকরণ করা হয়েছে, সংযুক্ত হয়েছে অনেক নতুন নতুন হাদীসগ্রন্থ।

Dhaka University Institutional Repository

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

এম. এ শিক্ষাবর্ষ (২০১১-২০১২ থেকে ২০১৫-২০১৬ খ্রি.)

Course	Course Title.	Prescribed Books	Chapters
IST 5102	Al-Hadith	Al-Bukhari Al-Jami Al-Sahih	Kitabul Manaqib, Kitabul Magaji, Kitabul Adab
IST 5204	Business Studies in Islam	Al-Bukhari	Sahih Al-Bukhari (Kitab Al-Buyu)

এম.এ ২০১১-২০১২ থেকে ২০১৫-২০১৬ খ্রি. শিক্ষাবর্ষের সিলেবাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মোট ১০টি কোর্সের মধ্যে ০২টি হাদীস শরীফের কোর্স ছিল। এগুলো ৫১০২ : (Al-Hadith) শিরোনামে ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ.) সংকলিত 'সহীহ আল-বুখারী' থেকে কিতাবুল মানাকিব, কিতাবুল মাগাযী ও কিতাবুল আদাব মোট ০৩টি অধ্যায় বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ পঠিত হয়। ৫০২ : (Business Studies in Islam) শিরোনামে ইমাম বুখারী (রহ.) সংকলিত '*সহীহ বুখারী*' থেকে কিতাবুল বুয়ু' নির্ধারণ করা হয়েছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

এম. এ শিক্ষাবর্ষ (২০১৬-২০১৭ খ্রি.)

Course No.	Course Title.	Prescribed Books	Chapters
IST 5102	Al-Hadith	*Sahih Al-Bukhari * Sahih Muslim	**Part-A :** Kitabul Manaqib, Kitabul Magaji **Part-B :** Kitab al-Ashriba, al-Libass & al-Hajj
IST 5202	Study of Sharhul Hadith	* Fathul-Bari *Mirqatal-Masabih	Babu Kaifa Kana Bad'ul Wahi Kitab Al-Fitan

এম.এ ২০১৬-২০১৭ থেকে ২০১৯-২০২০খ্রি.শিক্ষাবর্ষের সিলেবাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মোট ১২টি কোর্সের মধ্যে ০২টি হাদীস শরীফের কোর্স ছিল। এগুলো ৫১০২ : (Al-Hadith) শিরোনামে ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ.) সংকলিত '*সহীহ আল-বুখারী*' থেকে কিতাবুল মানাকিব, কিতাবুল মাগাযী; মোট ০৩টি অধ্যায় এবং ইমাম মুসলিম (রহ.) '*সহীহ মুসলিম*' থেকে কিতাবুল আশরিবাহ, কিতাবুল লিবাস, কিতাবুল হাজ্জ বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ পঠিত হয়। ৫০২ : (Study of Sharhul Hadith) শিরোনামে ইমাম ইবন হাজার আল-'আসকালানী (রহ.) রচিত '*ফাতহুল বারী বি শরহি সহীহিল বুখারী*' থেকে বাবু কাইফা কানা বাদয়ুল ওহী এবং আল্লামা মোল্লা আলী কারী (রহ.) রচিত '*মিরকাতুল মাফাতীহ বি শরহি মিশকাতুল মাসাবীহ*' থেকে কিতাবুল ফিতান পাঠ্যক্রমভূক্ত করা হয়েছে।

৭. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর জেলার বোর্ডবাজারে অবস্থিত। এটি ১৯৯২ সালে একটি এফেলিয়েট বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শিক্ষার্থীদের সংখ্যাগত দিক থেকে এটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিদ্যাপীঠ। এর অধিভুক্ত কলেজগুলোয় ২৮ লাখেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করে।[৮৪]

৮৪ /https://bn.wikipedia.org › wiki ›

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

বি.এ (অনার্স) শিক্ষাবর্ষ (২০০৯-২০১০ থেকে ২০১২-২০১৩ খ্রি.)

Course No.	**Course Title.**	**Prescribed Books**	**Chapters**
IST 1862	Study of Al-Hadith	Mishkat-Al-Masabih	kitab al-Ilm & Salat
IST 1880	Principles and History of Hadith Literature	Sharh Nuk batul Fikar li Ibn al-Hazar	(1)Mstalahul Hadith (2) The place and importance of Hadith in Islami Sharia. Preservation and compilation of Hadith during the time of the prophet (SM), Sahaba and Tabiyun: Compilation of Sihah Sittah: Biographies of the following traditionists: Imam Malik (R.), Imam Bukhari (R.), Imam Muslim (R.) and Wali al-Din Muhammad .
IST 1882	Sayings of the Holy Prophet (Sm.) in the Practical Life	Riyadus Saliheen	**Chapter Nos.**:1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 23, 26, 59, 276, 277, 279, 280, 327.

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ (অনার্স) শিক্ষাবর্ষ (২০০৯-২০১০ থেকে ২০১২-২০১৩ খ্রি.) সিলেবাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মোট ০৩টি হাদীস শরীফের কোর্স রয়েছে। এগুলো **১৮৬২:** (Study of Al-Hadith) শিরোনামে শায়খ ওয়ালী উদ্দীন (রহ.) সংকলিত *'মিশকাতুল মাসাবীহ'* কিতাব থেকে কিতাবুল ইলম ও সালাত; মোট ০২টি অধ্যায় সিলেবাসে নির্ধারণ করা হয়েছে। এবং **১৮৮০:** (Principles and History of Hadith Literature) শিরোনামে হাদীসের পরিভাষা, ইসলামী শরীয়তে হাদীসের গুরুত্ব, নবী (সা.), সাহাবা ও তবিঈদের যুগে হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের ইতিহাস, সিহাহ সিত্তাহ সংকলন এবং ইমাম মালিক, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও শায়খ ওয়ালী উদ্দীনের জীবনী সিলেবাসভূক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া **১৮৮২:** (Sayings of the Holy Prophet (Sm.) in the Practical Life) শিরোনামে ইমাম নববী (রহ.) সংকলিত *'রিয়াদুস সালেহীন'* কিতাব থেকে নির্বাচিত **১৫**টি অধ্যায় সিলেবাসে নির্ধারণ করা হয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

এম. এ শিক্ষাবর্ষ (২০০৫-২০০৬ থেকে ২০১২-২০১৩ খ্রি.)

Course No.	**Course Title.**	**Prescribed Books**	**Chapters**
IST 5102	Al-Hadith	* Al-Bukhari * Al-Jami Al-Sahih	Kitabul Manaqib, Kitabul Magaji, Kitabul Adab
IST 5204	Business Studies in Islam	Al-Bukhari * Al-Jami Al-Sahih	Kitab Al-Buyu

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ শিক্ষাবর্ষ (২০০৫-২০০৬ থেকে ২০১২-২০১৩ খ্রি.) সিলেবাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মোট ০২ টি হাদীস শরীফের কোর্স রয়েছে। **৫১০২:** (Al-Hadith) শিরোনামে সহীহ বুখারী থেকে কিতাবুল মানাকিব, মাগাযী ও আদব; মোট ০৩টি অধ্যায় সিলেবাসে নির্ধারণ করা হয়েছে। এবং **৫১০২:** (Business Studies in Islam) শিরোনামে সহীহ বুখারী থেকে কিতাবুল বুয়ূ' অধ্যায়টি সিলেবাসভূক্ত করা হয়েছে।

৮. ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়

মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করতে দেশের শীর্ষস্থানীয় উলামা-মাশায়েখের দাবীর প্রেক্ষিতে ২০১৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ৩৭ নং আইন জাতীয় সংসদে পাসের মাধ্যমে বহুল প্রতিক্ষিত এফিলিয়েটিং (স্বতন্ত্র) ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় । ২০১৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. আ.ন.ম. রইছ উদ্দিনকে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ দান করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাদরাসা শিক্ষাধারার ফাজিল (স্নাতক) ও কামিল (স্নাতকোত্তর)

Dhaka University Institutional Repository

পর্যায়ের ডিগ্রি প্রদান করা হয়। মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন, ফাজিল (স্নাতক), কামিল (স্নাতকোত্তর) পর্যায়ে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন, মাদরাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষাঙ্গণগুলোর তদারকি এবং পরীক্ষা পরিচালনাসহ সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন করে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়। এর অধীন দেশের নামকরা ৩১ মাদরাসায় ৫ টি বিষয়ে অনার্স প্রোগ্রাম চালু রয়েছে। যথা: হাদীস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আল-কুরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আদ-দাওয়া অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আল আদাবুল আরবী (আরবী সাহিত্য), ইসলামের ইতিহাস। এই অনার্স কোর্স ছাড়াও মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় ফাজিল (পাস), ফাজিল (স্নাতক) এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মাদরাসাগুলো হল: কামিল মাদরাসা ২০৫টি, ফাজিল (সম্মান) ৩১টি (অনার্স/পাস) ১০৪৯টি, সরকারি মাদরাসা ৩টি। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঁচ লাখ ৯৮ হাজার ৩১ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন। এদের মধ্যে এক লাখ ৯৭ হাজার ৩৮৫ জন ছাত্রী। আর শিক্ষক রয়েছেন ২২ হাজার ৯২১ জন।[৮৫]

কোর্স ভিত্তিক পাঠ্য হাদীস পর্যালোচনা

বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষা ধারায় বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র। কারণ বর্তমান সময়ে ফাজিল (স্নাতক) এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) শ্রেণিতে পাঁচ লাখ ৯৮ হাজার ৩১ জন শিক্ষার্থী বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার সাথে সরাসরি যুক্ত। তাই খুজেঁ দেখা প্রয়োজন তাদেরকে কী কী হাদীস অধ্যয়ন করানো হয়? আর তাদের অধীত হাদীস চর্চার পরিমাণ কতটুকু তা খুজেঁ দেখার একটি অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে, তাদের পাঠ্যসূচী বা সিলেবাস পর্যালোচনা করা। নিম্নে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার ফাজিল (স্নাতক) এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) জামা'আতের সিলেবাস পর্যালোচনা করা হলো-

ক) ফাযিল বি.এ অনার্সের কোর্স ভিত্তিক পাঠ্য হাদীস পর্যালোচনা

সিলেবাস: বি. এ অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সেমিস্টার, আল-হাদীস বিভাগ, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়
202101 : Mustalahul Hadith -مصطلح الحديث
علم مصطلح الحديث تعريف الحديث والخبر , تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا , تقسيم خبر الآحاد , الراوي, الرواية, الإسناد.

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-হাদীস বিভাগের ফাযিল বি.এ (অনার্স) দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সেমিস্টারে "*মুসতালাহুল হাদীস*" শিরোনামে পঠিত কোর্সের বিষয়বস্তু হচ্ছে হাদীস, খবর ও এর শ্রেণিবিন্যাস, রাবী, রিওয়ায়েত ও ইসনাদ ইত্যাদি ।

সিলেবাস: বি. এ অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সেমিস্টার, আল-হাদীস বিভাগ, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়
202103 : Ulumul Hadith -علوم الحديث
علم الحديث رواية ودراية, علم الإسناد, علم تواريخ الرجال وطبقاتهم, علم الجرح والتعديل, علم علل الحديث, علم ناسخ الحديث ومنسوخه, علم مختلف الحديث ومشكله, علم أطراف الحديث, علم زوائد الحديث, علم المستخرجات والمستدركات, علم غريب الحديث, علم تخريج الحديث, دراسة الأسانيد والحكم على الحديث, علم شرح الحديث.

অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-হাদীস বিভাগের ফাযিল বি. এ অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সেমিস্টারে "উলূমুল হাদীস" শিরোনামে পঠিত কোর্সের বিষয়বস্তু হচ্ছে রিওয়াত ও দিরায়াতের ভিত্তিতে ইলমি হাদীস, ইসনাদ সম্পর্কিত অধ্যয়ন, রিজাল শাস্ত্রের ইতিহাস ও রাবীদের স্তর, ইলমি জারহ ওয়াত তা'দীল, ইলালুল হাদীস, নাসিখ-মানসুখ, মুখতালাফুল হাদীস ওয়া মুশকিলিহী, আতরাফুল হাদীস, যাওয়ায়েদুল হাদীস, মুসতাখরাজাত এবং মসতাদরাকাত, গরীবুল হাদীস, তাখরীজুল হাদীস, হাদীসের বিধান প্রয়োগে আসানিদ অধ্যয়ন এবং হাদীস ব্যাখ্যা করণ পদ্ধতি জানা ইত্যাদি বিষয় সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

---

৮৫ ড. কে এম সাইফুল ইসলাম ও ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন, 'ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আশা পূরণের পরও আশঙ্কা' *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ঢাকা : ২৫ অক্টোবর, ২০১৩খ্রি.; https://bn.wikipedia.org › wiki ›

Dhaka University Institutional Repository

সিলেবাস: বি. এ অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সেমিস্টার, আল-হাদীস বিভাগ, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়
202201 : History of Ilmul Hadith تاريخ علم الحديث
علم الحديث في عهد النبوة, علم الحديث في عهد الصحابة, علم الحديث في عهد التدوين القرن الثاني, تدوين علم الحديث في القرن الثالث الهجري, تدوين علم الحديث في القرن الرابع الهجري, تدوين علم الحديث في القرن الخامس الهجري, تدوين علم الحديث بعد القرن الخامس الهجري, علم الحديث في بنغلاديش.

অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-হাদীস বিভাগের ফাযিল বি.এ অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সেমিস্টারে "তারিখু উলূমিল হাদীস" শিরোনামে পঠিত কোর্সে নবী (সা.) এর নবুওয়াতী জীবনে ইলমি হাদীস, সাহাবা যুগে ইলমি হাদীস, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দিতে হাদীস সংকলন এবং পঞ্চম শতাব্দি পরবর্তী যুগে ইলমি হাদীস চর্চা, বাংলাদেশে ইলমি হাদীস ইত্যাদি বিষয়ে আলোচিত হয়।

সিলেবাস: বি. এ অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সেমিস্টার, আল-হাদীস বিভাগ, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়	
202202 : History of Ilmul Hadith in Indian Sub Continent &Bangladesh (تاريخ علم الحديث فى شبه القارة الهندية و بنعلاديش)	
علم الحديث في شبه القارة الهندية العصر الأول : من عهد الصحابة إلى مجيء السلطان محمود الغزنوي في الهند: .العصر الثانى : من 500 هـ إلى ٨٠٠ هـــــ أشهر المحدثين فى هذا العصر وأهم الكتب المدونة فيه. .العصر الثالث : من 801 هـ إلى عصر طلبة الهيثمي أشهر المحدثين في هذا العصر وأهم الكتب المدونة فيه. .العصر الرابع : من بداية طلبة الهيثمي إلى الشيخ ولي الله المحدث الدهلوي :)عصر مجدد الألف الثانى والمحدث عبد الحق الدهلوي (أشهر المحدثين فى هذا العصر وأهم الكتب المدونة فيه .العصر الخامس : عصر الشيخ المحدث ولي الله الدهلوي رحمه الله أشهر المحدثين في هذا العصر وأهم الكتب المدونة	**:علم الحديث في بنغلاديش** • دخول علم الحديث في بنغلاديش وأول من قام بخدمة علم الحديث في بنغلاديش. • تاثير مدارس شبه القارة في نشر علم الحديث في بنغلاديش مراحل تعليم الحديث في بنغلاديش وطبقات المحدثين في بنغلاديش . • مساهمات المدارس الإسلامية والجامعات في نشر علوم الحديث في بنغلاديش • أشهر المؤلفات في علم الحديث في بنغلاديش وأشهر المحدثين في بنغلاديش (القرن التاسع عشر)

অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-হাদীস বিভাগের ফাযিল বি. এ অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সেমিস্টারে "History of Ilmul Hadith in Indian Sub Continent & Bangladesh" শিরোনামে পঠিত কোর্সের বিষয়বস্তুকে ভারতীয় উপমহাদেশ ও বাংলাদেশে ইলমি হাদীস চর্চার ইতিহাস দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ক) ভারতীয় উপমহাদেশ ইলমি হাদীস: এ শিরোনামের অধীন পাঁচটি যুগে ভাগ করে বিষয় বস্তু বিন্যাস করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১ম যুগ: সাহাবীগণের আমল থেকে সুলতান মাহমুদ গজবী পর্যন্ত; ২য় যুগ: ৫০০ হি. থেকে ৮০০ হিজরী পর্যন্ত প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও তাঁদের সংকলিত হাদীস গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা; ৩য় যুগ: ৮০১ হি. থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ ও তাঁদের সংকলিত হাদীস গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা; ৫ম যুগ: শায়খ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দিহলাবীর (রহ.) যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও তাদের রচিত হাদীস গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা।

খ) বাংলাদেশে ইলমি হাদীস চর্চার ইতিহাস: এ পাঠে বাংলাদেশে ইলমি হাদীসের আগমন এবং প্রথম পর্যায় যারা এ বিষয়ে অবদান রেখেছেন, বাংলাদেশে হাদীস শাস্ত্র প্রসারে উপমহাদেশের মাদরাসাগুলোর অবদান, হাদীস শিক্ষাদানের জন্য এদেশে যে সকল মুহাদ্দিসের আগমন হয়েছে তাদের স্তর, বাংলাদেশে হাদীস শাস্ত্র প্রসারে মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা, বাংলাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও তাঁদের রচিত হাদীস বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীকে পাঠ্য বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সিলেবাস: বি. এ অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সেমিস্টার, আল-হাদীস বিভাগ, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়
202206 : Al-Sunan by Imam Tirmizi and Al-Sunan by ibn Mazah (السنن للترمذي والسنن لابن ماجه)
السنن للإمام الترمذي: ترجمة الإمام الترمذي, دراسة عن السنن للإمام الترمذي, دراسة أبواب الصلاة. **السنن لابن ماجه:** نبذة عن حياة الإمام ابن ماجه, دراسة عن سنن ابن ماجه، دراسة أبواب الزكاة.

অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-হাদীস বিভাগের ফাযিল বি. এ অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সেমিস্টারে "Al-Sunan by Imam Tirmizi and Al-Sunan by ibn Mazah" শিরোনামে পঠিত কোর্সের বিষয়বস্তু হচ্ছে সুনানু তিরমিযি থেকে ইমাম তিরমিযী (রহ.) এর জীবনী, জামে'তিরমিযী সম্পর্কে অধ্যয়ন, আবওয়াবুস সালাত অধ্যয়ন এবং সুনানু আবী দাউদ থেকে ইমাম আবু দাউদ (রহ.) এর জীবনী, সুনানু আবী দাউদ সম্পর্কে অধ্যয়ন, আবওয়াবুস যাকাত বিষয়ক হাদীসসমূহ অধ্যয়ন করানো হয় ।

খ) "কামিল মাস্টার্স অব আর্টস" আল-হাদীস বিভাগে পঠিত হাদীসের কোর্স ভিত্তিক পর্যালোচনা

সিলেবাস: "কামিল মাস্টার্স অব আর্টস" আল-হাদীস বিভাগ, ইসলামি আরবী বিশ্ববিদ্যালয়
502101 Study of Al-Hadith (1)
A) Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari : Sahih al-Bukhari [Kitabu:Bad'ul khalq, Kitab:al Manaqib, Kitab: al-Magazi] **B) Muslim Ibnul Hajjaj al-Kushairi : Sahih Muslim** [Kitab: al-Iman, Kitab: al-Imarat, Kitab: Fadail al-Sahaba] **C) Hifjul Hadith** :1) Sahih Al-Bukhari : Kitabul ilm, Kitabus Salat 2) Sahih Muslim : Kitabuz Zakat, Kitabus Sawm

অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কামিল মাস্টার্স (আল-হাদীস) প্রথম বর্ষ, প্রথম সেমিস্টারে "Study of Al-Hadith-1" শিরোনামে পঠিত কোর্সের বিষয়বস্তু হচ্ছে, (ক) ***সহীহুল বুখারী*** : কিতাবুল বাদউ'ল খালক, কিতাবুল মানাকিব ও কিতাবুল মাগাযী (খ) ***সহীহ মুসলিম***: কিতাবুল ঈমান, কিতাবুল ইমারাত, কিতাবু ফযীলাতুস সাহাবা এবং (সা.) **হিফযুল হাদীস:** যা সহীহ বুখারীর কিতাবুল ইলম, সালাত এবং সহীহ মুসলিমের কিতবুয যাকাত, সাওম থেকে নির্ধারিত সংখ্যক হাদীস মুখস্থ করানো হয় ।

সিলেবাস: "কামিল মাস্টার্স অব আর্টস" আল-হাদীস বিভাগ, ইসলামি আরবী বিশ্ববিদ্যালয়
502102 Study of Al-Hadith (2)
A)Abu Dawud Sulaiman ibn Asha's: Sunan Abu Dawud (Kitabuz Zakat and Sawm) **B)Abu Jafor at-Tahawi : Sharhu Ma'anil Asar** (Kitabul Buyu, Kitabus Saraf, Kitabul Hiba was-Sadaqah and Kitabur Rahan).

অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কামিল মাস্টার্স (আল-হাদীস) প্রথম বর্ষ, প্রথম সেমিস্টারে "Study of Al-Hadith-2" শিরোনামে পঠিত কোর্সের বিষয়বস্তু হচ্ছে, (ক) ***সুনানু আবী দাউদ:*** কিতাবুয যাকাত, কিতাবুস সাওম, (খ) ***শরহু মাআ'নিল আসার:*** কিতাবুল বুয়ূ', কিতাবুস সারফ, কিতাবু হিবা ওয়াস সাদাকাত এবং কিতাবুর রাহান।

সিলেবাস: "কামিল মাস্টার্স অব আর্টস" আল-হাদীস বিভাগ, ইসলামি আরবী বিশ্ববিদ্যালয়
502103: Science of Al-Hadith
Part-A: Asmaur Rijal:(أسماء الرجال) Definition, I'lmu Tawarikhir Rijal, I'lmu Tabaqater Rijal and Kutubut Tabaqat, A brief introduction of ten narrators, I'lmu Dabti Asmair Rijal, I'lmu Rijali Kutubin Khassah. **Part-B: I'lmul Jarhi wat Ta'dil:(علم الجرح والتعديل)** Definition of I'lmul Jarhi wat Ta'dil, History of I'lmul Jarhi wat Ta'dil, The Base of al-Jarhu wat Ta'dil, Books written on "I'lmul Jarhi wat Ta'dil", Terms of Jarhu wat Ta'dil, Conditions of criticism, Contradiction between Jarhu and Ta'dil, Rules of the narrating of criticized.

Dhaka University Institutional Repository

অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-হাদীস বিভাগের কামিল মাস্টার্স প্রথম বর্ষ, প্রথম সেমিস্টারে "Science of Al-Hadith" শিরোনামে পঠিত কোর্সের বিষয়বস্তু হচ্ছে, (ক) **আসমাউর রিজাল:** রিজাল শাস্ত্রের ইতিহাস, হাদীস বর্ণনাকারী রাবীদের স্তর, জবতির রিজাল ও নির্ধারিত রিজাল বিষয়ক গ্রন্থসমূহ আলোচনা; (খ) **ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দীল:** ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দীলের পরিচয়, ইতিহাস, এ শাস্ত্রের ভিত্তি, এ বিষয়ে লিখিত গ্রন্থাবলী ও পরিভাষা, সমালোচনার শর্তাবলী, মতপার্থক্য ও পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে নির্ধারিত পঠিত বিষয় ।

সিলেবাস: "কামিল মাস্টার্স অব আর্টস" আল-হাদীস বিভাগ, ইসলামি আরবী বিশ্ববিদ্যালয়
502104: Fiqh of Al-Hadith
Mufti Amimul Ihsan Al-Barkati : Fiqhus Sunan wal Athar (Kitab al-Salat)

অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-হাদীস বিভাগের কামিল মাস্টার্স প্রথম বর্ষ, প্রথম সেমিস্টারে "Fiqh of Al-Hadith" শিরোনামে পঠিত কোর্সের বিষয়বস্তু হচ্ছে, (ক) ***ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার :*** এ গ্রন্থ থেকে কিতাবুস সালাত পঠিত হয় ।

৬.১.৫ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তরা ইউনিভার্সিটি

উত্তরা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এটি ঢাকার উত্তরায় অবস্থিত। এ ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী সংখ্যা ৫০০০ জন। ড. এম আজিজুর রহমান এ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য।[৮৬] এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হাদীস কোর্সসমূহের পর্যালোচনা নিম্নরূপ-

কোর্স ভিত্তিক পাঠ্য হাদীস পর্যালোচনা

সিলেবাস: বি. এ অনার্স প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সেমিস্টার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা
IS 121 INTRODUCTION TO AL HADITH
Definition of Hadith and Sunnah, their Place and importance in Islam. Preservation, Classification of Hadith, Prominent Rawbi, sonad, matan and famous early books and its authors, a correct approach to the Study and understanding of the Sunnah Such as kitabul adab and Kitabul Salat.

অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ অনার্স প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সেমিস্টার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে "IS 121: INTRODUCTION TO AL HADITH" শিরোনামে পঠিত কোর্সের বিষয়বস্তু হচ্ছে, (ক) হাদীস ও সুন্নাহ এর সংজ্ঞা, হাদীসের সংরক্ষণ, প্রকারভেদ, প্রখ্যাত রাবী, সনদ, মতন এবং এ বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ এবং গ্রন্থাকারগণ সম্পর্কে আলোচনা; (খ) সুন্নাহ সঠিক পদ্ধতিতে অধ্যয়ন ও অনুধাবন: ১. কিতাবুল আদাব, ২. কিতাবুস সালাত পঠিত বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে ।

সিলেবাস: বি. এ অনার্স প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সেমিস্টার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা
IS 321- ANALYSIS OF TEXTUAL HADITH
Textual study of Hadith of the chapter of Iman, Taharat (Purity), prayer (Salat), Fasting (sawm), Zakat, & the Pilgrimage (Hajj) from the Sahih al Bukhari, Mishkat al Masabih, Riyadus Saleheen, Tirmizee etc. Necessary rules of these prayers, classification, Modalities, rectifying of hadith and memorizing.

অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ অনার্স প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সেমিস্টার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকায় "IS 321- ANALYSIS OF TEXTUAL HADITH" শিরোনামে পঠিত কোর্সের বিষয়বস্তু হচ্ছে, নির্ধারিত গ্রন্থ থেকে হাদীস অধ্যয়ন। যেমন: কিতাবুল ঈমান, তাহারাত, সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জ। নির্ধারিত গ্রন্থ (*সহীহ আল-বুখারী, জামি-আততিরমিযী, মিশকাতুল মাসাবিহ, রিয়াদুস সালেহীন*)।

৮৬ https://bn.wikipedia.org › wiki ›

Dhaka University Institutional Repository

দ্যা পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

দ্যা পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯৬ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।[৮৭] এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হাদীস কোর্সসমূহের পর্যালোচনা নিম্নরূপ-

সিলেবাস: বি. এ অনার্স প্রথম বর্ষ, প্রথম সেমিস্টার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, দ্যা পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা
Course# ACH-013 STUDIES OF HADITH IN THE INDIAN SUB-CONTINENT
This course will introduce: This course will focus on study of Hadith in the sub-continent. It will also familiarize the students, with the works and contributions of the preachers of Hadith in the Sub-continent, Sech as Ashraf Ali Thanwi, Mahmodul Hasan, Hafeji Huzur, al Suwiti, al Athr, Ibn al Haithami (Rh)

এ কোর্সে (C.C- 119 INTRODUCTION TO AL-HADITH**)** শিরোনামে এ কোর্সের ভারতীয় উপমহাদেশে ইলমি হাদীস চর্চা; হাদীস চর্চাকারীদের কর্ম ও অবদানের সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিবে। যেমন: আশরাফ আলী থানভী, মাওলানা মাহমুদুল হাসান, হাফেজ্জী হুজুর, আল-সুয়ূতী,(?) ইবন হায়তামী (রহ.)[?]

সিলেবাস: বি. এ অনার্স প্রথম বর্ষ, প্রথম সেমিস্টার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, দ্যা পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা
Course# C.C- 119 INTRODUCTION TO AL-HADITH
Course Outline: Definition of the Hadith and Sunnah, the importance of the Hadith in Islam. Meaning and Authority of the Hadith, Recording, Preserving, Fabrication, Narrators, early, Medival and latest books of the Hadith, particularly the six sahih and biographies of their collectors will cover thiscourse.

এ কোর্সে (C.C- 119 INTRODUCTION TO AL-HADITH**)** শিরোনামে এ কোর্সে হাদীস ও সুন্নাহ এর পরিচয়, ইসলামে হাদীসের গুরুত্ব, হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন, হাদীস জাল করণ ও জালকারীগণ, হাদীসের উপর সংকলিত প্রথম, মধ্য ও আধুনিক যুগে সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহ; বিশেষত: সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থসমূহ ও গ্রন্থাকারদের জীবনী পাঠ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় অবস্থিত একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৬ সালে সাইয়্যেদ কামাল উদ্দিন জাফরী এটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনিই বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান। এর প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য হলেন অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী এবং বর্তমান উপাচার্যের দায়িত্বে রয়েছেন অধ্যাপক কাজী আকতার হোসাইন। এর শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় চৌদ্দ হাজার।[৮৮] এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হাদীস কোর্সসমূহের পর্যালোচনা নিম্নরূপ-

কোর্স ভিত্তিক পঠিত হাদীস পর্যালোচনা

সিলেবাস: বি. এ অনার্স প্রথম বর্ষ, প্রথম সেমিস্টার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	
Course Code: IS 114,	**CourseTitle: Introduction to Al-Hadith**
Course Outline: Definition of the Hadith and Sunnah, the importance of the Hadith in Islam. Meaning and Authority of the Hadith, Recording, Preserving, Fabrication, Narrators, early, Medival and latest books of the Hadith, particularly the six sahih and biographies of their collectors will cover thiscourse.	

৮৭ https://bn.wikipedia.org › wiki

৮৮ https://bn.wikipedia.org/wiki/

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বি. এ অনার্স প্রথম বর্ষ, প্রথম সেমিস্টারে (Introduction to Al-Hadith) শিরোনামে এ কোর্সে হাদীস ও সুন্নাহ এর পরিচয়, ইসলামে হাদীসের গুরুত্ব, হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন, হাদীস জাল করণ ও জালকারীগণ, হাদীসের উপর সংকলিত প্রথম, মধ্য ও আধুনিক যুগে সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহ; বিশেষত: সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থসমূহ ও গ্রন্থাকারদের জীবনী পাঠ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

সিলেবাস: বি.এ অনার্স প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সেমিস্টার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	
Course Code: IS 121,	**Course Title: Terminology of Hadith**
Course Outline: This course deals with the various terms of Hadith in accordance to accuracy sush as Shaih, Hasan and Da'if, according to acceptability such as Maqul and Mardud. It also reflect to the mathods of narration and classification of Hadith to the point of numbers of narrators and point of sparation of sanad, followed by qualities and coursesies should be maintained by narrators, meaning of rejection and its courses.	

বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বি. এ অনার্স প্রথম বর্ষ, প্রথম সেমিস্টারে (Terminology of Hadith) শিরোনামে এ কোর্সে হাদীস শাস্ত্রের বিভিন্ন পরিভাষা, রাবীদের গুণাবলী, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে হাদীসের শ্রেণি বিন্যাস ইত্যাদি বিষয়ে পঠিত হয়ে থাকে।

সিলেবাস: বি.এ অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সেমিস্টার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	
Course Code: IS 222,	**Course Title: Hadith-I**
Course Outline: The outline includes the following: Chapters of knowledge ('Ilm), Faith (Iman), Oneness of Allah (Towhid), Purity (Taharat), Prayer (Salat), Fasting (Sawm), Charity (Zakat) and the Pilgrimage (Hajj) etc. The topics have been explained in the study plan with other remaining chapters.	

বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বি.এ অনার্স প্রথম বর্ষ, প্রথম সেমিস্টারে (**Hadith-I**) শিরোনামে এ কোর্সে ইলমি হাদীসের ইলম, ঈমান, তাওহীদ, তাহারাত, সালাত, সাওম, যাকাত এবং হাজ্জ এই ৮টি অধ্যায় বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অধ্যায় থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও ফিকহী মাসাইল আলোচনা করা হয়।

সিলেবাস: বি. এ অনার্স তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সেমিস্টার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	
Course Code IS 314,	**Course Title: Hadith – II**
Course Outline: The purpose of this course is to enable the student to have thorough knowledge and clear understanding of Islamic way of life. The course will enlighten them with the instructions and guidance given to his Ummah by the Prophet (Sm) in his Hadith. The outline includes the following: Chapters of knowledge (Ilm), Faith (Iman), Oneness of Allah (Towhid), Purity (Taharat), Prayer (Salat), Fasitng (Sawm), Charity (Zakat) and the Pilgrimage (Hajj), Jihad etc. The topics have been explained in the study plan with mention of other remaining chapters.	

কোর্সের রূপরেখা: এই কোর্সের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে ইসলামী জীবনযাত্রায় পুরোপুরি জ্ঞান এবং সুস্পষ্ট উপলব্দি জাগাতে সক্ষম করা। এ ছাড়া তাদেরকে হাদীসের মাধ্যমে নবী (সা.) এর প্রদত্ত নির্দেশনা দ্বারা আলোকিত করবে। এ কোর্সে ইলমি হাদীসের ইলম, ঈমান, তাওহীদ, তাহারাত, সালাত, সাওম, যাকাত এবং হাজ্জ এই ৮টি অধ্যায় বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অধ্যায় থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও ফিকহী মাসাইল আলোচনা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯৬ সালের ৪ জানুয়ারি এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আশুলিয়া থানার টংগাবাড়ি এলাকায় বঙ্গবন্ধু সড়কে বিশ্ববিদ্যালয়টির স্থায়ী ক্যাম্পাস অবস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়টির বর্তমান উপাচার্য হলেন প্রফেসর ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক। প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীর সংখ্যা তের হাজারের অধিক।[৮৯] এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হাদীস কোর্সসমূহের পর্যালোচনা নিম্নরূপ-

কোর্স ভিত্তিক পঠিত হাদীস পর্যালোচনা

সিলেবাস: বি. এ অনার্স প্রথম বর্ষ, প্রথম সেমিস্টার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, ঢাকা
IS 1104- Introduction to Sunnah
The place and importance of Al-Sunnah in Islam; the life of Muhammad as a model for Muslims and mankind. A correct approach to the study and understanding of Sunnah.

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বি. এ অনার্স প্রথম বর্ষ, প্রথম সেমিস্টারে ১১০৪ নং কোর্সে (Introduction to Sunnah) শিরোনামে সুন্নাহ এর অবস্থান ও গুরুত্ব, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন মুসলিম ও মানবতার জন্য আদর্শ, সুন্নাহ অধ্যয়ন, অনুসরণের সঠিক পথ ও পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচিত হয়।

সিলেবাস: বি. এ অনার্স প্রথম বর্ষ, প্রথম সেমিস্টার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, ঢাকা
IS 1310: Sciences of the Hadith-I
Meaning and authority of hadith. The sunnah as the second source of Islam. Recording of al-hadith, Isnad system. The sources of tahammul and ada. The prerequisites of a narrator of hadith. Classification of hadith in the light of acceptability and unacceptability. Fabrication of ahadith, its causes, and the means of elimination

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বি. এ অনার্স প্রথম বর্ষ, প্রথম সেমিস্টারে ১৩১০ নং কোর্সে (**Sciences of the Hadith-I**) শিরোনামে হাদীসের অর্থ ও প্রামাণিকতা, ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে হাদীস, হাদীস সংরক্ষণ, হাদীস বর্ণনা ও গ্রহণের বিভিন্নপদ্ধতি, হাদীস বর্ণনাকারীদের পূর্বশর্তাবলী, হাদীস মাকবুল ও মারদুদ হওয়ার দৃষ্টিতে এর শ্রেণি বিন্যাস, হাদীস জাল করণ; কারণ ও অপনোদন ইত্যাদি বিষয়ে পাঠ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

সিলেবাস: বি. এ অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সেমিস্টার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, ঢাকা
IS 2322: Al-Hadith
A definitive textual study of Kitab al-Ilm, Kitab al-Fitan, Kitab al-Jihad and Kitab al-Munaqib from Mukhtasar Sahih Bukhari, Muslim and Kitabun Nikah from Meshkat al Masabih. Study and memoriza-tion of the collection of 40 ahadith by Imam Nawawi.

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বি. এ অনার্স ২য় বর্ষ, প্রথম সেমিস্টারে ২৩২২ নং কোর্সে (**Al- Hadith**) শিরোনামে কিতাবুল ইলম, ফিতান, জিহাদ, মানাকিব অধ্যায়গুলো সহীহ বুখারী ও মুসলিম থেকে, কিতাবুন নিকাহ মিশকাত থেকে এবং ইমাম নববীর ৪০ হাদীস মুখস্থ করণ সিলেবাসভূক্ত।

৮৯ https://bn.wikipedia.org › wiki

Dhaka University Institutional Repository

সিলেবাস: বি. এ অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সেমিস্টার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, ঢাকা
IS 2324: Studies in Sunnah
Status of sunnah as a source of shari'ah and a way of life; refutation of allegations made in the past and present against it: discussions of tendencies of contemporary approaches in the study of sunnah and so as not to confuse students concerning conicting views that may be raised against sunnah. Emphasis on anti-sunnah groups in different countries. Critical and analytical methodology shall be used in teaching this course.

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বি. এ অনার্স প্রথম বর্ষ, প্রথম সেমিস্টারে ২৩২৪ নং কোর্সে (Studies in Sunnah) শিরোনামে ইসলামী শরীয়াতে ও মানব জীবনে সুন্নাতের মর্যাদা, সুন্নাহ এর বিরুদ্ধে অতীত-বর্তমানে উত্থাপিত অভিযোগ অপনোদন, সমসাময়িক কালে সুন্নাহ অধ্যয়নের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা যাতে শিক্ষার্থীদের সুন্নার প্রতি বিরূপ মনোভাব দূর হয়, বিভিন্ন দেশে সুন্নাহ বিরোধী দল মোকাবেলায় গুরুত্ব দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে নিয়ে কোর্সটি সাজানো হয়েছে।

সিলেবাস: বি. এ অনার্স চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সেমিস্টার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, ঢাকা
IS 4138: Principles of Living with Sunnah
Obligation of adherence to the Sunnah of the Prophet (s.a.w.) in all spheres of life. Highlights on the duty of Muslims towards Sunnah. Giving the right approach and essential principles towards better understanding of Sunnah its application according to the analytical methodology. Relating Sunnah texts and its objectives with contemporary life.

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বি. এ অনার্স ৪র্থ বর্ষ, প্রথম সেমিস্টারে ৪১৩৮ নং কোর্সে (Principles of Living with Sunnah) শিরোনামে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুন্নাহ মেনে চলার বাধ্যবাধকতা, সুন্নাহ এর প্রতি মুসলিমদের কর্তব্য, বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণে সুন্নাহ এর প্রয়োগ সম্পর্কে আরো ভালভাবে বোঝাবার জন্য সঠিক পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয় নীতিমাল গ্রহণ; যাতে সুন্নাহ সমসাময়িক জীবনের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়।

সিলেবাস: এম.এ প্রথম বর্ষ, প্রথম সেমিস্টার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, ঢাকা
IS 5415: The Authority of the Sunnah and Method of its Application
Recent challenges to the authority of the Sunnah: The Quran is self-explanatory and does not need any exotic explication; **Limitations of Sunnah:** Sunnah is time-place bound and exhibits local coloring; Sunnah is irrelevant to modern times; Sunnah was not codi ed by the Prophet(s.a.w.) or the Companions, **Sunnah and the Orientalists and their Supporters:** Views of Goldziher, Schacht, Ahmad Amin and Abu Ryyah; the late development of the Authority of Sunnah, and the role of Imam Sha 'i. Critical study of the aforementioned assertions. **The basis of the authority of Sunnah:** Finality of the Prophethood, the Ismah of the Prophet, concept of completion of Deen, the Prophet's position as the Mubyyin of the Quran. Transcendence of the Sunnah. Universality of the Sunnah, normative nature of Sunnah. Truth about fabrication of the Isnad, criticism of the assertion of absence of textual and internal criticism of the Sunnah. Norms of textual criticism applied of the views of the Orientalists. The place of Sunnah in Islam.

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম.এ প্রথম সেমিস্টারে ৫৪১৫ নং কোর্সে (The Authority of the Sunnah and Method of its Application) শিরোনামে **সুন্নাহর এর শ্রেষ্ঠত্বে চ্যালেঞ্জঃ**

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন স্ব-ব্যাখ্যামূলক অন্যকিছু দিয়ে এর ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই; **সুন্নাহ এর সীমাবদ্ধতা:** সুন্নাহ স্থান-সময়ের সাথে অপ্রাসঙ্গিক; নবী (সা.) বা সাহাবীগণ, সুন্নাহ ও প্রাচ্যবিদ এবং তাদের সমর্থগোষ্ঠি দ্বারা সুন্নাহকে সমর্থন করা হয়নি; গোল্ডজিহার, স্ক্যাচট, আহমদ আমিন ও আবু রিয়ার মতামত হচ্ছে সুন্নাহ অনেক পরে সংকলিত হয়েছে; উপরিউক্ত উক্তিগুলির সমালোচনা অধ্যয়ন; **সুন্নাহ এর শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি:** মূলত: নবুওয়াতের চূড়ান্ততা, রাসূলের ইসমত, দ্বীন সমাপ্তির ধারণা, কুরআনে মুবায়্যিন হিসেবে নবীর অবস্থান, সুন্নাহ এর সর্বজনীনতা, সুন্নাহ এর আদর্শিক প্রকৃতি; ইসনাদ সম্পর্কে বানোয়ট এবং সত্য সুন্নাহর পাঠ্যগত ও অভ্যন্তরিণ সমালোচনা এবং প্রাচ্যবিদদের মতামত খণ্ডন ইত্যাদি বিষয়ে দার্শনি দৃষ্টিভঙ্গিতে কোর্স নির্মানের ক্ষেত্রে সুন্নাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে।

লিডিং ইউনিভার্সিটি

লিডিং ইউনিভার্সিটি ২০০১ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ এর অধীনে সিলেটে প্রতিষ্ঠিত হয়। ড. রাগীব আলী ১৯৯৬ সালের ২ আগষ্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি প্রস্তাব প্রেরণ করেণ। এ প্রস্তাবের সাপেক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০১ সালের ২ আগস্ট লিডিং ইউনিভার্সিটি স্থাপনের জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করে। এটি সিলেটের প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়টি এর স্থায়ী ক্যাম্পাস রাগিব নগর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট এলকায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেখানেই বিশ্ববিদ্যালয়টির সমস্ত কার্যক্রম চলছে।[৯০]

সিলেবাস: বি. এ অনার্স প্রথম বর্ষ, প্রথম সেমিস্টার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, লিডিং ইউনিভার্সিটি, সিলেট
IS 121 Introduction to Al-Hadith
Definition of the Hadith and Sunnah, the place and importance of Hadith in Islam. Meaning and Authority of the Hadith, Recording, Preserving, Classification, Fabrication, Narrators, Early, Meadival and latest books of Hadith, Particularly the six sahih and Biographies of their collectors will cover this course.

লিডিং ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বি.এ অনার্স প্রথম বর্ষ, প্রথম সেমিস্টারে ১২১ নং কোর্সের (Introduction to Al-Hadith) শিরোনামে এ বিষয়ে হাদীস ও সুন্নাহ এর পরিচয়, ইসলামে হাদীসের গুরুত্ব, হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন, হাদীসের প্রকারভেদ, হাদীস জাল করণ ও জালকারীগণ, হাদীসের উপর সংকলিত প্রথম, মধ্য ও আধুনিক যুগে সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহ; বিশেষত: সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থসমূহ ও গ্রন্থাকারদের জীবনী পাঠ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

সিলেবাস: বি.এ অনার্স তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সেমিস্টার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, লিডিং ইউনিভার্সিটি, সিলেট
IS 321 Hadith-1
Studies of Hadiths dealing with dogma and Ibadat. Reference will be given to the following topics: Chapter of Iman, Taharat (purity), Parayer(salat), Fasitng (sawm), Zakat and the pilgrimage (Hajj) from the Mishkat al-Masabih, Riyadussaleheen, Tirmizee etc.

লিডিং ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বি. এ অনার্স ৩য় বর্ষ, প্রথম সেমিস্টারে ৩২১ নং কোর্সের (**Hadith-1**) শিরোনামে মিশাকাতুল মাসাবীহ, রিয়াদুস সালেহীন ও তিরমিযী শরীফ থেকে তাহারাত, সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জ অধ্যায় থেকে নির্বাচিত অধ্যায়ের হাদীস পাঠ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

সিলেবাস: বি.এ অনার্স তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সেমিস্টার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, লিডিং ইউনিভার্সিটি, সিলেট
IS 331 Hadith-II
Studies of Hadiths-dealing with Mu'amalat and Jinayat; Mu'amalat-a study of Hadiths dealing with such matters as trade and commerce, and (al-bay) contract of sale, court decision on prof provided by the plaintiff and requiring the defendant to give a solemn oath, and the share assigned to in the laws of inheritance. Jinayat-the philosophy of Islamic criminal law, its nature scope and objectives in accordance with the guidance. Hadiths; classification of crimes in Islam, i.e. qisashudood and tazir.

৯০ https://bn.wikipedia.org › wiki ›

Dhaka University Institutional Repository

লিডিং ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বি. এ অনার্স ৩য় বর্ষ, প্রথম সেমিস্টারে ৩৩১ নং কোর্সের (**Hadith-II**) শিরোনামে মুআমালাত (ব্যবসা-বাণিজ্য) ও যিনায়াত সম্পর্কিত হাদীস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যিনায়াত বা ইসলামী ফৌজদারী আইনের দর্শন। এর প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও নির্দেশাবলী সম্পর্কিত হাদীস, ইসলামে আপরাধের শ্রেণিবিন্যাস তথা কিসাস, হুদুদ, তা'যির সম্পর্কিত হাদীস।

সিলেবাস: এম.এ প্রথম সেমিস্টার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, লিডিং ইউনিভার্সিটি, সিলেট।
IS 513 Introduction to al-Hadith (MA Program)
The place and importance of Al-Hadith in Islam; the life of Muhammad (Sm) as a model for Muslims and mankind. A correct approach to the study and understanding of Sunnah.

লিডিং ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম.এ প্রথম সেমিস্টারে ৫১৩ নং কোর্সের [Introduction to al-Hadith (MA Program)] শিরোনামে ইসলামে হাদীসের গুরুত্ব ও অবস্থান; হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন মুসলিম এবং মানব জাতীর জন্য আদর্শ; সুন্নাহ বুঝা ও অধ্যয়নের সঠিক পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়ে পাঠ্য সিলেবাস হিসেবে নির্ধারিত করা হয়েছে। এ কোর্সটি এশিয়ান ইউনিভার্সিটির এম. এ কোর্সের অনুরূপ।

৬.১.৬ মসজিদ ভিত্তিক হাদীস চর্চা

আবহমানকাল থেকে মসজিদ ছিল ইবাদত গাহের পাশাপাশি ইসলাম প্রচার ও জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রবিন্দু। অনুসন্ধানে দেখাগেছে, বহু মুহাদ্দিস, আলিম-ওলামা মসজিদেই হাদীস শাস্ত্রের দরস প্রদান করতেন। এ ছাড়াও জুমআর খুতবাহ, তা'লিম-তরবিয়াত, দারসুল হাদীস, সীরাত-তাফসীর মাহফিল ইত্যাদির মাধ্যমে মসজিদ ভিত্তিক হাদীস চর্চা হয়ে থাকে। নিম্নে মসজিদ ভিত্তিক বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার কয়েকটি মাধ্যম উল্লেখ করা হলো-

ক. জুমআর খুৎবাহ

বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। এ দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০.৪ শতাংশ মুসলিম।[৯১] বাহ্যিকভাবে মুসলিম সংখ্যাধিক্য হলেও বাস্তবে গুণগত খাটি মুসলিমের সংখ্যা তত নয়। একজন মুমিনের ঈমান আনার পর অত্যাবশ্যকীয় কাজ হলো নিয়মিত যথাযথভাবে সালাত আদায় করা; কিন্তু নিয়মিত সালাত আদায়কারীর সংখ্যা খুব একটা বেশী নয়। তবে এ দেশের সকল মুসলিম নিয়মিত সালাত আদায় না করলেও অন্তত:পক্ষে জুমআর সালাতে প্রায় সকলেই উপস্থিত হওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকে। সপ্তাহের প্রতি জুমআবার এ দেশের প্রায় তিন লক্ষ মসজিদ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। এমনকি কখনও মসজিদের ছাদে কিংবা রাস্তায়ও সালাত আদায় করতে দেখা যায়। বছরে ৫২ সপ্তাহে প্রায় তিন লক্ষ মসজিদের মিম্বর থেকে ইসলামী আকীদা ও জীবন বিধান সম্পর্কিত বিষয় ভিত্তিক কুরআন-হাদীসের আলোচনা মুসল্লিগণ উপভোগ করেন। একযোগে সারা দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠি হাদীসের বাণী অনুশীলনের সবচেয়ে বড় প্লাটফর্ম এই জুমআর খুৎবা।

খ. তা'লীম-তরবিয়াত

বাংলাদেশে মসজিদ ভিত্তিক তা'লিম-তরবিয়াতের সবচেয়ে বড় সংগঠন হলো তাবলীগ জামাআত। নিম্নে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় তাদের অবদান উপস্থাপন করা হলো-

তাবলীগ জামায়াত

বাংলাদেশের সর্বসাধারণ মানুষকে ইসলামী শিক্ষা ও আমলে সম্পৃক্ত রাখার ক্ষেত্রে দাওয়াতে তাবলীগের অবদান অনস্বীকার্য। নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা এবং বহুমাত্রিক বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও সর্বসাধারণকে প্রাথমিক পর্যায়ের ইসলামী শিক্ষাদানে তাবলীগ জামাআতের ভূমিকা কোন ভাবেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। বিশ্বব্যাপী তাবলীগ জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) [১৮৮৫-১৯৪৪] ভারতের উত্তর প্রদেশের কান্ধালায় বেড়ে ওঠেন। মূলত: মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) এর পিতা মাওলানা ইসমাঈল মেওয়াতীদের মাঝে তাবলীগ জামায়াতের কাজের সূচনা করেন। তার ইন্তিকালের পর তার বড় ছেলে মাওলানা আব্দুল্লাহ পিতার স্থলাভিষিক্ত

৯১ https://bit.ly/3pq5XrD

Dhaka University Institutional Repository

হন। তার ইন্তিকালের পরে মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) দাওয়াতে তাবলীগের দায়িত্ব গ্রহণ করে ছয়টি মূলনীতি[৯২]কে সামনে রেখে দাওয়াতী কাজের মিশন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালান। ১৯৩৮ সালে তিনি সৌদি আরবে গমন করেন এবং ততকালীন সুলতান জালালুদ্দীন মালিকের সাথে সাক্ষাৎ করে তার কার্যক্রম সম্পর্কে দীর্ঘ বর্ণনা দেন। সুলতান তার কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাকে দুই বছর হিযাজে অবস্থান করে তাবলীগী কাজ করার আহবান জানান। কিন্তু হিন্দুস্থানে কাজের ক্ষতি হবে আসঙ্কায় তিনি জন্মভূমিতে ফিরে এসে নতুন উদ্যমে কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এভাবে তিনি আলীগড়, দিল্লী, বুলন্দশহর, কান্ধালা, সাহারানপুর প্রভৃতি অঞ্চলে দাওয়াতী কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। দীর্ঘ ১৮ বছরের দিন-রাতের নিরলস ত্যাগ আর পরিশ্রমের ফলে আস্তে আস্তে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এরই মধ্যে ১৯৪৪ সালের ১২ জুলাই তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে যান না ফেরার দেশে।

অতঃপর তাবলীগ জামাতের ২য় আমীর নিযুক্ত হন মাওলানা ইউসুফ (রহ.)। তার আমলে দাওয়াতে তাবলীগের কাজ ভারতীয় উপমহাদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং দলে দলে মানুষ দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করতে থাকে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৪৬ সালে ঢাকার রামনা পার্কসংলগ্ন কাকরাইল মসজিদে প্রথম ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৪৮ সালে চট্টগ্রাম ও ১৯৫৮ সালে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছর অংশ নেয়া জনতার সংখ্যা অসম্ভ গতিতে বাড়তে থাকায় ১৯৬৬ সালে টঙ্গির তুরাগ নদীর তীরে বিশাল খোলা মাঠে ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়। এ বছরই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বহু লোক অংশগ্রহণ করায় বিশ্বইজতিমা নামে পরিচিতি লাভ করে। এর ধারাবাহিকতায় অদ্যাবধি একই স্থানে বিশ্ব ইজতিমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতি বছর এ সমাবেশ থেকে দেশে-বিদেশে এক চিল্লা (৪০দিন), তিন চিল্লা (১২০দিন), ছয়মাস ও এক বছরের জন্য কয়েক হাজার জামাত দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের কাজে ১৪ কিংবা ১৫ জনের এক একটি জামাত বা দল বের হয়। এভাবে একযোগে সারা বিশ্বের মসজিদ কেন্দ্রিক সর্ববৃহৎ সংগঠন হিসেবে তাবলীগ জামাত কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রায় তিন লক্ষ্য মসজিদে কমবেশী তাবলীগের কর্মসূচী চলমান রয়েছে। তাদের সংগঠনের মূল গ্রন্থ হচ্ছে, ফাযায়েলে আমল যা মূলত: হাদীস ভিত্তিক তাবলীগী নিসাব হিসেবে লেখা হয়েছে। যার সংকলক ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়্যা কান্ধালভী (রহ.)। এ গ্রন্থটিকে তিনি ছয়টি অংশে বিন্যাস করেছেন। যথা: ১. ফাযায়েলে তাবলীগ; ২. ফাযায়েলে নামায; ৩. ফাযায়েলে কুরআন; ৪. ফাযায়েলে রমাজান; ৫. ফাযায়েলে জিকর; ৬. হেকায়েতে সাহাবা; এ ছাড়া রয়েছে ফযায়েলে সাদাকাত ও ফাযায়েলে হজ্জ ইত্যাদি। এ গ্রন্থটি তাবলীগ জামাতের সাংগঠনিক চালিকা শক্তি। তাই তাবলীগী লোকজন তাদের প্রাত্যহিক কর্মতালিকায় সর্বোচ্চ গুরুত্বেরসাথে ফজর, আসর ও ইশার সালাতের পরে সামষ্টিকভাবে অধ্যয়ন করে থাকেন। সংখ্যা তাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে মসজিদ ভিত্তিক বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় তাবলীগ জামাতের অবদান সর্বাধিক। যদিও উক্ত গ্রন্থের কোন কোন হাদীসের মান নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। তাদের জবাবে অন্যরা বলেছেন, যঈফ বা দূর্বল হাদীস ফাজালের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনের মতে গ্রহণযোগ্য।

গ. সীরাত-মাহফিল

সাধারণত: প্রতি বছর রবিউল আওয়াল মাসের আগমনে নবীপ্রেমিক জনতার মাঝে নবীর (সা.) জন্ম-জীবনী জানবার আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। সারা দেশের মসজিদগুলোতেই চলতে থাকে উৎসবমুখর আয়োজন। তাই দেখা যায়, কোন মসজিদে ৬৩দিন, আবার কোন মসজিদে মাসব্যাপি বা পক্ষকাল জুড়ে কিংবা সাতদিন, পাঁচদিন, তিন দিন ইত্যাদি বিভিন্ন মেয়াদে নবী (সা.) এর জন্মবৃত্তান্ত ও সীরাতের আলোচনা চলতে থাকে। উল্লেখ্য, নবী (সা.) জীবনাচারের সমষ্টিই যেহেতু হাদীস তাই এ মাহফিলগুলোতে মূলত: বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চাই হয়ে থাকে বললে অযৌক্তিক হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে কোন কোন আলোচক অসমর্থিত ও সূত্রবিহীন অনেক আষাঢ়ে গল্প চালিয়ে দেন; যার অস্তিত্ব সহীহ সূত্রে বর্ণিত হাদীসে খুঁজে পাওয়া যায় না।

---

৯২ তাবলীগ জামায়াতের মূলনীতি ছয়টি। যথা: ১. কালেমা, ২. নামাজ, ৩. ইলম ও যিকর, ৪. ইকরামুল মুসলিমীন, ৫. সহীহ নিয়ত, ৬. দাওয়াত ও তাবলীগ

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. তাফসীর মাহফিল

মসজিদভিত্তিক তাফসীর মাহফিল পরিচালনা এ দেশের মসজিদগুলোর একটি ঐতিহ্য। বিশেষত: শহর কেন্দ্রিক মসজিদগুলোতে সাপ্তহিক বা পাক্ষিক তাফসীর মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যেখানে সংশ্লিষ্ট মসজিদের ইমাম বা খতীব কিংবা আমন্ত্রিত আলিমগণ কর্তৃক কুরআন মাজীদের তাফসীর তথা হাদীস চর্চা হয়ে থাকে। এসব তাফসীর মাহফিলগুলোর আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তা পবিত্র কুরআনের ধারাবাহিকভাবে তাফসীর সরাবছর চলতে থাকে। এ ছাড়াও আবার কখনও মসজিদ কমিটি কর্তৃক বিশাল আয়োজনে বৃহত্তর পরিসরে বছরে এক বা একাধিক ওয়াজ-মাহফিলের আয়োজন করা হয়, যেখানে প্রচুর লোকসমাগম ঘটে এবং তারা কুরআন-হাদীসের আলোচনা শুনে দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ-অকল্যাণকর বিষয়ে সচেতন হতে পারেন।

৬.১.৭ খানকা ভিত্তিক হাদীস চর্চা

বাংলাদেশের যেসকল খানকা বা দরবারে বাংলা ভাষায় হাদীস শাস্ত্রের চর্চা হয়ে থাকে তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি খানকা বা দরবারের হাদীস চর্চা কার্যক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

১. ছারছীনা দরবারের খানকা

পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ থানার উত্তর পাশে পুণ্যভূমি ছারছীনা গ্রামের সম্ভ্রান্ত আকন্দ পরিবারে ১৮৭৩ খ্রি. মহান সংস্কারক, ছারছীনা দরবারের প্রতিষ্ঠাতা শাহ সূফী মাওলানা নেছারুদ্দী আহমাদ (রহ.) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাদারী পুরের একটি মাদরাসা থেকে প্রাথমি শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর তিনি ঢাকার হাম্মাদিয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন করার পরে তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। পরে তিনি হুগলী মুহসিনিয়া মাদরাসা থেকে বৃত্তিসহ জামাআতে উলা পাস করেন। ১৮৯৫ সালে তিনি ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী আল-কুরাইশীর (রহ.) হাতে বায়াত হন এবং পরবর্তীতে তার কাছ থেকে খিলফাত প্রাপ্ত হন। ১৯০৫ সালে তিনি দেশে ফিরে এক খানা গোলপাতার দোচালা ঘর নির্মাণ করে এক পাশে খানকাহ এবং অপর পাশে মুসাফিরখানার কাজে ব্যবহার শুরু করেন। ১৯১২ সালে নিজবাড়ীতে তিনি আলিয়া ধারার একটি মাদরাসা নির্মান করেন। যেখান থেকে অগণিত মুহাদ্দিস সৃষ্টি হয়েছে, যারা বাংলা ভাষায় হাদীস শাস্ত্র চর্চা ও বিস্তারে শুধু বাংলাদেশ নয়; পুরো বিশ্ব ব্যাপী প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এ ছাড়া তিনি বাংলা ভাষায় ঘরে ঘরে কুরআন-হাদীসের বাণী পৌঁছে দেয়ার লক্ষে ১৯৪৯ সালে পাক্ষিক তাবলীগ পত্রিকা চালু করেন। তৎকালে তিনি ছারছীনা দরবারে বিশাল কুতুবখানা বা লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। তার জীবদ্দশায় "তরীকুল ইসলাম" নামে বাংলা ভাষায় তথ্যভিত্তিক ১১ খণ্ডের বিশাল ফিকহ গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৫২ সালে এ মহামনীষী মহান রবের সার্নিধ্যে চলে যান। তার পরবর্তী উত্তরসূরীগণ তার অনুসৃত মত ও পথে স্থীর থাকেন। তাই এ দরবারের পক্ষ থেকে তাফসীরে নেছারী, ফতোয়া সিদ্দিকীয়া, ওযীফায়ে সালেহীন, মিহাজুল উসুল সহ ছারছীনা প্রকাশনীর মাধ্যমে এ যাবৎ কুরআন-হাদীস বিষয়ে অগণিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

২. চরমোনাই দরবারের খানকা

মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক (রহ.) [মৃ.১৯৭৩ খ্রি.]; যিনি চরমোনাই দরবারের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বরিশালের উপকণ্ঠে কীর্তনখোলা নদীর পূর্বপাড়ে, পশুরীকাঠি গ্রামের সুবিখ্যাত সৈয়দ পরিবারে ১৯০৬ খ্রি. মোতাবেক বাংলা ১৩১৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা সৈয়দ আমজেদ আলী। তিনি চিশতিয়া সাবিরিয়া ইমদাদিয়া রশিদিয়া তরিকার শায়খ ছিলেন।[৯৩] তার ইন্তিকালের পর তার ছেলে মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম[৯৪] (রহ.) তার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯৩৩ সালে হাদীস শাস্ত্র চর্চার উদ্দেশ্যে মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক (রহ.) চরমোনাই রশীদিয়া কামিল মাদরাসা এবং ১৯৮৩ সালে মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম চরমোনাই রশীদিয়া কওমিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া 'আল-কারীম' নামে একটি মাসিক ইসলামী পত্রিকা বের হয়; যেখানে দরসে হাদীস কলামের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা হয়। বর্তমান পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম। তাদের

---

৯৩ মৌলভী মোহাম্মদ ইউনুস মিয়া, *মাওলানা সাইয়্যেদ মোহাম্মদ এছহাক (র) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী*, ঢাকা: মাহমুদ পাবলিকেশন্স, তাবি, পৃ.৭-৮

৯৪ মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ আলী খান, *মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ ফজলুল করীম (র) এর জীবনী*, ঢাকা: মুজাহিদ প্রকাশনী, তাবি, পৃ.৬৮

Dhaka University Institutional Repository

তরিকার মুরীদানের সংগঠনের নাম বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটি। সাংগঠনিকভাবে পীর সাহেবকে 'আমিরুল মুজাহিদীন' বলা হয়। সারা বাংলাদেশ মুজাহীদ কমিটির লক্ষ্য লক্ষ্য মুজাহিদ সাপ্তাহিক, মাসিক তা'লিম ও হালকায়ে যিকরের মজলিসে ***"ফাযায়েলে তা'লীম"*** নামক বাংলা ভাষায় সংকলিত হাদীস গ্রন্থটি পঠিত হয়।

গ্রন্থ : ফাযায়েলে তা'লীম

গ্রন্থকার : হাফেজ মাওলানা মুফতী আবদুর রহমান আজাদ, সিনিয়র শিক্ষক, জামিয়াতুল আনোয়ার, ঢাকা। প্রকাশনায় : মুজাহিদ প্রকাশনী, ৫/১/৩, সিমন রোড, সদরঘাট, ঢাকা। প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারী ২০১৬ খ্রি.,মূল্য : ৫০০ টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৯৫৬টি।

পর্যালোচনা : গ্রন্থটিতে পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে। আমীরুল মুজাহিদীন আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ রেজাউল করিম পীর সাহেব চরমোনাই এর অভিমত দিয়ে শুরু করা হয়েছে। তিনি তার বক্তব্যে জিকরুল্লাহর গুরুত্ব প্রসঙ্গে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অতঃপর প্রথম অধ্যায়ে ফাযায়েলে কালিমা ও যিকির প্রসঙ্গে আটটি পরিচ্ছেদে মৌখিক যিকরের সাথে সাথে অন্যান্য ইবাদতে আল্লাহর স্মরণ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আল্লাহর পথে মানুষদেরকে দাওয়াত দান প্রসঙ্গে তিনটি পরিচ্ছেদের মাধ্যমে দাওয়াতের কৌশল রাসূল (সা.) এর নবুয়াতী জীবনের দাওয়াতের মর্মস্পর্শী কাহিনী ও সাহাবা কিরামের ত্যাগের ঘটনা সমূহ বিবৃত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ফাযায়েলে তা'লীম বা জ্ঞানার্জনের ফযিলত প্রসঙ্গে সাতটি পরিচ্ছেদের মধ্যে ইলমি দীন অর্জন, কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত, নামাজ মাসনুন দু'আ ও অন্যান্য জরুরী কিছু মাসাইল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ৪র্থ অধ্যায়ে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব বা অন্তরের রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে বারটি পরিচ্ছেদে মানব চরিত্রের ভাল-মন্দ দিক নিয়ে কুরআন হাদীস ভিত্তিক আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া আল্লাহর বন্ধু হওয়ার উপায় এবং বাইয়াত হওয়ার শরঈ বিধান নিয়ে আলোচিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে জিহাদের ফযিলত প্রসঙ্গে তিনটি পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গ্রন্থটির প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে সংশ্লিষ্ট কুরআনের আয়াতগুলো বঙ্গানুবাদ সহ উল্লিখিত হয়েছে। অতঃপর প্রতিটি পরিচ্ছেদের উপর বিষয়ভিত্তিক হাদীসের বঙ্গানুবাদ এবং তার উদ্ধৃতি কোন কোন হাদীস গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে তার তথ্যসুত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি চরমনাই পন্থীদের মধ্যে পঠিত জনপ্রিয় হাদীস ভিত্তিক তা'লীমের কিতাব হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

৩. ফুলতলী খানকা

প্রখ্যাত আলিম, হাদীসবিশারদ, আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র মাওলানা মোঃ আব্দুল লতিফ চৌধুরী (১৯১৩-২০০৮) সিলেট জেলার জকিগঞ্জ থানধীন ফুলতলী অধিবাসী ছিলেন। তিনি ফুলতলীর পীর নামে সমধিক পরিচিত। জৌনপুরী সিলসিলার একজন প্রখ্যাত শায়খ হিসেবে তার ব্যাপক পরিচিতি ও সুনাম রয়েছে। সুদীর্ঘ প্রায় সত্তুর বছর যাবৎ আঞ্জাম দেয়া দীনের বহুমুখী খিদমতই তার প্রসিদ্ধির অন্যতম কারণ। তিনি দীর্ঘ দশবছর বদরপুর ও গাছবাড়ি আলিয়া মাদরাসায় শায়খুল হাদীস হিসেবে *বুখারী, নাসাঈ, তিরমিযী, আবু দাউদ* ইত্যাদি কিতাবের পাঠদান করেছেন।[৯৫] এ ছাড়াও দেশে-বিদেশে প্রতিষ্ঠা করেছেন অনেক হাদীস চর্চা কেন্দ্র। ইলমি কিরাত চর্চায় তার রয়েছে অনন্য অবদান। গ্রন্থ রচনায়ও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কুরআন-হাদীস ভিত্তিক তার রচিত ০৮টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া বর্তমান পীর মাওলানা ইমাদ উদ্দীন চৌধুরী ফুলতলীও রচনা করেছেন ১৭টি গ্রন্থ। তন্মধ্যে *চল্লিশ হাদীস, ইমাম বুখারী (রহ.), যিয়াউন নবী (সা.) ও রাহগীরে মদীনা মুনাওয়ারা হাদীস* বিষয়ক গ্রন্থ। এ খানকার রয়েছে বহুবিদ হাদীস বিষক খিদমত।

৪. নূরপুর দরবার

ঢাকা জেলার কদমতলী থানাধীন দক্ষিণ দনিয়ার নূরপুরস্থ "ত্বরীকায়ে মদীনা জামায়াত" দরবারের প্রতিষ্ঠাতা শায়খ মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ূন কবির খান। লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ থানায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কামিল হাদীস বিভাগ থেকে কৃতিত্ত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। এ ছাড়া তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে বিএ (সম্মান) এবং এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন।

---

৯৫ আহমাদ হাসান চৌধুরী, *হযরত আল্লামা মোঃ আব্দুল লতিফ চৌধুরী (রহ.)*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৮খ্রি., পৃ.৪৪

Dhaka University Institutional Repository

নূরপুর দরবারের পীর মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ূন কবির খান রচিত ও সংকলিত হাদীস ভিত্তিক কয়েকটি গ্রন্থের পর্যালোচনা নিম্নরূপ-

ক. *শয়তানের মোকাবেলা এবং আল্লাহ প্রাপ্তির উপায়*

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শয়তানের কুমন্ত্রনা ও অন্তরের বিবরণ, শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা ও আত্মশুদ্ধির উপায় বিশ্লেষণ, ইলমি মারিফাতের প্রকৃত সংজ্ঞা, শরীয়ত ও মারেফাতের পার্থক্য এবং অর্জনের উপায়, হক্কানী পীরের পরিচয়, যোগ্যতা ও মাপকাঠি, তাওয়াজ্জুহের পরিচয়, প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা, কালবী যিকর জারি হওয়া থেকে বাকা বিল্লাহ পর্যন্ত সবকের বিবরণ এবং প্রিয় নবীর (সা.) যিয়ারত ও আল্লাহ তা'য়ালার দীদার লাভের উপায় ইত্যাদি মারিফাত তত্ত্ব বিষয়ে হাদীসের সূত্রসহ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

খ. *মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরাহ*

হাদীস শরীফের আলোকে হজ্জ, উমরা, ইহরাম, বায়তুল্লাহ তাওয়াফের ফাযায়িল এবং হজ্জের ফরয, ওয়াজিব ও অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত মাসায়িল বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া মদীনা মুনাওয়ারা ও রওজা মুবারাক যিয়ারতের আদবসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

গ. *ইলমে দ্বীন শিক্ষা ও আলিমের ফজীলত*

ইলমি দ্বীনের ফযিলত সম্পর্কিত দুর্লভ হাদীস সংকলন, আলিমে দীনের ফযিলত, দুনিয়াদার আলিমের পরকালীন পরিণতি, চল্লিশ খানা হাদীস মুখস্থ করার গুরুত্ব ও ফযিলত, ইলমি দীন শিক্ষা না করার পরিণতি সম্পর্কিত হাদীস সমাহার উপস্থাপিত হয়েছে।

ঘ. *কানযুল আদাব ওয়াল আমাল*

হাদীস মোতাবেক সকাল-সন্ধ্যার অযিফা, কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত দু'আ-মুনাজাত, মহানবী (সা.) এর ওসিয়াত ইত্যাদি বিষয়ে হাদীসের সূত্রসহ আলোচিত হয়েছে।

ঙ. *ওয়াজিফাতুস সুনান*

এটি কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত যিকর ও দু'আর ভাণ্ডার। লেখকের "ফাজায়িলু আফযালিয যিকরি ওয়াস সালাওয়াত" গ্রন্থে হাদীস ভিত্তিক ফযীলত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

চ. *ফাযায়েলুস সাহাবা ওয়া আহলিল বাইত*

বিশুদ্ধ হাদীসের সমাহার, খুলাফা রাশিদীনের ফাযাইল, সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবীর মর্যাদা নির্ধারণ, আহলে বাইতগণের ফাযাইল, সাহাবা কিরামের প্রতি ভালবাসার উপকারিতা এবং বিদ্বেষ পোষণের কুফলের বিবরণ, সাহাবা কিরামের মর্যাদা বিশ্লেষণ ও তাদের প্রতি সঠিক আকিদার বিবরণ ইত্যাদি বিষয়ে হাদীসের সূত্রসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ছ. *খাজিনাতুল জান্নাহ ওয়া নাজাতিল আখিরাহ*

গ্রন্থকার রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত যে সকল হাদীসে জান্নাত আবশ্যক হওয়া ও জাহান্নাম হারাম হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে সে সকল হাদীসের সমন্বয়ে এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন: জান্নাত ওয়াজিব হওয়ার আমল, বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশের আমল, জান্নাতের সকল দরজা উন্মুক্ত থাকার আমল, আখিরাতে নবীগণের সাথী হওয়ার আমল, জাহান্নামের আগুন হারাম হওয়ার আমল, জাহান্নামের আগুন স্পর্শ না করার আমল, সদ্যপ্রসুত শিশুর মত নিস্পাপ হওয়ার আমল, আরশের ছায়ার নিচে স্থান পাওয়ার আমল, আগে-পরের গুনাহসমূহ ক্ষমা লাভের আমল, শহীদের মর্যাদা লাভের আমল, কবরের আযাব মাফের আমল, শাফা'আত ওয়াজিব হওয়ার আমল ইত্যাদি বিষয়ে হাদীস ভিত্তিক আলোচনা স্থান পেয়েছে।

জ. *ফাজায়িলু আফযালিয যিকরি ওয়াস সালাওয়াত*

কুরআন হাদীসের আলোকে শ্রেষ্ঠ যিকর ও দরূদ শরীফের ফাযায়িল, সকাল সন্ধ্যা, ফজর ও মাগরিব বাদ, ফরয সালাত শেষে ও ঘুমানোর পূর্বে এবং দৈনন্দিন আমল, জুমুআসহ বিভিন্ন দিবসে পঠিত হাদীস শরীফের আলোকে দুর্লভ ও শ্রেষ্ঠ তাসবীহ, দুআ, যিকর তিলাওয়াত ও দরূদ শরীফের একটি অসাধারণ সংকলন।

Dhaka University Institutional Repository

ঝ. *তালিমুস সালাওয়াত*

সচিত্র সালাতের সুন্নাহ পদ্ধতি কুরআন-সুন্নাহ-ফিকহের দৃষ্টিতে সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হয়েছে, নারীদের সালাতের বিস্তারিত বিবরণ, নফল সালাতের মাসাইল, সালাতের সফলতা ও কবুলিয়াতের উপায় বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

ঞ. মিশকাতুস সুনান ওয়াল আমাল

এ গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাতের বিস্তারিত দলীলভিত্তিক সংকলন, ইস্তিঞ্জা, মিসওয়াক, অযু, গোসল, তায়াম্মুম, পাস-পবিত্রতার মাসাইল, ঘরে প্রবেশ করা, পানাহার করা, পোশাকপরিধান ও ব্যবহৃত সামগ্রীর সুন্নাত, চলাফেরা, সালাম বিনিময়, মুসাফাহা, কথাবার্তা, উঠাবসা, সফর, মাজলিশ, মসজিদের আদব, বিবাহশাদী, ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদি মুআমালাতের যাবতীয় রীতি ও পদ্ধতি সুন্নাহ ভিত্তিক বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়াও আরো কিছু গ্রন্থ রয়েছে। যে গ্রন্থগুলো 'তরীকায় মদীনা জামাত' এর ভক্ত-মুরীদগণ যেভাবে চর্চা করেন অনুরূপভাবে সাধারণ মুসলিমগণও এগুলো থেকে উপকৃত হয়ে থাকেন। অতএব পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ দরবার বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় ঈর্ষণীয় অবদান রেখে চলছে। এ ছাড়াও আরো অনেক খানকা রয়েছে; যেখানে হাদীস শাস্ত্রের চর্চা হচ্ছে। বাজেট, জনবল ও সময়ের অভাবে সবগুলোর তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৬.২ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে হাদীস চর্চা

বাংলা ভাষায় বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে হাদীস চর্চা হয়ে থাকে। তন্মধ্যে প্রিন্ট মিডিয়া তথা পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া তথা সরকারি-বেসরকারি বেতার-টেলিভিশন, অ্যাপলিকেশন ভিত্তিক হাদীস চর্চা, ওয়েব সাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইত্যাদি প্রচার মাধ্যম কেন্দ্রিক বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা হয়ে থাকে। নিম্নে এ সম্পর্কিত পর্যালোচনা উপস্থাপিত হলো-

৬.২.১ প্রিন্ট মিডিয়া: [পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী]

বাংলাদেশ থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত জাতীয় দৈনিক, ষাণ্মাসিক, মাসিক ও গবেষণা পত্রিকা এবং বিভিন্ন স্মারক-সাময়িকীতে হাদীস চর্চা বিষয়ক পর্যালোচনা ও অবদান শীর্ষক আলোচনা নিম্নে উপস্থাপিত হলো-

ক. দৈনিক পত্রিকায় হাদীস চর্চা

এ যাবৎ বাংলাদেশ থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত জাতীয় দৈনিকে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ধরন ও প্রকৃতি পর্যালোচনা উল্লেখ করা হলো-

দৈনিক ইত্তেফাক

দৈনিক ইত্তেফাক বাংলাদেশের প্রাচীনতম দৈনিকপত্রিকাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে ১৯৫৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। যদিও মাওলানা ভাসানী ও ইয়ার খানের হাত ধরে সূচনা হয় এর পথচলা কিন্তু তারা দু'জনই রাজনীতিতে সক্রিয় থাকায়, তোফাজ্জেল হোসেন মানিক মিঞাকে সম্পাদক নিয়োগ করা হয়। তার মৃত্যুর পর দুই ছেলে মইনুল হোসেন ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ব্যবস্থাপনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বর্তমানে এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন তাসমিনা হোসেন।[৯৬] এ পত্রিকায় প্রতি শুক্রবার দশম পৃষ্ঠায় "ইসলামী জীবন" শীর্ষক পাতায় কুরআন-হাদীস ভিত্তিক সময়োপযোগী প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়; যার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা ও প্রচার-প্রসার হচ্ছে।

দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেসীনের মুখপাত্র হিসেবে ১৯৮৬ সালের ৪ জুন দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা এম.এ. মাওলানা আব্দুল মান্নান প্রথম প্রকাশকের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তার পুত্র এ.এম. এম বাহাউদ্দিন সম্পাদক এর দায়িত্ব পালন করছেন। এ পত্রিকাটিতে নিয়মিত বাংলাদেশ, মহানগর, প্রতিদিন, আন্তর্জাতিক, ইসলামী জীবন, অভ্যন্তরীণ, বিনোদন প্রতিদিন, ব্যবসা-বাণিজ্য, খেলাধুলা

৯৬ https://bn.wikipedia.org › wiki ›

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ক খবর প্রকাশিত হয়।[৯৭] বিশেষত: এতে প্রতি শুক্রবার অষ্টম পৃষ্ঠায় "ইসলামী জীবন" এবং নবম পৃষ্ঠায় "ধর্ম দর্শন" শীর্ষক পাতায় কুরআন-হাদীস ভিত্তিক সময়োপযোগী প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাবিদ, ওলামা ও ইসলামী ব্যক্তিত্বগণের লিখনীর মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা করে যাচ্ছে পত্রিকাটি। এভাবে পত্রিকাটি সুদীর্ঘ ৩৫ বছর যাবৎ বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা ও প্রচার-প্রসারে অবদান রাখছে।

দৈনিক যুগান্তর

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত 'দৈনিক যুগান্তর' বাংলাদেশের অন্যতম একটি দৈনিক পত্রিকা। ১৯৯৯ সালের ১ ফ্রেব্রুয়ারী পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হলেও তা ব্যাপক হারে ২০০০ সালের ১ ফেব্রুয়ারী দেশের খ্যাতনামা সাংবাদিক গোলাম সারওয়ারের সম্পাদনায় যমুনগ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত হতে থাকে। "সত্যের সন্ধানে নির্ভীক" শ্লোগান নিয়ে যুগান্তর পত্রিকাটি প্রায় দুই যুগ পার করছে। বর্তমানে এর প্রকাশক সালমা ইসলাম এবং সম্পাদক পদে রয়েছেন জনাব সাইফুল আলম।[৯৮] এ পত্রিকায় প্রতি শুক্রবার পঞ্চম পৃষ্ঠায় "ইসলাম ও জীবন" শীর্ষক পাতায় কুরআন-হাদীস ভিত্তিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারে অবদান রাখছে।

দৈনিক নয়া দিগন্ত

বাংলাদেশের অন্যতম একটি জাতীয় সংবাদপত্র দৈনিক নয়া দিগন্ত। ২০০৪ সালে দিগন্ত মিডিয়া কর্পোরেশন কর্তৃক প্রথম এটি প্রকাশিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দিন। বর্তমান ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সাংবাদিক ও কলামিস্ট সালাহ উদ্দিন বাবর। পত্রিকাটি সার্কুলেশনের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে রয়েছে।[৯৯] এ পত্রিকায় প্রতিদিন তৃতীয় পাতায় "দিগন্ত ইসলামী জীবন" শীর্ষক পাতায় কুরআন-হাদীস ভিত্তিক সময়োপযোগী প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর মাধ্যমে পত্রিকাটি বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

দৈনিক প্রথম আলো

১৯৯৮ সালের ৪ নভেম্বর *দৈনিক প্রথম আলো* প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি বর্তমানে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্র। পত্রিকাটি ছয় রঙে মুদ্রিত। সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ মতিউর রহমান এ পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ২০০৮ সাল থেকে তিনি এ পত্রিকাটির প্রকাশক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।[১০০] এ পত্রিকায় প্রতি শুক্রবার সময়ের প্রেক্ষিত কুরআন-হাদীস ভিত্তিক একটি উপ-সম্পাদকীয় ছাপা হয়। এ ছাড়া পত্রিকার অন্যকোন পৃষ্ঠায় কখনো ইসলামী ভাবধারার কোন লেখা ছাপা হয় না।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

বাংলাদেশ প্রতিদিন বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত একটি দৈনিক সংবাদপত্র। ২০১০ সালে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন এর পথচলা শুরু হয়। নঈম নিজাম সম্পাদিত এবং ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত হয় এ পত্রিকাটি। এটি ৮টি কলামে এবং চার রঙে মুদ্রিত হয়। পত্রিকাটির নিয়মিত পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২। বর্তমানে এর প্রচার সংখ্যা সাড়ে পাঁচ লাখেরও বেশি।[১০১] এ পত্রিকায় প্রতিদিন কুরআন-হাদীস ভিত্তিক সময়োপযোগী একটি করে প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও প্রতি শুক্রবার "রকমারী" শিরোনামে ইসলামের বিভিন্ন ইস্যুতে কুরআন-হাদীস ভিত্তিক একটি বিশেষ পাতা ছাপা হয়; যার মাধ্যমে পত্রিকাটি বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা ও প্রচার-প্রসারে অবদান রাখছে।

দৈনিক কালের কণ্ঠ

দৈনিক কালের কণ্ঠ বাংলাদেশের একটি দৈনিক পত্রিকা। ২০১০ সালের ১০ জানুয়ারি আবেদ খানের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমানে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন। দৈনিক কালের কণ্ঠের নিয়মিত আয়োজনে রয়েছে খবর, শিল্প, বাণিজ্য, খেলা, পড়ালেখা, সম্পাদকীয়, মুক্তধারা,

---

৯৭ https://bn.wikipedia.org › wiki ›
৯৮ https://bn.wikipedia.org › wiki ›
৯৯ https://bn.wikipedia.org › wiki ›
১০০ https://bn.wikipedia.org › wiki ›
১০১ https://bn.wikipedia.org › wiki ›

Dhaka University Institutional Repository

দেশে দেশে প্রিয় দেশ।[১০২] এ পত্রিকায় প্রতিদিন দশম পাতায় "ইসলামী জীবন" শীর্ষক পাতায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতে কুরআন-হাদীসের নির্দেশনামূলক সময়োপযোগী প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী ব্যক্তিত্বগণের লিখনীর মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা করে যাচ্ছে পত্রিকাটি।

দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ

আলোকিত বাংলাদেশ রাজধানী ঢাকা থেকে প্রকাশিত হওয়া একটি জাতীয় দৈনিক। এটি ২০১৩ সাল থেকে নিয়মিতভাবে আলোকিত মিডিয়া লিমিটেড কর্তৃক ব্রডশিট ও অনলাইন সংস্করণ আকারে প্রকাশিত হয়ে আসছে। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রদত্ত বহুল প্রচলিত পত্রিকার তালিকায় আলোকিত বাংলাদেশ দেশের ১০ম শীর্ষ স্থানীয় পত্রিকা হিসেবে স্থান করে নেয়। পত্রিকাটির নিয়মিত আয়োজনে আছে- ইসলাম, ফিচার, স্পেশাল, লিড নিউজ।[১০৩]

খ. সাপ্তাহিক পত্রিকায় হাদীস চর্চা

সাপ্তাহিক তানজীম: জমিয়াতে ওলামায়ে ইসলামে'র ছাত্র ফ্রন্টের মুখপত্র হিসেবে ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন ও মোহাম্মদ আবদুর রহিম এর সম্পাদনায় "সাপ্তাহিক তানজীম" মোঃ হেলাল উদ্দীন কর্তৃক ইসলামিয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস লাইন রোড, চকবাজার, বরিশাল থেকে মুদ্রিত ও এবাদুল্লাহ মাসজিদ থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় "ইসলামের মৌলিক দাওয়াতকে মানুষের কানে কানে পৌঁছান, ইসলামের আদর্শে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা এবং সমগ্র পৃথিবীতে এক বিরাট ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টির লক্ষ্যে চেষ্টা চালানোই তানজীমের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী।[১০৪] এ পত্রিকায় নিয়মিত কুরআন হাদীস ভিত্তিক লেখা প্রকাশিত হতো।

সাপ্তাহিক জাহানে নও: মাওলানা আব্দুর রহীম ১৯৫৬ খিষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'সাপ্তাহিক জাহানে নও' প্রকাশ করেন। এটি এদেশের ইসলামী আন্দোলনের প্রথম জাতীয় মুখপত্র। সাপ্তাহিক জাহানে নও শুধু ইসলামী আন্দোলনের মুখপত্র ছিল না বরং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্রের ইতিহাস এক বিশিষ্ট আসন দখল করে আছে। এতে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি তথা কুরআন-হাদীস ভিত্তিক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করার মাধ্যমে ইসলামী চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।[১০৫]

সাপ্তাহিক আরাফাত: ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়েশীর সম্পাদনায় ৮৬ নং কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা থেকে 'সাপ্তাহিক আরাফাত' প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকায় পূর্ণাঙ্গ ইসলাম তথা কুরআন-হাদীসকে দৃঢ়রূপে ধারণের আহ্বান জানানো হয়েছে। তাই "সাপ্তাহিক আরাফাত" বহুধা বিভক্ত মুসলিম সমাজের ঐক্য ও সংহতির প্রতি গুরুত্বারোপ করে কুরআন ও সুন্নাহের দিকে মানুষকে আহ্বান জানায়।[১০৬] বর্তমানে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীনের সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে। কুরআন-হাদীসের আলোকে বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় বিষেশত: 'হাদীসুর রাসূল' শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন বিষয়ে দারসুল হাদীস ছাপা হচ্ছে। এ ছাড়াও 'কাসাসুল হাদীস' নামে হাদীস ভিত্তিক চিত্তাকর্ষক কাহিনী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

সাপ্তাহিক রহমত: ১৯৬০ সালে মাওলানা হাতেম আহমদের সম্পাদনায় "সাপ্তাহিক রহমত" ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সূচী দেখে মনে হয় যে, ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা মুসলিম সমাজে প্রকাশের উদ্দেশ্যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই এর প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে– আল্লাহ তাআলার একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলামের শাশ্বত সনাতন বাণীর সুষ্ঠ প্রচার ও তার লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করাই রহমত এর মূখ্য উদ্দেশ্য।[১০৭]

---

১০২ https://bn.wikipedia.org › wiki ›

১০৩ https://bn.wikipedia.org › wiki ›

১০৪ সাপ্তাহিক হানজী, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা জৈষ্ঠ, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ

১০৫ নূর হোসেন মজিদী, *মাওলানা আব্দুর রহীম (রহ.) একটি বিপ্লবী জীবন*, ঢাকা: ২০০৩, পৃ.৭৬

১০৬ সাপ্তাহিক আরাফাত, ২০ অক্টোবর, ১৯৫৭খ্রি., পৃ. ২

১০৭ শামসুল হক, *বাংলা সাময়িক পত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩২

Dhaka University Institutional Repository

গ. পাক্ষিক পত্রিকায় হাদীস চর্চা

পাক্ষিক তাবলীগঃ বাংলাদেশের প্রাচীন ইসলামী পত্রিকাসমূহের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হচ্ছে "পাক্ষিক তাবলীগ" পত্রিকা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ইসলামের ব্যাপক প্রচার, শিরক বিদআত ও ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডনের নিমিত্ত এবং ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার মানসে ছারছীনা দরবারের প্রতিষ্ঠাতা শাহ সূফী মাওলানা নেছার উদ্দিন আহমাদ (রহ.) ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে তাবলীগ পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'তাবলীগ' প্রতি বাংলা মাসের ১ ও ১৬ তারিখে প্রকাশ পেত। সম্পাদক ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান। সহ-সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল গণি শায়েস্তাবাদী। মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান কর্তৃক ছারছীনা মাদরাসা প্রেস, দারুচ্ছুন্নাত, বাকেরগঞ্জ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মাওলানা নেছার উদ্দিন (রহ.) এর ইন্তিকালের পর এর দায়িত্ব মাওলানা শাহ আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেহ (রহ.) এর উপর অর্পিত হয়। তার সার্বক্ষণিক পৃষ্ঠপোষকতায় পত্রিকাটির স্থায়ী ভিত রচিত হয়েছিল। এ পত্রিকায় যে বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে: ক) নিয়মিত সম্পাদকীয় কলামে বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরার সাথে সাথে মুসলমানদের করণীয় নির্দেশ করা; খ) তাফসীরে নেছারিয়া নামে নিয়মিত তফসীর লিখা; গ) ফাতওয়ায়ে দারুস সুন্নাহ নামে (কুরআন-হাদীস ভিত্তিক) মাসলা-মাসায়েল লিখা এবং তা প্রকাশ করা; ঘ) কুরআন-হাদীস ভিত্তিক ধর্মীয় বিষয়ে সাহিত্য, আর্ন্তজাতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করা; ঙ) পীর ছাহেব হুজুরের ছফরসূচী ছাপা; ছ) ছারছীনার সংবাদ, হিজবুল্লাহ সংবাদ ইত্যাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা।[১০৮] এ পত্রিকার প্রায় প্রতিটি লেখায় কুরআন-হাদীসের আলোচনাই প্রাধান্য পেয়ে আসছে। যদিও প্রাচীন প্রায় পত্রিকাই কালের করাল গ্রাসে হারিয়ে গেছে; পক্ষান্তরে পাক্ষিক তাবলীগের প্রকাশনা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

ঘ. মাসিক পত্রিকায় হাদীস চর্চা

অতীতে সাহিত্য চর্চা ও জ্ঞানার্জনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতো মাসিক পত্রিকা। যারা লেখালেখিতে অভ্যস্থ ছিলেন তারা নিজেদের জ্ঞানের বহি:প্রকাশ ও বিকাশ ঘটাতেন এ সকল পত্রিকায়। আর পাঠক সমাজ নিজেদের জ্ঞান সমৃদ্ধকরণ ও সাহিত্যরস নিবারণের আশায় মাসান্তরে পছন্দের মাসিক পত্রিকা হাতে পাওয়ার অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকতেন। তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে এর চাহিদা কিছুটা কমলেও জ্ঞানপিপাষুরা এখনও মাসিক পত্রিকার গ্রাহক ও প্রকাশক। বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা ও প্রকাশে মাসিক ইসলামী পত্রিকার অবদান অনস্বীর্য। নিম্নে প্রসিদ্ধ কয়েকটি মাসিক ইসলামী পত্রিকার পরিচিতি ও বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় তাদের অবদান সম্পর্কে উপস্থাপন করা হলো-

মাসিক নেয়ামতঃ বাংলা ভাষায় প্রাচীনতম ইসলামী পত্রিকা জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদের মুখপত্র "মাসিক নেয়ামত"। ১৯৩৭ সালে মাওলানা শামছুল হক ফরীদপুরী (রহ.) পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠা করেন। এর পর থেকে দীর্ঘদিন পত্রিকাটি চলতে থাকে। পথিমধ্যে দীর্ঘ বিরতীর পর পত্রিকাটি আবার ২০১৩ সাল থেকে নতুনভাবে শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুল কুদ্দুসের সম্পাদনায় যাত্রা শুরু করে এবং বর্তমানে তা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এ পত্রিকাটির একটি বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে, হাদীস ভিত্তিক দারস প্রকাশ যেমন: ২০১৪ সালের জানুয়ারি সংখ্যার ৫ নং পৃষ্ঠায় 'ফরয সালাতের ফজিলত' প্রসঙ্গে ১৩টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে; ফেব্রুয়ারী সংখ্যার ৪ নং পৃষ্ঠায় 'তাওবা ইসতিগফার' প্রসঙ্গে ১৩টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং সংখ্যার ৫ নং পৃষ্ঠায় 'দরুদ-সালামের' ফজিলত প্রসঙ্গে ১৭টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে কুরআন-হাদীস বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে নতুনভাবে সাজানো হয় প্রতিটি সংখ্যা।

তর্জুমানুল হাদীসঃ ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফীর সম্পাদনায় পাবনা থেকে মাসিক তর্জুমানুল হাদীস পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। মহান গ্রন্থ আল-কুরআন ও রাসূল (সা.)-এর হাদীসের শিক্ষা ও বিপ্লবী আদর্শকে মুসলিম সমাজে প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্য নিয়ে তর্জুমানুল হাদীসের যাত্রা শুরু করেছিল। পত্রিকাটির প্রতি

---

১০৮ মোঃ আবু জাফর, *ছারছীনার শায়খ শাহ আবু জাফর মুহাম্মদ ছালেহ (র.) : জীবন ও কর্ম*, অপ্রকাশিত এম.ফিল. থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ২০০১, পৃ.১৩০

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যায় স্পষ্ট করে লেখা থাকতো, "কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শ্বাশত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের আদর্শবাদী ও অকুণ্ঠ প্রচারক।" বাস্তবিক পক্ষে 'মাসিক তর্জুমানুল হাদীস শেষ সংখ্যা পর্যন্ত কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শ পতাকাকে দীপ্ত ও শক্ত হাতে ধরে রেখেছিল।[১০৯]

মাসিক মুকুলঃ খাজা আব্দুল মজিদ শাহ ১৯৫২ খ্রি. প্রথম মাসিক মুকুল পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর প্রথম সম্পাদক হিসেবে কবি নাসিরুদ্দিন আহমদকে নিয়োগ করা হয়। খাজা আবদুল মজিদ শাহ মুকুল পত্রিকার পরিচালক ও প্রকাশক এবং পরবর্তীতে কেবল সম্পাদকই ছিলেন না, বরং তিনি উল্লিখিত সকল দায়িত্ব পালনের ভিতর দিয়ে নিয়মিত লেখকও ছিলেন। তিনি প্রতি সংখ্যায় "সহীহ হাদীস সংকলন" নামে ধারাবাহিকভাবে একটি কলাম লিখতেন। তখনকার সামাজিক প্রেক্ষাপটে এর বিরাট প্রভাবও ছিল ব্যাপক। কারণ বৃটিশ শাসন-শোষণের যাতাকলে পিষ্ট হতদরিদ্র মুসলিম জাতি ইসলামী শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতি হতে অনেক দূরে ছিটকে পড়েছিলো। এই সুবাদে ইসলাম বিদ্বেষী অপশক্তি নিজেদের ইচ্ছামত হাদীস তৈরী করে অশিক্ষিত মুসলিম জাতির মধ্যে রাসূল (সা.) এর হাদীস বলে চালিয়ে দিতে থাকে। অপর দিকে মুসলিম শক্তিকে বিভক্ত করতে বৃটিশ রাজশক্তিও এর পিছনে ইন্ধন যোগাত। এ কুটনীতির ফলে মুসলিমদের সামাজিক, চারিত্রিক ও মানসিক জীবনে অবক্ষয় নেমে আসে। উচ্চ শিক্ষিত ও চিন্তাশীলদের মস্তিস্কের বিশ্লেষণে এর কু-প্রভাব ধরা পড়ে। ফলে সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ সহীহ হাদীসকেও স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেন নাই। খাজা আব্দুল মজিদ শাহ-এর সহীহ হাদীস প্রচারে হাদীস সম্পর্কে মুসলমানদের সংশয় অনেকটাই কেটে যায়। [১১০]

মাসিক তাজাল্লীঃ আলহাজ্ব আবদ আল্লাহ জহীর উদ্দীন এর পরিচালনা ও সম্পাদনায় ১৯৬৬ সালে ৫০, টিপু সুলতান রোড, ঢাকা-১ থেকে মাসিক তাজাল্লী প্রকাশিত হয়। সম্পাদক পত্রিকাটিকে একটি ইসলামী গবেষণা পত্রিকা হিসেবে গড়ে তোলার সংকল্প ব্যক্ত করে। পত্রিকাটির ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যাটি সম্পাদকীয়তে সম্পাদকের সংকল্পের সাথে সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়, যেমন: আল-কুরআনের বাণী, ইসলাম ও ইসলামী সমাজ, ইলমি হাদীসের বুনিয়াদী কথা, পবিত্র কুরআনের আলোকে মহানবী (সা.), যে পথে মক্কা পৌঁছেছি ইত্যাদি শিরোনামের লেখাই এর প্রমাণ বহন করে।[১১১]

মাসিক দিশারীঃ ১৯৬০ খ্রি. আগষ্ট মাসে দারুল উলূম ইসলামী একাডেমীর মুখপত্র হিসেবে 'মাসিক দিশারী' প্রকাশিত হয়। একটি পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক পত্রিকাটি পরিচালিত হতো।[১১২] এক কথায় সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রচলিত ধারাকে সম্বল না করে এই দেশের মুসলিম মানসের সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব করাই হবে দিশারীর সাধনা। মুসলিম ইতিহাস, সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার সুষ্ঠু ও যুক্তিসংগত প্রচারই হবে দিশারীর প্রধান উপজীব্য। পত্রিকাটির মাধ্যমে ইসলামী তাহজীব, তমদ্দুন সর্বোপরি মুসলিম জাতিকে সমাজ, দেশ-জাতি ও রাজনীতি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে সচেতন করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।[১১৩] দিশারীর কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর এটি ইসলামী একাডেমী পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়।

মাসিক মদীনাঃ মাসিক মদীনা বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ও প্রাচীনতম মাসিক পত্রিকা। ১৯৬১ সালে ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক ও সাংবাদিক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান এটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আমরণ মাসিক মদীনার সম্পাদক ছিলেন। সূচনা লগ্ন থেকে নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রধানতম মাসিক পত্রিকা হিসেবে পরিচিতির ছিল। ঢাকার বাংলা বাজারস্থ মদীনা ভবন থেকে মদীনা পাবলিকেশন্স পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ করে আসছে। প্রাক-ভারতীয় যুগের অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ এ পত্রিকায় লেখালেখি করেছেন। পশ্চাদপদ মুসলিম সমাজের উন্নয়নে এবং মুসলিম সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে এ পত্রিকার ভূমিকা ছিল অনন্য। মাওলানা বদরে আলম মিরাঠী (রহ.) কর্তৃক লিখিত হাদীস সংকলন '*তরজুমানুস সুন্নাহ*'র অনুবাদ ও '*মুসলিম শরীফ*' থেকে সংকলিত উর্দু হাদীস সংকলনের নির্বাচিত হাদীসের বঙ্গানুবাদ প্রথমে মাসিক মদীনায় ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়। পবিত্র কুরআনের বাণী ও কুড়ানো মানিক নামে 'হাদীসে রাসূল' (সা.) অনুবাদ প্রকাশিত হতো। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা মূলক ও গবেষণাধর্মী লেখা এ পত্রিকায় স্থান পায়। এ

---

১০৯ মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী সম্পাদিত, *মাসিক তর্জুমানুল হাদিছ*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পাবনা: ১৯৪৯, পৃ. (সম্পাদকীয়)

১১০ ড.মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, *সাংবাদিকতায় বঙ্গীয় উলামা-মাশায়েখ*, ঢাকা: ইফাবা, ২০১৭খ্রি., পৃ. ২৩৬-৩৮ (বি.দ্র.)

১১১ গুজারিশ, সম্পদকীয়, *মীনার*, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, (জানু-জুন),১৯৫৯খ্রি., পৃ. ১০৫-১০৬(বি.দ্র.)

১১২ দিশারী পরিচালনা পর্ষদে ছিলেন যথাক্রমে অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁ, আবুল হাশিম, ড. মোহাম্মদ সিরাজুল হক ও মুহিউদ্দীন খান।

১১৩ শামসুল হক, *বাংলা সাময়িক পত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১২২-১২৩(বি.দ্র.)

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল পত্রিকার শেষ পর্যায়ে প্রশ্নোত্তরে মাসলা-মাসায়েল। পত্রিকার আরেকটি বিশেষ আকর্ষণ, তা হল প্রতিবছর আকর্ষণীয় 'সীরাতে রাসূল' (সা.) সংখ্যার প্রকাশ করে বাংলাভাষী নবী প্রেমী মুসলমানদের রূহানী খোরাক জোগান দিয়ে যাচ্ছে।

মাসিক পৃথিবী: একটি ইসলামী গবেষণা ধর্মী পত্রিকা। ১৯৭৫ সালে এটির প্রথম আত্মপ্রকাশ। বর্তমানে ড. সামিউল হক ফারুকীর সম্পাদনায় আল-ফালাহ প্রিটিং প্রেস, বড়মগবাজার থেকে মুদ্রিত এবং বাংদেশ ইসলামিক সেন্টার থেকে ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূইয়া কর্তৃক প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রিকাটিতে "দারসুল হাদীস" কলামে বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত বাংলা ভাষায় হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়ে আসছে।

মাসিক আর-রাশাদ: মাদরাসা দারুর রাশাদের মুখপত্র 'আর-রাশাদ' পত্রিকাটি ১৯৮৮ সালে 'রাহবার' নামে মাদরাসার বার্ষিকী হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এভাবে ১৯৯৬ সালে 'আর-রাশাদ' নামে তা প্রকাশিত হয়। এরধারাবাহিকতায় ২০০৪ সাল পর্যন্ত অনিয়মিতভাবে তা প্রকশিত হয়। পরবর্তীতে তা ধারাবাহিকভাবে বর্তমান পর্যন্ত মাওলানা মুহাম্মদ সালমানের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সাংবাদিক মাওলানা লিয়াকত আলীর সম্পদনায় তা প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রিকাটিতে কুরআন-হাদীসের আলোকে বিভিন্ন গল্প-প্রবন্ধ ইত্যাদি বিষয়াদি ছাপা হয়। বিশেষত: "দারসে হাদীস" শিরোনামে একটি কলম নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে।

মাসিক আল বাইয়্যিনাত: ঢাকার রাজারবাগ দরবারের মুখপত্র মাসিক "আল-বাইয়্যিনাত" পত্রিকাটি ১৯৯১ সাল থেকে রাজারবাগের পীর সায়্যেদ মুহাম্মদ দিল্লুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মুহাম্মদ মাহমুবুব আলমের সম্পাদনায় দীর্ঘ ৩০ বছর যাবৎ প্রকাশিত হয়ে আসছে। পত্রিকাটির পাতায় পাতায় কুরআন-হাদীসের ইলম ও আমল সম্পর্কিত স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ পেশ ও প্রকাশ করা হয়। তাই পত্রিকাটির প্রথম পাতায় আল বাইয়্যিনাত অর্থ- অকাট্য, স্পষ্ট, উজ্জ্বল, প্রকাশ্য ও প্রামাণ্য দলীলসমূহ অর্থে পত্রিকাটির নামকরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া "ফিকহুল হাদীস ওয়াল আছার" শিরোনামে একটি নিয়মিত কলাম প্রকাশ করা হয়; যাতে হাদীস উল্লেখপূর্বক তা থেকে ফিকহী বিধান নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

মাসিক আদর্শ নারী: ১৯৯৪ সালে 'মাসিক আদর্শ নারী' পত্রিকাটি মুফতী আবুল হাসান শামসাবাদীর পৃষ্ঠপোষকতা ও সম্পাদনায় ঢাকার পুরানা পল্টন থেকে প্রকাশিত হয়। এটি বাংলাদেশের একটি বহুল প্রচলিত ইসলামিক পত্রিকা। পত্রিকাটির জন্মলগ্ন থেকেই বিদগ্ধ ইসলামী চিন্তাবিদগণের লেখনিতে সুসজ্জিত ও সমৃদ্ধ হয়ে আসছে। বাঙালি মুসলিমদের বিশেষ করে মুসলিম নারীদের কুরআন-হাদীসের পথ নির্দেশ করার উদ্দেশ্য এ পত্রিকার যাত্রা অব্যাহত রাখে। তাই মুসলিম নারী সমাজে পত্রিকাটির বেশ জনপ্রিয়তা লক্ষ্যনীয়।

মাসিক আত-তাহরীক: আহলে হাদীস আন্দোলন বাংলাদেশের একাংশের মুখপত্র মাসিক আত-তাহরীক ১৯৯৭ সাল থেকে নিয়মিত ২৪ বছর যাবৎ সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও ড. মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়ে আসছে। তাদের পত্রিকার শ্লোগান- ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা; এতে দারসে কুরআন, দরসে হাদীস, হাদীসের ব্যাখ্যা ও তাহকীক, হাদীসের গল্প, আকীদা বা বিশ্বাস, শিক্ষা-সংস্কৃতি, নরীসমাজ, আত্মশুদ্ধি, নীতিনৈতিকতা, তারবিয়াত, বিধিবিধান ইত্যাদি বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে গল্প-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

মাসিক আল কাউসার: বাংলা ভাষায় গবেষণাধর্মী ইসলামী পত্রিকা 'মাসিক আল কাউসার' ২০০৫ সাল থেকে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক এর তত্ত্বাবধায়নে এবং মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মদ আবদুল্লাহর সম্পাদনায় ৩০/১২, পল্লবী (মিরপুর-১২) ঢাকা-১২১৬ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। এটি উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান মারকাযুদ দওয়াহ আল-ইসলামীয়া ঢাকা এর মুখপত্র। ডিসেম্বর ২০০৯ থেকে পত্রিকাটির ওয়েব সংস্করণ চালু হয়। মাসিক আলকাউসারে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য হাদীস বিষয়ক কিছু প্রবন্ধ হচ্ছে, নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) এর সিলসিলা : একটি পর্যালোচনা, সহীহ হাদীসের আলোকে ঈদের নামায, মুহাদ্দিসীনের দৃষ্টিতে ফিকহ ও ফুকাহা, সহীহ হাদীসের আলোকে মিরাজুন্নবীর ঘটনা, হাদীস ও আসারের আলোকে বিতর নামায, সাদাকাতুল ফিতর আধা সা গম: হাদীস, সুন্নাহ, আসার ও ইজমা এর আলোকে বিশ্লেষণ ইত্যাদি । বিশেষত: কুরআন-হাদীসের আলোকে পত্রিকাটিতে যুগ জিজ্ঞাসার সমাধান গুরুত্বের সাথে ছাপা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মাসিক আল-আবরার: বাংলাদেশ ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বসুন্ধরা, ব্লক-ডি, ফক্কীহুল মিল্লাত স্বরণী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ফক্কীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান। প্রধান সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মুফতী আরশাদ রহমানী। পত্রিকাটিতে 'পবিত্র সুন্নাহ থেকে' শিরোনামে হাদীস বিষয়ক একটি বিভাগ নিয়োমিত প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও অনিয়মিত একাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছাপা হয়। 'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এতো বিভ্রান্তি কেন- শিরোনামে ফাজায়েলে আমাল এর হাদীসগুলোর শাস্ত্রীয় গবেষণা প্রকাশিত হচ্ছে।

মাসিক রাহমানী পয়গাম: শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক (রহ.) প্রতিষ্ঠিত জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া সাতমসজিদ মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭ এর মুখপাত্র। এতে দারসুল হাদীস কলামে বিভিন্ন বিষয়ের হাদীস উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস: মাসিক তর্জুমানুল হাদীস পত্রিকাটি বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মুখপাত্র; যা ২০১৮ সাল থেকে প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আযহার উদ্দীনের পৃষ্ঠপোষকতায় ও অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালীর সম্পাদনায় যাত্রা শুরু করে। এটি বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মুখপাত্র হিসেবে তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষত: বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায়ও বেশ অবদান রাখছে। "দারসুল হাদীস" শিরোনামে বিভিন্ন বিষয়ে হাদীস উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হচ্ছে প্রতিটি সংখ্যায়।

মাসিক আত-তাওহীদ: মাসিক আত-তাওহীদ আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র। এটি ১৯৭১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস (রহ.) এর প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানে মুফতি আব্দুল হালীম বোখারী প্রধান সম্পাদক এবং ড. আ.ফ.ম খালিদ হোসেন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। এতে কুরআন-হাদীস ভিত্তিক বিভিন্ন নিবন্ধ-প্রবন্ধ ছাপার পাশা পাশি "দারসুল হাদীস" শিরোনামে বিভিন্ন বিষয়ে হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়।

মাসিক মুঈনুল ইসলাম : ১৯৩৪ সালে মাসিক মুঈনুল ইসলাম পত্রিকাটি দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর মুখপত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বাংলাদেশের প্রাচীন ইসলামী মাসিক পত্রিকাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন শায়খুল ইসলাম মাওলানা আহমাদ শফী (রহ.)। তার ইন্তেকালের পর মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী দায়িত্ব পালন করেন। ধর্ম ও তাহযীব বিষয়ক সাময়িকী মাসিক মুঈনুল ইসলাম পত্রিকার সম্পাদক এবং মাওলানা সরওয়ার কামাল নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এতে বাংলা ভাষায় হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ প্রবন্ধ নিবন্ধন প্রকাশিত হয়ে আসছে।

মাসিক আল-হক: ইসলামী গবেষণা ও সাহিত্য পত্রিকা মাসিক আল-হক দারুল মাআরিফ চট্টগ্রামের মুখপত্র। এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পদকের দায়িত্বে রয়েছেন মাওলান মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী। এটি ১৯৯৪ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত চালু রয়েছে। এতে কুরআন-হাদীস ভিত্তিক সাহিত্য চর্চার পাশা পাশি দারসুল হাদীসের বিশেষ আয়োজন থাকে নিয়মিত প্রতি সংখ্যায়।

মাসিক কায়েদ: ঐক্য শান্তি সম্প্রীতির বাণী ধারন করে ২০১৮ সালে যাত্রা শুরু করে "মাসিক কায়েদ"। মাওলানা মুহাম্মদ খলীলুর রহমান নেছারাবাদী হুজুরের পৃষ্ঠপোষকতায় মোঃ মাছুম বিল্লাহ আযীযাবাদী সম্পাদিত পত্রিকাটি ইসলামী সমাজ প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে হযরত মাওলানা আযীযুর রহমান কায়েদ সাহেব (রহ.) এর অনুসৃত পথে রসূল (সা.) এর আদর্শ বাস্তবায়নের নিমিত্ত একামতে দ্বীন ও তাবলীগে দ্বীনের কর্তব্য পালনের মধ্যদিয়ে ইসলামী সমাজ প্রবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালনের অঙ্গিকার নিয়ে যাত্র শুরু করে। এতে "বুনিয়াদী হাদীস" শিরোনামে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে হাদীসের অবতারণা ঘটিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়।

ঙ. ত্রৈমাসিক পত্রিকায় হাদীস চর্চা

ইসলামী একাডেমি পত্রিকা: ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামী একাডেমীর উদ্যোগে ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা 'ইসলামী একাডেমী পত্রিকা' শিরোনামে আল্লামা আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪) এর সম্পাদনায় ইসলামিক একাডেমী, ৬৭/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-২ হতে প্রকাশিত ও প্যারামাউন্ট প্রেস, ৯ হাটখোলা রোড, ঢাকা-৩ হতে প্রথম

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যা (এপ্রিল-জুন) প্রকাশিত হয়।[১১৪] এ পত্রিকার সাথে প্রথম থেকেই অসংখ্য আলিমের সংশ্লিষ্টতা ছিল। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে পত্রিকাটি 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা' নাম ধারণ করে এবং এ নামে একটি জাতীয় ইসলামী গবেষণা পত্রিকা হিসেবে এখনো প্রকাশিত হচ্ছে। ইসলামী একাডেমী পত্রিকা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রথম থেকেই মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করে এদেশের বিদগ্ধ শ্রেণির মনযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। সাথে সাথে জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন সমস্যার কুরআন-হাদীসের আলোকে গবেষণামূলক সমাধান জাতির সামনে তুলে ধরছে।

চ. ষাণ্মাষিক পত্রিকায় হাদীস চর্চা

ষাণ্মাষিক মীনার: প্রখ্যাত আলিম মওলানা মুস্তাফীজুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা আলিয়া মাদরাসার গবেষণা ও প্রকাশনা ফান্ড কমিটির মুখপত্র হিসেবে ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে "ষাণ্মাষিক মীনার" ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই-ডিসেম্বর ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা মাওলানা আব্দুস সাত্তার কর্তৃক কাসিম প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং লি: ৭৬/৭৭ রাধিকা মোহন বসাক লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং ঢাকা আলিয়া মাদরাসা গবেষণা ও প্রকাশনা ফান্ড কমিটির পক্ষে প্রকাশিত হয়। মীনারের ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যায় (১৯৯৫) এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, ইসলামের মূল বিষয়সমূহের মূল্যবোধ সম্পর্কে বাংলা ভাষায় পাণ্ডিত্যপূণ্য গবেষণামূলক লেখা উপস্থাপন করা। মীনারের লেখার বিষয়বস্তুরদিকে দৃষ্টি দিলেই বোঝা যায় যে, এর উদ্দেশ্য কেবলই ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।[১১৫]

ছ. একাডেমিক স্মারক গ্রন্থে হাদীস চর্চা

খতমে বুখারি স্মারক-২০১৭: দারুন্নাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬১ এর কামিল (হাদিস) শেষপর্ব'২০১৭ এর উদ্যোগে রচিত হয় ৪৫৬ পৃষ্ঠার এক বিশাল স্মারক গ্রন্থ *খতমে বুখারি স্মারক'২০১৭*। হাদীসের আলোকে সালাতের বিভিন্ন মাসআলা-মাসাইল ও ইখতিলাফি বিষয়াদি নিয়ে আলোচ্য স্মারক গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। এ গ্রন্থ রচনার কারণ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয়তে লক্ষ্য করা যায়, "বর্তমানে ওহাবি, সালাফি, আহলে হাদীস/লা-মাযহাবীগণ সমাজে সালাত আদায় প্রসঙ্গে নানা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। হকপন্থী ওলামা কিরাম তাদের জবাবদানে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছেন। তাদেরই ধারাবাহিকতায় 'সালাত' বিষয়বস্তু নিয়ে কামিল (হাদিস) শেষ পর্বের শিক্ষার্থীরা খতমে বুখারী উপলক্ষে প্রকাশ করে *খতমে বুখারি স্মারক'২০১৭*।" ৪৫৬ পৃষ্ঠার বিশাল এক স্মারক গ্রন্থে সালাতের বিভিন্নদিক নিয়ে কুরআন-হাদীসের তথ্যনির্ভর গবেষণামূলক ৪৯টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

উলূমুল হাদীস স্মারকগ্রন্থ-২০২০: ঢাকার ঐতিহ্যবাহী চৌধুরী পাড়া মাদরাসার দাওরায়ে হাদীসের সমাপনী ছাত্রবৃন্দের উদ্যোগে ৪৮৮ পৃষ্ঠার "মুখতাসার উলূমুল হাদীস স্মারকগ্রন্থ-২০২০" শিরোনামে চমৎকার মলাটে এ স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটির মধ্যে ইলমি হাদীসের বিভিন্নদিক নিয়ে ২৭টি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে হাদীস শরীয়তের প্রামাণ্য দলীল, ইলমি হাদীসের পরিভাষা, হাদীস চর্চা ও সংরক্ষণে সাহাবাগণের অবদান, সর্বাদিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবাগণ, হাদীস গ্রন্থের প্রকার ও পরিচিতি, সিহাহ সিত্তাহর ভাষ্যগ্রন্থসমূহের পর্যালোচনা, উপমহাদেশে ইলমি হাদীস, হাদীস চর্চায় সনদের গুরুত্ব, রাবীদের স্তর বিন্যাস, হাদীস অধ্যয়নের আদাব ও শর্ত, হাদীস গ্রহণে ইমামগণের নীতিমালা, জাল হাদীস চর্চা: কারণ ও প্রতিকার, হাদীসের পাঠদান পদ্ধতি ইত্যাদি শিরোনামে ইলমি হাদীসের গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ের প্রবন্ধসমৃদ্ধ স্মারকগ্রন্থটি বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার বাতিঘর হয়ে থাকবে।

গবেষণা পত্রিকায় বাংলাভাষায় হাদীস চর্চা: যথাস্থানে (সপ্তম অধ্যায়ে) আলোচিত হবে।

---

১১৪ আবুল হাশিম সম্পাদিত, *ইসলামিক একাডেমীর পত্রিকা*, ঢাকা: ইসলামিক একাডেমী, ১৯৬১খ্রি., পৃ. (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা সম্পাদকীয়)

১১৫ গুজারিশ, সম্পদকীয়, *মীনার*, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, (জানু-জুন), ১৯৫৯খ্রি., পৃ. ১১৬

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.২ ইলেকট্রনিক মিডিয়া: [বেতার ও টেলিভিশন]

ক) সরকারি বেতার

বাংলাদেশ বেতার: বাংলাদেশ বেতার বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বেতার সংস্থা। ঢাকা শহরে রেডিও সম্প্রচার শুরু হয় ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর। শুরুর দিকে কেন্দ্রটি পুরনো ঢাকায় স্থাপন করা হলেও পরবর্তীতে ১৯৬০ সালে কেন্দ্রটি শাহবাগে স্থানান্তর করা হয়। অতঃপর ৩০জুলাই ১৯৮৩ সালে শাহবাগস্থ সম্প্রচার কেন্দ্রটি জাতীয় বেতার ভবন, শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁওয়ে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এটি রেডিও বাংলাদেশ নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে বাংলাদেশ বেতার নামে নামকরণ করা হয়। এর মোট স্টেশন ১৫টি এবং এফএম স্টেশন ১২টি।

বাংলাদেশ বেতারে কুরআন-হাদীস চর্চা : বাংলাদেশ বেতারের সম্প্রচার শুরু হয় কুরআন তিলাওয়াত দিয়ে। শুরু থেকেই 'পবিত্র কুরআন ও হামারে জিন্দেগী' নামে একটি ইসলামী অনুষ্ঠান সম্প্রচারের হয়ে আসছে। অতপর ১৯৫০ সালে 'কুরআনে হাকীম ও আমাদের জিন্দিগী' নামে তা পরিবর্তন করা হয়। এ ছাড়াও "পথ ও পাথেয়" অনুষ্ঠান যা তিলাওয়াত, তরজমা, বিষয় ভিত্তিক কুরআন-হাদীসের আলোচনা ও হামদ-নাত দিয়ে অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়ে থাকে। প্রতিদিনের অধিবেশন শুরু হতো এই অনুষ্ঠানটি দিয়ে। উক্ত অনুষ্ঠানটিতে তৎকালীন দেশবরেণ্য ইসলামী পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করতেন। ১৯৭০ এর দশকে ইসলামী দিবস কেন্দ্রিক বিভিন্ন কথিকা (কুরআন-হাদীস ভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠান) নির্মাণ করা হতো। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের রূপকার, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শহীদ শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতা উত্তর বেশ কিছু ইসলামিক অনুষ্ঠান তখন সংযোজন করা হয়। তন্মধ্যে 'হিফজুল কুরআন' অন্যতম। ১৯৭৯ সাল থেকে প্রতি রমযান মাসে ধারাবাহিকভাবে উক্ত অনুষ্ঠানটি ৩৮ বছর ধরে সম্প্রচারিত হয়ে আসছে। ১৯৯০ দশক থেকে আরও একটি জনপ্রিয় ইসলামী অনুষ্ঠান বেতারে শুরু হয়, যার নাম 'হেরার জ্যোতি'। এতে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবাগণের ইসলাম প্রচারের ধারাবাহিক আলোচনা অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়।

বর্তমানে কুরআন-হাদীস ভিত্তিক যে সকল অনুষ্ঠান সম্প্রচার হচ্ছে: 'পথ ও পাথেয়'। কুরআন-হাদীসের বিষয়ভিত্তিক আলোচনা যা ৭০-এর দশক থেকে চলমান। এটি প্রভাতী অনুষ্ঠান নামে পরিচিত। 'জীবনের আলো'। জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয় কুরআন-হাদীসের আলোকে টকশো, প্রতি বৃহস্পতিবার রাত ১০:৩০মি: এ সম্প্রচারিত হয়। 'কুরআন শিক্ষার আসর' শুক্রবার সকাল ১১:৩০মি. এ প্রচারিত হয়। 'তিলাওয়াত ও তরজমা' শুক্রবার বেলা ১.৫ মিনিটে প্রচারিত হয়। 'তাফসীরুল কুরআন' ৯০-এর দশক থেকে চলমান। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬.৩৫ মিনিট এ প্রচার হয়। এ ছাড়া পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান প্রচারের পূর্বে ও রমজান মাসে ইফতারের পূর্বে একটি করে বাংলায় হাদীসের অনুবাদ প্রচারিত হয় এবং সাহারী অনুষ্ঠানে কুরআন হাদীস ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া ইসলামী বিভিন্ন দিবস ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন দিবস কেন্দ্রিক সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানেও কুরআন-হাদীস ভিত্তিক আলোচনা হয়ে থাকে।[১১৬]

খ) বেসরকারি বেতার

বাংলাদেশের আরেক জনপ্রিয় গণমাধ্যমের নাম বেসরকারি এফএম রেডিও। ২০০৬ সালে 'রেডিওটুডে' সম্প্রচারের মাধ্যমে বেসরকারি এফএম এর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে অনেক এফএম স্টেশন চালু হয়। তথ্য মন্ত্রণালয়ের সূত্রমতে বর্তমানে ২৭টি বেসরকারি এফএম স্টেশন চালু রয়েছে।[১১৭] ইসলাম তথা কুরআন-হাদীস কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান প্রচারের ক্ষেত্রে এফএম রেডিওগুলোর ভূমিকা খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়। তবে স্বল্প সংখ্যক অনুষ্ঠান রয়েছে যার দ্বারা বাঙ্গালী তরুণ মুসলিমদের কিছুটা হলেও উপকৃত হয়।

১. রেডিও টুডে: বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ব্যক্তিমালিকানাধীন এফএম রেডিও স্টেশন। এর প্রচার তরঙ্গ হচ্ছে ৮৯.৬ এফএম। ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে এর আনুষ্ঠানিক সম্প্রচার শুরু হয়। নগরকেন্দ্রিক এ চ্যানেলটিতে সঙ্গীতের দিকে প্রথম থেকেই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। রেডিও টুডে এফএম ৮৯.৬ থেকে ২৪ ঘন্টা সম্প্রচার করা

---

১১৬ https://bn.wikipedia.org › wiki › বাংলাদেশ–বেতার;

১১৭ মতিউর রহমান সম্পাদিত, *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা: ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

হয়। এতে প্রতিদিন ভোর ৫ টা থেকে ৬ পর্যন্ত ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান "সুবেহ সাদিক" সম্প্রচার করে। এ অনুষ্ঠানে ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।[১১৮] এ ছাড়াও কুরআন-হাদীস ভিত্তিক আরও একটি জনপ্রিয় ইসলামী অনুষ্ঠান "চেতনায় জুম'আবার" নামে প্রতি শুক্র বার প্রচারিত হয়।

২. রেডিও ধ্বনি: রেডিও ধ্বনি বাংলাদেশের প্রথম সংবাদ ভিত্তিক অনলাইন রেডিও স্টেশন যা; সপ্তাহে সাত দিন দিবা-রাত্রি চালু থাকে। 'সারা দিন সারা রাত' স্লোগান নিয়ে দেশবিদেশের নানান খবর, সামাজিক সমস্যা এবং নানা বিষয়ে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে।[১১৯] রেডিও ধ্বনিতে 'সত্যের সন্ধ্যানে ধ্বনি' নামে একটি অনুষ্ঠান রয়েছে যা প্রতি সোমবার বেলা ২টা-৪টা প্রচারিত হয়। এ ছাড়া প্রতি জুম'আবার সকাল ১১ টা-১২ টা "আহকামুল জুম'আ" নামে একটি অনুষ্ঠান নিয়মিত সম্প্রচারের মাধ্যমে কুরআন-হাদীসের বাণী চর্চিত হচ্ছে।

৩. কালার্স এফ এম: কালার্স এফ এম এর যাত্রা ১০জানুয়ারি ২০১৪ সালে শুরু হয়। এতে অন্যান্য অনুষ্ঠানের পাশাপাশি অহনা রহমানের প্রযোজনায় মাসুম বিল্লাহ বিন রেজা এর উপস্থাপনায় 'ইসলামী জীবন জিজ্ঞাসা' নামে বিকাল ৪টা-৫টা সপ্তাহের প্রতি সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি বার একটি অনুষ্ঠান নিয়মিত সম্প্রচারিত হয়।'ইসলাম ও জীবন' প্রতি জুম'আবার ও শনিবার সকাল ৯টা থেকে সম্প্রচারিত হয়। এ ছাড়া ইসলামী দিবস কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে।[১২০]

৪. রেডিও ৭১: রেডিও একাত্তুর এর কার্যক্রম ১০জানুয়ারি, ২০১৪ খ্রি. শুরু হয়। এটি আনুষ্ঠানিকভাবে সম্প্রচার ২৬ মার্চ, ২০১৫ সালে শুরু হয়। এতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সাথে নিপুন রহমানের প্রযোজনায় ও মাওলানা মো: লুৎফর রহমানের এর উপস্থাপনায় 'ইসলাম ও আমরা' অনুষ্ঠানটি প্রতি শুক্র বার দুপুর ১২:৩০-১টা প্রচারিত হয়। এ ছাড়া "আলোকিত সূর" নামে একটি অনুষ্ঠান প্রতি জুম'আবার বেলা ১১টা-১২:৩০ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রচারিত হয়ে আসছে। এতে কুরআন-হাদীসভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়।

৫.পিপলস রেডিও: পিপলস রেডিও ১১ডিসেম্বর ২০১১ সালে সম্প্রচার শুরু হয়। এতে হাফেজ খালিদ সাইফুল্লাহ বকশীর প্রযোজনা ও উপস্থাপনায় সপ্তাহের প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা-৮টা প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠান 'আমার একটা প্রশ্ন ছিল' সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। এ ছাড়া "হৃদয়ে জুম'আবার" নামে একটি অনুষ্ঠানও ধারাবাহিকভাবে সম্প্রচার হচ্ছে।

৬. রেডিও ভূমি: রেডিও ভূমি বাংলাদেশের একটি বেসরকারি রেডিও স্টেশন। রেডিও ভূমি এফএম ৯২.৮ এর যাত্রাকাল ২০১২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। যাত্রাকালে এর উদ্দেশ্য ছিল শুদ্ধ বাংলা সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস। এর মাধ্যমে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।[১২১] রেডিও ভূমি মাহে রমজান ও ইসলামী দিবস কেন্দ্রিক কুরআন-হাদীস ভিত্তিক বিশেষ অনুষ্ঠান করে থাকে।

৭. ঢাকা এফএম ৯০.৪: ঢাকা এফএম ৯০.৪ ঢাকার একটি এফএম রেডিও চ্যানেল। ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে ঢাকা এফএম ৯০.৪। বর্তমানে এটি ঢাকাসহ চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, বগুড়া, বরিশাল ও ময়মনসিংহে তাদের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে।[১২২] ঢাকা এফএম ৯০.৪ মাহে রমজান ও ইসলামী দিবস কেন্দ্রিক কুরআন-হাদীস ভিত্তিক বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে।

৮. রেডিও আমার: রেডিও আমার ৮৮.৪ বাংলাদেশের একটি এফএম রেডিও চ্যানেল। যার যাত্রা শুরু হয় ২০০৭ সালের ১১ ডিসেম্বর। এর প্রচারের স্থান ঢাকা, চট্টগ্রাম। বর্তমান স্লোগান বাংলাদেশের প্রতিধ্বিনি।[১২৩] এতে রমজান ও ইসলামী দিবস কেন্দ্রিক কুরআন-হাদীস ভিত্তিক বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে।

৯. বাংলা রেডিও: বাংলা রেডিও ঢাকা ভিত্তিক একটি এফএম রেডিও স্টেশন যেটি ২৪ ঘন্টা অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে থাকে। এফএম রেডিওটি ২০১৬ সালের ৩ ফ্রেব্রুয়ারী যাত্রা শুরু করে। ২০১৮ সালে চ্যানেলটি ভয়েস অব

---

১১৮ https://bn.wikipedia.org › wiki › রেডিও–টুডে
১১৯ radiodhoni.fm/ admin@radiodhoni.fm
১২০ https://bit.ly/3CSA2Fs;
১২১ https://bn.wikipedia.org › wiki › রেডিও–ভূমি
১২২ https://bn.wikipedia.org › wiki › ঢাকা–এফএম
১২৩ https://bn.wikipedia.org › wiki › রেডিও–আমার

Dhaka University Institutional Repository

আমেরিকার অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার করার জন্য ভয়েস অব আমেরিকার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে। বাংলা রেডিও-এর প্রচারের স্থান ঢাকা।[১২৪] বাংলা রেডিও মাহে রমজান ও ইসলামী দিবস কেন্দ্রিক কুরআন-হাদীস ভিত্তিক বিশেষ অনুষ্ঠান করে থাকে।

ক) সরকারি টেলিভিশন

১. বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) : এটি বাংলাদেশের সরকারি টেলিভিশন সংস্থা। ১৯৬৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর ঢাকার ডিআইটি ভবনে (বর্তমানে রাজউক ভবন) পাকিস্তান টেলিভিশন নামে সম্প্রচার শুরু হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মহান স্বাধীনতা অর্জনের পর বর্তমান নামে নামকরণ করা হয়। ১৯৮০ থেকে এটি রঙিন সম্প্রচার শুরু করে। এ ছাড়া ২০০৩ সাল থেকে ঢাকার পাশাপাশি চট্টগ্রাম থেকে পৃথক স্টেশনের মাধ্যমে সম্প্রচার শুরু করে। ফলে দেশজুড়ে ১৪টি স্টেশনের মাধ্যমে ৫৬ হাজার বর্গমাইলের ৯৩ শতাংশ এলাকায় পৌঁছে যায় বিটিভির রঙ্গিন অনুষ্ঠান মালা। ২০০৪ সালে বিটিভি বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারের জন্য বিটিভি ওয়ার্ল্ড নামে উপগ্রহভিত্তিক চ্যানেল স্থাপন করে।[১২৫]

বাংলাদেশ টেলিভিশনের কর্মকর্তা জনাব নওয়াজীশ আলী খাঁন তার স্মৃতিচারণে বলেন "জীবনের আলো" নামে একটি ইসলামী অনুষ্ঠান ছিল যা সম্ভাব্য ১৯৭২ সালে শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলামের তাহজীব, তামাদ্দুনসহ ইসলামের সার্বিক বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হতো। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলাম ও আধুনিক চিন্তাধারার স্কলার, ইসলামিক মিডিয়া ব্যক্তিত্বগণ এতে অংশগ্রহণ করতেন। "উজ্জীবন" নামে ১৯৮৫ সালের জুন মাস থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে একটি ইসলামিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান শুরু হয়। ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন ভাগে চমকপ্রদ করে উপস্থাপণ করা হত। "মরু ভাস্কর" নামে রাসূলের (সা.) জীবনী নিয়ে একটি অনুষ্ঠান হতো। এ ছাড়া "ধর্ম ও জীবন" এবং "উন্নত জীবন" নামে দুটি অনুষ্ঠান ছিল। তা ছাড়া ঈদ-ই-মিলাদুননবী, শব-ই-মেরাজ, শব-ই-বারাত, শব-ই-ক্বদর, দুই ঈদসহ মুসলমানদের বিভিন্ন দিবসে বিশেষ অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সম্প্রচার করা হতো।

বর্তমানে সম্প্রচারিত কুরআন-হাদীস ভিত্তিক অনুষ্ঠানমালা: বর্তমানে বিটিভিতে প্রতি সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় "আলোর পথযাত্রী" নামে একটি আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। "সত্যের অন্বেষণ" নামে একটি টকশো যা সপ্তাহের প্রতি শুক্রবার ১.১০মি. এ প্রচারিত হয়। "ধর্ম ও জীবন" নামে একটি আলোচনা অনুষ্ঠান; যা সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার ১২.৩০এ প্রচার হয়। "প্রসঙ্গ খুতবা" বা জুমআর খুতবা নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান; যা সপ্তাহের প্রতি শুক্রবার বেলা ১১টায় প্রচার হয়। "রমজানুল মোবারক" যা পবিত্র মাহে রমজানে প্রতিদিন বিকাল ৪.৩০-৫.৩০ পর্যন্ত সরাসরি প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠান। "বরকতময় সাহরী" যা পবিত্র মাহে রমজানের সাহরীতে প্রচারিত সাহরীর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশেষ টকশো এবং "মাহে রমজান" পবিত্র মাহে রমজানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান রমজানের প্রতিদিন ৫.৩০-৬টা পর্যন্ত সম্প্রচার হয়। "বিটিভি ফেইসবুক" এই অনুষ্ঠানটি একটি নতুন অনুষ্ঠান যেখানে ফেইসবুকে দর্শকদের প্রশ্নের ইসলামী সমাধান দেয়া হয়। "আল কুরআন" মহাগ্রন্থ আল কুরআনের তাফসীর বিষয়ক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন ইসলামী দিবস কেন্দ্রিক কুরআন-হাদীস ভিত্তিক বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ টেলিভিশন কুরআন-হাদীস ভিত্তিক উল্লিখিত অনুষ্ঠানাদি সম্প্রচারের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান রেখে চলছে।

খ) বেসরকারি টেলিভিশন

বাংলাদেশে মোট ৫২টি টেলিভিশন চ্যানেল রয়েছে। তন্মধ্যে সরকারি টেলিভিশন ০৩টি, বেসরকারি টেলিভিশন অনুমোদিত মোট ৪৯টি। বর্তমানে বেসরকারি টেলিভিশন সম্প্রচার চালু রয়েছে ৩১টি, বন্ধ ০৬টি, সম্প্রচারের অপেক্ষায় ১২টি। এ পর্যায় বেসরকারি টেলিভিশনে কুরআন-হাদীস চর্চার ধরন কী এবং তা কী পরিমানে হয় তা অনুসন্ধান করে দেখাই হবে এ পর্যালোচনার উদ্দেশ্য।

---

১২৪ https://bn.wikipedia.org › wiki › বাংলা–রেডিও

১২৫ https://bn.wikipedia.org › wiki › বাংলাদেশ–টেলিভিশন

Dhaka University Institutional Repository

১. এটিএন বাংলা: বাংলাদেশে প্রথম বেসরকারি টেলিভিশন এটিএন বাংলা। অনুষ্ঠান ও সংবাদ পরিবেশনের লক্ষ্যে 'অবিরাম বাংলার মুখ' স্লোগান নিয়ে ১৬ জুলাই, ১৯৯৭ সালে উদ্বোধন করা হয়। একটি উপগ্রহ-ভিত্তিক বাংলা ভাষার টেলিভিশন চ্যানেল। এটির স্টুডিও ঢাকার কাওরান বাজারস্থ ওয়াসা ভবনে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটিএন বাংলা হলো প্রথম বেসরকারি স্যাটেলাইট চ্যানেল, যার বর্তমান চেয়ারম্যান ড. মাহফুজুর রহমান।[১২৬]

ইসলামী অনুষ্ঠানমালা : ১৯৯৭ সালের রমাদান সমাগত হলে বিটিভির অনুষ্ঠান বিভাগেরসাথে সম্পৃক্ত জনাব আরকান উল্লাহ হারুনী এটিএন-এর একঘণ্টা সম্প্রচার সময় থেকে ৩০মিনিট সময় রামাদানের অনুষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ নিয়ে "মোবারক হো মাহে রমজান" শিরোনামে শুরু করেন অনুষ্ঠান নির্মাণ। এ অনুষ্ঠানটি ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে বেসরকারি টেলিভিশনে প্রথম ইসলামী অনুষ্ঠান যা পরবর্তীতে কুরআন-হাদীস চর্চার অনুষ্ঠান নির্মাণ ও তা প্রচারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীতে "আলিফ রুদাবা"এর উপস্থাপনায় ঈদ-ই-মিলাদুননবী উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়। ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ সাল থেকে জনাব হারুনী এটিএন পরিবারের সদস্য হন এবং ইসলামিক ডিভিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তার পর থেকে শুরু হয় নতুন নতুন অনুষ্ঠান নির্মাণ। যেমন: ছোটদের কুরআন শিক্ষার আসর; ইসলামী দাওয়াহ; জুমআর খুতবা; দাওয়াত ও দীন যুগে যুগে; প্রশ্নোত্তর-এর অনুষ্ঠান "নামাজ ও মাসআলা মাসায়েল"; ইসলামী তথ্যচিত্র ইত্যাদি। জীবনঘনিষ্ঠ প্রশ্নোত্তরমূলক সরাসরি কুরআন-হাদীস ভিত্তিক অনুষ্ঠান "সাওয়াল ও জাওয়াব" সপ্তাহের ৪ দিন সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতিবার রাত ৯টা থেকে ৯.৪০মি. পর্যন্ত সম্প্রচারিত হয়। আরকান উল্লাহ হারুনীর উপস্থাপনায় মাওলানা আবুল কালাম আযাদ-এর অংশগ্রহণে উক্ত অনুষ্ঠানটি দুই সপ্তাহ এটিএন বাংলায় সম্প্রচারের পর টিআরপি রিপোর্টে সাওয়াল ও জাওয়াব অনুষ্ঠানটি প্রথমে চলে আসে। আর এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এটিএন বাংলার জনপ্রিয়তা বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়। এটিএন বাংলার আরেক চমকপ্রদ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান ছিল "বিনোদন জুমআ'বার"। ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে বিকাল ৩.৩০-৪.৩০ মিনিট পর্যন্ত প্রচার হয়। দুই বছরব্যাপী উক্ত অনুষ্ঠান "পরকালের পাঠশালা" নামে সম্প্রচার হয়।

এটিএন বাংলা-এর বর্তমান অনুষ্ঠানসমূহ : ১.দৈনিক প্রভাতী অনুষ্ঠান মালা: তা'লিমূল কুরআন; তিলাওয়াত ও তাফসীরুল কুরআন; "দারসে হাদীস"। ২.জুম'আ বারের অনুষ্ঠান : শ্রেণিকক্ষে ইসলামের ইতিহাস প্রচার, সকাল ৮.৩০মি. ও জুম'আ বারের ইসলামী অনুষ্ঠান : প্রচার দুপুর ১২.১০মিনিট; ৩. বুধবারের অনুষ্ঠান : ইসলামী সাওয়াল ও জাওয়াব : সরাসরি ৫.২০মি:; ৩.বৃহস্পতিবার : ইসলামী সাওয়াল ও জাওয়াব, সকাল ১০.২০মি.। এ ছাড়া ইসলামী দিবস উপলক্ষে একাধিক অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সম্প্রচার করে থাকে। প্রতি রামাদানে নিয়মিত অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বড় দুটি রিয়্যালিটি শো নির্মাণ করে থাকে। এটিএন বাংলা দীর্ঘ দুই যুগ যাবৎ কুরআন-হাদীস ভিত্তিক উল্লিখিত অনুষ্ঠানাদি সম্প্রচারের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অসামান্য অবদান রেখে চলছে।

২.চ্যানেল আই: চ্যানেল আই একটি উপগ্রহ ভিত্তিক ও বাংলা ভাষায় সম্প্রচারিত জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেল। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার তেজগাঁও এলাকাতে টিভি চ্যানেলটির প্রধান কার্যালয়। ১৯৯৯ সালের অক্টোবরের ১ তারিখে অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রচারের লক্ষ্যে 'হৃদয়ে বাংলাদেশ' শ্লোগান নিয়ে এর সম্প্রচার শুরু হয়। এটি বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল বাংলা টেলিভিশন চ্যানেল।[১২৭]

ইসলামী অনুষ্ঠান

১. ১৯৯৯ সালের ১অক্টোবর সম্প্রচারে আসার পর ঐ বছরের রমজান মাস থেকে ইসলামিক অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয়। রমজানে সাহরীর সময় প্রতিদিন ১পারা করে তিলাওয়াতে কুরআন প্রচার শুরু হয়।

২. পরবর্তীতে ২০০০ সাল থেকে "সত্যের সন্ধ্যানে" একটি অনুষ্ঠান শুরু হয়। যার মধ্যে ছিল তিলাওয়াত, তাফসির, মহিলাঙ্গন, হামদ-নাত, চিঠিপত্রের প্রশ্নোত্তর।

---

১২৬ মাহফুজ আনাম সম্পাদিত, *ডেইলি স্টার*, ঢাকা : ফেব্রুয়ারি ৪, ২০০৬ খ্রি. ; https://bn.wikipedia.org › wiki › এটিএন–বাংলা

১২৭ মতিউর রহমান সম্পাদিত, *দৈনিক মানবজমিন*, ১৪ বছরে চ্যানেল আই, ঢাকা: ১অক্টোবর ২০১২; https://bn.wikipedia.org › wiki›

Dhaka University Institutional Repository

৩. মাওলানা নুরুল ইসলাম ফারুকীর উপস্থাপনায় ইসলামী স্থাপত্য নিদর্শনের ঐতিহাসিক স্থানের ভ্রমণ বিষয়ক বিশেষ অনুষ্ঠান "কাফেলা" যা প্রতি রমজানে প্রচার হয়।

৪. ইমলামী দিবসকেন্দ্রিক সরাসরি ও রেকর্ডেড অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সম্প্রচার করা হয়। প্রতি রমজান মাসে সরাসরি প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠান "সত্যের সন্ধ্যানে" ইফতারের পূর্বে "কাফেলা" ও সাহরীতে "তিলাওয়াত ও তরজমা" অনুষ্ঠান পুরো মাস জুড়ে সম্প্রচার করা হয়।

তাই বলা যায় যে, চ্যানেল আই দীর্ঘ ২২ বছর যাবৎ কুরআন-হাদীস ভিত্তিক উল্লিখিত অনুষ্ঠানাদি সম্প্রচারের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলছে।

৩. একুশে টেলিভিশন বা ইটিভি: একুশে টেলিভিশন বা ইটিভি বাংলাদেশের একটি বেসরকারি টেলিভিশন সম্প্রচার কেন্দ্র। অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রচারের লক্ষ্যে 'পরিবর্তনে অঙ্গিকারবদ্ধ' শ্লোগান নিয়ে ২০০০ সালের ১৪ই এপ্রিল এটি সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করে। ২০০২ সালের ২৯ আগষ্ট টিভি কেন্দ্রটি সম্প্রচার আইন লঙ্ঘনজনিত মামলার কারণে বন্ধ করে দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০০৫ সালের ১৪এপ্রিল পুনরায় শর্ত সাপেক্ষে সম্প্রচারের অনুমতি লাভ করলেও উন্মুক্ত সম্প্রচার ক্ষমতা বিলোপ করা হয়। মামলার একপর্যায়ে মালিকানার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে।[১২৮]

ইসলামিক অনুষ্ঠান: ২০০০ সালের ঈদে মিলাদুননবীর অনুষ্ঠান দিয়ে শুরু হয় একুশে টেলিভিশনের ইসলামিক অনুষ্ঠান। পরবর্তীতে রমজান মাসে "ঐশী" নামে একটি ইসলামী অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরর্বতীতে দিবস কেন্দ্রিক শুধু ইসলামী অনুষ্ঠান সম্প্রচার হত। বর্তমানে দর্শকদের সরাসরি অংশগ্রহণে প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠান সপ্তাহে একদিন প্রতি জুম'আবার "ইসলামী জিজ্ঞাসা" প্রচার হয়। এ ছাড়া রমজান মাসে বেশকিছু ইসলামী অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। সুরতাং বলা যায় যে, একুশে টেলিভিশন দীর্ঘ ২১ বছর যাবৎ কুরআন-হাদীস ভিত্তিক উল্লিখিত অনুষ্ঠানাদি সম্প্রচারের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলছে।

৪.এনটিভি: এনটিভি একটি উপগ্রহ ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল। এতে বাংলা ভাষায় অনুষ্ঠান ও সংবাদ পরিবেশনের লক্ষ্যে ২০০৩ সালে 'সময়ের সাথে আগামীর পথে' স্লোগান নিয়ে যাত্রা শুরু করে। এটি বাংলাদেশের জনপ্রিয়তম চ্যানেলের মধ্যে একটি। চ্যানেলটির চেয়ারম্যান ও বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোসাদ্দেক আলী ফালু (২০১১)। চ্যানেলটি সংবাদ, শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান, নাটক ও রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। চ্যানেলটি ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের প্রথম টিভি চ্যানেল হিসাবে আইএসও সনদ লাভ করে।[১২৯]

ইসলামিক অনুষ্ঠান

১. প্রথম অনুষ্ঠান "আপনার জিজ্ঞাসা"। উক্ত অনুষ্ঠানটি প্রথম ছিল রেকর্ডেড অনুষ্ঠান। পরর্বতীতে উক্ত অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারের সিদ্ধান্ত হয়। বর্তমানে অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হয় সপ্তাহের প্রতি জুম'আ বার বেলা ১১টা-১১.৪০ টা পর্যন্ত।

২. শুরুর দিকে আপনার জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি "স্মৃতির জানালা" নামে নতুন একটি অনুষ্ঠান শুরু করে এনটিভি কর্তৃপক্ষ।

চলমান ইসলামী অনুষ্ঠান

আপনার জিজ্ঞাসা: দর্শকদের অংশগ্রহণে সরাসরি সম্প্রচারিত প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠান যা প্রতি জুম'আবার বেলা ১১টা থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত হয় এবং প্রতি রবি ও বুধবার ৫.৪০মিনিটে রেকর্ডেড হিসেবে সম্প্রচারিত হয়। উল্লেখ্য যে, আপনার জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানটি প্রতি রামাদান মাসে মাসব্যপী প্রতিদিন সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

আলোকপাত : প্রতি শনিবার বিকাল ৫.৪০মি: ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাপ্তাহিক বিশেষ আয়োজন সম্প্রচার করা হয়।

দরসে হাদীস: হাদীসের ব্যখ্যা বিশ্লেণমূলক অনুষ্ঠান। এটি প্রতি জুম'আবার বেলা ১.১৫মি: প্রচারিত হয়।

---

১২৮ https://bn.wikipedia.org › wiki › একুশে টেলিভিশন

১২৯ https://bn.wikipedia.org › wiki › এনটিভি; Profile of Top Management" International Telivision Channel Ltd. (NTV) হতে সংগৃহীত

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন ও বিজ্ঞান: কুরআনে উল্লেখিত বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে পর্যালোচনা বিষয়ক বিশেষ অনুষ্ঠান এই পাক্ষিক অনুষ্ঠানটি মাসে দুইবার বিকাল ৫.৪০মি. এ সম্প্রচারিত হয়।

একশব্দে কুরআন শিক্ষার আসর :কুরআন শিক্ষার আসর মাওলানা ক্বারী আবুল হাসানাত মো: ইমদাদুল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত হয়।

রামাদান মাসে মাসব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান

বরকতময় সাহরী :পবিত্র মাহে রামাদানে সাহরীর সময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে টকশো সাহরীর সময় ফজরের আযানের পূর্বের ৪০মিনিট।

কুরআনের আলো : এটি একটি ইসলামিক রিয়েলিটি শো। কুরআনের আলো ফাউন্ডেশন-এর তত্ত্বাবধানে উক্ত অনুষ্ঠানের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ২০১৩ সাল থেকে এনটিভি থেকে এক ঘন্টার চাংক শর্ত সাপেক্ষে নির্মাণ ও সম্প্রচার করা হয়। অনুর্ধ ১৫ বছর বয়সী হাফেজগণ দেশ-বিদেশ থেকে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এ ছাড়া ইসলামী দিবস কেন্দ্রিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সম্প্রচার করে থাকে। তাই বলা যায় যে, এনটিভি দীর্ঘ ১৮ বছর যাবৎ কুরআন-হাদীস ভিত্তিক উল্লিখিত অনুষ্ঠানাদি সম্প্রচারের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলছে।

৫. বাংলাভিশন: বাংলাভিশন একটি উপগ্রহ-ভিত্তিক বাংলাদেশী চ্যানেল। "দৃষ্টি জুড়ে দেশ" এই স্লোগানকে নিয়ে ২০০৬ সালের ৩১ মার্চ আনুষ্ঠানিক সম্প্রচার শুরু করে। এটি বাংলাদেশের জনপ্রিয় একটি চ্যানেল। চ্যানেলটির চেয়ারম্যান আব্দুল হক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আমিনুল হক।[১৩০]

ইসলামী অনুষ্ঠানমালা: বাংলাভিশনে সম্প্রচারিত ইসলামী অনুষ্ঠানমালা নিম্নরূপ-

***ধর্ম ও জীবন:** দর্শকদের অংশগ্রহণে জীবন ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন প্রশ্নের সরাসরি সমাধান জেনে নেয়ার বিশেষ অনুষ্ঠান। সপ্তাহে ১দিন জুমআ'বার বিকাল ৩-৪টা।

***কুরআনের আলো :** ২০০৯ সাল থেকে খুদে হাফেজদের অংশগ্রহণে প্রতিযোগিতামূলক বিগ শো।

* বর্তমানে প্রতিদিন সকালে কুরআন তিলাওয়াত; *সাপ্তাহিক বৃহস্পতি ও শুক্রবার ইসলামী অনুষ্ঠান;*মাসিক ও রমজানে তিনটি করে ইসলামিক টকশো; * রমজানে: ইফতার, সাহারী ও কুরআন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান;

***ইসলাম : সত্য ও সুন্দর-**বর্তমানে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে টকশো অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রতি জুমা বার একটি করে ৫২ সপ্তাহে ৫২টি এবং রমজান মাসে একটি করে ৩০টি সর্বমোট ৮২টি প্রোগ্রামের মাধ্যমে কুরআন-হাদীস ভিত্তিক টকশো প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ এর গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়। অতএব বলা যায় যে, বাংলাভিশন দীর্ঘ ১৫ বছর যাবৎ কুরআন-হাদীস ভিত্তিক উল্লিখিত অনুষ্ঠানাদি সম্প্রচারের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলছে।

৬. আরটিভি: আরটিভি বাংলাদেশ থেকে প্রচারিত একটি উপগ্রহ টেলিভিশন চ্যানেল। এটি ২৬ ডিসেম্বর ২০০৫-এ সম্প্রচার শুরু হয়।[১৩১] একই মালিকানাধীন ২০০৩ সালে এনটিভি নামে আরো একটি উপগ্রহ টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপিত করা হয়েছিল। এই টিভি চ্যানেলটির প্রধান কার্যালয় বিএস ইসি ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা। ২০১২ সালে আরটিভি বিশ্বজুড়ে তাদের অনুষ্ঠানগুলো সম্প্রচারের লক্ষ্যে সরাসরি অনলাইন ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সম্প্রচার শুরু করে। এর মালিকানায় রয়েছেন বেঙ্গল মিডিয়া কর্পোশেন লিমিটেড।[১৩২]

ইসলামী অনুষ্ঠানসমূহ

আরটিভি সম্প্রচারে আসার পর শিশু সাহিত্যিক মাহবুবুল হককে ইসলামিক বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হয়। জনাব মাহবুবুল হক দায়িত্ব পাওয়ার পর কুরআন-হাদীসভিত্তিক নিম্নে বর্ণিত অনুষ্ঠানসমূহ সম্প্রচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

শত প্রশ্ন : ডিসেম্বর ২০০৫ সালে প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়

---

১৩০. https://bn.wikipedia.org › wiki › বাংলাভিশন

১৩১ বাংলাদেশ অবজার্ভার, ১১নভেম্বর ২০০৫; https://bn.wikipedia.org › wiki › আরটিভি

১৩২ *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন ও বিজ্ঞান: কুরআন ও বিজ্ঞান নিয়ে পর্যালোচনামূলক বিশেষ অনুষ্ঠান।

হাদীস পাঠ: হাদীসের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণমূলক বিশেষ অনুষ্ঠান।

রামাদানের বিশেষ অনুষ্ঠান: ১.আলোকময়ী রমজান ২. মহিমাময়ী রমজান ৩.বরকতময় সাহরী

এ ছাড়া বিভিন্ন দিবস কেন্দ্রিক আরটিভি কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। আরটিভিতে ২০০৫ থেকে শুরু হয়ে ২০০৭ পর্যন্ত উক্ত অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সম্প্রচার হয়। ইসলামী বিভাগের প্রধান জনাব মাহাবুবুল হক ২০০৭ সালে আরটিভি থেকে চলে আসার পর উল্লেখিত অধিকাংশ অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়।

বর্তমানে ইসলামী অনুষ্ঠানমালা

প্রশ্ন করুন : জীবন ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে টেলিফোনে দর্শকদের অংশগ্রহণে সরাসরি বিশেষ অনুষ্ঠান। সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতি ও শুক্রবার বিকাল ৪.৩০মি. এ সরাসরি প্রচারিত হয়।

জুমআর ভাষণ: জুমআর খুতবার পর্যালোচনামূলক স্টুডিওতে বিশেষ অনুষ্ঠান।

হৃদয়ে মসজিদ: বিভিন্ন মসজিদের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নিয়ে আউটডোর ভিত্তিক বিশেষ অনুষ্ঠান।

জীবন জ্যোতী : ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে টক শো। এ ছাড়াও রামাদানে আরটিভি কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু অনুষ্ঠান করে থাকে। তাই বলা যায় যে, আরটিভি দীর্ঘ ১৬ বছর যাবৎ কুরআন-হাদীস ভিত্তিক উল্লিখিত অনুষ্ঠানাদি সম্প্রচারের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান রেখে চলছে।

৭. বৈশাখী টিভি: বাংলাদেশের একটি উপগ্রহ-ভিত্তিক টেলিভিশন স্টেশন। বাংলাভাষায় সম্প্রচারিত এই টেলিভিশন চ্যানেলটির স্টুডিও ঢাকার মহাখালীতে অবস্থিত। পুরো দেশ জুড়ে সম্প্রচার শুরু হয় ২৭ ডিসেম্বর ২০০৫ সালে।

ইসলামী অনুষ্ঠান: বৈশাখী টিভিতে প্রথম ইসলামী অনুষ্ঠান "বিসমিল্লাহ" শিরোনামে মাওলানা জাকির হোসেন আযাদীর পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হতো। যে অনুষ্ঠানে ১. তিলাওয়াত, তরজমা, তাফসীর ২. ইসলামী গান ইত্যাদি দিয়ে উক্ত অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার করা হতো।

ইসলামী জীবন : সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলাম বিষয়ে উপস্থিত দর্শকদের অংশগ্রহণে প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠান। ধারাবাহিকভাবে উক্ত অনুষ্ঠানটি ২০০৭ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রচার হয়। সমসাময়িক বিষয় ছিল উক্ত অনুষ্ঠানের আলোচ্য বিষয়। বিষয় সংশ্লিষ্ট সরকারী-বে-সরকারি দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

রমজানের সওগাত : ২০০৭ সালের রমজান থেকে মাসব্যাপী প্রতিদিন সরাসরি প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠান।

সুন্দর জীবন: নির্ধারিত বিষয়ে প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠান যা রমজান মাস ব্যতিত অন্যান্য মাসে রের্কড করে প্রতিদিন ভোর ৬ টায় প্রচার করা হয়।

আলোকিত পথ : নবী ও রাসূলদের বিভিন্ন ঐতিহাসিকসহ বিখ্যাত স্থাপনার উপর বিশেষ প্রামান্য চিত্র। রমজান মাসে প্রচারিত হয়।

কল্যাণময় সাহরী : রমজানে সাহরীর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশেষ টক শো।

হৃদয়ে জুম'আ বার : তিলাওয়াত, অনুবাদ, তাফসির ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা নিয়ে হৃদয়ে জুম'আবারের অনুষ্ঠান সাজানো হয়। যা শুক্রবার দুপুর ১২:৪৫ মিনিটে প্রচারিত হয়।

দেশে প্রবাসে ইসলাম : শুক্রবার দুপুর ১২:১০ সরাসরি প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠান। পরবর্তীতে নতুন আরেকটি অনুষ্ঠান নির্মাণ করেন যার নাম "শান্তির ধর্ম"। প্রসিদ্ধ ৪টি ধর্মের পণ্ডিতদের অংশগ্রহণে দর্শকদের সরাসরি প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠান। এছাড়াও বৈশাখী টেলিভিশন বিভিন্ন দিবসকেন্দ্রিক ইসলামী অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। রমজান মাসে ২টি বড় রিয়েলিটি শো হয়। তাই বলা যায় যে, বৈশাখী টিভি দীর্ঘ ১৫ বছর যাবৎ কুরআন-হাদীস ভিত্তিক উল্লিখিত অনুষ্ঠানাদি সম্প্রচারের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় ভূমিকা রেখে চলছে।

৮. ইসলামিক টেলিভিশন: ইসলামিক টেলিভিশন একটি উপগ্রহ-ভিত্তিক বাংলা ভাষার টেলিভিশন চ্যানেল। ১৪ এপ্রিল ২০০৭ এ সম্প্রচারে শুরু হয়। এটির অফিস ৩বার পরিবর্তন হয়ে সর্বশেষ অফিস ছিল ৩৪/১ পরিবাগে।

Dhaka University Institutional Repository

এটি বাংলাদেশের প্রথম ইসলামিক স্যাটেলাইট চ্যানেল। ৫ মে ২০১৩ তারিখে তথ্য ও প্রযুক্তি আইনে সম্প্রচার সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়।[১৩৩]

ইসলামিক টেলিভিশনের ইতিবৃত্ত : ২০০৪ সালে মেজর (অব:) সাঈদ ইসকান্দার, কর্ণেল মোস্তফা আনোয়ার, কর্ণেল ফরিদুল আকবার, ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই তিন বন্ধুর যৌথ উদ্যোগে একটি টেলিভিশন চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের যথাযথ আইন মেনে তৎকালীন সরকার এই টিভির অনুমোদন দেন। পরিচালক হিসেবে সাথে ওবায়েদুর রহমান খান নদভী ও শাহাবুদ্দীনকে যুক্ত করা হয়। সম্প্রচারে আসার পূর্বে অনুষ্ঠান বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন কবি মুহিব খাঁন। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ড্যান্ডি ডাইং-এর মিডিয়া ম্যানাজার জনাব শাহজানুল ইসলাম পলাশ। ২০০৭ এ বিএসইসি ভবনে অগ্নিকাণ্ডে শুরুতেই বিপুল পরিমানে ক্ষতির সম্মুখীন হয় এই চ্যানেলটি। পরবর্তীর্তে পরিবাগে অফিস স্থানান্তর করা হয়। পরিবাগে ইসলামিক টিভি স্থানান্তরের পর মেজর (অবসর) সাইদ ইসকান্দার টেলিভিশনের বিষয় গভীর মনযোগী হন। তার পরিকল্পনা, চিন্তা, বুদ্ধি ও বিবেক দিয়ে ইসলামিক টিভিকে ধীরে ধীরে বাংলাদেশের মুসলমানদের নিকট জনপ্রিয় করে তুলেন। গড়ে তুলেন কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে একটি পূর্ণাঙ্গ স্যাটেলাইট চ্যানেল। চ্যানেলটির সম্প্রচার বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।

- **ইসলামিক টিভির জনপ্রিয় অনুষ্ঠানসমূহ**

১. ডা: জাকির নায়েকের লেকচার বাংলায় ডাবিং করে প্রচার।

২. **জেনেনিন :** দর্শকদের সরাসরি অংশগ্রহণে জীবনঘনিষ্ঠ প্রশ্নোত্তরমূলক প্রতিদিনের অনুষ্ঠান। সপ্তাহে ৪ দিন সরাসরি ও ৩ দিন পূন:প্রচার করা হতো।

৩. **হাদীসে রাসূল (সা.) :** সহীহ হাদীসের বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণমূলক ধারাবাহিক অনুষ্ঠান।

৪. **তাফসীরুল কুরআন:** কুরআনে কারীমের ধারাবাহিক তাফসীর বিষয়ক অনুষ্ঠান।

৫. **ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান :** চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ইসলামী সমাধান জেনে নেয়ার সাপ্তাহিক ধারাবাহিক বিশেষ অনুষ্ঠান।

৬. **সালাত : শ্রষ্টার সান্নিধ্য :** সহীহভাবে সালাত আদায়ের বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের অনুষ্ঠান।

৭. **আলোকমালা :** আউটডোরে নির্ধারিত বিষয়ের উপর আলোচনা ও দর্শকদের উম্মুক্ত প্রশ্নোত্তরের ভিন্নধর্মী ধারাবাহিক সাপ্তাহিক বিশেষ অনুষ্ঠান।

৮. **মক্কা মদীনার জুমআর খুতবা :** মক্কা মদীনার জুমআর খুতবা বাংলায় ডাবিং করে সম্প্রচারিত জুমআবারের নিয়মিত আয়োজন।

৯. **সুন্নাহর আলোকে মুমিন জীবন:** একজন মুমিনের জীবন যাপনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ধারাবাহিক সাপ্তাহিক আলোচনা অনুষ্ঠান।

১০. **যাকাত-ই সমৃদ্ধি:** ইসলামের যাকাত বিধান, আধুনিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে বাস্তবায়নের কৌশল নিয়ে ১২ পর্বের ধারাবাহিক বিশেষ অনুষ্ঠান।

১১. **কাবার পথে :**মুসলিম উম্মাহর মহা সম্মিলন হাজ্জ সম্পর্কিত সার্বিক বিষয়ে টেলিফোনে দর্শকদের সরাসরি অংশগ্রহণ ও টেলিকন্ফারেন্সে একজন বিশেষজ্ঞের মতামতসহ দেশবরেণ্য আলেমেদীনদের অংশগ্রহণে ৩০পর্বের সরাসরি অনুষ্ঠান।

১২. **ইসরা ও মি'রাজ : একটি পর্যালোচনা:** মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা:-এর ইসরা ও মিরাজ উপলক্ষে কুরআন ও সুন্নায় যে বর্ণনা রয়েছে তার যৌক্তিক বিশ্লেষণমূলক ৪ পর্বের বিশেষ অনুষ্ঠান।

১৩. **দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম :** মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন অনুসঙ্গ নিয়ে নাটিকা ও তার আলোকে কুরআন ও সুন্নাহর সমাধান যেনে নেয়ার ধারাবাহিক সাপ্তাহিক প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠান।

১৪. **ব্যাটল অফ ইসলাম:** ইসলামে সংঘঠিত যুদ্ধের ২৭টি গাজওয়া ও অসংখ সারিয়ার কারন ও ফলাফল নিয়ে সাপ্তাহিক নিয়মিত বিশেষ অনুষ্ঠান।

---

১৩৩ https://bn.wikipedia.org › wiki › ইসলামিক টিভি

Dhaka University Institutional Repository

রমজান মাসের অনুষ্ঠানসমূহ

১. **সমাগত মাহে রামাদান :** রামাদানের পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রস্তুতিমূলক আলোচনা অনুষ্ঠান, যা রমজানের ১৫ দিন পূর্ব থেকে প্রচার হত।

২. **তারাবিকে জানুন :** বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় গিয়ে ঐজেলার জনপ্রিয় আলেমগণ ও দর্শকদের অংশগ্রহণে খতমে তারাবীহতে পঠিতব্য অংশের ধারাবাহিক বিশ্লেষণ, করণীয় ও বর্জনীয় নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান।

৩. **রমজানের বারোতা :** ইফতারের পূর্বে ইসলামী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান যা রামাদানের প্রতিদিনের আয়োজন।

৪. **30 Steps to Heven :** পবিত্র মাহে রমজানেরর ঐতিহাসিক বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি রমজানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও ইসলামিক স্কলারগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন।

৫. **বরকতময় সাহরী:** রমজানে সাহরীর ইতিহাস, বরকত, রোযার বিভিন্ন বিষয়, মুমিন জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে টক শো। কিউ এস মাল্টিমিডিয়া ও দাওয়াহ টিভির যৌথ প্রযোজনায় উক্ত অনুষ্ঠানটি নির্মাণ ও প্রচার হয়েছে।

৬. **টিকিট টু হ্যাভেন :** বছর জুড়ে হাজার মাসের চাইতে শ্রেষ্ঠ একটি রাত রয়েছে আর তা হল লাইলাতুল ক্বদর যেদিন মহা গ্রন্থ আল-কুরআনুল কারী নাযিল করেছেন। ২০ রমজান-এর পর বেজোড় দিনগুলোতে ঐ রাত্রিকে তালাশ করার জন্য নির্দেশনা রয়েছে। সেরা সেই বরকতময় রাত্রিটির বরকত পাওয়ার আশায় ঐ রাতের বরকত, ফজিলত ও মর্যাদার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ৫ পর্বের বিশেষ অনুষ্ঠান যা রমজানের ২০, ২২, ২৪, ২৬, ২৮ তম রাতে সম্প্রচার হয়ে থাকে।

ঈদের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান

১. **উল্টো :** কুরআন ও সুন্নাহ কী বলে, আর আমরা কী করি, অর্থাত নিজের ও সমাজের জন্য যা ভাল তা না করে উল্টো কাজটি করতে মানুষ বেশি পছন্দ করে এই ধরনের কিছু থিম নিয়ে ঈদের বিশেষ আয়োজন।

২. **আবার আসিব ফিরে:** রমজানের একমাস সিয়াম পালন করার পর ঈদ সমাগত হয়। একমাসের যে বিশেষ ইবাদাত, এটি আবার ও একটি বছর পর ফিরে আসবে, কিন্তু মুসলিম উম্মাহ তার হক যথাযথ পালন করতে পেরেছে কী না, অথচ রমজান চলে যাচ্ছে আর সে জানিয়ে দিচ্ছে আমি চলে যাচ্ছি : আবার ও ফিরে আসব একটি বছর পর। রমজানের এই প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি নিয়ে ঈদের জন্য বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান।

কুরবানীর ও আমাদের সমাজ : ঈদুল আযহা উপলক্ষে কুরবানীর বিভিন্ন কৌশল, পদ্ধতি, পশু ও পরিবেশ কেন্দ্রিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সচিত্র প্রতিবেদনমূলক অনুষ্ঠান। অতএব বলা যায় যে, ইসলামিক টিভি দীর্ঘ ০৬ বছর যাবৎ কুরআন-হাদীস ভিত্তিক উল্লিখিত অনুষ্ঠানাদি সম্প্রচারের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অসামান্য অবদান রাখে।

৯. মাইটিভি : মাই টিভি একটি উপগ্রহ ভিত্তিক বাংলাভাষার টেলিভিশন চ্যানেল। প্রয়াত ওমেদা বেগম বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মাইটিভি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি ১৫ এপ্রিল ২০১০ থেকে প্রচারিত হচ্ছে। এটি বাংলাদেশের জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল। বিশ্বেও ১৫৩ দেশে সম্প্রচারিত হয়। বাংলা সিনেমা প্রচারের জন্য গ্রামে বেশ জনপ্রিয় এই টিভি চ্যানেলটি। [১৩৪]

ইসলামিক অনুষ্ঠান: জনপ্রিয় ইসলামী অনুষ্ঠানসমূহ নিম্ন রূপ-

আমার সকাল: কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একক আলোচনা অনুষ্ঠান।

হক্ক কথা: দর্শকদের অংশগ্রহণে সরাসরি প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠান। মাওলানা নুরুল ইসলাম ফারুকীর উক্ত অনুষ্ঠানটি সরাসরি দর্শকদের প্রশ্নোত্তর দিতেন।

সহজে নামাজ শিক্ষা: সালাত বিষয়ক বিশেষ অনুষ্ঠান।

---

১৩৪ https://bn.wikipedia.org › wiki › মাই টিভি

Dhaka University Institutional Repository

তালিমুল কুরআন: মাওলানা ক্বারী মো: সেলিম-এর নিজস্ব কৌশলে, নতুন পদ্ধতিতে গাজী আনাস-এর প্রযোজনায় কুরআন সহীহভাবে শিক্ষা করার প্রশিক্ষনমূলক নিয়মিত বিশেষ অনুষ্ঠান।

মুসাফির: মাওলানা হেদায়াত উল্লাহর উপস্থাপনায় রামাদান পুরো মাস জুড়ে বিশ্বের বিভিন্নস্থানে ইসলামী বিভিন্ন স্থাপনা ও নিদর্শনের উপর ডকুমেন্টারী। কিউ এস মাল্টিমিডিয়া ও প্রযোজনায় উক্ত অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার হয়। তাই বলা যায় যে, মাইটিভি দীর্ঘ ১১ বছর যাবৎ কুরআন-হাদীস ভিত্তিক উল্লিখিত অনুষ্ঠানাদি সম্প্রচারের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় ভূমিকা রেখে চলছে।

১০. চ্যানেল টুয়েন্টিফোর: চ্যানেল টুয়েন্টিফোর একটি উপগ্রহ ভিত্তিক স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল। ২০১২ সালের ২ মে বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে পথচলা শুরু করে।[১৩৫] এটি শুরুতে বিনোদন ও সংবাদ এবং পরবর্তীতে সংবাদ নির্ভর টিভিতে রূপান্তর হয়।

ইসলামী অনুষ্ঠান

শান্তির পথে: প্রতি জুমআবারে কুরআন-হাদীসের বিষয়ভিত্তিক বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান।

আলোর জ্ঞান : সপ্তাহের প্রতি জুমআবারে ১২:১০ নিয়মিত কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে টক শো। দেশবরেণ্য খ্যাতিমান আলোচকগণ উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

আলোকিত নারী : নারী অঙ্গনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা অধ্যাপক ও গবেষকদের অংশগ্রহণে আলোচনা অনুষ্ঠান। প্রতি জুমআবার দুপুর ১২:৩০ মি:। এ ছাড়া ইসলামী বিশেষ দিবসকেন্দ্রিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে চ্যানেল কর্তৃপক্ষ।

১১.জিটিভি: জিটিভি একটি উপগ্রহ ভিত্তিক বাংলাভাষার টেলিভিশন চ্যানেল। ২০১২ সালের ১২ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে এই চ্যানেলটি।[১৩৬] বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার সেগুনবাগিচাতে চ্যানেলটির প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। ২০১৪ সালে চ্যানেলটি ১৫৬ কোটি টাকা দিয়ে ৬ বছরের জন্য বিসিবির সম্প্রচার স্বত্ত্ব কিনে নেয়।[১৩৭]

ইসলামী অনুষ্ঠানসমূহ

জীবনের আলো : প্রতিদিন ভোরবেলা সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত, তরজমা ও হামদ-নাতের সমন্বয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান। তিলাওয়াতের অডিওতে তিলাওয়াতের আলোকে বিভিন্ন দৃশ্যের মাধ্যমে, সুন্দর করে আরবী টেক্স গ্রাফিক্স-এর সমন্বয়ে অনুষ্ঠানটি নির্মাণ করা হত। হামদ ও নাত পরিবেশন করতেন দেশের প্রখ্যাত নজরুল ও ইসলামী সঙ্গীতের বিভিন্ন শিল্পীবৃন্দ।

জিজ্ঞাসা ও জবাব: টেলিফোনে দর্শকদের সরাসরি অংশগ্রহণে জীবনঘনিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দেশবরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদদের অংশগ্রহণে প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠান।

১২. এশিয়ান টিভি: এশিয়ান টিভি একটি উপগ্রহ ভিত্তিক বাংলা ভাষার টেলিভিশন চ্যানেল। ১৮ জানুয়ারি ২০১৩ সালে চ্যানেলটি পূর্ণাঙ্গ সম্প্রচারে আসে।[১৩৮] এশিয়ান পরিবারের কর্ণধার হারুন আর-রশীদ সিআইপি চ্যানেলটির চ্যায়ারম্যান হিসেবে বর্তমানে রয়েছেন।

ইসলামিক অনুষ্ঠান

এশিয়ান টিভিতে নিয়মিত কিছু ইসলামী অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। তবে সেই অনুষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন হাউজ-এর তত্ত্বাবধানে চাংক-এর মাধ্যমে এশিয়ান টিভিতে সম্প্রচার হয়। নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

১. **তাফসিরুল কুরআন :**কুরআনুল কারীমের তাফসির বিষয়ক অনুষ্ঠান। প্রতিদিন সকাল ৭:৩০ মিনিটে প্রচার হয়। কিউ মাল্টিমিডিয়া।

---

১৩৫ https://bn.wikipedia.org › wiki › চ্যানেল – টুয়েন্টিফোর

১৩৬. এম এ খান মাসুদ সম্পাদিত, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা: ৩০মে ২০১৪; https://bn.wikipedia.org › wiki › জিটিভি

১৩৭. মতিউর রহমান, সম্পাদিত, *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা: ১৭মে ২০১৪ ও ৩০ মে ২০১৪।

১৩৮. পূর্ণাঙ্গ সম্প্রচারে এশিয়ান টিভি, *দৈনিক সমকাল*, ১৯ জানুয়ারি ২০১৩, শনিবার।

Dhaka University Institutional Repository

২. **ইসলামী সাওয়াল জাওয়াব:** প্রতি জুমআবার বেলা ১১:৩০ মি. জীবন ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠান। বাংলাদেশের সেরা মিডিয়া ব্যক্তিত্বগণ উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন।

৩. **বরকতময় সাহরী :** রমজানে সাহরীর বিশেষ অনুষ্ঠান, এতে দেশবরেণ্য আলেমগণ উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন।

৪. **মোবারক হো মাহে রমজান :** রমজানের সাহরীতে বিশেষ অনুষ্ঠান

৫. **ইসলামের ইতিহাস :** ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্থাপনার পরিচিতি নিয়ে দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে রেকর্ডিংকৃত বিশেষ অনুষ্ঠান।

৬. **আলোকিত রমজান :** বিশ্বজয়ী হাফেজদের জীবন ও কর্ম নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান।

তাই বলা যায় যে, এশিয়ানটিভি দীর্ঘ ০৮ বছর যাবৎ কুরআন-হাদীস ভিত্তিক উল্লিখিত অনুষ্ঠানাদি সম্প্রচারের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় ভূমিকা রেখে চলছে।

ইলিক্ট্রনিক মিডিয়ায় হাদীস চর্চার প্রভাব

ইলিক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম তথা হাদীস চর্চার ধারায় অভূতপূর্ব সাফল্য সূচিত হয়েছে। এর বদৌলতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির দোরগোড়া পর্যন্ত দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানো সহজ হয়েছে। মানুষ বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচারিত এ সকল অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে ধর্মীয় (কুরআন-হাদীসের) জ্ঞান লাভের সাথে সাথে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানও খুঁজে পায়। ইলিক্ট্রনিক মিডিয়ার কল্যাণে দ্বীন প্রচারের কাজ খুব সহজ ও জনহিতকর হিসেবে পরিগণিত হলেও বাস্তবে এর কিছু বিরূপ প্রভাবও রয়েছে। কেননা পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, মিডিয়া কর্তৃপক্ষ সময় ও যুগের চাহিদার আলোকে বিভিন্ন বিষয়ে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকেন। একেক অনুষ্ঠানের ভিন্ন মত ও আদর্শের অতিথি আমন্ত্রণ করা হয়, কিংবা একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ লালনকারী আলেমদের বিভিন্ন চ্যানেলে আলোচক হিসেবে নির্বাচন করা হয়, ফলে মতাদর্শের ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন ঘরানার আলিম-ওলামা ও হাদীসবিদগণ নিজস্ব মতাদর্শ ও দর্শনের ভিত্তিতে বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং একই জিজ্ঞাসার পরস্পর বিরোধী বক্তব্য দিয়ে থাকেন। যার কারণে সাধারণ জনগণ কখনো কখনো দিধা-দ্বন্দ্বে, কখনও বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হন। একই বিষয়ের সমাধান একেক স্কলার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করেন বিধায় সমাজে সর্বসাধারণদের মাঝেও মতপার্থক্যের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। এর কারণে সমাজে মতাদর্শ ভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থাও দিকে ধাবিত হওয়ার প্রবণতা প্রতিভাত হচ্ছে। ধর্মীয় উৎসব, সংস্কৃতি, ঈদ উদযাপণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডগুলোও নিজ নিজ অনুসৃত আলিমদের আদর্শে উদযাপন প্রতীয়মান হয়েছে। এ ধরনের মতপার্থক্য ও ধর্মীয় অনৈক্য একদিকে যেমন সামাজিক মেলবন্ধন ঢিলেঢালা করে নতুন নতুন সংকট তৈরিতে উৎসাহ যোগায়; তেমনি ধর্মের ব্যাপারে সর্বসাধারণের এক ধরনের অনিহা সৃষ্টি করে। ফলে ধর্মের আসল শিক্ষা বিস্মৃত হয়ে গোষ্ঠিগত দলাদলিতে লিপ্ত হতে দেখা যায়।

৪.২.৩ বাংলা ভাষায় অ্যাপলিকেশন ভিত্তিক হাদীস চর্চা

তথ্য-প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন জনগণের জীবন-যাপনকে অনেকটা সহজ করেছে। গত এক দশক আগেও মানুষের হাতে মোবাইল ফোন থাকলেও স্মার্ট ফোন এর ব্যবহার বর্তমান সময়ের মত এতো সহজলভ্য ছিল না। এখন প্রায় মানুষের হাতে স্মার্ট ফোন দেখা যায়। এন্ড্রয়েট, এ্যাপল, উইন্ডোজ ইত্যাদি ভার্সনের অ্যাপলিকেশন সিস্টেম স্মার্ট ফোনের ব্যবহার আরও ত্বরান্বিত করছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বাণী মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে সচেতন বিশেষজ্ঞ মহলের তত্ত্বাবধানে অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন তৈরি হয়েছে। এ সকল অ্যাপ্লিকেশন স্মার্ট ফোনে ইনস্টল করার মাধ্যমে খুব সহজে হাদীসের পাঠ-পঠন ও চর্চা করা যায়। ক্লিকের মাধ্যমে মুহূর্তেই লক্ষ্য হাদীসের মধ্য থেকে কাঙ্ক্ষিত হাদীসটি খুঁজে নেওয়া যায়। বিশেষজ্ঞদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে যে, অ্যাপলিকেশনের মাধ্যমে হাদীস চর্চার এ ধারা বর্তমান সময়ে আরো জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে। নিম্নে প্রসিদ্ধ কতিপয় বাংলা ভাষায় হাদীস ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনের পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হলো-

Dhaka University Institutional Repository

আল হাদিস

অনলাইনে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রত্যেকটি হাদীস গ্রন্থ সকলের জন্য সহজলভ্য করা, হাদীসের ডাটাবেস তৈরী করা, হাদীস অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা, হাদীসের মান তথা সহীহ, জ'ঈফ, মাওযু' সম্পর্কে সচেতন করবার উদ্দেশ্যে ২০১২ সালে যাত্রা শুরু হয় এই আই-হাদীস প্রজেক্টের। এই অ্যাপটি এতটাই দ্রুত কাজ করে, যাই অনুসন্ধান করা হোক না কেন সব হাদীসের বইয়ের ভেতর খুঁজে এক মুহূর্তেই রেজাল্ট বের করে আনতে পারে। সুদৃশ্য একটি ড্রয়ার আছে এই অ্যাপে। এতে বুকমার্ক, সেটিংস সহ বেশ কিছু অপশন আছে। এতে হাদীসের রেঞ্জসহ হাদীসের অধ্যায়গুলো দেখা যায়। অধ্যায়ে ক্লিক করলে পরের পেজে হাদীস দেখাবে। ই-হাদীস অ্যাপের অন্যতম মূল আকর্ষণ হাদীস পেজ। মাল্টিপল ভিউ এবং সিঙ্গেল ভিউ এই দুইটি ভিউই আছে। আরও রয়েছে স্মুথ স্ক্রল এক্সপেরিয়েন্স। এক হাদীস থেকে দ্রুত আরেক হাদীসে জাম্প করার সুবিধাও রয়েছে। এতে রয়েছে সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবন মাজাহ, সহীহ হাদীসে কুদসী, ৪০ হাদীস ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থরাজি।[১৩৯]

বাংলা হাদিস

"বাংলা হাদীস" এটি বাংলা ভাষায় ইসলামকে সঠিকভাবে জানার প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞানকে সম্বন্বয়ের একটি প্রচেষ্টা। বর্তমান অ্যাপটি এমন ভাবে তৈরী করা হয়েছে যাতে যে কেউ এর মাধ্যমেই তার যাবতীয় প্রয়োজনীয় ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও সংরক্ষণ করতে পারে। এতে সর্বমোট ২৫ টি হাদীসের গ্রন্থের অন্তর্গত ৮৪ হাজারেরও অধিক হাদীস রয়েছে। ইসলামী গ্রন্থাবলী অংশে আছে ১৩০ টি বই। হাদীস সম্পর্কিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে সহীহ বুখারী (তাওহীদ), সহীহ বুখারী (ইফাবা), সহীহ মুসলিম (হাদীসএকাডেমী), সহীহ মুসলিম, (ইফাবা), সুনান আবূ দাউদ (তাহকীককৃত), সুনান আবূদাউদ (ইফাবা), সূনান আত তিরমিজী (ইফাবা), সূনান নাসাঈ (ইফাবা), সুনান ইবন মাজাহ, সুনান আদ-দারেমী, মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত), রিয়াযুস সালেহীন, মুসনাদ আহমাদ, মুয়াত্তা মালিক, সুনান আদ-দারাকুতনী, সহীহ শামায়েলে তিরমিযী, আল-লুলু ওয়াল মারজান, বুলুগুল মারাম, আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীস সম্ভার, সহীহ হাদীসে কুদসী, রমযান বিষয়ে জাল ও দূর্বল হাদীসসমূহ। [১৪০]

তিরমিযী শরীফ (সম্পূর্ণ)

জামি' আত-তিরমিযী সম্পূর্ণ নিয়ে এই অ্যাপ। ইমাম আবূ ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.) এর সহীহ শামায়েলে তিরমিজি এবং জামি' আত-তিরমিজি এর সম্বন্বয়ে নির্মিত এটি একটি পিডিএফ বেইসড অ্যাপ। তিরমিযী শরীফ ও সহীহ শামায়েলে তিরমিযী পিডিএফ এর সব খণ্ড এক সাথে পাওয়া যায় এই অ্যাপসটিতে। ইমাম **তিরমিযী (রহ.) পূর্ণ নাম আল-ইমামুল হাফেজ আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন সওরাহ ইবন মুসা ইবন মুসা** ইবন দাহহাক আস-সুলামী, আস-সাকানী, আত-তিরমিযী, আল-বুগি। তিনি জায়হুন নদীর বেলাভুমে অবস্থিত তিরমিয নামক প্রাচীন শহরের বুগ নামক স্থানে ২০৯ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীসে অপরিসীম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সংকলিত হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে জা'মি আত-তিরমিযী অন্যতম। এটি জা'মি পর্যায়ের হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় এবং প্রখ্যাত ছয়টি হাদীস গ্রন্থের মধ্যে এটির অবস্থান তৃতীয়। এই হাদীস গ্রন্থটি সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন, "যার ঘরে এই কিতাবখানি থাকবে, মনে করা যাবে যে, তার ঘরে স্বয়ং নবী (সা) অবস্থান করছেন ও নিজে কথা বলছেন।"[১৪১]

সিহাহ সিত্তাহ: বিশুদ্ধ হাদীসের গ্রন্থসমূহ

সিহাহ সিত্তাহর সকল বাংলা হাদীস গ্রন্থ নিয়ে আল হাদীস অ্যাপটির বিন্যস্ত। সিহাহ সিত্তাহর কিতাব গুলি হচ্ছে সহীহুল বুখারী,সহীহ মুসলিম, সুনান আবু দাউদ, সুনান আত তিরমিজি, সুনান ইবন মাজাহ, সুনান নাসাঈ।

---

১৩৯ Web Version : http://beta.ihadis.com/

১৪০ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hadithbd.banglahadith&hl=en

১৪১ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.royal_bengal_apps.tirmizi_sharif_bangla&hl=en

Dhaka University Institutional Repository

বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফ এই বাংলা হাদীস গ্রন্থদ্বয় যদি একই হাদীস বর্ণিত থাকে তাহলে সেই হাদীসকে বলা হয় মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদীস। বুখারী শরীফ সম্পূর্ণ এবং মুসলিম শরীফ সম্পূর্ণকে এক সাথে বলা হয় সহীহাইন। সহীহাইন ছাড়া আরও চারটি সুনান গ্রন্থ রয়েছে। হাদীসের প্রধান ছয়টি গ্রন্থকে একত্রিতভাবে কুতুব আল সিত্তাহ বা সিহাহ সিত্তাহ বলা হয়ে থাকে। নির্ভরযোগ্যতার বিচারে এগুলোর ধারাবাহিকতা হলো: সহীহ বুখারী, সংকলক: ইমাম বুখারী (মৃ.৮৭০), সহীহ মুসলিম, সংকলক: মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মৃ.৮৭৫), সুনান নাসাঈ, সংকলক: ইমাম নাসাঈ (মৃ. ৯১৫), সুনান আবু দাউদ, সংকলক আবু দাউদ (মৃ. ৮৮৮), সুনান আল-তিরমিজী সংকলক: মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিজী (মৃ. ৮৯২) ও সুনান ইবন মাজাহ, সংকলক: ইবন মাজাহ (মৃ. ৮৮৭)।[১৪২]

বাংলা বিষয় ভিত্তিক হাদিস

এ অ্যাপটিতে রয়েছে বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিজী শরীফ, মুন্তাখাব হাদীস ইত্যাদি সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে বাছাই কৃত হাদীস এছাড়াও বাংলা হাদীস, হাদীস গ্রন্থ, বাংলা হাদীস শরীফ, ইসলামিক উক্তি, সহীহ হাদীস, নবীজির বাণী, জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কিত হাদীস ইত্যাদি। বাংলা হাদীস শরীফ থেকে কেউ চাইলে সঠিক উৎস খুঁজে বের করারও সুযোগ রয়েছে।[১৪৩]

মুন্তাখাব হাদিস

বাংলা ইসলামী অ্যাপ্লিকেশন একটি জনপ্রিয় অ্যাপ। এতে 'মুনতাখাব হাদীস' শিরোনামে হাদীস সংকলন করা হয়েছে। যথা- মুন্তাখাব হাদীস: অংশ-১ কালেমা, ঈমান, মুন্তাখাব হাদীস; অংশ-২ নামায; অংশ-৩ এলম ও জিকির; অংশ-৪ একরামে মুসলিম; অংশ-৫ এখলাসে নিয়ত, মুন্তাখাব হাদীস; অংশ-৬ দাওয়াত ও তাবলীগ; অংশ-৭ অহেতুক কথা ও কাজকর্ম থেকে বাচা। মুন্তাখাব হাদীস একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হাদীসের কিতাব। এতে শুধু সহীহ হাদীস সংকলিত হয়েছে। তাই এই কিতাবটি সর্বজন সমাদৃত হয়েছে। এ অ্যাপসটি দিয়ে হাদীসকে বাংলা/আরবী/ইংরেজীতে অনুবাদ করার সুযোগ রয়েছে।[১৪৪]

সহিহ হাদিসে কুদসি শরীফ

অ্যাপটিতে সহীহ হাদীসে কুদসির সব কয়টি খণ্ডের সংকলন একত্রিত করা হয়েছে। তাই অনলাইনে পড়ার সুযোগ রয়েছে এবং চাইলে ডাউনলোড করেও অফলাইন পড়া যায়। এর সাথে অন্যান্য হাদীসগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে- বুখারী শরীফ, বুলুগুল মারাম, সুনানে আবু দাউদ, জামে আত-তিরমিজি, মিশকাতুল মাসাবিহ, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, শামায়েল তিরমিযি, সহীহ ফাযায়েলে আমল, সহীহ হাদীসে কুদসি, সহীহ মুসলিম (৭৫০০ টি হাদীস), সুনানে ইবন মাজাহ, সুনানে আন-নাসায়ী (৫৭০০ টি হাদীস), আবদুল মুফরাদ, হাদীস সম্ভার, ১০২ টি জাল হাদীস,আল-লুলু ওয়াল মারজান, মিশকাতে জয়িফ হাদীস, জুজউল রাফায়েল ইয়াদাইন, রাসূল (সা.)-এর ১০০ টি সহীহ হাদীস, রিয়াদুস সালেহীন, সিলসীলা সহীহা, সহীহ তারগিব ওয়াত তাহরিব অ্যাপসগুলো পাঠকদের মূল্যবান কমেন্টেস ও রেটিং দিয়ে প্রকাশককে উৎসাহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।[১৪৫]

হাদিসে কুদসি

সহীহ হাদীসে কুদসি ইসলামিক বাংলা অ্যাপটিতে কেবল সহীহ হাদীসগুলো বাংলা ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) যেসব হাদীস আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করেছেন আলেমগণ সেগুলোকে হাদীস কুদসি নামে অভিহিত করেছেন। বাংলা সহীহ হাদীসে কুদসি এই ইসলামিক অ্যাপটিতে যে সকল বাংলা হাদীস রয়েছে

১৪২ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.royal_bengal_apps.sisah_sittah_al_hadith&hl=en
১৪৩ https://play.google.com/store/apps/details?id= com.uniquebanglaapps.bangla_bishoy_vittik_hadis
১৪৪ Bangla Islamic app ,Top of Stack Software Limited
১৪৫ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.muslim.hadise.kudsi.book&hl=en

Dhaka University Institutional Repository

তার সবই প্রায় সিহাহ সিত্তাহ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ থেকে চয়ন কৃত সহীহ হাদীসমূহের একটি সংকলন। হাদীসমূহের মধ্যে এমন কতগুলো হাদীস রয়েছে যেগুলো আল্লাহর নবী (সা.) নিজ জবানে বর্ণনা করলেও তা মহান আল্লাহ তা'আলার নামে বিবৃত হয়েছে। যেমন -আল্লাহ তা'আলা বলেছেন এ ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীস শাস্ত্র বিশারদগণের নিকট এগুলো হাদীসে কুদসী নামে পরিচিত। রাসূল্লাহ (সা.) যখন এ হাদীসগুলো ব্যক্ত করতেন, তখন তা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা করতেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেছেন বা বলেন, আবার কখনও বা বলতেন, জিবারাঈলকে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, কিংবা জিবরাঈল (আ.) আমাকে বলেছেন। মোটকথা যেসব হাদীসের মর্ম রাসূল্লাহ (সা.) আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম কিংবা জিবরাঈল (আ.) এর মাধ্যমে জ্ঞাত হয়ে নিজ ভাষায় প্রকাশ করেছেন, তাই হাদীসে কুদসী হিসেবে সুপরিচিত। এই ধরনের হাদীসগুলো নিম্নোক্ত শিরোনামে তথা পাপ-পুন্য, নিয়ত, শিরক, তাওহীদ, তাকওয়া, আল্লাহর অনুগ্রহ, নিয়ত, যিকির, তওবা ও ইস্তিগফার, কুফর, জান্নাত, জাহান্নাম, হাশর, উম্মতে মুহাম্মাদির ফযিলত, তাকওয়া, মুসলিমভ্রাতৃত্ব, মুমিন, সালাত, মেরাজের, তাকদির, সালাতুর রাসূল ইত্যাদি শিরোনামে অ্যাপটিকে সাজানো হয়েছে।[১৪৬]

হাদীসের গল্প

হাদীস শরীফের 'শিক্ষামূলক গল্প' ইসলামী শিক্ষার অফুরন্ত উৎস। কোরআনের ঘটনা, কোরআনের তাফসির, হাদীস শরীফের বিভিন্ন শিক্ষনীয় ঘটনা ও হাদীসের গল্প শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে। তাই সাহাবাদের জীবনী তথা হায়াতুস সাহাবা ও হেকায়েতে সাহাবা, মহিলা সাহাবি, আসহাবে রাসুলের জীবনকথা ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থগুলো থেকে নির্বাচিত হাদীসের গল্প এ অ্যাপটিতে স্থান পেয়েছে। এই অ্যাপে আরও আলোচিত হয়েছে- নবীদের জীবনী, হযরত আদম (আ.), হযরত মুসা (আ.), মহানবী (সা.), হযরত আলী (রা.), ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম গাজ্জালি (রহ.) প্রভৃতি মনীষীগণের জীবনী। এ ছাড়াও হাদীসের কাহিনী কুরআনের তাফসীর, সহীহ বুখারী শরীফ, সহীহ মুসলিম শরীফ, সুনানে আবু দাউদ শরীফ, তিরমিজী শরীফ, মুসনাদে আহমদ, সুনানে নাসাঈ ইত্যাদি উৎসসমূহ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।[১৪৭]

রিয়াদুস সালেহীন

অ্যাপটিতে রিয়াদুস সালেহীন সব কয়টি খণ্ড সংকলন করা হয়েছে। পাঠকদের জন্য ডাউনলোড করে অফলাইনেও পড়ার সুযোগ রয়েছে। এর সাথে অন্যান্য হাদীসের বই তথা সহীহ বুখারী, বুলগুল মারাম, সুনানে আবু দাউদ, জামে' আত-তিরমিজী, মিশকাতুল মাসাবিহ, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, শামায়েলে তিরমিজী, সহীহ ফাযায়েলে আমল ইত্যাদি হাদীস অ্যাপস আকারে করা হয়েছে।[১৪৮]

বাংলা হাদিস

বাংলা বিষয় ভিত্তিক হাদীস অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ সমূহ হতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বাছাইকৃত সহীহ বাংলা বিষয় ভিত্তিক হাদীসগুলোর একটি বিশেষ সংকলন। রাসূল্লাহ (সা.) এর নবুয়াতী জীবনের সকল কথা, কাজ এবং অনুমোদনকে হাদীস বলে। হাদীস ইসলামী শরীয়াতের বিধিবিধান সমূহের ২য় উৎস। হাদীস এর গুরুত্ব অপরিসীম। এই বাংলা ইসলামিক অ্যাপ এ ১০ টি বিভাগে বিভক্ত বিষয় ভিত্তিক হাদীস উপাস্থাপিত হয়েছে। এর নির্মামাতাদের প্রত্যাশা, এই "বাংলা হাদীস" নামক অ্যাপটি বাঙ্গালী পাঠকবৃন্দ অনেক উপকৃত হবেন। এতে যে সকল বিষয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে- ঈমান, কুরআন, নামায, জিহাদ, হজ্জ ও যাকাত, রোযা, বিয়ে ও পরিবার, হাশর, জান্নাত ও জাহান্নাম, হাদীসে কুদসি, জাল হাদীস।[১৪৯]

---

১৪৬ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bestbanglaapps.hadisaKudsi

১৪৭ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bestbangla.al_quran_bangla_story;https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uniqueapp.mohanobir_jiboni

১৪৮ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.muslim.riyadus.salehin.hadis&hl=en

১৪৯ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.usefulappsbd.bangla_hadis_sharif

Dhaka University Institutional Repository



আল হাদিস

বাংলা ভাষী পাঠক যারা মাতৃভাষায় হাদীস চর্চা করতে আগ্রহী তাদের জন্য নির্মিত হয়েছে। এই অ্যাপ্সটি যে সকল হাদীস গ্রন্থ রয়েছে- সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিজী, ইবন মাজাহ, সহীহ হাদীসে কুদসী, ৪০ হাদীস ইত্যাদি।[১৫০]



বাংলা হাদিস

বাংলা হাদীস সমূহ নিয়ে আমাদের এই বাংলা হাদীস শরীফ অ্যাপ। এই অ্যাপটিতে রয়েছে বিষয়ভিত্তিক বাংলা হাদীস। হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে এইসব হাদীস বাংলায় সংকলন করা হয়েছে। এতে সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবন মাজাহ, সহীহ হাদীসে কুদসী, ৪০টি হাদীস ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে হাদীস সংকলন করা হয়েছে। এই অ্যাপটি একবার ডাউনলোড করে অফলাইনেও ব্যবহার করা যায়। এ ছাড়াও এতে রয়েছে সোশ্যাল শেয়ারিট অপশন যা দিয়ে অন্যান্যদেরসাথে গুগুলপ্লাস থেকে শুরু করে ফেসবুকে ও শেয়ার করা যায়।[১৫১]



বাংলা ছোট হাদিস

বাংলা হাদীস নিয়ে এই বাংলা ছোট হাদীস নামে 'অ্যাপটি' নির্মাণ করা হয়েছে। কিছু সহীহ হাদীস নিয়ে এই অ্যাপটি নির্মান করা হয়েছে। এই হাদীস অ্যাপটির সকল কনটেন্ট অনলাইন সাইট থেকে সংগ্রহ করে পাঠকদের জন্য হাদীসের বই হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলা হাদীস শরীফ থেকে পাঠক চাইলে সঠিক উৎস খুঁজে বের করতে পারবেন।[১৫২]



মহানবীর (সা.) মহামূল্যবান বাণী

মহানবীর (সা.) মহামূল্যবান বাণী অ্যাপটি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণীসমূহ নিয়ে সাজানো হয়েছে। রাসুলের কোন একটি বাণী পালটে দিতে পারে পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গি; বদলে দিতে পারে জীবনের গতিপ্রকৃতি। কারণ তিনিই সর্বকালের সমগ্র মানুষের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ, শ্রেষ্ঠতম পথপ্রদর্শক। তাই এ অ্যাপটিতে সংকলন করা হয়েছে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ৪৯৭ টি হাদীস বা বাণী।[১৫৩]



মুয়াত্তা মালিক

এই অ্যাপটিতে ইমাম মালিক (রহ.) ও তার সংকলিত মুয়াত্তা গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যাবলী এবং ২য় হিজরী শতকে হাদীস চর্চায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে। এর সাথে অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, বুখারী শরীফ, বুলুগুল মারাম, সুনানে আবু দাউদ, জামে আত-তিরমিজি, মিশকাতুল মাসাবিহ, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, শামায়েলে তিরমিজী, সহীহ ফাযায়েলে আমল, সহীহ হাদীসে কুদসি, সহীহ মুসলিম, সুনানে ইবন মাজাহ, সুনানে আন-নাসাঈ, ৪২টি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস, ১০০টি সুসাব্যস্ত হাদীস, আদাবুল মুফরাদ, হাদীস সম্ভার, ১০২টি জাল হাদীস, আল লুলু ওয়াল মারজান, মিশকাতে জয়ীফ, জুজউল রাফায়েল ইয়াদাইন, রাসূল (সা.) এর ১০০টি সহীহ হাদীস, রিয়াদুস সালেহীন, সিলসিলা সহীহা, সহীহ তারগিব ওয়াত তাহরিব অ্যাপসগুলো বই আকারে বিনামূল্যে প্রকাশ করা হলো।[১৫৪]

---

১৫০ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mahfuz.abukharisorif&hl=en
১৫১ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sevenonelab.bangla_hadis_app
১৫২ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greenappstudio.bangla_hadith_hadis
১৫৩ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uniquebanglaapps.mohanobir_bani_best_message
১৫৪ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.muslim.muyatah.imam.malik&hl=en

Dhaka University Institutional Repository

আল হাদিস

সিহাহ সিত্তাহর সকল বাংলা হাদীস গ্রন্থ এই অ্যাপটিতে এক সাথে সংকলন করা হয়েছে। হাদীসের প্রধান ছয়টি গ্রন্থকে একত্রিতভাবে কুতুব আল সিত্তাহ বা সিহাহ সিত্তাহ বলা হয়। এগুলো হচ্ছে, সহীহ বুখারী- ইমাম বুখারী (মৃ.২৫৬ হি./৮৭০ খ্রি.) কর্তৃক সংকলিত হাদীস গ্রন্থ,সহীহ মুসলিম- ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ (মৃ.২৬১ জি. ৮৭৫ খ্রি.) কর্তৃক সংকলিত হাদীস গ্রন্থ, সুনান আবু দাউদ ইমাম আবু দাউদ (মৃ. ২৭৫ হি./ ৮৮৮ খ্রি.) কর্তৃক সংকলিত হাদীস গ্রন্থ, জামে আত-তিরমিজী, ইমাম আল তিরমিজী (মৃ. ২৭৯ হি./৮৯২ খ্রি.) কর্তৃক সংকলিত হাদীস গ্রন্থ, সুনানে নাসাঈ, ইমাম নাসাঈ (মৃ. ৯১৫) কর্তৃক সংকলিত হাদীস গ্রন্থ, সুনানে ইবনে-মাজাহ, ইমাম ইবন -মাজাহ (মৃ. ২৭৩ হি./৮৮৭ খ্রি.) কর্তৃক সংকলিত হাদীস গ্রন্থ। উক্ত হাদীসগ্রন্থসমূহের বাংলা অনুবাদ থেকে আল হাদীস অ্যাপটি নির্মান করা হয়েছে যা সহজেই ব্যবহার করা যায়।[১৫৫]

সুনানে নাসাই

সুনান নাসাঈ শরীফ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের অনূদিত একটি বাংলা হাদীসের কিতাব। সুনান নাসাঈ এর উপর ভিত্তি করে এর ৫৭০০ টি হাদীস নিয়ে এই অ্যাপটি নির্মিত হয়েছে। এটি সুনানে নাসাঈ (১ম-৫ম) সব খণ্ড মিলিয়ে একটি হাদীস সংকলন। এটি সম্পূর্ণ ফ্রি একটি অ্যাপ। অ্যাপটি ডাউনলোড করে অফলাইনে বইটি পড়া যায়।[১৫৬]

সুনানে আবু দাউদ শরীফ

হাদীসের সুনান গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সুনান আবূ দাউদ। ইমাম আবু দাউদ (রহ.) সুনিপুনভাবে ফিকহী তারতিব অনুসারে তার এ গ্রন্থটি সাজিয়েছেন। [১৫৭] এ কারণেই ফিকাহবিদগণ বলেন, একজন মুজতাদির পক্ষে ফিকহের মাসআলা বের করতে আল্লাহর কিতাব কুরআন মাজীদের পরে এই সুনান আবূ দাউদই যথেষ্ঠ। এই অ্যাপটি মূলত পিডিএফ বেইসড অ্যাপ। ইন্টারনেট কানেকশন ছাড়া এটি পড়া যায় না; তবে বাংলা হাদীস অডিও শোনার মাধ্যমেও পাঠকবৃন্দের হাদীস শিখার সুযোগ রয়েছে।[১৫৮]

বাংলা হাদীস

বাংলা হাদীস ১৪ খণ্ডের একটি অনন্য কালেকশন এই অ্যাপটি। এখানে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সব ধরনের হাদীস পাওয়া যায়। প্রায় সব হাদীসই বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, নাসাঈ শরীফ এবং তিরমিজী শরীফ থেকে নির্বাচন করা হয়েছে।[১৫৯]

আল হাদিস

আল হাদীস (বুখারী, মুসলি, আবু দাউদ, তিরমিজী, নাসাঈ, ইবন মাজাহ) অ্যাপ। এতে রয়েছে সিহাহ সিত্তাহ-এর অন্তর্ভুক্ত হাদীসগ্রন্থগুলো, এ ছাড়াও চল্লিশ হাদীস, হাদীসে কুদসী ইত্যাদি অতি মূল্যবান কিছু হাদীস গ্রন্থ। অ্যাপটির ব্যবহার করা খুব সহজ এবং সম্পূর্ণ বাংলায় রচিত সংকলনটি।[১৬০]

---

১৫৫ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.al_hadith.android.al_hadith_books_all&hl=en

১৫৬ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.books.android.hadith_book_sunane_nasai&hl=en

১৫৭ আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আল-আশআস আল-আযদী আস-সিজিস্তানী যিনি ইমাম আবু দাউদ নামে সমাধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি ইরানের সিস্তানে জন্মগ্রহন করেন এবং ৮৮৯ খ্রি. মারা যান। হাদীস সংকলনের জন্য তিনি ইরাক, মিসর, সিরিয়া, হেজাজ, তিহামাহ, খোরাসান, নিশাপুর ও মার্ভসহ অনেক শহরে সফর করেন। তিনি প্রায় ৫০০০০০ হাদীসের মধ্য থেকে যচাই বাছাই করে প্রায় ৪৮০০ হাদীস নিয়ে সুনান আবী দাউদ সংকলন করেন। যা সিহাহ সিত্তার কিতাবসমূহের অন্যতম।

১৫৮ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.banglasmartapps.abu_daud_sharif

১৫৯ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hutapps.sunnahhadecth&hl=en,

১৬০ abdurrahman87878987@gmail.com

Dhaka University Institutional Repository



মিশকাতুল মাসাবিহ

মিশকাতুল মাসাবীহ হাদীস সংকলন গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম। ভারত উপমহাদেশে এটা বেশ জনপ্রিয় এবং মাদরাসাগুলোতে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পড়ানো হয়। এ অ্যাপটি মিশকাতুল মাসাবীহ এর ২৭৫৮টি হাদীস নিয়ে রচিত হয়েছে। যাদের বই কেনার সামর্থ্য নেই তাদের জন্য মিশকাতুল মাসাবিহ এ্যাপটি হাদীস পাঠের জন্য একটি সহজ লভ্য উপায়।[১৬১]



বিষয় ভিত্তিক বাংলা হাদিস

এটি একটি বিষয়ভিত্তিক বাংলা হাদীস অ্যাপ। এ অ্যাপটি আলাদা আলাদা বিষয়ের ওপর বাংলা হাদীসগুলো এক জায়গায় পাওয়ার সুবিধা সৃষ্টি করেছে। সহীহ হাদীস বাংলা ভাষায় আলাদা আলাদা করে সাজিয়ে দেয়ার ফলে বিষয় ভিত্তিক বাংলা হাদীসগুলো খুঁজে পেতে অনেক সুবিধা হয়। যেমন- ফিকহ শাস্ত্রের ওপর সহীহ হাদীস খুঁজছেন, যদি সেগুলো সূচিপত্রে আলাদা আলাদা করে দেয়া থাকে, তবে বিষয়ভিত্তিক বাংলা হাদীসগুলো খুঁজে পাওয়ার জন্য এ অ্যাপটি কাজ করে। এখানে সিহাহ সিত্তাহ এর হাদীস গ্রন্থ থেকে বাছাই করে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর হাদীসগুলো আলাদা আলাদা করা হয়েছে। বাংলা হাদীস শরীফ সুন্দর সাজানো গোছানো এবং সহজ পাঠ্য, কালেকশনে রাখতে ও পড়তে বিষয়ভিত্তিক বাংলা হাদীস অ্যাপটি সাথে রাখা যেতে পারে।[১৬২]



বুলুগুল মারাম

হাদীসের সংকলিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে ইবন হাজার আসকালানী (রহ) রচিত বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম একটি প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ। এটি একটি ইসলামী শরীয়তের বিধান সংক্রান্ত বিষয় ভিত্তিক বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ। পৃথিবীর বহুদেশের মতো এ দেশেও বহুকাল হতে দারসে নিযামীয়া (কওমী) মাদরাসায় এটির পাঠদান করা হচ্ছে। তাই পাঠকবৃন্দ যাতে অনলাইনে এ গ্রন্থটি সহজে অধ্যয়ন করতে পারেন, সে জন্যই বুলুগুল মারাম হাদীস গ্রন্থের এ অ্যাপটি ।[১৬৩]



হাদীসের নামে জালিয়াতি

হাদীসের প্রতি এই স্বভাবজাত ভালোবাসা ও নির্ভরতার সুযোগ অনেক স্বার্থন্বেষী বিভিন্ন প্রকার বানোয়াট কথা হাদীস নামে চালিয়ে দিচ্ছে। সকল যুগে আলিমগণ এ সকল জাল ও বানোয়াট কথা নিরীক্ষার মাধ্যমে সনাক্ত করে মুসলমানদেরকে সচেতন করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় 'হাদীসের নামে জালিয়াতি: প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা' গ্রন্থটি ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর কর্তৃক রচিত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে অগণিত বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও মিথ্যা কথা আমাদের সমাজে হাদীস নামে প্রচারিত হয়েছে ও হচ্ছে। এতে জনগণ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নামে মিথ্যা বলার কঠিন পাপের মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছে। এ সকল বানোয়াট হাদীস আমাদেরকে সহীহ হাদীসের শিক্ষা, চর্চা ও আমল থেকে বিরত রেখে এগুলোর উপর আমল করিয়ে আল্লাহর কাছে পুরষ্কারের বদলে শাস্তির উপযুক্ত করে দিচ্ছে।[১৬৪]



জাল হাদিস

'য'ঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ' গ্রন্থটি আবু শিফা মুহাম্মদ আকমাল হুসাইন কর্তৃক অনূদিত। এর মূল গ্রন্থকার শায়খ মুহাম্মদ আলবানী (রহ.)। এটি দুই খণ্ডে অনূদিত হয়েছে। জাল হাদীসগুলো যে ইসলাম সম্পর্কে যাদের প্রাতিষ্ঠানিক

---

১৬১ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.muslim.miskatul.masabi.book&hl=en
১৬২ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sevenonelab.bangla_hadish_subjectwise&hl=en
১৬৩ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.muslim.bulbul.maram.book&hl=en
১৬৪ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appachino.hadisernamejaliati&hl=bn&gl=US

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা নেই এমন মানুষেরাই শুধু প্রচার করে যাচ্ছে তা নয়, এমনকি কিছু মসজিদের ইমাম, বিভিন্ন ওয়াজ-মাহফিলে আসা কিছু আলেমকেও দেখা যায় সেই হাদীসগুলোর সত্যতা যাচাই না করে ব্যাপক হারে প্রচার করে যাচ্ছেন। এ অ্যাপটিতে ১২০টি জাল হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। এটি ডাউনলোড করে অফলাইনেও পড়ার সুযোগ রয়েছে।[১৬৫]

ইমাম নববীর ৪০ হাদীস

ইমাম নববীর ৪০ হাদীস বাংলা অ্যাপটি মূলত: একটি বাংলা হাদীস শরীফ অ্যাপ, যা ইমাম নববী (র.) কর্তৃক সংকলিত। রাসূল (সা.) এর হাদীস ইসলামী শরীয়াতের ২য় উৎস। এর গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষত: উম্মাতকে চল্লিশ হাদীস শিক্ষা গ্রহণের প্রতি হাদীসে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ৪০ হাদীস শিক্ষিত ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন ফকিহের মর্যাদা প্রদানের ব্যাপারে হাদীসে ওয়াদা রয়েছে। তাই ইমাম নববী কর্তৃক সংকলিত ৪০টি হাদীস নিয়ে এ অ্যাপ্সটি সাজানো হয়েছে, যাতে পাঠকবৃন্দ এ মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন।[১৬৬]

বিষয় ভিত্তিক হাদীস

'বিষয়ভিত্তিক হাদীস' এ নতুন অ্যাপে (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিজী, ইবন মাজাহসহ) বেশ কয়েকটি হাদীসের কিতাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে বই➢ অধ্যায়➢হাদীস এই প্যাটার্ন অনুসরন করা হয়েছে। যে বিষয়ই সার্চ করা হোক না কেন সব হাদীসের বইয়ের ভেতর খুঁজে ১ সেকেন্ডের মধ্যে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। হাদীসের রেঞ্জসহ হাদীসের অধ্যায়গুলো দেখা যাবে। অধ্যায়ে ক্লিক করলে পরের পেজে হাদীস দেখাবে। হাদীস অ্যাপের অন্যতম মূল আকর্ষণ হাদীস পেজ। মাল্টিপল ভিউ এবং সিঙ্গেল ভিউ এই দুইট ভিউই আছে। এতে আরও রয়েছে স্মুথ স্ক্রল এক্রিপেরিয়েন্স। এক হাদীস থেকে দ্রুত আরেক হাদীসে জাম্প করার সুবিধাও রয়েছে। সিঙ্গেল ভিউতে হাদীসটি আরও বেশি হাইলাইট হবে, একটি হাদীসের উপর মনোযোগ ধরে রাখা সহজ হয়।[১৬৭]

হাদীস তত্ত্ববিজ্ঞান

বাংলা ভাষী সর্বস্তরের মুসলমানদের জন্যে বাংলা ভাষায় উসূলুল হাদীস বা হাদীস তত্ত্ববিজ্ঞান শিরোনামে অ্যাপটি নির্মান করা হয়েছে। গ্রন্থটি অনুবাদ, সংকলন, উদাহরণ ও ধর্মীয় আইন কানুন লিখার ক্ষেত্রে যে সকল গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে; উসুলুশ শাশী, নুরুল হাওয়াশী, যুবদাতুল হাওয়াশী উসুলুশ শাশী, আল-মানার, নুরুল আনোয়ার, শরহে নুরুল আনোয়ার প্রভৃতি। এ ছাড়াও তুহফাতুদ দুরার, নুজহাতুন নজর, কাশফুল গোম্মা, মিজানুল আখবার প্রভৃতি। গ্রন্থটি সংশোধনের ক্ষেত্রে যাদের বিশেষ অবদান রয়েছে, তাদের মধ্যে- প্রখ্যাত মুহাদ্দিস (ফাজেলে দেওবন্দ) শায়খুল হাদীস ও উপাধ্যাক্ষ এম. আফলাতুল কায়সার, মাদরাসাই আলীয়া, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর। শায়খুল হাদীস মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ হারুন, জামেয়া ইসলামিয়া ওবাইদিয়া নানুপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। অনুবাদ ও সংকলন: মুহাম্মদ কলিম উল্লাহ, দাওরা ও কামিল হাদীস। মূল গ্রন্থকার: হাফেজ আহমদ বিন আলী ইবন হাজার আসকালানী (রহ.)।[১৬৮]

হাদীস সম্ভার

বহু হাদীসের কিতাব রয়েছে যেগুলো এখনও বাংলা ভাষায় অনূদিতহয়নি এবং বাংলাদেশে এগুলোর মূলকপিও সহজলভ্য নয়। পাঠকদের অনুরোধে এসব হাদীস গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ হাদীসগুলোকে বিষয়ভিত্তিক আকারে বিন্যাস করা হয়েছে। "হাদীস সম্ভার" অ্যাপটিতে সব কয়টি খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে। কেউ চাইলে ডাউনলোড করে অফলাইনেও পড়ার সুযোগ রয়েছে।[১৬৯]

---

১৬৫ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.muslim.jal.joyif.hadis&hl=en
১৬৬ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pg.forty_hadis_bangla
১৬৭ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hutapps.topicbasedhadith&hl=en
১৬৮ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rndtechbd.hadis_totto&hl=en
১৬৯ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.muslim.hadis.somver.book&hl=en

Dhaka University Institutional Repository



সহীহ মুসলিম

সহীহ মুসলিম (আরবী আছে) হাদীস বিষয়ক একটি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এটি কুতুব আল-সিত্তাহ অর্থাৎ হাদীস বিষয়ক প্রধান ছয়টি গ্রন্থের দ্বিতীয় গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ ইবন মুসলিম আল-কুশাইরী সংকলন করেন। বর্তমান ইরানের খোরাসান প্রদেশের নিশাপুরে ২০৪ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ২৬১ হিজরীর ২৬ শে রজব এবং নিশাপুরেই তিনি ইন্তিকাল করেন। তার অন্যান্য সংকলনের মধ্যে সহীহ মুসলিম হলো সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। হাদীস বিশারদদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোরআন মাজীদের পর পৃথিবীর বুকে দ্বিতীয় বিশুদ্ধতম গ্রন্থ হলো সহীহ মুসলিম। তার ছাত্র আহমদ বিন সালামা বলেন, ইমাম মুসলিমের সাথে তার সহীহ সংকলনের ক্ষেত্রে আমি পনের বছর কাজ করেছি, এতে প্রায় ১২ হাজার হাদীস রয়েছে (পুনরুক্তসহ)। পুনরুক্ত বাদ দিলে হাদীসের সংখ্যা হবে প্রায় ৪০০০। ইমাম মুসলিম তার মুখস্থ তিন লক্ষ্যাদিক হাদীস থেকে বাছাই করে বিশুদ্ধ হাদীসের এ সংকলনটি তৈরী করেছেন। এই অ্যাপটিতে মুসলিম শরীফ আরবী বাংলা সবখণ্ড দেয়া আছে।[১৭০]



দিন শুরু হোক একটি হাদীস দিয়ে

হাদীস ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস এবং কুরআনের ব্যাখ্যা। হদীসের উপদেশ মুসলিমদের জীবনাচরণ ও ব্যবহারবিধির অন্যতম পথনির্দেশিকা। প্রতিদিন একটি হাদীস অ্যাপটিতে যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হচ্ছে, ফরজ আমলসমূহ এবং দৈনন্দিন আমলসমূহ, বিষয়ভিত্তিক হাদীস তথা ফরজ আলম সমুহ, দৈনন্দিন আমল, নফল ইবাদাত, দান সাদাকাহ, ফিতনাহ, কিয়ামত আলামাত সমূহ ইত্যাদি বিষয়ের হাদীস ডেইলি নটিফিকেশনের মাধ্যমে পাঠক প্রত্যেকদিন হাদীস পাবেন, ডার্ক মুড ব্যবহার করে রাতেও অধ্যয়ন করা যাবে, ইন্টারফেস লোডিং কালার চেঞ্জ করার সুবিধা রয়েছে।[১৭১]



হাদীসের গল্প

হাদীসের গল্প অ্যাপটি বিভিন্ন হাদীস থেকে শিক্ষনীয় গল্প-সমূহ দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবদ্দশায় সাহাবীগণের বিভিন্ন সত্যি ঘটনা, বিভিন্ন হাদীসে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং তার মধ্যে প্রসিদ্ধ কিছু হাদীসের গল্প নিয়ে এই অ্যাপটি নির্মিত। আরও রয়েছে বাংলায় হাদীস, হাদীস শরীফ, হাদীসে কুদসী, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামের বাস্তব কাহিনী। অ্যাপটিতে আরও পাওয়া যাচ্ছে তিন ব্যক্তির এখলাসের ঘটনা, দোলনায় কথা বলা তিন শিশু, যমযম কুপ ও কাবা ঘর নির্মাণের ঘটনা নবীজির ৪ কন্যা, ইব্রাহীম (আ.), সারা ও অত্যাচারী বাদশাহ, আবু বকর (রা) এর মর্যাদা, কুষ্ঠ রোগী, অন্ধ ও টেকোর কাহিনী, আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর একটি ঘটনা এবং আমাদের শিক্ষা, লোক দেখানো আমলের ভয়াবহ পরিণতি, আবু তালিবের মৃত্যুর ঘটনা, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মুজিজা, দুরন্ত সাহসের কাহিনী, সত্যিকারের সৌন্দর্য্য, লজ্জাশীলতা, পাপী ব্যক্তির শাস্তি, মন্দ আচরণের ফল, অদ্ভুত আবেদন, দাজ্জালের আগমন, হাদীসের গল্প বই, কুরআন হাদীসের গল্প, হাদীসের কাহিনী, ছোট হাদীসের গল্প, ইসলামিক ছোট গল্প ও শিক্ষামূলক গল্প ইত্যাদি।[১৭২]

---

১৭০ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.royal_bengal_apps.sahih_muslim_full&hl=en

১৭১ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maxzion.dailyhadith&hl=en

১৭২ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ertapps.hadis_in_bengali

Dhaka University Institutional Repository

মহানবীর জীবনী

হাদীস শরীফে অনেক নবীদের জীবনকাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। শিশুদের মন জগৎ বিকাশে সত্য ঘটনা প্রভাব বিস্তার করে। তাই নিষ্পাপ শিশুদের উত্তম চরিত্র গঠনের জন্য নবী-সাহাবাদের জীবনী গল্পকারে শুনানো প্রয়োজন। তাই হাদীসের কিছু শিক্ষনীয় গল্প, ঘটনা প্রচারের নিমিত্ত এই অ্যাপটি নির্মান করা হয়েছে। এতে নবীদের জীবন কাহিনীর আলোচনা স্থান পেয়েছে।[১৭৩]

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনী

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনী নিয়ে এই অ্যাপটি। পবিত্র কুরআনে মহানবী (সা.) কে উসওয়াতুন হাসানা বা মানব চরিত্রের সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব কোন কৃত্রিমতার আবরণে চিত্তাকর্ষক কোন মন্তব্যের দ্বারা তাকে চিত্রিত করার আদৌ প্রয়োজন নেই। মহানবীর দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী এবং কর্মময় জীবন ছিল এতটাই বাস্তধর্মী যে, কোন রকম জটিল সমীকরণ ছাড়াই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষন করা চলে এবং মহানবীর জীবন থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য এটাই হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা। অ্যাপটিতে বিশ্বনবীর জীবনের সকল ঘটনা ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মহানবীর বানীই হলো আল হাদীস। এই মহামানবকে উপলব্দি করতে হলে তার সুন্নাতকে জানতে হবে। তাঁর উপদেশমালা ও সুন্নাত মেনে আলোকিত জীবন গড়তে হবে।[১৭৪]

সহীহ তারগিব ওয়াত তারহিব

সহীহ তারগিব ওয়াত তারহিব হাদীস শরীফ অ্যাপটিতে সব কয়টি খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে। কেউ চাইলে ডাউনলোড করে অফলাইনেও পড়তে পারবেন। যাদের বই কেনার সামর্থ্য নাই সেইসব পাঠকদের জন্য বইটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রকাশিত হলো। সহীহ তারগিব ওয়াত তারহিব হাদীস শরীফ অ্যাপস গুলো বই আকারে বিনামূল্যে প্রকাশ করা হলো।[১৭৫]

সিলসিলা সহীহা হাদীস শরীফ

সিলসিলা সহীহা হাদীস শরীফ অ্যাপটিতে সব কয়টি খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে। চাউলে ডাউনলোড করে অফলাইনেও পড়া যাবে। যাদের বই কেনার সামর্থ্য নাই তাদের জন্য বইটি সম্পূর্ণটি বিনামূল্যে প্রকাশিত হলো।[১৭৬]

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপদেশমালা

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপদেশমালা অ্যাপটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর হাদীস থেকে বাছাইকৃত সহজে আমল যোগ্য কতিপয় হাদীস শরীফ। এই উপদেশ বাণী সম্মলিত অ্যাপে এমন কিছু হাদীস সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়েছে, যা বুঝা সহজ ও দ্বীন পালনে সহায়ক। সকল মুসলিমেরই নবীজীর বাণী জানা প্রয়োজন। তাই এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্দি থেকে নবীজীর বেশ কিছু বাণী সংগ্রহ করা হয়েছে; যা একই সাথে ইহকাল ও পরকালের পাথেয় হিসেবে কাজে আসবে।[১৭৭]

---

১৭৩ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uniqueapp.mohanobir_jiboni
১৭৪ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kadersapp.nobijir_jibon_kahini
১৭৫ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.muslim.targib.oyat.hadis&hl=en
১৭৬ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.muslim.silsila.hadis.sorif&hl=en
১৭৭ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appdokanbd.rasuler_upodesh

Dhaka University Institutional Repository

প্রিয় নবীর প্রিয় সুন্নত

"প্রিয় নবীর প্রিয় সুন্নাত" নামক অ্যাপের মাধ্যমে সুন্নাত আদায়ের সহীহ নিয়মাবলী সঠিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এক কথায় মহানবী (সা.) জীবনে যে সকল কাজ করেছেন সেই সকল কাজ অনুসরণ করাকেই সুন্নত বলে। প্রিয় নবীজীর সুন্নত পালন করা সকল মুসলিমদের কর্তব্য। এখানে নবীর (সা.) জীবনী থেকে নেওয়া সুন্নাত সমূহ এবং সকল সাহাবীদের জীবনী থেকে নেওয়া সুন্নাত সমূহ একত্রিত করা হয়েছে। এই অ্যাপের মাধ্যমে সকালে ঘুম থেকে উঠা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমানো পর্যন্ত সকল সুন্নাত আদায়ের সহীহ নিয়মাবলী বর্ণিত হয়েছে। মোটের উপর এতে সকল মাসনুন দু'আ ও ব্যবহারিক জীবনের সুন্নতসমূহ (ঘুম থেকে জেগে উঠা,টয়লেটে প্রবেশ এবং বের হবার সময় দোআ, গোসল করার সুন্নত সমূহ, পান করার সুন্নাতসমূহ, মিসওয়াকের সুন্নতসমূহ,ওযুর সুন্নত সমূহ, কাপড় পড়ার সুন্নত সমূহ, জুতা পরিধান করা, ঘরে প্রবেশ এবং বের হওয়ার সুন্নত সমূহ, পথ চলার সুন্নাতসমূহ, মসজিদে যাওয়ার সুন্নাত সমূহ, মসজিদে প্রবেশের সুন্নাত সমূহ, মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নাতসমূহ, আযান শুনার পর সুন্নাত সমূহ, ইক্বামত সুন্নাত সমূহ, হায়াম্মুমের সুন্নাতসমূহ, ইস্তেঞ্জার সুন্নাতসমূহ, নখ কাটার সুন্নাতসমূহ, সূত্রাকে সামনে রেখে নামায আদায়ের সুন্নাত সমূহ, রাগের সময় সুন্নাতসমূহ, কবর জিয়ারতের সুন্নাতসমূহ, নামাযের সুন্নাত, মৃত্যুকালীন সুন্নাত সমূহ, ঘুমানোর সুন্নাত সমূহ, বিবাহের সুন্নাত সমূহ, রোগী দেখার সুন্নাত, সুন্নাহ সলাত, রাতের সলাহ, বিতর সলাত, বাচ্চা জন্মের পর সুন্নাত সমূহ, মুনাজাতের সুন্নাত সমূহ, শরীরে তৈল লাগানোর সুন্নাত সমূহ, হাই বা হাচি এর জন্য সুন্নাত, কারো সাথে সাক্ষাতের সুন্নাতসমূহ, ঘুমোনোর পূর্বে সুন্নাতসমূহ, অন্যের কথাবার্তা শোনার সুন্নাতসমূহ) আদায়ের সঠিক পদ্ধতি উপস্থাপিত হয়েছে।[১৭৮]

হাদীসের গল্প

'হাদীসের গল্প' মূলত একটি বাংলা ইসলামিক অ্যাপ। এতে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবদ্দশায় সাহাবীগণ বিভিন্ন সত্যি ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং তিনি নিজেও বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে তার জীবনকাল অতিবাহিত করেছেন। সাহাবীগণ এসব ঘটনাসমূহ বিভিন্ন হাদীসে বর্ণনা করেছেন এবং লিপিবদ্ধ করেছেন। সে সকল প্রসিদ্ধ কিছু হাদীসের গল্প নিয়ে এই অ্যাপটি সাজানো হয়েছে।[১৭৯]

হাদীস সম্ভার

"হাদীস সম্ভার" অ্যাপটিতে বহু হাদীস গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন: সহীহ বুখারী ,সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবন মাজাহ, সহীহ হাদীসে কুদসী, সুনানে আন-নাসায়ী, সুনানে ইবন মাজাহ, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, রিয়াদুস সলেহীন, বুলুগুল মারাম, আল লুলুওয়াল মারজান, হাদীস সম্ভার, সিলসিলা সহীহা, জাল-জয়িফ হাদীস সিরিজ,মিশকাতুল মাসাবিহ, ৪০ হাদীস, আদাবুল মুফরাদ, জুজ'উল রাফায়েল ইয়াদাইন, ১০০ সুসাব্যস্ত হাদীস, মিশকাতের জয়ীফ হাদীস, শামায়েলে তিরমিজি, সহীহ তারগিব ওয়াত তারহীব, সহীহ ফাযায়েলে আমল, রমজানের দূর্বল হাদীস ইত্যাদি।

---

১৭৮ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digital.bangla.sunnat&hl=en

১৭৯ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jituhasan.Hadis_Ar_Golpo&hl=en

Dhaka University Institutional Repository

বুখারী শরীফ

"বাংলা বুখারী শরীফ" এর মধ্যে সহীহ বুখারী শরীফ বাংলা সব খণ্ড অ্যাপস আকারে সাজানো হয়েছে। অ্যাপসটি সর্বমোট ১২৩ টি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে। হাদীসের নম্বর গুলোও ক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। বুখারী শরীফ অ্যাপটি সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থ বুখারী শরীফ অবলম্বনে নির্মাণ করা হয়েছে। অ্যাপের প্রথম স্ক্রিনে সবগুলো অধ্যায় আছে। যে কোন অধ্যায়ে ক্লিক করলে ওই অধ্যায়ের হাদীসগুলো পড়া যাবে। আগের পরের হাদীস যাওয়ার জন্য দুইটি বাটন আছে। ব্যবহারকারী দ্বিতীয় স্ক্রিনে ডান হতে বামের দিকে নাড়িয়েও আগে-পরের হাদীসে যেতে পারবেন। দ্বিতীয় স্ক্রিনে একটা তালিকার বাটন আছে। ওটা ক্লিক করলে ঐ অধ্যায়ের সকল হাদীসের নম্বরের তালিকা আসবে। তালিকায় ক্লিক করেও যে কোন হাদীসে যাওয়া যাবে। প্রতিদিন ২টি করে হাদীস নোটিফিকেশন আকারে আসবে।[১৮০]

বাংলা হাদিস

"বাংলা হাদীস" অ্যাপে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সব ধরনের হাদীসের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। এই অ্যাপের হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ সুত্রে বর্ণিত হাদীসকে প্রধান্য দেয়া হয়েছে। এর প্রায় সব হাদীসই বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, নাসাঈ শরীফ এবং তিরমিজি শরীফ থেকে নেয়া হয়েছে।[১৮১]

একশ হাদীস

সহীহ বাংলা হাদীস নিয়ে নির্মিত অ্যাপটির নাম দেয়া হয়েছে "একশ হাদীস"। ছোট ছোট হাদীস নিয়ে বিন্যাস হয়েছে বাংলা হাদীস অ্যাপটি। সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে বাছাইকৃত একশত বাংলা হাদীস দিয়ে "একশ হাদীস অ্যাপটি" সুসজ্জিত করা হয়েছে। এটি ছোট হলেও বিন্যাস পদ্ধতি সুন্দর।[১৮২]

নির্বাচিত বাংলা হাদীস সমূহ

"নির্বাচিত বাংলা হাদীস সমূহ" এই অ্যাপটি নির্বাচিত বাংলা হাদীসের ১৪ খণ্ডের একটি অনন্য কালেকশন। মানব জীবনে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সব ধরনের হাদীস এই অ্যাপে সংকলন করা হয়েছে। প্রায় সব হাদীসই মুসলিম শরীফ, বুখারী শরীফ, আবুদ দাউদ শরীফ, নাসাঈ শরীফ এবং তিরমিজি শরীফ থেকে চয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপটি অনলাইনে হাদীস গ্রন্থের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে ।[১৮৩]

আবূ দাউদ শরীফ

হাদীসের সুনান গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সুনান আবূ দাউদ। ইমাম আবু দাউদ (রহ.) পাঁচ লক্ষ্য হাদীস থেকে যাচাই বাছাই করে ৪৮০০ হাদীস নিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ফিকহী ধারাবাহিকতায় এই হাদীসগ্রন্থটি বিন্যাস করেছেন। তাইতো ফিক্বাহবিদগণ বলেন, "একজন মুজতাহিদের পক্ষে ফিকহের মাসআলা বের করতে আল্লাহর কিতাব কুরআন মাজীদের পরে এই সুনান আবূ দাউদই যথেষ্ট"। এই অ্যাপটি আবু দাউদ শরীফের ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত অনুবাদ। যার ৪টি খণ্ড একত্রে পাওয়া যাচ্ছে এই অ্যাপটিতে।[১৮৪]

---

১৮০ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zoombangla.bukhari&hl=en
১৮১ wearemuslim08.blogspot.com এবং quraneralo.com
১৮২ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.royal_bengal_apps.ekso_hadis
১৮৩ wearemuslim08.blogspot.com এবং quraneralo.com
১৮৪ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sevenonelab.abu_daud_sharif_bangla

Dhaka University Institutional Repository



সুনানে ইবন মাজাহ (সকল খণ্ড)

আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজিদ ইবন মাজাহ আল-রাবি আল-কুয়াজুইনী। সাধারণতঃ ইবন মাজাহ নামে পরিচিত, মধ্যযুগের একজন হাদীস বিশারদ। তিনি হাদীস বিষয়ক ছয়টি প্রধান গ্রন্থের সর্বশেষটি, সুনান ইবন মাজাহ এর সংকলক। ইবন মাজাহ গ্রন্থটিতে হাদীস চয়ন এবং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাদীসের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাস গ্রন্থটিকে অনবদ্য করে তুলেছে। ফিকহ গ্রন্থের আংশিক এর অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ নির্ধারিত হওয়ায় ফকীহগণের নিকট গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম। এই গ্রন্থটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে এমন কতকগুলো হাদীস সংকলিত হয়েছে, যা সিহাহ সিত্তাহর অপর কোন গ্রন্থে উল্লেখিত হয়নি। এই গ্রন্থের ৪৩৪১ টি হাদীস রয়েছে। এই অ্যাপ্সটির মাধ্যমে সুনান ইবন মাজাহ কিতাব খানা যাতে বাংলা ভাষী হাদীস চর্চাকারীদের জন্য সহজলভ্য করার নিমিত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে।[১৮৫]

অ্যাপ্লিকেশন ভিত্তিক হাদীস চর্চার সার্বিক মূল্যায়ন

উল্লিখিত বাংলা ভাষার হাদীস ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনগুলো গুগল প্লে স্টোর অনুসন্ধান করে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অ্যাপ্লিশনগুলো স্মার্টফোনে ইনস্টল করে সিহাহ সিত্তাহসহ অপরাপর প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অধ্যায়ন করা যায়। হাদীসের বাক্য, রাবী, গ্রন্থের নাম ও বিষয় হিসেবে হাদীস অনুসন্ধান ও চর্চার কাজটিও সহজ হয়েছে। ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক এমনকি সকল শ্রেণির পাঠক এ সকল অ্যাপ্লিকেশন থেকে উপকৃত হতে পারেন। তবে উল্লেখ থাকে যে, বর্তমান গবেষকের অনুসন্ধানে জানাগেছে, গুগল প্লে স্টোরে একই নামে কিংবা একটু পরিবর্তীতনামে একই বিষয়বস্তু নিয়ে ব্যবসায়ীক উদ্দেশ্যে, অনভিজ্ঞ-অদক্ষহাতে নির্মিত শত শত অ্যাপ্লিকেশন ভেসে বেড়াচ্ছে। এতো শত অ্যাপস এর মধ্য থেকে নির্ভরযোগ্য অ্যাপটি খুঁজে পাওয়া দূরূহ ব্যাপার। যে কেউ ইচ্ছা করলেই এ সকল অ্যাপ্লিকেশন এর ভালো-মন্দ যাচাই করে কাঙ্ক্ষিত অ্যাপটি নির্বাচন করতে সক্ষম হবেন না। হাদীস ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনগুলোর এতো এতো উপস্থিতি যা ব্যবহারকারীকে রীতিমত যথেষ্ট ঝামেলায় ফেলবে। তা ছাড়া কতটুকু সঠিক ও বিশুদ্ধভাবে অনূদিত হাদীস অ্যাপ্লিকেশনগুলোতে স্থান পেয়েছে সেটা ভিন্নভাবে অধ্যায়নেরও দাবি রাখে। এ ছাড়া কিছু সংখ্যক অ্যাপস ছাড়া অধিকাংশই ব্যক্তিগত কিংবা আদর্শিক স্বার্থসিদ্ধি কিংবা ব্যবসায়িক মানসে নির্মিত হয়েছে মর্মে প্রতিভাত হয়েছে ; যা অ্যাপ্লিকেশনগুলোর নাম, রেটিং, রিভিউ, ভিউয়ার্স ও কমেন্টস পর্যালোচনায় উঠে এসেছে।

৬.২.৪ বাংলা ভাষায় ওয়েব সাইট ভিত্তিক হাদীস চর্চা

ওয়েব সাইট ভিত্তিক বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা বাংলাভাষীদের জন্য হাদীস অধ্যায়নের এক নব দিগন্তের সূচনা করেছে। বাংলা ভাষায় হাদীস পাঠ ও শেখার জন্য চমৎকার এমন কিছু ওয়েব সাইট গড়ে উঠেছে, যেগুলো এতদ্বসংশ্লিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ, উভয় শ্রেণির মানুষের জন্য অনন্য উপকরণ। সব শ্রেণি-পেশার পাঠকের জন্য উপযোগী করে এ সাইটগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় যে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা অনস্বীকার্য। কারণ এখন আর বড় বড় কিতাবাদি বহন করার ঝামেলা পোহাতে হয় না; বরং একটি মোবাইল সেটই যথেষ্ঠ। হাদীস শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ও মূল গ্রন্থগুলো প্রায় সবই বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষত: সিহাহ-সিত্তাহ (বোখারী, মুসলিম, নাসায়ী, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবন মাজাহ), মিশকাতুল মাসাবীহ, সুনান দারামী, সুনান দারাকুতনী, মুসনাদ ইমাম আহমাদ, মুআত্তা মালিক, লু'লু ওয়াল মারজান, আদাবুল মুফরাদ, রিয়াদুস-সালিহীন ও ইমাম নববীর চল্লিশ হাদীসসহ গুরুত্বপূর্ণ সংকলন তাতে স্থান পেয়েছে। ইনটারনেট সংযোগের মাধ্যমে কিংবা ডাউনলোডকরে এ সকল সাইট থেকে মুহূর্তেই খুঁজে নেওয়া যায় কাঙ্ক্ষিত হাদীস। হাদীস খোঁজার ক্ষেত্রে এ সাইটগুলোর বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কোনো অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইচ্ছা করলে সাইটগুলো ভিজিট করে প্রায় ৫টি পদ্ধতিতে হাদীস অনুসন্ধান করতে পারেন।

---

১৮৫ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.royal_bengal_apps.sunan_ibn_majah_bangla&hl=en

Dhaka University Institutional Repository

যথা- ১. গ্রন্থ আনুসারে হাদীস ; ২.হাদীসের ধরন অনুসারে; ৩.হাদীসের বর্ণনাকারী অনুসারে; ৪. হাদীস নম্বর অনুসারে; ৫.হাদীসের শব্দ দিয়ে । উল্লিখিত যে কোনো পদ্ধতিতে কাঙ্ক্ষিত হাদীস খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এ ধরনের কতগুলো হাদীস চর্চার ওয়েব সাইটের লিংক উপস্থাপিত হলো-

১. হাদীসবিডি. https://www.hadithbd.com/
২. আইহাদীস. http://ihadis.com/
৩. বিষয়ভিত্তিক হাদীস বই- তাওহীদের ডাক
https://www.tauhiderdak.com/2020/12/bishoy-vittik-quran-hadis-pdf.html
৪. ইসলামিক বই ডাউনলোড ফ্রি-(কুরআন, হাদীস ৫৫টি প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ, ফিকহ)
https://islamiboipdf.blogspot.com/
৫. ইসলামিক বই সমাহার/পিডিএফ (হাদীস ১৩টি ও হাদীস সংশ্লিষ্ট ৫৯টি গ্রন্থ)
https://www.islamicboisomahar.in/
৬. বাংলা হাদিস সফটওয়্যার (৫০ হাজারেরও বেশী হাদীসের সমাহার)
https://sites.google.com/site/islamictune/hadisa-h

৬.২.৫ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হাদীস চর্চা : ফেসবুক, ইউটিউব ও কোরা (Quora)

তথ্যপ্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের এই যুগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম একটি প্রভাবশালী গণমাধ্যমের ভূমিকা পালন করছে। এতে যেমন রয়েছে সত্য, সুন্দর ও ভলো কিছুর খোরাক; তেমনি মিথ্যা আর গুজবের ছড়াছড়ি। তারপরেও বর্তমান সমাজের মানুষ এ ছাড়া নিস্প্রাণ, অচল প্রায়; বিশেষত: কিশোর-যুবারা সিংহভাগ সময়ে এতে অলস বিনোদনে মত্ত। তাই ইসলাম প্রচারক ও বিশেষজ্ঞ মহল কুরআন-হাদীসভিত্তিক ওয়াজ-নসিহত, বক্তৃতা, জুমআর খুৎবা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, গ্রন্থাবলী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে (বিশেষত: ফেসবুক ও ইউটিউবে) প্রকাশ ও প্রচার করে থাকেন, যাতে বৃহৎ এ মুসলিম সমাজ নিজেদের তাহযীব-তামাদ্দুনের শিক্ষা খুব সহজে ইন্টারনেট থেকে খুঁজে নিতে পারে এবং কুরআন-হাদীসের বাণী আহরণ করতে পারে।

** ফেসবুকে ইসলামিক স্কলারগণ নিজেদের ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডি, পেইজ বা গ্রুপের মাধ্যমে বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করে থাকেন। আবার উদ্ভূত সমস্যার আলোকে কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেন। এতে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের দ্বীনী বিষয়ের সমস্যা সমাধান হয়, অন্য দিকে হাদীস চর্চার গতিও বেগবান হয়। নিম্নে প্রসিদ্ধ কয়েকটি ফেসবুক আইডি, পেইজ ও গ্রুপের লিংক দেওয়া হলো-

- শায়খ আহমাদুল্লাহর ব্যক্তিগত ভেরিফাইড ফেসবুক আইডি
https://www.facebook.com/sheikhahmadullahofficial
- মিজানুর রহমান আজহারী-এর অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক আইডি
https://www.facebook.com/mizanurrahmanazhariofficial
- মুফতি কাজী ইব্রাহীম-এর ফেসবুক আইডি
https://www.facebook.com/sheikkaziibrahim/
- মিম্বার ফেসবুক গ্রুফ https://www.facebook.com/groups/Minbarbd
- বাংলা হাদীস ফেসবুক গ্রুফ https://www.facebook.com/groups/206813636622922
- রেজাউল করীম আবরার https://www.facebook.com/rezaulkarimabrar221
- ড. এনায়েত উল্লাহ আব্বাসী-এর অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ
https://www.facebook.com/abbasimonjiljoinpur
- ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর-এর নামে ফেসবুক আইডি,
https://www.facebook.com/Dr.KhandakerAbdullahJahangir
- মুফতী শফি কাসেমী-এর ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডি,
https://www.facebook.com/MuftiShafiQasemi

Dhaka University Institutional Repository

** ফেসবুকের মত ইউটিউবেও হাদীস চর্চার এ ধারা ক্রমহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধর্মীয় পণ্ডিতগণ ইউটিউবে ওয়াজ-নসিহত, বক্তৃতা, সেমিনারে প্রদত্ত বক্তব্য, জুমু'আর খুতবা, বিভিন্ন মতভেদপূর্ণ বিষয়ে (বাহস) বিতর্ক ইত্যাদির ভিডিও প্রকাশ ও প্রচার করেন। এর মাধ্যমে বাংলাভাষী মানুষের সামনে দ্বীনের দাওয়াহ প্রচারের সাথে সাথে হাদীসের চর্চা ও প্রচার-প্রসার ঘটে। নিম্নে প্রসিদ্ধ কয়েকটি ইউটিউব চ্যানেলের নাম উপস্থাপিত হলো-

- শায়খ আহমাদুল্লাহর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত 'আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের ইউটিউভ চ্যানেল
  https://www.youtube.com/channel/UCuxth2BimHUigZ344JhcFPw
- মিজানুর রহমান আজহারী-এর ব্যক্তিগত ইউটিউব চ্যানেল-
  https://www.youtube.com/channel/UCxStLx7yb96MGBfIMo20x7Q
- ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর-এর নামে ইউটিউব চ্যানেল
  https://www.youtube.com/c/SunnahTrust/playlists
- শায়খুল হাদীস মাওলানা সিরাজুম মুনির তাওহীদ-এর ইউটিউব চ্যানেল
  https://www.youtube.com/channel/UCm4AMY84K_X6TF0ddmKWbvw
- প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ-এর ইউটিউব চ্যানেল
  https://www.youtube.com/channel/UCddNPYT4rLd8nTgI5cQFvEw/videos
- মাওলানা মুহাম্মদ আইনুল হুদা-এর ইউটিউব চ্যানেল
- https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia/videos

**ফেসবুক ও ইউটিউবের মত 'কোরা' সাইটটিও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। এখানে মানুষ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশ্ন করেন আর বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা সেসব প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যিনি হাদীস শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি তিনি হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কিত যে সকল প্রশ্ন থাকে সেগুলোর উত্তর প্রদান করে থাকেন। এর মাধ্যমে সুনির্দিষ্টভাবে ইলম হাদীস চর্চা করা সম্ভব হয়।

উল্লিখিত অধ্যায়ে (পঞ্চম অধ্যায়) পর্যালোচনায় বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার নানা ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক তৎপরতা, বিভিন্ন ধরনের প্রচার ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (হাদীস চর্চা) এর বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে; যা হাদীসের উচ্চতর গবেষণার প্রেক্ষিত রচনা করেছে বলা চলে। তাই পরবর্তী (ষষ্ঠ অধ্যায়ে) অধ্যায়ে বাংলা ভাষায় হাদীস শাস্ত্রের গবেষণা বিষয়ে পর্যালোচনা মূলক সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক গবেষণা

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়
বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক গবেষণা

গবেষণা নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করে কিংবা পুরাতন জ্ঞানকে নতুনভাবে উপস্থাপন করে। তাই এ অধ্যায়ে প্রথমতঃ বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলা ভাষায় হাদীসশাস্ত্র বিষয়ক এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের নিমিত্ত রচিত অভিসন্দর্ভসমূহ অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করা হবে। তা ছাড়া দেশে অনেক গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা হাদীসশাস্ত্র বিষয়ক গবেষণাপত্র, গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমেও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন তা খুঁজে বের করা হবে। এ ছাড়া বিভিন্ন গবেষণা পত্রিকার মাধ্যমেও হাদীসশাস্ত্র সম্পর্কিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাই বাংলা ভাষায় হাদীসশাস্ত্র বিষয়ে কী ধরনের গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে তা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করার লক্ষ্যেই এ অধ্যায়ের অবতারণা। প্রকৃতার্থে উল্লিখিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ ও প্রবন্ধসমূহের বিচার-বিশ্লেষণ বর্তমান গবেষণাকর্মটির নতুন ক্ষেত্র সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত করবে।

৭.১ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক গবেষণাঃ এম.ফিল ও পিএইচ.ডি

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হাদীস বিষয়ক এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. গবেষণা চলমান রয়েছে। তবে এ বিষয়ে (১৯৫২ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত) কী পরিমাণে এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. (অপ্রকাশিত) গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচিত হয়েছে তা এখনও লোক চোখের অন্তরালেই থেকে গেছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক হাদীস বিষয়ে কৃত গবেষণা কর্মের অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে- ১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক ০৪টি এম.ফিল অভিসন্দর্ভ ও ১০টি পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত) রচিত হয়েছে। আর আরবী বিভাগে বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক ০৪টি এম.ফিল অভিসন্দর্ভ ও ০৫টি পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ রচিত হয়েছে। ২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক ০২টি এম.ফিল অভিসন্দর্ভ ও ০৯টি পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত) রচিত হয়েছে। আর আরবী বিভাগে বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক ০৪টি পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত) রচিত হয়েছে। ৩. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক ০১টি এম.ফিল অভিসন্দর্ভ ও ০২টি পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত) রচিত হয়েছে। আর আরবী বিভাগে বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক ০১টি এম.ফিল অভিসন্দর্ভ ও ০২টি পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ রচিত হয়েছে। ৪. কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-হাদীস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক ২১টি এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ ও ১১টি পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত) রচিত হয়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক ০৪টি এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ ও ০১টি পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত) রচিত হয়েছে এবং দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক ০১টি এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ ও ৩টি পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত) রচিত হয়েছে। আর আরবী বিভাগে বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক ০২টি এম.ফিল অভিসন্দর্ভ ও ৩টি পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত) রচিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমান গবেষক উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যায়গুলোর সংশ্লিষ্ট বিভাগ, বিভাগীয় সেমিনার ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে (করোনা কালে) বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে সরেজমিন পরিদর্শন করে হাদীসশাস্ত্র বিষয়ক এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভগুলোর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন। এ ছাড়াও গবেষণা পত্রিকায় বাংলা ভাষায় হাদীসশাস্ত্র বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; সে বিষয়েও এখানে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। সে আলোকে নিম্নে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীস বিষয়ক এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. গবেষণা থিসিস এবং গবেষণা পত্রিকায় বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক প্রকাশিত প্রবন্ধের উপর একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হলো–

Dhaka University Institutional Repository

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

পিএইচ.ডি. থিসিস পর্যালোচনা

১. **গবেষণা শিরোনাম** : **রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত**

গবেষকের নাম : মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. হাবীবুর রহমান চৌধুরী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ১৯৯৮

থিসিস নং : ৩৮৪৯৬৯

পর্যালোচনা : "রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত" শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. হাবীবুর রহমান চৌধুরী এর তত্ত্বাবধানে মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি দুই ভাগে তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। গবেষক অভিসন্দর্ভের শুরুতে একটি মুকাদ্দিমাহ তথা ভূমিকার অবতারণা করেছেন। এর মধ্যে হাদীসের পরিচয়, হাদীসশাস্ত্র বিষয়ক কিছু বিশেষ পরিভাষা, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে হাদীসের শ্রেণিবিন্যাস উল্লেখ করেছেন। অতঃপর প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের মধ্যে জাল হাদীস প্রসঙ্গে এর পরিচয়, ইতিহাস, জাল হাদীস রচনার কারণ, উদ্দেশ্য ও এর বিধান প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জাল হাদীস প্রতিরোধে মুহাদ্দিসগণের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে ১৩ ধরণের প্রতিরোধ ব্যবস্থার কথা উল্লিখিত হয়েছে। এ ছাড়া জাল হাদীসের লক্ষণ, জালকারীদের বিভিন্ন ভাগ, তাদের নামের তালিকা ও কতিপয় জাল হাদীসের উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়েছে। অবশেষে মুহাদ্দিসগণের গৃহীত প্রচেষ্টার ফলাফল সম্পর্কে আলোকপাত করে এ খণ্ডের ইতি টানা হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে রিজাল শাস্ত্র প্রসঙ্গে বর্ণনা দিতে গিয়ে আসমাউর রিজালের পরিচয়, রিজাল শাস্ত্রের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী, তাবিঈ, তাবউ-তাবিঈ রাবীগণের বিভিন্ন স্তর এবং এ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। অবশেষে রিজাল শাস্ত্রের ৪৭ জন প্রসিদ্ধ ইমামের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও এ শাস্ত্রের উপর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এটি উল্লিখিত বিষয়ে বাংলা ভাষায় একটি নতুন গবেষণা। যা পরবর্তী গবেষকদের উক্ত বিষয়ে গবেষণার প্রতি প্রেরণা যোগাবে। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে উল্লিখিত থিসিসটি ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

২. **গবেষণা শিরোনাম** : **ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) এর সহীহ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ের একটি তুলনামূলক সমীক্ষা**

গবেষকের নাম : মুহাম্মদ রইছ উদ্দিন ভূঞা

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. হাবীবুর রহমান চৌধুরী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ২০০৪

থিসিস নং : ৪০১৩৩৯

পর্যালোচনা : "ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) এর সহীহ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ের একটি তুলনামূলক সমীক্ষা" শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. হাবীবুর রহমান চৌধুরী এর তত্ত্বাবধানে মুহাম্মদ রইছ উদ্দিন ভূঞা কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। গবেষক অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শিরোনামে ইমামদ্বয়ের জীবন ও কর্ম উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে হাদীস ও সহীহ শব্দের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে হাদীস পরিচয়, গুরুত্ব-তাৎপর্য ও হাদীস সংকলনের উৎপত্তি-ক্রমবিকাশ এবং ইমাম আবু হানীফা, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসাঈ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবন মাযাহ (রহ.) এর মতে সহীহ হাদীসের শর্তাবলী সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। সাথে ১২টি সহীহ হাদীসের কিতাব পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সহীহাইন সংকলনে অনুসৃত নীতিমালা ও উভয়ের অবস্থান সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে সহীহাইন সংকলনের শর্তাবলী,

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। উল্লেখ্য, সহীহাইনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে গবেষক চৌদ্দটি পয়েন্টে যুক্তি উপস্থাপন করে গ্রন্থদ্বয়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার প্রায়াস চালিয়েছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে সহীহাইনের প্রকারভেদ, উভয়ের অকাট্যতা ও উভয় হাদীস গ্রন্থের হাদীস দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জন সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বুখারী ও মুসলিমের উপর রচিত শরূহাত (ভাষ্যগ্রন্থসমূহ) ও মুস্তখরাজাত (ইমাম বুখারী কিংবা মুসলিম (রহ.) এর পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের মধ্যে কেউ যদি নিজের সনদে বুখারী বা মুসলিমে বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেন তবে তাকে মুস্তাখরাজ আলাল বুখারী বা মুসলিম বলা হয়।) সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) এর শায়খগণ থেকে পৃথকভাবে হাদীস সংকলন শিরোনামে এতে শায়খাইনের বয়সের ব্যবধান, শায়খগণের রিওয়ায়াতের ধারাবাহিকতার তারতম্য, স্মরণ শক্তির ব্যবধান, সূত্রের আধিক্য ও নির্বাচন প্রক্রিয়া, রাবীগণের গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠিতে ইখতিলাফ, মানবিক স্বভাবের অনুবর্তিতা ও উভয়ই মুজতাহিদ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচিত হয়েছে; যদিও তা শিরোনামের সাথে বিষয়বস্তুর ততটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। অষ্টম অধ্যায়ে সহীহাইন সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনায় তেরটি দৃষ্টিকোণ থেকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম সংকলিত গ্রন্থদ্বয়ের মাঝে তুলনামূলক সমীক্ষার মাধ্যমে উভয় গ্রন্থের স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় বুখারী-মুসলিমের মধ্যে তুলনামূলক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অত্র গবেষণাকর্মটি পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে।

৩. **গবেষণা শিরোনাম** : **শায়খ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) : হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান**

গবেষকের নাম : মোঃ মাহমুদুল হাসান

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. হাবীবুর রহমান চৌধুরী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ২০০৮

থিসিস নং : ------

পর্যালোচনা : "শায়খ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) : হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান" শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. হাবীবুর রহমান চৌধুরী এর তত্ত্বাবধানে মোঃ মাহমুদুল হাসান কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। থিসিসটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

৪. **গবেষণা শিরোনাম** : আব্বাসীয় যুগে (২০০-৩০০ হি.) হাদীস চর্চা : একটি সমীক্ষা

গবেষকের নাম : মোঃ শহীদুল ইসলাম

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল মালেক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ২০১২

থিসিস নং : ৪৬৫৯৬২

পর্যালোচনা : "আব্বাসীয় যুগে (২০০-৩০০হি.) হাদীস চর্চা : একটি সমীক্ষা" শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল মালেক এর তত্ত্বাবধানে মোঃ শহীদুল ইসলাম কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। গবেষক অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে হাদীস পরিচিতি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে হাদীসের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, পরিভাষা, গুরুত্ব-তাৎপর্য এবং এর উৎপত্তি-ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাসূল (সা.), খুলাফা রাশিদীন ও উমাইয়া যুগে হাদীস চর্চা প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আব্বাসীয় যুগে হাদীস চর্চার একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছে। এখানে আব্বাসীয় যুগের (১৩৭-৬৪৫খ্রি.) সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়া এ যুগে ইলমি হাদীস চর্চার ১০টি কেন্দ্রের (মক্কা, মদীনা, সিরিয়া, বসরা, কুফা, মিসর ইত্যাদি) বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে আব্বাসীয় যুগের বিশ্বসেরা সিহাহ সিত্তার ছয়জন ক্ষণজন্মা ইমামের হাদীস শাস্ত্রের সেবা সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে আব্বাসীয় যুগের ১৬ জন প্রখ্যাত মুহাদ্দিসের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করাহয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. **গবেষণা শিরোনাম : হাদীস বর্ণনায় উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের অবদানঃ একটি পর্যালোচনা**

গবেষকের নাম : সায়ীদ মুহাম্মদ ফারুক

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাবি, ঢাকা।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ২০১৩

থিসিস নং : ৪৬৬২৪৬

পর্যালোচনা : "হাদীস বর্ণনায় উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের অবদানঃ একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. মোঃ আখতারুজ্জামান এর তত্ত্বাবধানে সায়ীদ মুহাম্মদ ফারুক কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে। গবেষক অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে গবেষণা পদ্ধতি ও সাহিত্য পর্যালোচনা শিরোনামে আলোচনা স্থান পেলেও কোন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে উক্ত অভিসন্দর্ভটি রচিত হয়েছে তা উল্লেখ করেননি এবং সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে 'কেন এ শিরোনামে গবেষণা' তার সুনির্দিষ্ট কারণ নির্ণিত হয়নি। তারপরেও এটা একটা অগ্রগতি; কারণ ইতঃপূর্বে গবেষণা পদ্ধতি ও সাহিত্য পর্যালোচনা শিরোনামে আলোচনা হয়েছে মর্মে হাদীস বিষয়ক কোন থিসিসে পরিলক্ষিত হয়নি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে হাদীস পরিচিতি পর্বে হাদীসের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, পরিভাষা, গুরুত্ব-তাৎপর্য এবং এর বর্ণনা পদ্ধতি, হাদীস বিশারদদের নিকট সনদের গুরুত্ব প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে; কিন্তু উক্ত বিষয়গুলো সরাসরি শিরোনাম সংশ্লিষ্ট নয়, তবুও এ গুলোর প্রাসঙ্গিকতার কারণ বর্ণিত হয়নি। তৃতীয় অধ্যায়ে উম্মাহাতুল মুমিনগণের পরিচয়, তাদের শামাইল ও ফাদাইল সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে উম্মাহাতুল মুমিনীনগণের হাদীস বর্ণনায় অবদান, তাঁদের হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকবৃন্দ, তাঁদের হাদীস শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি, তাদের ইলমি হাদীস শিক্ষাদান ও তাঁদের শিক্ষার্থীবৃন্দ, তাঁদের শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে উম্মাহাতুল মুমিনীনগণের বর্ণিত হাদীসসমূহ বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস করা হয়েছে। তন্মধ্যে ঈমান ও আকাঈদ বিষয়ে ১৭টি, ইলম সম্পর্কে ১৪২টি, আখলাকের উপর ৪১টি এবং তাফসীর সম্পর্কে ০৪টি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বহু বিবাহকে যৌক্তিকভাবে হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বোপরি গবেষক তার গবেষণায় আধুণিক গবেষণা পদ্ধতি ও সাহিত্য পর্যালোচনা প্রয়োগের চেষ্টা নতুনত্বের স্পর্শ লেগেছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

৬. **গবেষণা শিরোনাম : হাদীসশাস্ত্র চর্চায় বাংলাদেশী মুহাদ্দিসগণের অবদান (১৯৭১-২০১২)**

গবেষকের নাম : মোঃ মোরশেদ আলম

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. এইচ. এম. মুজতাবা হোছাইন, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাবি, ঢাকা।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ২০১৪

থিসিস নং : ৪৬৬৯০২

পর্যালোচনা : "হাদীস শাস্ত্র চর্চায় বাংলাদেশী মুহাদ্দিসগণের অবদান (১৯৭১-২০১২)" শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. এইচ.এম. মুজতাবা হোছাইন এর তত্ত্বাবধানে মোঃ মোরশেদ আলম কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। গবেষক অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে হাদীসের পরিচয় প্রসঙ্গে হাদীসের সংজ্ঞা, পরিভাষা, প্রকারভেদ, হাদীসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, গুরুত্ব-তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশ পরিচিতি ও এ দেশে ইসলামের আগমন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশে হাদীস চর্চার ইতিহাস; চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশের বিভাগ ভিত্তিক ৬০ জন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসের জীবন-কর্ম এবং আলিয়া-কওমী ধারার (২০+২৪)= ৪৪টি মাদরাসা ইতিহাস; পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশী প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের ২০টি আরবী ও উর্দূ ভাষায় রচিত হাদীস গ্রন্থ ও বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত হাদীস বিষয়ক গ্রন্থাবলীর (তালিকা) সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৭. **গবেষণা শিরোনাম : হুসাইন ইবন মাসউদ আল বাগাভী (রহ.) এর মাসাবীহুস সুন্নাহ ও ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত-তাবরীযী (রহ.) এর মিশকাতুল মাসাবীহ : একটি পর্যালোচনা**

গবেষকের নাম : আব্দুল্লাহ আল মামুন

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাবি, ঢাকা।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ২০১৫

থিসিস নং : -----

পর্যালোচনা : "হুসাইন ইবন মাসউদ আল বাগাভী (রহ) এর মাসাবীহুস-সুন্নাহ ও ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত-তাবরীযী (রহ) এর মিশকাতুল মাসাবীহ : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক পি.এইচ.ডি অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ এর তত্ত্বাবধানে আব্দুল্লাহ আল মামুন কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এটি একটি দুটি বিখ্যাত সংকলিত হাদীস গ্রন্থের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা ভিত্তিক গবেষণাকর্ম। এ অভিসন্দর্ভে প্রথমত: গবেষক ইমাম হুসাইন ইবন মাসউদ আল-বাগাভী (রহ.) ও ইমাম ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত-তাবরীযী (রহ) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শিরোনামে ইমামদ্বয়ের জীবন ও কর্ম উল্লেখ করেছেন। অতঃপর হাদীস এর পরিচয়, গুরুত্ব-তাৎপর্য ও হাদীস সংকলনের উৎপত্তি-ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। এর ধারাবহিকতায় মাসাবীহুস-সুন্নাহ ও মিশকাতুল মাসাবীহ সংকলনের ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতিমালা ও উভয়ের অবস্থান সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। পাশাপাশি মাসাবীহুস-সুন্নাহ ও মিশকাতুল মাসাবীহ সংকলনের শর্তাবলী, শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। সর্বশেষ মাসাবীহুস-সুন্নাহ ও মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনায় মাধ্যমে উভয় গ্রন্থের স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী উপস্থাপিত হয়েছে।

৮. **গবেষণা শিরোনাম : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে মানবাধিকার : একটি পর্যালোচনা**

গবেষকের নাম : মোঃ মশিউর রহমান

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাবি, ঢাকা।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : মার্চ-২০১৫

থিসিস নং : ৪৬৭৬৬৪

পর্যালোচনা : "হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে মানবাধিকার : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. মোঃ আখতারুজ্জামান ও ড. শেখ মোঃ ইউসুফ, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর যৌথ তত্ত্বাবধানে মোঃ মশিউর রহমান কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। গবেষক অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে মানবাধিকারের ধারণা শিরোনামে মানবাধিকারের সংজ্ঞা ও স্বরূপ, উৎসসমূহ, বৈশিষ্ট্যাবলী, প্রকারভেদ ও ক্রমবিকাশ এবং ইসলামে মানবাধিকারের ধারণা, উৎস, ক্রমবিকাশ এবং মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ও অন্যান্য দলিলসমূহের বিবরণ তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে আন্তর্জাতিক রূপরেখা উপস্থাপিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে মানবাধিকারসমূহ উদ্ধৃত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে নারী, শিশু, বৃদ্ধ, দাস-দাসী, বন্দী-আদিবাসী প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে প্রতিফলিত মানবাধিকারের ব্যাপক স্বীকৃতির বিষয়ে উঠে এসেছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী, ভাষণ ও চুক্তিসমূহে মানবাধিকারের সফল বাস্তবায়ন চিত্র ফুটে উঠেছে। সপ্তম অধ্যায়ে বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার পরিস্থিতি ও ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকারের সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৯. **গবেষণা শিরোনাম** : **ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও হাদীস শাস্ত্র**
গবেষকের নাম : মো. বশির উদ্দিন
তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. এইচ. এম. মুজতাবা হোছাইন, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাবি।
ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ২৮ মে-২০১৫
থিসিস নং : ৪৬৮২৮০
পর্যালোচনা : "ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও হাদীস শাস্ত্র" শীর্ষক পি.এইচ.ডি অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. এইচ. এম. মুজতাবা হোছাইন এর তত্ত্বাবধানে মো. বশির উদ্দিন কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে ইমাম আবু হানীফা (রহ.): সংক্ষিপ্ত জীবন পরিক্রমা শিরোনামে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর সমকালীন পরিবেশ এবং তার জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে হাদীসের সংজ্ঞা, উৎপত্তি-ক্রমবিকাশ ও সংকলনের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর প্রতি আরোপিত অভিযোগসমূহ খণ্ডন করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর হাদীসশাস্ত্রে অবদান ও অবস্থান ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তিনি একজন মুহাদ্দিস, হাফিজুল হাদীস, জারহ-তা'দীলের ইমাম এবং তাঁর সংকলিত *"কিতাবুল আসার"* সর্বপ্রথম সহীহ হাদীস সংকলন বলে গবেষক দাবী করেছেন।

১০. **গবেষণা শিরোনাম** : **সহীহ ইবন খুযায়মা ও সহীহ ইবন হিব্বান: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা**
গবেষকের নাম : শেখ মোহাম্মদ মাহদী হাসান
তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. মোঃ মাসুদ আলম, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাবি, ঢাকা।
ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ২০০১৭
থিসিস নং : ৪৯৯২৮৬
পর্যালোচনা : "সহীহ ইবন খুযায়মা ও সহীহ ইবন হিব্বান: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা" শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. মোঃ মাসুদ আলম এর তত্ত্বাবধানে শেখ মোহাম্মদ মাহদী হাসান কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। গবেষক অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে ইবন খুযায়মা (রহ.) এর সমকালীন রাজনৈতিক, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইবন খুযায়মা (রহ.) এর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সহীহ ইবন খুযাইমাতে হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে তাঁর শর্তাবলী এবং সংকলনে তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ইমাম ইবন হিব্বান (রহ.) এর সমকালীন রাজনৈতিক, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার বিবরণ দেয়া হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে ইমাম ইবন হিব্বান (রহ.) এর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে সহীহ ইবন হিব্বানে হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে তাঁর শর্তাবলী এবং সংকলনে তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে সহীহ ইবন খুযায়মা ও সহীহ ইবন হিব্বান গ্রন্থদ্বয়ের মাঝে তুলনামূলক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ কতগুলো দিক বিবেচনা করা হয়েছে। যেমন: সহীহ হাদীস সংকলনে ইমাম ইবন খুযায়মা ও সহীহ ইবন হিব্বানের অনুসৃত পদ্ধতি; ফিকহী মাসাইল বর্ণনার ক্ষেত্রে উভয় ইমামের অনুসৃত পদ্ধতি; নাসিক-মানসুখের ক্ষেত্রে উভয় ইমামের অনুসৃত পদ্ধতি; মতভেদ পূর্ণ দু'টি হাদীসের মধ্যে প্রাধান্য দানের ক্ষেত্রে উভয় ইমামের অনুসৃত পদ্ধতি; হাদীস শরীফে বর্ণিত জটিল শব্দ ব্যাখ্যা দানের ক্ষেত্রে উভয় ইমামের অনুসৃত পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের মধ্যে গ্রন্থদ্বয়ের অবস্থান এবং উভয় ইমামের আকীদা, মাযহাব ও তাদের সংকলিত গ্রন্থদ্বয়ের মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে।

এম.ফিল. থিসিস পর্যালোচনা

১. **গবেষণা শিরোনাম** : **সাহাবী হযরত আনাস (রা.) এর জীবন ও হাদীস শাস্ত্রে তার অবদান : একটি ইতিহাস ভিত্তিক পর্যালোচনা**
গবেষকের নাম : হাফেজ মোস্তফা আহমদ সিরাজী

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. হাবীবুর রহমান চৌধুরী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাবি, ঢাকা।
ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ২০১১
থিসিস নং : -----
পর্যালোচনা : থিসিসটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

২. গবেষণা শিরোনাম : তাফসীর আল-বায়দাভীর প্রতিটি সূরান্তে সন্নিবেশিত হাদীস : প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধতা বিচার

গবেষকের নাম : মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক
তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাবি, ঢাকা।
ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ২০১৩
থিসিস নং : ৪৬৫৮৮০
পর্যালোচনা : "তাফসীর আল-বায়দাভীর প্রতিটি সূরান্তে সন্নিবিশিত হাদীস : প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধতা বিচার" শীর্ষক এম.ফিল অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান এর তত্ত্বাবধানে মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে। গবেষক অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে তাফসীর আল-বায়দাভী ও সমকালীন তাফসীর সাহিত্য শিরোনামের অধীন ইমাম নাসিরুদ্দীন আল-বায়দাভীর (রহ.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তার রচিত তাফসীর আল-বায়দাভীর পরিচয় তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে এ তাফসীরের রচনা পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনার ক্ষেত্রে হাদীসের সাহায্যে তাফসীর করণ, সনদ সংক্ষেপন, তাফসীর কাশশাফের অনুসরণ, কিরাআত ও ব্যাকরণ উল্লেখ, আরবী কবিতার ব্যবহার, ফিকহী মাসাইল বর্ণনা, দার্শনিক যুক্তি পেশ ও আকিদা উপস্থানের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসরণ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করেছেন। এ পর্যায় সমকালীন সাহিত্য (গবেষণার ভাষায়, সাহিত্য পর্যালোচনা যা বিষয় নির্বাচনের যৌক্তিকতা সুনির্দিষ্ট করে, যদিও তা সূচনাতে উল্লেখ্য) শিরোনামে ইমাম আল-বায়দাভীর সমসাময়িক কালের ১৭৫টি তাফসীর গ্রন্থ পরিচিতি এবং তাফসীর আল-বায়দাভীর সূরান্তে মোট ১৩১টি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে বলে গবেষক দাবী করেছেন। ২য় অধ্যায়ে ১২টি এমন তাফসীর গ্রন্থের পর্যালোচনা করা হয়েছে যেগুলোতে সূরান্তে হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়েছে। অতঃপর তাফসীর আল-বায়দাভীতে সূরান্তে সন্নিবেশিত হাদীসের পর্যালোচনা করা হয়েছে। ৩য় অধ্যায়ে উদ্ধৃত ১৩১টি হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ করতে যেয়ে গবেষক উসূলুল হাদীসের উল্লেখযোগ্য মূলনীতিগুলো বর্ণনাপূর্বক উদ্ধৃত হাদীসগুলো পর্যালোচনা করেছেন। গবেষকের মতে, (৪র্থ অধ্যায়ে) সূরা ফাতিহা থেকে সূরা শুআরা পর্যন্ত এবং (৫ম অধ্যায়ে) সূরা নামল-নাস প্রত্যেকটি সূরার শেষে বর্ণিত মোট ১৩১টি হাদীসের মধ্যে অধিকাংশ হাদীস সনদের মানদন্ডে উত্তীর্ণ হয়নি; অল্প কিছু হাদীস বাদে বেশির ভাগই যঈফ ও মওজু বা বানোয়াট। তবে গবেষক এ কথা স্বীকার করেছেন যে, সূরার ফজিলত বর্ণনা ও আমলে উৎসাহিত করণের জন্য আল-বায়দাভী যে যঈফ হাদীস উল্লেখ করেছেন তা মুহাদ্দিসগণের মতে বৈধ।

৩. গবেষণা শিরোনাম : মুসলিম সমাজে জাল ও যঈফ হাদীসের প্রভাবঃ একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

গবেষকের নাম : মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম
তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. মুহাঃ আব্দুল বাকী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাবি, ঢাকা।
ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ২০১৬
থিসিস নং : ৪৬৯৯৯০
পর্যালোচনা : "মুসলিম সমাজে জাল ও যঈফ হাদীসের প্রভাব: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা" শীর্ষক এম.ফিল অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. মুহাঃ আব্দুল বাকী এর তত্ত্বাবধানে মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। গবেষক অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে হাদীসের সংজ্ঞা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে জাল ও যঈফ হাদীসের পরিচয়, তৃতীয় অধ্যায়ে জাল ও যঈফ হাদীসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, চতুর্থ অধ্যায়ে হাদীস মৌযূ এবং যঈফ হাদীস বর্ণিত হওয়া কারণ বর্ণনায় গবেষক ৯টি কারণ উল্লেখ করেছেন এবং যঈফ হাদীস বর্ণনাকারী কিছু ব্যক্তি-গোষ্ঠিকে নির্ধারণ করেছেন। তন্মধ্যে ২০০জন জাল ও যঈফ হাদীস বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে হাদীস কি জাল ও যঈফ হতে

Dhaka University Institutional Repository

পারে? হলে আমলযোগ্য কি? ষষ্ঠ অধ্যায়ে জাল ও যঈফ বর্জনের মূলনীতি সপ্তম অধ্যায়ে মুসলিম সমাজে জাল ও যঈফ এর প্রভাব সম্পর্কে খাদ্য-১১টি, ইলম-২০টি, পবিত্রতা-০৬, আহলে বায়ত-১৩টি, কুরআন-০৫টিসহ মোট ১২৪টি জাল ও যঈফ হাদীস বঙ্গানুবাদসহ উল্লিখিত হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে বর্তমানে জাল ও যঈফ হাদীস বর্জন ও প্রস্তাবনা উল্লিখিত হয়েছে। উক্ত অভিসন্দর্ভটির গবেষণা শিরোনাম অতি চমৎকার; কিন্তু এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে দেখা যায়, অধ্যায়ের শিরোনাম লিখন ও বিন্যাস, শব্দ চয়ন, ভাষা-ভাব-বন্ধ কোনভাবেই গবেষণার মানে উত্তীর্ণ নয়। এ ক্ষেত্রে গবেষকের আন্তরিকতার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; আরবী বিভাগ

পিএইচ.ডি. থিসিস পর্যালোচনা

১. **গবেষণা শিরোনাম** : **"রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্র ও চুক্তি : বিশ্লেষণ"**

গবেষকের নাম : মুহাম্মদ সোলায়মান

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, আরবী বিভাগ, ঢাবি, ঢাকা-১০০০।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ১৯৯৯

থিসিস নং : ৩৮২৩৫০

পর্যালোচনা : "রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্র ও চুক্তি : বিশ্লেষণ" শীর্ষক পি.এইচ.ডি অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান এর তত্ত্বাবধানে মুহাম্মদ সোলায়মান কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। গবেষক অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থা ও তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্র শিরোনামে তৎকালীন পত্রের ভাষা, রচনারীতি ও বিষয়বস্তু এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্র লেখক ও বাহক যারা ছিলেন তাদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্রের ভাষা, রচনারীতি ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্রের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আরবের ১০জন অমুসলিম শাসনকর্তা ও গোত্র প্রধানের কাছে নবী (সা.) এর প্রেরিত পত্র; ১১ জন অনারব অমুসলিম শাসনকর্তা ও গোত্র প্রধানের কাছে নবী (সা.) এর প্রেরিত পত্র; এ ছাড়া প্রাদেশিক শাসনকর্তা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ওয়ালী ও আমিলদের কাছে নবী (সা.) এর প্রেরিত ০৬টি পত্রে বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে গবেষক রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ২২টি চুক্তিনামা তথা মদীনা সনদ, হুদায়বিয়া সন্ধি, বিভিন্ন দানপত্র ও চুক্তি পত্র এবং ৪টি হস্তান্তর দলিলের বর্ণনা দিয়েছেন। পরিশিষ্টে-১ রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বিভিন্ন রাজাবাদশাদের কাছে প্রেরিত পাঁটি মূল পত্রের ফটোকপির ছবি সংযুক্ত করা হয়েছে। পরিশিষ্টে-২ রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ের আরব উপদ্বীপের একটি মানচিত্র যুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত থিসিসে গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের নাম উল্লেখ করা হয়নি; তাই উক্ত গবেষকের সাথে ফোনালাপের মাধ্যমে তার তত্ত্বাবধায়কের নাম নিশ্চিত করা হয়েছে।

২. **গবেষণা শিরোনাম** : **বহুল উদ্ধৃত জাল হাদীস : বাংলাদেশে এর প্রসার ও প্রভাব**

গবেষকের নাম : মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, আরবী বিভাগ, ঢাবি, ঢাকা-১০০০।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : জুলাই-২০১১

থিসিস নং : ৪৪৯৯৫৪

পর্যালোচনা : "বহুল উদ্ধৃত জাল হাদীস : বাংলাদেশে এর প্রসার ও প্রভাব" শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি ডক্টর মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান এর তত্ত্বাবধানে মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। গবেষক অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে জাল হাদীসের পরিচয়, জাল রাবী ও ভাষ্য সনাক্ত করণের পরিভাষা, এর বিধান, জাল হাদীস উৎপত্তির প্রেক্ষাপট

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জাল ও দূর্বল হাদীসের মধ্যে সম্পর্ক ও বিভিন্ন দিক, ফাযায়িলে আমল ও দূর্বল হাদীসের সম্পর্ক, জাল হাদীস শনাক্ত করণের লক্ষণ ও মূলনীতি সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশে জাল হাদীস প্রসারের প্রেক্ষাপট বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে 'যে সব বিষয়ে সকল হাদীস জাল' শিরোনামে ১১৭টি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন: বৃহস্পতি বার নক কাটা এবং নক কাটায় আঙ্গুলিসমূহের ধারাবাহিকতা রক্ষা, মধ্য শাবানের রাতের নামায, দু'ঈদের নামাযে কিরাত পাঠ, আশুরার ফজিলত, কুরআনের আয়াত ও সূরার ফযিলত, বিশেষ কয়েক শ্রেণির পুস্তকের হাদীসসমূহ অসহীহ ইত্যাদি। পঞ্চম অধ্যায়ে 'বাংলাদেশে জাল হাদীসের প্রভাব' শিরোনামে শিরক-কুফর আকীদার প্রতিফলন, ইসলামের মৌলিক আকীদা পরিপন্থি ধারণা-বিশ্বাসের প্রতিফলন, কুরআন-সুন্নাহের বাইরে বিশেষ বাতেনী ইলমের কদর, আহলে বাইতের মর্যাদায় অতিরঞ্জন, দীনের সর্বত্রস্থিত ভিত্তি হিসেবে নূরে-মুহাম্মদী তত্ত্বের প্রচলন, মানসজাত-সমাজাত চরিত্রে ইসলামী বিষয়াদির রূপায়ণ, অলৌকিক ও অসম্ভব নীতি-নিয়মের সংস্থাপন, আলিম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে নবী-রাসূলগণের সমান্তরাল মূল্যায়ণ, বিধিবদ্ধ আমলের সাথে অতিরিক্ত ও অবিধিবদ্ধ আমলের সংযোজন ইত্যাদি ১৫টি প্রভাবের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

৩. **গবেষণা শিরোনাম : "হাদীস শাস্ত্র বিষয়ে সৃষ্ট সংশয় : সংকলন, মতন ও রাভী প্রসঙ্গ"**
গবেষকের নাম : কাউছার মোঃ বাকী বিল্লাহ
তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী, আরবী বিভাগ, ঢাবি, ঢাকা।
ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : নভেম্বর-২০১২
থিসিস নং : ৪৬৫৯২৯
পর্যালোচনা : "হাদীস শাস্ত্র বিষয়ে সৃষ্ট সংশয় : সংকলন, মতন ও রাভী প্রসঙ্গ" শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী এর তত্ত্বাবধানে কাউছার মোঃ বাকী বিল্লাহ কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। গবেষক অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে হাদীস ও উলূমুল হাদীসের পরিচয়, প্রকারভেদ, আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য, কিছু পরিভাষা, হাদীসের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসের শ্রেণিবিন্যাস এবং এদের বিধান নিয়ে আলোচনা করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে আমল ও আহকাম বিষয়ে দূর্বল হাদীসের অবস্থান ও বিধান প্রসঙ্গে দয়ীফ হাদীস, সহীহ ও হাসানের স্তরে উন্নিত হওয়ার বিবিধ কার্য বিবরণ এবং শুধু এক সনদে বর্ণিত হওয়া আবস্থায় যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করার হুকুম ও শর্তসমূহ বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে হাদীস অস্বীকার ও সংশয় সৃষ্টির সূচনা ও ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে হাদীস অস্বীকারের বিধান, ইলামের প্রাথমিক যুগ থেকে এর সূচনা ও ক্রমবিকাশ এবং আধুনিক যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায় নিয়ে আলোচিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের প্রকৃতি ইতিহাস ভিত্তিক বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে হাদীসের মতন বিষয়ে সৃষ্ট সংশয় নিরসনে মুহাদ্দিসগণের ভূমিকা ও কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করা হয়েছে, সপ্তম অধ্যায়ে হাদীসের রাবীগণের গ্রহণযোগ্যতা মূল্যায়নে হাদীস বিশারদগণের কর্মপদ্ধতি ও এ বিষয়ে সৃষ্ট সংশয়ের পর্যালোচনা এবং অষ্টম অধ্যায়ে সৃষ্ট সংশায়াবলীসহ ইলমি হাদীসের অন্যান্য মতভেদের কারণে মুসলিম সমাজে আকাইদ ও ফিকহী বিষয়ে মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে; ফলে সৃষ্ট মতভেদকে কেন্দ্র করে এর প্রভাবে হাদীসকে যয়ীফ ও মওজু বলার প্রবণতা বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে বলে গবেষক তার জোরালো মত ব্যক্ত করেছেন।

এম.ফিল থিসিস পর্যালোচনা

১. **গবেষণা শিরোনাম : "নিয়ায মাখদুম খোতানী (র.) এর হাদীস সাধনা : প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য"**
গবেষকের নাম : মুহাম্মদ মাকছুদুল হক
তত্ত্বাবধায়ক : অধ্যাপক ড. আব্দুল কাদির, আরবী বিভাগ, ঢাবি, ঢাকা-১০০০।
ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : এপ্রিল-২০১১
থিসিস নং : ৪৪৯৯৯৪

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা : "নিয়ায মাখদুম খোতানী (র.) এর হাদীস সাধনা : প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য" শীর্ষক এম.ফিল অভিসন্দর্ভটি অধ্যাপক ড. আব্দুল কাদির এর তত্ত্বাবধানে মুহাম্মদ মাকছুদুল হক কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম আগমন, এ উপমহাদেশে ইলমি হাদীসের আগমন ও চর্চা (১৯৪৭ পর্যন্ত), দ্বিতীয় অধ্যায়ে বঙ্গ ও বাংলাদেশে ইসলামের আগমন এবং ইলমি হাদীস চর্চা (১৯৭১ সাল পর্যন্ত); বিশেষত: ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাৎ আলিয়া মাদরাসার অবদান উল্লিখিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে চীন ও তুর্কিস্থান শিরোনামে চীনে ইসলামের আগমন ও সমকালীন চীন তুর্কি, বুখারা ও সমরকন্দের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে মাওলানা নিয়ায মাখদুম খোতানীর জীবন ও কর্ম উপস্থাপিত হয়েছে। গবেষকের দাবী, ১৯৪৬-১৯৮৬ সাল পর্যন্ত মোট ২,৮৫৮জন শিক্ষার্থী আল্লামা নিয়ায মাখদুম খোতয়ানীর (রহ.) কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে ইলমি হাদীসের সর্বোচ্চ সনদ লাভ করেন। পঞ্চম অধ্যায়ে মাওলানা নিয়ায মাখদুম খোতানীর (রহ.) হাদীস সাধনার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিচারের ক্ষেত্রে তাঁর কিতাবী সাধনা ও ইলমি হাদীস তাঁর বাস্তব জীবনে প্রয়োগিক সাধনার বিভিন্ন দিক তুলে আনা হয়েছে।

২. গবেষণা শিরোনাম : "বৃটিশ পূর্ব মুসলিম শাসনামলে বঙ্গে হাদীস চর্চা (১২০১-১৭৫৭)"

গবেষকের নাম : মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

তত্ত্বাবধায়ক : অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউছুফ, আরবী বিভাগ, ঢাবি, ঢাকা- ১০০০।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : এপ্রিল-২০১৩

থিসিস নং : ৪৬৫৮৭৮

পর্যালোচনা : "বৃটিশ পূর্ব মুসলিম শাসনামলে বঙ্গে হাদীস চর্চা (১২০১-১৭৫৭)" শীর্ষক এম.ফিল অভিসন্দর্ভটি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউছুফ এর তত্ত্বাবধানে মুহাম্মদ খলিলুর রহমান কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে ইলমি হাদীসের পরিচয়, গুরুত্ব, অধ্যয়নের উদ্দেশ্য, ইলমি হাদীসের উৎপত্তি-ক্রমবিকাশ এবং প্রসিদ্ধ ছয় জন মুহাদ্দিস ও ইলমি হাদীসে তাঁদের অবদান প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বঙ্গে হাদীস চর্চা শিরোনামে রাসূলের যুগে এবং খোলাফা রাশেদুনের আমলে বঙ্গে সাহাবীদের আগমন, উমাইয়্যা ও আব্বাসীয় শাসনামলে বঙ্গে হাদীস চর্চার ধরন ও প্রকৃতি প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে মোঘল আমলে বঙ্গে হাদীস চর্চা বলতে দিল্লী, বিহার, কাশ্মীর, মুলতান, দাক্ষিণাত্য, গুজরাট, মালব, সিন্ধু, লাহোর, আগ্রা, জৌনপুর ও বঙ্গ অঞ্চলে যারা হাদীস চর্চা করেছেন তাদের অবদান তুলেধরা হয়েছে।

৩. গবেষণা শিরোনাম : হাদীস চর্চায় আল্লামা আজিজুল হক ও মুফতী আমীমুল এহসানের অবদান"

গবেষকের নাম : আব্দুল বারী ওয়াদুদী

তত্ত্বাবধায়ক : ড. মুহা: মিজানুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাবি, ঢাকা।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : এপ্রিল-২০১৯

থিসিস নং : ৫২১২০৩

পর্যালোচনা : "হাদীস চর্চায় আল্লামা আজিজুল হক ও মুফতী আমীমুল এহসানের অবদান" শীর্ষক এম.ফিল অভিসন্দর্ভটি ড. মুহা: মিজানুর রহমান এর তত্ত্বাবধানে আব্দুল বারী ওয়াদুদী কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে ইলমি হাদীসের পরিচয়, গুরুত্ব, অধ্যয়নের উদ্দেশ্য, ইলমি হাদীসের উৎপত্তি-ক্রমবিকাশ এবং ইলমি হাদীসে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের অবদান প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাকভারত উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের ইলমি হাদীসে অবদান প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দিহলাভী (রহ.) থেকে শুরু করে শায়খ যাফর আহমদ উসমানী (রহ.) পর্যন্ত মোট ১০জন খ্যাতনাম মুহাদ্দিসের অবদান আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে মাওলানা আজিজুল হক (রহ.) এর জীবন ও কর্ম সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে মুফতী আমীমুল এহসানের (রহ.) জীবন ও কর্ম সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে শায়খুল হাদীসের সমকালীন বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

আলোচিত হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে হাদীস চর্চায় মাওলানা আজিজুল হক (রহ.) এর অবদানের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গভাবে বুখারী শরীফের বঙ্গানুবাদ কর্ম ৪০০০ পৃষ্ঠায়, ১০খণ্ডে সম্পাদন করেন । এ ছাড়া তিনি দীর্ঘ ৬৫ বছর ইলমি হাদীসের পঠন, পাঠন, অধ্যাপনা ও সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। সপ্তম অধ্যায়ে হাদীস চর্চায় মুফতী আমীমুল এহসানের (রহ.) অধ্যাপনা, সাধনা ও গ্রন্থ রচনা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।
বর্তমান গবেষণা সংশ্লিষ্ট নিম্নের অভিসন্দর্ভগুলো অনুসন্ধান চালিয়েও খুঁজে পাওয়া যায়নি:

১. হাদীস বর্ণনায় হযরত আয়শা (রা) এর অবদান, আরবী বিভাগ, এম.ফিল, ২০১০খ্রি. ।
২. সাহাবী হযরত আনাস (রা) ও হাদীস শাস্ত্রে তার অবদান: একটি ইতিহাসভিত্তিক পর্যালোচনা, হাফেজ মোস্তফা আহমাদ সিরাজী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, এম.ফিল, ২০১১খ্রি. ।
৩. হাদীসে নববির প্রতি প্রাচ্যবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি : একটি বিশ্লেষণধর্মী সমীক্ষা; আরবী বিভাগ, পিএইচ.ডি, ২০১০খ্রি. ।
৪. বাংলাদেশের পরিবেশ উন্নয়নে হাদীসে রাসূল (সা.) এর উপযোগিতা; আরবী বিভাগ, পিএইচ.ডি, ২০১১খ্রি. ।

২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

পিএইচ.ডি. থিসিস পর্যালোচনা

১. গবেষণা শিরোনাম : "ইমাম তাহাভীর জীবনী এবং হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান"
গবেষকের নাম : মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ, সহযোগী অধ্যাপক, আল-কুরআন, ইবি, গাজীপুর।
তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাবি, রাজশাহী ও প্রফেসর ড. এ বি এম হাবীবুর রহমান চৌধুরী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাবি।
ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ১৯৯০
থিসিস নং : ডি-১৪৯৪
পর্যালোচনা : "ইমাম তাহাভীর জীবনী এবং হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান" শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান ও প্রফেসর ড. এ বি এম হাবীবুর রহমান চৌধুরী এর যৌথ তত্ত্বাবধানে মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। গবেষক অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে ইমাম তাহাভী (রহ.) এর সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতিক অবস্থা আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইমাম তাহাভীর (রহ.) জীবনী আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ইমাম তাহাভীর প্রসিদ্ধ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আলোচনা স্থান পেয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে হাদীস শাস্ত্রে ইমাম তাহাভীর অবদানের মূল্যায়ন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে হাদীসগ্রন্থ সংকলনে ইমাম তাহাভীর মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি ইমাম শাফিঈর ইখতিলাফুল হাদীস এবং ইবন কুতায়বা, ইবনুল জাওযী, মুহাম্মদ ইবন আলী ও ইবন ফুরাকের ইখতিলাফুল হাদীস গ্রন্থ পর্যালোচনার পরে ইমাম তাহাভীর শরহু মা'আনিল আসার সংকলনের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, আহকাম বিষয়ক হাদীস, পরস্পর বিরোধী হাদীসের সমাধানে ইমাম তাহাভীর অনুসৃত নীতিমালাও পদ্ধতি দৃষ্টান্তসহ আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া এ গ্রন্থের ভাষ্যগ্রন্থসমূহ ও এতে উদ্ধৃত হাদীসের তাখরীজ, এর রিজাল পর্যালোচনা ও সনদের বিবরণ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে ইলমি হাদীস ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে ইমাম তাহাভীর অবদান তুলে ধরা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রবিদগণের দৃষ্টিতে তাহাভীর অবস্থান মূল্যায়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, উক্ত থিসিসটি ২০১৮ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

২.গবেষণা শিরোনাম : আব্দুল হক দিহলভী : হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান
গবেষকের নাম : এস. এম. আব্দুছ ছালাম, সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাবি।
তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাবি।
ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ১৯৯৭
থিসিস নং : ডি-১৯১৭

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা : আব্দুল হক দিহলভী : হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ এর তত্ত্বাবধানে এস. এম. আব্দুছ ছালাম কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। গবেষক অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে ইলমুল হাদীসের পরিচয়, ভারত উপমহাদেশে হাদীস চর্চার সংক্ষিপ্ত ধারা ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আব্দুল হক দিহলভী (রহ.) এর সমকালীন ভারতের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা। তৃতীয় অধ্যায়ে জীবনপরিক্রমায় তার নাম, বংশ, জন্ম, শিক্ষা, শিক্ষকতা ছাত্র-শিক্ষক ইত্যাদি। চতুর্থ অধ্যায়ে হাদীস চর্চায় আব্দুল হক দিহলভী (রহ.) এর অবদান প্রসঙ্গে তার দরস-তাদরীস ও গ্রন্থ প্রনয়ণ ও ব্যাখ্যাকরণ বিশেষত: তার "আশিয়াতুল লুমা'আত" গ্রন্থের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন, গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য, মনীষীদের মন্তব্য, হাদীস বিষয়ে তার অন্যান্য গ্রন্থের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন উপস্থাপন করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় তার অবদান তথা কুরআন তাফসীর, সীরাত, ইতিহাস, আকাঈদ, তাসাউফ, আখলাক, ফিকহ, মানতিক, নাহু বা আরবী ব্যাকরণ, তাজভীদ, আত্মজীবনী ও মাকাতিব বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে দিহলভী (রহ.) এর সমকালীন কয়েকজন বিখ্যাত আলেম তথা- শায়খ আহমদ সারহিন্দী, মোল্লা আব্দুল কাদের বাদাউনী, মাওলানা জালালুদ্দীন দিহলাভী, আব্দুর রহীম খানে খানান, শায়খ জামাল উদ্দিন কৌড়ি, খাজা সায়্যিদ আদম বিন্নূরী, আব্দুল হাকীম শিয়ালকোটী, মীর সায়্যিদ তায়্যিব বিলগিরামী (রহ.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরে তাদের মাঝে আব্দুল হক দিহলাভীর অবস্থানের মূল্যায়ন করা হয়েছে।

৩. গবেষণা শিরোনাম : ইমাম ইবন মাজাহ : হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান

গবেষকের নাম : এ কে এম আব্দুল লতিফ, সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,রাবি।

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসার ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাবি, রাজশাহী।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ২০০০

থিসিস নং : ডি-২০২১

পর্যালোচনা : "ইমাম ইবন মাজাহ: হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান" শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ এর তত্ত্বাবধানে এ কে এম আব্দুল লতিফ কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে ইমাম ইবন মাজাহর সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থা আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইমাম ইবন মাজাহ এর বর্ণাঢ্য জীবন ধারা আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁর প্রসিদ্ধ শিক্ষক ও ছাত্রদের জীবনী আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ইমাম ইবন মাজাহ এর সুনান গ্রন্থ পর্যালোচনায় হাদীস গ্রন্থের প্রকার, সুনান ইবন মাজাহর অধ্যায়, পরিচ্ছেদ, হাদীস সংখ্যা, বৈশিষ্ট্য, সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভূক্তি ও অবস্থান, হাদীস বিশারদগণের অভিমত ও পর্যালোচনা এবং এর ভাষ্যগ্রন্থসমূহ আলোচিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে সুনান ইবন মাজাহ এর অন্তর্গত কিছু সংখ্যক সমালোচিত হাদীস পর্যালোচনা প্রসঙ্গে ৩৩ খানা হাদীস উল্লেখপূর্বক প্রতিটি হাদীসের সনদ নিয়ে হাদীস বিশারদ ও রিজাল শাস্ত্র বিশেষজ্ঞদের মতামত উল্লেখপূর্বক পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

৪.গবেষণা শিরোনাম : ইমাম আবুল হাসান 'আলী ইবন উমার আদ-দারাকুতনী : হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান

গবেষকের নাম : মুহাম্মদ ইকরামুল ইসলাম

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. এফ. এম. এ. এইচ তাকী ও প্রফেসর ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ২০০২

থিসিস নং : ডি-২২০৬

পর্যালোচনা : ইমাম আবুল হাসান 'আলী ইবন উমার আদ-দারাকুতনী : হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান শীর্ষক পিএইচ.ডি.অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. এফ.এ. এইচ তাকী ও প্রফেসর ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন

Dhaka University Institutional Repository

এর যৌথ তত্ত্বাবধানে মুহাম্মদ ইকরামুল ইসলাম কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। অভিসন্দর্ভটি ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হলেও প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকা ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে উপসংহার আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইমাম দারাকুতনী (রহ.) এর সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ইমাম দারাকুতনীর (রহ.) পূর্বযুগে হাদীস চর্চা, সাহবী, তাবিঈ যুগে হাদীস চর্চা, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে হাদীস চর্চার ইতিহাস উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ইমাম দারাকুতনীর জীবন ধারা বর্ণনায় তার নাম, বংশ, জন্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, বিস্ময়কর প্রতিভা ও জ্ঞান চর্চা, মুহাদ্দিসগণের চোখে ইমাম দারাকুতনী, তার বিখ্যাত শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ, আকিদা, মাযহাব, রচনাবলী ইত্যাদির আলোচনা স্থান পেয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে হাদীস চর্চায় তার অবদান প্রসঙ্গে "সুনানু দারাকুতনীর" পর্যালোচনায় এর বৈশিষ্ট্য, বিষয়বস্তু পর্যালোচনা, এর ভাষ্যগ্রন্থ, এতে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে সহীহ, হাসান, মুরসাল, দঈফ, মাওদু ও সমালোচিত রাবীদের বর্ণনা প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া পরিশিষ্ট-১ শিরোনামে সুনানু দারাকুতনীর সূচী, অধ্যায় ও অধ্যায়ভূক্ত হাদীসের পরিসংখ্যান এবং পরিশিষ্ট-২ শিরোনামে ইমাম দারাকুতনী কর্তৃক সমালোচিত সুনান গ্রন্থের রাবীগণের ত্রুটি-বিচ্যুতির পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রদান করা হয়েছে।

৫. **গবেষণা শিরোনাম** : **হাফিয মুহাম্মদ ইবন তাহির আল-মাকদাসী : হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান**
গবেষকের নাম : মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন
তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাবি।
ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ২০০৪
থিসিস নং : ডি-২৪২২

পর্যালোচনা : হাফিয মুহাম্মদ ইবন তাহির আল-মাকদাসী : হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ এর তত্ত্বাবধানে মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে মুহাম্মদ ইবন তাহির আল-মাকদিসী (রহ) এর জীবন ধারার বর্ণনায় তার পরিচয়, শিক্ষা, শিক্ষকমন্ডলীর মধ্যে প্রসিদ্ধ ১৪ জনের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ছাত্রদের আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া হাদীস অন্বেষণে মাকদাসীর বৈশিষ্ট্য, কাব্য প্রতিভা, মাযহাব ও মনীষীদের দৃষ্টিতে ইমাম মাকদাসী, তাঁর রচনাবলী ইত্যাদি আলোচনা স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জাল হাদীস প্রতিরোধে মাকদিসীর অবদান শীর্ষক এ অধ্যায়ে জাল হাদীসের পরিচয়, উৎপত্তি-ক্রমবিকাশ, জাল হাদীস রচনার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে গবেষক নয়টি কারণ বর্ণনা করেছেন। যেমন: রাজনৈতিক কারণে শী'আ ও খারেজী সম্প্রদায় হাদীস জাল করতো; যিন্দীকদের দ্বারা রচিত, জাতি, গোত্র, ভাষা, দেশ ও ইমাম প্রীতির করণে, কিস্‌সা-কাহিনী, শাসকবর্গের নৈকট্য লাভ, জনতাকে অধিক পরহেযগারীর উদ্দেশ্যে মাযহাব-তরীকার সমর্থনে, পুরস্কার কিংবা ব্যবসায়ীক উদ্দেশ্যে হাদীস জাল করা হয়েছে। অতঃপর জাল হাদীস প্রতিরোধে মুহাদ্দিসগণের ভূমিকায় ৪টি পদক্ষেপের বর্ণনা এসেছে। জাল হাদীস চেনার উপায় বর্ণনা করা হয়েছে। শেষে জাল হাদীস প্রতিরোধে মাকদিসীর অবদান তুলে ধরা হয়েছে এবং তার রচিত "তাযকিরাতুল হুফফাজ" গ্রন্থের পর্যালোচনা ও কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আত্বরাফ হাদীসে মাকদিসীর অবদান বর্ণনায় গবেষক আত্বরাফ হাদীসের পরিচয়, আত্বরাফ গ্রন্থের উপকারিতা, এ সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী, মাকদিসীর অবদান প্রসঙ্গে তার রচিত اطراف الغرائب والافراد ও اطراف كتب الستة গ্রন্থদ্বয় পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ইমাম মাকদিসীর অন্যান্য অবদানের মধ্যে তার রচিত (১) الجمع بين رجال الصحيحين (২) ايضاح الاشكال (৩) شروط الائمة الستة এ তিনটি অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী গ্রন্থের পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। উল্লেখ্য, গবেষকের প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায়ে "আল-মাকদেসী" শব্দটি ব্যবহার লক্ষ্যণীয়, কিন্তু ২য় অধ্যায়ে "আল-মাকদাসী" পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবত: গবেষক শব্দটি নিয়ে কিছুটা সংশয়ের মধ্যে ছিলেন। বস্তুত: মুহাম্মদ ইবন তাহির যেহেতু "বায়তুল মুকাদ্দাসে" জন্মগ্রহণ করেন। তাই তার সাথে আল-মাকদাসী হওয়াটাই যুক্তি যুক্ত।[১]

১ শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ১৯, বৈরূত: মুআসসাতুর রিসালাহ, সংস্ক. ১১, ১৯৯৬ খ্রি. পৃ. ৩৬১

Dhaka University Institutional Repository

৬. **গবেষণা শিরোনাম** : **সিরাজগঞ্জ জেলায় হাদীস চর্চা**

গবেষকের নাম : মোঃ এনামুল হক

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাবি।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ২০০৪

থিসিস নং : ডি-২৩৭৫

পর্যালোচনা : সিরাজগঞ্জ জেলায় হাদীস চর্চা শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ এর তত্ত্বাবধানে মো: এনামুল হক কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। গবেষক অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে সিরাজগঞ্জ জেলার অবস্থান ও পরিচিতি বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাজনীতি ও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সিরাজগঞ্জ জেলার অবদান প্রসঙ্গ, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যথা- সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, নজীব রহমান সাহিত্যরত্ন, মাওলানা আব্দুল হামীদ খান ভাষাণী, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, ক্যাপ্টেন মনসূর আলী, আব্দুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীনের মত প্রখ্যাত গুণীজনের জীবন চরিত আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে হাদীস চর্চার কেন্দ্রসমূহ ও সেগুলোর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শুরুতে হাদীস পরিচিতি ও সংকলনের ইতিহাস, উপমহাদেশে হাদীস চর্চা, বাংলা ও সোনারগাঁওয়ে হাদীস চর্চা, অতঃপর সিরাজগঞ্জের হাদীস চর্চা কেন্দ্র উল্লেখিত হয়েছে। কওমী ও আলিয় ধারার মাদরাসাসমূহের বর্ণনা দেওয়ার মাধ্যমে অধ্যায়টি সমাপ্ত করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে সিরাজগঞ্জ জেলার মুহাদ্দিসগণের জীবন ও কর্ম শিরোনামে মোট ৬১ জন প্রখ্যাত মুহাদ্দিসের জীবন ও হাদীস চর্চায় তাদের অবদান উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে মাওলানা মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন ইসলামনগরী ও হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রথমে তাঁর জীবনী এবং পরে তার রচিত গ্রন্থ পর্যালোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মাওলানা ইসলামনগরী রচিত নয়টি গ্রন্থের পর্যালোচনা উপস্থাপিত হলেও এগুলোর একটিও সরাসরি হাদীস গ্রন্থ নয়। অপর দিকে তার রচনাবলীর তালিকায় ১৬টি গ্রন্থের নাম সংকলিত হয়েছে।

৭. **গবেষণা শিরোনাম** : **বাংলাদেশে কওমী মাদরাসার খ্যাতনামা আলিমগণঃ হাদীস চর্চায় তাঁদের অবদান (১৯৪৭-২০০২)**

গবেষকের নাম : এস. এম হেদায়েতুল ইসলাম

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর মো. রূহুল আমিন, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাবি।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ২০০৮

থিসিস নং : ডি-৩০১১

পর্যালোচনা : বাংলাদেশে কওমী মাদরাসার খ্যাতনামা আলিমগণ : হাদীস চর্চায় তাঁদের অবদান (১৯৪৭-২০০২) শীর্ষক পিএইচ.ডি.অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর মো. রূহুল আমিন এর তত্ত্বাবধানে এস.এম হেদায়েতুল ইসলাম কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে সমকালীন মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে কওমী মাদরাসার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; তৃতীয় অধ্যায়ে খ্যাতনামা কওমী আলিমগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে কওমী আলিমগণ কর্তৃক মাদরাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হাদীস চর্চা। পঞ্চম অধ্যায়ে কওমী আলিমগণের লিখনী তথা অনূদিত, সংকলিত, ব্যাখ্যাত হাদীস গ্রন্থ এবং পত্রিকার মাধ্যমে হাদীস প্রচার। এতে সাহিত্য পর্যালোচনা কিংবা গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কিত বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

৮. **গবেষণা শিরোনাম** : **আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাক্বী (র.)ঃ হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান**

গবেষকের নাম : মুহা: কবীরুল ইসলাম

তত্ত্বাবধায়ক : ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ২০০৯

থিসিস নং : ডি-২৩৭৫

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা : আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাক্বী (রহ) : হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান এর তত্ত্বাবধানে মুহা: কবীরুল ইসলাম কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে ইমাম বায়হাকীর সমসাময়িক রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থার আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইমাম রায়হাকীর (৩৮৪হি./৯৯৪খ্রি-৪৫৮হি./১০৬৬ খ্রি.) জীবন ধারায় তার জন্ম, বংশ পরিচয়, নাম, শৈশব-কৈশর, শিক্ষা-দীক্ষা, দরস-তাদরীস, গ্রন্থ প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ইমাম বায়হাকীর খ্যাতনামা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে হাদীস শাস্ত্রে তার অবদান প্রসঙ্গে তার সংকলিত "আস-সুনানুল কুবরা" এর রচনা পদ্ধতি, বিশেষ পরিভাষা, এর বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলী, এর অবস্থান, অধ্যায় ও হাদীস সংখ্যা, এর উপর পরবর্তী কাজসমূহ উল্লিখিত হয়েছে। এ ছাড়া তার সংকলিত "আস-সুনান আস-সগীর" গ্রন্থের মূল্যায়ন, প্রণয়ন পদ্ধতি, বৈশিষ্ট্য, হাদীস ও অধ্যায় সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে। তার আরো একটি বিখ্যাত সংকলন "শুআবুল ঈমান" প্রণয়নের কারণ, আলোচ্য বিষয়, বিন্যাস পদ্ধতি, বৈশিষ্ট্যাবলী, হাদীস ও অধ্যায় সংখ্যা, ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় তার অবদান প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে উলূমুল কুরআন ও তাফসীর সাহিত্যে তার অবদান, উলূমুল আকাঈদ, ফিকহ ও উসূলুল ফিকহে তার অবদান, ভাষা-সাহিত্যে ও কাব্যপ্রতিভা, যুহদ-রিকাক বিষয়ক জ্ঞানে অবদান, ইতিহাস, সীরাত, আবদব ও ফাযায়েল বিষয়ে তার অবিস্মরণীয় অবদানের মূল্যায়ন করা হয়েছে। তবে উল্লিখিত গবেষণায় সাহিত্য পর্যালোচনা, পদ্ধতি, উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো আলোচনা প্রতীয়মান হয়নি।

৯. গবেষণা শিরোনাম : আল-জামি'উস সহীহর আলোকে ইমাম বুখারীর (রহ.) ফিকহ ও ইজতিহাদঃ একটি বিশ্লেষণ

গবেষকের নাম : মোঃ মুরাদ উল্লাহ

তত্ত্বাবধায়ক : ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন ও ড. মো. শফিকুল ইসলাম, প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ২০১৫

থিসিস নং : ডি-৩৯৫

পর্যালোচনা : আল-জামি'উস সহীহর আলোকে ইমাম বুখারীর (রহ.) ফিকহ ও ইজতিহাদ : একটি বিশ্লেষণ শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন ও ড. মো. শফিকুল ইসলাম এর তত্ত্বাবধানে মো: মুরাদ উল্লাহ কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে ইমাম বুখারীর সংক্ষিপ্ত জীবনধারায় নাম, বংশ পরিচিতি, জন্ম, লালন-পালন, হাদীস শিক্ষা, অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও হাদীস শাস্ত্রে পারঙ্গমতা, রচনাবলী ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আল-জামি'উস সহীহর পরিচয় ও পর্যালোচনায় সহীহ বুখারী সংকলনের প্রেক্ষাপট, সংকলন ও নামকরণ, সংকলনপদ্ধতি ও সতর্কতা, শর্তাবলী, সনদ ও মতন নিরিক্ষণ ও অধ্যায়, পরিচ্ছেদ, হাদীস সংখ্যা, বৈশিষ্ট্য, সমালোচনা-জাবাব ও ভাষ্যগ্রন্থসমূহ ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে বিধৃত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ইমাম বুখারীর ফিকহ ও ইজতিহাদ প্রসঙ্গে ফিকহের পরিচয়, উৎস, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং বুখারীর ফিকহ চর্চা, তার মূলনীতি এবং ইজতিহাদ পরিচিতি, প্রকারভেদ-ক্ষেত্র, বিধান, মুজতাহিদের শর্তাবলী ও তার মুজতাহিদ হওয়ার প্রামাণিক দলীল উপস্থাপিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে সহীহ বুখারীর তরজমাতুল বাব প্রণয়নে পাণ্ডিত্য, এর প্রকারভেদ, এতে ফিকহী মাসায়েল উদ্ভাবনে তার পাণ্ডিত্য প্রমাণিত হওয়ার আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে এ অধ্যায়ে সহীহ বুখারীর তরজমাতুল বাবে উদ্ভাবিত ইবাদত সংক্রান্ত ফিকহী মাসায়েল পর্যালোচনায় ঈমান, তাহারাত, আযান, সালাত, জুমার সালাত, সালাতুল ঈদাইন, জানাযা সালাত, যাকাত, সাদাকা, হজ্জ-উমরা, সাওম প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে মুয়া'মালাত সম্পর্কিত ফিকহী মাসায়িল তথা ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ, শিষ্টাচার, অপরের গৃহে প্রবেশ করার পদ্ধতি, ইজারা, হাওয়ালা, ওকালা, বর্গাচাষ, ঋণ, হিবা, ওসিয়াত ও জিহাদ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে ইমাম বুখারী উদ্ভাবিত অপরাধ ও দণ্ডবিধি সম্পর্কিত ফিকহী মাসাইলে অপহরণ, দণ্ডবিধি, মুরতাদ, কিসাস, রক্তপণ, ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি, মদ্যপান ইত্যাদি সম্পর্কিত তার গবেষণালব্ধ মতামত বর্ণিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এম.ফিল থিসিস পর্যালোচনা

১. গবেষণা শিরোনাম : বৃহত্তর রংপুর জেলায় হাদীস চর্চা

গবেষকের নাম : মো. মোস্তফা নূর ইসলাম

তত্ত্বাবধায়ক : অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ২০১৯

থিসিস নং : ------

পর্যালোচনা : "বৃহত্তর রংপুর জেলায় হাদীস চর্চা" শীর্ষক এম.ফিল অভিসন্দর্ভটি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান এর তত্ত্বাবধানে মো. মোস্তফা নূর ইসলাম কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। গবেষক অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে বৃহত্তর রংপুর জেলা পরিচিতি উপস্থাপন করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বঙ্গে ইসলামের আগমন ও রংপুর জেলায় ইসলাম প্রসঙ্গে বৃহত্তর রংপুরের হাদীস চর্চা কেন্দ্রসমূহ, বাংলাদেশে আলিয়া মাদরাসার গোড়াপত্তন, রংপুরের আলিয়া ও কওমী মাদরাসাসমূহের বিবরণ ইত্যাদি বিধৃত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বৃহত্তর রংপুর জেলার মুহাদ্দিসবৃন্দের অবদান প্রসঙ্গে ৯০জন শীর্ষ মুহাদ্দিসের সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বৃহত্তর রং পুর জেলার হাদীস বিষয়ক গ্রন্থকারদের জীবন ও কর্ম প্রসঙ্গে রংপুর নিবাসী রাবি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ ও ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমানের জীবন ও কর্ম ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থকারের আলোচনা স্থান পায়নি।

২. শেখ মোহাম্মদ মাহদী হাসান, *মুহাম্মদ ইবন খুযায়মা (র:): হাদীস চর্চায় তার অবদান*, ২০১১ খ্রি., এম.ফিল, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাবি। থিসিসটি খুজেঁ পাওয়া যায়নি।

২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; আরবী বিভাগ

পিএইচ.ডি. থিসিস পর্যালোচনা

১. গবেষণা শিরোনাম : নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহ.): হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান

গবেষকের নাম : মুহা. উবায়দুল্লাহ

তত্ত্বাবধায়ক : অধ্যাপক ড. মুহা. আব্দুল হক, আরবী বিভাগ, রাবি।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ২০০৬

থিসিস নং : ডি-২৫৫৮

পর্যালোচনা : "নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহ) : হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান" শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. মুহা. আব্দুল হক এর তত্ত্বাবধানে মুহা. উবায়দুল্লাহ কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। গবেষক অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহ) এর সমকালীন ভারতের ধর্মীয়, সামাজিক, ও রাজনৈতিক পরিবেশ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহ) এর সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ইলমি হাদীসের পরিচয় এবং পাস ভারতে হাদীস চর্চার ধারা ও বিকাশের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে হাদীস শাস্ত্রে নওয়াব সিদ্দিক হাসান এর অবদান বর্ণনা দিতে গিয়ে গবেষক তার হাদীস শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন, পাঠদান, মাদরাসা ও কুতুবখানা প্রতিষ্ঠা, ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন, হাদীস তাফসীর ও ফিকহুল হাদীসের দূর্লভ গ্রন্থরাজি প্রকাশনা প্রসঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। এ ছাড়া ভূপালী রচিত "ফাতহুল আল্লাম ফি শরহি বুলুগিল মারাম" গ্রন্থের পর্যালোচনা, বৈশিষ্ট্য এবং হাদীস বিষয়ক তার অন্যান্য গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে নওয়াব ভূপালী এর অন্যান্য বিষয়ের অবদান আলোচনায় গবেষক তার তাফসীর, কালাম, ফিকহ, ইতিহাস ও সীরাতশাস্ত্রে অবদান উল্লেখ করেছেন। সাথে সাথে রাষ্ট্রনীতি ও শাসন ব্যবস্থায় তাঁর অবদান, সুন্নাতের অনুসরণ, সাহিত্য-বিজ্ঞান, তাসাওউফ, মানাকিব ও ফাদায়িল, বিশ্বকোষ, আরবী অভিধান রচনা ইত্যাদি বিষয়ে তার অবদান উপস্থাপন করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে নওয়াব ভূপালী এর সমকালীন কতিপয় প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসের আলোচনা প্রসঙ্গে মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলাভী, বিলায়েত আলী আযীমাবাদী, মাহমুদ হাসান ও শামসুল হক আযিমাবাদী প্রমুখের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২. গবেষণা শিরোনাম : ইসলাম প্রচার ও হাদীস সংরক্ষণে উম্মাহাতুল মোমিনিনের অবদান : একটি সমীক্ষা

গবেষকের নাম : তাহেরা আরজু খান

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. এস. এম আব্দুছ ছালাম, আরবী বিভাগ, রাবি।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ২০০৬

থিসিস নং : ডি-২৫৫৪

পর্যালোচনা : "ইসলাম প্রচার ও হাদীস সংরক্ষণে উম্মাহাতুল মোমিনিনের অবদান : একটি সমীক্ষা" শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. এস. এম আব্দুছ ছালাম এর তত্ত্বাবধানে তাহেরা আরজু খান কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। গবেষক অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে সমকালীন সমাজে নারীদের অবস্থা বর্ণনায় আরব সমাজ, ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, গ্রীক, রোমান, চৈন সভ্যতা ও হামুরাভী সভ্যতায় নারীদের অবস্থানের মূল্যায়ন উপস্থাপন করেছেন। এ ছাড়া ইসলাম পূর্বযুগে বিবাহ পদ্ধতি এবং বিভিন্ন ধর্মে বিবাহ, ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উম্মাহাতুল মু'মিনিনের সংখ্যা ও বহুবিবাহের তাৎপর্য প্রসঙ্গে উম্মাহাতুল মুমিনীনগণের পরিচয়, সংখ্যা, মহানবী (সা.) এর বহুবিবাহের ৭টি কারণ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রাচ্যবিদদের অভিযোগের দাতভাঙ্গা জবাব প্রদান করা হয়েছে; যারা প্রিয়নবীর বহুবিবাহ নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন। তৃতীয় অধ্যায়ে উম্মাহাতুল মুমিনীন জীবন পরিক্রমা প্রসঙ্গে উম্মাহাতুল মুমিনীনগণের পরিচয়, রাসূল (সা.) এর প্রিয়তমা ১১জন সহধর্মীনীর জীবনী আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ইসলাম প্রচারে উম্মাহাতুল মুমিনীনদের অবদান তুলে ধরা হয়েছে। সর্বশেষ পঞ্চম অধ্যায়ে হাদীস সংরক্ষণে তাদের অবদান প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রথমে হাদীসের পরিচয়, উৎপত্তি, সংরক্ষণ ইত্যাদির ইতিহাস প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া হাদীস সংরক্ষণে উম্মাহাতুল মুমিনীনদের অবদান আলোচনা করতে গিয়ে হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রাযি.) থেকে শুরু করে অন্যান্য সকল উম্মাহাতুল মুমিনীনদের বর্ণিত হাদীস সংখ্যা উদাহরণসহ আলোচিত হয়েছে।

৩. গবেষণা শিরোনাম : হিজরী চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে হাদীস চর্চার প্রকৃতি ও ধারা : একটি পর্যালোচনা

গবেষকের নাম : মোহা: এমরান হোসেন

তত্ত্বাবধায়ক : ড. মো: নিজাম উদ্দীন, সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাবি।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ২০০৭

থিসিস নং : ডি-২৭০০

পর্যালোচনা : "হিজরী চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে হাদীস চর্চার প্রকৃতি ও ধারা : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. মো: নিজাম উদ্দীন এর তত্ত্বাবধানে মোহা. এমরান হোসেন কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। গবেষক অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে হাদীসের উৎপত্তি ও বিকাশ ধারায় হিজরী তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত ইতিহাস আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে হাদীস চর্চার দুটি পদ্ধতির কথা বর্ণিত হয়েছে। মৌখিক সনদভিত্তিক বর্ণনার ধারা ও গ্রন্থ প্রণয়ন বিষয়ক সমীক্ষা প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর হাদীস বিশারদবৃন্দের মধ্যে প্রসিদ্ধ ইমাম তাহাভী, ইবন হিব্বান, তাবরানী, দারাকুতনী, আল-হাকীম নিশাপুরী প্রমূখদের জীবনী ও হাদীস চর্চায় তাদের অবদান উপস্থাপিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে হাদীস চর্চার ধারায় ইমাম বায়হাকী, খতীব আল-বাগদাদী, ইবন আব্দিল বার, ইবন মাকহুল, আল-হুমায়দী, আল-মাকদাসী, আল-বাগাভী প্রমুখের জীবনী ও অবদান তুলে ধরা হয়েছে।

১. **"রাসূলুল্লাহ (সা.) এর খুতবাহসমূহ: একটি সমীক্ষা"** শিরোনামে একটি পিএইচ.ডি. থিসিস রাবি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে তালিকাভূক্ত হলেও তার কপি খুঁজে পাওয়া যায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

৩. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

পিএইচ.ডি. থিসিস পর্যালোচনা

১. গবেষণা শিরোনাম : সিহাহ সিত্তার মানহাজ : একটি পর্যালোচনা

গবেষকের নাম : মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান, প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চবি।

তত্ত্বাবধায়ক : অধ্যাপক এ. এফ. এম. আমীনুল হক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চবি।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ২০০৯

থিসিস নং : ------

পর্যালোচনা : "সিহাহ সিত্তার মানহাজ: একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি অধ্যাপক এ. এফ. এম. আমীনুল হক এর তত্ত্বাবধানে মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এর প্রথম অধ্যায়ে হাদীস পরিচিতি প্রসঙ্গে হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, এর প্রচার ও প্রসার এবং উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগ ও পরবর্তী সাহাবী-তাবী যুগে হাদীস চর্চা প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মানহাজ ও সিহাহ সিত্তাহ এর পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া সিহাহ সিত্তাহ ব্যতীত অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থসমূহের বর্ণনা ও ইলমু জারহ ওয়াত তা'দীল প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আস-সিহাহুস সিত্তাহ প্রণেতাদের পরিচিত বর্ণনায় ইমাম বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, আবুদাউদ ও ইবন মাজাহ (রহ.) এর জীবনবৃত্তান্ত আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনে আস-সিহাহুস সিত্তাহ এর মানহাজ বর্ণনায় উল্লিখিত ছয়জন ইমামের নিজস্ব উদ্ভাবিত ও গৃহীত পদ্ধতি; যা তাদের স্ব স্ব হাদীস গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে, তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

২. গবেষণা শিরোনাম : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ও হাদীস শাস্ত্রে তার অবদান

গবেষকের নাম : আ. ম. কাজী মুহাম্মদ হারুন উর রশীদ

তত্ত্বাবধায়ক : অধ্যাপক এ. এফ. এম. আমীনুল হক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চবি

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ২০০৯

থিসিস নং : ------

পর্যালোচনা : "হযরত আবু হুরায়রা (রা) ও হাদীস শাস্ত্রে তার অবদান" শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক এ. এফ. এম. আমীনুল হক এর তত্ত্বাবধানে জনাব আ. ম. কাজী মুহাম্মদ হারুন উর রশীদ কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। গবেষক অভিসন্দর্ভটি ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যাস করেন। প্রথম অধ্যায়ে হযরত আবু হুরায়রা (রা) এর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে হযরত আবু হুরায়রা (রা) এর চরিত্র ও গুণাবলী বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ইলমি হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা (রা) এর অবদান প্রসঙ্গে আলোচনা স্থান পেয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে আবু হুরায়রা এর প্রতি আরোপিত বিভিন্ন অভিযোগ ও বিশ্লেষণাত্মক উত্তর প্রদান করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে তাঁর কতিপয় হাদীস উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে মুমিন কবিদের কবিতায় আবু হুরায়রা (রা) অবস্থান উপস্থাপন করা হয়েছে।

এম.ফিল থিসিস পর্যালোচনা

১. গবেষণা শিরোনাম : হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দূর্বলতা নিরূপণে শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রহ.) এর অনুসৃত নীতিঃ পর্যালোচনা

গবেষকের নাম : নূর মোহাম্মদ

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. আহমদ আলী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চবি।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ২০১৬

থিসিস নং : ------

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা : "হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দূর্বলতা নিরূপণে শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রহ.) এর অনুসৃত নীতি: পর্যালোচনা" শীর্ষক এম.ফিল অভিসন্দর্ভটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. আহমদ আলী এর তত্ত্বাবধানে জনাব নূর মোহাম্মদ কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। গবেষক অভিসন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যাস করেন। প্রথম অধ্যায়ে শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রহ.) এর বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচিত হয়েছে। যিনি উল্লেখযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই একজন দৃঢ়চেতা অধ্যবসায়ী স্বশিক্ষিত শায়খ। তার নিরলস পরিশ্রম আর অধ্যবসায় তাকে করেছে যুগশ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তা। তার লেখা গ্রন্থরাজির মধ্যে ক. সিলসিলাতু আহাদীসীস সহীহাহ ও খ. সিলসিলাতু আহাদীসীদ দয়ীফাহ গ্রন্থদ্বয় তাকে করেছে বিশ্ববরেণ্য। এ ছাড়াও তার রচিত অন্যান্য গ্রন্থমালা নিয়ে রচিত হয়েছে এ থিসিসের দ্বিতীয় অধ্যায়টি। তৃতীয় অধ্যায়ে যুগে যুগে হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা নিরূপণে উম্মতের ভূমিকা শিরোনামে তার পূর্ববর্তী হাদীস বিশারদগণের হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দূর্বলতা নিরূপণে অবদানের বিস্তর বর্ণনা এসেছে। চতুর্থ অধ্যায়ে হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে শায়খ আলবানী (রহ.) এর অনুসৃত নীতি পর্যালোচনা এবং পঞ্চম অধ্যায়ে হাদীসের দূর্বলতা নিরূপণে শায়খ আলবানী (রহ.) এর অনুসৃত নীতি পর্যালোচনা শিরোনামে শায়খ আলবানী (রহ.) এর অনুসৃত নীতিমালার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

পিএইচ.ডি. থিসিস পর্যালোচনা

১. গবেষণা শিরোনাম : বাংলাদেশে হাদীস চর্চা: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

গবেষকের নাম : মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ (আহসান সাইয়েদ)

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর মোহাম্মদ রশীদ, আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ডিগ্রির নাম : পিএইচ.ডি.

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ২০০০

থিসিস নং : ------

পর্যালোচনা : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক ড. আহসান সাইয়েদ রচিত "বাংলাদেশে হাদীস চর্চা: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ" শিরোনামে ২০০০ সালে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর ২০০৬ সালে গবেষণাকর্মটি এ্যাডর্ণ পাবলিকেশন্স, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। গবেষক তার গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যাস করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে হাদীস সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস; দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশে ইসলাম ও হাদীস শিক্ষার সূচনা; তৃতীয় অধ্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাদীস চর্চা প্রসঙ্গে বাংলাদেশের আলিয়া-৭১টি, কাওমী-৫১টি ও বিশ্ববিদ্যালয়-৬টি; মোট ১২৮টি প্রতিষ্ঠানের পরিচয়; চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশের মুহাদ্দিস শিরোনামে ২৪০ জন মুহাদ্দিসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশে প্রকাশিত হাদীস গ্রন্থের আলোচনায় বিভিন্ন ভাষার ১৫৪টি হাদীস গ্রন্থের পরিচিতি উল্লিখিত হয়েছে। উল্লেখ্য, গবেষক তার থিসিসের ভূমিকায় বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও আলিমদের অবদানের যথাযথ মূল্যায়ন করাই তার এ গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বলে দাবী করেছেন।

২. গবেষণা শিরোনাম : ইমাম মুসলিম (রহ.): জীবন ও কর্ম

গবেষকের নাম : মোহাম্মদ আবদুল হালীম

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. মোহাম্মদ রশীদ, আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ডিগ্রির নাম : পিএইচ.ডি.

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ২০১০

থিসিস নং : ------

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা : "ইমাম মুসলিম (রহ) : জীবন ও কর্ম" শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ রশীদ এর তত্ত্বাবধানে জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হালীম কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। ২০১০ সালে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করার পর ২০১২ সালে 'আল-ইমাম মুসলিম (রহ) ফাউন্ডেশন' হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, এর প্রকাশনা বিভাগ থেকে অভিসন্দর্ভটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গবেষক তার এ অভিসন্দর্ভটি ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যাস করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে ইমাম মুসলিম (রহ.) এর জীবন চরিত প্রসঙ্গে তার জন্ম, বাল্যকাল, পারিবারিকজীবন, জ্ঞানার্জন, হাদীস অন্বেষণে দেশ ভ্রমন, কর্মজীবন, অনুসৃত মাযহাব, চারিত্রিক ও মানবিক গুণাবলী ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনা স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইমাম মুসলিম (রহ.) এর শিক্ষকবৃন্দ, সমকালীন মনীষী ও তাঁর ছাত্রবৃন্দ প্রসঙ্গে আলোচনায় তার শিক্ষকবৃন্দের সংখ্যা ২১২ কিংবা ২২০ জনের বর্ণনা থাকলেও গবেষক ২১৯ জনের তালিকা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া তার সমকালীন মনীষীবৃন্দের মধ্যে ইমাম আব্দুল্লাহ ক্বা'নবী, ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আহমদ ইবন হাম্বল, দারেমী, বুখারী, আবু যুরআহ' ইবন মাজাহ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ প্রমুখের আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে এবং তার উল্লেখযোগ্য ৩৯ জন শিষ্যের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে হাদীস পরিচিতি, সংকলন ও সংরক্ষণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনে ইমাম মুসলিম (রহ.) এর অবদান সম্পর্কে তার রচিত গ্রন্থসমূহের পর্যালোচনায় মুদ্রিতগ্রন্থ ৭টি, অমুদ্রিত ২৩টি পাণ্ডুলিপির তালিকা নিয়ে আলোচিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে "আল-জামি' আস-সহীহ মুসলিম" একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সহীহ মুসলিম পরিচিতি, সংকলনের স্থান ও সময়কাল, সংকলন পদ্ধতি প্রণয়নের শর্তাবলী, অধ্যায় শিরোনাম ও বিন্যাস, হাদীস সংখ্যা, সনদ-মতন, এবং যে ২১৩ জন সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীস সহীহ মুসলিমে স্থান পেয়েছে তাদের তালিকা, ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়েঃ ইমাম মুসলিমের সমকালীন পরিবেশ তথা রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। এ থিসিসের পরিশিষ্টে ইমাম মুসলিমের রচিত যেসকল গ্রন্থাবলি বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর স্থিরচিত্রের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হয়েছে।

এম.ফিল থিসিস পর্যালোচনা

১. গবেষণা শিরোনাম : আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রা.) : হাদীসে তাঁর অবদান

গবেষকের নাম : মুহাম্মদ সোলাইমান কাসেমী

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. আ. ম কাজী মুহাম্মদ হারুন উর রশীদ, আরবী বিভাগ, চবি।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ২০২০

থিসিস নং : ------

পর্যালোচনা : আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রা.) : হাদীসে তাঁর অবদান শীর্ষক এম.ফিল অভিসন্দর্ভটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. আ. ম কাজী মুহাম্মদ হারুন উর রশীদ এর তত্ত্বাবধানে জনাব মুহাম্মদ সোলাইমান কাসেমী কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। উল্লিখিত অভিসন্দর্ভকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে মদীনা শরীফের তৎকালীন স্থান, কাল ও সমাজের বর্ণনা দেয়া হয়েছে ৬১ পৃষ্ঠা জুড়ে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে হযরত আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রা.) জীবনী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ৮৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। তৃতীয় অধ্যায় তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী বিশ্লেষণ করা হয়েছে ১০০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। চতুর্থ অধ্যায়ে ইলমি হাদীসে হযরত আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রা.) এর অবদান উল্লেখ প্রসঙ্গে হাদীস সংকলনের ইতিহাস, তার বর্ণিত ১৫০টি মতান্তরে ২১০টি হাদীস এবং তাঁর থেকে যারা হাদীস শিখেছেন এবং হাদীস সংগ্রহে তার সফর বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে তাঁর বর্ণিত কিছু হাদীস তথা ইস্তিঞ্জায় বসার নিয়ম, গোসলের পদ্ধতি, মদীনার মর্যাদা, তাওবার ফযীলত, মুসলিমদের পাস্পরিক আচরণ ইত্যাদি বিষয়ের হাদীস বঙ্গানুবাদসহ উল্লেখ করে কিছু কিছু ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়; আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

পিএইচ.ডি. থিসিস পর্যালোচনা

১. **গবেষণা শিরোনাম : শায়খুল হাদীস আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী : ইলমে হাদিসে তাঁর অবদান**
গবেষকের নাম : মোহাম্মাদ খিজির আহমদ জাফরী
তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. ফারুক আহমদ, আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইবি, কুষ্টিয়া।
ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : এপ্রিল-২০০৮
থিসিস নং : ৭৭৭৯৯
পর্যালোচনা : 'শায়খুল হাদীস আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী : ইলমে হাদিসে তাঁর অবদান' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ড. ফারুক আহমদের তত্ত্বাবধানে মোহাম্মাদ খিজির আহমদ জাফরী কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। গবেষক পাঁচটি অধ্যায়ে এটি বিন্যাস করেছেন। তিনি প্রথম অধ্যায়ে শায়খুল হাদীস আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী এর সমকালীন রাজনৈতিক (১৭৫৭-১৯৪৭), সামাজিক, ধর্মীয় ও শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তবিক চিত্র তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জাফর আহমদ উসমানীর (রহ.) জীবনী, রচনাবলী ও তার কর্মজীবন সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। গবেষক তৃতীয় অধ্যায়ে হাদীসশাস্ত্র গবেষণায় আল্লামা জাফর আহমদ উসমানীর চিন্তাধারা ও অবদান সম্পর্কে তিনটি পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এ অধ্যায়ে প্রথমত: গতানুগতিক ইলমি হাদীস সংকলনের ইতিহাস বর্ণনার করেছেন। অতঃপর মাওলানা উসমানীর হাদীস গ্রন্থ রচনার প্রধান তিনটি উদ্দেশ্য ১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হাদীসের দলীল গ্রহণ করেননি; বরং তার মাযহাব নিজস্ব মতামত ও কিয়াসের উপর প্রতিষ্ঠিত, তা খণ্ড ন করা। ২. তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ, তিনি রায় ও কিয়াস দ্বারা হাদীস বর্জন করেছেন; এর যথোপযুক্ত জবাব দেওয়া। ৩. তার মাযহাবের দলীল হিসেবে ব্যবহৃত হাদীসগুলো খুবই দূর্বল; এ অপবাদ খণ্ড ন করা। তিনি তার এ গ্রন্থে যে বাস্তব ও প্রতিক্ষিত প্রমাণভিত্তিক উত্তর দিয়েছেন সে সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর: তাঁর বিশ্ববিখ্যাত "ই'লাউস সুনান" গ্রন্থ যা বিশ খণ্ডে রচিত, তন্মধ্যে প্রথম দুই খণ্ড গ্রন্থের ভূমিকা। এতে উলূমুল হাদীসের মূলনীতি ও উসূলল ফিকহের মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর উক্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তু তথা হানাফী মাযহাবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে তার অবদানের মূল্যায়ন করা হয়েছে। শেষে তার হাদীস ব্যাখ্যাকরণ পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন মনীষীদের দৃষ্টিতে এ গ্রন্থের মূল্যায়ণ উপস্থাপিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও রাজনীতিবিদ হিসেবে উসমানীর অবদান তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষত পাকিস্তান আন্দোলন, ঐতিহাসিক সিমলা কনফারেন্স, সিলেট রেফারেন্ডম, কলকাতা ও পেশওয়ারের মহাসম্মেলনে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উত্তোলনে আল্লামা উসমানির অবদানের স্বীকৃতি পেয়েছে। সর্বশেষ পঞ্চম অধ্যায়ে তাঁর সমকালীন মুহাদ্দিসবৃন্দের মধ্যে মাওলানা ইদ্রিস কান্দালভী, মাওলানা ইলিয়াস কান্দালভী, মুফতী শফী, শায়খুল হাদীস ইউসুফ বান্নুরী, মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী ও মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) প্রমুখের অবদান উল্লেখ করে তাঁর অবস্থানের মূল্যায়ণ করার প্রয়াস চালনো হয়েছে।

☑ আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

পিএইচ.ডি. থিসিস পর্যালোচনা

১. **গবেষণা শিরোনাম : ইলমুর রিজালে ভারতীয় উপমহাদেশের আলিম সম্প্রদায়ের অবদান**
গবেষকের নাম : আবুল হোসাইন মোঃ নুরুল ইসলাম
তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম, আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ২০০৭
থিসিস নং : ৭৭৫১৫

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা : 'ইলমুর রিজালে ভারতীয় উপমহাদেশের আলিম সম্প্রদায়ের অবদান' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. মোঃ শফিকুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে আবুল হোসাইন মোঃ নুরুল ইসলাম কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ে ইলমুর রিজালের পরিচিতি, গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, রাবীদের স্তর ভিত্তিক গ্রন্থাবলী ও সাহাবীদের জীবনচরিত প্রসঙ্গে আলোচনা স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভারত উপমহাদেশে ইলমুল হাদীসের আগমন ও বিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ইলমুর রিজাল ও ভারতীয় ঝাঠ উপজাতিদের বিশিষ্ট হাদীস বর্ণনাকারী এবং ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের বংশধরদের মধ্যে বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণের অবদান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে সমালোচিত রাবী বিষয়ক গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। যেমন: কানযুল মাওযু'আত ওয়ায যুয়াফা ও কিতবুয যু'আফা ওয়াল মাতরূকীন উল্লেখযোগ্য। পঞ্চম অধ্যায়ে সাধারণ মুহাদ্দিস ও রাবীদের উপর রচিত গ্রন্থাবলী যেমন: বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, আসমাউর রিজাল ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

২. গবেষণা শিরোনাম : ইলমে হাদিসে আল্লামা ইদরীস কান্দলভী-এর অবদান

গবেষকের নাম : মোহাম্মাদ আশরাফ আলী জাফরী

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. মোঃ সেকান্দার আলী, আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : জুন-২০১৩

থিসিস নং : ৮৫১৯৮

পর্যালোচনা : 'ইলমে হাদিসে আল্লামা ইদরীস কান্দলভী-এর অবদান' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. মোঃ সেকান্দার আলীর তত্ত্বাবধানে মোহাম্মাদ আশরাফ আলী জাফরী কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ে আল্লামা কান্দলভীর সংক্ষিপ্ত জীবন তথা বাল্যকাল থেকে শুরু করে কর্মময় জীবন, অধ্যাপনা, সমাজ সংস্কার, তার রচনাবলী, আধ্যাত্মিকতা ও তরীকা চর্চা, সন্তান, ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আল্লামা কান্দলভীর সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আল্লামা কান্দলভীর পূর্বপর্যন্ত হাদীস শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়াও এতে হাদীস সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ভারতীয় উপমহাদেশে ইলমুল হাদীসের প্রবর্তন, ক্রমবিকাশ ও উৎকর্ষের একটি ধারাবাহিক পর্যালোচনামূলক বিশ্লেষণের পাশাপাশি শীর্ষস্থানীয় হাদীসবিশারদদের জীবন ও কর্ম তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে আল্লামা কান্দলভীর হাদীসশাস্ত্র বিকাশে অবদান, তাঁর হাদীস ব্যাখ্যার পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। সর্বশেষ পঞ্চম অধ্যায়ে আল্লামা কান্দলভীর সমসাময়িক মনীষীবৃন্দের জীবন ও কর্ম তুলেধরার মাধ্যমে হাদীসবিদ হিসেবে তাঁর উচ্চ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা চলানো হয়েছে।

৩. গবেষণা শিরোনাম : ইলমুল হাদিসে প্রসিদ্ধ ছয় ইমামের ইজতিহাদ : একটি পর্যালোচনা

গবেষকের নাম : মুহাম্মদ কাফীলুদ্দীন সরকার

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. মোঃ সেকান্দার আলী, আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রিপ্রাপ্তির সন : এপ্রিল-২০১৬

থিসিস নং : ৯৫৯৩২

পর্যালোচনা : 'ইলমুল হাদিসে প্রসিদ্ধ ছয় ইমামের ইজতিহাদ : একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ড. মোঃ সেকান্দার আলীর তত্ত্বাবধানে মুহাম্মদ কাফীলুদ্দীন সরকার কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ে প্রসিদ্ধ ছয় ইমাম তথা ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ, ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) এর কর্মময় জীবনের খুটিনাটি সকলদিক ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় বিশেষত ইলমি হাদীসে তাদের অবদান প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে

Dhaka University Institutional Repository

আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গবেষক সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থসমূহের পরিচিতি ও তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই সিহাত্তা শব্দের বিশ্লেষণ ও নামকরণের সার্থকতা বিচার প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন। অতঃপর বৈশিষ্টবলীর আলোকে সিহাসিত্তাহ গ্রন্থসমূহের পারস্পারিক অবস্থান আলোচিত হয়েছে। এরপরে তৃতীয় অধ্যায়ে অপ্রাসঙ্গিক কতগুলো বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে যেমন: হাদীসের সংজ্ঞা, সংকলনের ইতিহাস, উপমহাদেশ ও বাংলাদেশে হাদীসের মুহাদ্দিসবৃন্দ যারা ইলমি হাদীসের খিদমত করেছেন তাদের বিস্তারিত অবদান ইত্যাদি যা মূল শিরোনামের সাথে কোন ধরনের দূরতম সম্পর্কও খুঁজে পাওয়া যায় না। চতুর্থ অধ্যায়ে ইজতিহাদের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, হুকুম, গুরুত্ব-তাৎপর্য, প্রয়োজনীয়তা, নবী (সা.), সাহাবা ও তা'বিঈ যুগের ইজতিহাদ ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে সিহাসিত্তার ছয় ইমামের স্ব স্ব ইজতিহাদ ও পারস্পরিক তুলনামূলক আলোচনা স্থান পেয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে উল্লিখিত ছয় ইমামের ইজতিহাদকেই ফিকহ হিসেবে আলাদা করে ফিকহ চর্চায় ছয় ইমামের ভূমিকা উল্লেখ করা হয়েছে। গবেষক 'গবেষণা পদ্ধতি' শিরোনামে সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় বলেছেন, তিনি নিজস্ব অভিজ্ঞতালোকে উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে অভিসন্দর্ভ রচনা করেছেন। তবে তিনি উল্লেখ করেননি, কী তার উদ্ভাবিত সে গবেষণা পদ্ধতি। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, তার থিসিসে সুনির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি অনুসৃত হয়নি; কিন্তু গুণাত্বক ধরনের কিছুটা ছাপ পরিলক্ষিত হয়েছে।

৪. গবেষণা শিরোনাম	**:**	**আল্লামা শাওকানী (র.) ও ইলমে হাদীসে তাঁর অবদান**
গবেষকের নাম	:	মোঃ আকতার হোসেন
তত্ত্বাবধায়ক	:	প্রফেসর ড. মোঃ রুহুল আমিন, আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
ডিগ্রি প্রাপ্তির সন	:	ডিসেম্বর-২০০৭
থিসিস নং	:	৭৭৫৭৯
পর্যালোচনা	:	'আল্লামা শাওকানী (র.) ও ইলমে হাদীসে তাঁর অবদান' শীর্ষক

অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. মোঃ রুহুল আমিনের তত্ত্বাবধানে মোঃ আকতার হোসেন কর্তৃক রচিত পি এইচ. ডি. গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে আল্লামা শাওকানীর সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আল্লামা শাওকানীর জন্ম, শিক্ষা, শিক্ষক-ছাত্রবৃন্দ, তার গুণাবলী, যোগ্যতা ও মাযহাব সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে তার যুগে ইলমি হাদীস তথা সিহাসিত্তার উপর ব্যাখ্যা গ্রন্থ সমূহ, মুআত্তা মালেক (রহ.) এর ভাষ্য, শরহে মুসনাদে আবি হানিফা, মাওযু হাদীসগ্রন্থ ও মাযহাব ভিত্তিক ইসনাদ ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তথা তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, আকাঈদ, তাসাওউফ ও ফারায়িজ বিষয়ে তাঁর অবদান তুলে ধরা হয়। পঞ্চম অধ্যায়ে সাহাবী ও তাবি'ঈ যুগ থেকে শুরু করে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত হাদীস সংকলনের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে; যা গবেষণার মূল শিরোনামের সাথে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। অতঃপর আল্লামা শাওকানীর ইলমি হাদীসে অবদান তুলেধরা হয়। তাঁর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, তিনি ইবন তাইমিয়া রচিত 'আল মুনতাকা মিন আখবারিল মুস্তফা' গ্রন্থে বর্ণিত বিধান সংক্রান্ত হাদীসের বিখ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'নায়লুল আওতার', ইবনুল জাওযী রচিত 'ইদ্দাতুম মিন হিসনিল হাসীন' এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'তুহফাতুয যাকিরীন' রচনা করেন। এ ছাড়াও ফিকহের ধারাবাহিকতায় হাদীস সংকলন, আহকাম সংক্রান্ত হাদীস সংকলন, হাদীসের সূত্র উল্লেখ, সনদবিচার, হুকুম বর্ণনা, রাবীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বর্ণনা, হাদীস ভিত্তিক ফিকহী মাস'আলা উদ্ভাবনে তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে তার হাদীস শিক্ষাদান ও সংরক্ষণ, সনদ সংরক্ষণ, দূর্বল রাবীদের হাদীস বর্ণনা প্রত্যাখ্যান, মিথ্যাবাদী ওয়ায়েজিনদের বর্ণনা পরিত্যাগ, মওযু হাদীসের সংকলন প্রণয়ন ও নির্ধারণের ক্ষেত্রে এর কারণ বর্ণনা করণ, হাদীস জালকারীদের এবং তাদের পাণ্ডুলিপির পরিচয় পেশ, তাঁর "আল-ফাওয়ায়েদ আল-মাজমুআ'" গ্রন্থে ৪৫টি মওযু হাদীস প্রমাণ করণ ইত্যাদিকে 'মওযু হাদীস প্রতিরোধে তার অবদান' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. গবেষণা শিরোনাম : সহীহ আল-বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ : বৈশিষ্ট্য ও মূল্যায়ন

গবেষকের নাম : মোঃ আবু তাহের

তত্ত্বাবধায়ক : অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুজাম্মিল আলী, আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : জুলাই-২০১৪

থিসিস নং : ৮৬২৪১

পর্যালোচনা : 'সহীহ আল-বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ : বৈশিষ্ট্য ও মূল্যায়ন' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুজাম্মিল আলীর তত্ত্বাবধানে মোঃ আবু তাহের কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ে ইমাম বুখারীর জীবন পরিক্রমা ও তাঁর সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে হাদীস চর্চায় ইমাম বুখারীর (রহ.) অবদান উপস্থাপন করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সহীহুল বুখারীর ভাষ্যসমূহের বৈশিষ্ট্য, ধরন ও প্রকৃতি ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে সহীহুল বুখারীর ভাষ্যসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে সহীহুল বুখারী বোধগম্য করণে ইবনু হাজার আসকালানী রচিত "ফাতহুল বারী" ও আইনী প্রণীত "উমদাতুল কারী" অবদান প্রসঙ্গে গ্রন্থদ্বয়ের রচনা পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচিত হয়েছে।

৬. গবেষণা শিরোনাম : জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী : ইলমুল হাদীসে তাঁর অবদান

গবেষকের নাম : মোঃ মিজানুর রহমান

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুজাম্মিল আলী, আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : এপ্রিল-২০১৪

থিসিস নং : ৮৫২২৯

পর্যালোচনা : 'জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী: ইলমুল হাদীসে তাঁর অবদান' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুজাম্মিল আলীর তত্ত্বাবধানে মোঃ মিজানুর রহমান কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ে ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (রহ.) এর জীবনী সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইমাম সূয়ুতীর সময় কালে মিসরের সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা, শিক্ষা-সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁর বিভিন্ন দেশে শিক্ষাসফর ও জ্ঞানবিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ, ইজতিহাদ, প্রজ্ঞা এবং তাঁর শিক্ষক-ছাত্রবৃন্দের আলোচনা স্থান পেয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে গবেষক দাবী করেছেন, বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৫৬১টি মতান্তরে ৪৫১টি ভিন্নমতে ৩০০টির বর্ণনা পাওয়া যায়; তন্মধ্যে ১১৮টি ইলমি হাদীস সম্পর্কিত গ্রন্থ। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবদান বিশেষত হাদীস সম্পর্কিত গ্রন্থের বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। সর্বশেষে পঞ্চম অধ্যায়ে হাদীসের গুরুত্ব, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, সংকলনের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে অপ্রাসাঙ্গিক কতগুলো বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। যা শিরোনামের সাথে মোটেই সামঞ্জস্যপুর্ণ নয়।

৭. গবেষণা শিরোনাম : ইলমুল হাদীসে ও ইলমু মুস্তালাহিল হাদীসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : একটি বিশ্লেষণ

গবেষকের নাম : মুহম্মদ অলিউল্লাহ্

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. আ. খ. ম ওয়ালী উল্লাহ্, আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : নভেম্বর -২০০৯

থিসিস নং : ৭৮৭৪০

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা : 'ইলমুল হাদীসে ও ইলমু মুস্তালাহিল হাদীসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : একটি বিশ্লেষণ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. আ.খ.ম ওয়ালী উল্লাহ এর তত্ত্বাবধানে মুহাম্মদ অলিউল্লাহ কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ইলমুল হাদীসের পরিচয়, ইলমুল হাদীস ও মুসতালাহুল হাদীসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, এর প্রাথমিক যুগ ও স্বতন্ত্র্য গ্রন্থ রচনার যুগ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইলমুল হাদীস ও মুসতালাহুল হাদীস চর্চা শিরোনামে তিনটি পরিচ্ছেদের প্রথমটিতে প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী, ইলমুল হাদীস ও মুসতালাহুল হাদীস বিষয়ক প্রণীত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলি পর্যালোচনা, হাদীস শাস্ত্রে ব্যবহৃত পরিভাষা সমূহর আলোচনা স্থান পেয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে উলূমুল হাদীসের প্রাসঙ্গিক আলোচনা তথা ইলমু গরীবিল হাদীস, ইলালিল হাদীস, নাসিখিল হাদীস ওয়া মানসুখিহি, মুখতালাফিল হাদীস, আতরাফিল হাদীস, তাখরিজিল হাদীস, জারাহা ওয়াত তা'দীল, রিজালুল হাদীস, মাওজুয়াতুল হাদীস প্রসঙ্গে বিস্তরিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ভারতীয় উপমহাদেশে ইলমুল হাদীস ও মুসতালাহুল হাদীস চর্চার আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতীয় ও বাংলাদেশী হাদীসবিদগণ ও তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে আরবী কাব্যে মুসতালাহুল হাদীস চর্চায় মুহাদ্দিসগণের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৮. গবেষণা শিরোনাম : হাদীস চর্চায় ফুরফুরাপন্থী আলিমগণের অবদান : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

গবেষকের নাম : মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম, আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : জুন-২০১২

থিসিস নং : ৯২৫৮০

পর্যালোচনা : হাদীস চর্চায় ফুরফুরাপন্থী আলিমগণের অবদান : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম এর তত্ত্বাবধানে মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান কর্তৃক রচিত পিএইচ.ডি. গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে ফুরফুরার পরিচয় ও প্রসঙ্গিতা প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশে হাদীসের আগমন ও বিকাশ এবং তৃতীয় অধ্যায়ে ফুরফুরাপন্থি আলিমগণের মাওলানা রূহুল আমীন বশিরহাটী, আব্দুল হাই সিদ্দীকী, মাওলানা নেছার উদ্দিন আহমদ, ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ, মাওলানা ময়েজ উদ্দিন হামিদী, মাওলানা আজিমুদ্দীন আহমদ, মাওলানা আব্দুর রহমান হানাফী (রহ.) প্রমূখের পরিচয় তুলেধরা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশে ফুরফুরাপন্থি আলিমগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান তথা মসজিদ-মকতব, আলিয়া-কওমী মাদরাসা ও খানকার মাধ্যমে হাদীস চর্চার অবদান উল্লেখ করা হয়েছে। গবেষকের দাবী- ফুরফুরার পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রহ.) এর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রচেষ্টায় বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ৮০০ মাদরাসা, ১১০০ মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশে ফুরফুরাপন্থি আলিমগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সংগঠন তথা আঞ্জুমান-ই-ইত্তেফাক ইসলাম (১৯০৬), আঞ্জুমান-ই-ওয়ায়েজিন (১৯১১), আঞ্জুমান -ই-ওলামাই বাঙ্গালা (১৯১৩-১৯১৯), জমিয়ত-এ-উলামা এ বাঙ্গালা ও আসাম (১৯২০-১৯৪৩), বিশ্ব ইসলাম মিশন (১৯৬৩), আঞ্জুমান-ই-এশাআতে ইসলাম (১৯২৩) ও (ছারছীনায়) জমি'আতে হিজবুল্লাহ (১৯৪৩) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হাদীস চর্চায় অবদানের আলোচনা স্থান পেয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ফুরফুরাপন্থি আলিমগণের ইলমি হাদীসের মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থ রচনা ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশে হাদীস চর্চায় অবদান প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

৯. গবেষণা শিরোনাম : বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় হাদীস চর্চা

গবেষকের নাম : মোহম্মদ আবুল কাশেম

তত্ত্বাবধায়ক : অধ্যাপক ড. মোঃ সেকান্দার আলী আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : সেপ্টেম্বর-২০০৯

থিসিস নং : ৭৮৭৪১

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা : 'বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় হাদীস চর্চা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি অধ্যাপক ড. মোঃ সেকান্দার আলী এর তত্ত্বাবধানে মোহাম্মদ আবুল কাশেম কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে হাদীসের পরিচয়, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাস-ভারতে হাদীসের আগমনের ইতিহাস স্থান পেয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে কুমিল্লা জেলার পরিচয় ও হাদীস চর্চার সূচনা বর্ণনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে হাদীস চর্চায় কুমিল্লা জেলার মসজিদ-মাদরাসার ভূমিকা শিরোনামে ৪টি মসজিদ, ৫টি আলিয়া ও ৫টি কওমী মাদরাসার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে কুমিল্লা জেলায় হাদীস চর্চায় কুমিল্লাস্থ অতীত-বর্তমান আলিমগণের অবদান ও একটি তালিকা প্রদত্ত হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে কুমিল্লা জেলায় হাদীস চর্চায় বহির্জেলা থেকে আগত আলিমগণের মধ্যে মাওলানা আতহার আলী, মাওলানা আবু সালেহ, মাওলানা আমীনুল্লাহ, মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী (রহ.) প্রমুখের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১০. গবেষণা শিরোনাম : বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় ইলমে হাদীস চর্চা (১৯৭১-২০০৯) : সমস্যা ও সমাধান

গবেষকের নাম : মোঃ রুহুল আমীন খান

তত্ত্বাবধায়ক : ড. আ. হ. ম. নুরুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : এপ্রিল-২০১৪

থিসিস নং : ৮৫২১১

পর্যালোচনা : 'বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় ইলমে হাদীস চর্চা (১৯৭১-২০০৯) : সমস্যা ও সমাধান' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ড.আ.হ.ম. নুরুল ইসলাম এর তত্ত্বাবধানে মোঃ রুহুল আমীন খান কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে হাদীসের পরিচয়, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, সংকলনের ইতিহাস ও প্রকারভেদ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, আলিয়া ও কওমী মাদরাসার অবদান, মাদরাসা শিক্ষাকমিশনের নীতিমালা পর্যালোচনা, আলিয়া ও কওমী মাদরাসার সমস্যাবলী ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য মুহাদ্দিসবৃন্দের অবদান ও বিশ্বমানের হাদীস চর্চায় আধুনিক পদ্ধতিসমূহ আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশে হাদীস চর্চায় আলিয়া ধারায় দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল পর্যায় এবং কওমী ধারায় মিশকাত থেকে দাওরা হাদীস পর্যায় হাদীস চর্চা পদ্ধতি সংক্ষেপে তুলেধরা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় ইলমে হাদীস চর্চার সমস্যা, ত্রুচি-বিচ্যুতি, সিলেবাস, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও পরীক্ষাপদ্ধতিগত সমস্যা শিরোনামে আলোকপাত করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রধানত: দুটি ধারা আলিয়া ও কওমী মাদরাসায় হাদীসশাস্ত্র চর্চার সমস্যা, ত্রুটি-বিচ্যুতি, সিলেবাস, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতিগত সমস্যা সম্পর্কে সুপারিশমালা উপস্থাপন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

১১. গবেষণা শিরোনাম : শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী : ইলমে হাদীছে তাঁর অবদান

গবেষকের নাম : মো. মিজানুর রহমান

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. আ.খ.ম. ওয়ালী উল্লাহ, আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : মে-২০০৭

থিসিস নং : ৭৭১৫৯

পর্যালোচনা : 'শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী : ইলমে হাদীছে তাঁর অবদান শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ড. আ. খ. ম. ওয়ালী উল্লাহ এর তত্ত্বাবধানে মো. মিজানুর রহমান কর্তৃক রচিত পিএইচ.ডি. গবেষণাকর্ম। এ

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণাকর্মটি সাতটি অধ্যায়ের অন্তর্গত ৫৫০ পৃষ্ঠায় রচিত হয়েছে । প্রথম অধ্যায়ে শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) এর সমকালীন অবস্থার বর্ণনা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শায়খ আলবানী (রহ.) এর জীবন বৃত্তান্ত। তৃতীয় অধ্যায়ে সনদের মানানুসারে হাদীস সংকলন ও নির্ঘন্ট তৈরীতে শায়খ আলবানীর অবদান এবং চতুর্থ অধ্যায়ে প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থসমূহের মানানুসারে বিভাজন তথা সুনান আরবা', জামি'সগীর, তারগীব-তারহীব গ্রন্থের হাদীসসমূহ থেকে সহীহ ও দঈফ হাদীসসমূহ মানানুসারে বিভাজন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে বহুল প্রচলিত হাদীস গ্রন্থসমূহের হাদীস ভিত্তিক তাখরিজ ও তা'লিক সংযোজনে শায়খ আলবানীর অবদান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ফিকহুল হাদীসে শায়খ আলবানীর অবদান এবং সপ্তম অধ্যায়ে উসূলুল হাদীসে শায়খ আলবানীর অবদান তথা পূর্ববর্তী গ্রন্থাদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, রিজাল শাস্ত্রের পরিমার্জন, সংক্ষিপ্ত টিকা সংযোজন, উসূলুল হাদীস বিষয়ে পৃথক গ্রন্থ প্রণয়ন, প্রবন্ধ রচনা, হাদীস গ্রহণ ও বর্জন নীতিমালা প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে।

☑ দাওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

পিএইচ.ডি. থিসিস পর্যালোচনা

১. গবেষণা শিরোনাম : উমাইয়া যুগে হাদীস চর্চা

গবেষকের নাম : মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. মোঃ আবুল কালাম পাটওয়ারী, দাওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : সেপ্টেম্বর-২০০৯

থিসিস নং : ৭৭৮০৪

পর্যালোচনা : "উমাইয়া যুগে হাদীস চর্চা " শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. মোঃ আবুল কালাম পাটওয়ারী এর তত্ত্বাবধানে মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। গবেষক অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে হাদীস পরিচিতি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে হাদীসের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, পরিভাষা, গুরুত্ব-তাৎপর্য এবং এর উৎপত্তি-ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাসূল (সা.) ও খুলাফা রাশিদীন যুগে হাদীস চর্চা প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে উমাইয়া যুগে হাদীস চর্চার একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছে। এখানে উমাইয়া যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা বর্ণনা করা হয়েছে। এ ছাড়া এ যুগে হাদীস চর্চার ১০টি কেন্দ্রের (মক্কা, মদীনা, সিরিয়া, বসরা, কুফা, মিসর ইত্যাদি) বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে উমাইয়া যুগের বিশ্বসেরা ইমামগণের হাদীস শাস্ত্রের পঠন-পাঠন ও গ্রন্থ প্রণয়ন সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২. গবেষণা শিরোনাম : হাদীস সংকলনে আস্ সুনান আল আরবা'আ-এর ইমামগণের পদ্ধতি

গবেষকের নাম : এ. টি. এম ওমর ফারুক

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ সোলায়মান, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : জুলাই-২০১৩

থিসিস নং : ৮৫২১৬

পর্যালোচনা : 'হাদীস সংকলনে আস্ সুনান আল আরবা'আ-এর ইমামগণের পদ্ধতি' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. মুহম্মদ সোলায়মান এর তত্ত্বাবধানে এ.টি.এম ওমর ফারুক কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে হাদীস ও সুন্নাহ পরিচিতি, হাদীস ও সুন্নাহ এর মধ্যে পার্থক্য এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে সুনান আরবা', জামি' এবং মুসনাদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ইমাম নাসাঈ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবন মাজাহ (রহ.) এর জীবন-কর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে আস্ সুনান আল আরবা'আ এর রচনা শৈলী এবং পঞ্চম অধ্যায়ে সুনানু নাসাঈ ও সুনানু আবী দাউদ এর সংকলন পদ্ধতি ও তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. গবেষণা শিরোনাম : বাংলাদেশে ইলমুল হাদীস চর্চায় ও ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে দারুল উলূম দেওবন্দ-এর ভূমিকা

গবেষকের নাম : মোঃ হেলাল উদ্দিন

তত্ত্বাবধায়ক : অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. নুরুল আলম, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইবি, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : মে-২০০৭

থিসিস নং : ৭৭২০৪

পর্যালোচনা : 'বাংলাদেশে ইলমুল হাদীস চর্চায় ও ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে দারুল উলূম দেওবন্দ' এর ভূমিকা শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. নুরুল আলম এর তত্ত্বাবধানে মোঃ হেলাল উদ্দিন কর্তৃক রচিত পিএইচ.ডি. গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে উপমহাদেশে ইসলামের আগমন প্রসঙ্গে; দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে দারুল উলূম দেওবন্দের ভূমিকা; তৃতীয় অধ্যায়ে দারুল উলূম দেওবন্দের পাঠ্যসূচি (দরসে নেজামী) প্রসঙ্গে; চতুর্থ অধ্যায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার নৈতিক ভিত্তি ও পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশে দেওবন্দপন্থী ওলামাদের জীবন ও কর্ম বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। উক্ত গবেষণার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, ক. ১৮৬৬ খ্রি. ৩০ মে ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহরানপুর জেলার দেওবন্দ নামক স্থানে ঐতিহ্যবাহী দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসাটি মাওলানা মোহাম্মদ কাসিম নানুতুবীর (রহ.) (১৮৩২-১৮৮০) পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। খ. বাংলাদেশ থেকে যে সকল ব্যক্তিবর্গ জ্ঞানার্জনের তাগিদে দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন ও দীনের গভীর জ্ঞানার্জন শেষে দেশে ফিরে ইসলামী শিক্ষা প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছেন, মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ বাঙ্গালী (১৮৫০-১৯০৫ খ্রি.) এবং গ. এ ছাড়া দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসার প্রভাবে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় মঈনুল ইসলাম হাটাজারী (১৯০১ খ্রি.) মাদরাসা এবং এর ধারাবাহিকতায় সৃষ্টি হয়েছে অগণিত কওমী ধারার প্রতিষ্ঠান।

☑ আরবী বিভাগ

পিএইচ.ডি. থিসিস পর্যালোচনা

১. গবেষণা শিরোনাম : হাদীস শিক্ষা ও সম্প্রসারণে মহিলা সাহাবীদের অবদান

গবেষকের নাম : মোঃ শফিকুল ইসলাম

তত্ত্বাবধায়ক : ড. মোঃ আব্দুস সালাম, প্রফেসর ও প্রাক্তন সভাপতি, আরবী বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : মার্চ-২০০১

থিসিস নং : ৭২০৪৪

পর্যালোচনা : 'হাদীস শিক্ষা ও সম্প্রসারণে মহিলা সাহাবীদের অবদান' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুস সালাম এর তত্ত্বাবধানে মোঃ শফিকুল ইসলাম কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে হাদীস পরিচিতি দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহিলা সাহাবী পরিচিতি পর্বে তিনটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়, ইসলাম পূর্ব যুগে নারীদের অবস্থা, ইসলামে নারীদের অধিকার ও মর্যাদা, মহিলা সাহাবীদের পরিচয় ও মর্যাদা। তৃতীয় অধ্যায়ে রাসূল (সা.) এবং সাহাবাগণের যুগে হাদীস চর্চা, চতুর্থ অধ্যায়ে হাদীস শিক্ষা ও সম্প্রসারণে হযরত আয়িশা (রা.) এর অবদান এবং পঞ্চম অধ্যায়ে হাদীস শিক্ষা ও সম্প্রসারণে অন্যান্য মহিলা সাহাবীদের অবদান প্রসঙ্গে ৬১ জন নারী সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২. গবেষণা শিরোনাম : বর্তমান আর্থ সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসেরঅবদান : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

গবেষকের নাম : মোঃ জাকির হুসাইন

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : অক্টোবর-২০০২

থিসিস নং : ৭৩২৪৮

পর্যালোচনা : 'বর্তমান আর্থ সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ড. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক এর তত্ত্বাবধানে মোঃ জাকির হুসাইন কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। গবেষক প্রথম অধ্যায়ে অভিসন্দর্ভের ভূমিকা উপস্থাপন করেছেন; যদিও এর ভেতরে গবেষণা পদ্ধতি অনুসৃত হয়নি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে হাদীস পরিচিতি, তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক সমস্যা ও এর কারণ সমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের ভূমিকা। এ প্রসঙ্গে দারিদ্র সমস্যা, বেকারত্ব, জনসংখ্যার সমস্যা, সুদ সমস্যা, শ্রম সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসেরঅবদান প্রসঙ্গে সমাজের নিরক্ষরতা, অপরাধ, দুর্নীতি, মাদকাসক্তি, ভিক্ষাবৃত্তি-ভবঘুরে, নারী নির্যাতন, বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি সমস্যা সমাধানে হাদীসের অবদান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. গবেষণা শিরোনাম : আল হাদীসে প্রাচীন জাতিগোষ্ঠিঃ কাহিনী ও শিক্ষা

গবেষকের নাম : মোঃ এনামুল হক

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. নেছার উদ্দিন আহমদ, আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : মে-২০১৩

থিসিস নং : ৮৫১৮৭

পর্যালোচনা : 'আল হাদীসে প্রাচীন জাতিগোষ্ঠি: কাহিনী ও শিক্ষা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. নেছার উদ্দিন আহমদ এর তত্ত্বাবধানে মোঃ এনামুল হক কর্তৃক রচিত গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে হাদীসের পরিচয়, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, সংকলনের ইতিহাস ও প্রকারভেদ ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে হাদীস শরীফে উল্লিখিত নবীগণের সাথে সম্পর্কিত জাতিসমূহের কাহিনীর বর্ণনা স্থান পেয়েছে। এ অধ্যায়ে কুরআন ও হাদীস শরীফে বর্ণিত হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সা.) মোট ২৫ জন নবী-রাসুলের জীবনী ও তাদের সম্প্রদায়ের ঘটনা বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে হাদীস শরীফে উল্লিখিত ওলীগণের সাথে সম্পর্কিত তথা হযরত ইউশা ইবন নুন (রহ.), উজাইর (আ.), লুকমান (আ.), শামুঈল (আ.), হিজকিল (আ.), দানিয়াল (আ.) ও খিজির (আ.) এবং তাদের সমসাময়িক জাতিসমূহের কাহিনীর আলোচনা স্থান পেয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে কুরআন ও হাদীস শরীফে উল্লিখিত এমন জাতি যারা নবী-ওলীগণের সাথে সম্পর্কিত নন যেমন: ১. আসহাবুল কাহাফ, ২. আসহাবুল উখদুদ, ৩. কওমে তুব্বা, ৪. আসহাবুর রস্‌স, ৫. আসহাবুল আইকাহ, ৬. কওমে সাবা এর জাতির পরিচয় ও কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে প্রাচীন জাতিসমূহের ক্রিয়া-কর্ম এবং তাদের অবাধ্যতার ফলাফল হিসেবে পার্থিব আযাব-গযব ও ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক ঘটনাবলী থেকে শিক্ষাগ্রহণ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

☑ আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

এম.ফিল. থিসিস পর্যালোচনা

১. গবেষণা শিরোনাম : ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইব্ন শারাফ আন-নাববী ইলমে হাদিসে তাঁর অবদান

গবেষকের নাম : মুহাম্মাদ লুৎফুল হাসান

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড.এ.এইচ.এম ইয়াহ্ইয়ার রহমান, আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : সেপ্টেম্বর-২০১৭

থিসিস নং : ১০১৬৫০

পর্যালোচনা : 'ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইব্ন শারাফ আন-নাববী ইলমে হাদিসে তাঁর অবদান' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড.এ.এইচ.এম ইয়াহ্ইয়ার রহমান এর তত্ত্বাবধানে মুহাম্মাদ লুৎফুল হাসান কর্তৃক রচিত এম.ফিল গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ইমাম নববীর (রহ.) এর পরিচয় প্রসঙ্গে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইমাম নববীর (রহ.) এর রচনাবলী; তথা তিনি যে হাদীস সম্পর্কিত ১২ টি অমর গ্রন্থ রচনা করেছেন তার বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ইমাম নববীর (রহ.) এর ইলমে হাদীসে অবদান প্রসঙ্গে তাঁর সংকলিত গ্রন্থ ও উহার বিশ্লেষণ এ দুটি বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। তার বিশ্ববিখ্যাত রিয়াদুস সালেহীন সংকলিত হাদীস গ্রন্থখানা এবং আল মিনহাজ ফি শরহি সহীহ মুসলিম হাদীসবোদ্ধাদের কাছে সমাদৃত সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ইলমি হাদীসের ভাষ্যকার হিসেবে ইমাম নববীর (রহ.) অবদানের মূল্যায়ণ করা হয়েছে।

২. গবেষণা শিরোনাম : হাদীস চর্চায় আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) এর অবদান

গবেষকের নাম : কাজী নাসীরুদ্দীন আহমদ

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. ফারুক আহমদ, আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ফেব্রুয়ারী-২০১০

থিসিস নং : ৭৮৯৭২

পর্যালোচনা : 'হাদীস চর্চায় আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) এর অবদান' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. ফারুক আহমদ এর তত্ত্বাবধানে কাজী নাসীরুদ্দীন আহমদ কর্তৃক রচিত এম.ফিল গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে অসাধারণ মেধাবী, জাগ্রত-তরঙ্গমুখর স্মৃতিশক্তি, বিস্ময়কর প্রতিভাধর আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) এর জীবনী; দ্বিতীয় অধ্যায়ে হাদীস চর্চায় আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) এর সমসাময়িক মনীষীবৃন্দ; তৃতীয় অধ্যায়ে জ্ঞান চর্চায় তথা হাদীস বিশ্লেষণে তাওয়াতুরে ইসনাদ, তাওয়াতুরে তাবাকাত, তাওয়াতুরে আমল, তাওয়ারুস ও তাওয়াতুরে কাদর মুশতারাক প্রভৃতি পদ্ধতির প্রবর্তক আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) এর অবদান; চতুর্থ অধ্যায়ে হাদীস শাস্ত্রে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) এর অবদানের ক্ষেত্রে তাঁর রচিত বুখারী শরীফের ভাষ্য 'ফয়যুল বারী' ও তিরমিযী শরীফের ভাষ্য 'আল-আরফুশ শযী', তিরমিযীর ভাষ্য মাআরিফুস সুনান (ইউসুফ বান্নুরী সংকলিত), আবু দাউদের ভাষ্য আনওয়ারুল মাহমুদ, খাইরুল হাসান শওক নিভূমী প্রণীত আসরারুস সুনান (তিনি এ গ্রন্থের টিকা সংযুক্ত করে সম্পাদনা করেন) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পঞ্চম অধ্যায়ে অন্যান্য শাস্ত্রে তথা তাফসীর, ফিকহ, আকাইদ, দর্শন, ইতিহাস, কাব্য ইত্যাদি বিষয়ে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) এর অবদান' অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এ গবেষণাকর্মটি গুণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণে রচিত। বিশেষত আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) এর হাদীস চর্চায় অবদান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অরোহপদ্ধতির ছাপ পরিলক্ষিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. গবেষণা শিরোনাম : হাদীস চর্চায় নরসিংদী জেলার মাদ্রাসা সমূহের অবদান

গবেষকের নাম : মোহাম্মদ আবদুল লতিফ খান

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. মোঃ নাছির উদ্দিন মিঝি, আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : মে-২০১২

থিসিস নং : ৯৭৩৩৫

পর্যালোচনা : 'হাদীস চর্চায় নরসিংদী জেলার মাদ্রাসা সমূহের অবদান' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. মোঃ নাছির উদ্দিন মিঝি এর তত্ত্বাবধানে মোহাম্মদ আবদুল লতিফ খান কর্তৃক রচিত এম.ফিল গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে হাদীসের পরিচয় ও বঙ্গদেশে হাদীসের আগমন প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে নরসিংদী জেলায় হাদীস চর্চা; এ অধ্যায়ে নরসিংদী জেলার পরিচিতি ও বাংলাদেশের প্রথম হাদীস চর্চাকারী প্রাতিষ্ঠানিক শহর ঐতিহাসিক সোনার গাঁয়ের সাথে যোগসূত্র স্থাপনের প্রয়াস চালানো হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে নরসিংদী জেলার মাদ্রাসা সমূহের অবদানের কথা বর্ণিত হয়েছে; বিশেষত জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসার অবদানের বিস্তর বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে নরসিংদী জেলার মাদ্রাসা সমূহের তথা আলিয়া ধারার দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল এবং কওমী ধারার দাওরায়ে হাদীস ও অন্যান্য মাদরাসার পরিসংখ্যান ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে নরসিংদী জেলার বিশিষ্ট হাদীস বিশারদগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও অবদানের মূল্যায়ন করা হয়েছে।

৪. গবেষণা শিরোনাম : বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় মাওলানা আব্দুর রহিম

গবেষকের নাম : মোহাঃ নাসির উদ্দীন

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. এ. বি. এম. ফারুক আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : আগস্ট-২০০৫

থিসিস নং : ৭৬৬০৪

পর্যালোচনা : 'বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় মাওলানা আব্দুর রহিম' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. এ. বি. এম. ফারুক এর তত্ত্বাবধানে মোহাঃ নাসির উদ্দীন কর্তৃক রচিত এম.ফিল গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে মাওলানা আব্দুর রহিমের জীবন পরিক্রমায় তাঁর জন্ম, বাল্যকাল, শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন, সংসারজীবন, রচনাবলী, শিক্ষকবৃন্দ, ইন্তেকাল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁর সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পর্যালোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে হাদীস শাস্ত্রের খিদমতে তাঁর অবদানের আলোচনা (১৩০-১৩৭পৃ.) মাত্র ০৭ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে সাহিত্য চর্চা ও রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁর অবদান বর্ণনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে তাঁর চিন্তাধারা ও সমসাময়িক মনীষী প্রসঙ্গ আলোচনায় মাওলানা শামছুল হক ফরিদ পুরী, মাওলানা নূরমোহাম্মদ আজমী, মুফতি আমীমুল ইহসান, হাফেজ্জীহুজুর ও মাওলানা আশ্রাফ আলী থানভী (রহ.) এর জীবনী ও অবদান উল্লেখ করেন। কিন্তু ২৬১ পৃষ্ঠার অভিসন্দর্ভের মাত্র ০৭ পৃষ্ঠায় তাঁর 'হাদীস শরীফ' নামক সংকলিত হাদীস গ্রন্থের বর্ণনা যা 'বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় মাওলানা আব্দুর রহিম' এর অবদান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে গবেষণা শিরোনামের সাথে অভিসন্দর্ভের অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

☑ আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

এম.ফিল থিসিস পর্যালোচনা

১. গবেষণা শিরোনাম : শিক্ষা-সংস্কৃতিতে আল-হাদীসের অবদান

গবেষকের নাম : মোঃ হোছাইন

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. মোঃ সেকান্দার আলী আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : আগষ্ট-২০১৭

থিসিস নং : ১০১৬৪৮

পর্যালোচনা : 'শিক্ষা-সংস্কৃতিতে আল-হাদীসেরঅবদান' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. মোঃ সেকান্দার আলী এর তত্ত্বাবধানে মোঃ হোছাইন কর্তৃক রচিত এম.ফিল গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিচয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ে আল কুরআন ও আল-হাদীসেরআলোকে শিক্ষা ও সংস্কৃতি, তৃতীয় অধ্যায়ে অপসংস্কৃতির ধারণা ও এর প্রতিকার তথা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নির্যাতন প্রতিরোধ, জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসের কারণ নির্ণয় ও প্রতিরোধ, অর্থনীতিতে সুদ ও এর কুফল এবং অপসংস্কৃতির ভয়াবহতা ও এর প্রতিকার প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

২. গবেষণা শিরোনাম : শামসুদ্দীন আস-সাখাবী (রহ.) ও তার ফাতহুল মুগীস গ্রন্থ : একটি পর্যালোচনা

গবেষকের নাম : মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ আল মামুন

তত্ত্বাবধায়ক : ড. মোহাম্মদ অলিউল্লাহ সহযোগী অধ্যাপক, আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : ২০১৪

থিসিস নং : ৮৭৮৭৯

পর্যালোচনা : 'শামসুদ্দীন আস-সাখাবী (রহ.) ও তার ফাতহুল মুগীস গ্রন্থ : একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ড. মোহাম্মদ অলিউল্লাহ এর তত্ত্বাবধানে মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ আল মামুন কর্তৃক রচিত এম.ফিল গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে 'শামসুদ্দীন আস-সাখাবী (রহ.) এর কর্মময় জীবনের বিভিন্নদিক বিশেষত: শিক্ষা সফর, শিক্ষা দান, তার শ্রুতলিপি ও শ্রুতলিখন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আল্লামা আস-সাখাবী রচিত গ্রন্থাবলীর পরিচয় তুলেধরা হয়েছে। উল্লেখ্য, তিনি আর-রিহাল (ভ্রমণ কাহিনী), তাখরিজুল আহাদীস, মুস্তালাহুল হাদীস, উলূমুল হাদীস, হাদীসের ভাষ্য বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তৃতীয় অধ্যায়ে হিজরী ১ম থেকে ৩য় শতক পর্যন্ত ইলমি হাদীসের ইতিহাস সংকলন, চতুর্থ অধ্যায়ে উলূমুল হাদীসের ক্রমবিকাশ বিষয়ক আলোচনা; এতে উলূমুল হাদীসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, এ বিষয় সর্বপ্রথম রচিত/ সংকলিত গ্রন্থাবলীর বর্ণনা। পঞ্চম অধ্যায়ে তার ফাতহুল মুগীস গ্রন্থে বর্ণিত কতগুলো পরিভাষার (মুনকার, মাকলুব, মুদতারিব, মারাতিবুত তা'দিল ও তারজিহ ইত্যাদি) বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ছাড়া 'ফাতহুল মুগীস' যে সকল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়েছে তার তালিকা প্রদত্ত হয়েছে। ইমাম সাখাবী এ গ্রন্থের মধ্যে তিন কারণে (১. হাদীস শিক্ষাদান পদ্ধতির নিম্ন মান; ২. সীমাবদ্ধ ইতিহাস জ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শাখার উপর প্রয়োগ এবং ৩. কারিকুলামের দৃঢ় ভিত্তি প্রাচীন মান হতে গোষ্ঠিগত সংকীর্ণতা জনিত বিচ্যুতি) তার সমকালীন হাদীস অধ্যাপনার কঠোর সমালোচনা করেছেন।

৩. গবেষণা শিরোনাম : যায়নুদ্দিন আল-ইরাকী (র.) ইলমুল হাদিসে তাঁর অবদান

গবেষকের নাম : মোঃ ইয়াসিন

তত্ত্বাবধায়ক : অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ অলিউল্লাহ সহযোগী, আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : এপ্রিল-২০১৫

থিসিস নং : ৮৭৮৮৯

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা : 'যায়নুদ্দিন আল-ইরাকী (র.) ইলমুল হাদিসে তাঁর অবদান' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ড. মোহাম্মদ অলিউল্লাহ এর তত্ত্বাবধানে মোঃ ইয়াসিন কর্তৃক রচিত এম.ফিল গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে যায়নুদ্দিন আল-ইরাকী (রহ.) এর জন্ম, বাল্যকাল, ইলম চর্চা, শিক্ষক-ছাত্রবৃন্দ ও তার রচিত গ্রন্থাবলীর আলোচন করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইলমুল হাদীসের পরিচয়, উদ্দেশ্য, আলোচ্য বিষয়, শাখাগত বিষয়াবলী আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ইলমুল হাদীসে যায়নুদ্দিন আল-ইরাকী (র.) এর অবদান বর্ণনায় তার রচনাবলী ও ইলমুল হাদীস শিক্ষা প্রসারে তার ভূমিকার আলোচনা স্থান পেয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ইলমুল হাদীস বিষয়ে সহস্র ছন্দে রচিত কাব্য 'আলফিয়াতুল হাদীস' ও ইবন সালাহ রচিত "মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস" এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আত-তাকয়ীদ ওয়াল ইযাহ' তাঁর রচিত অতুলনীয় এ দুটি গ্রন্থের বিবরণ; এ ছাড়াও ইবন সায়্যিদুন নাস প্রণীত তাকমিলাতু জামি তিরমিযী এর ভাষ্য "তাকমিলাতু শরহ জামি তিরমিযী" ১৩ খণ্ডে রচনা করেন; এবং রিজাল শাস্ত্রের উপর ৩টি (১. যাইলু আলাল মিযান, ২. যাইলু আলাল ইবার লিয যাহাবী, ৩. রিজালু সুনানু দারা কুতনী) এবং হাদীস শাস্ত্রের উপর ০৬টি (১. আল-ইনসাফ, ২. তাকরীবুল আসানীদ, ৩. আতরাফুস সানাদ, ৪. কুর্‌রাতুল আইন, ৫. আরবাউন আশয়ারিয়া, ৬. আরবাউন তাসাইয়া) গ্রন্থ রচনার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

৪. গবেষণা শিরোনাম : ইলমুল হাদীস চর্চায় বৃহত্তর খুলনা জেলার মুহাদ্দিসগণের ভূমিকা

গবেষকের নাম : মোঃ আমিনুল ইসলাম

তত্ত্বাবধায়ক : ড. সৈয়দ মাকসুদুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : এপ্রিল-২০১০

থিসিস নং : ৭৮৭২৬

পর্যালোচনা : 'ইলমুল হাদীস চর্চায় বৃহত্তর খুলনা জেলার মুহাদ্দিসগণের ভূমিকা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ড. সৈয়দ মাকসুদুর রহমান এর তত্ত্বাবধানে মোঃ আমিনুল ইসলাম কর্তৃক রচিত এম.ফিল গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে বৃহত্তর খুলনা জেলার প্রশাসনিক ইউনিটের পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। বিশেষত: তৎকালে বৃহত্তর খুলনার অন্তর্গত যথাক্রমে খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগের হাট ও যশোর জেলার আলোচনা স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৃহত্তর খুলনা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের আগমন ও ওলামাদের পদার্পন এবং হাদীস চর্চার সূচনা সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বৃহত্তর খুলনা জেলায় ইলমুল হাদীস চর্চায় মুহাদ্দিসগণের অবদান, অবস্থান ও মূল্যায়ন সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে 'ইলমুল হাদীসের স্বরূপ, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং পঞ্চম অধ্যায়ে ইলমুল হাদীস চর্চায় বৃহত্তর খুলনা জেলার মাদরাসাসমূহের অবদান সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

৫. গবেষণা শিরোনাম : ইমাম বুখারী (র.) এর ইজতিহাদ : পরিপ্রেক্ষিত সহী আল বুখারী

গবেষকের নাম : মুহাম্মদ কাফীলুদ্দীন সরকার

তত্ত্বাবধায়ক : অধ্যাপক ড. মোঃ সেকান্দার আলী, আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : এপ্রিল–২০১০

থিসিস নং : ৭৮৭৩০

পর্যালোচনা : 'ইমাম বুখারী (র.) এর ইজতিহাদ : পরিপ্রেক্ষিত সহী আল বুখারী' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি অধ্যাপক ড. মোঃ সেকান্দার আলী এর তত্ত্বাবধানে মুহাম্মদ কাফীলুদ্দীন সরকার কর্তৃক রচিত এম.ফিল গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ইমাম বুখারীর পরিচয়, তাঁর সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মী ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক বিষয়ের বর্ণনা এবং ইলমি হাদীসে তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে হাদীস গ্রন্থের প্রকারভেদ, হাদীস সংকলনের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সহী আল বুখারীর তরজমাতুল বাব

Dhaka University Institutional Repository

তথা অধ্যায়ের শিরোনাম ও অধ্যায় বিন্যাসের গুরুত্ব তুলেধরা হয়েছে। মূলত: এ অধ্যায়টিতেই ইমাম বুখারী (র.) এর ইজতিহাদের পরিচয় পাওয়া যায়। তাই শিরোনামগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইমাম বুখারীর ইজতিহাদ বা গবেষণা উপস্থাপন করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ইমাম বুখারী (র.) এর সমসাময়িক ফকীহগণের তথা মাক্কী ইবন ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইবন আবয়ন, আবদান ইবন উসমান ও মুহাম্মদ ইবন রাফি প্রমুখের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে অন্যান্যদের মধ্যে তার অবস্থান মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং অনেক আলিম ইমাম বুখারীকে ফকীহ হিসেবেও স্বীকৃতি দিয়েছেন বলে গবেষক উল্লেখ করেছেন।

৬. গবেষণা শিরোনাম : মহানবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম এর ভবিষ্যৎ বাণীসমূহ : একটি বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা

গবেষকের নাম : মোঃ নজরুল ইসলাম

তত্ত্বাবধায়ক : ড. খোন্দকার আ. ন. ম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, সহযোগী অধ্যাপক, আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : সেপ্টেম্বর-২০০৬

থিসিস নং : ৭৮৭১৭

পর্যালোচনা : 'মহানবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম এর ভবিষ্যৎ বাণী সমূহ : একটি বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ড. খোন্দকার আ. ন. ম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর এর তত্ত্বাবধানে মোঃ নজরুল ইসলাম কর্তৃক রচিত এম.ফিল গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী, ভবিষ্যৎদ্বাণীর অকাট্য ও নির্ভরযোগ্য উৎস হাদীস সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে নবুওয়াত, মুজিযা ও ভবিষ্যৎদ্বাণী পর্যালোচনায় নয়জন নবী-রাসূলদের ভবিষ্যৎদ্বাণী দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যক্তি বিশেষ তথা আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী এবং অন্যান্য সাহাবী, তাবিঈ, মুনাফিক ও অমুসলিম সম্পর্কে ভবিষ্যৎদ্বাণী নিয়ে আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান তথা মদীনার ফিতনা, মুসলিম রাষ্ট্রের বিস্তৃতি, ইরাকে দুর্ভিক্ষ, সম্পদের পাহড় প্রকাশিত হওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে ভবিষ্যৎদ্বাণী আলোচনা করাহয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে সামাজিক বিষয় তথা মুসলিমদের ধনবান হওয়া, ফুরাত নদীতে সম্পদের পাহাড় প্রকাশ পাবে, পৃথিবী ধনভাণ্ডারের চাবি মুসলিমদের হাতে থাকবে, ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে, আমানত উঠে যাবে, অর্থের বিনিময়ে ঈমান বেচাকেনা হবে, ৩০ জন ভন্ড নবী নবুওয়াতে দাবী করবে, আরব জাহান ফিতনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে, নৃশংসতা বেড়ে যাবে এবং সমাজে ভয়ংকর বিপর্যয় নেমে আসা সম্পর্কে নবীর (সা.) ভবিষ্যৎদ্বাণী আলোচিত হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে রাজ্যজয় ও রাজনৈতিক বিষয়ে (আমার পরে খুলাফা রাশিদুনের মেয়াদ হবে ত্রিশ বছর ইত্যাদি) নবীর (সা.) ভবিষ্যৎদ্বাণী বর্ণিত হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে সামরিক যুদ্ধ বিষয়ক তথা নৌ যুদ্ধ, উষ্ট্রির যুদ্ধ, পারস্য যুদ্ধ, ইরাক যুদ্ধ, কনস্ট্যান্টিনোপল যুদ্ধ ও হিন্দুস্থানের যুদ্ধ ইত্যাদি সম্পর্কে নবীর (সা.) ভবিষ্যৎদ্বাণী নিয়ে আলোচিত হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে কিয়ামতের (ছোট ও বড়) আলামত সম্পর্কিত তথা ইমাম মাহাদীর আত্মপ্রকাশ, ঈসা আ এর আগমন, দাজ্জাল, ইয়াযুজ-মাযুজ ইত্যাদি বিষয়ে নবীর (সা.) ভবিষ্যৎদ্বাণী সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

৭. গবেষণা শিরোনাম : আল-হাকিম আন-নাইসাপুরি (র.) এর মুসতাদরাক গ্রন্থ : একটি পর্যালোচনা

গবেষকের নাম : মোঃ আলমগীর হোসাইন

তত্ত্বাবধায়ক : ড. সৈয়দ মাকসুদুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : সেপ্টেম্বর-২০১২

থিসিস নং : ৯৭৩১৫

পর্যালোচনা : 'আল-হাকিম আন-নাইসাপুরি (র.) এর মুসতাদরাক গ্রন্থ : একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ড. সৈয়দ মাকসুদুর রহমান এর তত্ত্বাবধানে মোঃ আলমগীর হোসাইন কর্তৃক রচিত এম.ফিল গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আল-হাকিম আন-নাইসাপুরী (র.) এর পূর্বে হাদীস চর্চার প্রেক্ষাপট, দ্বিতীয় অধ্যায়ে আল-হাকিম আন-নাইসাপুরী (র.) এর জীবন ও কর্ম,

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন যুগে তথা ১ম থেকে ৪র্থ শতাব্দী পর্যন্ত হাদীসগ্রন্থাবলী ও আল-হাকিমের মুসতাদরাক সম্পর্কে পর্যালোচনা, চতুর্থ অধ্যায়ে মুসতাদরাক গ্রন্থ; মুসতাদরাক ও মুসতাখরাজ এর পার্থক্য, মুসতাদরাক গ্রন্থের বিষয় ও হাদীস সংকলন পদ্ধতি, এর সমালোচনা ও জবাব প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে মুসতাদরাক গ্রন্থের কতিপয় হাদীস তথা হাদীসে ফাযলু ইয়াওমিল জুমুয়া, হাদীসে সাহাবা, হাদীসে তিয়ার ইত্যাদি এবং আল-মুস্তাদরাক গ্রন্থের কতিপয় রাবীর প্রসঙ্গে পর্যালোচনা বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে।

৮. গবেষণা শিরোনাম ঃ চট্টগ্রাম বিভাগে হাদীস চর্চায় মুহাদ্দিসগণের অবদান

গবেষকের নাম : মোঃ মাহবুবুল আলম

তত্ত্বাবধায়ক : ড. সৈয়দ মাকসুদুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : জুলাই-২০১১

থিসিস নং : ৯১১২৩

পর্যালোচনা : 'চট্টগ্রাম বিভাগে হাদীস চর্চায় মুহাদ্দিসগণের অবদান' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ড. সৈয়দ মাকসুদুর রহমান এর তত্ত্বাবধানে মোঃ মাহবুবুল আলম কর্তৃক রচিত এম.ফিল গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে 'চট্টগ্রাম বিভাগের পরিচিতি এবং চট্টগ্রাম জেলার প্রশাসনিক ইউনিটের পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে হাদীসের পরিচয়, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, সংকলনের ইতিহাস ও প্রকারভেদ ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে 'চট্টগ্রাম বিভাগে হাদীস চর্চার সূচনা ও বিকাশ তথা বাংলাদেশে ইসলামের আগমন এবং হাদীস চর্চার সূচনা, বাংলাদেশ ও ভারত উপমহাদেশে হাদীস চর্চার ক্রমবিকাশ আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে চট্টগ্রাম বিভাগে হাদীস চর্চায় মুহাদ্দিসগণের অবদান এবং পঞ্চম অধ্যায়ে 'চট্টগ্রাম বিভাগে হাদীস চর্চায় প্রসিদ্ধ মাদরাসা সমূহের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

৯. গবেষণা শিরোনাম : হাদীসের আলোকে সালাত : পদ্ধতি ও প্রভাব

গবেষকের নাম : মোঃ রুহুল আমিন

তত্ত্বাবধায়ক : ড. খোন্দকার আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর, সহযোগী অধ্যাপক, আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : আগস্ট-২০০৪

থিসিস নং : ৭৬৪১৯

পর্যালোচনা : 'হাদীসেরআলোকে সালাত : পদ্ধতি ও প্রভাব' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ড. খোন্দকার আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর এর তত্ত্বাবধানে মোঃ রুহুল আমিন কর্তৃক রচিত এম.ফিল গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে হাদীস ও সালাতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, গুরুত্ব, ফজিলত ও তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সালাতের মধ্যে দাড়ানো, রুকু, সাজদা ও বসা অবস্থার কর্মসমূহের বর্ণনা, তৃতীয় অধ্যায়ে সালাতের মধ্যে দাড়ানো, রুকু, সাজদা ও বসা অবস্থার কথাসমূহের বর্ণনা, চতুর্থ অধ্যায়ে সালাতের সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ যেমন: জামাআত, ইমামত, ইকতিদাহ, নারী-পুরুষের সালাত ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা, পঞ্চম অধ্যায়ে সালাতের প্রভাব তথা ধর্মীয়, ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রভাব সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

১০. গবেষণা শিরোনাম : বৃহত্তর ঢাকা জেলায় হাদীস চর্চা (১৯৪৭-২০১৫)

গবেষকের নাম : মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান

তত্ত্বাবধায়ক : ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : সেপ্টেম্বর-২০০৬

থিসিস নং : ৭৬৭৯৬

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা : বৃহত্তর ঢাকা জেলায় হাদীস চর্চা (১৯৪৭-২০১৫) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম এর তত্ত্বাবধানে মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান কর্তৃক রচিত এম.ফিল গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ঢাকা বিভাগের পরিচিতি এবং এর ৬টি জেলার প্রশাসনিক ইউনিটের পরিচয়, নামকরণ, আয়তন, জলবায়ু ইত্যাদির বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে হাদীসের পরিচয়, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে হাদীসের আগমন ক্রমবিকাশের ধারা, চতুর্থ অধ্যায়ে ঢাকা বিভাগে কখন কিভাবে হাদীস চর্চা শুরু হয় ও বিকাশ লাভ করে এবং পঞ্চম অধ্যায়ে সোনার গাঁওয়ে প্রতিষ্ঠিত এ অঞ্চলের প্রথম মাদরাসা। এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শায়খ শরফুদ্দী আবু তাওয়ামা থেকে শুরু করে অদ্যাবধি যে সকল খ্যাতিমান আলিম তৈরি হয়েছেন তাদের জীব ও কর্ম এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা ও দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসা অনুসরণে ঢাকা বিভাগে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য আলিয়া ও কওমী মাদরাসায় হাদীস চর্চা হচ্ছে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

১১. গবেষণা শিরোনাম : হাদীস সংকলনে ইবন শিহাব যুহরীর অবদান

গবেষকের নাম : মোহাম্মদ আব্দুর রহিম

তত্ত্বাবধায়ক : ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক, আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : জুলাই-২০১১

থিসিস নং : ৯১১১৮

পর্যালোচনা : 'হাদীস সংকলনে ইবন শিহাব যুহরীর অবদান' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম এর তত্ত্বাবধানে মোহাম্মদ আব্দুর রহিম কর্তৃক রচিত এম.ফিল গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে হাদীস সংকলনের ধারা তথা হাদীসের পরিচয়, রাসূল (সা.), সাহাবা, তাবিঈ যুগে হাদীস সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সংকলনের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইবন শিহাব যুহরীর নাম, বংশ পরিচয়, জন্ম, শৈশবকাল, শিক্ষাজীবন, তাঁর শিক্ষক-ছাত্রবৃন্দ, স্মৃতিশক্তি ও তাঁর রচনাবলী ইত্যাদি বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁর সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ইলমে হাদীসে ইবন শিহাব যুহরীর অবদান প্রসঙ্গে সাহাবী ও বয়জ্যেষ্ঠ তাবিঈ থেকে হাদীস শ্রবণ এবং তার থেকে অধঃস্তন তাবিদের হাদীস শিক্ষাগ্রহণ, সিহাহ সিত্তায় তার বর্ণিত হাদীসসমূহের আতরাফ এবং এ বিষয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ বাণী ইত্যাদি বিষয়ে তার অবদান উপস্থাপিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে হাদীস সংকলনে ইবন শিহাব যুহরীর অবদান সম্পর্কে (আরবদের ঐতিহ্যগত পদ্ধতি) মুখস্থ করণের মাধ্যমে হাদীসের যথাযথ সংরক্ষণ ও (হাদীস সংরক্ষণের স্থায়ী পদ্ধতি) লিপিবদ্ধ করণের মাধ্যমে তার তাঁর বিস্ময়কর অবদান তুলেধরা হয়েছে।

১২. গবেষণা শিরোনাম : বরিশাল বিভাগে হাদীস চর্চায় আলেমগণের অবদান

গবেষকের নাম : মুহাম্মদ অলিউল্লাহ্

তত্ত্বাবধায়ক : ড. মোঃ সেকান্দার আলী, সহযোগী অধ্যাপক, আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : জুলাই-২০০৪

থিসিস নং : ৭৫৫৩১

পর্যালোচনা : 'বরিশাল বিভাগে হাদীস চর্চায় আলেমগণের অবদান' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ড. মোঃ সেকান্দার আলী এর তত্ত্বাবধানে মুহাম্মদ অলিউল্লাহ কর্তৃক রচিত এম.ফিল গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ে বরিশাল বিভাগের পরিচয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বরিশাল বিভাগে ইসলামের আগমন, প্রচার-প্রসার ও হাদীস চর্চা, পীর-আউলিয়া ও সূফি-সাধকগণের মাধ্যমে হাদীস চর্চা ও ইসলামের খিদমত প্রসঙ্গে বরিশাল বিভাগের ১৩ জন বিশিষ্ট আলিম-ওলী তথা মীর কুতুব শাহ, শাহ ইয়ার উদ্দীন খলিফা, মাওলানা শাহ সূফী নেছার উদ্দীন আহমাদ, মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক, মাওলানা মোহাম্মদ হাসান আলী, মাওলানা হাতেম আলী (রহ.) প্রমুখের অবদান উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে হাদীসের পরিচয়,

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, খুলাফা রাশেদীনের যুগ থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে দেওবন্দ ও মাযাহারে উলূম প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত হাদীস চর্চার যুগ বিভাজন করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বরিশাল বিভাগে হাদীস চর্চা তথা বরিশাল বিভাগের ৯টি (কামিল) আলিয়া মাদরাসা ও ৪টি কওমী ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাদীস চর্চা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে বরিশাল বিভাগে হাদীস চর্চায় যে সকল মুহাদ্দিস অবদান রেখেছেন তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ ২৭ জন মুহাদ্দিসের জীবনী ও হাদীস চর্চায় তাদের অবদান সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

১৩. গবেষণা শিরোনাম : **প্রাচ্যবিদগণের দৃষ্টিতে আল-হাদীস**

গবেষকের নাম : মোঃ আজিজুল হক

তত্ত্বাবধায়ক : ড. মোঃ সেকান্দার আলী, প্রফেসর, আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : জুলাই-২০১০

থিসিস নং : ৭৮৯৭৪

পর্যালোচনা : 'প্রাচ্যবিদগণের দৃষ্টিতে আল-হাদীস' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ড. মোঃ সেকান্দার আলী এর তত্ত্বাবধানে মোঃ আজিজুল হক কর্তৃক রচিত এম.ফিল গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ে হাদীসের পরিচয় প্রসঙ্গে এর সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, প্রয়োজনীয়তা, ইত্যাদির আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে হাদীস সংকলনের ইতিহাস পর্বে রাসূল (সা.), সাহাবী ও তাবি'ঈদের যুগে হাদীস সংকলন সম্পর্কে উপস্থাপন করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে হাদীস সম্পর্কে অমুসলিমদের বক্তব্য, কুরআন ও হাদীস ও যুক্তির আলোকে তাদের বক্তব্য এবং তাদের বক্তব্যের অসাড়তা তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে হাদীসের ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে; যদিও অধ্যায়টি মূল শিরোনামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

১৪. গবেষণা শিরোনাম : **হাদিসে নববীর আলোকে চিকিৎসা**

গবেষকের নাম : মোঃ আমিনুল ইসলাম

তত্ত্বাবধায়ক : ড. খোন্দকার আ. ন. ম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সহযোগী অধ্যাপক, আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : আগস্ট-২০০৪

থিসিস নং : ৭৬৪২০

পর্যালোচনা : 'হাদিসে নববীর আলোকে চিকিৎসা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ড. খোন্দকার আ.ন.ম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর এর তত্ত্বাবধানে মোঃ আমিনুল ইসলাম কর্তৃক রচিত এম.ফিল গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ে হাদীসে নববী ও চিকিৎসা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা পর্বে হাদীসে নববীর পরিচয় তুলেধরা হয়েছে। সাথে সাথে ওযু, গোসল, প্রশ্রাব-পায়খানা থেকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে রোগমুক্ত থাকার উপায় সম্পর্কে নির্দেশনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পবিত্রতার বর্ণনা ও পবিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পাঁচটি নীতি সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া পানাহারের নিয়ম-পদ্ধতি, হারাম খাদ্য বর্জন ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে হাদীসে নববীর আলোকে চিকিৎসা সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে কতগুলো উপকরণের বর্ণনা এসেছে। যেমন: মধু, ছত্রাক, কালোজিরা, যাইতুন, খেজুর, মেহেদি, লবণ, পানি, সুরমা, আদা, দুধ, ঘি ইত্যাদি। তা ছাড়া মাছি বাহিতো রোগ ও চিকিৎসা, শল্য চিকিৎসা, শিঙ্গা দ্বারা রক্ত মোক্ষণ, বক্ষ অপারেশন, ফোঁড়া অপারেশন, শিড়া অপারেশন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১৫. গবেষণা শিরোনাম : **জাল হাদীস প্রতিরোধে ইমাম আস-সাগানী এর অবদান**

গবেষকের নাম : মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম

তত্ত্বাবধায়ক : ড. মুহাম্মদ আশরাফুল আলম, অধ্যাপক, আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : সেপ্টেম্বর-২০১৫

থিসিস নং : ১০৪৩০৭

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা : 'জাল হাদীস প্রতিরোধে ইমাম আস-সাগানী এর অবদান' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ড. মুহাম্মদ আশরাফুল আলম এর তত্ত্বাবধানে মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম কর্তৃক রচিত এম.ফিল গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ে ইমাম আস-সাগানী এর সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অবস্থা ও উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩টি পরিচ্ছেদে হাদীসের পরিচয়, প্রকারভেদ, কতিপয় হাদীসের পরিভাষা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ৭টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে ইমাম আস-সাগানী এর জীবনী সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ৭টি পরিচ্ছেদে জাল হাদীসের পরিচয়, লক্ষ্যণ, কারণ, বিধান, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে ৮টি পরিচ্ছেদে প্রথমত: জাল হাদীস প্রতিরোধে ইমাম আস-সাগানী এর অবদান এবং ২য় পরিচ্ছেদে তার রচিত 'রিসালাতু আল-আহাদীসুল মওজুয়াত' গ্রন্থের তাখরিজ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গবেষক ইমাম আস-সাগানীর অবদান উল্লেখপূর্বক দাবী করেন, মওজু হাদীস সংকলনে ইবনুল জাওযীর পরে ইমাম আস-সাগানীই ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ দ্বিতীয় মুহাদ্দিস।

১৬. গবেষণা শিরোনাম : হাদীস চর্চায় সনদের প্রয়োজনীয়তা ও বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় এর বাস্তবতা : একটি পর্যালোচনা

গবেষকের নাম : মোঃ তাজুল ইসলাম

তত্ত্বাবধায়ক : ড. আ.হ.ম. নুরুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : সেপ্টেম্বর-২০১৪

থিসিস নং : ৮৭৮৭৮

পর্যালোচনা : 'হাদীস চর্চায় সনদের প্রয়োজনীয়তা ও বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় এর বাস্তবতা : একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ড. আ. হ. ম. নুরুল ইসলাম এর তত্ত্বাবধানে মোঃ তাজুল ইসলাম কর্তৃক রচিত এম.ফিল গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ে হাদীসের পরিচয় প্রদানে এর সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, প্রয়োজনীয়তা, ইত্যাদির আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সনদের পরিচয়, গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও পারিভাষিক অর্থ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার ধারা, উদ্ভব, বিকাশ ও এ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার পেছনে ইংরেজদের উদ্দেশ্য, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০০ ও ২০১০ নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশের আলিয়া মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সিলেবাস পর্যালোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশের কওমী ধারা ও অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থার সিলেবাস পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও বর্তমানে হাদীসের সনদ পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা ও হাদীস চর্চায় সনদের নির্ভরতা বিষয়ে আলোচিত হয়েছে।

১৭. গবেষণা শিরোনাম : আল্লামা আব্দুর রহমান মোবারকপুরী (র.) এবং ইলমে হাদীসে তাঁর অবদান

গবেষকের নাম : মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

তত্ত্বাবধায়ক : ড. মোঃ রুহুল আমিন, প্রফেসর, আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : জানুয়ারি -২০০৫

থিসিস নং : ৭৬৪১৮

পর্যালোচনা : 'আল্লামা আব্দুর রহমান মোবারকপুরী (র.) এবং ইলমে হাদীসে তাঁর অবদান' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ড. মোঃ রুহুল আমিন এর তত্ত্বাবধানে মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক রচিত এম.ফিল গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ইলমে হাদীসের পরিচয়, সুন্নাহ, খবর ও আছারের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, ইসলামী শরীআতে হাদীসের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইলমি হাদীসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ভারতীয় উপমহাদেশে ইলমি হাদীসের আগমন ও বিস্তারের বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে মোবারক পুরীর সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে আল্লামা মোবারকপুরীর জীবন

Dhaka University Institutional Repository

ও কর্ম, গুণাবলী, বৈশিষ্টাবলী সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে হাদীস শাস্ত্রে আল্লামা মোবারকপুরীর অবদান হিসেবে তার মুহাদ্দিস হিসেবে অধ্যাপনা, মাদরাসাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা তার প্রণীত ১৯টি হাদীস গ্রন্থকে উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থগুলোর মধ্যে *'তুহফাতুল আহওয়াযী ফি শরহি সুনান আত তিরমিযী'* যা তিরমিযী শরীফের একটি প্রসিদ্ধ ভাষ্য গ্রন্থ হিসেবে উল্লেখযোগ্য। তিনি যে আহলে হাদীস আন্দোলনের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তার বর্ণনাও এতে উল্লেখ করা হয়েছে ।

১৮. গবেষণা শিরোনাম : জাল হাদীস খণ্ডনে ও প্রতিরোধে বঙ্গীয় আলিমগণের অবদান

গবেষকের নাম : মোহাম্মদ আরিফ বিল্লাহ্

তত্ত্বাবধায়ক : ড. আ. হ. ম. নুরুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : মে- ২০১৩

থিসিস নং : ৯৭৩৪৮

পর্যালোচনা : 'জাল হাদীস খণ্ডনে ও প্রতিরোধে বঙ্গীয় আলিমগণের অবদান' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ড. আ. হ. ম. নুরুল ইসলাম এর তত্ত্বাবধানে মোহাম্মদ আরিফ বিল্লাহ্ কর্তৃক রচিত এম.ফিল গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে জাল হাদীসের পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, জাল হাদীস রচনা ও প্রসারের কারণ ও এর বিধান প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জাল হাদীস প্রতিরোধে মুহাদ্দিসগণের গৃহীত ৫টি পদ্ধতি তথা ক. হাদীস শিক্ষা সংরক্ষণ; খ. সনদ সংরক্ষণ ও সনদ বর্ণনায় পাণ্ডুলিপির ব্যবহার; গ. ব্যক্তিগত সততা যাচাই; ঘ. তুলনামূলক নিরিক্ষার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই; ঙ. গ্রন্থাকারে হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলন সাথে রাবীদের বিবরণ ও জাল হাদীস সংরক্ষণ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। তাদের গৃহীত পদ্ধতিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিকগুলো- গ্রন্থাকারে হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলন, গ্রন্থাকারে রাবীদের বিবরণ সংরক্ষণ ও জাল হাদীস গ্রন্থাকারে সংরক্ষণ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বাংদেশে ইসলামের আগমন ও হাদীস চর্চা প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে জাল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থরচনাকারী বঙ্গীয় আলিমগণের জীবন ও অবদান উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে বঙ্গীয় আলিমগণ কর্তৃক রচিত জাল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থের বর্ণনা স্থান পেয়েছে।

১৯. গবেষণা শিরোনাম : হাদীস চর্চায় আল্লামা যাকারিয়্যা (র.) এর অবদান

গবেষকের নাম : মোহাম্মদ গোলাম মাওলা

তত্ত্বাবধায়ক : ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : এপ্রিল-২০০৬

থিসিস নং : ৭৬৭৬৭

পর্যালোচনা : 'হাদীস চর্চায় আল্লামা যাকারিয়্যা (র.) এর অবদান' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম এর তত্ত্বাবধানে মোহাম্মদ গোলাম মাওলা কর্তৃক রচিত এম.ফিল গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আল্লামা যাকারিয়্যা (র.) এর সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত শায়খুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়্যা (র.) এর জীবন ও কর্ম তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁর জ্ঞান, প্রতিভা ও চারিত্রিক বৈশিষ্টাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে হাদীস চর্চায় তাঁর অবদানের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইলমি হাদীসের অধ্যাপনা, বক্তৃতা, ওয়াজ, বাহাস ও গ্রন্থ প্রণয়ন অন্যতম। তাঁর রচিত মোট ৪৮টি গ্রন্থের মধ্যে ০৯টি হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ। তন্মধ্যে আবওয়াবু তারাজিমিল বুখারী, তাখরিজুল জামি, তাকরীরুল মিশকাত, তাকরীরুন নাসাঈ, সাজারাতু আসমাইর রিজাল প্রভৃতি। তাঁর রচিত হাদীসগ্রন্থসমূহের মধ্যে ফাযায়েলে তাবলীগ, ফাযায়েলে নামায ও ফাযায়েলে হজ্জ আমজনতার নিকট সর্বাধিক জনপ্রিয় হাদীস সংকলন। পঞ্চম অধ্যায়ে তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর ধরন ও (মানহাজ) পদ্ধতি, সনদের মানে তার গ্রন্থের মূল্যায়ন ও বিভিন্ন হাদীস বিশারদগণের দৃষ্টিতে তার গ্রন্থসমূহের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২০. গবেষণা শিরোনাম : হাদীসে জিব্রাইল : মানবজীবনে এর প্রয়োগ ও প্রভাব

গবেষকের নাম : মোঃ গোলাম মোস্তফা

তত্ত্বাবধায়ক : প্রফেসর ড. মোঃ ময়নুল হক, আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : অক্টোবর-২০০৮

থিসিস নং : ৭৭৫৩৫

পর্যালোচনা : 'হাদীসে জিব্রাইল : মানবজীবনে এর প্রয়োগ ও প্রভাব' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. মোঃ ময়নুল হক এর তত্ত্বাবধানে মোঃ গোলাম মোস্তফা কর্তৃক রচিত এম.ফিল গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ইসলামের পরিচয়, ইসলামের ভূমিকা, ইসলামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য, ঈমান ও ইসলামের সম্পর্ক, ইসলামের মূল বিষয়সমূহ ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঈমানের পরিচয়, গুরুত্ব, ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে মনীষীগণের মতামত, ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ইহসানের পরিচয়, গুরুত্ব, তাৎপর্য ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, ইহসানের স্তর বিন্যাস ও মানব সমাজে ইহসানের প্রয়োজনীয়তা তুলেধরা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে কিয়ামতের পরিচয়, আলামত ও শর্তসমূহ, কিয়ামতের দিন মানবকূলের করুণ পরিণতি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

২১. গবেষণা শিরোনাম : ইলমুল জারহ ওয়াত-তা'দীলে মুহাম্মদ তাহির পাটনীর অবদান

গবেষকের নাম : জুলকার নাইন

তত্ত্বাবধায়ক : ড. সৈয়দ মাকসুদুর রহমান, প্রফেসর, আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : মার্চ- ২০১৫

থিসিস নং : ৮৭৮৯০

পর্যালোচনা : 'ইলমুল জারহ ওয়াত-তা'দীলে মুহাম্মদ তাহির পাটনীর অবদান' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ড. সৈয়দ মাকসুদুর রহমান এর তত্ত্বাবধানে জুলকার নাইন কর্তৃক রচিত এম.ফিল গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে 'ইলমুল জারহ ওয়াত-তা'দীলের পরিচয়, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, গুরুত্ব-প্রয়োজনীয়তা, এ সম্পর্কে রচিত গ্রন্থাবলী ও গ্রন্থাকার পরিচিতি আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁর সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অবস্থা ও হাদীস চর্চার ইতিহাস সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে মুহাম্মদ তাহির পাটনীর (১৫০৮-১৫৭৮ খ্রি.) জীবনী এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ইলমুল জারহ ওয়াত-তা'দীলে মুহাম্মদ তাহির পাটনীর অবদান প্রসঙ্গে তাঁর রচিত এ বিষয়ের ০৩ টি গ্রন্থের বর্ণনা স্থান পেয়েছে। যথা-ক. "আল-মা'আনা ফি জবতি আসমাই রিজালিল হাদীস" গ্রন্থে আরবী বর্ণমালার ধারাবাহিকতায় আলিফ থেকে ইয়া পর্যন্ত বর্ণানুক্রমিক বিভিন্ন রাবীর নামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলেধরা হয়েছে। খ. "কানুনুল আখবারিল মাওজুয়াতি ওয়ার রিজালিদ দু'আফা" গ্রন্থে মিথ্যাবাদী, জালকারী, অত্যন্ত দূর্বল রাবীদের বর্ণনার পাশাপাশি যারা নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত, কিন্তু অস্পষ্ট ধারণার কারণে কোন কোন মুহাদ্দিস তাদের দূর্বল বা প্রত্যাখ্যাত গণ্য করেছেন, তাদেরকে তিনি বিশ্লেষণমূলক আলোচনার মাধ্যমে এদের নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। গ. "তাজকিরাতুল মাওযু'আত" এটি জাল হাদীস ও এর রাবীদের সমালোচনা বিষয়ক গ্রন্থ। এতে 'ইলমুল জারহ ওয়াত-তা'দীলের ব্যাপক বর্ণনা পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

☑ দাওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

১. গবেষণা শিরোনাম : বাংলাদেশে ইলমে হাদীস চর্চায় শায়খুল হাদীস আজিজুল হক (র.) এর অবদান

গবেষকের নাম : গোলাম মোরতোজা

তত্ত্বাবধায়ক : অধ্যাপক ড. মো. রহিম উল্লাহ্, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : আগস্ট-২০১৭

থিসিস নং : ১০১৬৩৭

পর্যালোচনা : 'বাংলাদেশে ইলমে হাদীস চর্চায় শায়খুল হাদীস আজিজুল হক (র.) এর অবদান' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি অধ্যাপক ড. মো. রহিম উল্লাহ্ এর তত্ত্বাবধানে গোলাম মোরতোজা কর্তৃক রচিত এম.ফিল গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে শায়খুল হাদীস আজিজুল হক (র.) এর জীবনী আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁর সমকালীন রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ইলমে হাদীস চর্চায় শায়খুল হাদীস (রহ.) এর অবদান তথা তাঁর জীবনের ৬৫ বছর ইলমে হাদীসের অধ্যাপনা, অগণিত মুহাদ্দিস গঠন, দীর্ঘ ১৬ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল ০৭ খণ্ডে বাংলা ভাষায় বুখারী শরীফের অনুবাদ করণ প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে হাদীসের পরিচয় ও সংকলনের সংক্ষিপ্ত ধারা ও পঞ্চম অধ্যায়ে শায়খুল হাদীস (রহ.) এর রাজনৈতিক দর্শন তথা তাঁর ইসলামী সংগঠন প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনে নেতৃত্ব দান ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে তারঁ অবদান আলোচনা করা হয়েছে।

☑ আরবী বিভাগ

১. গবেষণা শিরোনাম : হাদীস শাস্ত্রে বর্ণিত রাসূল (সা.) এর খুতবাহঃ একটি পর্যালোচনা

গবেষকের নাম : কাউছার মোঃ বাকী বিল্লাহ

তত্ত্বাবধায়ক : অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুল মালেক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : সেপ্টেম্বর-২০০৭

থিসিস নং : ৭৭২১৯

পর্যালোচনা : 'হাদীস শাস্ত্রে বর্ণিত রাসূল (সা.) এর খুতবাহ : একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুল মালেক এর তত্ত্বাবধানে কাউছার মোঃ বাকী বিল্লাহ কর্তৃক রচিত এম.ফিল গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে খুতবাহ এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, বিভিন্ন যুগে খুতবার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনায় নবী (সা.) যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত খুতবার ধরন-প্রকৃতি উদঘাটন করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে খুতবা ও অন্যান্য সাহিত্যে মধ্যে পার্থক্য, খতিবের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য, রাসূল (সা.) এর মাক্কী ও মাদানী জীবনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা স্থান পেয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে হাদীসের গ্রন্থসমূহ মন্থন করে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ১৬টি পরিচ্ছেদে মোট ১৩৩টি খুতবা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন: সালাত, যাকাত, হজ্জ, জিহাদ, কিয়ামতের আলামত, জান্নাত-জাহান্নাম, সুন্নাত-বিদ'আত, আহলে বায়তগণের সম্মান ইত্যাদি ছিল খুতবার বিষয়বস্তু। গবেষক প্রত্যেকটি খুতবা উল্লেখপূর্বক খুতবার প্রেক্ষাপট, শিক্ষনীয় বিষয় বিচক্ষণতারসাথে গবেষণা পদ্ধতির আলোকে উপস্থাপন করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে যে সকল হাদীস গ্রন্থ থেকে খুতবা সংকলন করেছেন সে সকল গ্রন্থাবলী ও গ্রন্থাকারদের পরিচিতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

২. গবেষণা শিরোনাম : হাদীস চর্চায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় আলিমগণের ভূমিকা

গবেষকের নাম : মোঃ মাহবুবুল আলম

তত্ত্বাবধায়ক : অধ্যাপক ড. মোঃ আবদুল মালেক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিগ্রি প্রাপ্তির সন : মে-২০১৩

থিসিস নং : ৮৫১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা : 'হাদীস চর্চায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় আলিমগণের ভূমিকা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুল মালেক এর তত্ত্বাবধানে মোঃ মাহবুবুল আলম কর্তৃক রচিত এম.ফিল গবেষণাকর্ম। এ গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় হাদীস চর্চার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে হাদীস চর্চায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার আলিমগণের অবদান, তৃতীয় অধ্যায়ে হাদীস চর্চায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা চতুর্থ অধ্যায়ে বর্তমান প্রেক্ষাপটে হাদীস চর্চায় বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান এবং পঞ্চম অধ্যায়ে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা ও অন্যান্য জেলায় হাদীস চর্চার তুলনামূলক আলোচনা স্থান পেয়েছে।

৭.২ গবেষণা পত্রিকায় বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা

৭.২.১ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা

এক সময় "ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা" টিই ছিল বাংলাদেশের ইসলামী গবেষণার একমাত্র ত্রৈমাসিক। ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসে ঢাকাস্থ দারুল উলূম (ইসলামিক একাডেমী) তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ইসলামী গবেষণা ইনস্টিটিউটের শাখারূপে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৬১ সালের ১৩ জানুয়ারি দারুল উলুমের মুখপত্র 'দিশারী' এর পরিবর্তে ইসলামিক একাডেমীর মুখপত্র হিসেবে ত্রৈমাসিক 'ইসলামিক একাডেমী' প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দীর্ঘ ১২ বছর এ নামেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। দেশ স্বাধীনের পর ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট-১৯৭৫ অনুসারে ইসলামিক একাডেমী ও বায়তুল মুকাররম সোসাইটিকে একীভূত করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন গঠিত হয়। এ প্রেক্ষাপটে এপ্রিল-জুন ১৯৭৬ সংখ্যা ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির মূল্য ০২ টাকা থেকে শুরু করে বর্তমানে ৫০ টাকায় উন্নীত হয়েছে। অতএব বলা যায়, ১৯৬১-২০১৫ সাল পর্যন্ত এ ত্রৈমাসিকটি ৫৩ বছরের ইসলামী গবেষণা ধারার ঐতিহ্যের ধারক ও বাহকের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।[২] উক্ত জার্নালে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক প্রবন্ধের পর্যালোচনা নিম্নে উপস্থাপিত হলো-

বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক প্রবন্ধ পর্যালোচনা

১. ড. মোঃ আব্দুস সালাম কর্তৃক রচিত **পাক-ভারত উপমহাদেশে হাদীসশাস্ত্রের আগমন ও ক্রমবিকাশ"** শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধটি *ইসলামিক ফাউন্ডেশন* গবেষণা পত্রিকার ৩৩ বর্ষ, ০২ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

পর্যালোচনা: ড. মোঃ আব্দুস সালাম কর্তৃক রচিত "পাক-ভারত উপমহাদেশে হাদীসশাস্ত্রের আগমন ও ক্রমবিকাশ" শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধটিতে ভারত উপমহাদেশে ইলমি হাদীস কখন কীভাবে আগমন হয় এবং বিস্তার লাভ করে তার একটি ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। সূচনাপর্বে গবেষক ভারত-আরবের প্রাচীন বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা তুলে ধরেছেন। পূর্ব থেকে এ অঞ্চল দ্বয়ের বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক থাকায় ইসলামের আবির্ভাবের পরে এ সম্পর্ক ও যোগাযোগ আরো বেড়ে যায়। ফলে যে সকল মুসলিম বণিক বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আসতেন তারা ইসলামের দাওয়াত ও ব্যাবসা দুটি লক্ষ্য নিয়েই এদেশে আসতেন। তাই দেখা যায়, মহানবী (সা.) ও খুলাফা রাশেদুনের যুগে এ দেশে অনেক সাহাবীর শুভাগমন ঘটেছে এবং ইলমি হাদীসও তাদের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। এ প্রবন্ধে খুলাফা রাশেদুন ও মু'আবিয়া (রা.) ও উমাইয়া খলিফা ওলীদ ইবন মালিকের শাসনামলে যে সকল সাহাবী ও তাবি'ঈগণ এ দেশে এসেছিলেন তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এ অঞ্চলে মুহাদ্দিসগণের আগমনের সময়-কাল ও যুগ বিভজনের ভিত্তিতে পাঁচটি স্তরে বিন্যাস করা হয়েছে। যেমন-প্রথম যুগ: হিজরী ১ম শতাব্দী থেকে ৩৯৩ হি. পর্যন্ত বিস্তৃত। এ যুগে আব্বাসীয় বংশের ৩য় খলীফা আল-মাহদীর নির্দেশে ১৫৯ হি./৭৭৫খ্রি.যে মুসলিম বাহিনী ভারত অভিযানে প্রেরিত হয়েছিল তাদের মধ্যে হযরত আবু হাফস রাবী বিন সাবীহ আস-সাদী নামে একজন তাবঈ ছিলেন। গবেষকের মতে, তিনিই ভারতের সর্বপ্রথম সেরা মুহাদ্দিস। তার সমসাময়িক আরো তিনজন মুহাদ্দিস হলেন, মুসা বিন ইয়াকুব আস-সাকাফী, ইয়াযিদ বিন কাবশাহ আদ-দিমশকী (মৃ.৭১৫ খ্রি.), আবু মুসা ইসরাইল বিন মুসা আল-বাসরী (মৃ. ৭৭১ খ্রি.) । এ ছড়াও এ যুগে সিন্ধু, মুলতান,

২ গবেষণা বিভাগ কর্তৃক সংকলিত, *প্রবন্ধ সূচি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ঢাকা : ইফাবা, ২০১২খ্রি., পৃ. ০৫

Dhaka University Institutional Repository

মানসুরা, দেবল ও খোশদারে হাদীস শিক্ষা কেন্দ্রের কথা উল্লিখিত হয়েছে। দ্বিতীয় যুগ: সুলতান মাহমুদ ৪১২ হি./১০৫৬খ্রি.লাহোর জয় করার পর শায়খ ইসমাঈল নামক একজন মুহাদ্দিস বুখারা থেকে লাহোরে এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। অতঃপর ইমাম সাগানী (৫৭৭-৬৫০ হি.) যিনি বুখারী-মুসলিম থেকে ২২৭২টি হাদীসের সম্বন্বয় "মাশারিকুল আনোয়ার" নামক হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। যা পাস-ভারতে সর্বপ্রথম লিখিত সর্বজন সমাদৃত হাদীস গ্রন্থ। তৃতীয় যুগ: ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসনামলে যাফর খাঁ 'মুযাফ্ফর শাহ' উপাধি ধারণ করে ১৪০৮খ্রি.গুজরাটকে পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। মুহাদ্দিস নূরুদ্দীন আহমাদ সিরাজী ইলমি হাদীস সর্বপ্রথম গুজরাটে আগমন করেন। দীল্লিতে সর্বপ্রথম সাইয়িদ রাফীউদ্দিন সাফাভী সিরাজী মৃ. ১৫৪৭ খ্রি. ইলমি হাদীস চর্চায় অবদান রাখেন। চতুর্থ যুগ: সম্রাট আকবরের শাসনামলের শেষ দিকে শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দিহলভী (১৫৫১ খ্রি.-১৬৪২ খ্রি.) ও শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফিসানী (১৫৬৪ খ্রি.-১৬২৪ খ্রি.) ইলমি হাদীসের যথেষ্ঠ খিদমত করেন। পঞ্চম যুগ: এ যুগে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দিহলভী, শাহ আব্দুল আযীয দিহলভী, শাহ মুহাম্মদ ইসহাক দিহলভী, শাহ আব্দুল গণী দিহলভী (রহ.) ছিলেন উল্লেখযোগ্য মুহাদ্দিস।

২. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন[৩] কর্তৃক রচিত **"হাদীস-এর পরিচয়, পরিভাষা ও প্রকারভেদ: পর্যালোচনা"** শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধটি *ইসলামিক ফাউন্ডেশন* পত্রিকার ৪৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টম্বর ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

পর্যালোচনা: গবেষক ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন রচিত "হাদীস-এর পরিচয়, পরিভাষা ও প্রকারভেদ: পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে হাদীসের আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় তুলে ধরার পাশাপাশি এর সমার্থক শব্দ সুন্নাহ, খবর, আসার এবং হাদীসে কুদসী এর মধ্যে ব্যবহারিক পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। হাদীসের উৎস: শিরোনামে কুরআন মাজীদের কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করে হাদীস ও কুরআন বাহ্যত দুটি ভিন্ন জিনিস হলেও মূলত উভয়ই ওহীর উৎস হতে উৎসারিত তা প্রমাণ করার প্রয়াস চালিয়েছেন। অতঃপর হাদীসের পরিভাষা প্রসঙ্গে রাবী (হাদীস বর্ণনাকারী), রিওয়াত (বর্ণনা), সনদ (রাবীদের পরম্পরা বর্ণনা সূত্র), রিজাল (রাবীদের জীবনবৃত্তান্ত), মতন (হাদীসের মূল বক্তব্য), মুহাদ্দিস (হাদীস বিশারদ), হাফিয, হুজ্জাত, হাকিম, আদালত (ন্যায়পরায়নতা), যবত (স্মৃতিশক্তি), সিকাহ (নির্ভরযোগ্যতা), শায়খ, সিহাহ সিত্তাহ (ছয়খানা হাদীসের বিশুদ্ধ গ্রন্থ), সহীহাইন (বুখারী-মুসলিম), সুনান আরবা'আ (ছয়খানা হাদীসের বিশুদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে বুখারী-মুসলিম বাদে বাকি ৪ খানা), আল-জামি', আস-সুনান, আল-মুসনাদ, আল-মু'জাম ইত্যাদি এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসের প্রকারভেদ উদাহরণসহ বিস্তারিতভাবে ৪৩ পৃষ্ঠাব্যাপি এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি গবেষণা রীতি অনুসরণে রচিত হয়েছে।

৩. ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল[৪] ও আ. ন. ম ইকবাল হোসাইন[৫] কর্তৃক রচিত **"ইসলামের দৃষ্টিতে হাদীসের প্রামাণিক মূল্য ও প্রায়োগিক গুরুত্ব: একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধটি *ইসলামিক ফাউন্ডেশন* গবেষণা পত্রিকার ৪৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

পর্যালোনা: ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল ও আ. ন. ম ইকবাল হোসাইন কর্তৃক যৌথভাবে রচিত "ইসলামের দৃষ্টিতে হাদীসের প্রামাণিক মূল্য ও প্রায়োগিক গুরুত্ব একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল-হাদীসকে ইসলামী শরীয়তের প্রামাণিক উৎস হিসেবে প্রমাণ করা এবং হাদীস ছাড়া যে পূর্ণাঙ্গভাবে দ্বীন মানা সম্ভব নয়; তা প্রবন্ধের ভূমিকাতেই একটি চমৎকার দৃষ্টান্তের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন: "কুরআন ইসলাম নামক প্রাসাদের মূল কাঠামো নির্মাণ করেছে; আর হাদীস সে উপস্থাপিত কাঠামোর উপর একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা করেছে।" এ পুরো প্রবন্ধটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গবেষক প্রথমত: হাদীস শব্দের বিশ্লেষণ, আল-কুরআনের আলোকে হাদীসের প্রামাণিকতা ও গুরুত্ব তুলে ধরেছেন; অতঃপর আল-হাদীসের আলোকে হাদীসের প্রামাণিকতা ও গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে; পরবর্তীতে তা সাহাবী, তাবিঈ ও তৎপরবর্তীদের কর্ম ও বক্তব্যের আলোকে তা সুদৃঢ় করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। সর্বশেষ সাধারণ যুক্তির আলোকে হাদীসের প্রামাণিক মূল্য ও প্রয়োগিক গুরুত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে। সর্বোপরি প্রবন্ধটিতে হাদীসের প্রামাণিক মূল্য, প্রয়োগিক গুরুত্ব ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় এর মর্যাদা ও অবস্থানের বিষয়ে সল্পপরিসরে বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে।

---

৩ পিএই. ডি. গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪ অধ্যাপক, দাওয়াহ ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৫ প্রভাষক, হাদীস ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

৪. আবু নাঈম মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন[৬] ও মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান[৭] কর্তৃক রচিত **"ইলমুল হাদীস অধ্যয়নের অপরিহার্যতা ও মুহাদ্দিসগণের মর্যাদা"** শীর্ষক প্রবন্ধটি *ইসলামিক ফাউন্ডেশন* গবেষণা পত্রিকার ৪৯ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

পর্যালোচনা: জনাব আবু নাঈম মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন ও মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান কর্তৃক যৌথভাবে রচিত "ইলমুল হাদীস অধ্যয়নের অপরিহার্যতা ও মুহাদ্দিসগণের মর্যাদা" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে মূলত ইলমি হাদীসের জ্ঞানার্জনের আবশ্যকাত, অপরিহার্যতা ও সীমাহীন গুরুত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং হাদীসের বাহক, অধ্যাপক ও মুহাদ্দিসবৃন্দের সম্মান, মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধকার উক্ত বিষয়ের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে সূচনাতে (দলীল ভিত্তিক) বলেন, ইহা (হাদীস) কুরআনের পরে সর্বপ্রকার ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস স্থল। এর চর্চা আল্লাহর যিকর অপেক্ষা উত্তম, সালাত (নফল) আদায়ের সমতুল্য, কুরআন তিলাওয়াতের সমপর্যায়; কারণ একজন মুসলিমের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিদ্রাগ্রহণ, শয্যাত্যাগ এমনকি পানাহার পর্যন্ত সকল কাজে ইলমি হাদীসের দ্বারস্থ হতে হয়। তাই ইলমি হাদীসের জ্ঞানার্জন করা তাদের জন্য অপরিহার্য। প্রবন্ধ বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রথমত: ইলমি হাদীসের পরিচিতি, বিষয়বস্তু ও পরিধি প্রসঙ্গে আলোচনার মধ্যদিয়ে এ বিষয়ের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। অতঃপর ইলমি হাদীস অধ্যয়নের আবশ্যকতা প্রসঙ্গে ২১ খানা আয়ত ও ১৮ খানা হাদীস উদ্ধৃতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়াও বর্ণিত হয়েছে হাদীস সংগ্রহের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণে সীমাহীন কষ্ট-ত্যাগ স্বীকারের কাহিনী। গবেষকদ্বয়ের বর্ণনায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার তুলনায় মুহাদ্দিসগণের শ্রেষ্ঠত্ব, সম্মান ও মর্যাদার কথা দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে উঠে এসেছে।

৫. ড. রফিক আহমদ[৮] ও মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ[৯] কর্তৃক রচিত **"বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে হাদীস শিক্ষা (১২০৫-১৭৫৭ খ্রি.)"** শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধটি *ইসলামিক ফাউন্ডেশন* গবেষণা পত্রিকার ৩৮ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

পর্যালোনা: ড. রফিক আহমদ ও মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ কর্তৃক যৌথভাবে রচিত "বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে হাদীস শিক্ষা (১২০৫-১৭৫৭ খ্রি.)" শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধটিতে বঙ্গীয় মুসলিম সমাজ কীভাবে গড়ে উঠলো? গবেষকদ্বয় এর একটি ঐতিহাসিক তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উক্ত প্রশ্নের সমাধান ও এ সমাজে হাদীস চর্চার বিষয়টি নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করেন। ভারত উপমহাদেশে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সামরিক বিজয়ের (৭১১ খ্রি.) মাধ্যমে ইসলামের আগমনের সূচনা হলেও এতে বঙ্গভূমিতে কোন প্রভাব পড়েনি বলে তারা দাবী করেন। অতঃপর আরব-বঙ্গের সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে প্রাচীন কাল থেকে আরবদের সাথে এ দেশের ঐতিহাসিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল বলে উল্লেখ করেন। ফলে আরব বণিক ও সুফী-সাধকদের মাধ্যমে এ দেশে ইসলামের আগমন ঘটে। মূলত: ১২০৫ সালে তুর্কী বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করার মাধ্যমে বঙ্গদেশে মুসলিম রাজ্যের গোড়া পত্তন করেন। ফলে এদেশে স্বতঃস্ফুর্তভাবে মুসলিম বসতি স্থাপন প্রক্রিয়া শুরু হয়। অভিবাসী, স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলিম ও মিশ্র মুসলিমের সম্বন্বয়ে ক্রমন্বয়ে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং মুসলিম সমাজ গঠনে অগ্রগতি সাধিত হয়। এ অগ্রগতির পেছনে অনেক মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদ অবদান রেখেছিলেন। তারা মুসলিম সমাজকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য মসজিদ, মাদরাসা ও খানকায় কুরআন, হাদীস, ফিকহ, তাসাউফ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। এ সব বিষয়ের মধ্যে হাদীস চর্চা জনপ্রিয়তা লাভ করে। কারণ কুরআন ও মহানবীর (সা.) জীবন-চরিত সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য প্রয়োজন হাদীসের সঠিক জ্ঞান। তাই ইলমি হাদীসের জ্ঞান বিতরণের ধারাবাহিকতায় ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। যেমন: মহিসুন/দিনাজপুরের তকীউদ্দিন আরাবীর মাদরাসা, সোনারগাঁওয়ের শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার

---

৬ সহকারী অধ্যাপক, আল-হাদীস এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৭ প্রভাষক, ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, উজিরপুর মহিলা কলেজ, উজিরপুর, বরিশাল।

৮ সহযোগী অধ্যাপক, আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

৯ সহযোগী অধ্যাপক, আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম। তিনি বর্তমানে ইসলামি আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসা, রাজশাহীর বাঘার মৌলানা শাহ দৌলার মাদরাসা ও গৌড়ের আলা উদ্দিন হুসাইন শাহের মাদরাসা ইত্যাদি। এ ভাবে বঙ্গদেশে মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে মাদরাসা, মসজিদ ও খানকা ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে হাদীস চর্চার ফলে ইসলামী সংস্কৃতির এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

এ ছাড়াও উক্ত গবেষণা পত্রিকায় হাদীস বিষয়ক আরো কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে যে প্রবন্ধগুলোর কপি খুঁজে পাওয়া যায়নি সেগুলোর তালিকা[১০] নিম্নরূপ-

- মুহাম্মদ অলিউর রহমান, *রিজাল শাস্ত্র ও উসূলে হাদীস*, ১:৪, জানু-মার্চ, ১৯৬২ খ্রি.।
- ড. ফজলুর রহমান, ফারুক মাহমুদ অনূদিত, *সুন্নাহ ও হাদীস*, ২:৪, এপ্রিল-জুন, ১৯৬৩ খ্রি., পৃ. ৫৩৪-৫৪২ ।
- শায়খ আব্দুল হক দিহলাভী (রহ), আবুল কালাম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন অনূদিত, *উসূলুল হাদীস*, ৭:১, জানু-মার্চ, ১৯৬৯ খ্রি., পৃ. ১৭-৩২।
- মুহাম্মদ হাসান রহমতী, *ইমাম বুখারী (রহ.) ও সহীহ বুখারী*, ৩৪:২ ও ৩৫:১, অক্টোবর-১৯৯৪ ও সেপ্টেম্বর-১৯৯৫, পৃ.৯১-১১৩।
- মুহাম্মদ হাসান রহমতী, *ইমাম মুসলিম (রহ.) ও সহীহ মুসলিম*, ৩৬:১ ও ৩৫:১, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ খ্রি., পৃ.৩৮-৪৮।
- মুহাম্মদ হাসান রহমতী, *ইমাম তিরমিযী (রহ.) ও তাঁর তত্ত্ব কথা*, ৩৫:২, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৫ খ্রি., পৃ. ৯১-৯৮।
- মাওলানা মুশতাক আহমদ, *হাদীসের প্রাচীনতম গ্রন্থাবলী: পর্যালোচনা*, ৩৬:২, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৬ খ্রি., পৃ. ৩৭-৫০।
- মাওলানা মুশতাক আহমদ, *হাদীসের ভিত্তি সংরক্ষণে মুসলিম উম্মাহ*, ৩৬:৪, এপ্রিল-জুন ১৯৯৭ খ্রি., পৃ. ১৯-৪৭।
- মাওলানা মুশতাক আহমদ ও মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, *পবিত্র হাদীস গ্রন্থাবলীর পরিচিতি*, ৩৭:৩, জানু-মার্চ, ১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ৬৩-৮২; (দ্বিতীয় পর্ব) ৩৭:৪, এপ্রিল-জুন ১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ৪০-৬৪ ।
- মাওলানা মুশতাক আহমদ ও মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, *নবী যুগে হাদীস লিখন প্রসংগে*, ৩৮:৩, জানু-মার্চ, ১৯৯৯ খ্রি., পৃ. ৪৫-৬৫।
- ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম, *হাদীসে কুদসী: গুরুত্ব ও তাৎপর্য*, ৪১:১, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০১ খ্রি.।
- ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, *জাল হাদীস: পরিচয় ও পর্যালোচনা*, ৪১:১, জানু-মার্চ, ২০০১ খ্রি.।
- মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, *জাল হাদীস: উৎপত্তি ও প্রেক্ষিত*, ৪১:১, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০২ খ্রি.।
- ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম ও ড. আবুল খায়ের মুহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ, *ইমাম তিরমিযী ও তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল-জামি' : পরিচিতি ও পর্যালোচনা*, ৪৩:৩, জানু-মার্চ, ২০০৪ খ্রি.।
- তাহেরা আরজু খান, *হাদীস শাস্ত্রে উম্মাহাতুল মুমিনীন (রা) এর অবদান*, ৪৬:১, জানু-মার্চ, ২০০৬ খ্রি.।
- ড. মোহাম্মদ ইউছুফ, *হাদীস ভিত্তিক ইমাম বুখারীর শিক্ষা গবেষণা: উন্মুক্ত দূরশিক্ষার প্রাথমিক ধারণা*, ৪৬:১, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৬ খ্রি.।
- মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, *নূর-মুহাম্মাদী শীর্ষক প্রচলিত হাদীস: একটি পর্যালোচনা*, ৪৬:২, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৬ খ্রি.।
- ড. মুহাম্মদ রাইছ উদ্দিন ভুঞা, *সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম এর একটি তুলনামূলক সমীক্ষা*, ৪৭:৩, জানু-মার্চ, ২০০৮ খ্রি.।
- মাওলানা জাকারিয়া হাসনাবাদী, *জাল হাদীস আবিস্কার: একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা*, ৪৮:১, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৮ খ্রি.।
- ড. মাহবুবা রহমান, *হাদীস শাস্ত্রে হযরত আয়েশা (রা) এর অবদান*, ৪৯:১, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৯ খ্রি.।
- ড. তাহেরা আরজু খান, *হাদীস সংরক্ষণে আইশা (রা) এর অবদান*, ৫০:৪, এপ্রিল-জুন, ২০১১ খ্রি.।

---

১০ গবেষণা বিভাগ, *প্রবন্ধ সূচি*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, পৃ. ১৮-১৯

Dhaka University Institutional Repository

৭.২.২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ

এটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ কলা ও আইন অনুষদের গবেষণা পত্রিকা। উক্ত জার্নালে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক প্রবন্ধের পর্যালোচনা নিম্নে উপস্থাপিত হলো-

বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক প্রবন্ধ পর্যালোচনা

১. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান[১১] রচিত **"হাদীস শাস্ত্রের এক অন্যতম দিকপাল ইমাম ইবন মাজাহ (র.)"** শীর্ষক প্রবন্ধটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ কলা ও আইন অনুষদের ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত পত্রিকাটির খণ্ড-এ, ২৭ বর্ষের ৫৪ থেকে ৬১ নং পৃষ্ঠা জুড়ে স্থান লাভ করে।

পর্যালোচনা: আলোচ্য প্রবন্ধে প্রবন্ধকার তার আলোচনাকে দুটি ভাগে সাজিয়েছেন। প্রথমত: ইমাম ইবন মাজাহর জীবনধারা বর্ণনা এবং দ্বিতীয়ত: হাদীস শাস্ত্রে তার অবদান। যদিও তিনি প্রথম শিরোনামটি সরাসরি উল্লেখ করেননি; কিন্তু তিনি ইমাম ইবন মাজাহ এর নাম, বংশ পরিচয়, জন্ম, বাল্যকাল, প্রাথমিক শিক্ষা, হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে দেশভ্রমণ এবং তার বিখ্যাত ছাত্র শিক্ষকদের নাম উল্লেখ করেছেন। সাথে সাথে বর্ণনা দিয়েছেন তার মাযহাব, পরহেযগারী, রচনাবলী এবং তার সম্পর্কে ১০জন মনীষীর মন্তব্য। অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে ইবন মাজাহর "সুনান" গ্রন্থের হাদীসের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন বিভিন্ন মনীষীর মতামত উল্লেখপূর্বক। আলোচনা করেছেন গ্রন্থের ১১টি বৈশিষ্ট্য ও সিহাহ সিত্তার মাঝে এর অবস্থানের কথা। উল্লেখ করেছেন এ গ্রন্থ সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত ছয়জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য। সর্বশেষ তিনি এ গ্রন্থে উদ্ধৃত ৩০/৩৪/৯৯টি সমালোচিত হাদীস; যেগুলোর সনদ নিয়ে হাদীসশাস্ত্রবিদগণ বিরূপ মন্তব্য করেছেন।

২. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ[১২] রচিত **ইমাম মুসলিম (র) ও তাঁর গ্রন্থাবলী : একটি বিশ্লেষণ** শীর্ষক প্রবন্ধটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ কলা ও আইন অনুষদের ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত গবেষণা পত্রিকাটির খণ্ড: এ, বর্ষ: ২৭, সংখ্যার ৭৭-৯৩ পৃষ্ঠা জুড়ে স্থান লাভ করে।

পর্যালোচনা: ১৭ পৃষ্ঠাব্যাপী রচিত আলোচ্য প্রবন্ধের শুরুতে সারসংক্ষেপ ও ৮ পৃষ্ঠা জুড়ে ইমাম মুসলিম (রহ) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী স্থান লাভ করেছে। অতঃপর ইমাম মুসলিম রচিত গ্রন্থাবলির আলোচনায় তার রচিত "সহীহ মুসলিম ও আল-মুফরাদাত ওয়াল ওয়াহদান" গ্রন্থ দ্বয়ের পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া ইমাম মুসলিমের অপ্রকাশিত ৪ খানা পাণ্ডুলিপির পর্যালোচনা এবং হারিয়ে যাওয়া ৭টি গ্রন্থের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর ইমাম মুসলিম সম্পর্কে ১০জন হাদীস বিশারদ ও মনীষীর প্রশংসা সূচক মন্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। অবশেষ ইমাম মুসলিমের ইন্তিকাল প্রসঙ্গে বহুল প্রচলিত (খেজুর খেয়ে অক্কা পাওয়ার) ঘটনাটি উল্লেখের মধ্যদিয়ে প্রবন্ধের ইতি টানা হয়েছে।

৩. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান[১৩] লিখিত **ইমাম তিরমিযী (র) ও তাঁর আল-জামি': একটি পর্যালোচনা** শীর্ষক প্রবন্ধটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ কলা ও আইন অনুষদের ২০০৪ সালের গবেষণা পত্রিকায় খণ্ড-এ, ৩২ বর্ষের ৪৩ থেকে ৬২ নং পৃষ্ঠা জুড়ে প্রকাশিত হয়।

পর্যালোচনা: উল্লিখিত ২৩ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধের অর্ধেকটা জুড়ে লেখক ইমাম তিরমিযী (রহ) এর সংক্ষিপ্ত জীবন পরিক্রমা আলোচনা করেছেন। শেষার্ধে তিনি জামি' তিরমিযীর বর্ণনা দিতে গিয়ে জামি' গ্রন্থের আটটি বৈশিষ্ট্য যে তিরমিযীতে রয়েছে তা উল্লেখ করেন। অপর দিকে কেউ কেউ এটাকে সুনান গ্রন্থ বলেছেন তার কারণ বর্ণনায় তিনি বলেন, উক্ত গ্রন্থটি ফিকহী ধারায় বিন্যস্ত। এ গ্রন্থ সংকলনের উদ্দেশ্য, সিহাহ সিত্তায় বা বিশুদ্ধ ছয়খানা হাদীস গ্রন্থের মধ্যে অবস্থান প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে; ব্যাপকতার দিক দিয়ে সহীহ বুখারী; বিন্যাসরীতির দৃষ্টিতে সহীহ মুসলিমের পরে এর অবস্থান; কিন্তু বিশুদ্ধতার বিবেচনায় সুনান আবু দাউদ ও নাসাঈর পরে এর অবস্থান। এতে বর্ণিত হয়েছে (৩৮১২টি) হাদীসের সংখ্যা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং এর ১০টি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা। সর্বশেষ এ গ্রন্থের ১০টি ভাষ্যগ্রন্থের ও ৩টি সংক্ষিপ্ত সংকলনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়াও উক্ত প্রবন্ধে ইমাম তিরমিযী রচিত হাদীস সম্পর্কিত ৭টি গ্রন্থের অতি অল্প বর্ণনা এসেছে।

---

১১ সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

১২ অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

১৩ সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

Dhaka University Institutional Repository

৪. এ. কে. এম. আব্দুল লতিফ[১৪] প্রণীত **"হাদীস চর্চায় ইমাম আবূ হানীফা (র) এর অবদান : একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক প্রবন্ধটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ কলা ও আইন অনুষদের ২০০৪ সালের পত্রিকার খণ্ড-এ, ৩২ বর্ষ, ১৫৫ থেকে ১৭৫ নং পৃষ্ঠা জুড়ে প্রকাশিত হয়।

পর্যালোচনাঃ প্রবন্ধের ছয় পৃষ্ঠা জুড়ে ইমাম আবূ হানীফা (রহ) এর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত আলোচিত হয়েছে। অপর দিকে সাহাবা কিরাম থেকে তার হাদীস শ্রবণ প্রসঙ্গে ইমাম আযম তাবিঈ ছিলেন তথা সাহাবাগণের সাক্ষাৎ পেয়েছেন এটা সকলের ঐকমত্য বলে উল্লিখিত হয়েছে এবং সাত জন সাহাবী থেকে হাদীস শুনেছেন মর্মে সদরুল আয়িম্মা আল-মক্কীর উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে ভিন্ন মতগুলোও উল্লেখিত হয়েছে। মুহাদ্দিস হিসেবে ইমাম আযমের মর্যাদা প্রসঙ্গে অনেক হাদীসবিশারদের মূল্যবান মন্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। মুহাদ্দিস হিসেবে ইমাম আযম হাদীস গ্রহণে যে সকল শর্তাবলী আরোপ করতেন তম্মধ্যে ছয়টি শর্ত বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। অবশেষে ইমাম আযম প্রণীত হাদীসগ্রন্থ "কিতাবুল আছার" এর বিস্তারিত পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

৫. এ. কে. এম. আব্দুল লতিফ রচিত[১৫] **"হাদীস সংগ্রহে দেশ ভ্রমণ : গুরুত্ব ও তাৎপর্য"** শীর্ষক প্রবন্ধটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ কলা ও আইন অনুষদের ২০০৫ সালের পত্রিকার খণ্ড-এ, ৩৩ বর্ষে ১৭৩ থেকে ১৯৩ নং পৃষ্ঠা জুড়ে প্রকাশিত হয়।

পর্যালোচনাঃ প্রবন্ধের শুরুতে গবেষখ প্রথমে হাদীস প্রচারের গুরুত্ব প্রসঙ্গে নবী (সা.) এর বেশ কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করেন সাথে সাথে ইলম গোপন করার সম্পর্কিত হাদীসে এর ভয়াবহ শাস্তির হুমকির কথা উল্লেখ করে মূলত হাদীস প্রচারের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বোঝাতে চেয়েছেন। রাসূল (সা.) এর এ নির্দেশনার ফলে সাহাবা কিরাম হাদীস তথা দীন প্রচারের নিমিত্তে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েন, তাই সাহাবা পরবর্তী যুগে হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ বিশেষ রেওয়াজে পরিণত হয়ে যায়। এভাবে তাবেয়ীন, তাবে' তাবেয়ীন এবং তৎপরবর্তী মুহাদ্দিসগণ যারা পরবর্তীতে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন এবং গ্রন্থ সংকলন করেছেন, তারা প্রত্যেকেই ইলমি হাদীসের বিভিন্ন কেন্দ্র ভ্রমণ করা নিজেদের জন্য আবশ্যক করেনিয়েছিলেন।

৬. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান[১৬] প্রণীত **"ইমাম আবূ হানীফা (র) এর আল-মুসনাদ গ্রন্থ : একটি পর্যালোচনা",** শীর্ষক প্রবন্ধটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ কলা ও আইন অনুষদের ২০০৭ সালের পত্রিকার খণ্ড-এ, ৩৫ বর্ষে, ৪৩ থেকে ৬১ নং পৃষ্ঠা জুড়ে প্রকাশিত হয়।

পর্যালোচনাঃ উক্ত প্রবন্ধের শুরুতে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। অতঃপর আল-মুসনাদ গ্রন্থ পর্যালোচনার শুরুতে الجامع ، السنن ، المسند ، المعجم ، الصحيفة ، المستدرك ইত্যাদি গ্রন্থসমূহের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। অতঃপর ইমাম আযমের আল-মুসনাদ গ্রন্থ সংকলনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তাকে ছাড়া আরো ১৫ জন গ্রন্থকার এ শিরোনামে যে গ্রন্থ সংকলন করেছেন তাদের নামের তালিকা বর্ণিত হয়েছে। এরপর ইমাম আযমের মুসনাদ গ্রন্থের ৩৩টি বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করা হয়েছে। অপরদিকে যে সকল মুহাদ্দিস এ গ্রন্থকে সংক্ষিপ্তাকারে সাজিয়েছেন তাদের মধ্যে ৫ জনের নাম উল্লিখিত হয়েছে। সবশেষে ইমাম আযমের হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনায় অধিকতর সতর্কতা অবলম্বনের নীতির কথা বর্ণিত হয়েছে।

৭. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন[১৭] রচিত **"হাদীস সংগ্রহে ইমাম বুখারীর (রঃ) দেশ ভ্রমণ"** শীর্ষক প্রবন্ধটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ কলা ও আইন অনুষদের ২০০৭ সালের পত্রিকার খণ্ড-এ, ৩৫ বর্ষে ১৯৪ থেকে ২১২ নং পৃষ্ঠা জুড়ে প্রকাশিত হয়।

পর্যালোচনাঃ গবেষক হাদীস সংগ্রহে দেশ ভ্রমনের পটভূমিতে সাহাবা যুগ থেকে শুরু করে ইমাম বুখারীর পূর্ব পর্যন্ত সাহাবা, তাবিয়ী ও অন্যান্যরা হাদীস প্রচার-প্রসার, শিক্ষণ ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এক শহর থেকে অন্য শহর, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত যে ভ্রমণ করেছেন তাদের গল্প-কাহিনী বিবৃত হয়েছে। অতঃপর ইমাম বুখারীর হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মক্কা, মদীনা, বাগদাদ, মিশর, বসরা, কুফা, ওয়াসীত, শাম, খুরাসান প্রভৃতি অঞ্চলের কেন্দ্রগুলোতে যে সকল হাদীসবিশারদগণের সংস্পর্শে গিয়ে হাদীস সংগ্রহ করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

---

১৪ সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

১৫ সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

১৬ অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

১৭ অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

Dhaka University Institutional Repository

৮. এ. কে. এম. আব্দুল লতিফ[১৮] প্রণীত **"সুনানু আবী দাউদ ও তার কতিপয় সমালোচিত হাদীস : একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক প্রবন্ধটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ কলা ও আইন অনুষদের ২০০৭ সালের গবেষণা পত্রিকার খণ্ড-এ, ৩৫ বর্ষে ৩৪১ থেকে ৩৬১ নং পৃষ্ঠা জুড়ে প্রকাশিত হয়।

পর্যালোচনা: সুনানু আবী দাউদের পরিচয় পর্বে এ গ্রন্থের একটি সামগ্রিক বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে। সুনানু আবী দাউদে ৩০টি পর্ব (কিতাব), ১৫৪৪টি অধ্যায়, ৪৮০০টি হাদীস স্থান পেয়েছে বলে গবেষকের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে। অতঃপর সিহাহ সিত্তায় এর অবস্থান (চতুর্থ) প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। এ গ্রন্থ পর্যালোচনায় ইমাম ইবনুল জাওযীর (রহ.) এর ৯টি হাদীসকে মাওযু হিসেব চিহ্নিত করেছেন, তন্মধ্যে এ প্রবন্ধে ৫টি হাদীসের বিস্তারিত পর্যালোচনা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে হাদিসবিশারদগণের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রবন্ধকার প্রমান করার চেষ্টা চালিয়েছেন যে, উল্লিখিত ৫টি হাদীসের কোনটিই মওযু হওয়ার প্রমান পাওয়া যায় না। কারণ কোন কোন হাদীসের একাধিক মুতাবি' ও শাহেদ বর্ণিত হয়েছে।

৯. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান[১৯] রচিত **"ইমাম বুখারী (র) ও তাঁর আল-জামি': একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক প্রবন্ধটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ কলা ও আইন অনুষদের ২০০৭ সালের পত্রিকার খণ্ড-এ, ৩৫ বর্ষে ৩৮৭ থেকে ৪২৬ নং পৃষ্ঠা পর্যন্ত মোট ৩৯পৃষ্ঠাব্যাপী প্রকাশিত হয়।

পর্যালোচনা: প্রবন্ধকার প্রথম ভাগে ইমাম বুখারী (রহ.) এর জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে তার নাম ও বংশ পরিচয়, জন্ম ও জন্মস্থান, শৈশবকাল, প্রাথমিক শিক্ষা, অন্ধত্ব থেকে দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাওয়া, শিক্ষাজীবন ও এতদ্ব উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ, উল্লেখযোগ্য শিক্ষকমন্ডলী, বর্ণাঢ্য কর্মজীবন, রচনাবলী, মহৎ চরিত্র ও ইবাদত-বন্দেগী, তাকওয়া-খোদাভীতিসহ ইমাম বুখারী সম্পর্কে অন্যান্য মনীষীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়াদির বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। অতঃপর আল-জামি'উস-সহীহ এর পর্যালোচনায় প্রবন্ধকার এ গ্রন্থ সংকলনের ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে সহীহ বুখারী প্রণয়নের কারণ, শর্ত ও বৈশিষ্ট্যাবলী, গ্রন্থ সংকলনে সতর্কতা অবলম্বন, এতে বণিত হাদীস সংখ্যা, এ গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ ও এর ভাষ্যগ্রন্থাদি ইত্যাদি নিয়ে একটি সমৃদ্ধ আলোচনা স্থান পেয়েছে। সাথে সাথে সহীহ আল-বুখারী সম্পর্কে মুহাদ্দীসগণের মতামত ও সমালোচনা বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

১০. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান[২০] রচিত **"সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা"** শীর্ষক প্রবন্ধটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ কলা ও আইন অনুষদের ২০০৯ সালের পত্রিকার খণ্ড-এ, ৩৭ বর্ষে ০১ থেকে ৩৩ নং পৃষ্ঠা পর্যন্ত মোট ৩৩ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রকাশিত হয়।

পর্যালোচনা: প্রবন্ধকার প্রথমে সহীহ বুখারীর পরিচয় দিতে গিয়ে এর নামকরণ, প্রণয়নের কারণ, হাদীস গ্রহণে শর্তাবলী, সতর্কতা, মনীষীদের মন্তব্য, হাদীস সংখ্যা, বৈশিষ্ট্যাবলি ও এর ভাষ্য গ্রন্থসমূহ ইত্যাদি বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। অতঃপর সহীহ মুসলিম সংকলনের কারণ, সংকলন পদ্ধতি, গ্রন্থ প্রণয়নে শর্তারোপ, হাদীস সংখ্যা, হাদীসে বিশুদ্ধতা, মনীষীগণের অভিমত, এর বৈশিষ্ট্যাবলি ও এর ভাষ্য গ্রন্থসমূহ, ইত্যাদি আলোচনার পরে সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনায় ২৪টি পয়েন্টে উভয় গ্রন্থের সাথে তুলনা উপস্থাপিত হয়েছে। প্রবন্ধকারের সর্বশেষ মন্তব্য হচ্ছে, বিশুদ্ধতার নিরিখে সহীহ বুখারী অগ্রগন্য, আর শৈল্পিক সৌন্দর্য বা বিন্যাসের দিক থেকে সহীহ মুসলিম অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।

১১. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান[২১] প্রণীত **"হাদীসশাস্ত্রে ইমাম মুসলিমের অবদান"** শীর্ষক প্রবন্ধটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ কলা ও আইন অনুষদের ২০১০ সালের পত্রিকার খণ্ড-এ, ৩৮ বর্ষে ০১ থেকে ৪১ নং পৃষ্ঠা পর্যন্ত মোট ৪০ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রকাশিত হয়।

পর্যালোচনা: প্রবন্ধকার প্রথমে ইমাম মুসলিম এর অমর গ্রন্থ 'সহীহ মুসলিম' এর পরিচয় তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থ সংকলনের সময়কাল, কারণ, সংকলনস্থান ও অধ্যায় বিন্যাস-রীতি, গ্রন্থ সংকলনে অনুসৃত শর্তাবলী, বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে নিরিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, সহীহ মুসলিমে ৩ লক্ষ হাদীস

---

১৮ অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

১৯ *প্রাগুক্ত*

২০ *প্রাগুক্ত*

২১ প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

থেকে বাছাই করে পুনরাবৃত্তিসহ ১২০০টি আর পুনঃউল্লেখ ছাড়া ৪০০০টি হাদীস স্থান দেওয়া হয়েছে। এ গ্রন্থে মুয়াল্লাকাত, মাওকুফ, ও মাকতু হাদীসের উপস্থিতি এবং সহীহ মুসলিম এর ১৭টি বৈশিষ্ট্য, ৪২টি ব্যাখ্যা গ্রন্থ ও ১৭টি মুসতাখরাজাত ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে এ প্রবন্ধে সহীহ মুসলিম ছাড়া ইমাম মুসলিম কর্তৃক হাদীসশাস্ত্র বিষয়ক লিখিত অন্যান্য গ্রন্থসমূহের কোনো আলোচনা উপস্থাপিত হয়নি।

১২. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান[২২] রচিত **"মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ্-শায়বানী (র) ও তাঁর আল-মুওয়াত্তাঃ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন"** শীর্ষক প্রবন্ধটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা পত্রিকায় (কলা অনুষদ) ডিসেম্বর-২০১৮ সালের পত্রিকার ২৬তম সংখ্যার ১৩৭ থেকে ১৬৪ নং পৃষ্ঠা জুড়ে প্রকাশিত হয়।

পর্যালোচনাঃ প্রবন্ধের প্রথমার্ধে ইমাম মুহাম্মদ এর জীবনী প্রসঙ্গে তার নাম ও বংশ পরিচয়, জন্ম ও জন্মস্থান, শৈশবকাল, প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষাজীবন ও উল্লেখযোগ্য শিক্ষকমন্ডলী, বর্ণাঢ্য কর্মজীবন, রচনাবলী, মহৎ চরিত্র ও ইবাদত-বন্দেগী, তাকওয়া-খোদাভীতিসহ ইমাম মুহাম্মদ সম্পর্কে অন্যান্য মনীষীদের মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর আল-মুআত্তা এর নামকরণ, অনুসৃত ১১টি পদ্ধতি, হাদীস সংখ্যা (১১৮০টি), ব্যাখ্যাগ্রন্থ (৪টি) ও গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) মূলত: ইমাম মালিক (রহ.) থেকে শ্রুত হাদীস বিন্যাস করে 'আল-মুআত্তা' সংকলন করেছেন। কিন্তু এখানে হাদীস লিখার পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিজের মতামত ও ইমাম আযমের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

১৩. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান[২৩] রচিত **"হাফিয ইউসুফ আল-মিয্যী (র)ঃ ইলমুর রিজালে তাঁর অবদান"** শীর্ষক প্রবন্ধটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা পত্রিকায় (কলা অনুষদ) জুন-২০১৯ সালের পত্রিকার ২৭তম সংখ্যার ২৬১ থেকে ২৭৪ নং পৃষ্ঠা জুড়ে প্রকাশিত হয়।

পর্যালোচনাঃ প্রথমত ইমাম মিয্যী (রহ.) এর জীবনী সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। এরপর ইলমুর রিজালে তার অবদান প্রসঙ্গে তার রচিত দুটি গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থদুটির একটি হলো- "তুহফাতুল আশরাফ বি মা'রিফাতিল আতরাফ", এ গ্রন্থের পর্যালোচনা উপস্থাপনের মাধ্যমে মিয্যী (রহ.) এর রিজাল শাস্ত্রে অবদানের মূল্যায়ন করা হয়েছে। আর অপর গ্রন্থটি হলো-"তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল"। প্রবন্ধকার গ্রন্থটিকে ১০টি পয়েন্টে পর্যালোচনা করেছেন।

৭.২.৩ ইসলামিক স্টাডিজ রিচার্স জার্নাল (Islamic Studies Reserch Journal)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণা পত্রিকায় বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক প্রবন্ধের পর্যালোচনা নিম্নে উপস্থাপিত হচ্ছে-

বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক প্রবন্ধ পর্যালোচনা

১. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান[২৪] রচিত **"ইব্ন হাজার 'আসকালানী (র)ঃ 'ইলমুর রিজালে তাঁর অবদান"** শীর্ষক প্রবন্ধটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের "Islamic Studies Reserch Journal" শিরোনামের গবেষণা পত্রিকার ভলিউম-৩, ২০০৮-২০০৯ সংখ্যায় ১৭৯ থেকে ২০৪ নং পৃষ্ঠা জুড়ে প্রকাশিত হয়।

পর্যালোচনাঃ প্রথম পর্বে ইবন হাজার আল-আসকালানী (রহ.) এর জীবনী ও তার রচিত ১০টি হাদীস ও রিজাল শাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে ইলমুর রিজালে (রাবী চরিত) তার অবদান উল্লেখ করতে গিয়ে বিখ্যাত চারটি গ্রন্থের পর্যালোচনা বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সে চারটি গ্রন্থ হলো-

ক. তাহযীবুত তাহযীব, খ. তাকরীবুত তাহযীব, গ. লিসানুল মিযান, ঘ. আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা।

২. ড. মুহাম্মদ ইকরামুল ইসলাম[২৫] রচিত **"মুসলিম সমাজে জাল হাদীসের বিরূপ প্রভাব"** শীর্ষক প্রবন্ধটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের "Islamic Studies Reserch Journal" শিরোনামের গবেষণা পত্রিকার ভলিউম-৮, ২০১৪-২০১৫ সংখ্যায় ১২৩ থেকে ১৪০ নং পৃষ্ঠা জুড়ে প্রকাশিত হয়।

---

২২ অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

২৩ প্রাগুক্ত

২৪ প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনাঃ প্রবন্ধটিতে মাওদু হাদীসের পরিচয়, সমাজে এর বিরূপ প্রভাব প্রসঙ্গে ১০টি প্রচলিত জাল হাদীস উল্লিখিত হয়েছে। অতঃপর ঈমান ও সালাত বিষয়ক জাল হাদীসের উদাহরণ উদ্ধৃত হয়েছে। এ ছাড়াও এতে হেদায়েত, ফাযায়েল, যিকর, দুআ, খতম পাঠ, মিলাদ, তরিকত, শবেবরাত, আশুরা, মিরাজ ইত্যাদি বিষয়ে জাল হাদীস থাকার দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে। অতঃপর এর প্রভাবমুক্ত থাকার কিছু উপায় বর্ণনার মধ্যদিয়ে প্রবন্ধের সমাপ্তি হয়েছে।

৩. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান[২৬] রচিত **"ইমাম নাসাঈ (রহ.)ঃ হাদীস সংকলনে তার অনুসৃত পদ্ধতি"** শীর্ষক প্রবন্ধটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের "Islamic Studies Reserch Journal" শিরোনামের গবেষণা পত্রিকার ভলিউম-১০, ২০১৬-২০১৭ সংখ্যায় ১২১ থেকে ১৫০ নং পৃষ্ঠা জুড়ে প্রকাশিত হয়।

পর্যালোচনাঃ প্রথমার্ধে ইমাম নাসাঈ (রহ.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী অতঃপর হাদীস সংকলন ও গ্রন্থ বিন্যাস পদ্ধতি প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। গ্রন্থ বিন্যাস পদ্ধতিতে যে বিষয়গুলো অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে তা হলো- ইমাম নাসাঈ, ইমাম বুখারী-মুসলিমের মানহাজ অনুসরণ করেছেন, অধ্যায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আয়াত উল্লেখ করেছেন, পুনঃউল্লেখ কৃত হাদীস উপস্থাপন করা হয়েছে, মারফু, মুরসাল, মাকতু, মাতরুক হাদীসের বর্ণনা, সনদের মধ্যে রাবীদের পরিচয় দান, হাদীস বর্ণনা শেষে সে হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। পরিচ্ছেদ শিরোনামে মাসায়েল বর্ণনা, মনীষীদের এ গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য বর্ণনার মাধ্যমে প্রবন্ধটি শেষ করা হয়েছে।

৭.২.২ দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ (The Islamic University Studies)

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পঠন-পাঠন, গবেষণা ও নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করা। সে লক্ষ্যে ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ায় স্থানান্তরের পর নানামুখী গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়। শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নতুন নতুন তত্ত্ব, তথ্য, ধ্যান-ধারণা উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা জার্নাল একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। সঙ্গত কারণে ১৯৯০ সালের জুন মাস থেকে প্রতি বছর দুটি করে '*দ্যা ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*' নামে ৫টি অনুষদ থেকেই স্বতন্ত্র্য জার্নাল প্রকাশিত হচ্ছে। এ যাবৎ থিওলজি এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ থেকে ২৪টি জার্নাল প্রকাশিত হয়েছে।[২৭] এ সকল জার্নালে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক প্রবন্ধের পর্যালোচনা নিম্নে উপস্থাপিত হলো-

বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক প্রবন্ধ পর্যালোচনা

১. মোঃ শফিকুল ইসলাম[২৮] ও ড. মোঃ লোকমান হোসেন[২৯] কর্তৃক রচিত **"ইমাম ইবন মাজাহ ও তার সুনানঃ পরিচিতি ও পর্যালোচনা"** শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধটি, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ* গবেষণা পত্রিকার ৮ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, জুন ২০০০খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

পর্যালোচনাঃ উক্ত প্রবন্ধে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শুরুর দিকের (২০৯ হি./৮২৪ খ্রি.) ইরানের কাযভীনের এক ক্ষণজন্ম মুহাদ্দিস, ইমাম আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন আব্দিল্লাহ ইবন মাজাহ আর-রবাঈ আল-কাযভীনী (রহ.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক যথা- তাঁর নাম, বংশ পরিচয়, শিক্ষা লাভ, হাদীস অন্বেষণে দেশ ভ্রমণ, তাঁর শিক্ষকবৃন্দ, মাযহাব, ইমাম ইবন মাজাহ সম্পর্কে আলিমগণের মন্তব্য, তাঁর রচনাবলি ইত্যাদি নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধকারদ্বয় এ প্রবন্ধের মূলপ্রতিপাদ্য ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) রচিত 'সুনান ইবন মাজাহ' এর পর্যালোচনা প্রসঙ্গে বলেন, ইমাম ইবন মাজাহ এক লক্ষ্য হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার থেকে যাচাই বাছাই করে ৪৩৪১টি হাদীস তার গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন, এর মধ্যে ১৩৩৯টি হাদীস তাঁর নিজেস্ব সংগ্রহ থেকে সংকলন করেছেন। অতঃপর সাতটি পয়েন্টে এর বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। যথা- গ্রন্থটি ৩২টি অধ্যায়, ১৫০০টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে ইসলামী শরীয়তের বিভিন্ন শাখার সকল প্রয়োজনীয় মাসআলা সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচিত

---

২৫ পিএইচ.ডি. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

২৬ অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

২৭ প্রফেসর আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, *ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৬

২৮ সহকারী অধ্যাপক, আল-হাদীস এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

২৯ সহকারী অধ্যাপক, আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। সিহাহ সিত্তার অন্য পাঁচটি গ্রন্থে নেই এমন কিছু হাদীস এ গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে এবং এতে কোন হাদীদের পুনরুক্তি নেই। তবে কোন কোন হাদীস সমালোচক এ গ্রন্থের ১০টি/৩০টি হাদীসের সামন্য ত্রুটি কিংবা সনদের সামান্য দুর্বলতা আছে বলে মন্তব্য করেছেন। সর্বোপরি গ্রন্থটির রচনাশৈলী, সুবিন্যস্ত বিষয়বস্তু, প্রয়োজনীয় প্রায় সকল বিষয়ের অন্তর্ভূক্তি ও অন্যন্য বৈশিষ্ট্যের দরুণ ইবন মাজাহ (রহ.) মানব হৃদয়ে অমর হয়ে থাকবেন।

২. মোঃ ময়নুল হক[৩০] ও মোঃ নাছির উদ্দীন[৩১] কর্তৃক রচিত **"ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও ইলমে হাদীস চর্চায় মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী (রঃ)"** শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধটি মোঃ ময়নুল হক ও মোঃ নাছির উদ্দীন কর্তৃক রচিত, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ* গবেষণা পত্রিকার ৮ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, জুন ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

পর্যালোচনাঃ উক্ত প্রবন্ধে প্রথিতযশা আলিমে দ্বীন, প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ, লেখক, সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী (রহ.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক তথা জন্ম ও বংশ পরিচিতি, শিক্ষার্জন ও আধ্যাত্মিকতা, বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে শিক্ষকতা (১৯২৮-১৯৪৩ খ্রি.), স্বদেশী আন্দোলন, সাংবাদিকতা, ইসলামী শিক্ষানীতি সংস্কার আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি ১৯৩০ সালে 'জম'ইয়াতুল মুদাররিসীন' নামে ওল্ডস্কীম মাদরাসার শিক্ষকদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন এবং মাদরাসার ছাত্রসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করণে জম'ইয়াতে তালাবায়ে আরাবিয়্যাহ (১৯৬০ খ্রি.) এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়াও শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষায় হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। সে অনুভূতি থেকেই বাংলা ভাষায় ইসলামী গবেষণার লক্ষ্যে "ইদারাতুল মা'আরিফ" নামে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেও একজন প্রখ্যাত কলমসৈনিক ছিলেন। তার রচিত ১২টি দিকনির্দেশনামূলক ইসলামী গ্রন্থ ও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত ৩২টি প্রবন্ধের শিরোনামের তালিকা প্রবন্ধকার তার রচনায় উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়ন, গবেষণা, গ্রন্থ প্রণয়ন ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে হাদীস চর্চায় যে অবদান রেখেছিলেন তা নিয়ে বিশেষ গুরুত্বের সাথে আলোকপাত করা হয়েছে। বিশেষত: তাঁর রচিত দুটি অমর গ্রন্থের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। যথা- আল্লামা ওয়ালিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ খতীব তিবরিজী সংকলিত "মিশকাতুল মাসাবিহ" এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহ বঙ্গানুবাদ গ্রন্থটি ১১ খণ্ডে প্রকাশিত হয়; তন্মধ্যে ইন্তিকালের পূর্বে তিনি ০৬ খণ্ডের অনুবাদের কাজ সমাপ্ত করতে পেরেছিলেন। বাকি পাঁচ খণ্ড তাঁরই ধারাবাহিকতায় বিশিষ্ট মুহাদ্দিস এম. আফলাতুন কায়সার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহ বঙ্গানুবাদের কাজ সমাপ্ত করেন। প্রন্ধকারের দাবী অনুযায়ী, এটি মিশকাত শরীফের সুষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য প্রথম ব্যাখ্যামূলক বঙ্গানুবাদ । এ ছাড়া তাঁর যে গ্রন্থটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও জ্ঞান-গর্ভের দাবীদার তা হচ্ছে- "হাদীসেরতত্ত্ব ও ইতিহাস"। এটি এক মলাটে দু'খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে উসূলুল হাদীস সংক্রান্ত এবং দ্বিতীয় খণ্ডে পাস-ভারতে ইলমি হাদীসের আগমনের ইতিহাস ও মুহাদ্দিসগণের অবদান প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

৩. ড. মুহাম্মদ আফাজ[৩২] উদ্দীন কর্তৃক রচিত **"ইলমুল মুসতালাহ: হাদীসশাস্ত্রের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ-কোষ"** শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধটি, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ* গবেষণা পত্রিকার ৮ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, জুন ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

পর্যালোচনাঃ উক্ত প্রবন্ধে হাদীসের পরিচয়, গুরুত্ব এবং হাদীস সংরক্ষণের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে। কেন 'ইলমুল মুসতালাহ' এর উদ্ভব হলো? এ প্রশ্নের জবাব প্রসঙ্গে প্রবন্ধকার বলেন, হযরত উসমান (রা.) রাজনৈতিক কারণে নিহতো হলে খিলাফত প্রশ্নে মুসলিম উম্মাহ বিরোধ-বিশৃঙ্খলায় লিপ্ত হয়। এ বিশৃঙ্খলাকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজে শীয়া, খারিজী, রাফেযী, কাদরী ও বিদ'আতী ইত্যাদি নানা উপদলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠিগুলো নিজেদেরকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য নিজেদের অনুকূলে নিঃশঙ্কচিত্তে হাদীস রচনা শুরু করে। এ জঘন্য জালিয়াতদের অশুভচক্রান্তের কবলে পবিত্র হাদীসশাস্ত্রে যে কালীমার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তা দূর করবার জন্য খলিফা দ্বিতীয় উমরের (রহ.) প্রেরণায় উম্মতের প্রতিভাধর মনীষীবৃন্দ কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করে লক্ষ্য লক্ষ্য হাদীস সংগ্রহ করে গ্রন্থবদ্ধ করেন। সাথে সাথে তারা উক্ত হাদীসসম্ভারের

---

৩০ সহকারী অধ্যাপক, আল-হাদীস এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৩১ প্রভাষক, আল-হাদীস এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৩২ সহযোগী অধ্যাপক, দা'ওয়াহ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

বিশুদ্ধতা যাচাই বাচাই করার জন্য উদ্ভাবন করেন বিভিন্ন ধরনের মূলনীতি। যা উলূমুল হাদীস নামে পরিচিত। এ বিজ্ঞানের একটি শাখা হচ্ছে 'ইলমুল মুসতালাহ'। এ প্রন্ধে 'ইলমুল মুসতালাহ' এর সংজ্ঞা, হাদীসের পরিভাষা নির্মানের সূত্র ব্যাখ্যা করণ প্রসঙ্গে হাদীস চর্চায় নিয়োজিত ব্যক্তি সম্পর্কে ব্যবহার্য পরিভাষা; হাদীসের গ্রন্থ সম্পর্কিত পরিভাষা; বর্ণনা সংক্রান্ত পরিভাষা, যথা: সনদ, মতন, রাবী ও রেওয়াত। এ ছাড়াও হিজরী শতকের যুগবিভাজনের ধারাবাহিকতায় ২য় থেকে ১৪শ শতাব্দি পর্যন্ত "ইলমুল মুসতালাহ" এর উৎপত্তি-ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে।

৪. মোঃ নাছির উদ্দীন[৩৩] ও আব্দুল মুত্তালিব[৩৪] কর্তৃক রচিত **"শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (র:) হাদীস চর্চায় এক কালজয়ী ব্যক্তিত্ব"** শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধটি, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ* গবেষণা পত্রিকার ১০ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

পর্যালোচনা: উক্ত প্রবন্ধে লেখকদ্বয় শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (র:) এর কর্মবহুল বর্ণাঢ্য জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন প্রসঙ্গে বলেন, অষ্টাদশ শতকের সুচনালগ্নে মুঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের আলমগীরের ইন্তিকালের (১৭০৭ খ্রি.) চার বছর পূর্বে ১৭০৩ সালে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (র:) দিল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের পূর্বে এক রাতে তাঁর পিতা স্বপ্নে দেখেন,"আকাশ থেকে চাঁদ এসে যেন তাঁর ঘরকে আলোকজ্জ্বল করে তুলল।" এ জন্য হয়ত তাঁর নাম "কুতুবুদ্দীন" এবং ডাক নাম ওয়ালী উল্লাহ রাখা হয়েছিল। অসম্ভব মেধাবী এই বালাক সাত বছর বয়সে কুরআন মাজীদ হিফয সম্পন্ন করে। ১৫ বছর বয়সে তিনি সে যুগের মাদরাসার উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করেন। ২৯ বছর বয়সে তিনি মক্কা-মদীনায় সফর করে আবু তাহির ইবন ইবরাহীম কুর্দী শাফিঈ (রহ.) এর নিকট সিহাহ সিত্তাহ, মিশকাতুল মাসাবীহ ও হিসন হাসীন অধ্যয়ন করেন। শায়খ ওয়াফদুল্লাহ মালেকী (রহ.) এর নিকট মুয়াত্তা ইমাম মালিক পাঠ করেন। এ ছাড়াও আরো দশজন শায়খের কাছে জাহিরী ও বাতিনী ইলম শিক্ষা করে দিল্লী ফিরে আসেন। তিনি আত্মশুদ্ধিভিত্তিক সমাজসংস্কার আন্দোলনের অন্যতম পথপ্রদর্শক ছিলেন। দেশে ফিরে এ সংস্কার আনন্দোলনের পাসপাশি তিনি প্রায় ত্রিশ বছর গবেষণা কর্মে নিমগ্ন থেকে পঞ্চাশ খানা গ্রন্থ রচনা করেন। তা ছাড়া তিনি দীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ হাদীসশাস্ত্র অধ্যাপনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখে অগণিত ছাত্র সৃষ্টি করে গেছেন। এ প্রবন্ধে তাঁর রচিত হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে নয়টির পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

৫. ড. আবুল বারাকাত মোঃ ফারুক[৩৫] কর্তৃক রচিত **"হাদীস শরীফের সংরক্ষণ ও এর বাচনশৈলী"** শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধটি *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ (পার্ট-এ)* গবেষণা পত্রিকার ১০ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

পর্যালোচনা: ড. আবুল বারাকাত মোঃ ফারুক কর্তৃক রচিত "হাদীস শরীফের সংরক্ষণ ও এর বাচনশৈলী" শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধে লেখক দুইটি দিকে আলোকপাত করেছেন। প্রথমত: ইলমি হাদীস সংরক্ষণের নীতি, পদ্ধতি, কৌশল ও ইতিহাস, দ্বিতীয়ত: হাদীসের বাচনশৈলী বিশ্লেষণ। তিনি নবী (সা.) এর ভাষাশৈলী প্রসঙ্গে বলেন, রাসূল কারীম (সা.) এর ভাষা অত্যন্ত বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল, সংক্ষিপ্ত, হৃদয়গ্রাহী, বাহুল্যমুক্ত, আকর্ষণীয়, স্পষ্ট, সত্য ও অলংকার পূর্ণ। এর উদাহরণ হিসেবে প্রবন্ধকার বনু নাহদের প্রতিনিধি দলের প্রশ্নের জবাবে নবী (সা.) এর উক্তি "আমি আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ভাষী" উল্লেখ করেন। এ প্রবন্ধে ইলমি হাদীসের সংরক্ষণরীতি এবং নবীজির বাকরীতি ও বাচনভঙ্গির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৬. ড. মোঃ সেকান্দার আলী[৩৬] ও জনাব মোঃ মিজানুর রহমান[৩৭] কর্তৃক রচিত **"ইলমে হাদীস চর্চায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর অবদান"** শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধটি, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ* গবেষণা পত্রিকার ১০ম খণ্ড , ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

---

৩৩ সহকারী অধ্যাপক, আল-হাদীস এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৩৪ সহকারী অধ্যাপক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৩৫ সহযোগী অধ্যাপক, আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৩৬ সহকারী অধ্যাপক, আল-হাদীস এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৩৭ এম.ফিল গবেষক, আল-হাদীস এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনাঃ উক্ত প্রবন্ধে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সম্পর্কে বিদ্বেষ প্রসূত বিভ্রান্তি নিরসনে দলিল- প্রামাণ ভিত্তিক একটি পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। প্রবন্ধকারদ্বয় বলেন, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) একজন বিশ্ববরেণ্য ও উচুঁ মানের মুহাদ্দিস ছিলেন। হযরত আলী (রা.) কুফাতে ইসলামী খিলাফতের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। আর এখানেই তাঁর জন্মস্থান; যেখানে ১৫০০ সাহাবী বসবাস করতেন, তন্মধ্যে ৭০ জন ছিলেন যারা বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। রইসুল ফুকাহা আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) সেখানে প্রায় ১০ বছর মুয়াল্লিম হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সাতজন সাহাবী হতে হাদীস রেওয়ায়েত করেন। এ ছাড়া তিনি তাবেঈগণের মধ্যে মতভেদসহ ৪০০০ শায়খ থেকে হাদীস শিক্ষালাভ করেন। তাই ইমাম যাহাবী (রহ.), ইবন হাজার 'আসকালানী সহ অনেকে তাঁকে "হাফিযুল হাদীস" বলে উল্লেখ করেন। জারহ ওয়াত তা'দীলে তিনি ছিলেন তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতির ক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনা পদ্ধতি, শ্রেণিবিন্যাস, সহীহ হাদীসের শর্তাবলি, রাবীর পরিচয়ের দৃষ্টি ভঙ্গিতে বর্ণিত হাদীসের মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত-নির্দেশনা দিয়েছেন এবং হাদীসের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতামত পেশ করে গেছেন। হাদীস নির্বাচন ও গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর নীতিমালা ছিল অত্যন্ত কঠোর। যেমন: * কুরআনের বক্তব্যের বিরোধী হাদীস পরিত্যাজ্য। * শরীয়তের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক কোন হাদীস গ্রহণ না করা। * হাদীস প্রসিদ্ধ সুন্নাতের বিরোধী না হওয়া। * রাবীর বর্ণিত হাদীস তার কাজের বিপরীত হলে তার বর্ণিত হাদীস পরিত্যাজ্য। * হাদীসটি এমন না হওয়া যা দিয়ে কখনো কোন সাহাবী দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেননি। * এমন না হওয়া পূর্ববর্তী কোন হাদীসবিশারদ এর সমালোচনা করেননি। * শাস্তির ব্যাপারে বিভিন্নমুখী হাদীসের মধ্য হতে সহজতরটি গ্রহণ করা। * রাবী যে হাদীসটি মুখস্থ করবেন, তা মুখস্থ করার সময় থেকে বর্ণনা করা পর্যন্ত মুখস্থ থাকতে হবে, কখনও ভুলে যাবে না। * সাহাবী ও তাবীদের আমলের পরিপন্থি হবে না। * হাদীসের রাবীর লেখার উপর নির্ভর না করে মুখস্থ শক্তির উপর নির্ভর করা, ইত্যাদি। তিনি হাদীসের সাথে ফিকহের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। বর্ণিত আছে, তিনি কুরআন-হাদীস ভিত্তিক বার লক্ষ্য নয় হাজার বিধিবদ্ধ আইনের যুক্তিসন্মত ব্যাখ্যা তথা ফতোয়া প্রদান করেছেন। হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে ইমাম আযমের মত, যা রাসূল (সা.) থেকে এসেছে আমি তা অবনত মস্তকে মেনে নেব, তার বিরোধিতা করার অধিকার আমার নেই। তাঁর সাহাবা কিরামের পক্ষ থেকে যা এসেছে, সে সবের ভিতর নির্বাচন করব; তাদের ছাড়া অন্যদের (তাবিঈ) পক্ষ থেকে যা এসেছে, (তা যাচাইবাছাই করে দেখবো, কারণ) তারাও পুরুষ আমরাও পুরুষ। এ ছাড়াও হাদীস সংকলন ও বিষয়ভিত্তিক বিন্যাসেও তিনি দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। মুসনাদে "আবী হানিফা" বা "কিতাবুল আসার" সহীহ হাদীস সংকলন তার বাস্তব প্রমাণ। ইমাম আযম থেকে তাঁর তিনজন প্রিয় ছাত্র (ইমাম মুহাম্মদ ইবন হাসান শায়বানী, ইমাম জা'ফর, ইমাম আবু ইউসুফ) কর্তৃক এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি বর্ণিত হয়েছে। তিনি চল্লিশ হাজার হাদীস থেকে নির্বাচিত করে উক্ত গ্রন্থটি সংকলন করেন। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী তার *'তারিখে কবীর'* গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, উক্ত গ্রন্থে এক হাজারের বেশি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত হাদীসগ্রন্থ ইমাম আযমের পূর্বে কেউ রচনা করেননি। *'মুয়াত্বা মালিকে'* এর বিন্যাস রীতি অনুসৃত হয়েছে। পরিশেষে প্রবন্ধকার বলেন, ইমাম আযমকে যারা হাদীস শাস্ত্রে অল্পজ্ঞানী বলে অপবাদ দেয়, তা নিতান্তই তাদের বিদ্বেষ প্রসূত।

৭. ড. মোঃ লোকমান হোসেন[৩৮] কর্তৃক রচিত **"পঞ্চম খলীফার হাদীস সংগ্রহাভিযানঃ প্রয়োজন ও পদক্ষেপ"** শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধটি *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ (পার্ট-এ)* গবেষণা পত্রিকার ১০ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, জুন ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

পর্যালোচনাঃ উক্ত প্রবন্ধে গবেষক খলীফা এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, রাসূল কারীম (সা.) ইন্তিকালের পর তার স্থলাবিষিক্ত যারা তার প্রতিনিধিত্ব করেছেন তারাই খলীফা। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম চার খলীফাকে খুলাফা রাশিদীন হিসেবে স্বীকৃত। হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ পতন (৪১-৩৯৪ হি.) পর্যন্ত প্রায় ৩৫৩ বছর ৫১ জন খলীফা ইসলামী সম্রাজ্য শাসন করেছিলেন। তন্মধ্যে ইসলামের পঞ্চম খলীফাখ্যাত, ৮ম উমাইয়্যা খলীফা হযরত ওমর ইবন আব্দুল আযীয (রহ.) [৯৯-১০১ হি.] সরকারীভাবে হাদীস সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। এ প্রবন্ধে হাদীসের গুরুত্ব প্রসঙ্গে ০৬ পৃষ্ঠাব্যাপী অপ্রাসঙ্গিক দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর

৩৮ সহকারী অধ্যাপক, আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস সংগ্রহাভিযানে গৃহীত পদক্ষেপ প্রসঙ্গে বলেন, হাদীসের পঠন-পাঠন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, সর্বক্ষেত্রে হাদীসের আনুগত্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দান, হাদীসের বিপরীত যে কোন ধরনের রায়-কিয়াস গ্রহণ নিষিদ্ধ করণ, প্রাথমিকভাবে সবধরনের হাদীস সংগ্রহ, ব্যাপকভাবে হাদীস চর্চার নির্দেশ এবং সরকারীভাবে হাদীস সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ৯৯ হিজরীতে হযরত ওমর ইবন আব্দুল আযীয খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি সর্বপ্রথম হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য মদীনার গভর্ণর ও বিচরপতি আবু বকর ইবন হাযমকে (মৃ. ১২০ হি.) এর নিকট এই মর্মে একটি সরকারি ফরমান পাঠান যে, "তোমরা রাসূলের হাদীসের প্রতি দৃষ্টি দাও এবং লিখে রাখ। আমি ইলম ও আলিমদের দুনিয়া থেকে অন্তর্ধানের আশংকা করছি।" এভাবে খলীফার নির্দেশে সারা দেশ থেকে হাদীস সংগ্রহাভিযান শুরু হয়। খলীফার নির্দেশে ইমাম ইবন শিহাব যুহরী সর্বপ্রথম হাদীসের উপর বৃহদাকার গ্রন্থাদি রচনা করেন। এ ছাড়াও ইমাম শা'বী, ইমাম মাকহুল, ইমাম সালিম ইবন আব্দুল্লাহ (রহ.) প্রমুখ এ বিষয়ে অবদান রাখেন বলে উল্লিখিত হয়েছে।

৮. আ.ন.ম ইকবাল হোসাইন[৩৯] ও এ.কে.এম. মফিজুল ইসলাম[৪০] কর্তৃক রচিত **"সহীহুল বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থাদিঃ একটি সমীক্ষামূলক পর্যালোচনা"** শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধটি *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ* গবেষণা পত্রিকার ১১ খণ্ড , ২য় সংখ্যা, জুন ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

পর্যালোচনাঃ উক্ত প্রবন্ধের শিরোনাম দেখেই অনুমান করা যায় যে, রচনাটি সহীহুল বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থাদির উপর রচিত একটি সমীক্ষামূলক প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে উক্ত বিষয়ে ১৩১টি ভাষ্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে বলে দাবী করা হয়েছে। কোনরূপ ভূমিকা ছাড়াই বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে সহীহ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থাদির পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথমত: স্বতন্ত্র্য নামসহ ব্যাখ্যাগ্রন্থাদি শিরোনামে ৪২টি ভাষ্যগ্রন্থের তালিকা উপস্থাপিত হয়েছে। তন্মধ্যে ২১টির পর্যালোচনা করা হয়েছে। যেমন: ইমাম হাফিয আহমাদ ইবন আলী ইবন হাজার আল 'আসকালানী (রহ.) [মৃ. ৮৫২ খ্রি.] কর্তৃক সহীহ বুখারীর বিখ্যাত ভাষ্যগ্রন্থ "ফাতহুল বারী বি শারহি সহীহিল বুখারী" ৮৪২ হিজরীতে রচিত হয়েছে। যা মোট ১৩ খণ্ডে মোট ৮,৮১৩ পৃষ্ঠায় সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। অনুরূপ আবু মুহাম্মদ মাহমুদ ইবনু আহমাদ আল-'আইনী আল-হানাফী (রহ.) [মৃ. ৮৫৫ হি.] কর্তৃক প্রণীত সহীহ বুখারীর জগদ্বিখ্যাত ভাষ্যগ্রন্থ "'উমদাতুল কারী" মিসর থেকে ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। স্বতন্ত্র্য নামসহ বিশেষ ব্যাখ্যাগ্রন্থ; যেমন: ইয়ানাতুল কারী, ইগাছাতুল কারী, নাযমুল লা-লী। এ তিনটি গ্রন্থ বুখারী শরীফের ২২টি সুলাসিয়াত সূত্রে বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যাসমৃদ্ধ স্বতন্ত্র ভাষ্যগ্রন্থ। আবার কিছু স্বতন্ত্র নামহীন ব্যাখ্যাগ্রন্থও রয়েছে। এ ধরনের ২৩টি গ্রন্থের তালিকা প্রদত্ত হয়েছে। এ ছাড়াও অনারব ভাষায় প্রণীত সহীহুল বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থের আলোচনা স্থান পেয়েছে। উর্দুভাষায়: বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ শাব্বির আহমদ ওসমানী কর্তৃক উর্দু ভাষায় প্রণীত 'ফদলুল বারী শরহুস সহীহ আল-বুখারী'; মাওলানা অহীদুজ্জামান (রহ.) রচিত 'তাইসিরুল বারী'; আল্লাম আনোয়ার শাহ কাশমিরী (রহ.) প্রণীত 'ফাইযুল বারী'। ফার্সী ভাষায়: মাওলানা আহসান সিদ্দিকী পাঞ্জাবী (রহ.) রচিত 'মিনহাল বারী" এবং শায়খ নূরুল হক (রহ.) প্রণীত 'তাইসিরুল ক্বারী'। সহীহ বুখারীর টীকামূলক সংস্করণ : এ ধরনের সংস্করণের ০৭টি গ্রন্থের তালিকা প্রদত্ত হয়েছে। সহীহ বুখারীর হাশিয়া বা পাদটিকামূলক ০৭টি সংস্করণের কথা বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়াও শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) বুখারী শরীফের বিষয়বস্তু ও এর বর্ণনা প্রণালীর উপর তারাজিমুল বুখারী ও শরহু তারাজিমে আবওয়াবিল বুখারী শিরোনামে দুটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন বলে উল্লেখিত হয়েছে।

৯. ড. শহীদ মুহাঃ রেজওয়ান[৪১] ও ড. মোহাঃ অলী উল্যাহ[৪২] কর্তৃক রচিত **"বিদ'আতী রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের বিধানঃ একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ"** শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধটি, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ* গবেষণা পত্রিকার ১১ খণ্ড , ২য় সংখ্যা, জুন-২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

পর্যালোচনাঃ উক্ত প্রবন্ধে প্রবন্ধকারদ্বয় বিদ'আতী রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, বিদ'আত মুসলিম উম্মার একটি মারাত্মক ব্যাধি। এ ব্যাধির উৎপত্তি হয় হযরত আলী (রা.) এর খিলাফাত কালে খারেজী

৩৯ সহকারী অধ্যাপক, আল-হাদীস এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
৪০ সহকারী অধ্যাপক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
৪১ সহকারী অধ্যাপক, দা'ওয়া এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
৪২ সহকারী অধ্যাপক, দা'ওয়া এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রদায় ও তাদের প্রতিপক্ষ রাফেজী সম্প্রদায়ের উদ্ভবের মাধ্যমে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই নিজেদের মতের স্বপক্ষে বানোয়াট-জালহাদীস রচনা করে। প্রবন্ধটি বিন্যাসের ক্ষেত্রে শুরুতে বিদ'আতের সংজ্ঞা, বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে এর প্রকারভেদ, বিশেষত: হাদীস বর্ণনাকারী রাবীর সাথে সংশ্লিষ্ট বিদ'আদ দু'প্রকার। যথা: ১.বিদ'আতে কুবরা: রাফেজী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বা গোঁড়া শীয়া সম্প্রদায়। ২.বিদ'আতে সুগরা দু'প্রকার। ক) বিদ'আতে মুকাফিফরা: শরী'আতের মৌলিক বিষয়কে অস্বীকার করা। খ) বিদ'আতে গাইরে মুকাফিফরা: যার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) আনিত বিধানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয় না; বরং সেটি অনেক তাবীল বা ব্যাখ্যা নির্ভর অথবা প্রবৃত্তির চাহিদা বা দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্য হাসিলের নিমিত্তে সংঘটিত বিষয়। যেমন: খারেজী বা রাফেজী যারা সীমালংঘনকারী নয়। অতঃপর বিদ'আতী রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের বিধান সম্পর্কে উক্ত প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

১০. ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান[৪৩] ও প্রফেসর ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম[৪৪] কর্তৃক রচিত **"ইমাম তিরমিযী (রহ.): সুনানু আরবা'আয়-এর অবস্থান"** শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধটি *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ* গবেষণা পত্রিকার ১৯ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, জুন ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

পর্যালোচনা: উক্ত প্রবন্ধের শুরুতেই বিষয়বস্তু ও শিরোনামের মধ্যে অপ্রাসঙ্গিকতা পরিলক্ষিত হয়। যথা-ইমাম তিরমিযী (রহ.): সুনানু আরবা'আয়-এর অবস্থান শিরোনামে সুনানে আরবা'আ এর মধ্যে ইমাম তিরমিযী (রহ.) এর অবস্থান কথাটি অস্পষ্ট। কারণ ব্যক্তি ও গ্রন্থের মাঝে তুলনা চলেনা। অপরদিকে শিরোনামে ইমাম তিরমিযীর নাম উল্লেখ করা হলেও প্রবন্ধের অভ্যন্তরে সিহাহ সিত্তার মধ্যে জামি'আত তিরমিযী এর অবস্থান মূল্যায়ন করা হয়েছে। শিরোনামে আল-জামি' এর প্রসঙ্গে কোন কথা না থাকলেও প্রবন্ধটার শুরু করা হয়েছে আলজামি' এর ০৮টি শর্তের বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে। অতঃপর উল্লিখিত হয়েছে সুনানি আরবা'আ এর পরিচিতি পর্ব। ইমাম তিরমিযীর (রহ.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচিত হয়েছে এবং তার রচিত ১২টি গ্রন্থের একটি তালিকা উপস্থাপিত হয়েছে। অতঃপর 'রচনা শৈলী'(?) শিরোনামে আল-জামি' আত-তিরমিযী এর একটি তথ্যবহুল পর্যালোচনা পেশ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রবন্ধকার রাবীর অবস্থা বিশ্লেষণ, রাবীদের ব্যাপারে মন্তব্য, পূর্ণ সনদ উল্লেখ, বিশ্বস্ত রাবীর বর্ণনা, বর্ণিত হাদীসটি সহীহ-হাসান কিংবা গরীব হলে তা উল্লেখ, হাদীসের সনদ সমালোচিত হলে তা উল্লেখ, মুরসাল হাদীসের বিশ্লেষণ, গরীব ও মাশহুর এর বিশ্লেষণ, য'ঈফ-মারফু'-মাওকুফ এর বিশ্লেষণ ও শর'ঈ মাসআলা বর্ণনায় আহলে কুফা, আহলে রায় মতামত উল্লেখ, অধিকাংশ ফকীহ ও মুহাদ্দিসের রায় উল্লেখ ইত্যাদি বিষয়ে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন।

১১. আবুল হুসাইন মোঃ নুরুল ইসলাম[৪৫] ও নূর মোহাম্মদ[৪৬] কর্তৃক রচিত **"আল্লামা ইবন হাজার 'আসকালানী (৮৫২হি.) : 'ইলমুর-রিজালে তাঁর অবদান"** শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধটি *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ* গবেষণা পত্রিকার ১৪শ খণ্ড , ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

পর্যালোচনা: উক্ত প্রবন্ধে হিজরী নবম শতকের একজন ক্ষণজন্মা কালজয়ী মনীষী, বিরল প্রতিভা, ইসলামী জ্ঞানের জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ইমাম হাফিয ইবন্ হাজার আল'আসকালানী (রহ.) এর জীবন ও রিজাল শাস্ত্রে তাঁর অবদান প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। ইমাম ইবন হাজার একাধারে একজন হাফিয, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ফকীহ, ইতিহাসবিদ ও আরবী সাহিত্যিক ছিলেন। বিশেষত: তিনি হাদীসশাস্ত্রে অগাত পান্ডিত্যের অধিকারী, হাদীসের ব্যাখ্যাকার হিসেবে বিশ্বইতিহাসে অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ৪৫০ জন শিক্ষকের নিকট থেকে ইলমি হাদীস শিক্ষালাভ করেন। প্রবন্ধকারের মতে, বিভিন্ন বিষয়ে তিনি দেড়শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু ভিন্ন মতে, ২৮৯টি/২৮২টি/২৭০টি/১৪২টি/১৬৪টি/১০০টি গ্রন্থ রচনার বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি ইলমুর রিজালের (রাবী চরিত) সর্বজন স্বীকৃত ইমাম ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে, আসমাউ রিজালিল কুতুব, তাহযীবুত তাহযীব, তাকরীবুত্ তাহযীব, লিসানুল মীযান, আল-ইসাবাতু ফী তামীযিস সাহাবা ও নুযহাতুল আলবাব ফিল আলকাব ইত্যাদি। এ প্রবন্ধে ২২টি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন: আল-

৪৩ সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

৪৪ সহকারী অধ্যাপক, আল-হাদীস এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৪৫ সহকারী অধ্যাপক, আল-হাদীস এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৪৬ সহকারী অধ্যাপক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

ইসাবাতু ফিতামীযিস সাহাবা গ্রন্থের পর্যালোচনায় হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণকে চার শ্রেণিতে বিন্যাস করা হয়েছে। প্রথমত: যারা নবী (সা.) থেকে সরাসরি কিংবা অপরাপর সাহাবীর মধ্যমে হাদীস বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়ত: শিশু সাহাবী যাদের ভালো-মন্দ পার্থক্যের বয়স হয়নি। তৃতীয়ত: যারা জাহিলি ও ইসলামী যুগ পেয়েছেন। চতুর্থত: অন্যান্য গ্রন্থে ধারণা প্রসূত ভুল করে সাহাবী বলে উল্লেখ করা হয়েছে; তাদের সাহাবী না হওয়া তিনি প্রমাণ করেছেন। তাঁর এ গ্রন্থে ১২২৬৭ জন হাদীস বর্ণনা কারীর জীবনী আলোচিত হয়েছে।

১২. ড. মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম[৪৭] কর্তৃক রচিত **"হাদীস শাস্ত্রে ইবন আবদ আল-বার এর অবদান: একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধটি *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, গবেষণা পত্রিকার সংখ্যা ১০-১১ (জুলাই-ডিসেম্বর) ২০১৪ ও (জানুয়ারি-জুন) ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

পর্যালোচনা: উক্ত প্রবন্ধে ৩৬৮ হিজরীতে স্পেনের কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করা একজন ক্ষণজন্মা কালজয়ী মনীষী, বিরল প্রতিভা, ইসলামী জ্ঞানের জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ইমাম ইবন আবদ আল-বার (রহ.) এর সংক্ষিপ্ত জীবন ও হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। বস্তুত: উক্ত প্রবন্ধে ইমাম ইবন আবদ আল-বার (রহ.) রচিত হাদীস শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ে ৫৭টি গ্রন্থের মধ্যে ৪০টি গ্রন্থের তালিকা এবং ক্ষেত্রবিষেশে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লিখিত হয়েছে। বিশেষত: তার রচিত বিশ্ববিখ্যাত রিজাল বিষয়ক গ্রন্থ *"আল-ইসতি'য়াব ফী মা'রিফাতিল আসহাব"* যাতে ৩৫০০ সাহাবীর জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে; সে গ্রন্থের ধরন-প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

এ ছাড়াও উক্ত পত্রিকায় আরো কিছু হাদীস বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তবে পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে সে কপিগুলো খুঁজে পাওয়া যায়নি। নিম্নে সেগুলোর তালিকা[৪৮] প্রদত্ত হলো-

- ড. মোহাম্মদ আফাজ উদ্দীন, *হাদীস শাস্ত্রে উৎপ্রেক্ষণ: উৎপত্তি এবং এর নিরসনের প্রক্রিয়া*, থিওলজি এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ, ভলিউম-২:১, জুন-১৯৯৩ খ্রি., ইবি।
- ড. এ. কে. এম. নূরুল আলম ও ড. মোহাম্মদ আফাজ উদ্দীন, *ইলমুল জরহ ওয়াত তাদীল: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ধারা*, থিওলজি এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ, ভলিউম-৫:১, ডিসেম্বর ১৯৯৬ খ্রি., ইবি।
- ড. এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়া রহমান, *আল্লামা নিয়ায মাখদুম: বাংলাদেশে হাদীস শিক্ষায় তার অবদান*, থিওলজি এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ, ভলিউম-৭:১, ডিসেম্বর ১৯৯৮ খ্রি., ইবি।
- ড. মোহাম্মদ আফাজ উদ্দীন, *হাদীস শাস্ত্রে উৎপ্রেক্ষণ নির্ণয়ে রিজাল শাস্ত্রের তত্ত্ব ও সূত্র বিচার*, থিওলজি এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ, ভলিউম-৭:১, ডিসেম্বর ১৯৯৮ খ্রি., ইবি।
- আবুল খায়ের মুহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ , *হাদীসের পরিভাষা ও মৌলনীতি বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী : একটি সমীক্ষা*, থিওলজি এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ, ভলিউম-৭:১, ডিসেম্বর ১৯৯৮ খ্রি., ইবি।
- মোঃ শফিকুল ইসলাম, *ওহী ও হাদীসে কুদসী: একটি পর্যালোচনা*, থিওলজি এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ, ভলিউম-৭:১, ডিসেম্বর ১৯৯৮ খ্রি., ইবি।
- আবুল খায়ের মুহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ ও ড. মুহাম্মদ মুজাম্মিল আলী, *রসূল (সা.) এর যুগে হাদীস লিপিবদ্ধকরণ ও সংকলন*, থিওলজি এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ, ভলিউম-৯:১, ডিসেম্বর ২০০০ খ্রি., ইবি।
- ড. মুহাম্মদ সোলায়মান, *মহানবীর পত্রবাহক দূতগণ: ইসলামে তাদের অবদান*, থিওলজি এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ, ভলিউম-১০:১, জুন-২০০১ খ্রি., ইবি।
- আ.ন.ম. ইকবাল হোসাইন ও এ. কে. এম. নূরুল ইসলাম, *নাসখ ও হাদীসের নাসিখ-মানসুখ অভিজ্ঞান: একটি পর্যালোচনা*, থিওলজি এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ, ভলিউম-১৩:১, ডিসেম্বর ২০০৬ খ্রি., ইবি।
- ড. এ. বি. এম. ছিদ্দিকুর রহমান আশ্রাফী ও ড. মুহাম্মদ অলি উল্লাহ, *হাদীসুল গার: মুমিন জীবনে এর প্রভাব*, দ্যা কুরআনিক স্টাডিজ, ভলিউম-৫:২, ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রি., ইবি।

---

৪৭ সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৪৮ প্রফেসর আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, *ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭-৩০৭

Dhaka University Institutional Repository

সার্বিক পর্যালোচনা

বাংলা ভাষায় ইলমি হাদীস গবেষণার পর্যালোচনায় বর্তমান গবেষকের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এ যাবৎ বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক বৈচিত্র্যময় শিরোনামে বিভিন্ন বিষয়ে ইলমি হাদীসের গবেষণা চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে ঢাবির ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবী বিভাগে এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. ডিগ্রি দেওয়া হয়েছে ২৩ জনকে। রাবি ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবী বিভাগে এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. ডিগ্রি দেওয়া হয়েছে ১৫ জনকে। চবির ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবী বিভাগে এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. ডিগ্রি দেওয়া হয়েছে ০৬ জনকে। ইবির আল-কুরআন, আল-হাদীস, ও দাওয়াহ এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ এবং আরবী বিভাগে এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. ডিগ্রি দেওয়া হয়েছে ৪৬ জনকে; কিন্তু নবীন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এ বিষয়ে জগন্নাথে এখন পর্যন্ত কোন গবেষণাকর্ম পরিলক্ষিত হয়নি। এ ছাড়াও বাংলা ভাষায় গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত ইলমি হাদীস বিষয়ক প্রবন্ধ পর্যালোচনায় বর্তমান গবেষকের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এ বিষয়ে দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজে ১টি; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের গবেষণা পত্রিকায় ২৬টি; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা পত্রিকায় (কলা অনুষদ) ১৩টি; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের Islamic Studies Reserch Journal এ ৩ টি এবং কুষ্টিয়া ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ গবেষণা পত্রিকায় এযাবৎ ২৬টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশি হয়েছে। বাংলা ভাষায় হাদীসশাস্ত্র গবেষণার পর্যালোচনায় এ অধ্যায়ে অনুসন্ধানে প্রাপ্ত মোটের উপর ৯০টি এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ এবং ৬৯টি গবেষণা প্রন্ধের পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

৫.৩ প্রতিষ্ঠানিকভাবে বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক গবেষণা

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলাম ধর্মের প্রচার-প্রসার ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশবলে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ২৮ মার্চ 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট' প্রণীত হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় আগারগাঁও-এ অবস্থিত। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনেকগুলো বিভাগের মধ্যে গবেষণা বিভাগ অন্যতম। এ বিভাগের অধীন ইসলামের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সহ হাদীস শাস্ত্রীয় উচ্চতর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তাদের গবেষণার অন্যতম বহিঃপ্রকাশ ইফাবা ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা। গবেষণা বিভাগের গবেষণা লব্ধ জ্ঞান প্রকাশনা বিভাগের মাধ্যমে জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়। তাদের গবেষণামূলক প্রকাশনাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১. হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান; ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম

২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হাদীসে তাঁর অবদান; আল্লামা আবদুল মুনইম সালিহ আল-আলী আল-ইযাযী

৩. ইমাম ইবনে মাজাহ হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান; ড.এ.কে এম আবদুল লতিফ

৪. হযরত আনাস ইব মালিক (রা.) জীবন ও কর্ম; ড. মোঃ জাকির হোসেন

৫. ইলম হাদীসে ভারতীয় উপ-মহাদেশের অবদান; ড. মোহাম্মদ এছহাক

৬. রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত; ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন

৭. ইমাম তাহাভী (রহ) এর জীবন ও কর্ম; ড. মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ

৮. ইসলামী শরীয়াহ ও সুন্নাহ; ড. মুসতাফা হুসনী আস-সুবায়ী

৯.সীরাত বিশ্বকোষ (১১খণ্ড)

১০.ইসলামিক বিশ্বকোষ, প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

২.ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ

ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা ব্লক-ডি তে অবস্থিত একটি জাতীয় পর্যায়ের উচ্চতর ইসলামিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান। বিশিষ্ট আলিম, ফকিহুল মিল্লাত মুফতি আব্দুর রহমান (১৮২০-১৯১৫খ্রি.) এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসা থেকে হাদীস ও ফিকহ বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন শেষে চট্টগ্রামের পটিয়া জামি'য়া মাদরাসা দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন। এরপর ১৯৯১ সালে ঢাকার বারিধারায় অবস্থিত বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তি স্থাপন করেন। ২০১৫ সালে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। তার ইন্তেকালের পর জ্যেষ্ঠ পুত্র মুফতি আরশাদ রাহমানী দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। বর্তমানে জনাব রহমানী ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ এর শিক্ষাদান কার্যক্রম ও বিভাগসমূহ হলো-

১. আত-তাখাসসুস ফিল ফিকহিল ইসলামী (উচ্চতর ইসলামী আইন ও ফতোয়া বিভাগ)

২. আত-তাখাসসুস ফি উলূমিল হাদীস (উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ)

৩. আত-তাখাসসুস ফি উলূমিত তাফসীর (উচ্চতর তাফসীর বিভাগ)

৪. আত-তাখাসসুস ফিল ক্বিরা'আত ওয়াল ক্বিরা'আতিস সাবআ' (উচ্চতর কিরা'আত বিভাগ)

৫. আত-তাখাসসুস ফিল ইকতিসাদিল ইসলামী ওয়াল বুনূক (উচ্চতর ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিভাগ)

বর্তমানে এ গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির উচ্চতর হাদীস বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মুফতি রফিকুল ইসলাম আল-মাদানী। শায়খুল হাদীস হিসেবে আছেন মুফতি আরশাদ রহমানী। এর বাইরে আরো প্রসিদ্ধ কয়েকজন মুহাদ্দিস হলেন- মুফতি এনামুল হক কাসেমী, মুফতি সুহাইল, মুফতি আব্দুস সালাম, মুফতি আবু সাদিক কাসেমী প্রমূখ। ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার থেকে 'আল-আবরার' নামে মাসিক গবেষণামূলক একটি সাময়িকী প্রকাশ করা হয়। এতে হাদীস বিষয়ক একটি আলাদা বিভাগ রয়েছে। তাছাড়া প্রতিবছর হাদীস বিভাগের শিক্ষার্থীরা ইলম হাদীস সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাহাস বা থিসিস রচনা করে থাকেন। যদিও অধিকাংশ থিসিস আরবীতে রচিত হয় তবে বাংলা ভাষায়ও ইলমি হাদীসের উপর কিছু গবেষণামূলক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। যথা- যাকারিয়া (রহ.) এর রচিত 'তাবলীগ জামা'আতের নিয়মিত পাঠ্য বই *'ফাযায়েলে আ'মাল'* এ সংকলিত হাদীসগুলোর তাখরিজ বা গবেষণামূলক পর্যালোচনা মাসিক আল-আবরারে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, কাটাবনের গবেষণা বিভাগ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা পত্র প্রকাশ করে আসছে। এ যাবৎ দশটি গবেষণা পত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে একটি হাদীস বিষয়ক। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকাশনী বিচ্ছিন্নভাবে কিছু গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করে আসছে।

উল্লিখিত (সপ্তম) অধ্যায়ের পর্যালোচনামূলক অনুসন্ধনে দেখা গেছে, এ যাবৎ বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক বৈচিত্র্যময় শিরোনামে বিভিন্ন বিষয়ে হাদীসশাস্ত্রের গবেষণা চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রাপ্ত এম.ফিল ৪০টি ও পিএইচ.ডি. ৫০টি সর্বমোট ৯০টি গবেষণা অভিসন্দর্ভের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া বাংলা ভাষায় গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত ৬৮টি হাদীস বিষয়ক গবেষণা প্রবন্ধের পর্যালোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এ ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হাদীস বিষয়ক গবেষণাগ্রন্থকে পর্যালোচনার আওতাভূক্ত করা হয়েছে। উল্লিখিত বিশ্লেষণে হাদীস, উসূলল হাদীস ও রিজালশাস্ত্র এবং হাদীস সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা থিসিস পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এ অঞ্চলে যারা হাদীস বয়ে নিয়ে এসেছেন, গ্রন্থ রচনা করেছেন, যাদের অবদান ও ধারাবাহিকতায় এ দেশের বিভিন্ন ধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হাদীসশাস্ত্রের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে, হাদীসশাস্ত্রে তাদের কর্মতৎপরতা অনুসন্ধান ও মূল্যায়ন না করা হলে গবেষণাটি অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়। সঙ্গত কারণে পরবর্তী (শেষ) অধ্যায়ে বাংলাভাষী প্রখ্যাত হাদীসবিদগণের বাংলা ভাষায় চর্চায় অবদানের মূল্যায়নের প্রায়াস চালানো হবে।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

বাংলাভাষী প্রখ্যাত হাদীসবিশারদগণের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ও বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় তাঁদের অবদান

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

বাংলাভাষী প্রখ্যাত হাদীসবিশারদগণের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ও বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় তাঁদের অবদান

বাংলাদেশ হাদীস চর্চার একটি উর্বর ভূমি। এ ভূমিতে বাংলাভাষী হাদীসবিশারদ সৃষ্টিতে প্রধানত তিন ধারার (আলিয়া, কওমী ও বিশ্ববিদ্যালয়) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অবদান রেখে চলছে। প্রাতিষ্ঠানিক ধারার বহু পূর্ব থেকেই এ দেশে হাদীসশাস্ত্র চর্চা হয়ে আসছে। তবে শিক্ষাব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রভাব অনস্বীকার্য। শিক্ষাব্যবস্থার উপর বৃটিশপূর্ব যুগে ফার্সী, পরবর্তীতে ইংরেজি, পাকিস্তান আমলে উর্দূ ও তারপরে বাংলা ভাষার প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল দৃশ্যমান। বৃটিশপূর্ব ভারতীয় উপমহাদেশ (১২০৪-১৮৫৭) সাড়ে ছয়শত বছরের বেশী সময় মুসলিম শাসন বলবৎ ছিল। অপরদিকে কুরআন-হাদীসের ভাষা আরবী, আর রাষ্ট্রীয় ভাষা ফার্সী থাকার কারণে ঐতিহ্যিকভাবে ইসলামী শিক্ষাধারায় বহু যুগ পূর্ব থেকেই আরবী-ফার্সী মেলবন্ধনে এবং পরবর্তীতে আরবী-উর্দূ মাধ্যমে চর্চা হতে থাকে। কিন্তু এ অঞ্চলের মানুষ শত শত বছর ধরে মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করে আসছে। তাই মাদরাসা শিক্ষায় অন্য ভাষার প্রভাব থাকলেও মাতৃভাষা হিসেবে বাংলায় কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হতো না এটা বলা অসম্ভব। তবে বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন এ দেশের শিক্ষাঙ্গনকে দারুণভাবে আন্দোলিত করে। কারণ মাতৃভাষার জন্য রক্তদান পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতাত্তোর পর্যায়ক্রমে মাদরাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও বাংলা ভাষায় পঠন, পাঠন ও অধ্যাপনা শুরু হয়। তবে কে বা কারা প্রথমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা শুরু করেন তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল।

মাঠপর্যায় অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে, বাংলাদেশের আলিয়া ধারায় সর্বপ্রথম ১৯২৯ সালে মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী ব্যক্তিক উদ্যোগে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হাদীসসহ অন্যান্য বিষয়ে বাংলা ভাষায় পাঠদান প্রচলনের প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। যেহেতু আলিয়া ধারা শুরু থেকেই সরকার স্বীকৃত ও অনুদানপ্রাপ্ত মাদরাসা, সেহেতু এ ধারায় ১৯৪৯ সালে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়ে সকল আলিয়া মাদরাসাগুলো একিভূত করলেও তখন পর্যন্ত এ ধারায় মাতৃভাষা প্রায় উপেক্ষিত ছিল; কিন্তু স্বাধীনতাত্তোর ১৯৭৮ সালে সরকারিভাবে মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড অর্ডিন্যান্স জারি হওয়ার পর থেকে বোর্ডের অধীন কারিকুলাম ও সিলেবাস প্রণয়ন, পরীক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে শুরু হয়ে আসছে। তাই বলা যায়, বোর্ড প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বে কোনো কোনো ব্যক্তিক কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার সূচনা হয়। বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর থেকে আলিয়া ধারার মাদরাসা জগতে বাংলা ভাষার চর্চার (পঠন, পাঠন ও পরীক্ষা গ্রহণ) সূচনা ধরা হলেও বাস্তবে তা "বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড অর্ডিন্যান্স" জারির পর থেকে ধীরে ধীরে তা ব্যাপকহারে শুরু হয়।

অপরদিকে মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী কওমী ধারার অনেক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাংলা ভাষায় বহু গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ করেন। এ ছাড়া তারই প্রেরণায় শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক প্রথম পূর্ণাঙ্গ বুখারী শরীফ বঙ্গানুবাদ করেন এবং অসংখ্য হাদীসবিশারদ সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করেন। তা ছাড়া হাটহাজারী মাদরাসার মাওলানা শাহ আহমদ শফী উর্দূমিশ্রিত বাংলা এবং মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় অধ্যাপনার মাধ্যমে অনেক মুহাদ্দিস সৃষ্টিতে অবদান রেখেছেন। তবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলা ভাষায় পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মালিবাগ জামিয়া শারঈয়ার প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে তার ছাত্রদের মধ্যে মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়াহ, মাওলানা ইসহাক ফরিদীসহ অনেকেই কওমী অঙ্গনে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় ভূমিকা রাখেন। ফলে কওমী শিক্ষাধারায় একবিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা শুরু হয়ে বর্তমানে প্রসিদ্ধ প্রায় সকল মাদরাসায় তা চালু রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে হাদীস পঠন-পাঠনের পাশাপাশি বিজ্ঞ হাদীসবিদগণের তত্ত্বাবধানে এ বিষয়ক উচ্চতর গবেষণাকর্ম (এম.ফিল ও পিএইচ.ডি.) সম্পাদিত হচ্ছে। তাই নিম্নে সকল ধারা (আলিয়া, কওমী ও বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে বাছাইকৃত বাংলাভাষী প্রখ্যাত হাদীসবিশারদগণের (প্রয়াতদের মৃত্যু সালের ক্রমানুসারে এবং জীবিতদের জন্ম সালের ধারাবাহিকতায়) সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত এবং বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় তাঁদের অবদানের বর্ণনা উপস্থাপিত হলো-

Dhaka University Institutional Repository

ক. প্রয়াত হাদীসবিশারদগণের বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান

বাংলাদেশে বাংলাভাষী যে সকল হাদীসবিদের (১৯৫২-বর্তমান) বাংলা ভাষায় হাদীসশাস্ত্র পঠন-পাঠন, গবেষণা, প্রচার-প্রসার, গ্রন্থপ্রণয়ন এবং হাদীস শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে অবদান রয়েছে তাদের মধ্যে প্রখ্যাত কয়েক জনের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য ও অবদান সম্পর্কে নিম্নে পর্যালোচনা উপস্থাপিত হলো-

মাওলানা সাঈদ আহমদ সন্দ্বীপী (রহ.) [১৮৮২-১৯৫৫ খ্রি.]

জন্ম-পরিচিতি : বাংলাদেশের প্রথম শায়খুল হাদীস, যুগশ্রেষ্ঠ সংস্কারক, মাওলানা সাঈদ আহমদ সন্দ্বীপী (রহ.) চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে ১৩০০ হিজরী মোতাবেক ১৮৮২ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা নুর বখস (রহ.) ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলিমে দ্বীন।[১]

শিক্ষাজীবন : মাওলানা সাঈদ আহমদ স্বীয় পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর মাত্র এগারো বছর বয়সে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে সুদূর ভারত গমন করেন। ১৮৯৩ সালে এই বিদ্যোৎসাহী জ্ঞান পিপাসু মাওলানা সাঈদ আহমদ (রহ.) কিশোর বয়সেই দারুল উলূম দেওবন্দের শায়খুল হাদীস, স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রনায়ক, শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহ.) এর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন। তিনি তার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের সীমাহীন স্নেহ-মায়ায় জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবগাহন করে তাতে বুৎপত্তি অর্জন করেন এবং ১৯০৫ সালে হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রে উচ্চতর সনদ লাভ করেন। তিনি ছাত্র জীবনে ইসলামী শরীয়তের জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি তাসাওউফ শাস্ত্রের প্রতিও মনোনিবেশ করেছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি মাওলানা রশীদ আহমদ গংগুহী (রহ.) এর নিকট আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেন। তার ইন্তিকালের পরে তিনি শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দীর (রহ.) নিকট হতে বায়াত গ্রহণ করেন এবং খিলাফত প্রাপ্ত হন।[২]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : ১৯০৫ সালে মাওলানা সাঈদ আহমদ দারুল উলূম দেওবন্দ হতে হাদীস শাস্ত্রে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা জমীরুদ্দীন (রহ.) এর পরামর্শে উক্ত মাদরাসায় শায়খুল হাদীস পদে যোগদান করেন। তথায় তিনি একাধারে প্রায় ৩৫ বছর যাবৎ নিষ্ঠার সাথে হাদীসশাস্ত্রের অধ্যাপনায় নিয়োজিত থাকেন। তাঁর হাদীস পাঠদান ছিল বিপুল সাড়া জাগানো, অত্যন্ত জনপ্রিয়; যা মূলত হাদীস চর্চার ময়দানে এক অভূতপূর্ব বিপ্লবের সৃষ্টি করেছে। পূর্ব বাংলায় তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তিত্ব, যার অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ সর্বত্র হাদীসে নববীর সুবাস ধারা প্রবাহিত হচ্ছে, বাংলার প্রতিটি জনপদে ওহীর জ্ঞানের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তিনি দীর্ঘ প্রায় তিন যুগ যাবৎ দারুল উলূম হাটহাজারীর শায়খুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে (হাটহাজারীর) অনতিদূরে চারিয়ায় কাসেমুল উলূম মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শায়খুল হাদীস ও পরিচালক হিসেবে হাদীসশাস্ত্রের অধ্যাপনায় ব্রতী থাকেন।[৩] বাংলাদেশে বিশেষত: দারুল উলূম হাটহাজারীর প্রথম শায়খুল হাদীস হিসেবে হাদীসশাস্ত্র চর্চা, গবেষণা ও বাংলাভাষী হাদীসবিশারদ সৃষ্টিতে তাঁর ত্যাগ ও অবদান অনস্বীকার্য; কারণ এ মহান শায়খুল হাদীস হাটহাজারী মাদরাসায় ৩৫ বছর এবং চারিয়া মাদরাসায় ১৭ বছর মোট ৫২ বছরে সহীহ বুখারীসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ অধ্যাপনার মাধ্যমে বাংলাভাষী অসংখ্য হাদীসবিদ তৈরি করেছেন। যারা প্রায় প্রত্যেকেই বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে বাংলা ভাষায় হাদীস পঠন-পাঠন ও চর্চায় অবদান রেখেছেন এবং রাখছেন। তার ধারাবাহিকতায় স্বীয় শিক্ষার্থীদের পরম্পরায় হাদীসশাস্ত্রের জ্ঞানের মশাল থেকে অনন্তকালব্যাপী ওহীর আলো বিলাবেন বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে। এ সবই মূলত: তারই কৃতিত্ব।

ইন্তিকাল : হাদীসশাস্ত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র, বাংলাদেশের প্রথম মুহাদ্দিস, শায়খুল হাদীস মাওলানা সাঈদ আহমদ হিজরী ১৩৭৫ মোতাবেক ১৯৫৭ সালে মহান প্রভুর রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চারিয়া মাদরাসার দক্ষিণ পার্শ্বে তাকে দাফন করা হয়।[৪]

---

১ মাওলানা মুহাম্মদ জুনায়েদ বাবুনগরী, 'দারুলউলূম হাটহাজারী ও ইলমে হাদীছ', *মাসিক মঈনুল ইসলাম*, চট্টগ্রাম: দারুলউলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসা, সংখ্যা-এপ্রিল, ১৯৯৫খ্রি., পৃ.২০

২ *প্রাগুক্ত*

৩ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান সম্পাদিত, *আমরা যাদের উত্তরসুরী*, ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০৯খ্রি.. পৃ. ১৯১; *প্রাগুক্ত*, পৃ.২১

৪ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯২

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আব্দুল আযীয (রহ.) [১৯০১-১৯৬৩ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচিতি : মাওলানা আব্দুল আযীয (রহ.) ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত নগরকান্দা (বর্তমান সালথা) থানাধীন রামকান্তপুর ইউনিয়নের বাহিরদিয়া গ্রামে আনুমানিক ১৯০১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা খন্দকার মুহাম্মদ সদরুদ্দীন। শৈশব থেকেই তার মধ্যে উন্নত নৈতিকতা ও মানবীয় উত্তম গুণাবলীর অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি তাঁর স্বভাব সুলভ মাধুর্যপূর্ণ আলাপচারিতা, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, চলন-বলন ও ব্যতিক্রমধর্মী আচরণের সংস্পর্শে পাড়া-পড়শিসহ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[৫]

শিক্ষাজীবন : মূলত: একজন মা-ই শিশুর শিক্ষার্জনের প্রথম পাঠশালা। খুব অল্প বয়সেই বালক আব্দুল আযীয তার মায়ের নিকট থেকে কুরআনের তা'লীম গ্রহণ করেন, প্রয়োজনীয় সকল সূরা-কিরাত আত্মস্থ করেন। মাতৃস্নেহে শিক্ষাগ্রহণ কালেই তার মেধা, তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি ও সুপ্ত প্রতিভার স্ফুরণ পরিলক্ষিত হয়। প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে তিনি কৃতিত্বের সাথে বৃত্তি লাভ করেন। মাওলানার অসাধারণ মেধা, স্মৃতিশক্তি ও সুষমামণ্ডিত আচার-আচারণ ও শিষ্টাচার সমৃদ্ধ চরিত্র মাধুর্যের মাধ্যমে রামকান্তপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও সমাজের লোকদের বিমুগ্ধ করে সকলের প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন। এরপর মাওলানা আব্দুল আযীয মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণের জন্য নগরকান্দা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। তথায় তিনি সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাগ্রহণ করেন। আনুমানিক ১৯১৭ সালে তিনি ঢাকার জেলখানা রোডের পার্শ্বস্থ ইসলামিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। তখন ঢাকা ইসলামিয়া (আলিয়া) মাদরাসার অধ্যক্ষ ছিলেন শামসুল উলামা আব্দুল ওয়াহিদ (রহ.)। অতঃপর তিনি ১৯২৩ সালে হাদীস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জনের লক্ষ্যে ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত সাহারানপুর জেলার 'মাযাহির-এ উলূম' মাদরাসায় ভর্তি হন। তথা থেকে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শেষ করে তিনি বিশ্ববিখ্যাত দ্বীনী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন এবং দীর্ঘ দিন যাবৎ তাফসীর ও হাদীস বিষয়ে গবেষণামূলক অধ্যয়ন করে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। তার প্রসিদ্ধ শিক্ষকদের মধ্যে মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.), মাওলানা আব্দুর রহমান কামেলপুরী (রহ.), মাওলানা আব্দুল লতিফ (রহ.), মাওলানা মুফতী ইনায়েত ইলাহী (রহ.), মাওলানা আসাদুল্লাহ খান (রহ.), শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.), মাওলানা সিদ্দীক আহমদ (রহ.) এবং দারুল উলূম দেওবন্দে তার হাদীসশাস্ত্রের শিক্ষকগণের মধ্যে-শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) ও মাওলানা ইবরাহীম বালয়াভী (রহ.) প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৬]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : মাওলানা আব্দুল আযীয (রহ.) ১৯৩২ মতান্তরে ১৯৩৩ সালে দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষা সমাপনান্তে তার আধ্যাত্মিক গুরু মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর (রহ.) অনুমতিক্রমে দেশে ফিরে প্রথমে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জামিয়া ইউনুসিয়ায় তিন বছর যাবৎ হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, মানতিক, ফালসাফাসহ নানাবিধ শাস্ত্র পাঠদান করেন। ১৯৪১ সালে ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা থানাধীন বাহিরদিয়ার নিঝুম পল্লীতে প্রতিষ্ঠা করেন 'জামিয়া ইসলামিয়া আজিজিয়া'। এ মাদরাসা পরিচালনার জন্য সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করেন এবং আজীবন তিনি এ প্রতিষ্ঠানেই হাদীসশাস্ত্র পাঠদান করে গেছেন। তার বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন হলেন, মাওলানা আশরাফ আলী, নায়েব মুহতামিম, জামিয়া ইসলামিয়া আজিজিয়া; মাওলানা আকরাম আলী, মুহাদ্দিস, ফরিদপুরের খাবাশপুর মাদরাসা; মাওলানা জহুরুল হক, মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস, জামিয়া আরাবিয়া নিযামুল উলূম মাদরাসা; মাওলানা সুলাইমান ও মাওলানা হুসাইন আহমাদ, মুহাদ্দিস, জামিয়া ইসলামিয়া আজিজিয়া; মাওলানা তৈয়্যবুর রহমান, অধ্যক্ষ, মাজড়া আলিয়া মাদরাসা; মাওলানা কায়সার আলী, মুহতামিম, ময়েনদিয়া ইমদাদুল উলূম কওমী মাদরাসা প্রমুখ।[৭] হাদীসশাস্ত্রের এই মহান সাধক তার জীবনের সুদীর্ঘ ৩০ বছর সীমাহীন ত্যাগ ও পরিশ্রমের বিনিময়ে হাদীসের পঠন-পাঠন ও প্রচারের মধ্যদিয়ে বহু বাংলাভাষী হাদীসবিদ সৃষ্টি করে এ ভাষায় হাদীস চর্চায় অসামান্য অবদান রেখে গেছেন।

ইন্তিকাল : প্রচার বিমুখ জ্ঞানসাধক, হাদীসবিশারদ মাওলানা আব্দুল আযীয (রহ.) ১৯৬৩ সালে এ ধরা ছেড়ে মহান রবের সাক্ষাতে চলে যান। তার প্রিয় প্রতিষ্ঠান জামিয়া ইসলামিয়া আজিজিয়ার পার্শ্বেই তাকে সমাহিত করা হয়েছে।[৮]

---

৫ রেজাউল হক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *আল্লামা আবদুল আযীয (রহ.) : জীবন ও কর্ম*, ফরিদপুর: ফতেহাবাদ ফাউন্ডেশন, ২০০৯, পৃ. ১৯

৬ বি.দ্র.: *প্রাগুক্ত*, পৃ.২২-২৫

৭ বি.দ্র.: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৩-৩৭

৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৮০

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.) [১৮৯৬-১৯৬৭ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচিতি : খ্যাতিমান হাদীসবিশারদ, নির্ভিক বিতার্কিক, বিজ্ঞ আরবীবিদ, ফখরে বাঙ্গাল নামে খ্যাত মাওলানা তাজুল ইসলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাস্থ ভুবন গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত আলিম পরিবারে ১৮৯৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা আনোয়ার আলী। তিনি সে যুগের একজন নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন।[৯]

শিক্ষা জীবন : মাওলানা আনোয়ার আলী তাঁর প্রিয় পুত্রকে শৈশবে স্থানীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো– বালক তাজুল ইসলাম মাত্র নয় মাসের মধ্যে ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা, অংক, ইংরেজি ও ব্যাকরণসহ সকল পাঠ্যপুস্তক আদ্যপান্ত মুখস্থ করে ফেলেন। বালক তাজুলের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও তীক্ষ্ম মেধা উপলব্দি করে তার পিতা তাকে পাশ্ববর্তী জেটা গ্রামের মাওলানা আব্দুল করীমের সংস্পর্শে রেখে প্রাথমিক কিতাবাদি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। অতঃপর তিনি শ্রীঘর মাদরাসায় এবং পরবর্তীতে সিলেটের (বর্তমান হবিগঞ্জ জেলা) বাহুবল মাদরাসায় ভর্তি হয়ে কয়েক বছর অধ্যয়ন করেন। ১৯১৮ সালে সিলেট আলিয়া মাদরাসা থেকে জামাতে উলার (ফাযিল শ্রেণির) কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় তিনি মেধাতালিকায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর তিনি খিলাফত আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। কিছুদিন পরে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯১৯ সালে ভারতের দেওবন্দ গমন করেন। তথায় তিনি চার বছর অধ্যয়ন করেন। কথিত আছে যে, তিনি দেওবন্দে অধ্যয়নকালে সনদসহ কয়েক হাজার হাদীস ও বিখ্যাত ফিকহ গ্রন্থ *"হিদায়া"* সম্পূর্ণ মুখস্থ করেছিলেন। তার হাদীসের শিক্ষকগণের মধ্যে মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী, সাব্বির আহমাদ উসমানী, ইব্রাহীম বালীয়াবী (রহ.) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ১৯২৩ সালে দারুল উলূম দেওবন্দের চূড়ান্ত পরীক্ষায় মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.) ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করলে তাকে মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) তথায় শিক্ষক হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন; কিন্তু শায়খ তার পিতার অনুরোধ বিবেচনা করে তাকে বিদায় দেন। কথিত আছে যে, বিদায় বেলা তাকে উদ্দেশ্য করে কাশ্মিরী (রহ.) বলেন, "দারুল উলূমের জ্ঞান ভাণ্ডার তাজুল ইসলামের সঙ্গে বাংলায় চলে যাচ্ছে"।[১০]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : দেশে প্রত্যাবর্তনের পর কিছুদিন তিনি কুমিল্লার সুয়াগাজী মাদরাসায় হাদীসশাস্ত্রের পাঠদান করেন। অতঃপর ১৯২৩ সালে তিনি কুমিল্লাস্থ জামিয়া মিল্লিয়ায় শায়খুল হাদীস পদে সহীহ বুখারীসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ অধ্যাপনা করেন। ১৯২৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামিয়া ইউনুসিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষের পদ শূন্য হলে প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইউনুস (রহ.) একজন সুযোগ্য অধ্যক্ষ অনুসন্ধান করছিলেন। এ দিকে ফখরে বাঙ্গালের কুমিল্লা জামিয়া মিল্লিয়া ছেড়ে চলে আসার সংবাদ পেয়ে মাওলানা ইউনুস পত্রযোগে উক্ত পদের জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানান এবং তিনি তা সাদরে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। অতঃপর তার উপর মাদরাসা পরিচালানার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তখন থেকেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদরাসার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।[১১] ফলে অল্পদিনের ব্যবধানে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি দেশের অন্যতম সেরা বিদ্যাপীঠে উন্নীত হয়। মাওলানা তাজুল ইসলাম উক্ত পদে ইন্তিকাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৪২ বছর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সুচারুরূপে নিজ দায়িত্ব পালন করেন এবং শায়খুল হাদীস হিসেবে সহীহ বুখারীসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাব অধ্যাপনা করেন। তার সুদীর্ঘ শিক্ষকাতা জীবনে মুহাদ্দিস ও আলিম তৈরি করেছেন। তার অসংখ্য বাংলাভাষী হাদীসবিদ ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জামিয়া ইউনুসিয়ার মুহাদ্দিস মাওলানা আব্দুল জাব্বার, মাওলানা নূরুল্লাহ, মুক্তাগাছা আলিয়া মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস মাওলানা আব্দুর রশীদ প্রমুখ। এ ছাড়াও তিনি কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে বিতর্ক ও ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে কুরআন-হাদীসের জ্ঞান প্রচার-প্রসার এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিভিন্ন সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করে ইসলামের সুমহান আদর্শ উপস্থাপন করেছেন। কথিত আছে,"মিসরের রাজধানী কায়রোতে এক সম্মেলনে তার সারগর্ভ আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে কর্তৃপক্ষ তাকে 'হাফিযে হাদীস' উপাধিতে ভূষিত করেন।"[১২]

---

৯ মুফতি মোবারকুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ, *জামিয়া ইউনুছিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শতবর্ষ পুর্তি স্মারক*, ব্রাহ্মণবাড়িয়া: জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুসিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ২০১৫খ্রি., পৃ.৯৫

১০ মাওলানা এস এম আমিনুল ইসলাম, *বাংলার শত আলেমের জীবনকথা*, ঢাকা: বই ঘর, ২০১৪ খ্রি., পৃ.১৩৯; বি.দ্র.: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৯৬-১০০

১১ বি.দ্র.: মুফতি মোবারকুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১০৭-১০৯; *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪০

১২ *প্রাগুক্ত*, পৃ.১১১

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল : বাংলার গৌরব মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.) ১৯৬৭ খ্রি ৩ এপ্রিল সোমবার ৭১ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।[১৩]

মাওলানা গিয়াস উদ্দীন (রহ.) [১৮৭৫-১৯৬৭ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচিতি : মাওলানা গিয়াস উদ্দীন (রহ) ১৮৭৫ সালে চাঁদপুর জেলার শহরমালীতে এক দ্বীনদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোসলেম উদ্দীন। তিনি অত্যন্ত দ্বীনদার পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর আম্মাজানও ছিলেন অত্যন্ত পর্দানশীন, আবেদা, যাহেদা ও মহীয়সী রমনী। [১৪]

শিক্ষাজীবন : মাওলানা গিয়াস উদ্দীন বাল্যকালে তাঁর চাচাতো ভাইদের কাছে পড়ালেখা শুরু করেন। সে সময় নোয়াখালীর মিয়া সাহেব নামে খ্যাত একজন শিক্ষকের কাছেও তিনি লেখাপড়া করেন। শৈশবে শিশুসুলভ এক আচরণের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনে আসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন, যা আল্লাহ পাকের কুদরত বৈ-আর কিছু নয়। কথিত আছে, একদিন তিনি পিঠা বানানোর জন্য প্রস্তুতকৃত চালের গুড়া গায়ে মেখেছিলেন আর বলছিলেন, গায়ে পাউডার দিচ্ছি। তার আম্মা এ দৃশ্য দেখতে পেয়ে তাঁকে তাড়া করেন। এ তাড়া খেয়ে তিনি আর ঘরে ফেরেননি। চলে যান দারুল উলূম দেওবন্দে। সেখানে দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় অবস্থান করে তিনি ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারের বিভিন্ন শাখায় বুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) এর খানকায় ছয় মাস বা তার চেয়ে কিছু বেশি দিন অবস্থান করেন। এ সময় তার মায়ের অসুস্থার খবর পেয়ে থানবীর (রহ.) অনুমতি ক্রমে তিনি বাড়ি এসে দেখেন, তার স্নেহময়ী মা অন্ধ হয়ে গেছেন। তখন তিনি দোয়া পড়ে তাঁর মায়ের চোখে ফুঁক দিলে সাথে সাথেই তার চোখ দৃষ্টি ফিরে পায়। শিক্ষা জীবনে তিনি যেসব গুণী শিক্ষকদের সংস্পর্শে থেকে দ্বীনের গভীর জ্ঞানার্জন করেছেন তন্মধ্যে- মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী; মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী; মাওলানা আশরাফ আলী থানবী ও মাওলানা ইয়াকুব নানুতুবী (রহ.) প্রমুখ।[১৫]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলে প্রথমদিকে যে কজন হাদীসবিশারদ হাদীসশাস্ত্র চর্চায় অবদান রেখেছিলেন তন্মধ্যে মাওলানা গিয়াস উদ্দীন (রহ.) অন্যতম। তিনি দেওবন্দ থেকে লেখাপড়া শেষে দেশে ফিরে বাংলার বিপ্লবী নেতা হাজী শরীয়াতুল্লাহর ছেলে পীর মোহসেনুদ্দীন দুদু মিয়ার সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে মানুষকে দীন ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। একদা উজানীর কারী ইবরাহীম (রহ.) এর জামাতা মাওলানা ইদরীসের অনুরোধে নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদরাসায় সহসুপার পদে যোগদান করেন। মাওলানা ইদরীস (রহ.) এর ইন্তিকালের পর ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবকদের অনুরোধে মাদরাসার সুপারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে মাদরাসায় কামিল ক্লাস খোলা হলে তিনি অধ্যক্ষ পদ অলংকৃত করেন এবং তথায় বুখারী, তিরমিযী, মুসলিম ইত্যাদি কিতাবের দারস প্রদান করেন।[১৬] একেবারে স্বল্প মেধার অধিকারী ছাত্র ও মেধাবী প্রতিভাধর শিক্ষার্থী তার পাঠ থেকে সমভাবে উপকৃত হতো। এটাই ছিল তাঁর পাঠদানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সারাদেশে এ মহান শায়খুল হাদীসের তৈরী বাংলাভাষী অসংখ্য মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকিহ ছাত্র ও ছাত্রের ছাত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন; তারাও বাংলা ভাষায় হাদীসশাস্ত্র চর্চা, শিক্ষা ও প্রচার-প্রসারে অবদান রাখছেন।

ইন্তেকাল : মাওলানা গিয়াস উদ্দীন (রহ.) ১৯৬৭ সালে মহান প্রভূর ডাকে সাড়া দিয়ে এই দুনিয়া থেকে চির বিদায় নেন।[১৭]

মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) [১৮৯৬-১৯৬৯ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচিতি : ইসলামী শিক্ষাবিদ, প্রখ্যাত আলিম ও সমাজ সংস্কারক মাওলানা শামসুল হক (রহ.) ১৮৯৬ খ্রি. মোতাবেক ১৩০২ বঙ্গাব্দের ২ ফাল্গুণ পবিত্র জুমা'আবার সুবহে সাদিকের শুভক্ষণে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার (বর্তমান গোপালগঞ্জ) টুঙ্গিপাড়া থানাধীন গওহার ডাঙ্গা পল্লীতে মুন্সি মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ও আমীনা

---

১৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ.১১৫

১৪ অফিস রেকর্ড ফাইল, নোয়খালী ইসলামিয়া আলিয়া মাদরাসা; মাওলানা এস এম আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১০৫

১৫ *প্রাগুক্ত*

১৬ অফিস রেকর্ড ফাইল, নোয়খালী ইসলামিয়া আলিয়া মাদরাসা।

১৭ মাওলানা এস এম আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১০৮

Dhaka University Institutional Repository

খাতুনের কোলজুড়ে আগমন করেন। শৈশব থেকেই তার স্বভাবে নম্রতা, ভদ্রতা, বিনয়, চিন্তাশীলতা ও লাজুকতার ন্যায় মহৎ গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল। পরিণত বয়সে তিনি 'সদর সাহেব হুজুর' নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন।[১৮]

শিক্ষা জীবন : চার বছর বয়সে তিনি তার মাতৃস্নেহে কুরআন শিক্ষা শুরু করেন। তারপর তিনি পাটগাতির হিন্দু পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র বাবুর পাঠশালায় এবং ছোট শেখদের বাড়ী মুন্সি আজিজুল হকের পাঠশালায় তৃতীয় শ্রেণি সমাপ্ত করে সুটিয়াকান্দি স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। তারপর তিনি ভাগুটিয়া হাইস্কুল থেকে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণি সমাপ্ত করেন। ছোটবেলা থেকেই মাওলানা শামসুল হক (রহ.) তুখোড় মেধাবী ও তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। আরবী শেখার প্রতি ছিল তাঁর প্রবল ঝোক। তিনি ১৯২০ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন কালে মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর (রহ.) সংস্পর্শে যান। ফলে দীনী শিক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয় তার। তাই মাওলানা থানভী (রহ.) এর পরামর্শে তিনি সাহারানপুর মাদরাসায় ভর্তি হয়ে মিশকাত জামাত পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসায় তিন বা চার বছর পড়াশোনা করে অন্যান্য বিষয়ের সাথে হাদীসশাস্ত্রের কৃতিত্বের সাথে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ছাত্রজীবনেই আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে দেওবন্দ থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার দীর্ঘ ৩৫ মাইল পথ অতিক্রম করে থানাভবনে মাওলানা থানভী (রহ.) এর সংস্পর্শে গমন করতেন। শরীয়তের জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি সেখানে তাসাওউফের ইলমও শিক্ষা করতে থাকেন। অবশেষে উভয় জ্ঞানে পূর্ণতা অর্জন করে ১৯২৮ সালে দেশে ফিরে আসেন।[১৯]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : দেশে প্রত্যাবর্তন করে সদর সাহেব (রহ.) স্বীয় শিক্ষক মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.) এর পরামর্শে জামিয়া ইউনুসিয়ার প্রধান মুহাদ্দিস ও পরিচালক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকার বড় কাটারা মাদরাসায় শায়খুল হাদীস পদ অলংকৃত করেন। অতঃপর ১৯৫০ সালে তিনি লালবাগে জামিয়া কুরআনিয়া মাদরাসা স্থাপন করে সেখানেই হাদীসশাস্ত্র অধ্যাপনা ও মুহতামিমের দয়িত্ব পালন করেন। পাশা পাশি বড় কাটারা, লালবাগ, গওহারডাঙ্গা ও ফরিদাবাদ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[২০] তার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাসমূহ থেকে যেমনিভাবে অগণিত হাদীসবিশারদ সৃষ্টি হচ্ছে; তেমনি তার সরাসরি মুহাদ্দিস ছাত্রবৃন্দ কিংবা তার ছাত্রের ছাত্রদের দ্বারা বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা চলমান রয়েছে এবং তা চালু থাকবে অনন্ত কালব্যাপী। ইসলামী জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারে অবদানের জন্য তাঁকে "সদর সাহেব" উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

রচনাবলী : মুসলিমদের ঈমানী চেতনা, ইসলামী তাহজীব-তামদ্দুন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও মৌলিক লিখনীতে মাওলানা ফরীদপুরীর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। বাংলা ভাষায় তার রচিত ৭৬টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে- ১. *বায়আতনামা*; ২. *তওবানামা;* ৩. *ইলমের ফযীলত*; ৪. *তেজারতের ফযীলত* প্রভৃতি এবং তার বাংলায় অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে "*বেহেশতী জেওর* (১১খণ্ড)" অন্যতম।[২১]

রাজনৈতিক জীবন : সদর সাহেব (রহ.) মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, দারস-তাদরীস ও লেখালেখির পাশা পাশি আদর্শ রাজনীতির ময়দানেও সক্রিয় ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম ১৯২০ সালে ব্রিটিশবিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তান মুসলিমলীগের পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিমলীগকে সমর্থন জানান।[২২]

ইন্তিকাল : ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার, ২:৩০ মিনিটে বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ, সদরুল উলামা মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) অগণিত শিষ্য ও ভক্তবৃন্দকে শোক-সাগরে ভাসিয়ে ইহকাল ত্যাগ করেন।[২৩]

---

১৮ মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, *সমাজ সংস্কারক আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরীর জীবনী*, ঢাকা: খাদেমুল ইসলাম পাবলিকেশন্স,১৯৯৮খ্রি., পৃ.৭১

১৯ দাওরায়ে হাদীস (মাস্টার্স) সমাপনী ছাত্রবৃন্দ, *আল ইমদাদ ২০১৯*, ঢাকা: জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ, পৃ. ১২

২০ *প্রাগুক্ত;* মুফতি মোবারকুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ রচিত, *জামিয়া ইউনুছিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া শতবর্ষ পুর্তি স্মারক*, ব্রাহ্মণবাড়িয়া: জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ২০১৫খ্রি., পৃ.৮৫-৮৭

২১ দাওরায়ে হাদীস (মাস্টার্স) সমাপনী ছাত্রবৃন্দ, *আল ইমদাদ ২০১৯*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩; মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৫

২২ মুফতি মোবারকুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩

২৩ দাওরায়ে হাদীস (মাস্টার্স) সমাপনী ছাত্রবৃন্দ, *আল ইমদাদ ২০১৯*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২;

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুহাম্মদ মুশাহিদ বাইয়মপুরী (রহ.) [১৯০৯-১৯৭০ খ্রি.]

জন্ম-পরিচিতি : মাওলানা মুহাম্মদ মুশাহিদ (রহ.) ১৯০৯ সাল মোতাবেক ১৩২৭ হিজরীর মুহাররম মাসের কোন এক পবিত্র জুম'আবার সিলেট জেলার কানাইঘাট থানার অন্তর্গত বাইয়মপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ক্বারী মুহাম্মদ আলীম এবং মাতার নাম মোছাম্মত ছফিয়্যা। তার পিতামাতা উভয়েই অত্যন্ত দ্বীনদার ও পরহেজগার, মুত্তাকী ছিলেন। তবে আব্বার চেয়ে আম্মার প্রভাব তাঁর উপর বেশি পড়েছিল। কেননা বাল্যকালেই তাঁর আব্বা তাঁকে ইয়াতীম করে পরলোক গমন করেন। তাঁর আম্মা ছিলেন পবিত্র কুরআনের হাফিজা। এ ছাড়া উর্দু ও বাংলা ভাষায় তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল। তাই বালক মুশাহিদের শৈশবের শিক্ষক ও অভিভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ছিলেন তার স্নেহময়ী মাতা।[২৪]

শিক্ষা জীবন : শৈশবে তার আম্মার কাছেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা, আদব ও আখলাকে সমৃদ্ধ হন। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআন, উর্দু ও বাংলা ভাষায় পূর্ণ পারদর্শিতা অর্জন করেন। অতঃপর তিনি কানাইঘাট ইসলামিয়া মাদরাসায় সাত বছর অধ্যয়ন করেন। উক্ত মাদরাসায় পড়ালেখা শেষ করে লালারচক স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। জ্ঞানকাতর মুশাহিদ অবশেষে ভারতের রামপুর আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। উক্ত মাদরাসায় দীর্ঘ পাঁচ বছর হেকমত (বিজ্ঞান), ফালছাফা (দর্শন), মানতিক (যুক্তিবিদ্যা) ইত্যাদি বিষয়াদির শিক্ষা সমাপনান্তে হাদীস অধ্যয়নের নিমিত্ত রামপুর থেকে মিরাটের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস-আলিম মাওলানা মাশিয়্যাতুল্লাহ এর নিকট গমন করে হাদীসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেন। দুই বছর সেখানে হাদীস অধ্যয়নের পর দেশে প্রত্যাবর্তন করে দুই বছর কানাইঘাট ইসলামিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতার পর উচ্চতর জ্ঞানের সন্ধানে আবারও ১৯৩৮ সালে দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন। সেখানে শায়খুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) ও অন্যান্য মুহাদ্দিসদের সান্নিধ্যে হাদীসের উচ্চতর জ্ঞান অধ্যয়নে দীর্ঘ দেড় বছর অতিবাহিত করেন এবং চুড়ান্ত পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। মাওলানা মুশাহিদ শরীয়তের সর্বোচ্চ জ্ঞানার্জনের সাথে সাথে মাওলানা থানভী (রহ.) এবং মাওলানা মাদানী (রহ.) এর কাছ থেকেও আধ্যাত্মিকতার দীক্ষাও লাভ করেন।
অবশেষে মাওলানা হাফেজ আহমদ জৈনপুরী (রহ.) এর খলীফা মাওলানা ইয়াকুব বদরপুরী (রহ.) এর কাছে আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে বায়আত হন এবং খিলাফত লাভ করেন।[২৫]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : দেওবন্দ হতে প্রত্যাবর্তন করে মাওলানা মুশাহিদ সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা, গাছবাড়ী মাদরাসা, দারুল উলূম কানাইঘাট মাদরাসা, আসামের বদরপুর মাদরাসা এবং ভারতের রামপুর জামিয়া ইসলামিয়া মাদরাসায় শায়খুল হাদীস হিসেবে হাদীসশাস্ত্রের দারস দেন। সর্বশেষে তিনি কানাইঘাট দারুল উলূম মাদরাসায় মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস পদে অধিষ্ঠিত হন।[২৬] তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে উক্ত মাদরাসাটিকে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ মহান হাদীস সেবক সুদীর্ঘ ৩০ বছর বিভিন্ন মাদরাসায় শায়খুল হাদীস হিসেবে হাদীস শিক্ষা দানের মাধ্যমে অগণিত বাংলাভাষী হাদীসবিশারদ সৃষ্টি করে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান রেখেছেন।

রচনাবলী : মাওলানা মুশাহিদ (রহ.) ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন। সেগুলোর বেশীর ভাগই পাণ্ডুলিপি আকারে রয়েছে। মুদ্রিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে কয়েকটি হলো-১. *ফতহুল কারীম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন '*ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থ নৈতিক উত্তরাধিকার*' নামে বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছে। ২. *আল-ফোরকান* (এলমে মারেফাতের সঠিক ব্যাখ্যা); ৩. *বিশ্ব রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম*। তার অপ্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে, ১. *মুশকিলাতুল কুরআন ওয়াল হাদীস* (আরবী); ২. *তাহকীক রুইয়াতুল হেলাল* (আরবী); ৩. *সত্যের আলো* (১ম ও ২য় খণ্ড); ৪. *তাফসীরে সূরায় ফাতেহা* ও ৫. *ছেমাউল কুরআন* (আরবী) প্রভৃতি।[২৭]

---

২৪ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৪
২৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫
২৬ মাওলানা এস এম আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩৫
২৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৬

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল : শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ মুশাহিদ (রহ.) ১৯৭০ সালে ঈদুল আযহার রাতে ৬৩ বছর বয়সে পাঁচ পুত্র ও ছয় কন্যাসহ অসংখ্য আলিম-ওলামা, ভক্ত-শিষ্যকে শোকসাগরে ভাসিয়ে মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে দুনিয়া থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন ।[২৮]

মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (রহ.) [১৯০০-১৯৭২ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচয় : উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, জ্ঞানতাপস, বিদগ্ধ লেখক, শিক্ষাসংস্কারক ও প্রচারবিমুখ মনীষী মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (রহ.) ১৯০০ সালের ১২ ডিসেম্বর ফেনী জেলার দাগনভূঁঞা থানার অন্তর্গত দক্ষিণ নিয়াজপুর গ্রামের ঐতিহ্যবাহী শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শেখ আলী আজম ও মাতা বেগম রহীমুন্নেসা অত্যন্ত দ্বীনদার পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন।[২৯]

শিক্ষা জীবন : মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমীর শৈশব শিক্ষার হাতেখড়ি পিতা শেখ আলী আজম ও নানা মুন্সী হাতেমের হাতে। অতঃপর তিনি গ্রামের নৈশ বিদ্যালয়ের শিক্ষক আব্দুল লতিফ মোল্লার নিকট প্রথমে আর্যমাত্রা এবং পরে রামসুন্দর বসাকের বাল্য শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯১৭ সালে তিনি দাগনভূঁঞা আজিজিয়া মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা এবং ১৯২০ সালে চট্টগ্রাম আবুরহাট মাদরাসায় মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণ করেন। পরে ১৯২২ সালে চট্টগ্রামের বিখ্যাত ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র দারুল উলূম মাদরাসায় ডাবল প্রমোশন নিয়ে জামাতে চাহররমে ভর্তি হন এবং জামাতে উলা পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। তিনি ১৯২৫ সালে অত্র প্রতিষ্ঠান থেকে কৃতিত্বের সাথে জামাতে উলা তথা ফাজিল ডিগ্রি অর্জন করেন।[৩০]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : বাংলা ভাষায় হাদীসশাস্ত্র চর্চায় মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমীর অবদান চির অম্লান হয়ে থাকবে। তিনি শিক্ষাজীবন সমাপনান্তে ফেনী আলিয়া মাদরাসায় (১৯২৮-১৯৪৩ খ্রি.) পনের বছর হাদীসশাস্ত্রসহ অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদানে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তাকে অপরিহার্য বলে মনে করতেন। তাই তিনি ১৯২৯ সালে ফেনী আলিয়া মাদরাসায় বাংলা সাহিত্যসহ অন্যান্য বিষয়ে পাঠদান চালু করেন; যদিও এ কারণে তাকে ব্যাপক বিরোধিতা ও সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। তিনি থেমে থাকেননি; বরং তার শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। ফলত: ১৯৬৪ সালে মাদরাসা শিক্ষার আধুনীকায়ণের লক্ষ্যে গঠিত 'মোয়াজ্জেম শিক্ষা কমিশনের' মাধ্যমে মাওলানা আজমীর সংস্কার পরিকল্পনার কিছুটা প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেছে। বস্তুত মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, দ্বীনী, কারিগরী ও আধুনিক শিক্ষার সম্বন্বয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোই ছিল মাওলানা আজমীর পরিকল্পিত শিক্ষাসংস্কারের মূল বক্তব্য।[৩১] তাই এ কথা নির্দিধায় বলা যায় যে, আলিয়া ধারায় বাংলা ভাষায় পঠন-পাঠনে মাওলানা আজমী ছিলেন অগ্রনায়ক ও পথপ্রদর্শক। এ ছাড়া শায়খ ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-খতীব আত-তাবরিজী সংকলিত *মিশকাতুল মাসাবীহ* এর বঙ্গানুবাদ "*মেশকাত শরীফ*" তার অমর কৃর্তী। এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি সাধু বাংলায় রচিত প্রথম সুষ্ঠু ও নির্ভরযোগ্য একটি ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ। এর ব্যাখ্যায় তিনি দৃঢ়ভাবে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতাদর্শের অনুসরণ করেছেন। এ ছাড়া মাওলানা আজমী রচিত "*হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*" যা হাদীসশাস্ত্রের মূলনীতি ও ইতিহাস বিষয়ক বাংলা সাহিত্যের একটি মৌলিক অবদান। বাঙ্গালী হাদীসপ্রেমী জনগোষ্ঠির কাছে এই গ্রন্থটির সমাদর কিংবা কদর কোনটিরই কমতি নেই।

রচনাবলী : মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী বাংলা ভাষায় ইসলামী ভাবধারায় অতি মূল্যবান ১১টি গ্রন্থ রচনা করেন। এ ছাড়া যুগ সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার গবেষণামূলক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি সমৃদ্ধ ৩২টি প্রবন্ধ[৩২] প্রকাশিত হয়েছে। তার রচিত গ্রন্থরাজির মধ্যে রয়েছে-

---

২৮ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১

২৯ মাওলানা এস এম আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪৩

৩০ জুলফিকার আহমদ কিসমতী, *বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর-মাশায়েখ*, খ.২, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৮খ্রি., ঢাকা: প্রগতি প্রকাশনী, পৃ.২৪

৩১ মোঃ ময়নুল হক ও মোঃ নাছির উদ্দীন, 'ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও ইলমে হাদীস চর্চায় মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (র:)', *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ষ্টাডিজ জার্নাল*, কুষ্টিয়া: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, খ.৮, সংখ্যা-২, জুন-২০০০খ্রি., পৃ. ১৭৯

৩২ এ. এস. এম. আজিজুল হক আনছারী সংকলিত, *মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমীর রচনাবলী*, ঢাকা: ইফাবা, প্রথম প্রকাশ-জানু: ১৯৮৫ খ্রি., পৃ. ৯৩ ; জুলফিকার কিসমতী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭-৭৮

Dhaka University Institutional Repository

১. *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*; ২. *মেশকাত শরীফ;* অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ভাষ্যগ্রন্থ ৩. *ঊনবিংশ শতাব্দীর আলেম সমাজ ও রাজনীতি;* ৪. *খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ;* ৪. *ইসলামের সমাজব্যবস্থা;* ৫. *ইসলামের অর্থব্যবস্থা*; ৬. *ইসলাম ও পাশ্চাত্য জগৎ*; ৭. *ইসলামের ভূমিব্যবস্থা* এবং ৮. *বাংলা সাহিত্যে ইসলামের প্রচার*, প্রভৃতি।

ইন্তিকাল : বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক, জাতিকে সঠিক পথের দিশারী মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী ১৯৭২ সালের ১৬ আগস্ট রাত ৯ টায় তার নিজ বাড়িতে ইন্তিকাল করেন।[৩৩]

শায়খ আব্দুর রহীম (রহ.) [১৯০৪-১৯৭৩ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচয় : ক্ষণজন্মা মনীষী শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুর রহীম ১৯০৪ সালে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত জাহাঙ্গীরপুরস্থ মোহাম্মদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ ইয়াকুব।[৩৪]

শিক্ষা জীবন : বালক আব্দুর রহীম ছোট বয়সে স্থানীয় মক্তব ও জুনিয়র মাদরাসার পাঠ সমাপনান্তে ঢাকার ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। তথা থেকে তিনি ১৯২৩ সালে হাই মাদরাসা ও ১৯২৫ সালে আই.এ পাস করেন। অতপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বি এ (অনার্স) এ ভর্তি হন। ১৯২৮ সালে তিনি কৃতিত্বের সাথে বি.এ (সম্মান) ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি শামসুল উলামা মুনাওয়ার আলী রামপুরীর নিকট সিহাহ সিত্তা এর পাঠ্যভুক্ত হাদীস অধ্যয়ন করেন।[৩৫] ১৯৩২ সালে তিনি বি.এল ডিগ্রি অর্জন করেন। অতঃপর ১৯৩৮ সালে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ হতে বি.টি পাস করেন। এরপর তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসায় ভর্তি হন। তথায় ১৯৪০-১৯৪৩ সাল পর্যন্ত হাদীস-তাফসীরের উচ্চ শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি দাওরা হাদীস ও তাফসীর পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকদের মধ্যে মাওলানা বেলায়েত হোসেন বীরভূমি, মাওলানা ইসহাক বর্ধমানী, মাওলানা আবু নসর ওহীদ ও শামসুল উলামা মুনাওয়ার আলী রামপুরী (রহ) প্রমুখ। অন্যদিকে দেওবন্দে তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকদের মধ্যে মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী, মাওলানা ইব্রাহীম বলিয়াবী, মাওলানা এজাজ আলী, মাওলানা মুফতী শফী (রহ.) প্রমুখের নিকট হাদীসশাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করেন। আর মাওলানা ইদরীস (কান্দলভী), মাওলানা মিঞা সাহেব, সৈয়দ আজগর হোসাইন ও শিব্বীর আহমদ উসমানীর (রহ.) থেকে তাফসীর শাস্ত্রের জ্ঞানার্জন করেছেন।[৩৬]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : শিক্ষাজীবন শেষে তিনি ১৯৩০ সালে ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে সহকারী শিক্ষক পদে যোগদান করেন এবং তথায় এক বছর পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। অল্প কিছু দিন তিনি জঙ্গীপুর দেওয়ানী আদালতে আইন পেশায় কাজ করেন। এরপর জঙ্গীপুর হাই মাদরাসায় সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে হাদীসশাস্ত্র অধ্যাপনায় যোগদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে হাদীস শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য দেওবন্দের দারুল উলূম মাদরাসায় পাঠানো হয়। ১৯৪৩ সালে তিনি দেওবন্দ থেকে হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে পুনরায় উক্ত বিভাগে যোগদান করেন এবং তথায় আমরণ হাদীস, তাফসীর, আকাইদ ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যাপনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।[৩৭]

রচনাবলী : প্রখ্যাত এই হাদীসবিশারদের আরবী ভাষা, ব্যাকরণ ও হাদীসের সনদে বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের আরবী ব্যাকরণ ও আরবী সাহিত্য রচনা করেন। এ ছাড়াও ১. *তাজরীদুল বুখারীর* প্রথম খণ্ডের অংশ বিশেষ তিনি বাংলায় অনুবাদ করেন। ২. *তাজরীদুল বুখারীর* দ্বিতীয় খণ্ডের তরজমা ও সম্পাদনায় অংশগ্রহণ করেন। ৩. ইমাম তিরমিযীর *"শামায়েলে তিরমিযী"* এর প্রথমার্দ্ধের বাংলা

---

৩৩ মাওলানা এস এম আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪৯

৩৪ মাওলানা আজমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৫; ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩

৩৫ মাওলানা আজমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৫

৩৬ *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২

৩৭ মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী সম্পাদিত, *মাসিক তর্জুমানুল হাদীস*, ঢাকা:আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউজ, ১৯৫৮খ্রি., ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ. ১.

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদকর্ম সম্পাদন করেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের টীকায় সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহের সূত্র, রাবীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও কঠিন শব্দগুলোর বিশ্লেষণ করেন। এ গ্রন্থে তার পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ পরিলক্ষিত হয়।[৩৮]

ইন্তিকাল : শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুর রহীম ১৯৭৩ সালের ১ মে মোতাবেক মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ৬৯ বছর বয়সে ঢাকায় পরলোক গমন করেন। আজীমপুর গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[৩৯]

মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ (রহ.) [১৮৮৬-১৯৭৪ খ্রি.]

পরিচিতি ও শিক্ষাজীবন : বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, ফখরুল মুহাদ্দিসীন মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ থানার মানিকপুর গ্রামে ১৮৮৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয় সার্কেল স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তারপর তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ১৯০৬ সালে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি যথাক্রমে ১৯১০ সালে আলিম এবং ১৯১৩ সালে ফাযিল এবং ১৯১৬ সালে ফখরুল মুহাদ্দিসীন পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।[৪০]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : তিনি ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় এবং ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় অত্যন্ত সুনাম ও কৃতিত্বের সাথে ৩৪ বছর হাদীসশাস্ত্র অধ্যাপনা শেষে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে নিউমারারি অধ্যাপক হিসেবে হাদীসশাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। তিনি মাতৃভাষায় কুরআন-হাদীস চর্চা ও পাঠ দানের পক্ষে জোরালো ভূমিকা পালন করেন। তিনি তার *'মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস'* গ্রন্থে বলেন, "মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে মাতৃভাষা বাঙলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গৃহীত হইলে আগামী দিনের আলিম সমাজের মধ্যে দীনী খিদমত করার এবং ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের পথ প্রশস্ত হইবে।"[৪১]

রচনাবলী : মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদের হাদীস, তাফসীর এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা ছিল। অধ্যাপনার পাশাপাশি লিখনীতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর অনূদিত, ব্যাখ্যাত, রচিত পুস্তকাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. نعمة المنعم على شرح مقدمة صحيح مسلم (এটা উর্দু ও আরবীতে লিখিত প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ মুসলিম শরীফ এর (মুকাদ্দামা) ভূমিকার (শরাহ) বিস্তৃত ব্যাখ্যা।)

২. الكوكب الدري في شرح مقدمة المشكوة للشيخ الدهلوي (এটা মিশকাত শরীফের (মুকাদ্দামা) ভূমিকার ভাষ্যগ্রন্থ উর্দু ভাষায় রচিত।)

৩. حل العقدة في شرح المعلقة (ইহা একটি প্রসিদ্ধ আরবী কাব্য গ্রন্থ সাব'আ মু'আল্লাকার উর্দূ ব্যাখ্যা।)

৪. كشف المعاني في شرح مقامات بديع الزمان الهمداني (এটি প্রসিদ্ধ আরবী গদ্য গ্রন্থের উর্দূ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।)

৫. ايضاح المعاني علي مقامات الزمخشري (এটি প্রসিদ্ধ আরবী গদ্য "মাকামাতে যমখশরী এর সহজ ফারসী ও উর্দূ ভাষায় লিখিত ব্যাখ্যা গ্রন্থ।)

৬. *নবী পরিচয়*

৭. *কুরআন পরিচয়*

৮. *মাদরাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস;* প্রভৃতি।[৪২]

ইন্তিকাল : মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ ১৯৭৪ সালের ৭ জুলাই ৮৮ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি নয় পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন। তারা সকলেই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত। তার সন্তানদের মধ্যে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ অন্যতম।[৪৩]

---

৩৮ *প্রাগুক্ত;* শেখ আব্দুর রহীম, *তাজরীদুল বুখারী*, খ.১, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৫৮ খ্রি. পৃ.০৩

৩৯ *প্রাগুক্ত*

৪০ মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমাদ, *মাদরাসা-ই- আলিয়ার ইতিহাস*, ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪খ্রি., পৃ.১৫২

৪১ *প্রাগুক্ত*

৪২ *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫৩

৪৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫৪

Dhaka University Institutional Repository

মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ আমিমুল ইহসান (রহ.) [১৯১১-১৯৭৪ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচয় : মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ আমিমুল ইহসান (রহ.) ১৯১১ সালের ২৪ জানুয়ারি সোমবার ভারতের বিহার প্রদেশের মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত পাচনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা সাইয়েদ আব্দুল মান্নান ও মাতা সাইয়্যেদা সাজিদা খাতুন। দু'জনই অত্যন্ত ধর্মপরায়ন ও নিষ্ঠাবান মুসলিম ছিলেন।[৪৪]

শিক্ষাজীবন : শৈশবেই স্নেহময় পিতা ও চাচা সাইয়েদ আব্দুদ দাইয়ান বরকতীর নিকট তিনি পবিত্র কুরআন মাত্র তিন মাসেই সমাপ্ত করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র পাঁচ বছর। অতঃপর আরবী, উর্দু ও ফার্সির কিতাবাদি বিভিন্ন আলিম উস্তাদের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি সাইয়েদ বরকত আলী শাহ বেজওয়ারীর নিকট কুরআন মাজীদের অনুবাদ, সুফী মতবাদ সম্পর্কিত পুস্তিকা, আরবী ব্যাকরণ, তাফসীর, হিসনে হাসীন ও ফার্সি সাহিত্যের উচ্চতর গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেন। এরপর চৌদ্দ বছর বয়সে শামসুল উলামা মাজীদ আলী জৌনপুরীর মত খ্যাতনামা আলিমের নিকট আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ, মুনীয়াতুল মুছাল্লী, হাদিয়াতুস সাদিয়া, প্রাথমিক যুক্তিবিদ্যা, ফিকহ শাস্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা অর্জন করেন। মুফতী আমিমুল ইহসান ষোল বছর বয়সে ১৯২৬ সালে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন এবং তথাকার বিশিষ্ট আলিমগণের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। প্রতিটি শ্রেণির সকল পরীক্ষায় তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। এই ঐতিহ্যবাহী মাদরাসা থেকেই তিনি ১৯২৯ সালে আলিম, ১৯৩১ সালে (জামাতে উলা) ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। উল্লেখ্য, উক্ত পরীক্ষায় হাদীস শাস্ত্রে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য তাকে স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। উক্ত মাদরাসায় ১৯৩১-৩২ সালে কামিল (টাইটেল) শ্রেণিতে সিহাহ সিত্তার সকল কিতাব নিয়মিত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি ১৯৩৩ সালে টাইটেল (হাদীস) শ্রেণির বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সংযুক্ত বোর্ড পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেন এবং মোমতাজুল মুহাদ্দিসীন উপাধিতে ভূষিত হন।[৪৫]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : মুফতী আমিমুল ইহসান ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিজেকে সমৃদ্ধ করার পর পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং নিজ বাসভবনকে কেন্দ্র করেই ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। ১৯৩৪ সালে কলিকাতা নাখোদা মসজিদ সংলগ্ন মাদরাসায় প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩৭ সালে সরকার তাঁকে মধ্য কলিকাতার কাজী পদে নিযুক্ত করেন। ১৯৪০ সালে 'আঞ্জুমান কুরআন' বাংলার সভাপতি নিযুক্ত হন। মুফতী সাহেব (রহ.) ১৯৪৩ সালে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় যোগদান করেন। ভারত বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত মাদরাসায় টাইটেল জামাতে হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ এবং ফাজেল জামাতে উর্দু ও ফারসি বিষয়ের অধ্যাপনা করেন। দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৫৫ সালে তিনি ঢাকার সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়ার হেড মোদাররিস পদে নিযুক্ত হন। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল থাকেন। ১৯৫৫ সালে রাজধানী ঢাকার প্রধান ঈদগাহের ইমামতের পদে এবং ১৯৬৪ সালে বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতীব ও ইমাম হিসেবে তাঁকে নিয়োগ দেওয়া হয়।[৪৬] মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ পদে নিয়োজিত থেকে ওয়াজ-বক্তৃতার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় কুরআন-হাদীস প্রচারে অবদান রাখেন। এ ছাড়া সুদীর্ঘ ৩৫ বছর পর্যন্ত হাদীসশাস্ত্রের অধ্যাপনার মাধ্যমে বহু হাদীসবিদ সৃষ্টি এবং মৌলিক, অনুবাদ, সংকলিত ও ভাষ্য গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে তিনি অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন।

রচনাবলী : মুফতী আমিমুল ইহসান (রহ.) উর্দু, আরবী ও ফারসি ভাষায় ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে দুইশতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিভিন্ন ভাষায় তার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে হাদীসশাস্ত্র বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে-১. *ফিকহুস সুনান ওয়াল আছার;* ২. *তাখরীজে আহাদীস মাকাতিবুল ইমামুর রব্বানী;* ৩. *আল-আরবাঈন ফিস সালাতি আলান নবী (সা.);* ৪. *মানাহিজুস সোআদা;* ৫. *হেসনুল খেতাব ফী মাওয়ারাদিল খেতাব;* ৬. *মুকাদ্দামায়ে মারাসীল আবী দাউদ;* ৬. *মুকাদ্দামায়ে সুনানে আবী দাউদ;* ৭. *উমদাতুল মাজানী লি-তারিখে আহাদীস;* ৮. *মীযানুল আখবার;* ৯. *তালিমাতুল বরকতী;* ১০. *ফেহরেস্তে কানযুল উম্মাল;*১১. *মিয়ারুল আসরার;* ১২. *তোহফাতুল আখইয়ার;* ১৩. *আল-আরবাঈন ফিল মাওয়াকিত;* ১৪. *তালাজিফুল মারাসিল;* ১৫. *আস-মাউল মুদেল্লীন ওয়াল মুখতালেতীন* প্রভৃতির মধ্যে বেশ কয়েকটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে।[৪৭]

---

৪৪ মোঃ সিরাজুল ইসলাম, *দুটি আলোকদীপ্ত নক্ষত্র*, ঢাকা: খানকায়ে আমীমীয়া, সেপ্টেম্বর,২০১০খ্রি., পৃ.১৪

৪৫ বি.দ্র: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬-১৮; মোঃ আবুল কাসেম ভূঁঞা, *হজরত মুফতী মোহাম্মদ আমিমুল এহসান*, ঢাকা: তাওহীদ প্রকাশনী, ১৯৮৮খ্রি., পৃ.৩-১৮

৪৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯; মাওলানা এস এম আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫৬

৪৭ মোঃ সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩১-৩৩

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল : হাদীস, তাফসীর ও ফিকহের বিদগ্ধ পণ্ডিত, প্রচার বিমুখ মহান জ্ঞান সাধক ও বহু মৌলিক গ্রন্থ প্রণেতা মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ আমিমুল ইহসান ১৯৭৪ সালের ২৭ অক্টোবর রবিবার মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। ঢাকার সূত্রাপুর থানাধীন ১৪ নং কলুটোলা মসজিদ সংলগ্ন তার মাজার অবস্থিত।[৪৮]

মাওলানা জ'ফর আহমদ উসমানী (রহ.) [১৮৯২-১৯৭৪ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচয় : ১৮৯২ সালে ভারতের সাহারানপুর জেলার অন্তর্গত দেওবন্দের দিওয়ান মহল্লায় মাওলানা জফর আহমদ উসমানী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শেখ লতীফ আহমদ উসমানী, দাদা শেখ নেহাল আহমদ উসমানী এবং তার মামা ছিলেন মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)।[৪৯] তিন বছর বয়সে তিনি তার স্নেহময়ী মাকে হারিয়ে নানীর আদরে লালিত-পালিত হন। শিশু জ'ফরের নানীর তাকওয়া, দ্বীনদারী, আদর-সোহাগ, আচার-ব্যবহার তার কোমল হৃদয়ে দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করে।[৫০]

শিক্ষা জীবন : মাওলানা জ'ফর আহমদ উসমানী দেওবন্দে প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ করেন। অতঃপর মামা মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এর তত্ত্বাবধানে কিছুকাল আরবী ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়নের পর জামে'উল উলূম মাদরাসায় ভর্তি হন। তথায় মাওলানা ইসহাক বর্ধ্ধমানী ও মাওলানা রশীদ কানপুরীর সকাশে সিহাহ সিত্তাহ অধ্যয়ন করেন। ১৯০৯ সালে তিনি সাহারানপুরের মাযাহির উলূম মাদ্‌রাসায় মাওলানা আব্দুল লতিফ সাহারানপুরী প্রমুখের নিকট ফিকহ্, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন এবং মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরীর নিকট তিনি বুখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ পূনরায় অধ্যয়ন করেন এবং হাদীস দারস দানের অনুমতি (এজাযত) প্রাপ্ত হন।[৫১]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : শিক্ষাজীবন সমাপনান্তে তিনি সাহারানপুরের মাযাহির উলূম মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। এখানে পাঁচ কিংবা সাত বছর শিক্ষকতা করার পর থানাভবনস্থ ইমদাদুল উলূম মাদরাসায় মুহাদ্দিস ও মুফতী পদে অধ্যাপনা করেন। এখানে শিক্ষকতাকালীন স্বীয় মামা মাওলানা আশরাফ আলীর তত্ত্বাবধানে তিনি বিশ্ববিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ *"ইলাউস সুনান"* সংকলন শুরু করেন। তিনি ১৯৪০ সালে ঢাকা বিশ্বদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে হাদীস ও তাফসীরের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। এ বছরের (১৯৪৮) ডিসেম্বর থেকে ১৯৫২ সালে ডিসেম্বর পর্যন্ত চার বছর তিনি ঢাকা আলিয়া মাদরাসার হেড মাওলানা পদে হাদীসের অধ্যাপনা করেন।[৫২] পাশাপাশি মাওলানা জ'ফর আহমদ উসমানী (রহ.) আল-জামি'য়াতুল কুর'আনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদরাসায়ও হাদীসের পাঠদান করেন। হাদীসশাস্ত্রে তাঁর বিশেষ অবদান হলো বিশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল বিশ খণ্ড বিশিষ্ট *'ইলাউস সুনান'* নামক গ্রন্থটি, যা পরবর্তীতে ই.ফা.বা কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।[৫৩] অতঃপর তিনি আবার পশ্চিম পাকিস্তানের আল্লা ইয়ার খান মাদরাসায় প্রধান মুদাররিস পদে নিযুক্ত হন এবং আমরণ এ প্রতিষ্ঠানেই হাদীসশাস্ত্রের অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। তার রচিত হাদীস বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি-১. *এ'লাউস সুনান*; ২. *ফাতেহাতুল কালাম*; ৩. *শাক্কুল গাইন*; ৪. *আল-কাওলুল মাতীন* ইত্যাদি।[৫৪]

ইন্তিকাল : মাওলানা জ'ফর আহমদ উসমানী গোটা জীবন কুরআন হাদীসের অধ্যাপনা, গবেষণা ও জ্ঞান চর্চায় অতিবাহিত করে ১৯৭৪ সালের ৮ ডিসেম্বর, রবিবার পাকিস্তানের করাচীতে ৮৪ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।[৫৫]

---

৪৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩৫

৪৯ *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭; মাওলানা আজমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১

৫০ মাওলানা হাবীবুর রহমান, *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৬

৫১ জুলফিকার আহমদ কিসমতী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮২

৫২ মাওলানা আজমী, *প্রাগুক্ত*, ১৯০; ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭-৭৮

৫৩ ড. মুহাম্মদ আব্দুলাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬

৫৪ মাওলানা আজমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১

৫৫ মাওলানা আব্দুস সাত্তার, *তারীখে মাদরাসা-ই- আলীয়া*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭৬-১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা তাজাম্মুল হুসাইন খান (রহ.) [১৯০৮-১৯৭৯খ্রি.]

জন্ম ও পরিচিতি : মাওলানা তাজাম্মুল হুসাইন খান পিরোজপুর জেলার অন্তর্গত কাউখালী উপজেলাধীন পশ্চিম পশুরীবুনিয়া গ্রামে ১৯০৮ সালে ১ সেপ্টেম্বর[৫৬] মতান্তরে ১৯১২ সালের ১ এপ্রিল[৫৭]এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলভী রমযান আলী খান এবং মাতা মতিয়া বেগম। তারা মোট চার ভাই তিন বোন ছিলেন।

শিক্ষাজীবন : বালক তাজাম্মুল হুসাইন খানের প্রাথমিক পড়াশুনা স্থানীয় পাঠশালায় শুরু হয়। তারপর তিনি ১৯২০ সালে ধাওয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। কঠোর অধ্যবসায়ী তাজাম্মুল হুসাইন খানের জ্ঞানার্জনের প্রতি প্রচণ্ড অগ্রহ ছিল। তাই ১৯২৪ সালে কাউকেও কিছু না বলে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি উদ্দেশ্যে বন্ধুদের সাথে যাত্রা করেন। ছোট বালকের শিশুসত্তায় গৃহকাতরতা ও অভিভাকদের চাপে সেখানে বেশি দিন টিকতে পারেনি। দেশে ফিরে পুনরায় উক্ত ধাওয়া মাদরাসায় লেখাপড়া করতে থাকেন তিনি। ১৯২৬ সালে উক্ত মাদরাসা থেকেই দাখিল এবং ১৯২৮ সালে ভবানীগঞ্জ সিনিয়র মাদরাসা থেকে বিশেষ কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে আলিম পাস করেন। ১৯২৮ সালে তিনি কলিকাতা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৩০ সালের জায়ামাতে উলা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে সপ্তম স্থান অধিকার করে সরকারি বৃত্তি লাভ করেন। অতঃপর ১৯৩২ সালে তিনি কামিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বঙ্গ ভারতের মধ্যে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে গোল্ড মেডেল লাভ করেন।[৫৮] মাওলানা তাজাম্মুল হুসাইন খান কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন কালে ফুরফুরা শরীফে যাতায়াত করতেন। এক পর্যায়ে তিনি ফুরফুরার পীর মাওলানা শাহ সুফী আবু বকর সিদ্দিকী (রহ.) এর হাতে প্রাথমিকভাবে বাইয়াত গ্রহণ করে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করেন।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে টাইটেল পাস করার পর মাওলানা তাজাম্মুল হুসাইন খান নিজ বাড়িতে ফিরে বরিশাল জেলার অন্তর্গত পাংগাশিয়া নেছারিয়া আলিয়া মাদরাসায় ১৯৩৩ সালে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। মাত্র দু'বছর উক্ত মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন এবং ১৯৩৫ সালে তিনি কাউখালী থানা কেউন্দিয়া নিউ স্কিম হাই মাদরাসার হেড মাওলানা পদে যোগদান করেন।[৫৯] এ সময়ে ১৯৩৭ সালে তিনি এস এস সি এবং ১৯৩৯ সালে এইচ এস সি পরীক্ষা দিয়ে বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগ লাভ করেন।

ছারছীনা আলিয়া মাদরাসার প্রথম প্রিন্সিপ্যাল : ১৯৪২ সালে ছারছীনা মাদরাসায় টাইটেল জামাত চালু হওয়ার পর ছারছীনা দরবারের প্রতিষ্ঠাতা শায়খ শাহ সুফী মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমাদ (রহ.) এর অনুরোধে ১৯৪২ সালের ১ ডিসেম্বর তাকে উক্ত মাদরাসার (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বপ্রথম টাইটেল মাদরাসার) প্রিন্সিপ্যাল পদে নিয়োগ দেয়া হয়।[৬০] ফলে তার দায়িত্ব গ্রহণের মধ্যদিয়ে ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদরাসা এক স্বর্ণযুগে প্রবেশ করে। তিনি দক্ষতার সাথে প্রশাসন পরিচালনার পাশাপাশি বাংলা ভাষায় হাদীসশাস্ত্র অধ্যাপনায়ও ব্যাপক অবদান রাখেন।

রচনা ও সাহিত্যকর্ম : মাওলানা তাজাম্মুল হুসাইন খান ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক, আরবীবিদ, যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকিহ। তার রচিত *'জাওয়াহিরুল ফিকহ'* ফিকহ শাস্ত্রের এক অনবদ্য পাঠ্য কিতাব। এ ছাড়া *মিরকাতুত তরজমা* প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, তালীমে উর্দূ প্রথম দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগ। *খোলাসাতুল মীজান*, *সিরাআজুল আদবসহ* প্রায় ৮/১০ খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন যা মাদরাসা বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে দীর্ঘদিন চালু ছিল। তাছাড়া সাধারণ মানুষের জন্য রচিত কুরআন-হাদীস ভিত্তিক কয়েকখানা পুস্তক জনমনে স্থান দখল করে নিয়েছে। তন্মধ্যে ১.*হজ্জ ও জিয়ারত*, ২. *হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)*, ৩. *ইসলামে বন্টন নীতি* বাংলা ফারায়েজের কিতাব, ৪. *কাশফুল হক*, ৫. *চাঁদ দেখার মাসয়ালা*, ৬. *দাঁড়ি ও লেবাস* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও তিনি বহু গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি আকারে রেখে গেছেন।

ইন্তিকাল : ১৯৭৯ সালের ২৮ আগস্ট, বুধবার রাত ১ টা ১০ মিনিটের সময় প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা তাজাম্মুল হুসাইন খান নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৬১]

---

৫৬ নূরুদ্দীন আহমদ, *ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাৎ আলীয়া মাদ্রাছাহ: অতীত ও বর্তমান*, পিরোজপুর: ছারছীনা মাদ্রাছাহ লাইব্রেরী, ১৯৬৯ খ্রি., পৃ.৬৯

৫৭ ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাৎ আলিয়া মাদরাসার রেকর্ড ফাইল হতে উদ্ধৃত।

৫৮ মাওলানা নূরুল আমীন খান (তদীয় পুত্র), *ছারছীনা মাদরাসার প্রথম প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা তাজাম্মুল হোসাইন খান (রহ)*, ঢাকা: আল-আমীন প্রকাশনী, ২০০৯ খ্রি., পৃ. ১৫-১৭

৫৯ মাওলানা নূরুল আমীন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

৬০ ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাৎ আলিয়া মাদরাসার রেকর্ড ফাইল হতে উদ্ধৃত।

৬১ মাওলানা এস এম আমিনুল ইসলাম, *বাংলার শত আলেমের জীবনকথা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৮৯-৯৯; মাওলানা নূরুল আমীন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুহাম্মদ উল্লাহ (রহ.) [১৮৯৫-১৯৮৬ খ্রি.]

জন্ম-পরিচিতি : মাওলানা মুহাম্মদ উল্লাহ ১৮৯৫ সালে নোয়াখালী জেলার রায়পুর থানাধীন লধুয়া গ্রামের এক ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'হাফেজ্জী হুজুর' নামে সমধিক পরিচিতি ছিলেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী ইদ্রিস। তার দাদা মাওলানা আকরামুদ্দীন মিয়াজী ছিলেন শহীদ বালাকোট মাওলানা সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী (রহ.) এর খলিফা, অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব।[৬২]

শিক্ষাজীবন : স্থানীয় ফতেহপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠান্তে বালক মুহাম্মদ উল্লাহ লক্ষ্মীপুর থানাধীন চন্দ্রগঞ্জ পশ্চিম বাজারস্থ মাদরাসা ও নোয়াখালীর খিলবাইছা মাদরাসায় কয়েক বছর লেখাপড়া করেন। অতঃপর জ্ঞানকাতর এই কিশোর দীনী জ্ঞান অন্বেষণের প্রচণ্ড আগ্রহে নিঃস্ব অবস্থায় সীমাহীন কষ্টে ভারতের পানিপথ গমন করেন। তথায় স্থানীয় এক হিফয খানায় কুরআন মাজীদ হিফয সম্পন্ন করেন। অতঃপর ১৯১৪ সালে তিনি মযাহের 'উলূম সাহারানপুরে গমন করে সাত বছর অধ্যয়ন করে দাওরায়ে হাদীস পাস করেন। এরপর দারুল 'উলূম দেওবন্দে এক বছর অধ্যয়ন করেন এবং মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর সংস্পর্শে ছয় মাস আধ্যাত্মিক শিক্ষা নিয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন।[৬৩]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : মাওলানা হাফেজ্জী (রহ.) ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইউনুসিয়া মাদরাসায় মুহাদ্দিস পদে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি এখানে ১৯৩০-১৯৩৫ সাল পর্যন্ত কর্মরত থাকার পর তার দুই সতীর্থ বিখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা আবদুল ওহহাব ও মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.) এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকার বড় কাটারায় জামি'আ হুসাইনিয়া আশরাফুল 'উলূম নব উদ্যমে চালু করে তথায় দীর্ঘ ২৩ বছর হাদীসসহ অন্যান্য কিতাবের পাঠদান করেন। ১৯৫০ সালে তিনি ঢাকার লালবাগে জামি'আ কুরআনিয়া 'আরাবিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরেই উক্ত মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীস চালু করা হয়। মাওলানা হাফেজ্জী (রহ) তথায় আমৃত্যু মুহাদ্দিস হিসেবে সহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ পাঠদানে রত ছিলেন। মাওলানা হাফেজ্জীর (রহ) ছাত্রদের মধ্যে মুহাদ্দিস মাওলানা হিদায়তুল্লাহ, মাওলানা আবদুল মজীদ, মাওলানা ছালাহুদ্দীন, শায়খুল হাদীস মাওলানা আজীজুল হক, চরমোনাইয়ের পীর মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করীম, তাবলীগ জামায়াতের আমীর মাওলানা আবদুল আজীজ ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা মাওলানা আমীনুল ইসলাম এর নাম উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন স্থানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল মাওলানা হাফেজ্জী হুজুরের অন্যতম মিশন। তিনি ১৯৮১ সালে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে তার রাজ নৈতিক জীবনের সূচনা করেন।[৬৪] অতঃপর 'খেলাফত আন্দোলন' নামে সক্রিয়ভাবে ইসলামী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন; যা কওমী অঙ্গনে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। মাওলানা হাফেজ্জী সুদীর্ঘ ৫৫ বছরের হাদীস অধ্যাপনা জীবনে অসংখ্য জগদ্বিখ্যাত বাংলাভাষী হাদীসবিশারদ সৃষ্টিতে অনন্য অবদান রাখেন। যাদের পরম্বরায় বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা অনাদি কালব্যাপী চলমান থাকবে।

ইন্তিকাল : মাওলানা হাফেজ্জী (রহ.) তার বর্ণাঢ্য জীবনের ইতি টেনে ১৯৮৬ সালের ৮ই রমযান ৯৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তার মৃত্যুতে বাংলার লাখো আলিম ওলামা অভিভাবক শূন্যতার বেদনায় মুজ্জমান হয়ে পড়েন।[৬৫]

মাওলানা নিয়ায মাখদূম খোতানী (রহ.) [১৮৯৭-১৯৮৬ খ্রি.]

মুজাহিদ-মুহাজির, শায়খুল মুহাদ্দিসীন, মাওলানা নিয়ায মাখদূম খোতানী তুর্কিস্তানী (রহ.); যিনি বাংলাদেশে 'খোতানী হুজুর' নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন হাদীসে নববীর প্রচারবিমুখ এক নিরলস সাধক; বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস।

জন্ম-পরিচিতি : চীন সাধারণতন্ত্রের পশ্চিম সীমান্তে সিনকিয়াং প্রদেশের খোতান অঞ্চলের সীংগাঙ জনপদ মাওলানা নিয়ায মাখদূম খোতানী (রহ.) ১৮৯৭ সালে প্রসিদ্ধ শায়খ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মুহাম্মদ সিদ্দীক ও দাদা শায়খ মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ ছিলেন সে অঞ্চলের ধর্মীয় নেতা। তার পুণ্যময়ী মাতার নাম মুহতারামা আয়েশা

---

৬২ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৭

৬৩ বি.দ্র.: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৮-২৬২; মুফতি মোবারকুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩৭-১৩৮

৬৪ মাওলানা এস এম আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৮

৬৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩২

Dhaka University Institutional Repository

খাতুন। ছয় বছর বয়সে পিতা-মাতা হারিয়ে ইয়াতিম বালক খোতানীর (রহ.) অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন চাচা শায়খ মুহাম্মদ কাসেম।[৬৬]

শিক্ষা জীবন : বালক নিয়ায মাখদূম খোতানী (রহ.) বার বছর বয়স পর্যন্ত খোতানের খালাক মাদরাসায় শিক্ষা লাভ করেন। কুরআন কারীম, তুর্কী ভাষা, আরবী ভাষা, ফিকহ, গণিতসহ শরহে জামী পর্যন্ত এখানে শিক্ষা লাভ করেন। এরপর তিনি বাড়ি থেকে ১৩ দিনের দূরত্বে অবস্থিত ঐতিহাসিক বিদ্যাপীঠ কাশগরে ভর্তি হন। তথায় তিনি সাত বছর অধ্যয়ন করে হেদায়াসহ বিভিন্ন ইসলামী জ্ঞানে বুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি ১৯৩৫ সালে মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধ করতে করতে দীর্ঘপথ অতিক্রম করেন। অতঃপর তিনি নানা প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তার প্রখর ধীশক্তি বলে শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। কঠোর অধ্যবসয়ের মাধ্যমে তিনি সকল শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ফলে তিনি তথায় একজন মুমতায ছাত্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি তথায় এগার বছর অধ্যয়ন করেন এবং সেখানে দাওরায়ে হাদীস ও তাফসীরের সনদ লাভ করেন। তার হাদীসশাস্ত্রের প্রধান শায়খ মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)।[৬৭]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : মাওলানা খোতানী (রহ) ১৯৪৫ সালে ছারছীনা আলিয়া মাদরাসায় প্রধান মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। আমৃত্যু তিনি উক্ত পদেই অধিষ্ঠিত থেকে হাদীসশাস্ত্রের পাঠদান করেন।[৬৮] মাওলানা খোতানী জন্ম সূত্রে তুর্কিস্থানী হওয়ায় তুর্কি ভাষী ছিলেন। কিন্তু পাঠদান কালে তিনি প্রধানত আরবী ও উর্দূ ভাষায় হাদীসশাস্ত্রের দারস প্রদান করতেন। তবে মাঝে মধ্যে বাংলাও বলতেন বলে তার ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ স্বীকার করেছেন। তাঁর ভাষাবিতর্কে না জড়িয়ে এককভাবে তার ছাত্র এবং ছাত্রের ছাত্রগণ বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় যে পরিমান অবদান রেখেছেন এবং রেখে চলছেন তা অন্য কোন একক মুহাদ্দিসের বেলায় বিরল। তাই দেখা যায়, বাংলাদেশের আলিয়া মাদরাসা জগতে তার তৈরি হাদীসবিশারদই সিংহভাগ। বস্তুত এ সকল বাঙ্গালী হাদীসবিদগণের পরম্পরায় বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ধারা তারই অবদান।

তাঁর খ্যাতনামা ছাত্রবৃন্দ : ১৯৪৫ সালে থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত হাদীসশাস্ত্রের এ নিরলস সাধক দীর্ঘ চার দশকের মধ্যে ২,৮৫৮ জন শিক্ষার্থী তাঁর নিকট থেকে সরাসরি হাদীসশাস্ত্রের সনদ লাভ করেন। তাদের প্রত্যেকে যদি ৫০০ জন করে ছাত্রকে হাদীসের সনদ দিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর হাতে গড়া মুহাদ্দিসের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪ লক্ষ ২৯ হাজার।[৬৯] যাদের অধিকাংশই বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শায়খুল হাদীস, মুহাদ্দিস ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে কর্মরত আছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন-

১. মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাদির; ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ এবং ও.আই.সি. এর ফিকহ একাডেমীর বাংলাদেশস্থ একমাত্র আজীবন প্রতিনিধি ।
২. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান; প্রফেসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সাবেক ভিসি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া।
৩. অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক (রহ.); বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ।
৪. প্রফেসর মাওলানা মুহাম্মদ সালাউদ্দিন; জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের বর্তমান খতীব ।
৫. দৈনিক ইনকিলাব এর নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা কবি রহুল আমীন খান।
৬. অধ্যাপক ড. জিয়াউল হক; করাচী বিশ্ববিদ্যালয় ।
৭. সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রব খান (রহ.); ছারছীনা দারুসুন্নাত আলীয়া মাদরাসা।
৮. সাবেক প্রধান মুফতী মাওলানা আ.ম.ম. আহমাদুল্লাহ (রহ.); ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা।
৯. সাবেক উপাধ্যক্ষ মাওলানা মুফতী মোস্তফা হামিদী (রহ.);ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা।
১০. মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ রিদওয়ানুল করীম; ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা।
১১. সাবেক অধ্যক্ষ মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ হোসাইন (রহ.);ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা।

---

৬৬ অধ্যক্ষ আ. খ. ম আবুবকর সিদ্দীক, *আল্লামা নিয়াজ মাখদূম খোতানী র.*, ঢাকা: দারুননাজাত প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১৪ খ্রি., পৃ.১৫

৬৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

৬৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

৬৯ ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, *শায়খুল হাদীস আল্লামা নিয়াজ মাখদুম আল-খোতানী আত-তুর্কিস্তানী (রহ.)*, ঢাকা: সবুজ মিনার প্রকাশনী, ১৯৯৪ খ্রি., পৃ.৫০

Dhaka University Institutional Repository

১২. অধ্যক্ষ মাওলানা ড. সৈয়দ শরাফত; আলী ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা।
১৩. সাবেক মুহাদ্দিস মাওলানা সূফী আব্দুর রশীদ (রহ.);ছারছীনা দরুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা।
১৪. প্রধান মুফাসসির মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান; ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা।
১৫. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক (রহ.); ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৬. অধ্যাপক ড. মাওলানা আ.র.ম. আলী হায়দার মুর্শিদ; ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।
১৭. অধ্যাপক আনসার উদ্দীন (রহ.); ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৮. অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান; আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।
১৯. অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ; ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।
২০. অধ্যাপক ড. এ.এইচ. এ. ইয়াহইয়ার রহমান; ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া এর সাবেক ডীন ।
২১. অধ্যাপক ড. তাহের আহমদ; ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,কুষ্টিয়া।
২২. অধ্যাপক ড. আব্দুল লতিফ; ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া।
২৩. সাবেক অধ্যাপক ড. এ.বি.এম. সিদ্দীকুর রহমান; ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া।
২৪. অধ্যাপক ড. আফাজ উদ্দীন; ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া।
২৫. অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সুলাইমান; ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া।
২৬. অধ্যক্ষ ড. মাওলানা কাফিল উদ্দীন সরকার; ঢাকা নেছারিয়া কামিল মাদরাসা।
২৭. মুহাদ্দিস এ.কে.এম আব্দুল ওয়াদুদ; ঢাকা নেছারিয়া কামিল মাদরাসা।
২৮. সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ.কে.এম. ইয়াকুব হোসাইন; ঢাকা আলিয়া মাদরাসা।
২৯. বি.এম.টি.টি.আই এর সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান।
৩০. সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ খলীলুর রহমান; ঝালকাঠি এ.এস.কামিল মাদরাসা।
৩১. অধ্যক্ষ মাওলানা নজরুল ইসলাম আল মারুফ; মহাখালী হোসাইনিয়া কামিল মাদরাসা।
৩২. অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া; খুলনা আলিয়া মাদরাসা।
৩৩. সাবেক উপাধ্যক্ষ মাওলানা এ.কিউ.এম ছিফাতুল্লাহ; তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা।
৩৪. সাবেক অধ্যক্ষ মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন; চৌগাছা কামিল মাদরাসা।
৩৫. অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ হাদীউজ্জামান; ধাপসাতগড়া কামিল মাদরাসা।
৩৬. অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রহমান; কুষ্টিয়া কুয়াতুল ইসলাম কামিল মাদরাসা।
৩৭. উপাধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল হালিম; কুষ্টিয়া কুয়াতুল ইসলাম কামিল মাদরাসা।
৩৮. অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান; চাঁপাইনবাবগঞ্জ কামিল মাদরাসা।
৩৯. অধ্যক্ষ আবু ইউসুফ খান; জামালপুর মালঞ্চ আল আমীন কামিল মাদরাসা,প্রমুখ।[৭০]

রচনাবলী : ১. মাওলানা খোতানী (রহ.) আরবী ও উর্দু ভাষায় *'সিহাহ সিত্তার ভাষ্য'* সম্বলিত ৭ খণ্ডে সমাপ্ত এক বিশাল গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ গ্রন্থে *বুখারী, মুসলিম* ও *তিরমিযী* প্রভৃতি কিতাবের সনদ ও মতনের বিস্তারিত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এটি মোট ৩৪৭২ পৃষ্ঠার বিশাল গ্রন্থটি ৭ খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে ।

২. মাওলানা নিয়ায মাখদূম খোতানী (রহ.) কর্তৃক আরবী ভাষায় রচিত *"মাআরিফুল খোতানী আলা সুনানিত তিরমিযী"* নামে পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এটি সিহাহ-সিত্তাহ এর অন্যতম গ্রন্থ জামে তিরমিযী এর আরবী ব্যাখ্যাগ্রন্থ হিসেবে রচিত হয়েছে।[৭১]

ইন্তিকাল : শায়খুল হাদীস মাওলানা খোতানী (রহ.) ১৯৮৬ সালের ২৯ অক্টোবর বুধবার বিকাল ৫ টায় ঢাকায় ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। আযীমপুর গোরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।[৭২]

---

৭০ অধ্যক্ষ আ. খ. ম আবুবকর সিদ্দীক, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৪-৪৬
৭১ বি.দ্র.: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৩-৩৫
৭২ ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, 'মুজাহিদ মুহাদ্দিছ আল্লামা নিয়াজ মাখদুম খোতানী' *দৈনিক ইনকিলাব*, *প্রাগুক্ত*, ২১ডিসেম্বর,১৯৮৬খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম (রহ.) [১৯১১-১৯৮৮ খ্রি.]

পরিচিতি-শিক্ষা জীবন : ঐতিহ্যবাহী দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসার চতুর্থ শায়খুল হাদীস, মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম (রহ.) চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত রাউজান থানার গহিরা গ্রামে ১৯১১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা দারুল উলূম হাটহাজারীতে সমাপ্ত করে উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি ১৯৩৪ সালে ভারতের সুবিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করেন। তথায় তিনি শায়খুল ইসলাম মাওলানা সৈয়দ হুসাইন আহমদ মাদানী ও মাওলানা ইব্রাহীম বালয়াবী (রহ.) প্রমুখের নিকট হাদীসশাস্ত্রের উচ্চতর জ্ঞান লাভ করে ১৯৪০ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।[৭৩]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম দেশে ফিরে নাজিরহাট বড় মাদরাসায় শিক্ষকতা পেশায় যোগদানের মধ্যদিয়ে হাদীসশাস্ত্র অধ্যাপনা শুরু করেন। অতঃপর ১৯৪১ সালে দারুল উলূম হাটহাজারীতে যোগদান করেন। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম (রহ.) নিজস্ব যোগ্যতা ও প্রতিভার দরুণ ক্রমান্বয়ে পদোন্নতি লাভ করে ১৯৫৯ সালে শায়খুল হাদীস ও সদরুল মুদাররেসীন পদে সমাসীন হন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত থেকে সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর যাবৎ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সহীহ বুখারীসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের দারস প্রদানে রত থাকেন।[৭৪] তার অগণিত ছাত্রদের মধ্যে- মাওলানা তাফাজ্জুল হক, (সিলেট); মাওলানা শামসুল আলম, (মুহাদ্দিস, লালবাগ মাদরাসা); মাওলানা আব্দুল মুবীন, (মুহাদ্দিস, উজানী মাদরাসা); মুফতী মাওলানা ইযহারুল ইসলাম, (লালখান বাজার মাদরাসা, চট্টগ্রাম); মাওলানা শেখ আহমদ, (মুহাদ্দিস, হাটহাজারী মাদরাসা); মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস, (মুহতামিম, বাবু নগর মাদরাসা); মাওলানা হাফিজ জোনায়েদ, (মুহাদ্দিস, বাবুনগর মাদরাসা); মুফতী হাবীবুর রহমান, (সম্পাদক, মাসিক দাওয়াতুল হক); মুফতী মুহাম্মদ আলী, (মুহতামিম, মেখল মাদরাসা) ও মাওলানা হাবীবুর রহমান, (মুহাদ্দিস, দারুর রাশাদ মাদরাসা, ঢাকা) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য; যারা বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান রাখছেন। তার সূদীর্ঘ ৪৮ বছরের শিক্ষকতা জীবনের যে সকল বাংলাভাষী হাদীসবিশারদ তৈরি করে গেছেন, তাদের পরম্পরায় হাদীসের আলো বিতরণ চলমান থাকবে অনন্ত কালব্যাপী।

ইন্তিকাল : হাদীসশাস্ত্রের একনিষ্ঠ সেবক, শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম (রহ.) তাঁর অসংখ্য মুহাদ্দিস, আলিম-ওলামা, ভক্ত-অনুরুক্তদের শোকসাগরে ভাসিয়ে ১৯৮৮ সালে দয়াময় প্রভূর রহমতের ছায়াতলে স্থায়ী আবাস গ্রহণ করেন।[৭৫]

মাওলানা আব্দুল মান্নান (রহ.) [১৯০৫-১৯৯১ খ্রি.]

জন্ম পরিচিতি : ১৯০৫ সালে শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুল মান্নান নোয়াখালী সদর থানার অন্তর্গত নরওম ইউনিয়নের লেমুয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত দ্বীনি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আব্দুল মজীদ ও মাতা রশিদা খাতুন উভয়ই অত্যন্ত দ্বীনদার ও তাকওয়াবান ছিলেন। বিশেষত: তার মা ছিলেন বাংলা, উর্দু, আরবী ভাষায় পারদর্শী আলিমা ও জাহিদা। তার বাল্য জীবন এতটা সুখকর ছিল না; কারণ তার বাবা-মার বিচ্ছেদে তার জীবনে নেমে আসে এক চরম দূর্ভোগ।[৭৬]

শিক্ষা জীবন : মাওলানা আব্দুল মান্নান সৎ বাবার গৃহে মায়ের তত্ত্বধানে লালিত-পালিত হতে থাকেন। অবশেষে ১৫ বছর বয়সে তাকে মকতবে ভর্তি করা হয়। অপরদিকে তার সৎ বাবা মাওলানা আব্দুল হাই এর কাছে নাহুমীর পর্যন্ত কিতাবাদি অধ্যায়ন করেন। তারপর তাকে ফেনী আলিয়া মাদরাসায় ৫ম শ্রেণিতে ভর্তি করানো হয়। এখানে তিনি মাওলানা মাওলানা ওবায়দুল হক, মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, মাওলানা আফজাল হুসাইন (রহ.) প্রমুখ তার প্রসিদ্ধ শিক্ষক। এ মাদারাসা থেকে তিনি যথাক্রমে ১৯৩৯ সালে দাখিল, ১৯৪১ সালে আলিম ও ১৯৪২

---

৭৩ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১

৭৪ মাওলানা মুহাম্মদ জুনায়েদ বাবুনগরী, 'দারুলউলূম হাটহাজারী ও ইলমে হাদীছ', *মাসিক মঈনুল ইসলাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৬

৭৫ *প্রাগুক্ত*

৭৬ সাক্ষাৎকার: গবেষক ১২-১০-২০২০ তারিখে তদীয় পুত্র মাওলানা শাহ ইরফান (মুহাদ্দিস, ফেনী দারুল উলূম মাদরাসা) এর সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উল্লিখিত তথ্যাবলি সংগ্রহ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সালে ফাযিল শ্রেণিতে বোর্ড পরীক্ষায় বৃত্তিসহ কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন। তিনি সেখানে ১৯৪১-১৯৪৩ পর্যন্ত শায়খুল হাদীস হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) এর নিকট থেকে হাদীসশাস্ত্র শিক্ষাগ্রহণ করেন।[৭৭]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : দীর্ঘ চার বছর পর ১৯৪৪ সালে দেশে ফিরে তার শিক্ষক ফেনী আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপ্যালের পরামর্শে তিনি সে প্রতিষ্ঠানে ২৬ টাকা হারে মাসিক বেতনে যোগদান করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি পদোন্নতি পেয়ে শায়খুল হাদীসের মর্যাদা লাভ করেন। শায়খুল হাদীস হিসেবে তার সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে বহু ওলামা কিরাম পর্যন্ত তার হাদীসের দরসে অংশ নিতেন। তার দারসে যেন প্রিয়নবীর মুখনিসৃত বাণীর নূরের আভা ছড়িয়ে পড়ত শিক্ষার্থীদের হৃদয় গহীনে। ফলে শ্রোতারাও এক ঐশীটানে চাতক পাখির ন্যায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আবেগ ঘন পরিবেশে পাঠ উপভোগ করতেন। তিনি ফেনী আলিয়া মাদরাসায় ১৯৪৯-১৯৮৯ সাল পর্যন্ত তার সুদীর্ঘ ৪০ বছরের শিক্ষকতা জীবনে বাংলাভাষী যে সকল হাদীসবিশারদ তৈরী করেছেন, যারা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষায় হাদীসের জ্ঞান বিতরণে অবদান রাখছেন। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হচ্ছে- তার ছেলে নোয়াখালী ইসলামিয়া আলিয়া মাদরাসার উপধ্যাক্ষ মাওলানা আব্দুল হান্নান, ফেনী আলিয়ার মুহাদ্দিস মাওলানা ইব্রাহীম ও মাওলানা ইসমাঈল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আ.ত.ম মুসলেহ উদ্দীন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আ.ফ.ম আমিনুল হক প্রমুখ। এ ছাড়াও তিনি ওয়াজ-নসীহত, খুৎবা-বক্তৃতা ও দাওয়াত-তাবলীগের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন-হাদীসের প্রচার-প্রসারে আজীবন নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

ইন্তিকাল : এ মহান জ্ঞানসাধক, শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুল মান্নান ১৯৯১ সালে ২০ আগস্ট ইন্তিকাল করেন।[৭৮]

মাওলানা আবুল হাসান যশোরী (রহ.) [১৯১৮-১৯৯৩ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচয় : মাওলানা আবুল হাসান যশোরী (রহ.) ১৯১৮ সালে ঝিনাইদহ জেলার অন্তর্গত হরিণাকুণ্ড থানাধীন ভবানীপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলবী মোহাম্মদ জোনাব আলী শেখ একজন নেককার, পরহেজগার ব্যক্তি হিসেবে সমাজে পরিচিত ছিলেন।[৭৯]

শিক্ষা জীবন : জ্ঞান তাপস মাওলানা আবুল হাসান যশোরী (রহ.) ছোটবেলা থেকেই তুখোড় মেধাবী ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। বাল্যকালে স্থানীয় ভবানীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে ঘোষবিলা হাই স্কুলে ভর্তি হন। উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে এস.এস.সি বোর্ড পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপর মাগুরা কলেজে ভর্তি হন; কিন্তু পাঠে তার মন বসে না, দ্বীনি জ্ঞানের প্রতি তার তৃষ্ণার্থ হৃদয়ের অস্থিরতা কোনভাবেই লাঘব হচ্ছিল না। অবশেষে তার ভগ্নিপতি মৌলবী লুৎফর রহমান এই ব্যাকুলতা উপলব্ধি করে ১৯৩৭ সালের কোন এক রাতের শেষ প্রহরে ক্ষণজন্মা এই মনীষীকে দিল্লির পথে এগিয়ে দেয়ার জন্য কলিকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। দিল্লির নিজামুদ্দীনের মাদরাসার শিক্ষাবর্ষের তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পর শিক্ষকদের পরামর্শক্রমে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় তাঁকে ত্রৈমাসিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। তিনি সে পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ফতেহপুর মাদরাসায় ভর্তি হয়ে তিনি গভীর মনোযোগের সাথে একটানা ৬ বছর লেখাপড়া করেন। তারপরে ১৯৪৩ সালে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। এখানে তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গভীর অধ্যয়নের মধ্যদিয়ে অগাধপাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং ১৯৪৭ সালে কৃতিত্বের সাথে দাওরায়ে হাদীস পাস করেন। অতঃপর ইসলামী আইন বিভাগে (ইফতা) ভর্তি হয়ে তিনি ফিকহ ও উসূলুল ফিকহ বিষয়ে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন এবং তাফসীর বিভাগে অধ্যয়ন করে উলূমুল কুরআনের উপর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।[৮০]

---

৭৭ *প্রাগুক্ত*

৭৮ *প্রাগুক্ত*

৭৯ মুফতি আব্দুল্লাহ ফারুক, *আল্লামা আবুল হাসান যশোরী (রহ.): জীবন ও আদর্শ*, ঢাকা: কোহিনূর লাইব্রেরী, ২০০৫খ্রি., পৃ.১৩-৭১ (বি.দ্র.)

৮০ মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, *বিখ্যাত ১০০ ওলামা-মাশায়েখের ছাত্রজীবন*, ঢাকা: বার্ড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, ২০০৯খ্রি., পৃ.৩৪৫-৩৫১ (বি.দ্র.)

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : মাওলানা যশোরী তার শায়খ হোসাইন আহমাদ মাদানীর (রহ.) পরামর্শক্রমে তিনি ১৯৪৮ সালে গওহারডাঙ্গা মাদরাসায় যোগদান করেন এবং শায়খুল হাদীস ও প্রধান মুফতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৯৫৯ সালে মাওলানা আবুল হাসান (রহ.) সুদীর্ঘ এগারো বছর গওহারডাঙ্গা মাদরাসায় সদরুল মোদার্রেসীনের দায়িত্ব পালন করেন। তারপর তিনি যশোরে ফিরে এসে তাঁর জীবনের অবিরাম সাধনা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে 'রেলস্টেশন মাদরাসাকে' প্রতিষ্ঠা করার আপ্রাণ চেষ্টা চালান। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই এর সুনাম সুখ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রাণপ্রিয় শিক্ষক শায়খুল আদব মাওলানা এজাজ আলীর (রহ) নামে অত্র মাদরাসার নামকরণ করেন "জামেয়া এজাজিয়া"।[৮১] অল্প সময়ের মধ্যেই মাদরাসাটি দক্ষিণ অঞ্চলের অন্যতম এবং বৃহত্তম যশোর অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ দ্বীনি মাদরাসায় পরিণত হয়। তিনি ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানের শায়খুল হাদীস ও মুহতামিমের দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে অসংখ্য বাংলাভাষী হাদীসবিশারদ সৃষ্টিতে অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। বর্তমানে তার ছেলে মাওলানা আনোয়ারুল করীম উক্ত মাদরাসার শায়খুল হাদীস ও মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করছেন।

ইন্তিকাল : অসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত ও বহুবিধ যোগ্যতার অধিকারী, হাদীসশাস্ত্রের মহান সেবক, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের শীর্ষস্থানীয় নেতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর মাওলানা আবুল হাসান যশোরী (রহ.) ১৯৯৩ সালের ১৮ জুলাই বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ছয়টায় স্বীয় মাহবুবের ডাকে সাড়া দিয়ে ইহধাম ত্যাগ করেন।[৮২]

মাওলানা মুহাম্মদ হিদায়েতুল্লাহ (রহ.) [১৯০৮-১৯৯৬ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচিতি : বিংশ শতাব্দীর হাদীসশাস্ত্রের অন্যতম প্রাণপুরুষ মাওলানা মুহাম্মদ হিদায়েতুল্লাহ (রহ.)। তার পিতা মুবারকুল্লাহ এবং মাতা মুহতারামা হাসনা বানু। তিনি তাঁর আসল নামের চাইতে 'মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর' নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি আনুমানিক ১৯০৮ সালে চাঁদপুর জেলাধীন শাহতলীর পার্শ্ববর্তী মুমিনপুরে ঐতিহ্যবাহী এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৮৩]

শিক্ষা জীবন : পারিবারিকভাবে বাবা-মার হাতে বালক হিদায়েতুল্লাহ এর পড়ালেখার হাতেখড়ি হয়। অতঃপর তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে বি-বাড়িয়া জামিয়া ইউনুসিয়ায় ভর্তি হন। এখানে তিনি মিশকাত জামাত পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। তারপর উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে দেশের সীমানা পেরিয়ে ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন। দীর্ঘ ছয় বছর সেখানে অধ্যয়ন করে কৃতিত্বের সাথে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন। তিনি মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) থেকে হাদীসশাস্ত্রের সনদ লাভ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনান্তে দীর্ঘ এক বছর থানাভবনে হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদে মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এর সান্নিধ্যে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।[৮৪]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : মাওলানা হিদায়েতুল্লাহ শরীয়ত ও তরিকতের জ্ঞানে পূর্ণতা অর্জন করে মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর ঢাকাস্থ বড়কাটারা মাদরাসায় ১২ বছর মতান্তরে ১৪ বছর হাদীসশাস্ত্র শিক্ষা দান করেন। এরপর ১৯৫৩ সালে লালবাগ মাদরাসায় দীর্ঘ ৩৪ বছর শায়খুল হাদীস হিসেবে সহীহ বুখারী ও জামি তিরমিযী অধ্যাপনা করেন। এ ছাড়া অন্যান্য বিষয় পাঠদানেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। পরবর্তীতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মুহতামিম হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। জীবন সায়াহ্নের দিনগুলো যাত্রাবাড়ীস্থ জামিয়া ইসলামিয়ায় অতিবাহিত করেন। এ ছাড়া ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ফরিদাবাদ মাদরাসার মুতাওয়াল্লির গুরুদায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন।[৮৫] হাদীসশাস্ত্রের দারসদানে তিনি ছিলেন অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী; তার যাদুকরী কৌশল, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও কৃতিত্বের প্রমাণ হিসেবে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের অসংখ্য মুহাদ্দিস জীবন্ত সাক্ষী হয়ে আছেন। **হাদীসশাস্ত্রের** চর্চা, প্রচার-প্রসারের এক নীরব বিপ্লবী মহাপুরুষ মাওলানা মুহাম্মদ হিদায়েতুল্লাহ (রহ.) ২৬ মার্চ ১৯৯৬ সালে এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমান।[৮৬]

---

৮১ মুহাম্মদ হারুন আজীজী, *হাদীছের হিফাযত ও সংকলন*, চট্টগ্রাম: বাবুনগর,১৯৯৭খ্রি., পৃ.১৫৫

৮২ মুফতি আব্দুল্লাহ ফারুক, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭১

৮৩ দাওরায়ে হাদীস (মাস্টার্স) সমাপনী ছাত্রবৃন্দ, *আল ইমদাদ ২০১৯*, ঢাকা: জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ, পৃ. ১৪

৮৪ মাওলানা খন্দকার মুশতাক আহমাদ শরীয়তপুরী, *ইলমে হাদীছের উজ্জ্বল ভাস্বর আল্লামা হিদায়েতুল্লাহ*, ঢাকা: তা.বি, পৃ.৫

৮৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬

৮৬ দাওরায়ে হাদীস (মাস্টার্স) সমাপনী ছাত্রবৃন্দ, *আল ইমদাদ ২০১৯*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা শামসুদ্দীন কাসেমী (রহ.) [১৯২৩-১৯৯৬ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচিতি : মাওলানা শামসুদ্দীন কাসেমী (রহ.) চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ থানাধীন নয়াবস্তি এলাকায় আনুমানিক ১৯২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মৌলভী মুহাম্মদ মুদ্দাসসির।

শিক্ষাজীবন : স্থানীয় মক্তব ও প্রাইমারী স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে রিয়াজুল উলূম মাদরাসায় ভর্তি হয়ে আরবী ব্যাকরণের প্রাথমিক গ্রন্থাদি পাঠান্তে তিনি সন্দ্বীপ হরিশপুর বশিরিয়া আহমদিয়া সিনিয়র মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি কৃতিত্বের সাথে দাখিল, আলিম ও ফাযিল পাস করেন। অতঃপর হাদীস শাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভের উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালে ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করেন। দু'বছর দেওবন্দে পড়াশুনা করার পর শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং জীরী মাদরাসায় এক বছর পড়াশুনা করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি লাহোর গমন করেন এবং বিখ্যাত ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র জামেয়া আশরাফিয়া লাহোর থেকে হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি মাওলানা ইদ্রিস কান্দালভী, মাওলানা রসূল খান (রহ.) প্রমুখের মত বিশ্ববিখ্যাত মনীষীদের কাছে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি ১৯৬১ সালে শায়খুত তাফসীর মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী (রহ.) এর নিকট থেকে তাফসীর শাস্ত্রের সনদ লাভ করেন।[৮৭]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : মাওলানা কাসেমী ১৯৬১ সালে মোমেনশাহীর সোহাগী মাদরাসার শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবনের সূচনা করেন। অতঃপর তিনি ঢাকার বড় কাটারা আশরাফুল উলূম মাদরাসায় দুই বছর এবং ফরিদাবাদ মাদরাসায় ৬/৭ বছর শিক্ষকতা করেন। ১৯৭০ সালে যাত্রাবাড়ি মাদরাসা প্রতিষ্ঠায়ও তিনি অবদান রাখেন এবং এক বছর অ-বৈতনিক শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি চট্টগ্রাম শুলকবহর মাদরাসার মুহতামিম এবং দামপাড়া বাইতুল আযীয মসজিদের ইমাম ও খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি ঢাকার মীরপুর আরজাবাদ জামেয়া হোসাইনিয়া মাদরাসায় মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। মাওলানা কাসেমী (রহ.) অক্লান্ত পরিশ্রম করে মাদরাসাটিকে দাওরা হাদীস (টাইটেল) মাদরাসায় উন্নীত করেন এবং মুহতামিম ও শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব পালন করেন।[৮৮] প্রায় ৪০ বছরের কর্মজীবনে মাওলানা কাসেমী দ্বীন ইসলামের নানামূখী সেবামূলক কাজ করে গেছেন। তিনি মাদরাসার মুদাররিস, মুহাদ্দিস, মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আকিদায়ে খতমে নবুওয়াত এর হেফাজতের উদ্দেশ্যে গঠিত খতমে নবুওয়াত আন্দোলন পরিষদের সভাপতি, মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত সংস্থার অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসেবে নিষ্ঠার সাথে ঈমানী দায়িত্ব পালন করেছেন।

রচনাবলী : মাওলানা কাসেমী (রহ.) গ্রন্থ রচনায়ও বেশ অবদান রেখেছেন। তার রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে- *বাইতুল মোকাদ্দাস ও মসজিদে আকসা*, *খ্রিষ্টান মিশনারীদের উৎপাত*, *রমযানের সওগাত*, *ইসলাম বনাম কমিউনিজম*, *ধর্মনিরপেক্ষতা*, *শিয়া কাফের*, *কাদিয়ানী ধর্মমত* প্রভৃতি। এ ছাড়া তিনি *সাপ্তাহিক জমিয়ত* ও *মাসিক পয়গামে হক* নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশ করে কুরআন-হাদীস প্রচার প্রসারে অবদান রাখেন। মাওলানা শামসুদ্দীন কাসেমী (রহ.) ১৯৯৬ সালের ১৯ অক্টোবর শনিবার রাতে ৬৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।[৮৯]

মাওলানা আব্দুল মজীদ (রহ.) [১৯১৮-১৯৯৭ খ্রি.]

জন্ম ও বংশ পরিচিতি : মাওলানা আব্দুল মজীদ; যিনি 'ঢাকুবী হুজুর' নামে সমধিক পরিচিত। তিনি ১৯১৮ সালে মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং থানাধীন ছায়াঢাকা মায়ামাখা কুড়হাটি গ্রামের ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত ভুঁইয়া পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আফসার উদ্দীন ভুঁইয়া ও মাতা কারীমা বেগম। ঢাকুবী হুজুর ছিলেন পিতা মাতার অত্যন্ত আদুরে সন্তান। কেননা তার পূর্বে তাঁর আট আটটি সহদর পর পর ইন্তিকাল করেন এবং নবম সন্তান হিসেবে তিনি পৃথিবীতে আগমন করেন। তার আগমনী বার্তায় ভুঁইয়া পরিবারে খুশির হিল্লোল বয়ে যায়।[৯০]

---

৮৭ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৭

৮৮ মাওলানা এস এম আমিনুল ইসলাম, *বাংলার শত আলেমের জীবনকথা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩১৭

৮৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৮

৯০ মুহাম্মদ আবু আশরাফ, লালবাগ জামেয়ার গর্বিত অতীত *আলোর কাফেলা*, ঢাকা: জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ, ১৯৯৭ খ্রি., পৃ.১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা জীবন : বালক আব্দুল মজীদ লৌহজং থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে ঢাকার বড় কাটারার ঐতিহ্যবাহী আশরাফুল উলূম মাদরাসায় ভর্তি হন। এখানে তিনি মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.), পীরজী হুজুর (রহ.), হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) ও শায়খুল হাদীস মাওলানা হিদায়েতুল্লাহ (রহ.) প্রমুখ দেশ বরেণ্য আলিমদের নিকট দ্বীনী শিক্ষাগ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা অর্জনের জন্য ভারতের সাহারানপুরের মাযাহের উলূম মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এর বিশিষ্ট খলীফা মাওলানা আব্দুর রহমান কামেলপুরী (রহ.), মাওলানা আসাদুল্লাহ (রহ.) প্রমুখ খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণের নিকট সিহাহ-সিত্তার হাদীস গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি বিশ্ব বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দে হাদীসশাস্ত্রের গবেষণামূলক বিশেষ কোর্সে ভর্তি হন। তিনি পাকিস্তানের মুফতী আযম খ্যাত মাওলানা মুহাম্মদ শফী (রহ.) এর নিকট ফিকহ শাস্ত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রি এবং মাওলানা ইদরীস কান্দালভীর নিকট থেকে সহীহ মুসলিম শরীফের বিশেষ সনদ লাভ করেন।[৯১]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : গোপালগঞ্জের গওহারডাঙ্গা মাদরাসায় হাদীসশাস্ত্রের শিক্ষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যদিয়ে মাওলানা আব্দুল মজীদের অধ্যাপনা জীবনের সূত্রপাত হয়। পরবর্তীতে তিনি বাগেরহাটের উদয়পুর মাদরাসায়ও শিক্ষকতা করেন। প্রতিকূল পরিবেশের দরুন তিনি সেখান থেকে বরিশাল মাহমুদিয়া মাদরাসায় যোগদান করেন এবং মুহাদ্দিস হিসেবে কিছুদিন দারস প্রদান করেন। অবশেষে ১৯৫২ সালে লালবাগ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হলে তাকে মুহাদ্দিস হিসেবে নিয়োগ দান করেন। এখানে তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ ৪৫ বছর সুদক্ষ মুহাদ্দিস হিসেবে "কুতুবুস সিত্তাহ" এর প্রায় সব হাদীস গ্রন্থের অধ্যাপনা করেন । তাঁর এ দীর্ঘ সময় লালবাগে শিক্ষকতা কালে বহু স্থান থেকে বড় বড় পদে শিক্ষকতার আহবান আসা সত্তেও তিনি অত্র প্রতিষ্ঠান ছেড়ে অন্য কোথাও যাননি। সুদীর্ঘ ৫২ বছরের শিক্ষকতা জীবনে তিনি একজন সুদক্ষ মুহাদ্দিস হিসেবে যত সংখ্যক মুহাদ্দিস তৈরি করেছেন তার সঠিক হিসেব নির্ণয় করা অসম্ভব। তবে তার বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে- মাওলানা ছালাউদ্দিন (রহ.); প্রফেসর আফতাব উদ্দিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রফেসর মেসবাহ উদ্দিন ইকবাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রিন্সিপ্যাল আব্দুর রাজ্জাক; মাওলানা ফজলুল করীম, পীর সাহেব চরমোনাই; মুফতী ফজলুল হক আমিনী, মুহতামিম, লালবাগ মাদরাসা; মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মুহতামিম, যাত্রাবাড়ী মাদরাসা; মাওলানা আব্দুল হাই, মুহাদ্দিস, বড় কাটরা ও রাহমানিয়া মাদরাসা; হাফেজ মাওলানা রফিক আহমাদ, ইমাম, বায়তুল মোকাররম; মাওলানা ইউসুফ, খতীব তারা মসজিদ, (ঢাকুবী হুজুরের বড় ছেলে); মাওলানা ক্বারী উবায়দুল্লাহ, খতীব, চকবাজার জামে মসজিদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৯২]

মাদরাসা প্রতিষ্ঠা : মাদরাসা শিক্ষা সম্প্রসারণে ঢাকুবী হুজুরের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এদেশের মাদরাসার অপ্রতুলতার প্রতি লক্ষ্য করে ১৩৮৪ হিজরী সনে কামরাঙ্গীরচরে হাজী মুহাম্মদ আলীর ওয়াকফকৃত জমির উপর মাদরাসায়ে নূরিয়া নামে নতুন একটি ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ মাদরাসার পৃষ্ঠপোষক ও প্রধান পরিচালকের দায়িত্ব হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) পালন করলেও এটি প্রতিষ্ঠার পেছনে ঢাকুবী হুজুরের অবদান অনেক বেশী। ঢালকানগরের বাইতুল উলূম মাদরাসা ঢাকুবী হুজুরের একক স্বপ্নের সার্থক বাস্তবায়ন। উক্ত মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর থেকে তিনি আমরণ এর পরিচালনার দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে গেছেন। এ ছাড়া তিনি নিজবাড়ী সংলগ্ন মদীনাতুল উলূম মাদরাসার প্রধান পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে নিজ বাড়ীতে একটা মহিলা মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন।

রচনাবলী : মাওলানা আব্দুল মজীদ হাদীসশাস্ত্র শিক্ষাদানের পাশাপাশি গ্রন্থ রচনায়ও উল্লেখযোগ্য আবদান রেখেছেন। তার রচিত, প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-১. *মুসলিম শরীফের* ব্যাখ্যা গ্রন্থ ২. *শরীয়ত ও তরীকত* এর বাংলা অনুবাদ; ৩. *রাশিয়া ও শ্রমিক*; ৪. *এক মিনিটের মাদরাসা* এর বঙ্গানুবাদ; ৫. *মসনবী* শরীফের বাংলা অনুবাদ, প্রভৃতি।[৯৩]

ইন্তিকাল : হাদীসশাস্ত্রের নিবেদিতপ্রাণ সেবক মাওলানা আব্দুল মজীদ (ঢাকুবী হুজুর) ৭৯ বছর বয়সে ১৯৯৭ সালের ২২ মে, বৃহস্পতিবার বিকেল তিনটায় এ ধরা ছেড়ে প্রভূর সান্নিধ্যে পাড়ি জমান করেন।[৯৪]

---

৯১ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭

৯২ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪২

৯৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪২

৯৪ মুহাম্মদ আবু আশরাফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা সুলতান আহমদ নানুপুরী (রহ.) [১৯৩২-১৯৯৭ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচয় : আধ্যাত্মিক জগতের মহান সাধক ও চিকিৎসক, শায়খুল হাদীস মাওলানা সুলতান আহমদ নানুপুরী ১৯৩২ সালে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানাধীন ধর্মপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জনাব ফজলুর রহমান এবং মাতার নাম ওমদা খাতুন। তার উর্ধ্বতন পুরুষ মাওলানা আকবর আলী অত্যন্ত উঁচুমাপের আল্লাহর ওলী ছিলেন বলে জানা যায়।[৯৫]

শিক্ষা জীবন : বালক সুলতান আহমদ পাঁচ বছর বয়সে সহীহভাবে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর নিজ গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯৩২ সালে মাদরাসা হেমায়তুল ইসলাম নানুপুরে (বর্তমান নাম জামি'আ ওবাইদিয়া নানুপুর) ভর্তি হন। তিনি এখানে শরহ বেকায়া জামাত পর্যন্ত পড়ার পর ১৯৩৭ সালে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের নিমিত্ত দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন। তথায় তিনি সিহাহ সিত্তাহসহ হাদীসের প্রধান প্রধান কিতাব অধ্যয়ন করেন।[৯৬]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি ১৯৪৩ সালে নাজিরহাট নছীরুল উলূম মাদরাসায় শিক্ষকতা পেশায় যোগদান করে প্রায় তিন বছর উক্ত প্রতিষ্ঠানে কুরআন-হাদীসের পাঠদান করেন। অতঃপর ১৯৪৬ সালে তিনি জামি'আ ইসলামিয়া আজিজুল উলূম বাবুনগরে মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। এখানে তিনি *মুসলিম শরীফ* পড়াতেন। ১৯৬০ সালে তিনি জামিআ ওবাইদিয়া নানুপুরে মুহতামিম হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর যোগদানের সময় মাদরাসাটি ছিল জামাতে নাহুম (৬ষ্ঠ শ্রেণি) পর্যন্ত। তার নিরলস পরিশ্রম ও সাধনার ফলে মাদরাসাটি ১৯৭৬ সালে দাওরায় হাদীস চালু করা সম্ভব হয়। তিনি আমরণ উক্ত পদে কর্মরত থেকে হাদীস শিক্ষাদান ও মাদরাসার সার্বিক কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তার উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে মাওলানা জমিরুদ্দীন, মুতহামিম, জামিআ ওবাইদিয়া নানুপুর; মাওলানা আব্দুল বারী, মুহাদ্দিস, উক্ত মাদরাসা; মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস, মুহতামিম, মাদরাসা আলমসিয়া, চট্টগ্রাম, মাওলানা মুস্তাকুন্নবী, শায়খুল হাদীস ও মুহতামিম, সুধন্যপুর মাদরাসা, প্রমুখ। মাওলানা সুলতান আহমদ নানুপুরী একজন প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ, দক্ষ প্রশাসক ও মুকাম্মিল মুরশিদ হিসেবে মাশহুর ছিলেন।[৯৭]

ইন্তিকাল : আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র ও হাদীসশাস্ত্রের একনিষ্ঠ সেবক মাওলানা সুলতান আহমদ নানুপুরী (রহ.) ১৯৯৭ সালের ১৬ আগস্ট রফিকুল আলার মিলনযাত্রায় শামিল হন।[৯৮]

মাওলানা শাহ আবদুল আযীয (রহ.) [১৯১৩-২০০০ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচয় : বিংশ শতাব্দীর ক্ষণজন্মা হাদীসবিদ, হাটহাজারী মাদরাসার পঞ্চম শায়খুল হাদীস মাওলানা শাহ আব্দুল আযীয (রহ.) চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানাধীন ধর্মপুর গ্রামের কদম মুন্সির বাড়ীর এক সম্ভ্রান্ত দ্বীনি পরিবারে ১৯১৩ সালের ১৫ জুলাই এক বিদ্বান পিতা এবং বিদুষী মায়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শেখ নজর আলী ও মাতা জমীলা খাতুন।[৯৯]

শিক্ষাজীবন : বালক আযীযের বাল্যকাল থেকেই মেধা, মনন ও চারিত্রিক গুণাবলী বিকশিত হতে থাকে। ১৯১৭ সালে মাত্র ৪ বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআনের প্রথম পাঠ শুরু করেন। ১৯২৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে তিনি জাহানপুর আমজাদ আলী হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর হাটহাজারী মাদরাসায় ভর্তি হন। উল্লেখ্য, হাটহাজারী মাদরাসার কর্তৃপক্ষ ঐ বছর ঘোষণা করে, 'যে কাফিয়া কিতাব সম্পূর্ণ মুখস্থ শোনাতে পারবে, তাকে মাদরাসার বার্ষিক সভায় পুরস্কৃত করা হবে'। এই ঘোষণার পর শাহ আব্দুল আযীয সম্পূর্ণ কাফিয়া কিতাব মুখস্থ শুনান এবং পুরস্কৃত হন। ১৯৩৩ সালে তিনি ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসায় গমন করেন। ৬ বছর ৬ মাস তিনি দেওবন্দ অবস্থান করে ফনুনাতে আলীয়া ও হাদীসশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করে চূড়ান্ত পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তার সনদে তাঁকে উম্মতে

---

৯৫ মোনাওয়ার হোসাইন, *হায়াতে নানুপুরী*, চট্টগ্রাম: জামেয়া ওবায়দিয়া নানুপুর, ১৯৯৭খ্রি., পৃ.১৩

৯৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪

৯৭ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান সম্পাদিত, *আমরা যাদের উত্তরসুরী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪০

৯৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪১; মোনাওয়ার হোসাইন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

৯৯ সম্পাদনা পরিষদ, *ফুযালা সম্মেলন স্মারক-২০১৯*, ঢাকা: জামিয়া ইসলামিয়া লালমাটিয়া, পৃ. ৭১

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদীর মধ্যে অন্যতম মেধাবী ব্যক্তিত্ব হিসেবে অভিহিত করা হয়। দেওবন্দে তার উল্লেখযোগ্য শিক্ষকবৃন্দ ছিলেন, শায়খুল ইসলাম মাওলানা সৈয়দ হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.), সৈয়দ মিয়া আসগর হোসাইন (রহ.), মাওলানা ইব্রাহীম বলিয়াবী (রহ.), মাওলানা ইজাজ আলী (রহ.), মাওলানা মুফতী শফী (রহ.), মাওলানা শামসুল হক আফগানী (রহ.) ও মাওলানা জলীল আহমদ (রহ.), প্রমুখ। ছাত্রজীব থেকেই তার আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ ছিল। হাটহাজারীতে তিনি মাওলানা শাহ যমীরুদ্দিনের (রহ.); দেওবন্দে অবস্থানকালে মাদানী (রহ.) এর নিকট আত্মশুদ্ধির বায়আত হন এবং দেশে ফিরে থানভী (রহ.) এর সুযোগ্য খলীফা মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব (রহ.) এর নিকট বায়আত হন এবং তিনি তাঁর প্রধান খলিফা হিসেবে আমরণ দায়িত্ব পালন করেন।[১০০]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : তিনি ১৯৩৯ সালে হাটহাজারী মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৪০ সালে বার্মার আকিয়াবে তিনি গমন করে তথায় হাদীসের দারস প্রদান করেন। ১৯৪২ সালে মুসলিম-বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি নাজিরহাট বড় মাদরাসার সদরুল মুদাররিসীন ও শায়খুল হাদীস হিসেবে যোগদান করেন এবং পাঁচ বছর দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর তিনি ১৯৪৬ সালে হাটহাজারী মাদরাসার মুহাদ্দিস নিযুক্ত হন। ১৯৮১ সালে তিনি শায়খুল হাদীস ও সদরুল মুদাররিসীন পদে পদোন্নতি লাভ করেন এবং ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত এ দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে বাংলাভাষী অসংখ্য মুহাদ্দিস সৃষ্টিতে অনন্য অবদান রাখেন।[১০১]

ইন্তিকাল : অসাধারণ মেধাবী এ শায়খুল হাদীস ২০০০ সালের ১৫ এপ্রিল, শনিবার ৫ টা ১২ মিনিটে ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। চার ছেলে সাত মেয়েসহ বহু মুহাদ্দিস, ওলামা ও ভক্ত-অনুরক্তদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে আপন প্রভূর সান্নিধ্যে চলে যান।[১০২]

মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাদীর (রহ.) [১৯২১-২০০১খ্রি.]

জন্ম পরিচিতি : মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাদীর[১০৩] (রহ.) ঝালকাঠী জেলার সদর থানাধীন প্রকৃতির অপরূপ রূপে সুশোভিত, দয়াময়ের অপার দয়া আর দানে ভরপুর রহমতপুর গ্রামে ১৯২১ সালের ২৩ জানুয়ারি[১০৪] মতান্তরে ১৯২৯ সালের ১ এপ্রিল[১০৫] রবিবারের কোন এক শুভক্ষণে ক্ষণজন্মা এ মনীষী জন্মগ্রহণ করেন। যে গ্রামটির পূর্বনাম ছিল রমনাথপুর; যা শরীফ সাহেবের প্রচেষ্টায় রহমতপুর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তার পিতার নাম মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল আলী (রহ.)। নয় বছর বয়সে তার পিতা ইন্তিকাল করেন। পরবর্তীতে তার স্নেহময়ী মাতা ফখরুন্নেছার তত্ত্বাবধানে তিনি লালিত-পালিত হন। তবে পরবর্তী জীবনে 'শরীফ সাহেব' নামে তিনি সমধিক পরিচিতি লাভ করেন।

শিক্ষাজীবন : কিশোর শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাদীর স্থানীয় পাঠশালার পাঠ সমাপনান্তে বানারীপাড়া হাই স্কুলে ভর্তি হন। অতঃপর তিনি কাউয়ার চর সিনিয়র মাদরাসা থেকে ১৯৩৯ সালে দাখিল এবং বাকেরগঞ্জ জেলার শায়েস্তাবাদ মাদরাসা থেকে ১৯৪১ সালে আলিম এবং ১৯৪৩ সালে কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে ফাযিল পাস করেন। অতঃপর মাদরাসাই আলিয়া কলিকাতায় (টাইটেল) কামিল হাদীস প্রথম বর্ষ সমাপনান্তে দূর্ভাগ্যবশত তিনি দুরাগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে দেশে ফিরে আসেন। ১৯৪৫ সালে তিনি কৃতিপাশা হাই স্কুল থেকে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধাতালিকায় পূর্ববঙ্গে সপ্তম স্থান অধিকার করেন। এ বছরই প্রথম ছারছীনা মাদরাসায় কামিল শ্রেণি খোলা হয়। অতঃপর মাওলানা শাহ সুফি নেছারুদ্দীন আহমাদ (রহ.) এর অনুরোধে ছারছীনা থেকে তিনি ১৯৪৬ সালে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে পাস করে স্বর্ণপদকসহ মুমতাযুল মুহাদ্দিসীন ডিগ্রি লাভ করেন।

---

১০০ *প্রাগুক্ত*

১০১ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৫

১০২ *প্রাগুক্ত; সম্পাদনা পরিষদ, ফুযালা সম্মেলন স্মারক-২০১৯, প্রাগুক্ত, পৃ.৭১*

১০৩ মাহমুদা ফিরদৌসীয়া কাদরী, *শাহ নেছার উদ্দীন আহমাদ এবং অধ্যক্ষ শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাদির (র) এর জীবনী*, ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০৯খ্রি., পৃ. ১৩২-১৪৮; মাওলানা রুহুল আমীন খান, 'আল্লামা শরীফ আব্দুল কাদির: একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের পতন', *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা: ইনকিলাব এন্টার প্রাইজ এন্ড পাবলিকেশন্স লি., ৩ আগষ্ট,২০০২খ্রি.

১০৪ মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ (রহ.), *মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১

১০৫ ছারছীনা আলিয়া মাদরাসার রেকর্ড ফাইল থেকে উদ্ধৃত।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : ১৯৪৮ সালে তিনি ছারছীনা আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৭২ সালে তিনি পদোন্নতি পেয়ে দ্বিতীয় মুহাদ্দিস পদে নিয়োগ লাভ করেন। অতঃপর ১৯৭৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১৯৮৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তিনি উক্ত মাদরাসার অধ্যক্ষ পদে বহাল থাকেন।[১০৬] শিক্ষকতার পাশা পাশি পড়ালেখাও চালিয়ে যান তিনি। ১৯৭২ সালে তিনি সিদ্ধেশরী কলেজ থেকে আই.এ এবং ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এ পাস করেন। ১৯৭৬ সালে এম.এ শ্রেণিতে তিনি ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করার সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল পদে স্থায়ী হন। ১৯৮৫ সালে তিনি হোমিওপ্যাথিক ডক্টরশীপ ডিগ্রি লাভ করেন।[১০৭] তিনি অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে হাদীসশাস্ত্র অধ্যাপনার মাধ্যমে অসংখ্য বাংলাভাষী মুহাদ্দিস সৃষ্টিতে অনন্য অবদান রেখে গেছেন।

বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন : দীর্ঘ ৪১ বছরের বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি বহু প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থেকে নিষ্ঠার সাথে দ্বীনের সেবা করে গেছেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্ণরসের সদস্য, আল-বারাকা ব্যাংক লি. এর শরিয়া বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জরুরী ফতোয়া ও মাসায়েল প্রকল্পের চেয়ারম্যান এবং দীনিয়াত গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। ১৯৮৮ সালে তাকে ও.আই.সি এর ফিকহ একাডেমিতে বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি মনোনীত করা হয়।

রচনাবলী : হাদীসশাস্ত্রের দারস দান ও প্রশাসন পরিচালনার পাশা পাশি লেখালেখিতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তার রচনাবলীর মধ্যে- ১.*ইসলামে নারীর মর্যাদা* (১৯৫৭ খ্রি.); ২.*হাবীবুল ওয়ায়েযীন* (১৯৫৮খ্রি.); ৩.*নালায়েন শরীফ* (১৯৬২খ্রি.); ৪.*জীবনের আদর্শ* (১৯৬৩ খ্রি.); ৫.*নারী জীবনের আদর্শ* (১৯৬৩ খ্রি.); ৬.*হাকীকাতুল ওয়াসিলা* (১৯৬৪ খ্রি.); ৭.*অশ্রু সরোবর* (১৯৬৬ খ্রি.); ৮.*বারোচান্দের খুৎবা* (১৯৬৭ খ্রি.) ও ৯.*আউলিয়া কাহিনী* (১৯৭৯ খ্রি.) প্রভৃতি উল্লেযোগ্য।

ইন্তিকাল : বাংলার মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত শাহ সুফী মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমাদ (রহ.) এর ছোট জামাতা প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, বিদগ্ধ লেখক ও গবেষক, শায়খুল হাদীস মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাদীর (রহ.) ১৮ জুলাই ২০০১ সালে ৮০ বছর ৬ মাস ২৫ দিন বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[১০৮]

মাওলানা আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন (রহ.) [১৯২৬-২০০১খ্রি.]

পরিচিতি ও শিক্ষাজীবন : ১৯২৬ সালে পশ্চিম বঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর থানাধীন খোর্দ পলাশী গ্রামে আবূ মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন[১০৯] জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মূসা বিন লুকমান বিন নাসির খার্দ্দম ও মাতা কুররাতুন বিবি। বালক আলীমুদ্দীন স্থানীয় পাঠশালার পাঠ সমাপনান্তে মাওলানা নি'মাতুল্লাহর মাদরাসায় আরবী, উর্দু, ফার্সী ভাষার ব্যাকরণ ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি ১৯৪১ সালে মাওলানা আনিসুর রহমান রাহমানীর সান্নিধ্যে ইলমুল কিরআত, শরহ মিয়াতে আমিল, হিদায়েতুন নাহু, কাফিয়া, শরহ মোল্লাজামি, মুনিয়াতুল মুসাল্লী, কুদূরী, মান্তিকের কিতাব ছোগরা-কুবরা, মিরকাত, আরবী সাহিত্যের কিতাব মুফিদুত তালেবীন, কুরআন মাজীদের তরজমা ও মিশকাতের কিয়দংশ অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি মাযাহির উলূম মাদরাসায় ১ বছর এবং দিল্লীর রাহমানীয়া মাদরাসায় ৭ বছর মাওলানা সামরুদ্দীনের একান্ত সান্নিধ্যে অবস্থান করে মিশকাতুল মাসাবীহ, বুলুগুল মারাম ফী আদিল্লাতিল আহকাম, মুয়াত্তা মালেক, মুয়াত্তা মুহাম্মাদ, শরহ মা'আনীল আছার, মুসনাদে আবূ আওয়ানাহ, মুহাররার ফীল হাদীস ও সিহাহ সিত্তাহ, মিশকাতের মুকাদ্দমা, তিরমিযীর মুকাদ্দামা ও সহীহ বুখারী ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : একাডেমিক বিদ্যার্জন শেষে তিনি মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তথায় তিনি সাত বছর সহীহায়ন ও রিজাল শাস্ত্র শিক্ষা দান করেন। অতঃপর তিনি ১৯৬০ সালে চাকুরী ছেড়ে

---

১০৬ ছারছীনা আলিয়া মাদরাসার রেকর্ড ফাইল থেকে উদ্ধৃত।

১০৭ শরীফ মুহাম্মদ মুনীর, *নিরবিচ্ছিন্ন জ্ঞানসাধক শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাদির*, *দৈনিক ইনকিলাব*, *প্রাগুক্ত*, ৩১-০৮-২০০১ খ্রি., পৃ.১১

১০৮ *প্রাগুক্ত*

১০৯ মুহাম্মদ রবীউল ইসলাম, *রিজাল শাস্ত্রবিদ মাওলানা আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন*, কুষ্টিয়া: আল-কুরআন এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইবি, ২০১০ খ্রি. (অপ্রকাশিত এমফিল থিসিস)

Dhaka University Institutional Repository

বোম্বাইয়ে চলে যান। তথায় তিনি *আল-মু'জামুল মুফাহরাস* (হাদীস অভিধান) ৬৩ খণ্ডের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে হরকতযুক্ত করণের দুরূহ কাজটি দীর্ঘ দুই বছরে সমাপ্ত করেন এবং হাফিয আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ মিঝী কৃত *"তুহফাতুল আশরাফ বি মা'রিফাতিল আতরাফ"*এর পাণ্ডুলিপিটি ছাপার উপযুক্ত করে প্রস্তুত করেন। ১৯৬৫ সালে তিনি ঢাকায় আগমন করে নাযিরা বাজারস্থ মাদরাসাতুল হাদীসে মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। অতঃপর জমঈয়ত প্রকাশিত মাসিক 'তর্জুমানুল হাদীস' এর সাময়িক প্রসঙ্গ-মাসয়ালা মাসায়েল বিভাগটির তিনি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় মাসিক তর্জুমানে কুরআন-হাদীস ভিত্তিক তাঁর বহু প্রবন্ধ ও ফাতওয়া প্রকাশিত হয়। ১৯৬৭ সালে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থানার বেলাবো গ্রামে স্বপরিবারে চলে আসেন এবং পাঁচরুখীতে মাদরাসা দারুল হাদীস প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত উক্ত মাদরাসায় হাদীস শিক্ষা দান, গ্রন্থ রচনা ও জমঈয়তের তাবলীগের কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। ১৯৬৫ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত দীর্ঘ ৭ বছর জমঈয়তের মুখপাত্র সাপ্তাহিক আরাফাতের কুরআনুল কারীমের তরজমা, *মিশকাত শরীফের* অনুবাদ, প্রবন্ধ ও মাসয়ালা-মাসায়েলের সমাধানে লেখালেখিতে আত্মনিয়োগ করেন। তার লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৬টি। তন্মধ্যে *হাদীসে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান; ইসলাম ও তাসাওউফ; আমীর ও ইমারতের তত্ত্বকথা; ইসলাম ও দাম্পত্য জীবন; হাদীস ও মুহাদ্দিস; গ্রীক দর্শনে ইসলাম; হাদীস ও ফিকহ-এর সম্বন্বয় সাধান; মুসলিম দুনিয়া ও সমাজতন্ত্রের রূপরেখা; তাকলীদ ও ইসলাম* (পাণ্ডুলিপি); বুখারী শরীফের প্রথম থেকে কিতাবুত তাহারাত পর্যন্ত অনুবাদ (পাণ্ডুলিপি) ও ইমাম ইবন তাইমিয়াহ এর জীবনী (পাণ্ডুলিপি) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মাওলানা আবূ মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন ২০০১ সালের ১২ জুন তিনি ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। বংশাল কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

মাওলানা সিরাজুল হক শরীফ (রহ.) [১৯০৫-২০০২খ্রি.]

জন্ম ও পরিচয় : দেশের অন্যতম বরেণ্য আলিমে দ্বীন মাওলানা সিরাজুল হক শরীফ (রহ.)। ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলাধীন সবুজে ঘেরা নিঝুম পল্লী সাকুশিয়ায় ১৯০৫ সালে শরীফ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ওয়াহেদ আলী শরীফ এবং মাতা সালেহা খাতুন। শৈশবেই তার তুখোড় মেধা, চাল-চলন, আচার-আচরণ, পাঠাভ্যাস, পরহেযগারি দেখে অনুমান করা হতো যে, ভবিষ্যতে তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হবেন।

শিক্ষাজীবন : স্থানীয় মকতবের পাঠ শেষে তিনি বোরহানুদ্দিন উপজেলার অন্তর্গত হাকিমুদ্দিন মাদরাসায় ভর্তি হন। তিনি সকল শ্রেণির একাডেমিক পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করতেন। উক্ত মাদরাসা থেকেই তিনি বৃত্তিসহ আলিম, অতঃপর ১৯৩৫ সালে ভোলা দারুল হাদীস আলিয়া মাদরাসা থেকে বৃত্তিসহ ফাযিল পাস করেন। অতঃপর তিনি উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় ইসলামী শরীআহ ও আইন বিষয়ে ভর্তি হন। তিনি ১৯৩৭ সালে কামিল ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অর্জন করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মাওলানা ফজলুল করিম, মাওলানা মকবুল আহমদ ও মাওলানা আবদুর রহমান ফরিদপুরী এবং কলিকাতা আলিয়ার মাওলানা মোশতাক আহমাদ কানপুরীর (রহ.) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য ।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : কর্মজীবনের শুরুতেই তিনি বরিশালের কাউয়ারচর মাদরাসায় সহকারী সুপার হিসেবে যোগদান করেন। এরপর তিনি দৌলতখান থানাধীন হাজীপুর মাদরাসায় কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি– লালমোহন আলিয়া মাদরাসা, টবগী মাদরাসা এবং শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। এ ছাড়া আত্মশুদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে তিনি মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমাদ (রহ.) এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে তাঁর খিলাফত লাভ করেন। ভোলা অঞ্চলে পবিত্র হাদীসের জ্যোতি বিস্তারের লক্ষ্যে তিনি নিজ বাড়িতে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এতদঞ্চলে হাদীসশাস্ত্র চর্চা ও সম্প্রসারণে মাওলানা শরীফ সাহেবের ভূমিকা অপরিসীম।

তাবলীগে দ্বীন ও ফিকহ-ফাতাওয়া : বাংলা ভাষায় হাদীসের বাণী-ব্যাখ্যা মানুষের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে তিনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সফর করতেন। ওয়াজ-মাহফিল-এর মাধ্যমে গণমানুষের মধ্যে কুরআন-হাদীসের বাণী প্রচারে তার অবদান উল্লেখযোগ্য। ফাতাওয়া ও মাসাইলে জন্যে তিনি দেশের বিশেষজ্ঞ মহলে ও সাধারণ্যে

Dhaka University Institutional Repository

নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। দেশের বাইরেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি ফাতাওয়া প্রদান করতেন। এছাড়া তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে দু'টির সন্ধান পাওয়া যায়–১. *নবচন্দ্র দর্শন*; ২. *আমীর মুআবিয়া (রা.)* তন্মধ্যে শেষোক্ত পুস্তিকাটি তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও লেখালেখির শৃঙ্খলাবোধের বিরাট প্রমাণ বহন করে। মাওলানা সিরাজুল হক শরীফ ২০০২ সালের ৩১ ডিসেম্বর ইহজীবনের ইতিটেনে চূড়ান্ত গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।[১১০]

মাওলানা আব্দুল মান্নান কাশিয়ানী (রহ.) [১৯৩৬-২০০৩ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচিতি : গোপালগঞ্জ জেলাধীন কাশিয়ানী উপজেলার ভট্রাইধোবা নামক গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৩৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাত:স্মরণীয় মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী, নবী আদর্শের মূর্ত প্রতীক মাওলানা আব্দুল মান্নান; যিনি 'কাশিয়ানী হুজুর' নামে সমধিক পরিচিত। পিতার নাম মৌলভী শেখ ইরফানুদ্দীন (রহ.)। শৈশব কাল থেকেই তিনি তীক্ষ্ম মেধাবী, মিষ্ট ভাষী ও বুদ্ধিমান ছিলেন।[১১১]

শিক্ষাজীবন : মাওলানা কাশিয়ানী (রহ.) স্থানীয় মাজড়া গ্রামের আলিয়া মাদরাসায় তিন বছর পড়াশোনা করেন। অতঃপর তিনি ১৯৫১ সালে গওহারডাঙ্গা মাদরাসায় হেদায়াতুন নাহুতে ভর্তি হন। তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। সকল শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর মেধা ও যোগ্যতা এতই প্রখর ছিল যে, অন্য আর কাউকে তাঁর সমকক্ষ চিন্তা করা যেত না। তিনি উক্ত মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁর শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন-মাওলানা আব্দুস সাত্তার (রহ.), মাওলানা আব্দুল হাফিজ (রহ.), মাওলানা আবুল হাছান (রহ.) এবং মাওলানা মোস্তফা (রহ.) প্রমুখ।[১১২]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : শিক্ষাজীবন শেষে গওহারডাঙ্গা মাদরাসায় তিনি মুহাদ্দিস পদে নিয়োগ লাভ করেন। তিনি হাদীসশাস্ত্রের পাঠদান করতে থাকেন এবং ইতোমধ্যে তার পাঠদানের সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর তিনি উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে দেওবন্দ গমন করে দাওরায়ে হাদীসে ভর্তি হন। এক বছর দাওরায়ে হাদীস অধ্যয়নের পর কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে পুনরায় গওহারডাঙ্গা মাদরাসায় তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন। ঐ বছরই মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) এর মেঝ কন্যার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি গওহারডাঙ্গা মাদরাসায় তিন বছর শিক্ষকতার পরে পাকিস্তানের করাচী নিউ টাউন মাদরাসায় পুনরায় দাওরায় হাদীসে ভর্তি হন এবং সেই বছর বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি পুরো পাকিস্তান বোর্ডে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। অতঃপর উচ্চতর হাদীস গবেষণা (তাখাসসুছ ফিল হাদীস) বিভাগে ভর্তি হয়ে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর দেশে ফিরে তিনি গওহারডাঙ্গা মাদরাসায় শায়খুল হাদীস পদে নিযুক্ত হয়ে বুখারী শরীফ দারস দিতে থাকেন। অতঃপর ঢাকার যাত্রাবাড়ী মাদরাসায় তিন বছর হাদীসের অধ্যাপনা করেন। তারপর ঢাকার লালবাগ মাদরাসায় কিছু দিন হাদীসের অধ্যাপনা করেন এবং পুনরায় গওহারডাঙ্গা মাদরাসায় নায়েবে মুহতামিম পদে নিযুক্ত হন।[১১৩] মাওলানা কাশীয়ানী (রহ.) ২০০৩ সালে ১৯ এপ্রিল দিবাগত রাতে ২টা ৩০মিনিটে ইন্তিকাল করেন।[১১৪]

মাওলানা ইসহাক ফরিদী (রহ.) [১৯৫৭-২০০৫]

জন্ম ও পরিচিতি : মাওলানা ইসহাক ফরিদী ৫ জুন ১৯৫৭ সালে মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানাধীন হোগলাকান্দি গ্রামের এক ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আব্দুস সালাম শিকদার ও মাতা সকিনা বেগম। তাদের একমাত্র আদরের সন্তান ইসহাক ফরিদী শৈশবে হোগলাকান্দির সবুজে ঘেরা মনোরম পরিবেশে বেড়ে ওঠেন।[১১৫]

---

১১০ সাক্ষাৎকার: ০৬-০৬-২০২০ তারিখে তদীয় ছেলে মাওলানা মোশতাক আহমাদ ও বড় জামাতা মাওলানা আবদুল হাই এর সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত তথ্যাদি গৃহীত হয়েছে ।

১১১ মাওলানা ছায়েনুদ্দীন, *হযরত কাশিয়ানী হুজুরের জীবনী*, ঢাকা: প্রকাশনার স্থান উল্লেখ নাই, ২০১১ খ্রি., পৃ. ৯-৪৭

১১২ *প্রাগুক্ত*, পৃ.১০

১১৩ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৪

১১৪ মাওলানা ছায়েনুদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

১১৫ মাওলানা মুহাম্মদ আবু মুসা সম্পাদিত, *আল্লামা ইসহাক ফরিদী (রহ.) স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা: শেখ জনুরুদ্দীন (রহ.) দারুল কুরআন শামসুল উলূম চৌধুরী পাড়া মাদরাসা, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা জীবন : প্রকৃতি ও জন্মগতভাবে তীক্ষ্ম মেধার অধিকারী মাওলানা ইসহাক ফরিদী (রহ.) নিজ গ্রাম হোগলাকান্দি জামে মসজিদ মাদরাসায় কুরআন কারীম হিফয সম্পন্ন করে নারায়ণগঞ্জ জেলার দেওভোগ, ঢাকার ফরিদাবাদ ও যাত্রাবাড়ী মাদরাসায় পড়ালেখা করেন। সর্বশেষ বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে জামিয়া শারঈয়াহ মালিবাগ মাদরাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি দাওরায়ে হাদীস কৃতিত্বের সাথে পাস করেন। তার শিক্ষাজীবনের প্রতিটি স্তরে প্রথম স্থান অধিকার করার কৃতিত্ব তার থেকে কেউ নিতে পারেনি।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : শিক্ষাজীবন শেষে তিনি ঐতিহ্যবাহী কুমিল্লা কাসিমুল উলূম মাদরাসায় তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। পরে ঢাকার পীরজঙ্গী মাদরাসা ও বারিধারা জামিয়া মাদানিয়াতেও শিক্ষকতা করেন। ১৯৯১ সাল থেকে রাজধানী ঢাকার শেখ জনুরুদ্দীন (রহ.) দারুল কুরআন শামসুল উলূম চৌধুরীপাড়া মাদরাসায় ১৪ বছর যাবৎ প্রিন্সিপ্যাল ও শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মাদরাসা সংলগ্ন নূর মসজিদ এর খতীব ছিলেন। এ ছাড়াও বেশ কয়েকটি মাদরাসায় তিনি শায়খুল হাদীসের গুরুদায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেন। কওমী অঙ্গনে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় যে কয়জন মুহাদ্দিস অবদান রেখেছেন তন্মধ্যে মাওলানা ইসহাক ফরিদীর (রহ.) শীর্ষ স্থানীয়। [১১৬]

সাহিত্য কর্ম : মাওলানা ফরিদীর জীবনের বড় একটি অংশ কেটেছে বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য রচনা, অনুবাদ ও গবেষণা কর্মের মধ্য দিয়ে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর গবেষণা বিভাগের নির্বাচিত একাধিক বোর্ডের সদস্য ছিলেন তিনি। ২৭ খণ্ডে প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষের একজন উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধকার তিনি। এ ছাড়া বুখারী, মুসলিম ও ই'লাউস সুনানের অনুবাদ ও অন্যান্য মৌলিক রচনা মিলিয়ে প্রায় ৭০টির অধিক ইসলামী গ্রন্থের লেখক তিনি। প্রতিথযশা এ মনীষী দেশের প্রায় সবকটি মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক সম-সাময়িক বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে প্রচুর প্রবন্ধ লিখে জাতির উদ্দেশ্যে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরেছেন। তার শিক্ষকদের মধ্যে খ্যাতনামা কয়েকজন হলেন, শায়খুল হাদীস মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ (রহ.), শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুল হাফিয (রহ.), মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, শায়খুল হাদীস মাওলানা নূর হুসাইন কাসেমী (রহ.), শায়খুল হাদীস মুফতী গোলাম মোস্তফা, শায়খুল হাদীস মাওলানা হাসান প্রমুখ।[১১৭]

ইন্তিকাল : বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, বিদগ্ধ লেখক ও গবেষক শায়খুল হাদীস মাওলানা ইসহাক ফরিদী এক মর্মান্তিক সড়ক দূর্ঘটনায় ২০০৫ সালের ৫ জুন দিবাগত রাতে মাত্র ৪৮ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[১১৮]

মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (রহ.) [১৮৭৩-২০০৬ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচিতি : মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (রহ.) বি-বাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর থানার অন্তর্গত দশদোনা গ্রামে ১৮৭৩ সালে ঐতিহ্যবাহী এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মুন্সী মোহাম্মদ আবদুল মাজিদ এবং মাতা আমেনা বেগম। মাতা-পিতার স্নেহছায়া তার উপর বেশি দিন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কারণ তিনি দুগদ্ধপোষ্য শিশু অবস্থায় তার মমতাময়ী মাতাকে হারান এবং আনুমানিক ৭/৮ বছর বয়সে তার পিতাকে হারিয়ে চিরতরে ইয়াতিমত্ব বরণ করেন। অতঃপর দাদা-দাদীর তত্ত্বাবধানে তিনি লালিত-পালিত হন।[১১৯]

শিক্ষা জীবন : মাতৃহারা সিরাজ পরিবারিক পরিমণ্ডলে বাল্যকালে পিতার নিকট প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন। বোর্ড স্কুলে পড়াকালীন প্রাণপ্রিয় পিতা পরলোক গমন করেন। অতঃপর তার দাদা তাকে পার্শ্ববর্তী গ্রামের মৌলভী ইয়াকুবের কাছে প্রাথমিক আরবী, উর্দূ ও ফার্সী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। এখানে তিনি ৪/৫ বছরে ভালোভাবে ভাষাজ্ঞান রপ্ত করেন। অতঃপর কানাইনগর মাদরাসায় দুই বছর কৃতিত্বের সাথে অধ্যয়ন করেন। এ সময় তার শেষ আশ্রয়স্থল দাদাও চলে যান পৃথিবী ছেড়ে। তারপরে ঢাকার নবাব বাড়ীর ওল্ডস্কীম মাদরাসায় ভর্তি হয়ে পরের বছর জামাতে পাঞ্জমের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় অংশ নিয়ে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করে গোল্ড মেডেল লাভ করেন। অতঃপর তিনি দেওবন্দ মাদরাসায় ভর্তি হয়ে একাধারে পাঁচ বছর জ্ঞানার্জন করে দাওরায়ে হাদীস

---

১১৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৬৪
১১৭ *প্রাগুক্ত*
১১৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৬৬
১১৯ মুফতি মোবারকুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১১৮

Dhaka University Institutional Repository

এবং তাফসীরের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেন। তার শিক্ষকগণের মধ্যে- মাওলানা ইয়াহইয়া (রহ.), মাওলানা ওয়াফিহ (রহ.), মাওলানা ইব্রাহিম (রহ.), হাফেজ বারাকাত (রহ.) এবং দেওবন্দের শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ), শায়খুল আদব মাওলানা এজাজ আলী (রহ.), মাওলানা গোলাম রাসূল খান (রহ.), মাওলানা মুফতি শফী (রহ.) ও মাওলানা ইদ্রিস কান্দালভী (রহ.) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[১২০]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : তিনি দেশে ফিরে ১৩৫০ থেকে ১৪২৫ হি. পর্যন্ত একাধারে ৭৫ বছর পর্যন্ত জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুসিয়ায় শিক্ষকতা জীবনের বিভিন্ন পদে থেকে হাদীসশাস্ত্রসহ বিভিন্ন বিষয়ে (হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ আদব, নাহু, ছরফ, মানতেক ও বালাগাত ইত্যাদি) অধ্যাপনা করেছেন। বিশেষত ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম ইন্তিকালের পর প্রায় ৪০ বছর পর্যন্ত তিনি একাই শায়খুল হাদীস হিসেবে বুখারী শরীফের দারস প্রদান করতেন। ১৯৭৪ সাল থেকে মুহতামিমের দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেছেন।[১২১]

ইন্তিকাল : শায়খুল হাদীস মাওলানা সিরাজুল ইসলাম ২০০৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর, শনিবার সকাল ৯.২০ মিনিটে অগণিত আলিম ছাত্রকে শোকসাগরে ভাসিয়ে মহান প্রভূর আহবানে সাড়াদিয়ে চলে যান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ১৩৩ বছর।[১২২]

মাওলানা উবায়দুল হক (রহ.) [১৯২৮-২০০৭ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচয় : সমকালীন বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ, বিরল প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী মাওলানা উবায়দুল হক (রহ.) ২ মে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ১৪ বৈশাখ[১২৩] সিলেট শহর থেকে প্রায় ৭৪ কিলোমিটার দূরে সবুজে ঢাকা ঐতিহ্যবাহী বারঠাকুরী গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা মাওলানা জহুরুল হক (রহ.) অনেক বড় মাপের আলিম ছিলেন। তাঁর মাতা আয়েশা বেগমও অত্যন্ত পরহেজগার পর্দানশীন ও গুণবতী নারী।[১২৪] তবে তিনি 'খতিব সাহেব হুজুর' নামে লোকসমাজে সমধিক পরিচিত।

শিক্ষাজীবন : শৈশবে মাওলানা উবায়দুল হকের পড়ালেখার হাতেখড়ি হয় নিজ গ্রামের মসজিদের বারান্দায়। কৈশোরের সীমা অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত তার সুযোগ্য পিতার তত্ত্বাবধানে চরিত্রের উত্তম গুণাবলীর বিকাশ ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয়। এরপর তিনি সিলেটের মাওলানা শামছুল হক শাহবাগী (রহ.) এর নিকট ফার্সি ভাষায় ও সাহিত্যের কারিমা, পান্দেনামা ও মিজান-মুনশাইব ইত্যাদি শিক্ষা গ্রহণ করেন। দুই বছর তিনি ঘুংগাদিতে ছিলেন। অতঃপর তিনি হবিগঞ্জের মাওলানা মুদ্দাসসির ও মাওলানা মুসির আলীর (রহ.) সান্নিধ্যে গিয়ে কিছুদিন প্রাইভেট লেখাপড়া করেন। ১৯৩৪ সালে মাত্র ১৪ বছর বয়সে দারুল উলূম দেওবন্দে কাফিয়া জামাতে ভর্তি হন। এখানে তিনি পর্যাক্রমে সকল শ্রেণিতে কৃতিত্বের সাথে উন্নীত হন। উল্লেখ্য যে, তিনি দাওরায়ে হাদীস পরীক্ষায় দারুল উলূম দেওবন্দের ইতিহাসে রেকর্ড পরিমাণ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হন। তিনি শায়খুল ইসলাম সাইয়্যিদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.), মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহীম বালিয়াবী (রহ.) প্রমুখের নিকট হাদীসশাস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করেন।[১২৫]তিনি দাওরায়ে হাদীস অধ্যয়নকালে তাঁর শিক্ষাগুরু সাইয়্যিদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি মুহাম্মাদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) এর সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) তাঁকে বায়'আত করে খেলাফত দান করেছেন।[১২৬] হাফেজ্জী হুজুরের ইন্তিকালের পরে তিনি মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এর সর্বকনিষ্ঠ খলিফা ভারতের মাওলানা আবরারুল হক (রহ.) এর সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করেন।

---

১২০ *প্রাগুক্ত*, পৃ.১১৯

১২১ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২১

১২২ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪২৩

১২৩ মাওলানা আব্দুর রহিম ইসলামবাদী, 'অনন্য ব্যক্তিত্ব খবিত মাওলানা উবায়দুল হক', *সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান*, স্মরণ সংখ্যা, বর্ষ ১৭, সংখ্যা ২৬, ২০০৭ খ্রি., পৃ.২১

১২৪ মাও: শায়খ তাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৩

১২৫ জুবাইর আহমদ আশরাফ সম্পাদিত, মাওলানা উবায়দুল হক জালালাবাদী লিখিত প্রবন্ধ 'আমার জীবনের একটি অধ্যায়' *আকাশ ছোঁয়া মিনার, খতিব মাওলানা উবায়দুল হক স্মরণে*, ঢাকা: মাদরাসা ফয়জুল উলুম আজিমপুর, ২০০৭খ্রি., পৃ.১৪

১২৬ মাওলানা মহিউদ্দিন রব্বানী, 'উবায়দুল হক সাহেব (রহ.) স্মৃতির আয়নায়' *সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান*, স্মরণ সংখ্যা, বর্ষ ১৭, সংখ্যা ২৬-, ২০০৭ খ্রি.) পৃ.৫২

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : মাওলানা উবায়দুল হক (রহ.) দেশে ফিরে আশরাফুল উলূম বড়কাটারা মাদরাসায় শিক্ষকতা পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানে চার বছর অধ্যাপনা করে হোসাইন আহমদ মাদানী (র.) ও মাওলানা এজাজ আলী (রহ.) এর সকাশে দেওবন্দ গমন করেন। অতঃপর দিল্লীর শাহজাহানপুর মাদরাসায় যোগদান করে হাদীসশাস্ত্র অধ্যাপনায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন।[১২৭] পরবর্তীতে মুফতি শফি (রহ.) এর আহবানে দারুল উলূম করাচিতে কিছু দিন *আবু দাউদ শরীফ, সহীহ বুখারীর* কিয়দাংশ, *হেদায়া, শরহে জামি* ইত্যাদি কিতাবাদি পাঠদান করেন।[১২৮] ১৯৫৪ সালের আগস্ট মাসে আশরাফুল উলূম বড়কাটারা মাদরাসায় পুনরায় ফিরে আসেন। পরবর্তীতে মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকার তৎকালীন হেড মাওলানা (ভারপ্রাপ্ত) শফি আনসারি (রহ.) এর প্রেরণায় তৎকালীন প্রিন্সিপ্যাল শায়খ শরফুদ্দীন (রহ.) এর নিকট সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ সালে মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় সিনিয়র শিক্ষক পদে যোগদান করেন। সেখানে তিনি কামিল শ্রেণির আবু দাউদ শরীফ, বায়জাবী শরীফ, ফাজিল শ্রেণির তাসাওউফ ও আলিম শ্রেণির শরহ বেকায়া, তরজমায় কুরআন ইত্যাদি বিষয়ে পাঠ দান করতেন।[১২৯] উক্ত প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে তিনি ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত হাদীসের বিভাগের প্রভাষক, ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত প্রভিশনাল হেড মাওলানা এবং ১৯৮০ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত হেড মাওলানা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৮৫ সালের ২ মে খতিব মাওলানা উবায়দুল হক (রহ.) মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ করেন।[১৩০] শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি ইসলামপুরে মাদরাসায়ে ইসলামিয়ার মুহতামিম নিযুক্ত হন। ১৯৮৫ সাল থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মাদরাসায়ে ফয়জুল উলূম আজিমপুরের শায়খুল হাদীস পদে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৮৫ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত পটিয়া আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া জমিরিয়া কাসিমুল উলূম মাদরাসায় শায়খুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কয়েক বছর ঢাকার ফরিদাবাদ মাদরাসার মুহাদ্দিস পদে অধ্যাপনা করেন। ১৯৮৭ সাল থেকে ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি সিলেটের জামেয়া কাসিমুল উলূম দারসাহ মাদরাসার শায়খুল হাদীস পদে অধ্যাপনা করেন।

জাতীয় মসজিদের খতিব : ১৯৪৮ খ্রি. মাওলানা উবায়দুল হক (রহ.) বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব পদে নিয়োগ লাভ করেন। জাতীয় মসজিদের এই মেহরাবকে তিনি বিবেক ও অভিভাকত্বের এক আস্থার মঞ্চে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১৩১] খতিব পদে প্রায় দুই যুগেরও বেশি সময় থাকাকালীন তাঁর আকর্ষণীয় খুতবার মাধ্যমে তিনি এই পদমর্যাদাকে আরও সমুন্নত করেছিলেন। খুতবা দানের ক্ষেত্রে তিনি নতুন ধারা সৃষ্টি করেন। তিনি প্রতি জুমার দিন স্বরচিত খুতবা প্রদান করতেন। সমসাময়িক পরিস্থিতি সামনে রেখে সুন্নাহর অনুসরণে ভাষণ দান ছিল তাঁর খুতবার মূল বৈশিষ্ট্য। গুরুগম্ভীরভাবে স্বভাবসুলভ বাচনভঙ্গিতে তিনি তাঁর খুতবা উপস্থাপন করতেন।[১৩২] তিনি আমরণ বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব পদে নিয়োজিত থেকে নির্ভিক, সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

রচনাবলী : মাওলানা উবায়দুল হক (রহ.) তরুণ বয়সেই লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেন। তিনি 'উবায়দুল হক জালালাবাদী' নামে লেখা প্রকাশ করতেন। তাঁর অধিকাংশ কিতাব এ নামেই লিখিত।[১৩৩] তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে- (ক) *আজহারুল আহজার শরহে নূরুল আনওয়ার*, (খ) *নাশরুল ফাওয়াইদ খোলাসায়ে শারহিল আকাইদ*, (সা.) *আস সেকায়া শরহু শারহিল বেকায়া*, (ঘ) *তারিখে ইসলাম প্রথম খণ্ড*, (ঙ) *তারিখে ইসলাম* ২য় খণ্ড, (চ) *সীরাতে মোস্তফা*, (ছ) *তাহসিলুল কাফিয়া*, (জ) *কোরআনে হাকিম আওর হামারি জিন্দেগি*, (ঝ) *শিয়া-সুন্নী ইখতেলাফ*, (ঞ) *শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া* (অনুবাদ) প্রভৃতি।[১৩৪]

---

১২৭ জুবাইর আহমদ আশরাফ সম্পাদিত, মাওলানা উবায়দুল হক জালালাবাদী লিখিত প্রবন্ধ 'আমার জীবনের একটি অধ্যায়' *আকাশ ছোঁয়া মিনার* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

১২৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৫

১২৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪৯

১৩০ অফিস রেকর্ড ঢাকা আলিয়া মাদরাসা; জুবাইর আহমদ আশরাফ সম্পাদিত, সৈয়দ মবনু, 'মাওলানা উবায়দুল হক জীবন ও কর্ম', *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬

১৩১ মাওলানা রূহুল আমীন খান, 'জাতীয় খতিব মাওলানা উবায়দুল হক (রহ.)' *সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান*,স্মরণ সংখ্যা, বর্ষ ১৭, সং.২৬, ২০০৭ খ্রি., পৃ. ৫০

১৩২ অধ্যাপক আব্দুল হামিদ, *সত্যভাষী খতিব মাওলানা উবায়দুল হক স্মরণে (রহ.)*, সাপ্তাহিক মুসলিম স্মরণ সংখ্যা, পৃ.৬৩

১৩৩ আবু সাকীব মাহবুব, 'লেখালেখির জগতে খতিব উবায়দুল হক', *সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান*, স্মরণ সংখ্যা, বর্ষ ১৭,সংখ্যা:২৬,২০০৭ খ্রি., পৃ.৩০

১৩৪ মাওলানা সৈয়দ রেজওয়ান আহমদ, *মাওলানা উবায়দুল হক (রহ.) জীবন ও কর্ম*, ঢাকা : মাকতাবাতুল হেরা, ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রি., পৃ. ৮৮-৮৯

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল : বিশিষ্ট আলিমে দ্বীন, অকুতোভয় মাওলানা উবায়দুল হক (রহ.) ৬ অক্টোবর ২০০৭ সালে ইহজগত ত্যাগ করে পরজগতে পাড়ি জমান। লাখো মানুষের উপস্থিতিতে তাঁর দ্বিতীয় ছেলে মাওলানা আতাউল হকের ইমামতিতে জানাযা শেষে তাঁকে ঢাকাস্থ আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করা হয়।[১৩৫]

মাওলানা ছিদ্দিকুল্লাহ (রহ.) [১৯৩০-২০০৭ খ্রি.]

জন্ম পরিচিতি : মাওলানা ছিদ্দিকুল্লাহ নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ী থানাধীন মাহুতলা গ্রামে ১৩৫১ হিজরী মোতাবেক ১৯৩০ সালে এক সম্ভ্রান্ত আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মৌলভী মুহাম্মদ ইউনুস একজন নেককার মুত্তাকী ব্যক্তি ছিলেন।

শিক্ষা জীবন : ছোটবেলায় তিনি তার স্নেহময়ী মায়ের কাছে পবিত্র কুরআন শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর স্থানীয় বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তার সাত বছর বয়সে পিতা মারা যান। অতঃপর তিনি মাদরাসা-ই-ইসলামিয়ায় ভর্তি হন। সেখান থেকে কৃতিত্বের সাথে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর শায়খ মুফতি আযিযুল হক (রহ) এর পরামর্শে হাদীসশাস্ত্রের উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ ভর্তি হন। তিনি সেখানে শায়খ ফখরুদ্দীন মুরাদাবাদী, শায়খ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী, ইবরাহীম বালিয়াবী (রহ.) প্রমুখ মুহাদ্দিসবৃন্দের নিকট থেকে হাদীসশাস্ত্রের উচ্চতর জ্ঞানার্জন করেন।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : দেওবন্দ থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহন শেষে প্রায় দুই বছর আসামের জিনকরে দারস প্রদান করেন। অতঃপর দেশে ফিরে তিনি নোয়াখালী ইসলামিয়া আলিয়া মাদরাসায় একাধারে ৩৬ বছর শায়খুল হাদীস হিসেবে হাদীসশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। এখানে তিনি সহীহ বুখারী ও মুসলিম বিশেষভাবে দারস প্রদান করতেন। এ প্রতিষ্ঠান থেকে অবসর গ্রহণের পরে তিনি আমরণ পটিয়া মাদরাসায় সহীহ মুসলিমের দারস প্রদান করেন। তার বিখ্যাত ছাত্রবৃন্দের মধ্যে মাওলানা মোস্তফা আল-হুসাইনী; শায়খুল হাদীস, জামিয়া কারিমীয়া ঢাকা ও জামিয়া ওসমানিয়া নোয়াখালী, মাওলানা হারুন আল-মাদানী; প্রিন্সিপ্যাল, টুমচর ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, মাওলানা ফারুক আহমদ; অধ্যক্ষ, জামিয়াতুল ফালাহিয়্যা ফেনী, মাওলানা সাইফুল্লাহ মুনীর; অধ্যক্ষ, সোনাইমুড়ি কামিল মাদরাসা, মাওলানা মেসবাহ উদ্দিন সিদ্দিকী; মুহাদ্দিস, জামিয়া মিফতাহুল উলূম ঢাকা প্রমুখ।

রচনাবলী : মাওলানা ছিদ্দিকুল্লাহ বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে (সিহাহ সিত্তাহ) বিশুদ্ধ ছয় খানা হাদীস গ্রন্থের উপর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থ (অপ্রকাশিত); *আল-ফারায়িজ* (সম্পদ বন্টন সংক্রান্ত একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ); *'নবীগণের পবিত্রতা ও মওদুদী মতবাদ'* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ইন্তিকাল : হাদীসশাস্ত্রের এ বিদগ্ধ পণ্ডিত অসংখ্য মুহাদ্দিস সৃষ্টি করে মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে ২৫ নভেম্বর ২০০৭ সালে পরলোক গমন করেন।[১৩৬]

মাওলানা সাখাওয়াত উল্লাহ (রহ.) [১৯৩০-২০০৭ খ্রি.]

জন্ম-পরিচিতি : প্রখ্যাত আলিমে দীন মাওলানা সাখাওয়াত উল্লাহ (রহ.) ১৯৩০ সালের ১৭ জানুয়ারি বৃহত্তর নোয়াখালীর লক্ষ্মীপুর জেলার টুমচর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে সুপণ্ডিত সুলতান আহমদ ও আমেনা বেগমের কোলজুড়ে আগমন করেন। তিনি তার নয় ভাইবোনের মধ্যে দ্বিতীয়। ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় পরিবারেই তার প্রাথমিক পড়ালেখার হাতেখড়ি।

শিক্ষাজীবন : তিনি ছোট বয়সেই ঐতিহ্যবাহী টুমচর ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসায় ভর্তি হন। শিক্ষাজীবনের প্রতিটি স্তরেই তিনি তীক্ষ্ম মেধার স্বাক্ষর রাখেন। তিনি উক্ত মাদরাসা থেকে যথাক্রমে ১৯৪৬ সালে দাখিল, ১৯৪৮ সালে আলিম এবং ১৯৫০ সালে ফাযিল শ্রেণিতে বোর্ড পরীক্ষায় জাতীয় মেধাতালিকায় (সবগুলোতে) প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর তিনি ১৯৫২ সালে ঢাকা আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল হাদীস বিভাগে প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে মুমতাযুল মুহাদ্দিসীন ডিগ্রি অর্জন করেন। তারপর তিনি

---

১৩৫ *প্রাগুক্ত*

১৩৬ সাক্ষাৎকার: গবেষক ১৭.০১.২০২১ তারিখে মাওলানা ছিদ্দিকুল্লাহ এর বড় ছেলে মাওলানা মিসবাহ উদ্দীন থেকে উল্লিখিত তথ্যাবলি গ্রহণ করেন; মুহাম্মদ হিফযুর রহমান, *আল-বুদুরুল মুযিয়্যাহ*, ঢাকা: মাকতাবাতু শাইখিল ইসলাম, ২০১৬, খ. ৯, পৃ. ৩৭-৩৮;

Dhaka University Institutional Repository

"ইসলামের ইতিহাসে ভারতীয় মুসলমানদের অবদান" শিরোনামে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করে "রিচার্স স্কলার" ডিগ্রি অর্জন করেন। তার শিক্ষকদের মধ্যে টুমচর মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আশরাফ আলী (বড় হুজুর) (রহ.), ঢাকা আলিয়ার শায়খুল হাদীস মুফতি আমীমুল ইহসান (রহ.), মাওলানা মুমতাজ উদ্দীন (রহ.), খতিব মাওলানা ওবাইদুল হক (রহ.) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : শিক্ষাজীবন সমাপনান্তে এ মেধাবী আলিম ১৯৫৪ সালে নোয়াখালীর ছয়ানী কামিল মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে কর্ম জীবন শুরু করেন। তথায় কয়েক বছর শিক্ষকতার পর তিনি ঐতিহ্যবাহী টুমচর ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এভাবে তিনি ১২ বছর যাবত বিভিন্ন মাদরাসায় অত্যন্ত সুনামের সাথে হাদীসশাস্ত্রের দারস প্রদান করেন। তৈরি করেন অনেক যুগশ্রেষ্ঠ যোগ্য আলিম। অতঃপর তিনি মাঠে ময়দানে বেরিয়ে পড়েন দ্বীন-ইসলামের দাওয়াতের প্রয়োজনে। পথহারা মানুষদের সঠিক পথের দিশা দিতে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে যে কয়জন ব্যক্তি তাবলীগ জামাআতের কার্যক্রম শুরু করেন তাদের মধ্যে তিনি শীর্ষস্থানীয়। তিনি দাওয়াতে তাবলীগের কাজে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সফর করেন। তৎকালীন ভারতের প্রখ্যাত শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়্যাহ (রহ.) এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তার প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে বাংলাভাষীদের মধ্যে বাংলা ভাষায় কুরআন-হাদীসের বাণী প্রচারে ব্যাপকভাবে আত্মনিয়োগ করেন। এরই ধরাবাহিকতায় শায়খ যাকারিয়্যাহ (রহ.) কর্তৃক আরবী ভাষায় সংকলিত এবং উর্দূ ভাষায় ব্যাখ্যাত হাদীস গ্রন্থ "*তাবলীগী নেসাব*" এর সর্বপ্রথম বঙ্গানুবাদ করেন মাওলানা সাখাওয়াত উল্লাহ (রহ.)। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এ গ্রন্থটি সাধারণ মুসলিমদের মাঝে সর্বাধিক পঠিত ও সমাদৃত হাদীস গ্রন্থ। তিনি তার কর্মজীবনে মাদরাসায় অধ্যাপনা কালে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন যা তৎকালে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। তন্মধ্যে *দোয়ার ভাণ্ডার*, *বেহেশত ও দোযখ* উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তার অনুবাদমূলক গ্রন্থ "*ফাজায়েলে আমল*" সিরিজ গ্রন্থটি বাংলাভাষী সর্বসাধারণের কাছে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। তার রচিত এ যাবৎকালে ২৩টি ইসলামী বই প্রকাশিত হয়েছে। অপ্রকাশিতও রয়েছে বেশ কয়েকটি। বস্তুত: তার প্রণীত হাদীসভিত্তিক *ফাজায়েলে আমল* গ্রন্থটির কারণে বাংলাভাষী ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের হৃদয় গহিনে তার নামটি স্থান করে নিয়েছে।

ইন্তিকাল : জ্ঞানতাপস হাদীসবিদ মাওলানা সাখাওয়াতুল্লাহ অসংখ্য ভক্ত-অনুরক্তকে রেখে ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসের ২৪ তারিখে মহান রবের সান্নিধ্যে চলে যান।[১৩৭]

মাওলানা আব্দুর রব খান (রহ.) [১৯৩৫-২০০৯ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচয় : শায়খুল হাদীস, দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্ব, দক্ষপ্রশাসক অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রব খাঁন। তার পুরো নাম আবুল কালাম মুহাম্মদ আব্দুর রব খান। পিতার নাম সেরাজ উদ্দিন খাঁন এবং মাতা রয়তুন বিবি। হাদীসশাস্ত্রের এই মহান সেবক বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ থানার এক নিভৃত পল্লী পত্রপল্লবে সুশোভিত খোদাবক্সকাঠি গ্রামে ১৯৩০ সালে[১৩৮] ভিন্নমতে ১৯৩৫ সালের ৩১ মার্চ[১৩৯] জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন প্রত্যুৎপন্নমতি ও অসাধারণ মেধাবী।

শিক্ষা জীবন : বাল্যকালে তিনি স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তৎকালীন বাকেরগঞ্জের স্কুল পরিদর্শক সতীশ বাবু একবার তাদের বিদ্যালয় পরিদর্শনে এসে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি বলতে পার, তোমাদের বিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীতে কত কলসী পানি আছে? তৎক্ষণাৎ বালক আব্দুর রব খান দাঁড়িয়ে বললেন, জি স্যার! কলসীর আয়তন যদি নদীর অর্ধেক হয় তবে নদীতে দুই কলসী পানি আছে। উত্তর শুনে সতীশ বাবু তাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, এ ছেলেটি অনেক বড় হবে। তিনি কৃতিত্বের সাথে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে বাকেরগঞ্জ পাটখালী মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সপ্তম শ্রেণি সমাপ্ত করেন। অতঃপর তিনি ঝালকাঠী জেলার নলসিটি থানাধীন ফয়রা নেছারিয়া সিনিয়র মাদরাসায় অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৪৯ সালে

---

১৩৭ সাক্ষাৎকার: শায়খুল হাদীস মাওলানা সাখাওয়াতুল্লাহ এর ছেলে মাওলানা মঞ্জুর এলাহী থেকে গবেষক ০২.০২.২০২১ তারিখে উল্লিখিত তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন।

১৩৮ মাওলানা আজমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৩৪

১৩৯ ছারছীনা আলিয়া মাদরাসার রেকর্ড ফাইল থেকে উদ্ধৃত

Dhaka University Institutional Repository

তিনি উক্ত মাদরাসা থেকে আলিম পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় মেধাতালিকায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং ১৯৫১ সালে ফাযিল শ্রেণীতে (সম্মিলিত মেধাতালিকায়) প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেন। পরবর্তীতে ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় কামিল হাদীস বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৫৩ সালে কামিল হাদীস বিভাগেও সম্মিলিত মেধাতালিকায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অর্জন করে মুমতাজুল মুহাদ্দিসীন উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে মাওলানা নিয়াজ মাখদুম খোতানী (রহ.), আব্দুস সাত্তার বিহারী (রহ.) ও মুফতি আব্দুল করীম (রহ) প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১৪০]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন শেষে ১৯৫৩ সালে তিনি পাঙ্গাশিয়া নেছারিয়া সিনিয়র মাদরাসায় শিক্ষকতা পেশায় যোগদান করেন। উক্ত মাদরাসায় কামিল হাদীস খোলা হলে তিনি মুহাদ্দিস পদে পদোন্নতি লাভ করেন। তথায় তিনি ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত হাদীসশাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। অতঃপর তিনি ১৯৬৯-১৯৭২ সাল পর্যন্ত চার বছর খুলনা আলিয়া মাদরাসায় মুহাদ্দিস পদে থেকে হাদীসের পাঠদান করেন। পূনরায় তিনি পাঙ্গাশিয়া মাদরাসায় মুহাদ্দিস পদে হাদীসের দারস দান এবং নিজ এলাকায় একটি মাদরাসার উন্নয়নকল্পে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন।[১৪১] অতঃপর শাহ সুফী আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ (রহ) এর আহবানে সাড়া দিয়ে তিনি ১ এপ্রিল ১৯৭৬ সালে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল পদে ছারছীনা আলিয়া মাদরাসায় যোগদান করেন। পরবর্তীতে ১৭ জুলাই ১৯৮৯ সালে ছারছীনা মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল এবং ১ আগস্ট থেকে স্থায়ী অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। ১৯৯৫ সালে তার চাকুরী জীবন শেষ হলে বর্তমান পীর মাওলানা শাহ মোহাম্মদ মোহেব্বুল্লাহ এর অনুরোধে আরো পাঁচ বছর দায়িত্ব পালন শেষে ২০০০ সালে অবসর গ্রহণ করেন।[১৪২] আজীবন ছারছীনা মাদরাসায় তিনি সহীহ বুখারীর দারস দিয়েছেন। তার বুখারীর তাকবীর ছিল লম্বা কিন্তু সাজানো-গোছানো। তিনি প্রায় ইবারত মুখস্থ বলতেন। তার অসংখ্য ছাত্রদের মধ্যে ছারছীনা আলিয়া মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস মাওলানা লুৎফর রহমান (রহ.), মাওলানা তৈয়্যেবুর রহমান (রহ.) এবং মাওলানা সিরাজুম মুনির তাওহীদ উল্লেখযোগ্য। মাওলানা আব্দুর রব খাঁন রচিত তেমন কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে পাক্ষিক তাবলীগ পত্রিকায় তার বেশকিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে হাদীস বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যে *হাদীসের আলো: ডান-বামের ব্যবহার*, *হাদীসের আলো: রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আংটির বর্ণনা*, *হাদীসের আলো: রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জুতার বর্ণনা* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ইন্তিকাল : হাদীসশাস্ত্রের মহান সাধক ও একনিষ্ঠ সেবক অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রব খাঁন ২৭ জুলাই ২০০৯ সালে সোমবার এই জগতের মায়া ত্যাগ করে পরজগতে চলে যান।[১৪৩]

মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ হোসাইন (রহ.) [১৯৪৩-২০০৯ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচয় : মুফতী মাওলানা আমজাদ হোসাইন[১৪৪] ১৯৪৩ সালে ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলাধীন রামছুনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মুন্সি আব্দুল লতিফ এবং মাতা সকিনা বিবি। তিনি ছারছীনা মাদরাসার একজন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি 'জামালপুরী হুজুর' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। কারণ তিনি বৃহত্তর ময়মনসিংহের অধিবাসী হলেও জামালপুরের দিকে সম্পৃক্ত করে ছারছীনা মাদরাসায় তাকে জামালপুরী হুজুর নামে অভিহিত করা হতো।

শিক্ষা জীবন : তিনি প্রাথমিক শিক্ষা ময়মনসিংহ জেলার হরিণাদী কামিল মাদরাসায় অস্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ সমাপনান্তে ১৯৬০ সালে দেশের ঐতিহ্যবাহী ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদরাসায় নবম শ্রেণিতে ভর্তি হন।

---

১৪০ ড. সাইয়েদ শরাফাত আলী সম্পাদিত, পিরোজপুর: *মাসিক কুড়িমুকুল*, (ছারছীনা মাদরাসা থেকে বাংলাদেশ ছাত্র হিযবুল্লাহ এর মুখপাত্র হিসেবে প্রকাশিত), সেপ্টেম্বর ২০০৯খ্রি., পৃ. ৪৫; অধ্যক্ষ আ খ ম আবুবকর সিদ্দীক (সম্পাদিত), 'অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আব্দুর রব খান (রহ.)', *মাসিক নতুন বিকাশ*, ঢাকা: দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদরাসা, সেপ্টেম্বর২০১৭খ্রি., পৃ. ২৯-৩১

১৪১ অধ্যক্ষ আ খ ম আবুবকর সিদ্দীক (সম্পাদিত), 'অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আব্দুর রব খান (রহ.)', *মাসিক নতুন বিকাশ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪-৩৫

১৪২ ছারছীনা আলিয়া মাদরাসার রেকর্ড ফাইল থেকে উদ্ধৃত

১৪৩ মুহাম্মদ কাওসার বিন আব্দুল গনি সম্পাদিত, *স্মৃতি স্মারক*-২০১২ (কামিল হাদীস), ঢাকা: দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, সেপ্টেম্বর-২০১২, পৃ.৬৭

১৪৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৪ সালে আলিম জামাতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৬ সালে ফাযিল পরীক্ষায় বেঙ্গল ফাস্ট হন। অতঃপর অত্র মাদরাসা থেকেই ১৯৬৮ সালে কামিল হাদীস বিভাগে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৩ সালে একই মাদরাসা থেকে কামিল ফিকাহ বিভাগে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এ ছাড়া ফজলুল হক কলেজের ইংরেজী বিভাগে স্নাতক শ্রেণিতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তার শিক্ষকগণের মধ্যে মাওলানা নিয়াজ মাখদুম খোতানী, মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, মাওলানা আ ম ম আহমাদুল্লাহ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[১৪৫]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : ১৯৬৮ সালে তিনি কামিল পাস করে ঐতিহ্যবাহী ছারছীনা কামিল মাদরাসায় শিক্ষকতার পেশায় নিযুক্ত হন। পর্যায়ক্রমে তিনি ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাৎ মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস, প্রধান মুফতী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৭ সালে তিনি জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি ২০০০ সালে উক্ত মাদরাসার অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন।[১৪৬] আমরণ তিনি এ পদে থেকেও হাদীসশাস্ত্রের অধ্যাপনা চালিয়ে গেছেন। এছাড়াও বাংলাদেশ জমিয়তে হিযবুল্লাহর নায়েবে আমীর, হিযবুল্লাহ ফতোয়া বোর্ডের পরিচালক, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মুদাররিসীনের সহ-সভাপতি এবং ছারছীনা দ্বীনিয়া মাদরাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার উল্লেখযোগ্য ছাত্রবৃন্দের মধ্যে ছারছীনা আলিয়া মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস মাওলানা লুৎফর রহমান (রহ.), মাওলানা তৈয়্যেবুর রহমান (রহ.) এবং মাওলানা সিরাজুম মুনির তাওহীদ, দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবুবকর সিদ্দীক, প্রধান মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ শেখ, প্রমুখ অগণিত মুহাদ্দিস। তার সুদীর্ঘ ৪১ বছর হাদীসশাস্ত্রের অধ্যাপনায় অসংখ্য বাংলাভাষী হাদীসবিদ তৈরি হয়েছে; যারা হাদীসের অধ্যাপনার এ ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন।

রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলী : তিনি শুধু একজন যুগশ্রেষ্ঠ আলিমই ছিলেন না; বরং লেখালেখির ক্ষেত্রেও তার অবদান উল্লেখযোগ্য। কুরআন-হাদীসের আলোকে রচিত তার গ্রন্থাবলীর মধ্যে-১. *ওজিফায়ে সালেহীন*; ২. *পবিত্র কুরআনের আলোকে চল্লিশ হাদীস*; ৩. *বাংলা মিলাদ শরীফ*; ৪. *শাহী খাবনামা*; ৫. *তালিমী জলসার গুরুত্ব*; ৬. *ইসলামের দৃষ্টিতে শিশুদের নাম ও চরিত্র গঠন*; ৭. *মিনহাজুল উসূল*; ৮. *খুতবায়ে সালেহিয়াহ*; ৯. *কুরবানীর মাসাইল* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি ছারছীনা থেকে প্রকাশিত প্রাচীনতম ইসলামিক পত্রিকা পাক্ষিক তাবলীগ এর প্রায় এক দশক ধরে ফতোয়া বিভাগ ও সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়াও ১. *কষ্টিপাথরে মুমিন*[১৪৭] ও ২. *কিতাবুল ফিতান* বা বিশ্বনবীর ভবিষ্যৎ বাণী[১৪৮] গ্রন্থদ্বয় সম্পাদনা করেন।

ইন্তিকাল : হাদীসশাস্ত্রের এ মহান খাদিম ২০০৯ এর ১৭ জানুয়ারি তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ১৮ জানুয়ারি ২০০৯ সালে ভোর ৬ টায় ইহ জগত ত্যাগ করে দয়াময় প্রভূর সান্নিধ্যে পাড়ি জমান।[১৪৯]

মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল জলিল (রহ.) [১৯৩৩-২০০৯খ্রি.]

জন্ম পরিচিতি : হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল জলিল; আক্বিদা-বিশ্বাসে সুন্নী, মতাদর্শে হানাফী এবং তরিকায় ক্বাদেরীয়ার অনুসারী ছিলেন। তিনি ২৬ ভাদ্র, শনিবার, ১৩৪০ বাংলা মোতাবেক ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ সালে চাঁদপুর জেলার মতলব থানাধীন পাঠান বাজার, আমিয়াপুর গ্রামের এক ঐতিহ্যবাহী ওলী-আল্লাহ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাদশাহ আলমগীরের ছেলের শিক্ষক, প্রখ্যাত বুযুর্গ ও উসূলুল ফিকহবিদ, বিখ্যাত *নুরুল আনওয়ার* গ্রন্থের লেখক আহমদ মোল্লাহ জিয়ুন (রহ.) তার বংশের পূর্বপুরুষ হিসেবে বলা হয়ে থাকে। তার পিতা মুন্সি আদম আলী মোল্লা ও মাতা মালেকা খাতুন। তিনি তার চার বোন ও ছয় ভাইয়ের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।[১৫০]

শিক্ষজীবন : হাফিজ আব্দুল জলিল প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামের মক্তব থেকে আহরণ করেন। চতুর্থ শ্রেণি পাস করার পর হিফয আরম্ভ করেন এবং ১৯৫২ সালে দু'বছর তিন মাসে হিফয শেষ করেন। তারপর ১৯৫৫ সালে

---

১৪৫ মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৭

১৪৬ ছারছীনা আলিয়া মাদরাসার রেকর্ড ফাইল হতে উদ্ধৃত।

১৪৭ মাওলানা মুহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসাইন, *কষ্টিপাথরে মুমিন*, পিরোজপুর: ছারছীনা মাদরাসা মুসলিম স্টোর, ২য় প্রকাশ,২০০৭খ্রি., পৃ. ১৭৬

১৪৮ মাওলানা মাহমুদুম মুনীর হামীম, *কিতাবুল ফিতান বা বিশ্বনবীর ভবিষ্যৎ বাণী*, পিরোজপুর: ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাৎ লাইব্রেরি,২০০২খ্রি, পৃ. ৮০

১৪৯ মুফতী মাযহারুল ইসলাম ওসমান কাসেমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৯

১৫০ মাওলানা আব্দুল জলীল, *জলীলুল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন*, ঢাকা: সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র,২০১৯খ্রি., পৃ.৪৫

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৫৮ সালে দাখিল, ১৯৬০ সালে আলিম, ১৯৬২ সালে ফাযিল ও ১৯৬৪ সালে কামিল (হাদীস) প্রথম বিভাগে বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হন। তারপর ১৯৬৪-১৯৭০ সালের মধ্যে ইন্টারমিডিয়েট, ডিগ্রি ও এম.এ. (ইতিহাস) উচ্চতর দ্বিতীয় বিভাগে বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হন।[১৫১]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : ১৯৭০ সালে সাধারণ শিক্ষা সমাপনান্তে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। প্রথমে তিনি কলেজের অধ্যাপনার সাথে যুক্ত হলেও পরবর্তীতে মাদরাসার মুহাদ্দিস ও অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এর বাইরে মসজিদের ইমাম ও খতিব হিসেবেও কিছুকাল চাকুরী করেছেন। তিনি ১৯৭৭ সালে চট্টগ্রামের জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। ১৯৭৮ সালে ঢাকা মোহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়বিয়া আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ইসলামিক ফাউণ্ডেশন এর ইমাম ট্রেনিং প্রজেক্ট ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ে পরিচালক পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯০ সাল থেকে পুনরায় কাদেরিয়া তৈয়বিয়া আলিয়া মাদরাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি শিক্ষকতা, ওয়াজ-নসিহত, গ্রন্থ রচনা ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান রেখেছেন।[১৫২] মাওলানা আব্দুল জলিল ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে ২০টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে সরাসরি হাদীসশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ একটি– ১.*বাংলায় বোখারী শরীফ সংকলন*। হাদীসশাস্ত্রের এ মহান সেবক হাফিজ মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল জলিল (রহ.) ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ সালের বুধবার দুনিয়া ছেড়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান।[১৫৩]

মাওলানা নূরুল্লাহ (রহ.) [১৯৩০-২০১০ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচয় : মাওলানা নূরুল্লাহ ১৯৩০ সালে অধুনা নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার অন্তর্গত মধ্যনগর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তারা পিতা মুন্সী মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ (রহ.)।[১৫৪]

শিক্ষা জীবন : স্থানীয় পাঠশালা থেকে তিনি বৃত্তিসহ পঞ্চম শ্রেণি পাস করে পাড়াতুলী স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। অতঃপর তিনি ১৯৪৪ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুসিয়াতে (রজব মাসে) ভর্তি হয়ে (যেহেতু রজব মাসে ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে মাদরাসা বন্ধ হয়ে যায়, এজন্য) তিনি মাওলানা ফায়েজ উদ্দীনের নিকট প্রাইভেটভাবে ইয়াজদহম ও দহমের (চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণি) সমস্ত কিতাবাদি কণ্ঠস্থ করে নেন। অতঃপর বছরের শুরুতে শাওয়াল মাসে মিজান জামাতে (ষষ্ঠ) ভর্তি হয়ে যথারীতি জামাতে চাহারম (একাদশ শ্রেণি) পর্যন্ত তথায় পড়াশুনা করেন। অতঃপর তিনি ১৯৪৮ সালে ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.) এর অনুমতি সাপেক্ষে দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করে একাধারে পাঁচ বছর পড়াশোনা করে দাওরায়ে হাদীসের চুড়ান্ত পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়ে সর্বোচ্চ সনদ লাভ করেন। অবশেষে তিনি (পূর্ণমাত্রায় শরীয়তের জ্ঞানার্জনের পর) মারেফতের সকল মানাযিল অতিক্রম করে আওলাদে রাসূল সৈয়দ আসআদ আল-মাদানী (রহ.) থেকে খেলাফত প্রাপ্ত হন।[১৫৫]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : অতঃপর ১৯৫৪ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করে ফখরে বাঙ্গাল (রহ.) এর পরামর্শক্রমে নাসিরনগর থানাধীন আনোয়ারুল উলূম ইসলামিয়া ভুবন মাদরাসায় কর্মজীবন শুরু করেন। অতঃপর তিনি জামিয়া এমদাদিয়া কিশোরগঞ্জে একবছর করে শিক্ষকতা করেন। তারপর তিনি ফখরে বাঙ্গাল (রহ.) এর অনুরোধে ১৯৫৭ সালে জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুসিয়াতে শায়খুল হাদীস পদে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি প্রধান মুফতীরও দায়িত্ব পালন করেন।[১৫৬] এভাবে নিষ্ঠা ও আমানতদারীর সাথে সুদীর্ঘ ৫৩ বছর হাদীসশাস্ত্রের অধ্যাপনায় নিয়োজিত থাকেন। হাদীসশাস্ত্র পাঠদানের মাধ্যমে অসংখ্য বাংলাভাষী হাদীসবিশারদ তৈরিতে তার অবদান স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে।

---

১৫১ *প্রাগুক্ত*

১৫২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

১৫৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮

১৫৪ মুফতি মোবারকুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ, *জামিয়া ইউনুছিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শতবর্ষ পুর্তি স্মারক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১২৮

১৫৫ *প্রাগুক্ত*

১৫৬ মাওলানা তাহমীদুল মাওলা, 'মুফতি নূরুল্লাহ (রহ.): কিছু স্মৃতি', *মাসিক আলকাউসার*, ঢাকা: বর্ষ-৬, সংখ্যা-৪, এপ্রিল ২০১০খ্রি.,

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল : মাওলানা নূরুল্লাহ ২২ জানুয়ারি ২০১০ সালে ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। দিন দিন তার অসুস্থতা বাড়তেই থাকে। অবশেষে ৮ ফেব্রুয়রি ২০১০ তারিখে রাত ৩.৩০ টায় তিনি জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুসিয়ার সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা শামসুল হককে ফোনালাপে বললেন, আগামীকাল মাদরাসায় অনেক মেহমান আসবেন। আপনারা যে কোনভাবে তাদেরকে মেহমানদারী করবেন। তখন তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, কাউকে তো দাওয়াত করা হয়নি! মাওলানা নূরুল্লাহ বললেন, আমি না থাকলেও আপনারা পরামর্শ করে তাঁদের মেহমানদারী করবেন। রজনীর ইতি টেনে প্রভাতের উষালগ্নে হৃদয় ভাঙ্গা বিস্ময়কর খবর আসে, মাওলানা নূরুল্লাহ আর নেই।[১৫৭]

ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ (রহ.) [১৯৪৭-২০১১]

জন্ম ও পরিচয় : ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ ১৯৪৭ সালে নোয়াখালী জেলার চাটখিল থানাধীন আবু তোরাবনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তিনি পরবর্তীতে রংপুর জেলার অন্তর্গত পীরগঞ্জ থানার চতরা গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর পিতার নাম জনাব মৌলভী মোবারক উল্লাহ এবং মাতার নাম শাফিয়া খাতুন।

শিক্ষা জীবন : ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন শেষে চাটখিল আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। উক্ত মাদরাসা থেকে পূর্ব পাকিস্তান মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক গৃহীত ১৯৬০ সালে আলিম ও ১৯৬২ সালে ফাযিল পরীক্ষায় মেধাতালিকায় যথাক্রমে প্রথম বিভাগে ৬ষ্ঠ ও ৩য় স্থান এবং ১৯৬৪ সালে নোয়াখালী কারামতিয়া আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল (হাদীস), ১৯৭২ সালে বগুড়া মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল (তাফসীর), ১৯৭৩ সালে চট্টগ্রাম পাচলাইশ ওয়াজিদিয়া মাদরাসা থেকে কামিল (ফিকহ) পরীক্ষায় মেধাতালিকায় যথাক্রমে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম, প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এ ছাড়াও তিনি চট্টগ্রামের এম.ই.এস. কলেজ থেকে ১৯৬৮ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এইচ.এস.সি ও ১৯৭০ সালে দ্বিতীয় বিভাগে বি.এ.পাস করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের অধীনে আরবী বিষয়ে ১৯৭২ সালের এম.এ প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম, ১৯৭৩ সালে এম.এ. আরবী বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে ২য় স্থান অধিকার করেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ১৯৭৮ সালের এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে ২য় স্থান অধিকার করেন। তিনি ১৯৮৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে *'ইমাম তাহাভীর জীবনী এবং হাদীস শাস্ত্রে তার অবদান'* শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : কর্মজীবনের শুরুতে তিনি রংপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার সরলিয়া এ.টি.এম সিনিয়র মাদরাসায় সুপারেন্টেন্ডেন্ট, কুড়িগ্রাম সাতদারসাহ 'আলিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিস, সিলেট সৎপুর আলিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিস, চট্টগ্রাম ওয়াজিদিয়া 'আলিয়া মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস পদে ১৯৭৩-১৯৭৬ পর্যন্ত হাদীসশাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। ১৯৯১ সালে পুনরায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৯৩ সালে প্রফেসর পদে উন্নীত হন। ১৯৯৩-১৯৯৫ পর্যন্ত আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। আরবী বিভাগের সভাপতির দায়িত্ব পালন কালে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগকে পৃথক করে উক্ত বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

রচনাবলী : ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে- (ক) মৌলিক গ্রন্থ: ১. *ইমাম তাহাভী (রহ.) জীবন ও কর্ম*, ২. সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা আওনুল-বারী, ৩. *ইমাম মুহাম্মদ উবন ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ.) ও তার জামি'* ৪. *উলূমুল কুরআন*, ৫. *কুরআন ও হাদীসের আলোকে জিন জাতি ও ইবলীস* ৬. *সূরা ইয়াসীনের তাফসীর*, ৭. *সূরা আলফাতহের তাফসীর*, ৮. *সুরা আর রাহমানের তাফসীর*, এবং ৯. *সুরা আল ওয়াকিআর তাফসীর* অন্যতম। (খ) অনূদিত গ্রন্থ: একটি যথা- *"হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত"*। (সা.) অপ্রকাশিত গ্রন্থ: *উসুলুল ফিকহ*, *তাফসরি চর্চায় মাহমুদ আল-আলুসী (রহ.) এর অবদান*, *জামিউত তিরমিযী এর কিতাবুস সালাত* এর ব্যাখ্যা, কিয়ামতের নিদর্শন প্রভৃতি। (ঘ) অনূদিত অপ্রকাশিত গ্রন্থ: *তায়সীরু মুসতাহিল হাদীস*, *শুরুতু*

১৫৭ মুফতি মোবারকুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

আইম্মাস ও ফিকহুল হায়া। এছাড়ও তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেন। তার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা প্রায় ১৫০টি। ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ যেমন একজন বিদগ্ধ গবেষক ছিলেন, তেমনি একজন বিচক্ষণ গবেষণা তত্ত্বাবধায়কও ছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ জন শিক্ষক ও গবেষক পিএইচ.ডি. এবং ৫ জন গবেষক এম.ফিল ডিগ্রি অর্জন করেন।

ইন্তিকাল : ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ ২০১১ সালের ২৭ মে রোজ জুমাবার রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর ৩ মাস।[১৫৮]

মাওলানা আজীজুল হক (রহ.) [১৯১৯-২০১২ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচয় : উপমহাদেশের অন্যতম হাদীসবিশারদ, ইসলামী আন্দোলনের আপোষহীন জননেতা, সম্পূর্ণ বুখারী শরীফের প্রথম বঙ্গানুবাদক, শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক। তিনি অধুনা মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং থানার ভিরিচ খাঁ গ্রামের সম্ভ্রান্ত কাজী পরিবারে ১৯১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আলহাজ্ব এরশাদ আলী। তিনি মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তাঁর মাকে হারান। ফলে নানী ও খালার আদরে লালিত-পালিত হন।[১৫৯]

শিক্ষা জীবন : বালক আজিজুল হক স্থানীয় মক্তবে কিছুদিন পড়ার পর সাত বছর বয়সে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জামেয়া ইউনুসিয়ায় ভর্তি হন। সেখানে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর (রহ.) তত্ত্বাবধানে ৪ বছর লেখাপড়া করেন। অতঃপর ১৯৩১ সালে ঢাকার বড় কাটারা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে ১২ বছর লেখাপড়া করে কৃতিত্বের সাথে দাওরায়ে হাদীস পাস করেন। এ সময়ে মাওলানা যফর আহমদ উসমানী, মাওলানা রফিক কাশ্মীরী, মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী, হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) প্রমুখ বিজ্ঞ হাদীসবিশারদগণের কাছে কুরআন হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন। ১৯৪৩ সালে উচ্চ শিক্ষার জন্য ভারতের বোম্বের সুরত জেলার ডাভেলে জামেয়া ইসলামিয়ায় ভর্তি হন। সেখানে মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.), মাওলানা বদরে আলম মিরাঠী (রহ.) প্রমুখের কাছে উচ্চতর উলূমুল হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.) হতে শ্রুত সহীহ বুখারীর যে (তাকরীর) ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও আলোচনা তিনি নোট করে রাখেন; তা পরবর্তী জীবনে তাঁর বিশেষ সম্বল হয়ে উঠে। সর্বশেষ ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে মাওলানা ইদরীস কান্দালভী (রহ.) এর তত্ত্বাবধানে তাফসীর বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।[১৬০]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : ভারতের ডাভেলস্থ জামেয়া ইসলামিয়া থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের করার পর সেখানেই তাকে শিক্ষকতা করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। তিনি মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর (রহ.) পরামর্শক্রমে দেশে ফিরে ঢাকাস্থ বড় কাটারা মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এ মাদরাসায় দক্ষতার সাথে তিনি ১৯৪৬-১৯৫২ পর্যন্ত দক্ষতার সাথে পাঠ দান করেন। তারপরে ১৯৫২ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত লালবাগ জামিয়ায় তিনি সহীহ বুখারীসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ পাঠদান করেন। সেখানে কৃতিত্বের সাথে তিনযুগ বুখারী শরীফ অধ্যাপনার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে 'শায়খুল হাদীস' খেতাবে ভূষিত করা হয়। এ সময়েই তাঁর রচিত বুখারী শরীফের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। লালবাগে অধ্যাপনার ফাঁকে তিনি ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে বুখারী শরীফের অধ্যাপনা করেন। তিনি সেখানে ৩ বছর এ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৬ সালে তিনি জামিয়া মুহাম্মদিয়া আরাবিয়া নামে মুহাম্মদপুরস্থ মোহাম্মদী হাউজিং এ একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যা ১৯৮৮ সালে মুহাম্মদপুরস্থ সাত মসজিদের পার্শ্বে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করে জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়ায় নামে নামকরণ করা হয়। এখানে তিনি শায়খুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ মাদরাসায় শায়খুল হাদীস হিসেবে হাদীসের সেবা করেন। এই ধারাবাহিকতায় তিনি মালিবাগ জামিয়া শারইয়্যাহ, বনানী জামিআ মুহাম্মদিয়া ইসলামিয়া, লালমাটিয়া জামিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা, মিরপুর-১৪ জামেউল উলূম মাদরাসা, সিরাজগঞ্জের বেতুয়া মাদরাসা, দারুল উলূম মিরপুর-১, নরসিংদী বৌয়াকুড়

১৫৮ সাক্ষাৎকার: গবেষক ১০ জানুয়ারী ২০২১ তারিখে ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ এর ছেলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমানের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উল্লিখিত তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন।

১৫৯ মাওলানা আব্দুল মালেক সম্পাদিত, ***বন্ধন*** *(২০০২ঈ. ফুযালা স্মারক)*, ঢাকা: জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়ার তাকমিল জামাত-২০০২, পৃ. ৮

১৬০ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৯

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসা, দারুস সালাম মাদরাসা, সাভার ব্যাংককলোনী মাদরাসায় বুখারী শরীফের দারস প্রদান করেছেন।[১৬১] মাঠপর্যায় অনুসন্ধানে জানা গেছে, কওমী মাদরাসা অঙ্গনের মুহাদ্দিসগণের মধ্যে এককভাবে সুদীর্ঘ ৬৬ বছরে বাংলাভাষী হাদীসবিদ তৈরিতে শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হকের একক অবদান সবার শীর্ষে।

রাজ নৈতিক জীবন : ১৯৮১ সালে তিনি হাফেজ্জী হুজুরের ডাকে খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন। তখন তিনি সিনিয়র নায়েবে আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮২ সালে হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) এর সফরসঙ্গী হিসেবে ইরান, ইরাক, মধ্যপ্রাচ্য সফর করেন। এ সফরে তিনি মুসলিম উম্মাহর ঐক্যপ্রচেষ্টার ব্যাপারে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সাথে ফলপ্রসু আলোচনা করেন। ১৯৮৭ সালে তাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন। ১৯৯৩ সালের ২-৪ জানুয়ারি বাবরী মসজিদ পুণ:নির্মাণের উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে যশোর বেনাপোল হয়ে অযোধ্যা অভিমুখে ঐতিহাসিক লংমার্চে তিনি নেতৃত্ব দেন। ১৯৯৪ সালে গঙ্গার পানি সংকট নিরসন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ইসলাম বিদ্বেষী এন.জি.ও দের ইসলাম বিরোধী অপতৎপরতার বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন গড়ে তোলেন। ২০০৬ সালের ১৬ আগস্ট কওমী মাদরাসা সনদের সরকারি স্বীকৃতির দাবীতে পল্টনে আয়োজিত জাতীয় ছাত্র কনভেনশনে দেশ, জাতি ও সরকারের উদ্দেশ্যে তিনি এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এ ভাষণ কওমী মাদরাসার সরকারি স্বীকৃতির দাবীতে পরবর্তীতে গৃহীত ও অনুষ্ঠিত সকল কর্মসূচীর জন্য মাইলফলক হিসেবে কাজ করে। ২০০৮ সালে এ ফখরুদ্দীন সরকারের কুরআন বিরোধী নারী নীতিমালার প্রতিবাদে কুরআন বিরোধী আইন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন শায়খুল হাদীস মাওলানা আজীজুল হক (রহ.)।[১৬২]

লেখালেখি : শায়খুল হাদীস (রহ.) এর অনন্য অবদান হলো, সম্পূর্ণ বুখারী শরীফের বঙ্গানুবাদ। বর্তমানে ১০ খণ্ডে সমাপ্ত বুখারী শরীফের এ বিশদ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি আলিম ও সাধারণ শিক্ষিত সকলের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। তিনি বুখারী শরীফের অনুবাদকর্ম ১৯৫২ সালে পবিত্র হজ্জের সফরে শুরু করেন। ১৬ বছরের কঠোর সাধানায় তা সমাপ্ত করেন। এর অনেক অংশই তিনি রওজা শরীফের পাশে বসে অনুবাদ করেন।

১. তিনি ছাত্র জীবনে বুখারী শরীফের উর্দু ভাষ্য লিখেন। ১৮০০ পৃষ্ঠার এ বৃহৎ গ্রন্থটি *'ফজলুল বারী শরহে বুখারী'* নামে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।
২. *মুসলিম শরীফ ও অন্যান্য হাদীসের ছয় কিতাব* নামে অনবদ্য এক হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ সংকলন করেন। এতে বিষয়ভিত্তিক হাদীসসমূহ অনুবাদসহ উপস্থাপন করা হয়েছে।[১৬৩]

সন্তান-সন্ততি : পারিবারিক জীবনে তিনি ৫ ছেলে ও ৮ মেয়ের জনক। নাতি-নাতনিসহ তাঁর পরিবারে হাফিযের সংখ্যা প্রায় ১০০ জন ও আলিমের সংখ্যা ৩৫ জন।

ইন্তিকাল : শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক (রহ) ২০১২ সালের ৮ আগস্ট, বুধবার দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে তার একান্ত সান্নিধ্যে চলে যান। তার জানাযা নামাযে স্মরণকালের সর্ববৃহৎ গণজমায়েত ঘটে। ক্ষণজন্মা এই মহাপুরুষ মোহাম্মদপুরের পার্শ্ববর্তী আটিবাজার এমারগাওয়ে পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত হন।[১৬৪]

মুফতী ফজলুল হক আমিনী (রহ.) [১৯৪৫-২০১২ খ্রি.]

জন্ম পরিচিতি : শায়খুল হাদীস, আপোষহীন সাহসী নেতা মুফতী ফজলুল হক আমিনী (রহ.) ১৯৪৫ সালে ১৫ নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর আমিনপুরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আলহাজ্ব ওয়ায়েজ উদ্দীন।

শিক্ষা জীবন : বালক ফজলুল হক জামিয়া ইউনুসিয়া বি-বাড়ীয়া ও মুন্সিগঞ্জের মোস্তফাগঞ্জ মাদরাসা থেকে শিক্ষা লাভের পর ১৯৬১-১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ঢাকার লালবাগ জামিয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।

---

১৬১ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৯-১০
১৬২ *প্রাগুক্ত*, পৃ.১১
১৬৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩
১৬৪ *প্রাগুক্ত;* সাক্ষাৎকার: তদীয় পুত্র মাওলানা মাহফুজুল হক (মুহতামিম, জামিআ রাহমানিয়া) এর সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের করাচী প্রদেশের নিউ টাউন মাদরাসায় ভর্তি হয়ে হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনে প্রবেশ করেও ১৯৭২ সালে মাত্র নয় মাসে কুরআন মাজীদ হিফয সম্পন্ন করেন।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : শিক্ষাজীবন সমাপনান্তে দেশে ফিরে ১৯৭০ সালে কামরাঙ্গীরচর জামিয়া নুরিয়ায় তার শিক্ষকতা জীবনের সূচনা হয়। এ বছরেই তিনি হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) এর কন্যার সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। অতঃপর ১৯৭৫ সালে লালবাগ জামিয়ার শিক্ষক ও নায়েবে মুফতী হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮৪ সালে লালবাগ জামেয়ার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ও প্রধান মুফতীর দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৮৭ সালে তিনি লালবাগ জামেয়ার প্রিন্সিপ্যালের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমরণ এ পদে নিয়োজিত ছিলেন। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে তিনি সহীহ বুখারীর দারস প্রদান করতেন। এ ছাড়াও তিনি ২০০৩-২০১২ সাল পর্যন্ত বড় কাটারা জামিয়া হোসাইনিয়া আশরাফুল উলুমেরও প্রিন্সিপ্যালের দায়িত্ব পালন করেন। মুফতী আমিনী (রহ.) একজন প্রখর মেধাবী ও সংগ্রামী আলিম ছিলেন। খোলামেলা ভাষায় বক্তব্য দিতেন। প্রাণ খুলে মিশতেন। গভীর অধ্যয়ন ও পাঠ নিমগ্নতায় তিনি অনেক সময়ই বিভোর থাকতেন। লালবাগ মাদরাসার বিশাল লাইব্রেরির শত শত প্রাচীন কিতাবের পাতায় পাতায় কাঠপেন্সিলের আঁচরে তার নোট ও পর্যবেক্ষণ আঁকা আছে। তিনি পাঠদানের ক্ষেত্রে সাবলীল বাংলা ভাষায় হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেন। তার সুদীর্ঘ ৪২ বছরের অধ্যাপনা জীবনে তিনি অগণিত হাদীসবিদ তৈরি করে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অসামান্য অবদান রেখেছেন।

রাজ নৈতিক জীবন : ১৯৮১ সালে হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) এর নির্বাচনী কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালনের মাধ্যমে তার রাজনীতির ময়দানে পদার্পণ করেন এবং পরবর্তীতে তিনি খেলাফত আন্দোলনের মহাসচিবের দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৮৭ সালে (হাফেজ্জী হুজুর (রহ) এর ইন্তিকালের পর) খেলাফত আন্দোলনের মহাসচিবের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন এবং ১৯৯১ সালে উলামা কমিটি গঠন করে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯৪ সালে ইসলামী মোর্চার মহাসচিব ও পরবর্তীতে এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৯৪ সালে বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে সারা দেশে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলেন। ফলে তিনি দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। ১৯৯৫ সালে ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব এবং পরবর্তীতে এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৯৭ সালে চারদলীয় জোট গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ২০০১ সালে সবরকম ফতোয়া নিষিদ্ধ করার একটি রায় উচ্চ আদালত থেকে ঘোষিত হলে তিনি বিচারপতিকে মুরতাদ ঘোষণা করে ঝুকিপূর্ণ ও ঘটনাবহুল এক আন্দোলনে নেমে পড়েন। তখন তিনি চার মাস কারাবন্দি ছিলেন। একই বছর ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসন থেকে বিপুল ভোটে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

প্রকাশিত গ্রন্থ : মুফতী আমিনী একজন বিদগ্ধ হাদীসবিদ ও বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ ছিলেন; একই সাথে বহু গ্রন্থ প্রণেতাও বটে। তার রচিত গ্রন্থরাজির মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি– ১.*দারসুল বুখারী লি সালাফিনাল আকাবির* (আরবী); ২.*সলফ ও আকাবির কা তরীকে মুতালাআ* (উর্দু); ৩. *ইসলামী আইন বনাম মানব রচিত আইন;* ৪. *ফাতাওয়ায়ে জামেয়া* (৬খণ্ড); ৫. *কারবালার শিক্ষা*; ৬. *আদর্শ ছাত্র;* ৭. *তিলাওয়াতে কুরআন*; ৮.*হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.) এর সংস্কার: দ্বীনে এলাহী*; ৯.*অসৎ আলেম ও পীর*; ১০.*মা'আরেফুল মেরাজ*; ১১. *আদর্শ রাষ্ট্রনীতি ও আদর্শ রাজনীতি*; প্রভৃতি।

ইন্তিকাল : শায়খুল হাদীস মুফতী মাওলানা ফজলুল হক আমিনী (রহ.) ২০১২ সালের ১২ ডিসেম্বর মহান রবের আহবানে সাড়া দিয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন।[১৬৫]

মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ (রহ.) [১৯৩৩-২০১৩ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচিতি : ক্ষণজন্মা মনীষী, শায়খুল হাদীস কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ অধুনা ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ থানাধীন গোপালপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত কাজী পরিবারে বাবা মাওলানা কাজী সাখাওয়াত হুসাইন ও মা কুররাতুন নিসার কোল আলোকিত করে ১৯৩৩ সালের ১৫ জুন জন্মগ্রহণ করেন।[১৬৬]

---

১৬৫ মুফতী ফজলুল হক আমিনী (রহ.) এর জামাতা, লালবাগ মাদরাসার অধ্যাপক মাওলানা যুবায়ের আহমদ ১০ জানুয়ারী ২০২১ গবেষককে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উল্লিখিত তথ্যাদি সংগ্রহ করা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা জীবন : পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী আলিম পিতা-মাতার কাছেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি হয়। নানা ও মায়ের কাছেই কুরআন মাজীদের সবক শেষ করেন। স্থানীয় পাঠশালার পাঠ শেষে ১৯৪৩ মতান্তরে ১৯৪৪ সালে তিনি যশোরের মনিরামপুর থানার লাউড়ী মাদরাসায় নহম (ষষ্ঠ শ্রেণী) জামাতে ভর্তি হন। এই মাদরাসায় তিনি উলা (ফাজিল) জামাত পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সাথে পড়াশুনা করেন। অতঃপর ১৯৫৩ সালে তিনি তার পিতৃতুল্য শিক্ষক মাওলানা তাজাম্মুল আলী (রহ.) এর সাথে তাবলীগের চিল্লার নিয়্যাতে হিন্দুস্থানে গমন করেন এবং চিল্লা শেষে দারুল উলূম দেওবন্দ ভর্তি হন। অতঃপর তিনি কৃতিত্বের সাথে হাদীস শাস্ত্রে উচ্চতর সনদ লাভ করেন। তথায় তার শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শায়খুল হাদীস মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.), শায়খুল আদব মাওলানা এযায আলী (রহ.), মাওলানা ইবরাহীম বালিয়াবী (রহ), মাওলানা সায়্যিদ ফখরুল হাসান মুরাদাবাদী (রহ.) প্রমুখের নিকট হাদীস শাস্ত্রে উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করেন।[১৬৭]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : ছাত্রজীবনে তিনি যেমন অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, কর্মজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেও তিনি তেমনি দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। তাঁর গোটা জীবনই নানা রূপ-সুষমা ও বৈচিত্র্যে ভরপুর। ১৯৫৮ সালে তিনি দেওবন্দ থেকে ফিরে এসে যশোরের লাউড়ী আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং সুনামের সাথে অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর তিনি ১৯৫৯ সালে ঢাকার বড় কাটারা মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬০ সালে তিনি বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী জামিয়া এমদাদিয়া কিশোরগঞ্জে যোগদান করেন। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি এ মাদরাসায় তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, কালাম ও তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত সুনামের সাথে পাঠদান করেন। ১৯৬৬ সালের শেষের দিকে তিনি মোমেনশাহীর কাতলাসেন আলিয়া মাদরাসার হেড মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। ৩ বছর তিনি সহীহ বুখারীসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ পাঠদান করেন। ১৯৬৯ সালে ঢাকার জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ী মাদরাসায় তিনি মুহতামিমের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। ছয় কিংবা সাত বছর তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ৭৫ সালে দাওরায়ে হাদীস চালু করা হলে তিনি শায়খুল হাদীস নিযুক্ত হন। ১৯৭৭ সালে তিনি পুনরায় মোমেনশাহীর কাতলাসেন আলিয়া মাদরাসায় যোগদান করেন। এবারও তিনি এখানে ৩ বছর শায়খুল হাদীস হিসেবে অধ্যাপনা করেন। এ সময় তিনি মোমেনশাহীর খাগডহর মাদরাসায়ও সহীহ বুখারীর দারস দিতেন।

১৯৭৯-৮০ সালের মাঝের কয়েক মাস তিনি ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত জামিয়া হোসাইনিয়া আরজাবাদ মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮০ সালে তিনি জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগের মুহতামিম হিসেবে যোগদান করেন। দীর্ঘ এগারো বছর (১৯৮০-১৯৯১) তিনি এই মাদরাসার মুহতামিম এবং দাওরায়ে হাদীস চালু হওয়ার পরে শায়খুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আশির দশকের গোড়ার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ৬ মাসের জন্য খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে এসোসিয়েট প্রফেসর পদে নিয়োগ দান করে। তথায় মোট দুই বছর যাবত খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে হাদীসশাস্ত্রের পাঠদান করেন।

১৯৯১ সালের শেষ দিকে কয়েক মাস তিনি দারুল উলূম, মিরপুর-৬, ঢাকায় মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯২ সালের শুরুর দিকে তিনি যশোরের জামিয়া ইসলামিয়া দড়াটানা মাদরাসায় মুহতামিম পদে যোগদান করেন এবং পরবর্তী বছর দাওরায় হাদীস খোলা হলে তিনি শায়খুল হাদীস হিসেবেও পাঠদান করেন। ১৯৯৪ সালে ঢাকার তাঁতীবাজারস্থ জামিয়া ইসলামিয়া মাদরাসায় মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৯৭ সালে তিনি পুনরায় মালিবাগ জামিয়া শারইয়্যার মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস হিসেবে যোগদান করেন। আমৃত্যু এখানেই তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।[১৬৮]

তার কতিপয় খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ছাত্র : মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মুহাতামিম-যাত্রাবাড়ী মাদরাসা ও আমীর, দাওয়াতুল হক, বাংলাদেশ।

---

১৬৬ মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহইয়া সম্পাদিত, *শায়খুল হাদীস আল্লামা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ (রহ.) স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা: জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ২০১৭, পৃ. ৪০

১৬৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩

১৬৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২-৫৩

Dhaka University Institutional Repository

- মুফতী মুহাম্মদ ওয়াক্কাস, শায়খুল হাদীস, প্রাক্তন এমপি, প্রতিমন্ত্রী।
- মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, শায়খুল হাদীস, জামি'আ ইকরা বাংলাদেশ।
- মাওলানা ইসহাক ফরিদী (রহ.), সাবেক মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস -চৌধুরীপাড়া মাদরাসা।
- হাফেজ মাওলানা আব্দুর রহমান হাফেজ্জী, মুহতামিম মাখযানুল উলূম মাদরাসা, ময়মনসিংহ।
- মাওলানা আব্দুল মতিন, মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, মুহাম্মদপুর।
- মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ আলী, মুহতামিম, ইদারাতুল মাআরিফ, আফতাবনগর।
- মাওলানা আ.ব. ম. সাইফুল ইসলাম, শায়খুল হাদীস, জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া, মুহাম্মদপুর।
- মাওলানা হেমায়েত উদ্দীন, শায়খুল হাদীস, জামিয়া ইসলামিয়া তাঁতীবাজার।
- মাওলানা জুবাইর আহমদ আশরাফ, মুহাদ্দিস, মাদরাসা সাঈদিয়া কারীমিয়া-সাঈদনগর, ভাটারা,ঢাকা।
- মাওলানা লোকমান মাযহারী, মুহাদ্দিস, মাযহারুল উলূম মিরপুর।
- মাওলানা আব্দুর রাযযাক, মুহাদ্দিস, খাদেমুল ইসলাম মাদরাসা, মিরপুর।
- মাওলানা আবুল ফাতাহ মোহাম্মদ ইয়াহইয়াহ, মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা।
- মুফতি আব্দুস সালাম, মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা।
- মাওলানা নাসীম আরাফাত, উস্তাযুল হাদীস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ,ঢাকা। প্রমুখ।

কওমী ধারায় বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার পথিকৃৎ : মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ কওমী অঙ্গনের একজন সফল সংস্কারক। যিনি আজীবন বাংলা ভাষায় হাদীসশাস্ত্র পাঠদান করেছেন। শুধু তাই নয় মাতৃভাষা বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবেও তিনিই সর্বপ্রথম চালু করেন। মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) বিভিন্ন গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করার মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চায় উৎসাহিত করেন। তিনি ছিলেন এ ধারার একজন রাহবার। মূলত: প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাজী মু'তাসিম বিল্লাহই সর্বপ্রথম জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ী মাদরাসায় এবং পরে জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ মাদরাসায় বাংলা ভাষায় পাঠদান কার্যক্রম চালু করেন। মাদরাসার বৃহৎ অঙ্গনে চালু করেন বাংলা ভাষা, বাংলা ভাষায় সাহিত্য মজলিস, বক্তৃতা প্রশিক্ষণ মজলিস, দেয়ালিকা এবং বার্ষিক স্মরণিকা প্রকাশ ইত্যাদি। সেকালে কওমী অঙ্গনে এ কাজগুলো যেমন ছিল অকল্পনীয়, তেমনিই ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও দুরূহ ব্যাপার। তাঁর বাংলা ভাষায় পাঠদানের বিষয়টি নির্দয়ভাবে সমালোচিত হল কওমী ধারার বিভিন্ন মহলে। এমনকি 'আকাবিরের পথ থেকে বিচ্যুতি' অভিযোগে আখ্যায়িত করা হলো। কিন্তু মাওলানা কাজী সাহেব তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়, কর্মে অবিচল, আপোষহীন যোদ্ধা। তার প্রত্যক্ষ প্রয়াসে এবং তার এক দল যোগ্য ও দক্ষ ছাত্রের প্রভাবে আজ বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ প্রায় সকল কওমী মাদরাসায় পাঠদানের ভাষা বাংলা। এ সবের পিছনে রয়েছে মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ এর সুমহান অবদান; যা তাঁর আজীবন সংগ্রামেরই ফসল।[১৬৯]

তার রচনাবলী

ক. অনুবাদ ও ভাষ্য গ্রন্থ : মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ অধ্যাপনার মাধ্যমে যেমনি উঁচু মাপের হাদীসবিদ তৈরি করেছেন, তেমনি গ্রন্থ রচনায়ও অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাঁর রচিত ও অনূদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি হচ্ছে- ১. *তানভীরুল মিশকাত* ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড (অনুবাদ); ২. *কিতাবুল আদাব*; ৩. *ইসলামের দৃষ্টিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ*; ৪. *বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের সুর*; ১ম ও ২য় খণ্ড।

খ. সম্পাদনা : মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ (রহ.) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের সম্পাদনা পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন কালে নিম্নোক্ত গ্রন্থরাজির সম্পাদনা করেছেন- ১. *আল কুরআনুল কারীম*; ২. *বুখারী শরীফ* (১ম ও ২য় খণ্ড); ৩. *মুসলিম শরীফ* (১ম ও ২য় খণ্ড); ৪. *ইমাম বুখারী রহ.-এর জীবনী*; ৫. *রিয়াদুস সালেহীন* ২য় খণ্ড; ৬. *তাজরীদুস সিহাহ* (তাহারাত); ৭.*মহামনীষী ইমাম বুখারী* প্রভৃতি।

---

১৬৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০

Dhaka University Institutional Repository

গ. রিভিউ : মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ (রহ.) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সম্পাদনা পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি যেসকল গ্রন্থের রিভিউ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে– ১. *মুসলিম শরীফ*- ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ (অনুদিত); ২. *মুয়াত্তা মুহাম্মদ*- মাওলানা মূসা (অনূদিত); ৩. *বুখারী শরীফ* (অনুবাদ); ৪. *মুসলিম শরীফ* ২য় খণ্ড মাওলানা খোরশেদ উদ্দীন (অনূদিত); ৫. *তাজরীদে সিহাহ*-রুহুল আমীন (অনূদিত); ৬. *মুসলিম শরীফ* ১ম খণ্ড আমজাদ হোসাইন- (অনূদিত) প্রভৃতি।[১৭০]

ইন্তিকাল : শায়খুল হাদীস কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ দীর্ঘ ৮০ বছরের বর্ণাঢ্য জীবন পাড়ি দিয়ে এ মহান কৃতিমান পুরুষ ১৫ জুলাই ২০১৩ সাল রোজ সোমবার ৬.৪৫ মিনিটে ইফতারির পূর্ব মূহুর্তে ইহধাম ত্যাগ করেন।[১৭১]

মাওলানা নোমান আহমাদ (রহ.) [১৯৬১-২০১৫ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচিতি : সময়ের মূল্যায়নে অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব, প্রখ্যাত হাদীসবিদ মাওলানা নোমান আহমাদ (রহ.) ১৯৬১ সালে চাঁদপুর জেলার কচুয়া থানার অন্তর্গত খিড্ডা গ্রামের হাজী বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ক্বারী নূরুল হক ও মাতা মুসাম্মৎ তায়্যিবাতুন নিসা।[১৭২]

শিক্ষা জীবন : স্থানীয় খিড্ডা জামে মসজিদ সংলগ্ন মক্তবে মৌলভী সিরাজুল হক ও পিতা ক্বারী নূরুল হকের নিকট তিনি কুরআন শিক্ষা সমাপ্ত করেন। একই সাথে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষে তিনি কচুয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণির পাঠ শেষ করেন। অতঃপর কচুয়া বাইছারা দারুস সালাম মাদরাসায় এবং কচুয়া ইসলামিয়া মাদরাসা কিছু দিন পড়া লেখা করেন। তারপর পটিয়া জামিয়া ইসলামিয়ায় ভর্তি হয়ে মিশকাত পর্যন্ত অধ্যয়ন শেষে দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারীতে ভর্তি হন। এখান থেকে তিনি পর্যায়ক্রমে দাওরায়ে হাদীস, ইফতা, ও তাফসীর সম্পন্ন করেন। দাওরায়ে হাদীসে তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তারপরে বিশ্বখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দে তিনি দ্বিতীয় বার দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন। শিক্ষা জীবনের প্রতিটি স্তরেই তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। হাটহাজারীতে তার শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুল আজিজ (রহ.), মুফতী মাওলানা আহমাদুল হক (রহ.), মাওলানা কাসিম (রহ.) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। দেওবন্দে তার শিক্ষকগণের মধ্যে শায়খ নাসীর খান, শায়খ আব্দুল হক আজমী, শায়খ নেয়ামতুল্লাহ আজমী, সাঈদ আহমদ পালনপুরী, মাহমুদুল হাসান গাঙ্গুহী, শায়খ কামারুদ্দীন আহমাদ, হুসাইন আহমাদ বিহারীর (রহ.) নাম উল্লেখযোগ্য।[১৭৩]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : কর্মজীবনের শুরুতেই বাংলাদেশের প্রাচীনতম মাদরাসা দারুল উলূম বরুড়ায় প্রায় দেড় বছর শিক্ষকতা করার পর জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়ার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। টি.এন্ড.টি কড়াইল, বনানী জামিয়া মুহাম্মদিয়া মাদরাসায় দ্বিতীয় মুহাদ্দিস পদে এবং পাশাপাশি জামিআ মুহাম্মদিয়া আরাবিয়ায় মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ঢাকার জামিআ কাসিমিয়ার তিনি প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন। এ ছাড়া তিনি অনেক দ্বীনি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন।[১৭৪] পাঠদানের ক্ষেত্রে তিনি সাবলীল বাংলায় হাদীস-কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেন। তার সুদীর্ঘ ২৮ বছরের অধ্যাপনা জীবনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হাদীস পাঠদানের মাধ্যমে অসংখ্য বাংলাভাষী মুহাদ্দিস সৃষ্টি করেছেন। যারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হাদীস চর্চায় অবদান রাখছেন। তাই বলা যায়, হাদীসশাস্ত্র পাঠদান ও গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রচনাবলী : শায়খুল হাদীস মাওলানা নোমান আহমাদ যেমনি একজন বিদগ্ধ হাদীসবিদ ছিলেন, তেমনি একজন সিদ্ধহস্ত লেখও বটে। তার সম্পাদিত, অনূদিত ও রচিত গ্রন্থের সংখ্যা একশত ছাড়িয়ে গেছে। তন্মধ্যে তিনি–

---

১৭০ বি.দ্র.: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭১-৫৭৫

১৭১ মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহইয়া সম্পাদিত, *শায়খুল হাদীস আল্লামা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ (রহ.) স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা: জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ২০১৭, পৃ. ৫৮

১৭২ মাওলানা আব্দুল মালেক সম্পাদিত, *বন্ধন*, ২০০২ সালের ফুযালা স্মারক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

১৭৩ *প্রাগুক্ত*

১৭৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

*বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী*সহ অনেক কঠিন ও দুর্বোধ্য কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থ, বঙ্গানুবাদ এবং স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ ছাড়াও তাঁর রয়েছে সৃজনশীল ও পাঠক নন্দিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী বেশ কিছু ইসলামী সাহিত্য। তার রচিত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হাদীসের অনুবাদমূলক গ্রন্থ হচ্ছে- ১. *নাসরুল বারী* (বাংলা); ২. *জুদুল মুনঈম*; ৩. *আওনুল ওয়াদুদ* (বাংলা); ৪. *দরসে তিরমিযী* (বাংলা ১-৫ খণ্ড); ৫. *ইনআমুল বারী শরহে বুখারী;* ৬. *আহসানুল ফাতাওয়া* (বাংলা); ৭. *দরসে শরহে আকাইদ* (১ম ও ২য়) প্রভৃতি।

ইন্তিকাল : মাওলানা নোমান আহমাদ (রহ.) বহু দিন থেকে লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত ছিলেন। অবশেষে ২০১৫ সালের ৩১ অক্টোবর রোজ বৃহস্পতিবার নশ্বর জগৎ ছেড়ে চলে যান মহান রবের সান্নিধ্যে। তার কীর্তি ও অবদান চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।[১৭৫]

মুফতী মুহাম্মদ মুস্তফা হামিদী (রহ.) [১৯৩৯-২০১৬ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচয় : মুফতী মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা হামিদী ১ মার্চ ১৯৩৯ সালে কুমিল্লা জেলা নাঙ্গলকোট থানাধীন চারিজানিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আব্দুল হামিদ মজুমদার। তিনি জনসমাজে 'হামিদী হুজুর' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন।

শিক্ষা জীবন : মাওলানা হামিদী তার নিজ গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি ব্যাংগডা ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসায় ভর্তি হন। উক্ত মাদরাসা হতে জেলা বোর্ডে জামেয়া পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অর্জন করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি দাখিল পাস করেন। পরবর্তীতে ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া থেকে তিনি ১৯৫১ সালে আলিম, ১৯৫৩ সালে ফাযিল (১২তম) ও ১৯৫৫ সালে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় মেধাতালিকা অর্জনসহ কৃতিত্বের সাথে সকল শ্রেণিতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে মাওলান নিয়াজ মাখদূম খোতানী (রহ.) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১৭৬]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : মাওলানা মুস্তফা হামিদী ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত মুহাদ্দিস পদে পাঙ্গাশিয়া মাদরাসায় দারস প্রদান করেন। ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত তিনি প্রধান মুহাদ্দিস পদে মৌকরা আলিয়া মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন। এরপর তিনি ১৯৫৯ সালে গাজীমুড়া আলিয়া মাদরাসায় মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। সেখানে তিনি ১৯৭২ সাল পর্যন্ত হাদীস শাস্ত্রে অধ্যাপনা করেন। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত পলাশবাড়ি কামিল মাদরাসায় অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত উপাধ্যক্ষ পদে গাজীমুড়া আলিয়া মাদরাসায় নিয়োজিত থাকেন। অতঃপর ১৯৮০ সালে অধ্যক্ষ পদে পদোন্নতি লাভ করেন এবং ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত একই পদে বহাল থাকেন। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত ছারছীনা আলিয়া মাদরাসায় প্রধান মুহাদ্দিস পদে আসীন হয়ে সহীহ বুখারীসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের পাঠদান করেন। ১৯৮৯ সালে উপাধ্যক্ষ পদে পদোন্নতি লাভ করেন এবং ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৯৬ সালে মাওলানা হামিদী অবসর গ্রহণ করেন। তারপর তিনি ২০০৩ সাল পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত মুহাদ্দিস হিসেবে সহীহ বুখারীর দারস দিতেন এবং পাশাপাশি ছারছীনার পীর সাহেবের সফরসঙ্গী হিসেবে দ্বীনি দাওয়াতের কাজে মশগুল থাকতেন।[১৭৭] তার ছাত্রদের মধ্যে মাওলানা তৈয়্যবুর রহমান, মাওলানা লুৎফর রহমান, মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ, মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুম মুনির ও মাওলানা আব্দুল লতিফ শেখ প্রমুখসহ দেশ জুড়ে অসংখ্য বাংলাভাষী মুহাদ্দিস তৈরিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তিনি হাদীসের দারস দানের পাশাপাশি বাংলা ভাষায় কয়েকটি মৌলিক ও অনুবাদমূলক গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে ১. *ফাতওয়ায়ে দারুচ্ছুন্নাত* ১ম ও ২য় খণ্ড; ২. *মিলাদ-কিয়ামের অকাট্য দলীল*; ৩. *খাজিনাতুল আসরার*; ৪. *মাওয়ায়েজে সালেহীন* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ইন্তিকাল : মুফতী মুহাম্মদ মুস্তফা হামিদী (রহ.) ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ সালে ৮৭ বছর বয়সে অসংখ্য ভক্ত, মুহাদ্দিস, মুফতি, আলিম-ওলামাদের রেখে পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন।[১৭৮]

---

১৭৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

১৭৬ মুফতী মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা হামীদী, *মুফতী মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা হামীদীর সংক্ষিপ্ত জীবনী* (অপ্রকাশিত), পৃ. ২-৫

১৭৭ মুহাম্মদ উল্লাহ ও অন্যান্য, *ইমাম বুখারী থেকে আমাদের পর্যন্ত সনদের রাবীদের পরিচয়*, স্মৃতি স্মারক-২০১২, কামিল শেষ পর্ব, দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদরাসা, ঢাকা: দারুন্নাজাত প্রকাশনী, ২০১২ খ্রি., পৃ. ৬৭-৬৮

১৭৮ মুহাম্মদ কাওসার বিন আব্দুল গনি সম্পাদিত, *স্মৃতি স্মারক-২০১২*(কামিল হাদীস), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭-৬৮

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়্যেবুর রহমান (রহ.) [১৯৭০-২০১৬ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচয় : শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়্যেবুর রহমান ১ মার্চ ১৯৭০ সালে ঝালকাঠি জেলার কাঠালিয়া থানাধীন পূর্ব ছিটকী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মাওলানা মুহাম্মদ শফি উদ্দিন হাওলাদার। তিনি ছারছীনা মহলে 'কাঠালিয়ার হুজুর' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তার শ্বশুর ছিলেন ছারছীনা আলীয়া মাদরাসার খ্যাতনামা মুহাদ্দিস মাওলানা সূফী আব্দুর রশীদ (রহ.)।[১৭৯]

শিক্ষা জীবন : বাল্যকাল থেকেই জ্ঞানের প্রতি তার প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি স্থানীয় উত্তর তালগাছিয়া সিনিয়র ফাযিল মাদরাসা থেকে ১৯৮১ সালে দাখিল, ১৯৮৩ সালে আলিম ও ১৯৮৫ সালে ফাযিল শ্রেণিতে কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে কৃতকার্য হন। অতঃপর ১৯৮৭ সালে তিনি ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদরাসা থেকে কামিল হাদীস বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে পাস করেন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুর রব খাঁন, মাওলানা আমজাদ হুসাইন এবং মাওলানা মুফতী মুস্তফা হামিদীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৮০]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : তিনি কামিল পাস করার পর ১৯৮৮ সালে মোড়লগঞ্জ আমতলী কামিল মাদরাসায় চার মাস হাদীসশাস্ত্রের পাঠদান করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদারসায় মুহাদ্দিস হিসেবে পাঠদান শুরু করেন। প্রায় ৯ বছর একাধারে ছারছীনা মাদরাসায় হাদীসশাস্ত্রের পাঠদান করেন। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালের আগস্ট মাসে মঠবাড়িয়ার একটি মাদরাসায় যোগদান করেন। সেখানে তিনি চার বছর হাদীসরে দারস প্রদান ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর ২০০১ সালে ছারছীনা মাদরাসায় হেড মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন এবং ২০০৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এ পদে সহীহ বুখারীসহ অন্যন্য হাদীস গ্রন্থ অধ্যাপনা করেন। তারপর ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে উত্তর তালগাছিয়া নেছারিয়া ফাযিল মাদরাসায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। তিনি উক্ত পদে আমরণ (২০১৬ সাল পর্যন্ত) বহাল ছিলেন।[১৮১] তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বর্তমান ছারছীনা মাদরাসার হেড মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুম মুনির, ড. মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম, অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাবি। মাওলানা সমশের আলী, মাওলানা আব্দুল লতিফ শেখ, ড. মাওলানা মোরশেদ আলম, মাওলানা শাহজালাল, মাওলানা আযাদ হুসাইন, মাওলানা বদরুজ্জামান রিয়াদ, মাওলানা উসমান গণি, মাওলানা মাহবুবুর রহমান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তিনি সাবলীল বাংলা ভাষায় হাদীস পাঠদানের মাধ্যমে দীর্ঘ ২৮ বছরের প্রচেষ্টায় অসংখ্য হাদীসবিদ সৃষ্টিতে অনন্য অবদান রাখেন।

ইন্তিকাল : হাদীসশাস্ত্রের মহান সাধক, আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়্যেবুর রহমান ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ সালে ইন্তিকাল করেন।[১৮২]

ড. খোন্দকার আ.ন.ম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.) [১৯৫৮-২০১৬ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচিতি : প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. খোন্দকার আ.ন.ম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর ঝিনাইদাহ জেলার ধোপঘাটস্থ গোবিন্দপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৫৮ মতান্তরে ১৯৬১ সালের ১ ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জনাব খোন্দকার আনোয়ারুজ্জামান ও মাতা বেগম লুৎফুন্নাহারের স্নেহ-মমতায় বেড়ে ওঠেন এ শিক্ষাবিদ।[১৮৩]

শিক্ষাজীবন : বালক জাহাঙ্গীর স্থানীয় বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পরে ঝিনাইদাহ আলিয়া মাদরাসা হতে ১৯৭৩ সালে দাখিল, ১৯৭৫ সালে আলিম ও ১৯৭৭ সালে ফাযিল শ্রেণিতে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৯৭৯ সালে ঢাকা আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল হাদীস বিভাগে প্রথম শ্রেণিতে অষ্টম স্থান অধিকার করেন। তাপর তিনি সৌদি আরবের রিয়াদস্থ ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৬, ১৯৯২ ও ১৯৯৮ সালে যথাক্রমে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। দেশ ও বিদেশে যে সকল

---

১৭৯ *দৈনিক ইনকিলাব*, *প্রাগুক্ত*, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬খ্রি. পৃ. ৫

১৮০ মুহাম্মদ কাওসার বিন আব্দুল গনি সম্পাদিত, *স্মৃতি স্মারক-২০১২* (কামিল হাদীস), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

১৮১ *প্রাগুক্ত*

১৮২ *প্রাগুক্ত* ; *দৈনিক ইনকিলাব*, *প্রাগুক্ত*, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬খ্রি. পৃ. ৫

১৮৩ মিযান হারুন, *রিজালুন ছনাউত তারিখ ওয়া খদামুল ইসলামা ওয়াল ইলম ফি বাংগালাদেশ*, ঢাকা: দারুল বায়ান, ২০১৮খ্রি, পৃ. ৫৭৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রসিদ্ধ আলিমের কাছে তিনি জ্ঞানার্জন ও সাহচর্য গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন খতীব মাওলানা ওবাইদুল হক (রহ.), মাওলানা মিয়া মোহাম্মদ কাসিমী (রহ.), মাওলানা আনোয়ারুল হক কাসিমী (রহ), মাওলানা আব্দুল বারী সিলেটী (রহ.), মাওলানা ড. আইউব আলী (রহ.), মাওলানা আব্দুর রহীম (রহ.) প্রমুখ, অপরদিকে সৌদি আরবের শায়খ আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল আযীয ইবন বায (রহ.), আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান আল-জীবরীন (রহ.), মুহাম্মদ ইবন সালিহ ইবন মুহাম্মাদ আল-উসাইমীন (রহ.), শায়খ সালিহ ইবন আব্দুল আযীয আল-শায়খ, শায়খ সালিহ ইবন ফাওযান ইবন আব্দুল্লাহ আল ফাওযান, প্রমুখ।[১৮৪]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : দেশে ফিরে তিনি ১৯৯৮ সালে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীস বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। পর্যায়ক্রমে শিক্ষকতা জীবনের বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে ২০০৯ সালে তিনি উক্ত বিভাগে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন এবং আমৃত্যু তিনি উক্ত পদে অধ্যাপানা রত ছিলেন। এ ছাড়াও ঢাকার দারুস সালাম মাদরাসায় খণ্ডকালীন শায়খুল হাদীস হিসেবে সহীহুল বুখারীর পাঠদান করতেন। অধ্যাপনা ও গবেষণা কর্মের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে হাদীস শিক্ষাদান ও প্রচার-প্রসারে অবদান রেখেছেন। তন্মধ্যে নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ের লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে তিনি 'আল ফারুক একাডেমী' প্রতিষ্ঠা করেন। বিশুদ্ধ ইসলামী জ্ঞান ও মূল্যবোধ প্রচার ও মানব সেবার উদ্দেশ্যে ২০১১ সালে 'আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ২০১২ সালে Education and Charity Foundation Jhenaidah নামে একটি শিক্ষা ও সমাজসেবা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। দেশ-বিদেশে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বাংলা, ইংরেজী ও আরবী ভাষায় তাঁর প্রায় অর্ধশত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গবেষণামূলক গ্রন্থের সংখ্যা ত্রিশের অধিক। তন্মধ্যে তাঁর রচিত হাদীস বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হচ্ছে, ১. *রাহে বেলায়াত*: রাসূলুল্লাহ সা. এর যিকির ও ওযীফা; ২.*হাদীসের নামে জালিয়াতি*: প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা; ৩.*খুতবাতুল ইসলাম*: জুমুয়ার খুতবা ও সমকালীন প্রসঙ্গ; ৪.*ইমাম আবু হানিফা (রহ.)* রচিত *আল-ফিকহুল আকবর*: অনুবাদ ও ব্যাখ্যা; ৫. *সহীহ মাসনুন ওযীফা*; ৬. *মুসনাদ আহমাদ* (ইমাম আহমদ এর হাদীস সংকলন) বঙ্গানুবাদ; ৭. *ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার* (মুফতি আমীমুল ইহসান রচিত হাদীস ভিত্তিক ফিকহ গ্রন্থ) এর বঙ্গানুবাদ ইত্যাদি।[১৮৫]

ইন্তিকাল : হাদীসশাস্ত্রের খ্যাতিমান অধ্যাপক, মুসলিম উম্মাহ দরদী দাঈ, সদা হাস্যোজ্জ্বল এ মনীষী ২০১৬ সালের ১১ মে মর্মান্তিক এক সড়ক দুর্ঘটনায় মহান রবের আহবানে সাড়া দিয়ে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যান।[১৮৬]

মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া (রহ.) [১৯৫৪-২০১৭ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচয় : মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া ১৯৫৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী মোমেনশাহী জেলাধীন তারাকান্দা থানার মালিডাঙ্গা গ্রামের ফরায়েজী বংশের এক ঐতিহ্যবাহী আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা মিয়া হুসাইন ছিলেন একজন বিদগ্ধ আলিমে দ্বীন; যিনি জামিয়া মাদানীয়া যাত্রাবাড়ির মুহাদ্দিস ও জামিয়া ইসলামিয়া চরপাড়া মোমেনশাহীর মুহতামিম ছিলেন।[১৮৭]

শিক্ষা জীবন : তিনি পারিবারিক পরিমণ্ডলে ও স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ শেষে ১৯৬৫ মোমেনশাহী জামিয়া ইসলামিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। কিছু দিন পর কুতিকুরা করুয়াপাড়া উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। এরপর পুনরায় উক্ত মাদরাসায় ভর্তি হয়ে শরহে জামী পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। ১৯৭৯ সালে জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ মাদরাসায় (শরহে বেকায়ায়) ভর্তি হয়ে বোর্ড পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেন। পরের বছর মোমেনশাহী আশরাফুল উলূম মাদরাসায় জালালাইন; অতঃপর চট্টগ্রামের আল-জামিয়া পটিয়াতে মিশকাত অধ্যয়ন করেন। ১৯৮২ সালে তিনি মালিবাগ জামিয়া শারইয়্যাহ মাদরাসা হতে দাওরায়ে হাদীসের বোর্ড পরীক্ষায় ৪র্থ স্থান অর্জন করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি ফরিদাবাদ মাদরাসায়

---

১৮৪ বি.দ্র.: মিযান হারুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭৯-৯০

১৮৫ *প্রাগুক্ত*

১৮৬ মতিউর রহমান সম্পাদিত, *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা: ট্রান্সকম গ্রুপ, ২১ মে ২০১৬খ্রি.

১৮৭ মাওলানা ফখরুল ইসলাম, 'মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়াহ (রহ.): প্রোজ্জ্বল এক প্রতিভা' *মাসিক আলকাউসার*, *প্রাগুক্ত*, সংখ্যা-৭, বর্ষ-১৩, আগস্ট ২০১৭খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যয়ন কালে অনুসন্ধিচ্ছু হৃদয়ে নিজেকে বার বার একটি প্রশ্ন করতেন যে, কওমী জগতে বাংলা ভাষার চর্চা নেই কেন? তার গভীর উপলব্দি থেকে কতিপয় সমমনা বন্ধুদের নিয়ে "ছাত্রঐক্য" গঠন করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন মাওলানা ইসহাক ফরিদী (রহ.), ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ, মাওলানা আবু সুফিয়ান, মাওলানা মুহিউদ্দীন রব্বানী ও মুফতী আব্দুর রাযযাক আল হুসাইনসহ প্রতিভাধর অনেক শিক্ষার্থী। যাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ফরিদাবাদ মাদরাসায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা শুরু হয়; পরবর্তীতে এ ছাত্রঐক্যের নিরলস প্রচেষ্টায় সারাদেশের কওমী অঙ্গনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার দ্বার উন্মুক্ত হয়।[১৮৮]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : মাওলানা ইয়াহইয়া ১৯৮৪ সালে সিলেট জেলার গাছবাড়িস্থ আকুনী মাযাহিরুল উলূম মাদরাসায় সহীহ মুসলিম পাঠদানের মধ্যদিয়ে কর্ম জীবন শুরু করেন। যোগদানের এক বছর পর তিনি মালিবাগ জামিয়া শারঈয়াতে মুহাদ্দিস পদে নিযুক্ত হন। তিনি তথায় সহীহ মুসলিমের পাঠদান করতেন। তার হাদীসশাস্ত্র পাঠদানের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ইলমি হাদীস ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের পাঠদান করেন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের প্রতিভার বিকাশের জন্য বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য, ইসলামী অর্থনীতি ও রাজনীতিসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতেন। এতে ছাত্রদের মাঝে ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া ২০১৫ সাল থেকে জামিয়া আরাবিয়া নতুনবাগে তিনি সহীহ বুখারী দারস প্রদান করেন। কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের সহকারী সচিবের দায়িত্ব তিনি সুচারুরূপের পালন করেন।[১৮৯]

তার সাহিত্যকর্ম : তিনি জাতীয় জীবনে ইসলামী ভাবধারায় বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে 'আল-আমীন রিসার্চ একাডেমী বাংলাদেশ' নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এর মাধ্যমে তিনি যুগোপযোগী ও নির্ভযোগ্য গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। যেমন: ১. উসূলুল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ '*হাদীস অধ্যয়নের মূলনীতি*'; ২. *ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ন;* ৩. *আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইসলাম;* ৪. *দারুল উলূম দেওবন্দ: ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান;* ৫. *ইসলামী আইন ও বিচারব্যবস্থা;* ৬. *স্রষ্টা ও তার স্বরূপ সন্ধানে;* ৭. *ইসলাম ও সমাজব্যবস্থা* ইত্যাদি গ্রন্থরাজি তার অমর কৃতি।[১৯০]

ইন্তিকাল : জ্ঞান সাধক, কওমী জগতে মাতৃভাষায় হাদীস চর্চার অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা ও অগ্রসেনানী, প্রাজ্ঞ মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া (রহ.) ২০১৭ সালের ২০ মে মহা মহিয়ানের ডাকে সাড়া দিয়ে সকলের চোখের অন্তরালে চলে যান।[১৯১]

মাওলানা আফলাতুন কায়সার (রহ.) [১৯২৮-২০১৭ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচয় : প্রতিথযশা মুহাদ্দিস মাওলানা আফলাতুন কায়সার চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলাধীন মুসাপুর গ্রামে ১৯৩০ সালে সন্দ্বীপের প্রসিদ্ধ কায়সার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিক বাড়ি বর্তমানে সাগরগর্ভে বিলীন হয়েগেছে। তাঁর পিতা মুন্সী মতিউর রহমান এবং মাতা জোবাইদা খাতুনের আট সন্তানের মধ্যে তিনি ৬ষ্ঠ তম। কথিত আছে, আরব ব্যবসায়ীরা সিংহল, ভারত, বার্মা হয়ে সুদূর চীন পর্যন্ত বাণিজ্য করত। তাদের কেউ কেউ সন্দ্বীপে স্থায়ী বসতী স্থাপন করেন। তন্মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর নাম কায়সার। তার নামানুসারে কায়সার বংশের পরিচিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিক্ষা জীবন : তিনি স্থানীয় মৌলবী বজলুর রহমানের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে সন্দ্বীপের জিয়াউল উলূম সিনিয়র মাদরাসায় ভর্তি হয়ে আলিম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। তিনি উক্ত মাদরাসা থেকে ১৯৪৮ সালে কৃতিত্বের সাথে আলিম (জামাতে সুয়াম) পাস করেন। অতপর উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে দেশের সীমানা পেরিয়ে ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন। তথায় পাঁচ বছর পড়াশুনা শেষে ১৯৫৩ সালে দাওরা হাদীস ডিগ্রি অর্জন করেন।

---

১৮৮ মুফতি মুহাম্মদ তৈয়্যেব হোসাইন ও অন্যান্য, *আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া (রহ.) স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা: আল্লামা আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া (রহ.) ফাউন্ডেশন, ২০১৯ খ্রি., পৃ.৪৫৬-৪৫৭

১৮৯ মাওলানা ফখরুল ইসলাম, 'মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়াহ (রহ.): প্রোজ্জ্বল এক প্রতিভা' *মাসিক আলকাউসার, প্রাগুক্ত*, সংখ্যা-৭, বর্ষ-১৩, আগস্ট ২০১৭খ্রি.

১৯০ মুফতি মুহাম্মদ তৈয়্যেব হোসাইন ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৫৮

১৯১ *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : শিক্ষাজীবন সমাপনান্তে তিনি লাহোরের শাহ আলম বাজারস্থ তাজবীদুল কুরআন মাদরাসায় ১৯৫৪-১৯৫৬ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। পরে সন্দ্বীপে ফিরে কাজীরখিল মাদরাসায় হেড মাওলানা পদে যোগদান করেন। তারপর ১৯৫৭ সালে লক্ষ্মীপুর জেলাস্থ রায়পুর আলিয়া মাদরাসায় মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। ১৯৮৪ সালে অত্র মাদ্‌রাসায় উপাধ্যক্ষ পদে পদোন্নতি লাভ করেন। এখানে তিনি কামিল জামাতে বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী শরীফ পাঠদান করতেন। তাঁর অসংখ্য ছাত্র হাদীসের খিদমতে বিভিন্ন মাদরাসায় কর্মরত রয়েছেন। উক্ত মাদরাসার বর্তমান অধ্যক্ষ আবু ছালেহ মুহাম্মদ আব্দুল মুকতাদিরও তাঁর ছাত্র। শায়খুল হাদীস ও গ্রন্থ প্রণেতা হিসেবে যেমন তিনি সমাদৃত ছিলেন তেমনি একজন সুবক্তা হিসেবেও সারাদেশে তার ব্যাপক পরিচিতি ছিলো। তিনি ১৯৯৪ সালে উক্ত মাদ্‌রাসার উপাধ্যক্ষ পদে দায়িত্বরত অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন।

রচনাবলী : মাওলানা কায়সার পঠন-পাঠন ও অধ্যাপনার পাশাপাশি লেখলেখিতেও অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে বেশ কয়েকটি মৌলিক ও অনুবাদমূলক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে হাদীসশাস্ত্র বিষয়ক বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে। তার অনূদিত ও রচিত গ্রন্থরাজির মধ্যে ১) *মিশকাত শরীফের অনুবাদ* (৭ম থেকে ১১শ খণ্ড); এমদাদীয়া লাইব্রেরি, ঢাকা। এ ছাড়া ২) আধুনিক প্রকাশনী থেকে *সহীহ আল-বুখারী* (৩য়ও ৬ষ্ঠ খণ্ড); ৩) বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, কাটাবন, ঢাকা থেকে *সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দামা* (অনুবাদ); ৪) *আসমাউর রিজাল* (মৌলিক); এমদাদীয়া লাইব্রেরি, ঢাকা। ৫) *মীযানুল আখবার* (অনুবাদ); আশারাফিয়া লাইব্রেরী, চৌমুহনী। ৬) *সহীহ মুসলিম* (সম্পূর্ণ অনুবাদ); বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা। ৭) *কুরআন হাদীসের আলোকে ইসলামী আদর্শবাদ;* ৮) *স্বামী-স্ত্রীর অধিকার*; ৯) *জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও ইসলাম* ১০) *খুৎবাতুল আহকাম* উল্লেখযোগ্য।

ইন্তিকাল : এ মহান শায়খুল হাদীস বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অসামান্য অবদান রেখে ২০১৭ সালে মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে এ পৃথিবীর মায়া ছেড়ে আখিরাতের পথে পাড়ি জমান।[১৯২]

মাওলানা আশরাফ আলী (রহ.) [১৯৪০-২০১৯]

জন্ম-পরিচিতি : মাওলানা আশরাফ আলী ১ মার্চ ১৯৪০ সালে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলাধীন রামচন্দ্রপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জনাব মুফিজুদ্দীন ছিলেন এলাকার সম্মানিত সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব।

শিক্ষাজীবন : স্থানীয় বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর তিনি মাযাহেরে উলূম যশপুর মাদরাসায় কিছু দিন পড়ালেখা করেন। তারপরে তিনি কুমিল্লার ঐতিহ্যবাহী কাসিমুল উলূম মাদরাসায় শরহ জামি শেষ করেন এবং বড় কাটারা মাদরাসায় পাঁচ বছর অধ্যয়ন করে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি পাকিস্তানের জামিয়া আশারাফিয়া লাহোরে ভর্তি হন। দুই বছর অধ্যয়ন শেষে হাদীস শাস্ত্রে উচ্চতর সনদ নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সাথে সাথে তাসাওউফ শাস্ত্র অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে মাওলানা আশরাফ আলী (রহ.) ছাত্র জীবনেই হাকিমুল উম্মাতের বিশিষ্ট খলিফা মাওলানা রসূল খানের (পাকিস্তান) হাতে বায়াত গ্রহণ করেন এবং তার থেকে খেলাফত লাভ করেন। তার ইন্তিকালের পর হাকিমুল ইসলাম মাওলানা ক্বারী তৈয়্যেব (রহ.) এর সাথে আত্মশুদ্ধির সম্পর্ক গড়েন। তার ইন্তিকালের পর পাকিস্তানের হাকীম মুহাম্মদ আখতার (রহ.) এর হাতে বায়াত নেন এবং খেলাফত লাভ করেন। শেষ জীবনে তিনি হাটহাজারীর মাওলানা আহমদ শফি (রহ.) সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রাখতেন।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : তিনি দেশে ফিরে কিশোরগঞ্জের জামিয়া ইমদাদিয়ায় মুহাদ্দিস হিসেবে *সহীহ মুসলিম* অধ্যাপনার মধ্যদিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। এখানে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন মুহিউস সুন্নাহ মাওলানা মাহমুদুল হাসান এবং মাওলানা আযহার আলী আনোয়ার শাহসহ দেশের বহু খ্যাতিমান আলিম। কিশোরগঞ্জে নয় বছর দারস প্রদানের পর তিনি রাজধানীর ফরিদাবাদে আট বছর *সুনান তিরমিযী* এবং বড়কাটারা মাদরাসায় কিছুদিন হাদীসশাস্ত্রের পাঠদান করেন। পরে তিনি স্থানীয় আলিমদের অনুরোধে নিজ এলাকার কাসিমুল উলূম

১৯২ সাক্ষাৎকার: গবেষক কর্তৃক ৪-৬-২০২০ তারিখে মাওলানা আফলাতুন কায়সারের ছেলে অধ্যাপক মাহবুব কায়সার (সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল) এর সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উল্লিখিত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আমৃত্যু (৩৫বছর) তিনি এই মাদরাসার শায়খুল হাদীস হিসেবে বুখারীসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের পাঠদান ও মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করেন। মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ ইন্তিকালের পরে তিনি ২০১৩ সালে জামিয়া শারইয়্যাহ মাদরাসার মুহতামিম ও শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ ছাড়াও তিনি মোহাম্মদ পুরের জামিয়া রাহমানিয়া, জামিয়া আরাবিয়্যা লালমাটিয়া, দারুল উলূম মিরপুর-৬ ও ময়মনসিংহের জামিয়া ইসলামিয়াসহ দেশসেরা বহু মাদরাসায় বুখারী শরীফের দারস প্রদান করেছেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের মহিরুহ আলিম; বেফাকুল মাদারিসের সিনিয়র সহ-সভাপতি, হাইআতুল উলিয়ার কো-চেয়ারম্যান, বহু মাদরাসার পৃষ্ঠপোষক এবং শায়খুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ইন্তিকাল : বিদগ্ধ শায়খুল হাদীস ও আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র মাওলানা আশরাফ আলী (রহ.) ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর ইন্তিকাল করেন। মাওলানা শাহ আহমদ শফী (রহ.) তার জানাযায় ইমামতি করেন।[১৯৩]

মাওলানা শাহ আহমদ শফী (রহ.) [১৯৩০-২০২০ খ্রি.]

জন্ম-পরিচয় : ১৯২০ সালে বার আউলিয়ার পুণ্যভূমি চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত রাঙ্গুনিয়া থানাধীন পাখিয়ারটিলা গ্রামের এক ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী পরিবারে মাওলানা শাহ আহমদ শফী (রহ.) জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা বরকত আলী এবং মাতা মুসাম্মাত মেহেরুন্নেছা বেগম।[১৯৪]

শিক্ষা জীবন : শাহ আহমাদ শফী শৈশবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে রাঙ্গুনিয়ার সরফভাটা মাদরাসায় ভর্তি হন। প্রখর এই মেধাবী বালক অল্প সময়েই কুরআন কারীমসহ প্রাথমিক কিতাবাদি সমাপ্ত করেন। এরপর তিনি আল জামিয়াতুল আরাবিয়া আল ইসলামিয়া জিরি মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে ছয় মাস অধ্যয়নের পর বৃটিশ-জার্মানির রণদামামা বেজে উঠে। তখন তার বয়স মাত্র দশ বছর। ইতোমধ্যেই তিনি তার মা-বাবাকে হারিয়ে চিরদিনের জন্য ইয়াতিমত্ব বরণ করেন। অতঃপর ১৯৩০ সালে তিনি হাটহাজারী মাদরাসায় ভর্তি হয়ে দীর্ঘ দশ বছর একাগ্রতার সাথে ইলম অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষাজীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে রয়েছে অবিস্মরণীয় সব ঘটনা। দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসায় মিশকাত, জালালাইন, কাজী মুবারক প্রভৃতি কিতাব অধ্যয়ন শেষে হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ১৯৪১ সালে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। সেখানে দাওরায়ে হাদীস, দাওরায়ে তাফসীর ও ফুনুনাতে আলিয়া বিভাগে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। দারুল উলূম দেওবন্দে তার প্রসিদ্ধ শিক্ষকদের মধ্যে বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিস, ইংরেজ তাড়াও আন্দোলনের অগ্রসেনানী মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) অন্যতম। তিনি মাদানী (রহ.) এর কাছে *বুখারী শরীফের* দারস গ্রহণ করেন। মাওলানা এজায আলী, মাওলানা ইবরাহীম বালিয়াভী, মাওলানা ফখরুল হাসান, মাওলানা মুবারক, মাওলানা জাহিরুল হাসান ও মাওলানা জলিল আহমদ (রহ.) থেকে যথাক্রমে *তিরমিজী* ও *আবু দাউদ*; *মুসলিম* এবং ফুনুনাতে আলিয়া; *নাসাঈ;* ত্বহাবী; *মুয়াত্তা মুহাম্মদ; মুয়াত্তা মালেক* শিক্ষা গ্রহণ করেন।[১৯৫] দেওবন্দে ছাত্রাবস্থায়ই তিনি হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) এর হাতে বাইয়াত হন এবং খিলাফত লাভ করে দেশে ফিরেন। এই আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব নিজ কর্মময় জীবনের হাজারো ব্যস্ততা মধ্যেও গড়ে তুলেছেন সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক জগৎ। যে জগতে তাঁর সাথে যুক্ত রয়েছে তাঁরই সুযোগ্য পাঁচ শতাধিক খলিফা ও অসংখ্য ভক্ত-মুরিদ ও অনুরক্ত।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : ১৯৪৬ সালে দেশে ফিরে তিনি নিজ বাড়িতে না গিয়ে সরাসরি হাটহাজারী মাদরাসায় উপস্থিত হন এবং তথায় শিক্ষক পদে নিয়োগ লাভ করেন। অল্প সময়েই তাঁর শিক্ষকতার সুখ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৮৬ সালে তিনি মহাপরিচালক ও পরবর্তীতে শায়খুল হাদীসের পদে নিযুক্ত হয়ে বুখারীসহ অন্যন্য হাদীস গ্রন্থ পাঠদান করেন। ২০০৮ সালে তিনি কওমী মাদরাসা বোর্ডের (বেফাক) চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ২০১০ সালের ১৯ জানুয়ারি চট্টগ্রামের প্রায় একশতটি কওমী মাদরাসার শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত হয় হেফাজতে ইসলাম। ৫ মে, ২০১৩ সালে হেফাজতে ইসলাম সারা দেশ থেকে ঢাকা অভিমুখে লং মার্চ করে এবং

---

১৯৩ সাক্ষাৎকার: তদীয় পুত্র মুফতি শুয়াইব আহমদের সাক্ষাৎকারের থেকে গৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে লিখিত; ওলিউর রহমান, Islamitimes24.com, ৩ জানুয়ারী, ২০২০খ্রি.

১৯৪ দাওরায়ে হাদীস (মাস্টার্স) সমাপনী ছাত্রবৃন্দ, *আল ইমদাদ*, ঢাকা: জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ,২০১৯, পৃ. ১৫

১৯৫ *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার মতিঝিল শাপলা চত্বরে প্রথম সমাবেশ করে। তার দাবীর প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৮ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর কওমী মাদরাসার দাওরায়ে হাদীসের সনদ প্রদান আইন জাতীয় সংসদে পাস করেন।[১৯৬] তাতে কওমী মাদরাসার শিক্ষার ভবিষ্যত উজ্জ্বল হয়। এই স্বীকৃতি অর্জন কওমী মাদরাসার ইতিহাসে এক নব দিগন্ত উন্মোচন করে। এ মহান শায়খুল হাদীস সুদীর্ঘ ৭৪ বছরের কর্মজীবনে বুখারী শরীফসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ উর্দুমিশ্রিত বাংলায় পাঠদান করতেন। তার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে বাংলাভাষী অগণিত হাদীসবিশারদ; যাদের পরম্পরায় বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে।

রচনাবলী : মাওলানা শাহ আহমদ শফী (রহ.) পাঠদানের পাশাপাশি লেখালেখিতেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তিনি বাংলায় ১৩টি এবং উর্দূতে ৯টি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ *ফয়যুল জারী শরহ সহীহিল বুখারী*, *শরহ মিশকাত*, *আল-খায়রুল কাসীর ফী উসূলিত তাফসীর*, *ইসলামী অর্থব্যবস্থা*, *ইসলাম ও রাজনীতি*, *ইসমতে আম্বিয়া* প্রভৃতি; যা পাঠক ও বিশেষজ্ঞ মহলে বিপুলভাবে সামদৃত হয়েছে।[১৯৭]

ইন্তিকাল : বিদগ্ধ শায়খুল হাদীস মাওলানা শাহ আহমাদ শফী (রহ.) ২০২০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর অসংখ্য ভক্ত-মুরীদ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, মুফতীকে শোকসাগরে ভাসিয়ে পরলোক গমন করেন।[১৯৮]

মাওলানা আব্দুল মুমিন (রহ.) [১৯৩১-২০২০ খ্রি.]

জন্ম-পরিচিতি : মাওলানা আবদুল মুমিন ১৯৩১ সালে হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার পুরানাগাঁও গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। যিনি 'ইমাম হুজুর' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তার পিতা মোঃ আব্দুস সাত্তার এবং মাতা গুলবাহার বেগম; তারা উভয়ই আল্লাহভক্ত মানুষ ছিলেন।[১৯৯]

শিক্ষাজীবন : স্থানীয় মকতব থেকে তার বাল্যশিক্ষার সূচনা হয়। শিবগঞ্জ প্রাইমারী স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ সমাপনান্তে তিনি তৎকালীন ইমামবাড়ী জামেয়া ইসলামিয়া আরাবিয়ায় নাহুমীর পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পরবর্তী কিছুদিন বি-বাড়িয়া জামেয়া ইউনুসিয়ায় এবং রায়ধর মাদরাসায় অধ্যয়ন করে পুনরায় ইমামবাড়ি ফিরে এসে শরহে জামী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসায় ভর্তি হয়ে একাধারে প্রায় ছয় বছর লেখাপড়া করে ১৯৫৬ সালে কৃতিত্বের সাথে দাওরায়ে হাদীস পাস করেন। তথায় তার হাদীসশাস্ত্রের শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.), মাওলানা ইবরাহীম বালিয়াভী (রহ.), মাওলানা আখতার হাসান বুলন্দ শহরী (রহ.) ও মাওলানা মাহমুদ হাসান বিহারী (রহ.) প্রমুখ অন্যতম। অতঃপর তিনি শরিয়তের জ্ঞানের পাশাপাশি তাসাউফের জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে আওলাদে রাসূল সাইয়্যেদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ এক বছর তার সংস্পর্শে অবস্থান করে আত্মশুদ্ধির সাধনায় নিয়োজিত থেকে ১৯৫৭ সালে রমজান মাসে ই'তিকাফরত অবস্থায় খেলাফত লাভ করেন।[২০০]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি ১৯৫৭ সালে ইমামবাড়ি মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করে ১৯৬৫ সালে পর্যন্ত প্রায় আট বছর হাদীসশাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। পরবর্তী হবিগঞ্জের বালিধারা মাদরাসায় এক বছর, উমেদনগর দারুল হাদীস মাদরাসায় দুই বছর এবং বিশ্বনাথ জামেয়া মাদানিয়া মাদরাসায় দুই বছর শায়খুল হাদীস পদে থেকে বুখারী শরীফ পাঠদান করেন। পরবর্তী জামেয়া মাদানিয়া নবীগঞ্জ এর মুহতামিম হিসেবে চার বছর এবং ইমামবাড়ী মাদরাসায় পুনরায় যোগদান করে তিনি ক্রামন্বয়ে শিক্ষাসচিব, মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস পদে ১৯৮৯ সালে থেকে ২০১০ সালে পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর সিলেটের হোসাইনিয়া মাদরাসার শায়খুল হাদীস হিসেবে কিছুদিন ছিলেন এর পর জামিয়া দারুল কুরআন সিলেট এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত (প্রায় আট বছর) শায়খুল হাদীস হিসেবে বুখারীসহ অন্যন্য হাদীস গ্রন্থের পাঠদান করেন।[২০১] তার ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম মাওলানা মুফতী আব্দুল কাইয়ূম

---

১৯৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬

১৯৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

১৯৮ মতিউর রহমান সম্পাদিত, *দৈনিক প্রথম আলো*, *প্রাগুক্ত*, ২৫ সেপ্টেম্ব ২০২০খ্রি.

১৯৯ মুহাম্মদ রুহুল আমীন নগরী, 'আল্লামা আব্দুল মোমেন ইমাম বাড়ী,' *দৈনিক সিলেটের দিন কাল*, সিলেট: ৯ এপ্রিল ২০২০ খ্রি.

২০০ *প্রাগুক্ত*

২০১ ড. সৈয়দ রেজওয়ান আহমেদ, 'আল্লামা আব্দুল মুমিন ইমামবাড়ী: আলোকিত জীবন ও কর্ম,' *দৈনিক যুগান্তর*, ঢাকা: ১১ এপ্রিল ২০২০খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

কালাঞ্চুরা, মুফতি হাফিজ মাওলানা তাজুল ইসলাম, মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস, মাওলানা শামছুল হুদা, মাওলানা কারী মুতিউর রহমান, মুফতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার, মাওলানা আব্দুজ জলীল, মুফতি মাওলানা আব্দুল আউয়াল ওয়াইসী, মাওলানা আব্দুল কাইউয়ুম, মাওলানা কাজী হারুন রশীদ, মাওলানা লুৎফর রহমান নবীগঞ্জ, মুফতি মাওলানা তালিব উদ্দীন প্রমুখ।

রাজনীতি : তিনি হাদীসশাস্ত্র চর্চা, প্রচার-প্রসার এবং জনসাধারণকে তাসাউফে প্রশিক্ষিত করার পাশাপাশি রাজনীতি ও সামাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম হবিগঞ্জ জেলার দীর্ঘদিনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করে ২০০৫ সালে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচিত হন।[২০২]

ইন্তিকাল : শায়খুল হাদীস ও আধ্যাত্মিক রাহবর মাওলানা আব্দুল মুমিন (রহ.) হাদীসশাস্ত্র অধ্যাপনায় ছিলেন এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তিনি ২০২০ সালের ৮ মার্চ মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা ও দ্বীনি শিক্ষায় অসংখ্য হৃদয়ে ইসলামের জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে, যা তাঁর মৃত্যুতে জ্ঞানের জগতে এক বিশাল শূণ্যতার সৃষ্টি করেছে।[২০৩]

মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী (রহ.) [১৯৩৫-২০২০ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচিতি : মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী (রহ.) ১৯৩৫ মতান্তরে ১৯৪৫ সালের ১০ জানুয়ারি শুক্রবার বাদ জুআ কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ থানাধীন চড্ডা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল ওদুদ।[২০৪]

শিক্ষা জীবন : বালক নূর হোসাইন স্থানীয় পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষে জামেয়া ইসলামিয়া কাশিপুরে হিদায়েতুন নাহু পর্যন্ত পড়েন। অতঃপর তিনি দারুল উলূম বরুড়াতে হিদায়া জামাত পর্যন্ত অধ্যয়ন করে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে তিনি ভারতের সাহারানপুরে গমন করেন। সেখান থেকে ১৯৭০ সালে দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হয়ে মিশকাত থেকে দাওরা হাদীস পর্যন্ত সমাপ্ত করেন। তথায় তিনি শায়খ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী, শরীফুল হাসান, ফখরুল হাসান মুরাদবাদী, আব্দুল আহাদ মুহাম্মদ হুসাইন বিহারী ইসলামুল হক আজমী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) প্রমুখের নিকট হাদীসের বিভিন্ন কিতাবের পাঠ গ্রহণ করেন।[২০৫]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : শিক্ষাজীবন সমাপনান্তে তার শিক্ষক শায়খ আব্দুল আহাদের পরামর্শে মাওলানা কাসেমী ভারতের মুযাফফর নগরের মুরাদিয়া মাদরাসায় এক বছর শিক্ষকতা করেন। দেশে ফিরে ১৯৭৫ সালে শরীয়তপুরের নড়িয়া থানাধীন নন্দনসার মহিউস সুন্নাহ মাদরাসায় শায়খুল হাদীস ও প্রিন্সিপ্যাল পদে যোগদান করে তিন বছর হাদীসের দারস প্রদান করেন। তারপর ১৯৭৮ সালে জামিয়া আরাবিয়া এমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ মাদরাসায় যোগদান করে চার বছর হাদীসের দারস প্রদান করেন। এরপর ১৯৮২ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত তিনি মালিবাগ জামিয়া শারঈয়া মাদরাসায় হাদীসশাস্ত্রের দারস প্রদান করেন। তিনি ১৯৮৮ সাল থেকে ঢাকার জামিয়া মাদানিয়া বারিধারায় এবং ১৯৯৮ সালে তার প্রতিষ্ঠিত জামিয়া সোবহানিয়ার শায়খুল হাদীস হিসেবে সহীহ বুখরীর পাঠদান ও মুহতামিমের দায়িত্ব আমরণ সুচারুরূপে পালন করেন। এ ছাড়া ২০২০ সালের ৩ অক্টোবর তিনি বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ এবং হাইয়াতুল উলইয়ার সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।[২০৬] উল্লেখ্য, তার ছাত্রদের সাক্ষাৎকারে জানা গেছে, তিনি শিক্ষকতা জীবনের শুরু থেকে হাদীসশাস্ত্রসহ অন্যান্য বিষয় বাংলা ভাষায় পাঠদান করতেন। তার এই দীর্ঘ ৪৫ বছরের অধ্যাপনা জীবনে অসংখ্য বাংলাভাষী হাদীসবিদ সৃষ্টি করে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় বিরাট অবদান রেখেগেছেন।

---

২০২ *প্রাগুক্ত*

২০৩ এম এম বাহাউদ্দীন সম্পাদিত, *দৈনিক ইনকিলাব*, *প্রাগুক্ত*, ৮ এপ্রিল ২০২০খ্রি.

২০৪ মাওলানা হিফযুর রহমান, *আল-ইয়াকুত ওয়াল-জাওয়াহের*, ঢাকা: মাকতাবাতু শায়খিল ইসলাম, ২০২০খ্রি., খ. ৮, পৃ. ৪৫

২০৫ *প্রাগুক্ত*

২০৬ মাওলানা হিফযুর রহমান, *নাসরুল লু'লু'উল ওয়াল মারজান*, ঢাকা: মাকতাবাতু শায়খিল ইসলাম, ২০১৮খ্রি., খ.২, পৃ.২২০-২২১; *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৬

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতি : তিনি ১৯৭৫ সালে জমিয়তে উলামা ইসলাম বাংলাদেশে যোগদান করেন। বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন শেষে ২০১৫ সালে মহাসচিব পদে নির্বাচিত হন। এ ছাড়া তিনি ২০০০ সালে খতমে নবুওয়াত আন্দোলন এবং ২০২০ সালে অরাজ নৈতিক সংগঠন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের মাহসচিব হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।[২০৭]

ইন্তিকাল : শায়খুল হাদীস মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী (রহ.) ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ সালে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।[২০৮]

মাওলানা ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.) [১৯৪৩-২০২০ খ্রি.]

জন্ম পরিচিতি : মুফতী মাওলানা ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.) বারো আওলিয়ার স্মৃতিধন্য ঐতিহাসিক চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলাধীন চাঁপাতলী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৪৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জনাব নূর আহমদ মুনশী আল-কাদেরী। তিনি ছিলেন ওলীয়ে কামিল শাহ আসাদ আলী ফকীর (রহ.) এর অধ:স্তন পুরুষ। তার মাতা নাম সফুরা খাতুন। তিনি অত্যন্ত আবেদা ও সালেহা ছিলেন।[২০৯]

শিক্ষা জীবন : বালক নঈমী স্থানীয় মক্তব ও পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। উক্ত মাদারাসা থেকেই তিনি ১৯৫৭ সালে দাখিল, ১৯৬১ সালে আলিম ও ১৯৬৩ সালে ফাযিল শ্রেণিতে কৃতিত্বের সাথে সরকারি বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি ১৯৬৩-১৯৬৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের গুজরাটস্থ জামেয়া নঈমীয়ায় ভর্তি হন। সেখানে ছিলেন তৎকালীন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম, *তাফসীরে নঈমী* প্রণেতা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহ.)। তিনি এ মহান আলিমের সান্নিধ্যে হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি দেশে ফিরে আবার ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদরাসা থেকে ১৯৬৫ সালে কৃতিত্বের সাথে কামিল (হাদীস) ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর ১৯৬৬ সালে ঢাকা সরকারি আলিয়া মাদরাসা থেকে বিশেষ কৃতিত্বের সাথে কামিল (ফিকহ) সনদ অর্জন করেন।[২১০] মুফতী ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.) এর দীর্ঘ শিক্ষা জীবনে দেশ-বিদেশে যেসব জগৎবিখ্যাত শিক্ষকগণের নিকট থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন তন্মধ্যে মাওলানা আলাভী মালেকী (রহ.); যিনি মক্কাশরীফের অধিবাসী ছিলেন; হাকিমুল উম্মত মাওলানা মুফতী ইয়ার খান নঈমী (রহ.); যিনি পাকিস্তানের অধিবাসী ছিলেন; মাওলানা কাজী নুরুল ইসলাম হাশেমী (রহ.); যিনি চট্টগ্রামের অধিবাসী এবং বিখ্যাত মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও ফকীহ ছিলেন; মাওলানা আব্দুস সাত্তার বিহারী (রহ.); যিনি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস এবং ভারতের অধিবাসী ছিলেন এবং মাওলানা ওয়াজিহ উল্লাহ (রহ.); যিনি নোয়াখালীর অধিবাসী এবং দেশ বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও মুফতী ছিলেন।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : মুফতী নঈমী (রহ.) ১৯৬৬ সালে তিনি পাঁচলাইশ ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এ প্রতিষ্ঠানে তিনি পূর্ণ এক বছর দ্বীনি ইলমের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। এরপর ১৯৬৭ সালে হাটহাজারী আজিজিয়া অদুদিয়া সুন্নীয়া মাদরাসায় প্রায় এক বছর মুহাদ্দিস পদে আসীন থেকে হাদীসশাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। অতঃপর তিনি ১৯৬৮ সনে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলিয়া (কামিল) মাদরাসায় মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। মুফতী নঈমী (রহ.) এ মাদরাসায় যোগদান করার পর থেকে একাধারে ৫২ বছর (১৯৬৮-২০২০) মুহাদ্দিস এবং পরবর্তীতে শায়খুল হাদীস পদে আসীন থেকে হাজারও শিক্ষার্থীদের মাঝে হাদীসশাস্ত্রের নূর বিতরণ করেন। তবে ১৯৮০ সালে কামিল ক্লাস চালু করার নিমিত্তে এক বছর শায়খুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য দক্ষিণ চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী শাহচান্দ আওলিয়া মাদরাসায় যোগদান করেন। এক বছর দারস প্রদানের পর আবার তিনি জামেয়া আহমদিয়া ফিরে আসেন এবং আমৃত্যু তিনি এই মাদরাসায় হাদীসের দারস দিয়ে গেছেন আন্তরিকতার সাথে অকৃত্রিম ভালোবাসায়। মুফতী ওবাইদুল হক

---

২০৭ *প্রাগুক্ত*

২০৮ *প্রাগুক্ত;* সম্পাদিত, *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, *প্রাগুক্ত*, ১৫ ডিসেম্বর ২০২০খ্রি.

২০৯ ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম ক্বাদেরী সম্পাদিত, *শেরে মিল্লাত মুফতি মুহাম্মদ ওবাইদুল হক নঈম (রহ.) স্মারক গ্রন্থ*, চট্টগ্রাম: ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন, ২০২০, পৃ. ৬০

২১০ *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

নঈমী (রহ.) বিশেষভাবে বুখারী শরীফের পাঠদান করলেও হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থও মাঝে মধ্যে পাঠদান করতেন। এ ছাড়া তিনি ফিকহ এবং তাফসীরের বিভিন্ন কিতাবও পাঠদান করতেন। পাঠদানকালে মুফতী ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.) পাঠদানের শিষ্টাচার রক্ষা করতেন। বিশেষত হাদীসের দারস দানকালে তিনি হাদীসের প্রতি বিশেষ আদব প্রদর্শন করতেন। তার হাদীস পাঠদানের পদ্ধতিতে ছিল অসাধারণ এক শৈলী ও নতুনত্ব। তাঁর হাদীসের দারসে বসলে মনে হতো হাদীসের নূর বা জ্যোতি বিচ্ছুরণ হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের মাঝে এক বিশেষ মুগ্ধতা ছড়িয়ে পড়তো এবং তারা হাদীসে নববীর মোহাচ্ছন্নতায় আবদ্ধ হয়ে পড়তো। এ সময় কোনো একটি ছাত্রও অমনোযোগী থাকতো না। হাদীসশাস্ত্রের এ মহান শিক্ষক আসলেই এ অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। বুখারী শরীফের অধিকাংশ প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ ছিল তার নখদর্পণে। দারস দানের সময় তিনি প্রতিটি হাদীসের ব্যাখ্যায় বিখ্যাত সব ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে মুখস্থ উদ্ধৃতি প্রদান করতেন। রেফারেন্স হিসেবে সিহাহ সিত্তার অন্যান্য গ্রন্থসহ প্রসিদ্ধ সব হাদীস গ্রন্থ থেকে মুখস্থ হাদীস (অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের নাম, এমনকি পৃষ্ঠা নম্বরও) উদ্ধৃত করতেন। এতে উপস্থিত শিক্ষার্থীরা বিমোহিতো হয়ে যেতো।[২১১] তার ছাত্রদের মধ্যে যারা হাদীসশাস্ত্র চর্চায় রত আছেন তাদের মধ্যে–মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ অছিয়র রহমান, অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমাদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম; মাওলানা আশরাফুজ্জামান আলকাদেরী, মুহাদ্দিস, জামেয়া আহমাদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম; মাওলানা ড. মোহাম্মদ লিয়াকত আলী, উপাধ্যক্ষ, জামেয়া আহমাদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম; মাওলানা হাফেজ কাজী আব্দুল আলিম রেজভী, অধ্যক্ষ, কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদরাসা, ঢাকা; মাওলানা সৈয়্যদ খোরশিদ আলম, অধ্যক্ষ, নাজিরহাট জামেয়া মিল্লিয়া কামিল মাদারাসা, ফটিকছড়ি; মাওলানা আব্দুল ওয়াদুদ, উপাধ্যক্ষ, ছিপতলী আলিয়া কামিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম; মুফতী আবুল কাসেম মুহাম্মদ ফজলুল হক, উপাধ্যক্ষ, কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদরাসা, ঢাকা; মাওলানা মুশতাক আহমদ, শায়খুল হাদীস,কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদারাসা, ঢাকা; মাওলানা মোহাম্মদ জসিম উদ্দীন আল আযহারী, মুহাদ্দিস, কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদরাসা, ঢাকা এবং ড. মাওলানা মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন, মুহাদ্দিস, কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদরাসা, ঢাকা, প্রমুখ।

গ্রন্থ প্রণয়ন : মুফতী ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.) আরবী, বাংলা, উর্দু ও ফার্সি ভাষায় সমান পারদর্শী ও অভিজ্ঞ ছিলেন। বাংলা ও উর্দু ভাষায় তাঁর বেশ কিছু নিবন্ধ, প্রবন্ধ ও ফাতওয়া বিষয়ক অভিমত *মাসিক তরজুমান*, *জীবনবাতি*, *জ্ঞানের আলো*, *মদীনার পথে* সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে। তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে প্রসিদ্ধ দুটি হচ্ছে,

১. মিলাদ কিয়ামের বৈধতা বিষয়ক তাঁর প্রামান্য গ্রন্থ "*দালায়েলুল কিয়াম লে মিলাদি খায়ারিল আনাম*"।
২. "*কাশিফুল মুগাম্মদ শরহ ইমাম মুহাম্মদ*" নামে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর কিতাবের একটি ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন বলে জানা যায়, যা এখনো অপ্রকাশিত।[২১২]

ইন্তিকাল : মাওলানা ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.) ২০২০ সালের ৬ জুলাই সোমবার বিকেল ৪.৪৫ মিনিটে ইন্তিকাল করেন।[২১৩]

মাওলানা মুহাম্মদ রফীকুল ইসলাম (রহ.) [১৯৭৫-২০২০]

জন্ম ও পরিচিতি : মাওলানা মুহাম্মদ রফীকুল ইসলাম ১৯৭৫ সালে ১ ফেব্রুয়ারি রবগুনা জেলার সদর থানার গৌরিচন্না গ্রামে নানা বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তার দাদা বাড়ি বরগুনা জেলার বামনা থানার আমতলি গ্রামে। তার পিতা জয়নুল আবেদীন; যিনি একজন আল্লাওয়ালা মুত্তাকী ও আবেদ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তার মাতা কুলসুম বেগম; যিনি একজন সালেহা, আবেদা, পরহেজগার পুণ্যময়ী নারী ছিলেন।[২১৪]

---

২১১ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৮৫-৮৬

২১২ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৮৯

২১৩ সাইফুল আলম সম্পাদিত, *দৈনিক যুগান্তর*, ঢাকা: যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং,৭ জুলাই ২০২০ খ্রি.

২১৪ বি.দ্র.: মুহাম্মদ জান্নাতুন নাঈম, *আলোর ঠিকানা*, (মুফতী মুহাম্মদ রফীকুল ইসলাম স্মরণে) ঢাকা: দারুন্নাজাত প্রকাশনী,২০২০খ্রি.,পৃ.১-১১

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা জীবন : মাওলানা মুহাম্মদ রফীকুল ইসলাম পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া থানার সাপলেজা নেছারীয়া সিনিয়র মাদরাসায় পড়াশোনা শুরু করেন। অতঃপর তিনি বরগুনা দারুল উলূম নেছারিয়া কামিল মাদরাসা থেকে ১৯৮৯ সালে দাখিল ও ১৯৯১ সালে আলিম এবং ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদরাসা হতে ১৯৯৩ সালে ফাযিল, ১৯৯৫ সালে কামিল তাফসীর, ১৯৯৭ সালে কামিল হাদীস ও ২০০১ সালে কামিল ফিকহ বিভাগে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। বরগুনা সরকারি কলেজ থেকে ১৯৯৭ সালে বি.এ এবং বরিশাল সরকারি বিএম কলেজ থেকে ২০০২ সালে এম.এ পাস করেন।[২১৫] সকল শ্রেণিতে তার ফলাফল ছিল খুবই কৃতিত্বপূর্ণ ও ঈর্ষণীয়। যুগশ্রেষ্ঠ দ্বীনী বিদ্যাপীঠ ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদরাসার দেশবিখ্যাত শিক্ষকবৃন্দের তত্ত্বাবধানে তিনি নিজকে দীনের একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : মাওলানা মুহাম্মদ রফীকুল ইসলাম ১৯৯৭ সালে ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদরাসায় আরবী প্রভাষক পদে নিয়োগ লাভ করেন এবং এখানে তিনি ২০০১ সাল পর্যন্ত শিক্ষতা করেন। অতঃপর ২০০১ সালে চরমোনাই আহসানাবাদ রশীদিয়া কামিল মাদরাসায় প্রধান মুহাদ্দিস পদে হাদীস শাস্ত্রে অধ্যাপনা করেন। এরপর তিনি ২০০৪ সালে ঝালকাঠি নেছারাবাদ সালেহিয়া কামিল মাদরাসার প্রধান মুফতী পদে নিয়োগ লাভ করেন এবং তথায় ২০১২ পর্যন্ত অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। তা ছাড়া ২০১৩ সালে দারুল আবরাব মডেল মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পর ২০২০ সাল (মৃত্যুর পূর্ব) পর্যন্ত কামিল, ফাযিল ও আলিম স্তরের ছাত্রদের নিয়মিত হাদীসের পাঠদান করতেন। তিনি ছারছীনা, চরমোনাই, নেছারাবাদ ও দারুল আবরার মাদরাসায় যেসব কিতাব পড়িয়েছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, *সহীহ বুখারী, জা'মি তিরমীযী, মিশকাত শরীফ, আরবী সাহিত্য, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে বায়যাবী, নূরুল আনওয়ার, হিদায়া, আল-আশবাহ ওয়ান-নাযায়ির* ইত্যাদি।[২১৬] তিনি বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে হাদীসশাস্ত্রের অধ্যাপনা করতেন। তার দরসে ভাল কিংবা অপেক্ষাকৃত দূর্বল ছাত্ররা সমানভাবে উপকৃত হতো। তিনি তার সকল কর্মক্ষেত্রেই একজন জনপ্রিয় আদর্শ শিক্ষক হিসেবে মূল্যায়িত হয়েছেন। তার সুদীর্ঘ ২৩ বছরের অধ্যাপনা জীবনে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য মুহাদ্দিস। এ ছাড়া তিনি ঝালকাঠী সদরের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ বাইতুল আমীন এবং ঢাকার টিএন্ডটি কলোনি বায়তুল আমান জামে মসজিদের খতীব হিসেবে খুতবা ও ইমামতের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন-হাদীসের প্রচার প্রসারে অবদান রাখেন। এ ছাড়া তিনি একজন (ওয়ায়েজ) বক্তা হিসেবেও ব্যাপক জনপ্রিয় ছিলেন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন : তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেও হাদীসের প্রচার-প্রসারে ভূমিকা রেখেছেন। ২০১২ সালে দারুল আবরার মডেল কামিল মাদরাসা; নারীদের কুরআন-হাদীস শিক্ষাদানের নিমিত্ত "আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) মহিলা মাদরাসা' এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামী ভাবধারায় গড়ে তুলতে "বরিশাল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ" (২০১৮) নামে তিনটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। তার দক্ষ পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানগুলো অল্পদিনেই প্রসিদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়।[২১৭]

ইন্তিকাল : কঠোর অধ্যবসায়ী, প্রখর মেধাবী, শায়খুল হাদীস, মুফতী মুহাম্মদ রফীকুল ইসলাম ২০২০ সালের ৩ মার্চ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটায় সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি জমান।[২১৮]

প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল মালেক (রহ.) [১৯৪৩-২০২১খ্রি.]

জন্ম -পরিচিতি : প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল মালেক; যিনি একজন যুগশ্রেষ্ঠ ইসলামী গবেষক-পণ্ডিত, হাদীসে নববীর মহান সেবক, প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের একজন স্বনামধন্য, প্রথিতযশা অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিরহংকার, সহজ-সরল, দায়িত্বসচেতন একজন আদর্শ

২১৫ *প্রাগুক্ত*

২১৬ *প্রাগুক্ত*

২১৭ গবেষকের সরেজমিন পরিদর্শন ও স্বীয় শিক্ষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ।

২১৮ মুহাম্মদ জান্নাতুন নাঈম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষক। এ মহান ব্যক্তিত্ব ১৯৪৩ সালের ১ জানুয়ারি তৎকালীন বাকেরগঞ্জ জেলার স্বরূপকাঠী থানার (বর্তমান পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ থানার) মাগুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মুহাম্মদ মোসলেম আলী মিয়া।[২১৯]

শিক্ষাজীবন : ছোটবেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসা থেকে ১৯৫৪, ১৯৫৮, ১৯৬০ ও ১৯৬২ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল পাস করেন। সকল বোর্ড পরীক্ষায়ই মেধা তালিকায় স্থান লাভসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এ ছাড়া তিনি ১৯৬১ সালে (প্রাইভেট) মেট্রিক পাস করেন এবং ১৯৬৪ সালে ফজলুল হক কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বি.এ অনার্স এবং ১৯৬৮ সালে একই বিভাগ থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন।[২২০]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল মালেক ১৯৬৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর ফজলুল হক কলেজে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে লেকচারার পদে যোগাদানের মাধ্যদিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর ১৯৭০ সালের ১৯ আগস্ট থেকে ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অস্থায়ী লেকচারার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি কবি নজরুল সরকারি কলেজে কিছুদিন লেকচারার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ৪ এপ্রিল ১৯৭২ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। অতঃপর পর্যাক্রমে পদোন্নতীর ধারাবাহিকতায় ১৯৭৮ সালে সহকারী অধ্যাপক, ১৯৮৬ সালে সহযোগী অধ্যাপক ও ১৯৯৯ সালে অধ্যাপক পদ লাভ করেন। ২০০৯ সালের ২৯ জুন নিয়মিত অধ্যাপক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। আমরণ তিনি উক্ত বিভাগে অনারারী অধ্যাপক পদে কর্মরত ছিলেন।[২২১]

রচনা ও সম্পাদনা : প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল মালেক; যিনি সারাজীবন জ্ঞানচর্চা ও সাধনার কাজে ব্রত ছিলেন। তিনি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় অনেক গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর তাফসীরে মাযহারী (১৩খন্ড) ও তাফসীরে কাবীর এর সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি ছিলেন। এ ছাড়া সীরাতুন্নবী (সা.) এর সম্পাদনা পরিষদেরও সভাপতি ছিলেন। ২০০১ সালে তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর *"সুনান নাসায়ী"*, ২০০৬ সালে *"আবু দাউদ শরীফ"*, ২০০২ সালে *আল-হিদায়া* এবং ২০০৩ সালে *সফওয়াতুত তাফাসীর* এর সম্পাদনা পরিষদের সদস্য ছিলেন। অধিকন্তু তিনি *তাফসীরে রূহুল মা'আনী* ২য় ও ৩য় খণ্ড, *তাফসীরে কাবীর* ১ম খণ্ড, *"ইলাউস সুনান"* ৭ম খণ্ড এবং *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* ৬ষ্ঠ খণ্ডের একক সম্পাদনা করেছেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর ইসলামী বিশ্বকোষে তাঁর ২১টি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়াও তিনি তিন দশক যাবত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB) কর্তৃক প্রকাশিত ষষ্ঠ-দশম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষা বই রচনা মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীসশাস্ত্র চর্চায় অবদান রেখে গেছেন।[২২২] তিনি দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছর যাবৎ অধ্যাপনার সাথে যুক্ত ছিলেন। তার বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের বিভিন্ন স্তরে সহীহ বুখারী, মিশকাতসহ হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থাদি পাঠদানের মাধ্যমে হাদীসবিদ তৈরী, হাদীসগ্রন্থ অনুবাদ-ভাষ্য গ্রন্থ রচনা, সম্পাদনা ও গবেষণার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অনন্য অবদান রেখে গেছেন।

ইন্তিকাল : এ মহান জ্ঞানসাধক ২০২১ সালের ৯ এপ্রিল শুক্রবার দিবাগত রাত ১০ টায় পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে পরলোক গমন করেন।

---

২১৯ সাক্ষাৎকার: ২০.১০.২০১৯ তারিখে গবেষক কর্তৃক স্বীয় শিক্ষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উল্লিখিত তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে; ড. মুহাম্মদ আল-আমীন, *আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তার এবং সমাজ সংস্কারে ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসার ভূমিকা*, ঢাকা: আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (অপ্রাশিত পিএইচ.ডি. থিসিস), ২০১৮ খ্রি., পৃ. ৩৪৯

২২০ *প্রাগুক্ত*

২২১ *প্রাগুক্ত*

২২২ *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

মুফতী মুহাম্মদ ওয়াক্কাস (রহ.) [১৯৪৮-২০২১ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচিতি : মুফতী ওয়াক্কাস যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার বিজয়রামপুর গ্রামে ১৯৪৮ সালের ১৫ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জনাব ইসমাইল মোড়ল ও নুর জাহান বেগম দম্পতির কনিষ্ঠ সন্তান হিসেবে এ পৃথিবীতে আগমন করেন।[২২৩]

শিক্ষা জীবন : বিস্ময়কর মেধাবী ওয়াক্কাস ১৯৫৮ সালে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে যশোর মনিরামপুর লাউড়ি আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। উক্ত মাদরাসা থেকে মাদরাসা বোর্ড পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় দাখিলে (১৯৬৫) প্রথম বিভাগে ৩য় স্থান; আলিমে (১৯৬৭) প্রথম বিভাগে ১ম স্থান; ফাযিলে (১৯৬৯) প্রথম বিভাগে ৩য় স্থান এবং বাহদুরপুর আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল হাদীসে (১৯৭১) প্রথম শ্রেণিতে ৩য় স্থান অর্জন করেন। তথায় তার বুখারী শরীফের শিক্ষক ছিলেন মাওলানা মুহিব্বুর রহমান (রহ)। তিনি মাওলানা জাকারিয়া (রহ.) এর বিখ্যাত ছাত্র। তিনি তার শিক্ষক ও মুর্শিদ মাওলানা তাজাম্মুল আলীর (রহ.) পরামর্শে হাদীস-ফিকহ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন। ১৯৭৪ সালে সেখান থেকে দাওরায়ে হাদীস, ১৯৭৫ সালে তাকমীলে দ্বীনিয়াত এবং ১৯৭৬ সালে ফিকহ ও ফতোয়া বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার সনদ লাভ করেন। উল্লেখ্য, তিনি দাখিল পরীক্ষার অবসরে মাত্র ৩ মাসে পবিত্র কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন।[২২৪]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : ১৯৭৬ সালে দেশে ফিরে যশোর মনিরামপুর লাউড়ি আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৭৮ সালে খুলনা দারুল উলূম মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮০ সালে শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহিব্বুর রহমান (রহ.) এর ইন্তিকালের পর তিনি উক্ত মাদরাসার শায়খুল হাদীস নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি যশোর মনিরামপুর মাদানীনগর জামেয়া এমদাদিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম, প্রধান মুফতী ও শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব পালন করেন এবং ঢাকা পূর্ব রামপুরা নতুনবাগ মাদরাসায়ও তিনি শায়খুল হাদীস হিসেবে বুখারী শরীফের পাঠদান করেন।[২২৫] এ মহান শায়খুল হাদীস সুদীর্ঘ ৪৫ বছর হাদীসশাস্ত্র অধ্যাপনায় নিয়োজিত থেকে অসংখ্য বাঙ্গালী হাদীসবিদ সৃষ্টিতে অবদান রাখেন।

রাজনৈতিক জীবন : মুফতী ওয়াক্কাস ১৯৮৬ সালে এলাকার জনগনের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। অতঃপর ধর্ম মন্ত্রনালয়ের প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৮৮ সালে জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে ২য় বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ২০০১ সালে চারদলীয় জোট মনোনীত জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের প্রার্থী হিসেবে ৩য় বার সংসদ নির্বাচিত হন। এমপি, মন্ত্রী ও হুইপ হিসেবে তিনি এলাকার উন্নয়ন ও দেশ-জাতি এবং ইসলামের সেবায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। ১৯৯১ সালে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের জেনারেল সেক্রেটারির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘ ২৫ বছর তিনি জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৮ সালে তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সভাপতি নির্বাচিত হন। এ ছাড়া তিনি ইসলামী ঐক্যজোটের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, মহাসচিব ও যুগ্মমহাসচিব হিসেবে ও দায়িত্ব পালন করেন। জ্ঞান তাপস অসাধারণ এ মেধাবী হাদীসবিদ কর্মব্যস্তার মাঝেও হাদীস শিক্ষাদান থেকে কখনও বিচ্যুত হননি।[২২৬]

ইন্তিকাল : মুফতী ওয়াক্কাস (রহ.) ২০২১ সালের ৩১ মার্চ বুধ বার ভোরে ঢাকার একটি হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করেন।[২২৭]

মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী (রহ.) [১৯৫৩-২০২১ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচিতি : হাদীসশাস্ত্রের কিংবদন্তী, শায়খুল হাদীস মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী (রহ.) ১৯৫৩ সালের ৮ অক্টোবর চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানাধীন বাবুনগরের এক তাকওয়াঘেরা সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

---

২২৩ ওবাদুল্লাহ ওবাইদ সম্পাদিত, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম ইসলামাবাদী, *কওমি ভিশন*, চট্টগ্রাম: জাহেদা বিল্ডিং, ঈসা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া, ২৫ নভেম্বর, ২০১৮ খ্রি.

২২৪ *প্রাগুক্ত*

২২৫ *প্রাগুক্ত*

২২৬ *প্রাগুক্ত*

২২৭ সাইফুল আলম সম্পাদিত, *দৈনিক যুগান্তর*, *প্রাগুক্ত*, ১৫ এপ্রিল ২০২১খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

তার পিতা শায়খুল হাদীস মাওলানা আবুল হাসান (রহ.); যিনি মিশকাতুল মাসাবীহের ভাষ্যগ্রন্থ *তানযীমুল আশতাত* এর লেখক ও হাটহাজারী মাদরাসার বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তার মাতার নাম ফাতিমা খাতুন; যিনি একজন দীনদার, আবেদা, যাহেদা মহীয়সী নারী ছিলেন। মাওলানা হারুন বাবুনগরী ছিলেন তার নানা। মায়ে দিক থেকে তার বংশ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) এর সাথে মিলিত হয়েছে।[২২৮]

শিক্ষা জীবন : পারিবারিক পরিমণ্ডলে বাল্যকালেই তিনি কুরআন মাজীদ শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি স্থানীয় আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া আজিজুল উলূম মাদরাসায় প্রাথমিক কিতাবাদি শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং দশ বছর বয়সে পুরো কুরআন কারীম হিফজ সমাপ্ত করে এক বৈঠকে পুরো কুরআন শুনানোর গৌরবোজ্জ্বল সুখ্যাতি অর্জন করেন। তারপর তিনি হাটহাজারী মাদরাসায় ভর্তি হন। এখান থেকে তিনি পর্যায়ক্রমে সকল শ্রেণি অতিক্রম করে ১৯৭৬ সালে কৃতিত্বের সাথে দাওরায়ে হাদীস পাস করেন। তারপর হাদীস শাস্ত্রে পূর্ণমাত্রায় বুৎপত্তি অর্জন করার নিমিত্ত করাচীতে সফর করেন এবং বিখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা ইউসুফ বান্নূরী (রহ.) এর শিষ্যত্ব গ্রহণকরে হাদীস শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে তার সমান পারঙ্গমতা থাকার পাশাপাশি বিশেষভাবে হাদীস ও উলূমুল হাদীস তার অস্থিমজ্জায় পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। তার শিক্ষকগণের মধ্যে মাওলানা ইউসুফ বান্নূরী (রহ.), মুফতী ওলী হাসান টুংকী (রহ.), প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুল কাইয়্যুম (রহ.) ও পিতা মাওলানা আবুল হাসান (রহ.) এর মতো শাস্ত্রীয় মনীষীবৃন্দ, যাদের হাতে তার জ্ঞানের প্রতিপালন ও বিকাশ সাধিত হয়েছে তারা সকলেই যুগের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন।[২২৯]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী দেশে ফিরে বাবুনগর মাদরাসায় দীর্ঘ দুই যুগের অধিক কাল যাবৎ অত্যন্ত সুনামের সাথে সহীহ বুখারীসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ পাঠদান করেছেন। ২০০৩ সাল থেকে তাঁকে হাটহাজারী মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে নিয়োগ দান করা হয়। এখানে তিনি সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও তিরমিযী পাঠদান করেন। তাঁর হাদীস পাঠদানের সুনাম ও সুখ্যাতি গোট দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। হাদীসের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা, ফিকহী প্রমাণ, রাবী পর্যালোচনা ও হাদীসের মান নির্ণয়সহ ক্লাসে প্রদত্ত তার চমৎকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দরুণ শিক্ষার্থীবৃন্দ স্ব:স্ফুর্তভাবে তাঁকে (মালিকুততাদরীস) 'পাঠদান জগতের মুকুটহীন সম্রাট' উপাধিতে ভূষিত করেছে। হাদীসবিশারদ হিসেবে *"সিরাতুল ইমামিদ দারেমী ওয়াত তারিফ বিশুয়ুখিহীম"* শিরোনামে হাদীস বিষয়ক গবেষণামূলক তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা তার অমরকীর্তি। প্রকৃত সচেতন মুহাদ্দিস হিসেবে দেশ ও জাতির যে কোনো ধর্মীয় সংকটে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন।[২৩০]

তার রচনাবলী : মাওলানা বাবুনগরীর ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত ২২টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৩টি বক্তৃতা সংকলন এবং ৩টি সম্পাদিত গ্রন্থ। তার রচিত হাদীস বিষয়ক গ্রন্থাবলী নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১. *সিরাতুল ইমামিদ দারিমী ওয়াত তারিখ বি শায়খিহী* (১৯৭৮)[আরবী];

২. *বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে ইমাম আবু হানীফা (রহ.);*

৩. *প্রচলিত জাল হাদীস;*

৪. *মুকাদ্দামায়ে তানযীমুল আশতাত (উর্দূ);*

৫. *মুকাদ্দামাতুল ইলম : তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও ফতোয়া;* প্রভৃতি।

ইন্তিকাল : ইসলামী শিক্ষাবিদ, আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, হেফাযত ইসলামের আমীর, শায়খুল হাদীস মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী ২০২১ সালের ১৯ আগস্ট ভোরে ঢাকার একটি হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করেন।[২৩১]

---

২২৮ সম্পাদনা পরিষদ, *ফুযালা সম্মেলন স্মারক-২০১৯*, ঢাকা: জামিয়া ইসলামিয়া লালমাটিয়া, ২০১৯খ্রি.,পৃ. ৭৬

২২৯ *প্রাগুক্ত*

২৩০ *প্রাগুক্ত*

২৩১ সাইফুল আলম সম্পাদিত, *দৈনিক যুগান্তর*, *প্রাগুক্ত*, ১৫ এপ্রিল ২০২১খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

খ. জীবিত হাদীসবিশারদগণের বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান

মাওলানা ফজলুল করীম [জন্মঃ ১৯৩৯ খ্রি.]

জন্ম পরিচিতি : যুগশ্রেষ্ঠ আলিমে দ্বীন, শায়খুল হাদীস মাওলানা ফজলুল করীম ১৯৩৯ সালে চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলাধীন আশরাফপুর গ্রামের এক দ্বীনদার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলভী সাইয়েদ আহমদ, যিনি আশরাফপুর ফাজিল মাদরাসার স্বনামধন্য শিক্ষক ছিলেন। মাতা আছিয়া খাতুন ছিলেন একজন আল্লাভীরু নেককার রমণী। তিনি ৫ ছেলে এবং ২ কন্যা সন্তানের জনক। ছেলেরা সকলেই বড় আলিম। বড় ছেলে মাওলানা আবু নছর আশরাফী হাজীগঞ্জ আহমদিয়া কামিল মাদরাসার হেড মুহাদ্দিস এবং বিশিষ্ট মুফাচ্ছিরে কুরআন।

শিক্ষাজীবন : বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং ধী-শক্তির অধিকারী। তিনি তাঁর নিজ গ্রামের আশরাফপুর ফাজিল মাদরাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৫৫ সালে দাখিল, ১৯৫৯ সালে আলিম পরীক্ষায় মেধা তালিকায় বিশেষ স্থান অধিকারসহ পাস করেন। তারপর তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ মাদরাসা বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার টুমচর ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসায় ফাযিল শ্রেণিতে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি ১৯৬১ সালে মেধা তালিকায় বিশেষস্থান অধিকারসহ কৃতিত্বের সাথে ফাযিল পাস করেন। তারপর তিনি নোয়াখালী সোনাপুর কারামতিয়া কামিল মাদরাসা থেকে ১৯৬৩ সালে প্রথম শ্রেণিতে কামিল (হাদীস) পাস করেন।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : তিনি ১৯৬৩ সালে কামিল পাস করার সাথে সাথেই ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়ীয় উপজেলা সদরে ফুলবাড়ীয়া ফাযিল মাদরাসায় উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ লাভ করেন। সেখানে তিনি অতি অল্প সময়ে তার অসাধারণ যোগ্যতা বলে যথেষ্ট সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। সেখান থেকে তিনি ১৯৬৫ সালে ১৬ সেপ্টম্বর টাঙ্গাইল দারুল উলূম কামিল মাদরাসায় মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। অতঃপর তিনি ১৯৬৭ সালে সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলাধীন সৎপুর কামিল মাদরাসায় হেড মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। তথায় তিনি একটানা সাড়ে নয় বছর অত্যন্ত সুনাম ও সুখ্যাতির সাথে দায়িত্ব পালন করার পর ১৯৭৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে নিজের সাবেক জেলা কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলাধীন ধামতী কামিল মাদরাসায় যোগদান করেন। এ মাদরাসায় তিনি হেড মুহাদ্দিস হিসেবে একটানা সাড়ে সাতাশ বছর যাবৎ অত্যন্ত সুনাম ও সুখ্যাতির সাথে সহীহ বুখারীসহ অন্যান্য কিতাবাদি পাঠদান করেন। যার ফলে ধামতী মাদরাসার সুনাম সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলা থেকেই মেধাবী ছাত্ররা ধামতী মাদরাসায় ভর্তি হতে শুরু করে। ধামতী মাদরাসা প্রতি বছর বোর্ড পরীক্ষায় রেজাল্টের দিক থেকে শীর্ষস্থান অধিকার করতে থাকে। অবশেষে তিনি ধামতী মাদরাসা থেকে ২০০৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারী অবসর গ্রহণ করেন। তার প্রসিদ্ধ ছাত্রবৃন্দের ১. ড. মোঃ আব্দুল বাকী, অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ২. ড. মুহাম্মদ কুতুবুল ইসলাম নোমানী, অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ৩. মাওলানা মুহাম্মদ শাহ জাহান মাদানী, প্রিন্সিপ্যাল, মিসবাহুল উলূম কামিল মাদরাসা, ঢাকা; ৪. ড. মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ, সহকারী অধ্যাপক, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, ঢাকা; ৫. ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ (বাশার), হেড মুহাদ্দিস, মদীনাতুল উলূম কামিল মাদরাসা, ঢাকা; ৬. মাওলানা আবু নছর আশ্রাফী, হেড মুহাদ্দিস, হাজীগঞ্জ আলিয়া মাদরাসা; ৭. ড. মোহাম্মদ হিফযুর রহমান প্রমূখ।

শিক্ষকতার জীবনে তিনি যোগ্য আলেম গড়ার লক্ষ্যে কঠোর পরিশ্রম এবং আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করতেন, যাতে সর্ব স্তরের ছাত্ররা সমভাবে উপকৃত হতো। এ উদ্দেশ্যে শ্রেণিকক্ষের বাহিরেও তিনি সকাল-সন্ধ্যা ছাত্রদেরকে তাঁর কাছে ডেকে ডেকে পাঠদান করতেন। এমনকি অনেক সময় মাদরাসার অবকাশকালেও তথায় অবস্থান করে কোন প্রকার পারিশ্রমিক ছাড়াই তিনি ছাত্রদের পড়াতেন। এ কারণে তিনি তাঁর দীর্ঘ ৪১ বছরের শিক্ষকতা জীবনে বহু যোগ্য মুহাদ্দিস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে তিনি হাজারো শিক্ষার্থীর হৃদয়ে সম্মানের আসনে নিজেকে আসীন করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে তিনি স্মরণীয়, বরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে চির অমর হয়ে থাকবেন আজীবন।[২৩২]

---

২৩২ সাক্ষাৎকার: গবেষক কর্তৃক ২০.০৫.২০২০ তারিখে তদীয় বড় পুত্র মাওলানা আবু নছর আশ্রাফীর (হেড মুহাদ্দিস, হাজীগঞ্জ আলিয়া মাদরাসা) সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রফেসর ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক [জন্মঃ ১৯৪২খ্রি.]

জন্ম ও পরিচিতি : মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক ১৯৪২ সালের ১ জুলাই সাতক্ষীরা জেলার আমতলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুনশী মুহাম্মদ বরকত উল্লাহ। তিনি ছোট বেলা থেকেই শিক্ষানুরাগী ও তীক্ষ্ম মেধাবী ছিলেন। তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন।[২৩৩]

শিক্ষাজীবন : মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণ করার পর ১৯৬১ সালে প্রথম বিভাগে সপ্তম স্থান অধিকার করে দাখিল (এস.এস.সি) পাস করেন। তারপর ১৯৬৩ সালে আলিম (এইচ.এস.সি) পাস করেন। ১৯৬৪ সালে ফরিদগঞ্জ আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল মুমতাযুল মুহাদ্দিসীন ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগ থেকে ১৯৬৬ সালে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করে বি.এ অনার্স এবং ১৯৬৭ সালে প্রথম শ্রেণিতে এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। সর্বশেষ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৮৬ সালে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন।[২৩৪]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান ইসলামিক স্কলার। তিনি হাদীসশাস্ত্র অধ্যাপনা, গবেষণা, গবেষণা তত্ত্বাবধান এবং ওয়াজ-নসিহত, বক্তৃতার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান রাখছেন। এছাড়া তিনি তাঁর লেখা-লেখি, গবেষণা প্রবন্ধ রচনা ও গ্রন্থ সংকলনের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ক্ষেত্রেও অসামান্য অবদান রেখে চলছেন। এ যাবৎ কালে মাওলনা আবু বকর সিদ্দীক অনূদিত ও প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৮টি। তন্মধ্যে দু'টি হাদীস গ্রন্থ- ১. *সুনানু আবী দাউদ* এর বাংলা অনুবাদ; যা ছয় খণ্ডে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। ২. *সুনানু ইবন মাজাহ* এর বাংলা অনুবাদ। এটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো- ৩. *দীনে এলাহী ও মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র);* ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত। ৪. *বংগীয় মুসলমানদের পশ্চাদপদতার কারণ ও ফলাফল (১৭৫৭-১৯৮৭);* ৫. *Shaikh Ahmad Sirhindi and his Reforms* এটি তার পিএইচ.ডি থিসিস। ৬. *মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব*; ৭. *বিপ্লবী মুজাদ্দিদ;* ৮. *আত্মশুদ্ধির পথনির্দেশ*; ৯. *স্মরণকালের মরণজয়ী;* ১০. *মুকাশিফাতে আয়নীয়া*, মুজাদ্দিদে আলফেসানী রচিত মূল ফার্সী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। ১১. *মা'আরিফে লাদুন্নীয়া*, মুজাদ্দিদ আলফে সানী রচিত মূল ফার্সী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। ১২. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*; ইসলামিক ফাউন্ডেশ থেকে প্রকাশিত একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ; যাতে কুরআন-হাদীস ভিত্তিক ইসলামী জীবনব্যবস্থার প্রায় সকল দিকের আলোচনা স্থান পেয়েছে।[২৩৫] প্রভৃতি।

মাওলানা সাইয়্যেদ কামালুদ্দীন জাফরীর [জন্মঃ ১৯৪৫ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচয় : দেশের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত দ্বীপাঞ্চল ভোলার বোরহানুদ্দিন থানার সৈয়দ আওলিয়া গ্রামে জনাব জাফরী ১৯৪৫ সালের ৩ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মাওলানা সাইয়্যেদ আবু জাফর আব্দুল্লাহ ছিলেন একজন খ্যাতনামা আলিম এবং তাঁর মাতা ফাতেমা খাতুন ছিলেন একজন মহিয়সী নারী। তাঁর দাদা মাওলানা মুফতি আব্দুল হাদী এবং নানা মাওলানা মকবুল আহমদ। তাঁর পরিবারের উর্ধ্বতন পুরুষ প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বংশধর। এ কারণেই তাঁর নামের পূর্বে 'সাইয়্যেদ' শব্দটি যোগ করা হয় বলে জানা যায়। মনোরম দ্বীনি পরিবেশে মাওলানা জাফরীর শৈশব অতিবাহিত হয়। তার পিতা ছিলেন অত্যন্ত পরহেজগার আলিম। পিতার তত্ত্বাবধানে ছোটবেলা থেকেই তিনি ইলম ও আমলী পরিবেশে বেড়ে উঠেন। তার পারিবারিক ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা যায়, জমিদার আগা বাকের খানের আমলে একটি আরব পরিবার 'বোরহান উদ্দিন' নামক দ্বীপাঞ্চলে আগমন করেন। তখন জমিদার বাকের খান তাদেরকে পূর্ব ও পশ্চিমে দুটি দ্বীপ লাখেরাজ করে দেন। সেই আরব পরিবারের প্রধান ছিলেন সৈয়দ আওলিয়া, তাঁর নামানুসারেই এ দুটি দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত গ্রামের নাম দেয়া হয় ' সৈয়দ আওলিয়া'। তাঁর পিতা মাওলানা আবু জাফর আব্দুল্লাহ ছিলেন স্থানীয় মির্জাকালু ইসলামিয়া ফাযিল

২৩৩ সাক্ষাৎকার: ৭.১২.২০২০খ্রি.,তারিখে গৃহীত সাক্ষাৎকার; বি.দ্র.: মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ, *মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০৪, পৃ. ৯৭-৯৯

২৩৪ *প্রাগুক্ত*

২৩৫ *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। তাঁর দাদা মাওলানা মুফতী আব্দুল হাদী ছিলেন ফুরফুরার পীর মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক (রহ.) এর খলিফা। কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে তিনি সেকালে গোল্ডমেডেল পেয়ে টাইটেল পাস করেছিলেন।

শিক্ষা জীবন : জনাব জাফরী গ্রামের মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে মির্জাকালু ইসলামিয়া সিনিয়র ফাযিল মাদরাসায় ভর্তি হন। কয়েক বছর পর তিনি ১৯৫৬ সালে নরসিংদীর শিবপুরস্থ কুমারাদী দারুল উলূম সিনিয়র ফাজিল মাদরাসায় ভর্তি হন। তার শিশু সত্তায় গৃহ কাতরতার দরুণ অল্পদিনের ব্যবধানেই শিক্ষকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পূর্বের প্রতিষ্ঠানে ফিরে আসেন এবং ১৯৫৮ সালে কৃতিত্বের সাথে দাখিল পাস করেন। অতঃপর আবারো তিনি কুমারাদী মাদরাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৬২ সালে আলিম পাস করেন। ১৯৬৪ সালে মির্জাকালু ইসলামিয়া সিনিয়র ফাযিল মাদরাসা থেকে ফাযিল শ্রেণিতে কৃতকার্য হন। তারপর তিনি ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় কামিল শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং কিছুদিন অধ্যয়ন করার পর নিয়মিত ক্লাস করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সংকটময় প্রেক্ষাপটের কারণে তিনি জমিয়তে এত্তেহাদুল ওলামায় যোগদান করেন। ১৯৬৭-৬৮ সালে মাওলানা জাফরী এই সংগঠনের পূর্ব পাকিস্তান শাখার ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। অতঃপর তিনি দুর্বাটি মদীনাতুল উলূম কামিল মাদরাসা থেকে ১৯৭৩ সালে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : গাজীপুরের দুর্বাটি মদিনাতুল উলূম আলিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আব্দুস সালাম ২২০ টাকা বেতনে মাওলানা জাফরীকে সেকেন্ড মুহাদ্দিস পদে নিয়োগ দেন। তথায় দুই বছর মুহাদ্দিস হিসেবে হাদীসশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। ১৯৭৬ সনে একদল ইসলামপ্রিয় মানুষ তাকে নরসিংদী আসবার আমন্ত্রণ জানান। তিনি তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জামেয়া কাসেমিয়ার ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯৭৭ সালে মাদরাসার পরিচালনা কমিটি নরসিংদী বাজার থেকে তখন প্রায় ষোল হাজার টাকা উত্তোলন করে অধ্যক্ষ জাফরীকে হজ্জে পাঠান। উদ্দেশ্য ছিল জামেয়ার উন্নয়ন। তিনি হজ্জের সফরে 'রাবেতা আলম আল-ইসলামীতে' একটি আবেদন দাখিল করেন। মাত্র এক বছর পর তারা জামেয়ার অনুকূলে বারো লক্ষ টাকা অনুদান পাঠায়। তা দিয়ে একটি বিশাল শিক্ষা ইমারত নির্মাণ এবং এক খণ্ড জমি ক্রয় করা হয়।

১৯৭৮ সালের ৫ এপ্রিল অধ্যক্ষ কামালুদ্দীন জাফরী তৎকালীন সৌদি রাষ্ট্রদূত শেখ ফুয়াদ আবদুল হামিদ আল-খতীবকে জামেয়ার বার্ষিক মাহফিলে আমন্ত্রণ জানান এবং তিনি মাদরাসা পরিদর্শনে মুগ্ধ হন। মাওলানা জাফরীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দেখে তিনি তাঁকে মক্কা কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের পরামর্শ দেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন। মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র দুই বছর অধ্যয়ন শেষে তিনি সৌদি আরবের গ্রান্ড মুফতী আব্দুল্লাহ বিন বাজ এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। অপর দিকে জামিয়া কাসেমিয়ার অধ্যক্ষ হিসেবে হাদীসশাস্ত্র বিভিন্ন শ্রেণিতে দারস দিতেন। বিশেষত: কামিল শ্রেণিতে বুখারী ও নাসাঈ শরীফের দারস দিতেন বলে জানা গেছে। অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শরিয়া এডভাইজারি কাউন্সিলের 'সদস্য সচিব' হিসেবে দীর্ঘ দিন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। পাশাপাশি বাংলাদেশের অধিকাংশ জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানের শরিয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। শিক্ষা প্রসারেও তার অবদান উল্লেখযোগ্য। ঢাকার গোপীবাগে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন 'বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়'। এ ছাড়াও মহান শিক্ষাবিদ বাংলা ভাষায় হাদীস অধ্যাপনা, মিডিয়া ও মাঠে-ময়দানে ওয়াজ-মাহফিলে কুরআন-হাদীস প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।[২৩৬]

মাওলানা আব্দুল হালিম বুখারী [জন্ম:১৯৪৫ খ্রি.]

জন্ম-পরিচিতি : মাওলানা বুখারী ১৯৪৫ সালে চট্টগ্রামের লোহাগাড়া থানার রাজঘাটা (তৎকালীন সাতকানিয়ার অন্তর্গত) গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আব্দুল গণী বুখারী এবং তার মাতা শাকেরা বেগম। তার পরদাদা সৈয়দ আহমদ বুখারী উজবেকিস্তানের বোখারার বাসিন্দা ছিলেন। বৈরী পরিবেশে তিনি চীন-ভারত হয়ে ইয়াঙ্গুনে হিজরত করেন। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন।

২৩৬ সাক্ষাৎকার: গবেষক ১৬ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অধ্যক্ষ সাইয়্যেদ কামালুদ্দীন জাফরীর সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উল্লিখিত তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাজীবন : তিনি নিজ গ্রামের রাজঘাটা হোসাইনিয়া আজিজুল উলূম মাদরাসায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কৃতিত্বের সাথে শেষ করেন। তারপর আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ায় ভর্তি হয়ে ১৯৬৪ সালে দাওরায়ে হাদীস (মাস্টার্স) সমাপ্ত করেন। উক্ত জামিয়ায় ১৯৬৫ সালে উচ্চতর বাংলা সাহিত্য ও গবেষণা বিভাগে অধ্যয়ন করেন। সাথে সাথে তিনি টাঙ্গাইল আলিয়া মাদরাসা থেকে আলিম ও ফাযিল, গোপালপুর কামিল মাদরাসা থেকে কামিল হাদীস বিভাগ থেকে ১ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। এ ছাড়াও তিনি ১৯৬৯ সালে টাঙ্গাইল কাগমারী কলেজ থেকে এইচ.এস.সি ও ১৯৭৫ সালে বি.এ পাস করেন। পাশাপাশি তিনি লাহোর ডন হোমিওপ্যাথিক কলেজ থেকে বায়োক্যামিকের উপর ২ বছর মেয়াদী কোর্স সম্পন্ন করেন।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : শিক্ষকতার পেশা নির্বাচনের মাধ্যদিয়ে তিনি কর্মজীবনের সূচনা করেন। তিনি (১৯৬৭-১৯৬৮) টাঙ্গাইল দারুল উলূম আলিয়া মাদরাসার আরবী প্রভাষক পদে কর্মরত ছিলেন। এরপর তিনি সাতকানিয়া মাহমুদুল উলূম আলিয়া মাদরাসায় যোগদান করেন। ১৯৭২ সালে তিনি পুনরায় টাঙ্গাইল দারুল উলূম আলিয়া মাদরাসায় চলে যান। সেখানে ১৯৭২ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত মুহাদ্দিস ও শায়খুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮২ সালে তিনি আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ায় চলে আসেন। ২০০৩ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ায় সহকারী পরিচালকের দায়িত্ব পালনের পর ২০০৮ সালে উক্ত জামিয়ার মহাপরিচালক মনোনীত হন। তিনি দীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ সহীহ বুখারী এবং তিরমিযী শরীফের দারস দিয়ে যাচ্ছেন। দুর্বোধ্য বিষয় সহজভাবে ব্যাখ্যা করার বিস্ময়কর দক্ষতা, মাতৃভাষায় মনোমুগ্ধকর উপস্থাপনা এবং শ্রেণির সর্বস্তরের শিক্ষার্থীর বোধগম্য ও উপকারী বিশ্লেষণ তার পাঠদানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এ ছাড়াও তিনি ১৯৮২ থেকে উক্ত জামিয়ায় মুখপাত্র মাসিক আত-তাওহীদের প্রধান সম্পাদক, কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশের মহাসচিব ও পদাধিকার বলে আল-হাইআতুল উলিয়ার স্থায়ী কমিটির সদস্য, বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার সভাপতি, ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বাংলাদেশের সভাপতি এবং শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের শরীয়াহ সুপারভাইজারি কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি শায়খুল হাদীস শাহ মুহাম্মদ ইসহাকের নিকট বায়আত গ্রহণ করেন এবং খেলাফত লাভ করেন। তার আধ্যাত্মিকতার ছোয়ায় অগণিত মানুষের হৃদয়ে ঈমানের আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছে।

রচনাবলী : মাওলানা বুখারী হাদীসশাস্ত্র পঠন-পাঠন, অধ্যাপনা ছাড়াও গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলছেন। তার রচনার মধ্যে ১. *তাসহিলুত ত্বহাভী*; ২. *তাসহিলুল উসুল*; ৩. *তাসহিলুত তিরমিযী;* প্রভৃতি, হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ।[২৩৭]

মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান [জন্মঃ ১৯৪৬ খ্রি.]

পরিচিতি-শিক্ষা জীবন : মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দীকুর রহমান। তিনি ১৯৪৬ সালের ৫ মার্চ বাগেরহাট জেলার অন্তর্গত মোল্লারহাট থানাধীন কোনানিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মুহাম্মদ মাকসুদুল হক। তিনি নিজ গ্রামের মক্তবে লেখাপড়া শুরু করেন এবং স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করেন। অতঃপর গওহারডাঙ্গা মাদরাসায় মিশকাত পর্যন্ত সমাপ্ত করেন। তারপরে তিনি জামেয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস এবং তাফসীর সমাপ্ত করেন। অতঃপর তিনি ১৯৬৪ সালে লাহোর জামেয়া আশরাফিয়ায় গমন করেন। সেখানে ফুনুনাতসহ দ্বিতীয় বার দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন। তিনি সহীহ বুখারী (প্রথম খণ্ড) অধ্যয়ন করেন মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ (রহ.) ও শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক (রহ.) এর নিকট; আর বুখারী (দ্বিতীয় খণ্ড) অধ্যয়ন করেন মাওলানা দ্বীন মোহাম্মদ খান (রহ.) এর নিকট। আর পাকিস্তানের জামেয়া আশরাফিয়ায় সহীহ বুখারী অধ্যয়ন করেন মাওলানা ইদরিস কান্দলভী (রহ.) এর নিকট, সুনান তিরমিযী অধ্যয়ন করেন মাওলানা রসূল খান (রহ.) এর নিকট। অতঃপর তিনি দেশে চলে আসেন। পরবর্তীতে তিনি পুনরায় উচ্চতর উলূমুল হাদীস অধ্যয়নের জন্য পাকিস্তানের মাওলানা ইউসুফ বাননুরী (রহ.) এর সান্নিধ্যে গমন করেন। পাকিস্তান থাকাকালীন তিনি এইচ.এস.সি পাস করেন এবং করাচী ভার্সিটি থেকে অর্থনীতির ওপর অনার্স পাস করেন।[২৩৮]

---

২৩৭ সাক্ষাৎকার: ১৫.১১.২০২০খ্রি. তদীয় বড় ছেলে মাওলানা রেজাউল করীম বুখারী থেকে উল্লিখিত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে।

২৩৮ মাওলানা আব্দুল মালেক সম্পাদিত, ***বন্ধন*** *(২০০২ঈ ফুযালা স্মারক)*, ঢাকা: জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়ার তাকমিল জামাত-২০০২, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে প্রথমে তিনি গওহারডাঙ্গা মাদরাসায় দীর্ঘ দিন শিক্ষকতা করেন। অতঃপর ১৯৮১ সালে ঢাকা ফরিদাবাদ মাদরাসায় যোগদান করেন। সেখানে তিন বছর শিক্ষকতা করেন। ১৯৮৪ সালে যোগদান করেন কামরাঙ্গিরচর মাদরাসায়। সেখানে দীর্ঘ দিন মুহাদ্দিস হিসেবে হাদীসের পাঠদান করেন। এ সময় তিনি সর্বোচ্চ উলামা-পরিষদের সাংগঠনিক সেক্রেটারী নিযুক্ত হন এবং বেফাক (কওমী মাদরাসার শিক্ষাবোর্ড) এর নায়েবে নাযেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর দারুর রাশাদ মিরপুর মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। তাছাড়া তিনি দারুস সালাম মিরপুর মাদরাসা ও জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়ায় হাদীসের দারস প্রদান করছেন। মিরপুর-১২ মুসলিম বাজার মাদরাসায় হাদীসের দারস দিচ্ছেন। এর পাশাপাশি তিনি আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক এর শরীয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।[২৩৯] মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দীকুর রহমান সুদীর্ঘ প্রায় ৫০ বছর যাবৎ বহু প্রতিষ্ঠানের শায়খুল হাদীস হিসেবে হাদীসশাস্ত্র অধ্যাপনার মাধ্যমে অগণিত বাংলাভাষী হাদীসবিদ সৃষ্টিতে অনন্য অবদান রেখে চলছেন।

মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ [জন্ম:১৯৫০ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচিতি : মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ কিশোরগঞ্জ জেলার তারাইল থানাধীন বেলংকা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জনাব আব্দুর রশীদ সমাজের একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব, পণ্ডিত নামে সুপরিচিত, মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং পরবর্তীতে জামিয়া এমদাদিয়ার বাংলা শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার মাতা সায়্যিদাহ আজিমুন-নিসা অত্যন্ত দীনদার-পরহেজগার, বাংলা-ফার্সীতে সুসাহিত্যিক ছিলেন।

শিক্ষা জীবন : সুশিক্ষিত পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে পারিবারিক পরিমণ্ডলে মাওলানা মাসউদের লেখা-পড়ার হাতেখড়ি। তিনি প্রাথমিক পাঠ সমাপনান্তে ১৯৫৭ সালে জামিয়া এমদাদিয়া কিশোরগঞ্জে ভর্তি হন। এ প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯৬৮ সালে দাওরায় হাদীস পাস করেন। উল্লেখ্য, শিক্ষাজীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কখনও কোন শ্রেণিতে তাকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতে হয়নি; বরং সর্বদাই প্রথম হওয়ার কৃতিত্ব তিনি অর্জন করেছেন। তার শিক্ষকদের মধ্যে কিশোরগঞ্জের শায়খুল হাদীস মুফতি মুহাম্মদ আলী, মাওলানা রহমাতুল্লাহ, মাওলানা কুতুবুদ্দীন, মাওলানা আশরাফ আলী, মাওলানা আতহার আলী, জামেয়া শারঈয়া মালিবাগের মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ (রহ.) প্রমূখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতঃপর উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৭৪ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের দেওবন্দ গমন করেন। সেখানে আবার তিনি দাওরায়ে হাদীস পাঠ সম্পন্ন করেন। তথায় তার শিক্ষকদের মধ্যে মাওলানা শরীফুল হাসান, মাওলানা ফখরুল হাসান মুরাদাবাদী, মুহাম্মদ হাসান বিহারী, মাওলানা নাঈম, মাওলানা আব্দুল আহাদ, মাওলানা শায়খ নাসির আহমাদ খান প্রমুখের নিকট সিহাহ সিত্তাহসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ শিক্ষা লাভ করেন।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : ছাত্র জীবন শেষ করে ১৯৬৮ সালে তিনি জামিয়া এমদাদিয়া কিশোরগঞ্জে মুহাদ্দিস হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। এখানে তিনি ১৯৭১ সাল পর্যন্ত হাদীসের অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। দেশ মাতৃকার টানে তিনি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বিশেষত: কিশোরগঞ্জের ভাটি অঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রামের সংগঠক হিসেবে অবদান রাখেন। দেশ স্বাধীনের পর তিনি আবার ফিরে আসেন হাদীসশাস্ত্র অধ্যাপনায়। ১৯৭২ সালে তিনি যাত্রাবাড়ি জামিয়া মাদানিয়া মাদরাসায় মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। এখানে তিনি *বুখারী শরীফের* (দ্বিতীয় খণ্ডের) বাংলা ভাষায় দারস প্রদান করতেন। এমনকি তিনিই কওমী অঙ্গনে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় তাকমীল হাদীসের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করেন বলে তার দাবী। দেওবন্দ থেকে দেশে ফিরে ১৯৭৬ সালে তিনি ঢাকার ফরিদাবাদ মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। এখানে তিনি *মুসলিম ও তিরমিযী শরীফ* পড়াতেন। ১৯৮২ সাল পর্যন্ত তথায় অধ্যাপনা করেন।

অতঃপর ১৯৮২ সালে তিনি মালিবাগ জামিয়া শারঈয়ায় শায়খুল হাদীস পদে নিয়োগ লাভ করেন। *সহীহ বুখারী* তথায় দারস দিতেন। ১৯৮৮ সালে তিনি বারিধারা মাদরাসার মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন এবং তথায়

২৩৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

বুখারী শরীফের অধ্যাপনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৯৯২ সালে তিনি মালিবাগ চৌধুরীপাড়ার শায়খুল হাদীস হিসেবে বুখারী শরীফের দারস অব্যাহত রাখেন। অতঃপর তিনি ২০০২ সালে জামিয়া আ'জমিয়া দারুল উলূম বনশ্রী ও মিফতাহুল উলূম বাড্ডায় শায়খুল হাদীস পদে যোগদান করেন। তার প্রতিষ্ঠিত জামিয়া ইকরা বাংলাদেশে ২০১১ সাল থেকে শায়খুল হাদীস পদে হাদীসশাস্ত্র পাঠদান করে যাচ্ছেন। এ ছাড়াও তার ওয়ান লাইনভিত্তিক হাদীসের দারসে বিশ্বের ১৫টি দেশের মুহাদ্দিস (ছাত্র) বৃন্দ অংশগ্রহণ করে থাকেন বলে মাওলানা মাসউদ দাবী করেছেন। তার ছাত্রদের মধ্যে খ্যাতনামা কয়েকজন হচ্ছেন-

- হাফেজ মাওলানা মুজিবুর রহমান, শায়খুল হাদীস ও প্রিন্সিপ্যাল, দারুল উলূম মিরপুর-৬, ঢাকা।
- মাওলানা আব্দুল বাতেন, শায়খুল হাদীস ও প্রিন্সিপ্যাল, নশাসন দারুল উলূম মাদরাসা, শরীয়তপুর।
- মাওলানা ইসহাক ফরিদী (রহ.), শায়খুল হাদীস ও প্রিন্সিপ্যাল, চৌধুরীপাড়া মাদরাসা, ঢাকা।
- মাওলানা আবুল ফাতাহ মোহাম্মদ ইয়াহইয়াহ (রহ.), শায়খুল হাদীস, জামিয়া শারঈয়া মালিবাগ, ঢাকা।
- মাওলানা আবু সাবের আব্দুল্লাহ ও মাওলানা আবু জাফর, মুহাদ্দিস, জামিয়া শারঈয়া মালিবাগ, ঢাকা।
- ড. মুশতাক আহমদ, বহু হাদীস গ্রন্থের অনুবাদক ও পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
- মাওলানা আবুল বাশার, মাওলানা আব্দুল মতিন, শায়খুল হাদীস, জামিয়াতুল উলূম মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
- মুফতী মোহাম্মদ আলী, শায়খুল হাদীস, আফতাব নগর মাদরাসা। প্রমুখ।

তিনি ১৯৭৭ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশ বাংলাদেশের সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগ লাভ করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি অনুবাদ, বিশ্বকোষ, প্রকাশনা ও ইমাম প্রশিক্ষণ বিভাগের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

তার রচনাবলী : মাওলানা মাসউদ রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে (ক.) মৌলিক রচনা ১৪টি, অনুবাদমূলক ১২টি এবং সম্পাদিত ৪টি মোট ৩০টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। (খ.) অপ্রকাশিত রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে, ১. *কুরআনের তাফসীর* (তরজমা, শানে নুযুল, শব্দার্থ, প্রয়োজনীয় তাহকীক-তরকীব, তাফসীর); ২. *জামি' আত-তিরমিযীর ভাষ্য;* ৩. *সহীহ বুখারীর ভাষ্য*; ৪. *আল্লাহর পরে শ্রেষ্ঠ যিনি* (৩ খণ্ডে সীরাত গ্রন্থ); ৫. *মেজাজে শরঈ* ইত্যাদি। এ ছাড়াও দেশ-বিদেশে এ বিজ্ঞ শায়খুল হাদীসের দারস এবং প্রথিতযশা ইসলামী চিন্তাবিদ ও বিদগ্ধ এ লেখকের কলম চলছে বিরামহীন গতিতে। [২৪০]

মাওলানা মাহমুদুল হাসান [জন্ম: ১৯৫০ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচয় : যুগশ্রেষ্ঠ ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক শায়খ মাওলানা মাহমুদুল হাসান ১৯৫০ সালের ৫ জুলাই ময়মনসিংহ জেলার কোতোয়ালী থানাধীন চরখরিচা গ্রামের এক ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মাস্টার গালিম উদ্দীন আহমদ এবং মাতা ফাতিমা রমজানী অত্যন্ত পরহেযগার মানুষ ছিলেন।

শিক্ষা জীবন : পারিবারিক পরিমণ্ডলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে ময়মনসিংহের জামিয়া ইসলামিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। তথায় ষষ্ঠ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত অবস্থায় তার পিতা ইন্তিকাল করেন। পরের বছর তার মমতাময়ী মাতাকে হারিয়ে তিনি ইয়াতীমত্ব বরণ করেন। তারপর ময়মনসিংহের জামিয়া আরাবিয়া আশরাফুল উলূম বালিয়া মাদরাসায় সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। অতঃপর তিনি জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগে ভর্তি হন। তথায় ১৯৬৭ সালে জালালাইন অধ্যয়নকালে মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর পরামর্শে তিনি পাকিস্তানের প্রথিতযশা হাদীসবিদ ইউসুফ বিন্নুরীর সান্নিধ্যে গমন করেন। তিনি ১৯৬৮ সালে তার জামিয়া উলূমূল ইসলামিয়া পাকিস্তানে মিশকাত জামাতে ভর্তি হন এবং ১৯৬৯ সালে তার সকাশে সহীহ বুখারী অধ্যয়ন শেষে চুড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাকিস্তান কওমী মাদরাসা বোর্ডে মেধাতালিকায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৭০ সালে উক্ত মাদরাসা থেকে তিনি হাদীস শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। তথায় তার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্নুরী, ইদ্রিস মিরাঠী, ওয়ালী হাসান, হেদায়েতুল্লাহ, জফর আহমদ উসমানী, শায়খ সলিমুল্লাহ খান, মুহাম্মদ কান্দালভী (রহ.) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

২৪০ সাক্ষাৎকার: গবেষক ৭ মার্চ ২০২১ খ্রি. মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উল্লিখিত তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : শিক্ষা জীবন সমাপনান্তে যশোর রেলস্টেশন মাদরাসায় যোগদানের মধ্যে দিয়ে তার কর্মজীবনের সূত্রপাত হয়। এ ছাড়া যাদবপুর ও যাত্রাবাড়ি মাদরাসায় কিছুদিন শিক্ষকতা করার পরে তিনি পাকিস্তানের জামিয়া ফারুকিয়াতে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত হাদীসশাস্ত্রসহ অন্যান্য বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। অতঃপর ১৯৭৪ সালে যাত্রাবাড়ি মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৮০ সালে তিনি উক্ত মাদরাসার শায়খুল হাদীস ও মুহতামিম হিসেবে নিযুক্ত হন। এ ছাড়া তিনি আত্মশুদ্ধি মূলক সংগঠন 'মজলিসে দাওয়াতুল হক' বাংলাদেশের আমির এর দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছেন। ৩ অক্টোবর ২০২০ সাল থেকে তিনি 'বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ' এর সভাপতি এবং পদাধিকার বলে 'আল-হাইআতুল উলিয়া' এরও চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

আত্মশুদ্ধির সংগ্রাম : শায়খুল হাদীস হিসেবে হাদীস শিক্ষাদানের মাধ্যমে অসংখ্য মুহাদ্দিস সৃষ্টির পাশাপাশি আধ্যাত্মিক জগতেও তার রয়েছে বিরাট আধিপত্য। তিনি আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এর খলিফা মাওলানা আবরারুল হক (রহ.) এর খিলাফত লাভ করেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন সূত্রে অন্যান্য শায়খদের থেকে তরিকতের খিলাফত লাভ করেন। বর্তমানে সারাবিশ্বে তার ১৫৭ জন খলিফা উম্মার আত্মসংশোধনের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। তার খলিফাদের মধ্যে শায়খ হাসান মূসা, সৌদি আরব; শায়খ আলী আব্বাসী, ফিলিস্তিন; আসাদ আজমী, ভারত; নিজামুদ্দীন, পাকিস্তান; মাওলানা গুফরান, থাইল্যান্ড; শায়খ আহমদ, মালি, আফ্রিকা; শহীদুল্লাহ ফারুকী, মায়শিয়া ইত্যাদি। এ ছাড়া বাংলাদেশেও অনেক খলিফা ও অগণিত অনুসারী তাঁর আত্মশুদ্ধি সংগ্রামের সফল ফসল।

তাঁর রচনাবলী : সমকালের নন্দিত পুরধা ব্যক্তিত্ব, 'মহি-উস-সুন্নাহ' উপাধিতে ভূষিত এ মনীষী প্রায় অর্ধশত গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে সম্প্রতি তার রচিত আরব বিশ্বে সাড়া জাগানো বই ১.'*আর-রাদুল জামিল*'; যা মধ্যপ্রাচ্যে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার প্রতিবাদে রচিত। এ ছাড়া ২.*তাফসীরে বুরহানুল কুরআন* (৪ খণ্ডে), ৩. *ইসলাম ও আধুনিক রাষ্ট্র চিন্তা*, ৪. *তোহফায়ে সুন্নাহ*, ৫. *মুহাদ্দিস ও ফকিহ ইমাম আবু ইউসুফ (র.)*, ৬. *নবী পরিবারের প্রতি ভালবাসা* ইত্যাদি গ্রন্থ তার গভীর জ্ঞানের পাণ্ডিত্যের বহিঃপ্রকাশ।[২৪১]

মাওলানা মনসুরুল হক [জন্ম: ১৯৫৩ খ্রি.]

জন্ম পরিচিতি : মুফতী মাওলানা মনসূরুল হক। ১৯৫৩ সালে খুলনার পাইকগাছা থানার কমলাপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আব্দুর রহীম গাজী ছিলেন একজন ধার্মিক ও সজ্জন ব্যক্তি। আলিম-উলামাদের প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ।[২৪২]

শিক্ষাজীবন : তিনি স্থানীয় পাঠশালায় পড়াশুনা শেষ করে জামিআ আরাবিয়া খাদেমুল ইসলাম মাদরাসায় কুরআন কারীম ও প্রাথমিক কিতাবাদি শিক্ষাগ্রহণ করেন। এরপর উচ্চ শিক্ষা অন্বেষণের মানসে প্রথমে দারুল উলূম খুলনায় কিছুদিন জ্ঞানান্বেষণ করেন। অতঃপর তিনি জামিআ ইসলামিয়া খাদেমুল ইসলাম গহরডাঙ্গায় ভর্তি হন। এরপর লালবাগ জামিআ থেকে সর্বোচ্চ স্তর তাকমীল (হাদীস) সম্পন্ন করেন। তথায় যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস মাওলানা হিদায়াতুল্লাহ (রহ.), শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক (রহ.), মুফতী আব্দুল মুঈজ (রহ.), মাওলানা আব্দুল মাজীদ (রহ.) ও মাওলানা সালাহুদ্দীন (রহ.) প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় আলিমগণের সান্নিধ্যে থেকে তাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি লালবাগ জামিয়ায় মুফতী আব্দুল মুঈযের সাহচর্যে থেকে (তাখাসসুল ফিল ফিকহ) দুই বছরে ইসলামী আইন শাস্ত্র সম্পন্ন করেন এবং ফিকহ-ফাতাওয়ায় গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।[২৪৩]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : শিক্ষা জীবন শেষে ১৯৭৭ সালে লালবাগ জামিআয় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। কিছু দিনের মধ্যেই তার দরসের সুখ্যাতি পুরো মাদরাসায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৮২ সালে লালবাগ

২৪১ গবেষক ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উল্লিখিত তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন; তাকমিল বিদায়ী ছাত্রবৃন্দের ডায়েরী, *আল-মাহমুদ*, ঢাকা: জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া, যাত্রাবাড়ি, ২০২০খ্রি., পৃ. ১-৩

২৪২ সম্পাদনা পরিষদ, *আন-নুকাবা*, দাওরায়ে হাদীস স্মৃতি স্মারক ২০১৫-১৬, ঢাকা: জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, আলী এন্ড নূর রিয়েল এস্টেট, পৃ.৪

২৪৩ *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

জামিয়ার নায়েবে মুফতীর পদে অধিষ্ঠিত হয়ে দশ বছর কর্মরত থাকেন। এর পর জামিয়া মুহাম্মদিয়া মুহাম্মদপুরে মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। কয়েক বছরের ব্যবধানে আরো কয়েকজন বিজ্ঞ আলিম মিলে প্রতিষ্ঠা করেন জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সূচনা লগ্ন থেকেই তিনি নায়েবে রঈস ও প্রধান মুফতীর পদ অলংকৃত করে আসছিলেন। ২০১০ সালে রাহমানিয়ার শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন জামিআতুল আবরার রাহমানিয়া। বর্তমানে তিনি উক্ত জামি'আর শায়খুল হাদীস ও প্রধান মুফতী হিসেবে হাদীসশাস্ত্রের পাঠদান করে যাচ্ছেন। এ ছাড়াও মুফতী মনসূরুল হক ঢাকার উত্তরা, মিরপুর, হাজারীবাগ, ঢাকার বাইরে গাজীপুর, সিরাজগঞ্জ ও খুলনায় বেশ কয়েকটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠাও পরিচালনা করছেন এবং বিভিন্ন মাদরাসায় বুখারী শরীফের দারস দিচ্ছেন।

রচনাবলী : পাঠদানের পাশাপাশি মুফতী মনসূরুল হক লেখলেখিতেও বেশ অবদান রাখছেন। তার রচিত ধর্মীয় গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় অর্ধশত। এর মধ্যে *কিতাবুল ঈমান*, *ফাতওয়ায়ে রাহমানিয়া*, *ইসলামী যিন্দেগী*, *ইসলামী খেলাফত ধ্বংসের প্রকৃত ইতিহাস*, *তুহফাতুল হাদীস* এবং *মাযহাব ও তাকলীদ অধিক উপকারী* ইত্যাদি শিরোনামে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন।[২৪৪] মুফতী মাওলানা মনসূরুল হক সুদীর্ঘ ৩৮ বছর যাবৎ বহু মাদরাসায় বুখারীসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ পাঠদান, গ্রন্থ রচনা, ফতওয়া প্রদান, ওয়াজ-নসিহত ও বক্তৃতা উপস্থাপন এবং মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অনন্য অবদান রেখে যাচ্ছেন।

ড. আবূ নোমান মুহাম্মদ রফিকুর রহমান মাদানী [জন্ম: ১৯৫৩ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচিতি : ১৯৫৩ সালে ড. রফিকুর রহমান মাদানী[২৪৫] চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার বেলঘর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জনাব আব্দুল মতিন এবং মাতার নাম মোবাশ্শেরা বেগম। ছোট বেলা থেকেই তিনি দ্বীন-ধর্ম চর্চা ও ধর্মীয় শিক্ষায় অনুরাগী হিসেবে বড় হয়েছেন।

শিক্ষাজীবন : ড. মাদানী শিক্ষাজীবনের প্রতিটি ধাপে প্রখর মেধার স্বাক্ষর রাখেন এবং ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেন। তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার্জনের পর মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীন যথাক্রমে ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৮ ও ১৯৭০ সালের দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ষষ্ঠ, দ্বাদশ, পঞ্চম এবং প্রথম শ্রেণিতে প্রথমস্থান লাভ করে কৃতকার্য হন। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব থেকে 'দাওয়া ও উলূমুদ্দীন' বিভাগ থেকে চার বছর মেয়াদী অনার্স কোর্সে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করেন এবং কিং ফাহাদ বিন আব্দুল আযীয এর হাতে সার্টিফিকেট ও পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৮১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে এম.এ প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। পরবর্তীতে ২০১৪ সালে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "প্রিপ্যায়ারিন্স অফ ইসলামিক দাঈ' ইন ইডুকেশনাল, কালচারাল, স্প্রিচুয়াল আসপেক্টস" বিষয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন।[২৪৬]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : ড. রফিকুর রহমান ১৯৮০ সালে নরসিংদীর ঐতিহ্যবাহী জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে ১৭ বছর হাদীসসহ অন্যান্য বিষয়ের পাঠদান করেন। অতঃপর ১৯৯৭ সালে তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসায় শায়খুল হাদীস পদে নিযুক্ত হয়ে সহীহ বুখারীর পাঠদান করছেন। এর সাথে ২০০৬ সালে তিনি বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত রয়েছেন। তিনি হাদীসশাস্ত্র অধ্যাপনা, গবেষণা, দারস-তাদরীস, ওয়াজ-বক্তব্য ও গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখছেন। ড. রফিকুর রহমান মাদানী বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ১. *আশ-শিরক*, (গবেষণা সংকলন পত্র-১৬), বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার; ২. *ইসলামী আকীদা*, সবুজপত্র প্রকাশনী; ৩. *ইসলামে পানাহারের বিধান*, সবুজপত্র প্রকাশনী; প্রভৃতি।[২৪৭]

---

২৪৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫-৬

২৪৫ গবেষক ১২-৬-২১ তারিখে ড. আবূ নোমান মুহাম্মদ রফিকুর রহমান মাদানীর সাক্ষাৎ গ্রহণের মাধ্যমে উল্লিখিত তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন।

২৪৬ *প্রাগুক্ত*

২৪৭ *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা হারুন আল-মাদানী [জন্ম:১৯৫৪ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচিতি : ১৯৫৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মাওলানা হারুন আল-মাদানী লক্ষ্মীপুর সদরের যা দৈয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা টুমচর মাদরাসার ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, প্রথিতযশা আলিমে দ্বীন মাওলানা হাফিজুল্লাহ (রহ.); যিনি যা দৈয়ার হুজুর নামে সমধিক পরিচিত। মাওলানা মাদানীর ৮ ভাই ও ৩ বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। তার জন্মের পর নানা মাওলানা আশারাফ আলী (রহ.)[২৪৮] মেয়ে-জামাইকে সপরিবারে টুমচরে নিয়ে আসেন।

শিক্ষাজীবন : মাওলানা মাদানী পিতার নিকট প্রাথমিক দ্বীনী শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনান্তে ১৯৬৫ সালে টুমচর মাদরাসায় দাহুমে (৫ম শ্রেণিতে) ভর্তি হন। তিনি তার শিক্ষাজীবনের প্রতিটি স্তরেই প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি টুমচর মাদরাসা হতে ১৯৭১, ১৯৭৩ এবং ১৯৭৫ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম এবং ফাযিল শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষায় জাতীয় পর্যায়ে সম্মিলিত মেধা তালিকায় (উক্ত তিনটি পরীক্ষাতেই) প্রথম বিভাগে 'প্রথম স্থান' অধিকার করেন। অতঃপর ১৯৭৭ সালে তিনি নোয়াখালী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা হতে কামিল (হাদীস) শ্রেণিতে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করেন। এভাবে মাওলানা মাদানী সবগুলো বোর্ড পরীক্ষায় অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষার রাখেন; যা গোটা বাংলাদেশে একটি বিরল দৃষ্টান্ত। তার শিকক্ষদের মধ্যে, টুমচর মাদরাসায় মাওলানা আশরাফ আলী, মাওলানা মুখলেসুর রহমান, মাওলানা হাফিজুল্লাহ, মাওলানা আব্দুল্লাহ এবং মাওলানা আব্দুল মান্নান (রহ.) এবং নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদরাসার মাওলানা আব্দুল গণী, মাওলানা আযীযুল্লাহ, মাওলানা আশরাফ আলী, মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ ও মাওলানা নাসির আহমাদ (রহ.) প্রমুখ।

কর্মজীবন : ১৯৭৭ সালে কামিল পাস করার পর মাওলানা হারুন আল-মাদানী টুমচর মাদরাসায় প্রায় এক বছর পর্যন্ত সহ সুপারের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর ১৯৭৯ সালের সেপ্টম্বর পর্যন্ত সিরাজগঞ্জ জেলার হাজী আহমাদ আলী আলিয়া মাদরাসায় প্রধান মুহাদ্দিস পদে নিযুক্ত হয়ে সহীহ বুখারীসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ পাঠদান করেন।

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন : ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে মাওলানা মাদানী উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে তিনি 'দাওয়াহ ও উসুলুদ্দীন বিভাগে' ৪ বছর অধ্যয়ন করে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষায় মেধা তালিকায় প্রথম শ্রেণিতে ৩য় স্থান অর্জন করেন। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রসিদ্ধ শিক্ষকগণের মধ্যে শায়খ আব্দুর রহমান হুযায়ফী (মসজিদে নববীর খতীব), ইবরাহীম আখদার, মাহমুদ ফায়েদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : ১৯৮৩ সালে মাওলানা মাদানী দেশে ফিরে টুমচর মাদরাসায় আরবী প্রভাষক পদে যোগদান করেন। অতঃপর ১৯৮৫ সালে তিনি টুমচর মাদরাসায় উপাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। প্রশাসনিক দায়িত্বের পাশাপাশি তিনি নিজ রুটিনের বাইরেও সবচেয়ে বেশি পাঠদান করেন। তার অনন্য যোগ্যতা এবং অসাধারণ দারস দান পদ্ধতির ফলে তিনি প্রতিটি ছাত্রদের প্রধান আকর্ষণ ও প্রিয় ব্যক্তিত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়েছেন। ১৯৯৮ সালে মাওলানা মাদানী টুমচর মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হয়ে প্রশাসনিক শৃঙ্খলা, পড়া-লেখার মান ও অবকাঠামোগত প্রভুত উন্নয়ন সাধন করেন। এ মহান শায়খুল হাদীস সহীহ বুখারীসহ অন্যান্য কঠিন গ্রন্থগুলোকেও সহজ, সাবলীল ও প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় পাঠদান করে যাচ্ছেন। জটিল বিষয়কে সহজভাবে উপস্থাপন করাই তার পাঠদানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া জুমআর খুৎবা, ওয়াজ-নসিহত, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী দাওয়া কার্যক্রমের মাধ্যমেও পবিত্র হাদীসের বাণী প্রচার-প্রসারে ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখছেন। বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় এ মনীষীর উল্লিখিত অবদানগুলো চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে।[২৪৯]

---

২৪৮ মাওলানা আশ্রাফ আলী (রহ.); যিনি অত্যন্ত উচু মাপের একনিষ্ঠ আল্লাহর প্রিয় বান্দা, টুমচর ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপ্যাল ও ছারছীনা দরবারের প্রতিষ্ঠাতা শাহ সুফী মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমাদ (রহ.) এর প্রধান খলীফা ছিলেন।

২৪৯ সাক্ষাৎকার: গবেষক ১.২.২১ তারিখে (তার স্বীয় শিক্ষক) মাওলানা হারুন আল-মাদানীর সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস [জন্ম: ১৯৫৫ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচয় : মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস কুমিল্লা জেলার বরুড়া থানার বিজয়পুর গ্রামে ১৯৫৫ সালের ১ জানুয়ারি মঙ্গলবার রাতের প্রথম প্রহরে এক ধার্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আলহাজ্ব বাদশা মিঞা এবং মা কুলছুম বেগম ।

শিক্ষাজীবন : ছোটবেলা থেকেই তিনি প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন। স্থানীয় মক্তবের পাঠ শেষে মৃধাবাজার মাদরাসায় ভর্তি হয়ে এগারো বছর বয়সে তিনি কুরআন কারীম হিফজ সম্পন্ন করেন এবং এখনেই তিনি আরবী ব্যাকরণের প্রাথমিক কিছু পুস্তক অধ্যয়ন করেন। এরপর উলামা বাজার মাদরাসায় কিছুদিন লেখা পড়া করেন। পরবর্তীতে মেখল মাদরাসায় হেদায়াতুন্নাহু ও কাফিয়া জামাত অধ্যয়ন করেন। এখানে তিনি মাওলানা ফয়জুল্লাহ, মুফতি সাইফুল্লাহ সন্দ্বিপী ও মুফতি আজিজুর রহমান (রহ) এর মতো দেশবরেণ্য উলামা কিরামের ছাত্র হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। অতঃপর তিনি হাটহাজারী মাদরাসায় শরহে জামী থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত ছয় বছর লেখাপড়া করেন। ১৯৭৭ সালে দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করার পর বেশ কিছুদিন সেখানে তাফসীরের উপর বিশেষ কোর্স সম্পন্ন করেন। এ সময় তিনি শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুল কাউয়ূম, মাওলানা আব্দুল আযীয ও মাওলানা আহমদ শফি (রহ.) এর মতো যুগশ্রেষ্ঠ হাদীসবিদগণের সন্নিধ্যে হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়ন করার গৌরব অর্জন করেন। তার জীবনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো উস্তাদগণের দ'ুআ। তাঁর সম্পর্কে হাটহাজারী মাদরাসার শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুল আযীয (রহ.) বলেন, 'গোটা শিক্ষকতা জীবনে আমি মাত্র তিনজন মেধাবী ও খাঁটি ছাত্র পেয়েছি। আব্দুল কুদ্দুস তাঁদের অন্যতম।' এ ছাড়া তিনি হাটহাজারী মাদরাসার মুহতামিম আব্দুল ওয়াহহাব (রহ.) এর একান্ত খাদিমও ছিলেন। তিনি পুরো জীবনে কোনো শ্রেণিতেই প্রথম স্থান হারাননি। তিনি শরঈ জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি তরীকত (আত্মশুদ্ধি) চর্চার প্রতিও মনোনিবেশ করেন। সে লক্ষ্যে ছাত্রজীবনেই শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুল আযীয (রহ.) এর হাতে বায়আত হন। পরবর্তীতে তার কাছ থেকে খেলাফতও লাভ করেন। এ ছাড়াও মাওলানা আবরারুল হক এবং মাওলানা শাহ আহমদ শফি (রহ.) থেকেও খেলাফত লাভ করেন।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে তিনি ১৯৭৮ সালে যশোর রেলস্টেশন জামিয়া এজাযিয়া মাদরাসায় হাদীসশাস্ত্রসহ অন্যন্য বিষয়ে পাঠদান করেন। অতঃপর তিনি ১৯৭৯ সালে ময়মনসিংহের জামিয়া আশরাফিয়া মাদরাসায় সিনিয়র মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। সেখানে তিনি বুখারী, মুসলিম ও তাফসীরে বায়যাভীসহ অন্যান্য কিতাবের দারস দেন। এরপর ১৯৮০ সালে রাজধানী ঢাকার যাত্রাবাড়ী মাদরাসায় যোগদান করে সুনান আবূ দাউদসহ অন্যান্য কিতাবাদি পড়ান। সর্বশেষ তিনি ১৯৮৫ সালে ফরিদাবাদ মাদরাসায় মুহাদ্দিস পদে নিয়োগ লাভ করে হাদীসশাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থাদি নিয়মিত পঠন-পাঠন কার্যক্রম চালাতে থাকেন। ১৯৯৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারী পদন্নোতি পেয়ে উক্ত মাদরাসার মুহতামিমের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি মুহতামিম হিসেবে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি শায়খুল হাদীস হিসেবে সহীহ বুখারী ও তিরমিযীসহ অন্যান্য কিতাবাদি পাঠদান করে করে যাচ্ছেন। এ ছাড়া তিনি গোলাপবাগ ইমদাদুল উলূম মাদরাসা ও বিজয়পুর আযীযুল উলূম মাদরাসায় বুখারী শরীফের দারস দিচ্ছেন। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকের কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বও পালন করেছেন।[২৫০]

মাওলানা মুহাম্মদ মূসা [জন্ম : ১৯৫৫ খ্রি.]

জন্ম-পরিচিতি : ১৯৫৫ সালের ১ মার্চ মুহাম্মদ মূসা পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার শৌলা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আবদুল হক হাওলাদার এবং মাতা কুলসুম বিবি।

শিক্ষাজীবন : স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তার পড়ালেখার হাতে খড়ি। অতঃপর তিনি বরিশালের চর হাসনাবাদ সিনিয়র মাদরাসায় ভর্তি হয়ে দাখিল পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। উক্ত মাদরাসা থেকে তিনি ১৯৬৪ সালে প্রথম বিভাগে দাখিল (চাহররম) পাস করেন। তারপরে ১৯৬৮ সালে তিনি পটুয়াখালির আদমপুরা সিনিয়র মাদরাসা থেকে প্রথম বিভাগে আলিম পাস করেন। তিনি ১৯৬৯ সালে চর কাউয়া সিনিয়র মাদরাসা থেকে ফাযিল শ্রেণীতে

২৫০ দাওরায়ে হাদীস (মাস্টার্স) সমাপনী ছাত্রবৃন্দ, *আল ইমদাদ* ২০১৯, ঢাকা: জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ, পৃ. ১৯-২০

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৫ সালে তিনি বড় রংপুর কারামতিয়া আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল হাদীস সফলতার সাথে পাস করেন। মাদরাসা শিক্ষার পাশাপাশি তিনি বরিশাল বি এম কলেজ থেকে এইচ এস সি; ১৯৭৫ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ সম্মান (হিসাব বিজ্ঞান) এবং ১৯৭৭ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.কম (হিসাব বিজ্ঞান) ডিগ্রি অর্জন করেন।

কর্মজীবন : তিনি তার ছাত্র জীবনে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মসজিদ ১ বছর ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর সাইন্স ল্যাবরেটরী কেন্দ্রীয় মসজিদ ৩ বছর খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। তারপর ১৯৭৯-১৯৮১ পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। অতঃপর তিনি ১৯৮৭ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন এবং এখানেই তিনি কর্মজীবন শেষ করেন।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : মাওলানা মূসা প্রচলিত অর্থে কোন মুহাদ্দিস নন; প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হাদীস পাঠদানে তার উল্লেখযোগ্য কোন অবদান না থাকলেও বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় (গ্রন্থ রচনায়) তার অবদান চোখে পড়ার মতো। তিনি হাদীসশাস্ত্রের বহুসংখ্যক গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন; যা একক বিবেচনায় এতবেশী (বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ রচনা) কাজ আর কেউ করেছেন মর্মে সন্ধান পাওয়া যায় না। যার ফলে বাংলাভাষী ছাত্র, শিক্ষক ও সাধারণ জনগণের জন্য বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা সহজ হয়েছে। এ ছাড়াও তিনি রচনা করেছেন অর্ধশতাধিক অতি মূল্যবান ইসলামী সাহিত্য। এই বিশাল অনুবাদকর্ম ও ইসলামী সাহিত্য ভাণ্ডার তার অসামান্য দক্ষতার প্রমাণ; যা জাতীয়ভাবে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রচনাবলী : মাওলানা মূসা বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অসামান্য অবদান রেখে চলছেন। তার রচিত (সম্পাদনা, অনুবাদ ও মৌলিক) গ্রন্থগুলো হচ্ছে– ক.**সম্পাদনা:** সিহাহ আস-সিত্তার বাংলা অনুবাদসমূহ (৩৬ খণ্ডে) সম্পাদনা (ইফাবা); খ.**অনুবাদ:** *সহীহ বুখরী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবন মাযাহ, মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও আদাবুল মুফরাদ* শীর্ষক হাদীসের কিতাবসমূহের চলতি রীতিতে বাংলা অনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আধুনিক প্রকাশনী ও ইসলামিক সেন্টার বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। **গ.মৌলিক:** ইসলামী সাহিত্য বিষয়ক ৬৫টি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে।[২৫১] এ সকল অমর কৃতি ইসলাম প্রিয় পাঠকহৃদয়ে তাকে যুগযুগ ধরে বাঁচিয়ে রাখবে।

মুফতী মাওলানা হিফজুর রহমান [জন্ম :১৯৫৮ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচিতি : বিরল প্রতিভাধর, হাদীসবিদ, মুফতি ও প্রথিতযশা কলম সৈনিক মাওলানা হিফজুর রহমান ১৯৫৮ সালের ১৬ এপ্রিল কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানাধীন উত্তর হাওলা ইউনিয়নের অন্তর্গত উত্তর ফেনুয়ার ঐতিহ্যবাহী মৌলভী বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মুফতি মাওলানা মুহিব্বুর রহমান একজন প্রাজ্ঞ আলিম ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন।[২৫২]

শিক্ষা জীবন : শিক্ষা জীবনের শুরুতে তিনি মৌলভী আব্দুল মতীন (রহ.) এর নিকট কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ১৯৭১ সালে স্থানীয় পাঠশালার পাঠ শেষে ফেনী সরকারি পাইলট হাইস্কুলে ৭ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। অতঃপর তিনি মুন্সির হাট হোসাইনিয়া মাদরাসায় দু'বছর পড়ার পর মহিউসসুন্নাহ মেখল মাদরাসায় শরহে জামী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তারপর তিনি দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীস পাঠ সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি ১৯৮৭ সালে পাকিস্তানের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়ায় ভর্তি হয়ে ইফতা কোর্স সমাপ্ত করেন। এখানে তিনি পাকিস্তান বেফাক বোর্ড পরীক্ষায় মুমতাজ ডিগ্রি অর্জন করেন। তার হাদীসশাস্ত্রের শিক্ষকদের মধ্যে হাটহাজারীতে মাওলানা আব্দুল আজিজ (রহ.), মাওলানা হামেদ (রহ.), মুফতি আহমাদুল হক (রহ.) ও মাওলানা আহমদ শফী (রহ.) উল্লেখযোগ্য। আর পাকিস্তানের মুফতী ওয়ালি হাসান খান টুংকী (রহ.), মাওলানা আব্দুর রশীদ নোমানী (রহ.) ও মুফতী আব্দুস সালাম (রহ.) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[২৫৩]

---

২৫১ সাক্ষাৎকার: মাওলানা মুহাম্মদ মুসার সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত তথ্যাবলি সংগৃহীত হয়েছে।

২৫২ মাওলানা হিফযুর রহমান, *আল-ইয়াকুত ওয়াল-জাওয়াহের, প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৭

২৫৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮-১০

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশের প্রাচীনতম দ্বীনী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম বরুড়া মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে ১৫ বছর হাদীসের দারস দান করেন। এরপর তিনি ২০০০ সালে জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়ায় মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। অতঃপর তিনি ২০০২ সাল থেকে উক্ত জামিয়ার প্রধান মুফতী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং সাথে সাথে মুসলিম দ্বিতীয় খণ্ড পাঠদান করে যাচ্ছেন। এর পাশাপাশি তেজগাও জামিয়া ইসলামিয়া রেলওয়ে মাদরাসা এবং দারুল উলূম মসজিদুল আকবর কমপ্লেক্স মাদরাসার শায়খুল হাদীস হিসেবে বুখারী শরীফের দারস দিচ্ছেন।[২৫৪]

গ্রন্থাবলী : মাওলানা হিফজুর রহমান বাংলা ও আরবী ভাষায় বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৪৬টি। তন্মধ্যে আরবী ভাষায় ১৫টি; যার এক একটি গ্রন্থের রয়েছে বহু খণ্ড। বাংলা ভাষায় ২৭টি এবং সম্পাদনা করেছেন ৪টি। তার রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে বিশেষত: ২৩ খণ্ডে হানাফী মুহাদ্দিস ও ফকিহদের জীবনীমূলক গ্রন্থ *'আল-বুদূরুল মুযীয়া ফি তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ'*। কিতাবটি বৈরূত থেকে ছাপা হওয়ার পর তা বিশ্বের হানাফি ওলামা জগতে দারুণ সাড়া ফেলেছে। এতে উপমহাদেশ ও বাংলার বিদগ্ধ আলিমদের জীবনী বিশেষ গুরুত্বের সাথে সংযোজন করা হয়েছে। *আল-ইয়কুত ওয়াল জাওয়াহির*, ৮ খণ্ড; *নাসরুল লু'লু'উ ওয়াল মারজান*, ২ খণ্ড; *যাদুল মুহতাজ ইলা মুসতালাহিল ফিকহিয়্যাহ*, ৫ খণ্ড প্রভৃতি। এ ছাড়া বাংলায় *মাশায়েখে কুমিল্লা; রাহে সুন্নাত; ইযাহুল মুসলিম; ইসলামে মুরতাদদের শাস্তি; নারীর মূল্যায়ন; মাকবুল দু'আ* প্রভৃতি তাঁর মুদ্রিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রনিধানযোগ্য।[২৫৫] মুফতি হিফযুর রহমানের এ বিশাল সৃষ্টিকর্ম বিদ্যানুরাগীদের জ্ঞানের তৃষ্ণা নিবারণে অনন্য ভূমিকা রাখবে।

মাওলানা ফয়সল আহমদ জালালী [জন্ম:১৯৫৮]

জন্ম-পরিচিতি ; মাওলানা ফয়সল আহমদ জালালী[২৫৬] একজন বিচক্ষণ মুহাদ্দিস, গবেষক ও লেখক। তিনি ১৯৫৮ সালে সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার থানাধীন সুজলা-সুফলা নন্দিরফল গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জনাব জমশেদ আলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তার পিতা একজন আবিদ লোক ছিলেন।

শিক্ষাজীবন : বাল্যকালে পারিবারিক পরিমণ্ডলে মাওলানা জালালীর লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয়। অতঃপর স্থানীয় বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ করেন। কিশোর বয়সে তিনি বিয়ানী বাজার থানার মেওয়াস্থ বাহাদুরপুর জালালিয়া মাদরাসায় কাফিয়া জামাতে ভর্তি হন। অতঃপর কাসিমুল উলূম মাদরাসায় মিশকাত জামাত অধ্যয়ন করেন। তারপর ১৯৮৪ সালে ঢাকা দক্ষিণ গোপালগঞ্জের জামেয়া হোসাইনিয়া থেকে তাকমীল (দাওরায় হাদীস) জামাত সম্পন্ন করেন। তিনি শুধু কওমী ধারায় পড়াশুনা করেই ক্ষান্ত হননি; বরং ২০০২ সালে ঢাকা আলিয়া মাদরাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে ফাযিল এবং ২০০৪ সালে ঢাকা হোসাইনিয়া আলিয়া মাদরাসা থেকে প্রথম শ্রেণিতে কামিল হাদীস পাস করেন।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা শেষে বিয়ানী বাজারের বাহাদুরপুর জালালিয়া মাদরাসায় শিক্ষতার মধ্যদিয়ে তার কর্মজীবনের সূচনা। অতঃপর ২০০০ সালে তিনি দারুল উলূম মিরপুর-১৩ মাদরাসায় সিনিয় মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। তখন থেকে *মুসলিম শরীফ*সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ পাঠদান করে যাচ্ছেন। এর পাশাপাশি তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের একজন লেখক, গবেষক ও গ্রন্থকার। বাংলাদেশ ইসলামিক ল'রিসার্চ সেন্টারেরও তিনি একজন ইসলামী আইন গবেষক।

রচনাবলী : মাওলানা ফয়স আহমদ জালালী গ্রন্থ রচনায়ও বেশ অগ্রগামী। ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত যে সকল গ্রন্থের অনুবাদ, সংকলন ও সম্পাদনার সাথে তার অবদান জড়িয়ে আছে, তার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো-১. *সহীহ বুখারীর* বঙ্গানুবাদ সম্পাদনা (ইফাবা); *সহীহ মুসলিমের* বঙ্গানুবাদ সম্পাদনা (ইফাবা); *মুকাদ্দামায় মিশকাত* (অনুবাদের সম্পাদনা); *মাযাহিরে হক*(মিশকাতের ভাষ্যগ্রন্থের অনুবাদ ও সম্পাদনা); *ফতোয়া আলমগীরী* (আংশিক-অনুবাদ, ইফাবা); *হাদীস ও মাসাইলে আহনাফ* (সংকল ও অনুবাদ,

---

২৫৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

২৫৫ সাক্ষাৎকার: গবেষক কর্তৃক ২৮.৮.২০২০ তারিখে মুফতি হিফযুর রহমানের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে।

২৫৬ সাক্ষাৎকার: গবেষক কর্তৃক ২৩.১২.২০২০ তারিখে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ইফাবা); *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, আংশিক, ইফাবা; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, (সাহাবীদের জীবনী অংশ) ইফাবা; *সিরাত বিশ্বকোষ*, আংশিক, ইফাবা; *ফিকহ বিশ্বকোষ* (আংশিক) বাংলাদেশ ইসলামিক ল'রিসার্চ সেন্টার; প্রভৃতি।[২৫৭] মুহাদ্দিস জনাব জালালী সুদীর্ঘ ৩৬ বছর যাবৎ দারস-তাদরীসের মাধ্যমে বাংলাভাষী হাদীসবিদ সৃষ্টি এবং পাশাপাশি লেখা-লেখির মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় বেশ অবদান রেখে চলছেন। দয়াময় তার কলমে আরো সমৃদ্ধি দান করুন।

মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান [জন্মঃ ১৯৫৯ খ্রি.]

জন্ম পরিচিতি : মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান[২৫৮] কুমিল্লা জেলার বড়ুরা থানাধীন পত্র-পল্লবে সুশোভিত এক নিভৃত পল্লী মুরাবাজার গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ২৮ জানুয়ারি ১৯৫৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার মাতা মুসাম্মাত কারীমুন নিসা অত্যন্ত দীনদার, আবেদা, সালেহা এবং পিতা আলতাফ আলী একজন স্বনামধন্য ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন ।

শিক্ষাজীবন : শৈশবে মাওলানা হাবীবুর রহমান স্থানীয় মুরাবাজাল ফয়জুল উলূম মাদরাসায় ভর্তি হন। তিনি অত্র মাদরাসায় হিদায়েতুন নাহু জামাআত পর্যন্ত পড়ার পর হিফজ বিভাগে ভর্তি হয়ে মাত্র এক বছর সাত মাস ছয় দিনে হিফজুল কুরআন সম্পন্ন করেন। অতঃপর ১৯৭২ সালে তিনি চট্টগ্রামের মেখহল মাদরাসায় কাফিয়া; তারপরে ১৯৭৪-১৯৭৬ সাল পর্যন্ত হাটহাজারী মাদরাসায় মিশকাত জামাআত পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। জ্ঞান পিপাষু এ শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ভারতের দেওবন্দ মাদরাসায় ভর্তি হন। তথায় তিনি ১৯৭৬-৮০ সাল পর্যন্ত জালালাইন থেকে দাওরা হাদীস পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। উল্লেখ্য, এ মেধাবী আলিম শিক্ষা জীবনে কখনও দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেননি। তার শিক্ষকদের মধ্যে মেখহলের মাওলানা সাইফুল ইসলাম ও মুফতি ফয়জুল্লাহ, হাটহাজারীর মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা আহমদ শফী, দেওবন্দের মাওলানা কারী তৈয়্যব, মাওলানা নাসীর আহমাদ খান, সাঈদ আহমদ পালনপুরী (রহ.) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : দেওবন্দ থেকে দেশে ফিরে মাওলানা হাবীবুর রহমান ১৯৮০ সালে জামেয়া এমদাদীয়া কিশোরগঞ্জ মাদরাসায় মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। তিনি সেখানে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ আট বছর দ্বীনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দারস প্রদান করেন; বিশেষত: *মিশকাত শরীফ, সহীহ মুসলিম, সুনান আবী দাউদ ও সুনান ইবন মাজাহ* সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ সুনামেরসাথে অধ্যাপনা করছেন। অতঃপর তিনি ১৯৮৯ সালে শায়খুল হাদীস পদে ঢাকার দারুর রাশাদ মাদরাসায় যোগদান করেন এবং বর্তমান পর্যন্ত *সহীহ বুখারীসহ* হাদীসের অন্যান্য কিতাবের পাঠদানে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। এ ছাড়াও তিনি মিরপুর মহিলা মাদরাসা, বায়তুস সালাম মাদরাসা, ঢালকানগরের জামেয়া হাকীমুল উম্মত মাদরাসা, জামেয়া আমিন মোহাম্মদ ইত্যাদি মাদরাসায় (অতিথি) শায়খুল হাদীস হিসেবে *সহীহ বুখারীর* পাঠদান করে থাকেন। তার এ দীর্ঘ ৪১ বছরের শিক্ষকতার জীবনে অসংখ্য আলিম, মুহাদ্দিস সৃষ্টি হয়েছে, যারা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হাদীসশাস্ত্রের পাঠদান করে যাচ্ছেন। তন্মধ্যে কয়েক জন হচ্ছেন- মাওলানা আশরাফ আলী, শায়খুল হাদীস, বরমী মাদরাসা, শ্রীনগর, গাজীপুর; মাওলানা আবু বকর, শায়খুল হাদীস, সাভার মাদরাসা, ঢাকা; মাওলানা নূরুল আলম, মুহাদ্দিস, ইসলামপুর মাদরাসা, ময়মিনসিংহ; মাওলানা তাজুল ইসলাম, মুহাদ্দিস, খাগডহর মাদরাসা, ময়মনসিংহ; মুফতি নূর মুহাম্মদ, মাদানীনগর মাদরাসা; মাওলানা মুহিউদ্দিন, মাওলানা আব্দুল্লাহ ও মাওলানা ইলিয়াস, মুহাদ্দিস, দারুর রাশাদ মাদরাসা, ঢাকা প্রমুখ।

তার রচনাবলী : শায়খুল হাদীস মাওলানা হাবীবুর রহমান বাংলা ভাষায় হাদীসশাস্ত্র দারস-তাদরিসের ক্ষেত্রে যেমন অনন্য অবদান রাখছেন, ঠিক তেমনি লেখনীর জগতেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। একজন কলম সৈনিক হিসেবেও তিনি হাদীসশাস্ত্রের সেবা করে যাচ্ছেন। বাংলা ভাষায় তার রচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত যে সকল হাদীসগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ-১. *নাসরুল বারী শরহ সহীহুল বুখারী*, (১৩ খণ্ডে

---

২৫৭ *প্রাগুক্ত*

২৫৮ সাক্ষাৎকার: গবেষক ১৯-০৬-২০২১ তারিখে মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমানের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উল্লিখিত তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

অনূদিত); ২. *মুসলিম শরীফ*, (৬ খণ্ডে অনূদিত); ৩. *তিরমিযী শরীফ*, (৮ খণ্ডে অনূদিত); ৪. *আবু দাউদ শরীফ*, (৭ খণ্ডে অনূদিত); ৫. *নাসায়ী শরীফ*, (৬ খণ্ডে অনূদিত); ৬. *মুয়াত্তা ইমাম মালেক (রহ.);* ৭. *মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ (রহ.);* ৮. *সুনান ইবন মাজাহ* (প্রথম খণ্ড অনূদিত); ৯. *মিশকাত শরীফ* (৮ খণ্ডে অনূদিত); ১০. *ফাইযুল মুনঈম* ও ১১. *বায়ানুস সুনান* ইত্যাদি।[২৫৯]

মাওলানা মতিউর রহমান [জন্ম : ১৯৫৯ খ্রি.]

জন্ম পরিচিতি : মাওলানা মতিউর রহমান ময়মনসিংহ জেলার গফ্ফার গাঁও থানাধীন কাজা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১ মার্চ ১৯৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মৌলভী আব্দুল মান্নান একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

শিক্ষাজীবন : শৈশবে মাওলানা মতিউর রহমান[২৬০] স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে মাইজ বাড়ি শামসুল উলূম সিনিয়র মাদরাসায় দাখিল অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। অতঃপর ১৯৭১ সালে তিনি বড় কাটারা আশ্রাফিয়া মাদরাসায় ভর্তি হয়ে শরহ জামী পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর ১৯৭৫ সালে তিনি ফরিদাবাদ মাদরাসায় ভর্তি হয়ে শরহ বেকায়া, মিশকাত, জালালাইন ও দাওরায় হাদীস পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। জ্ঞান পিপাষু এ শিক্ষার্থী দেশে সীমানা ছাড়িয়ে ভারতের দেওবন্দ মাদরাসায় ভর্তি হন। ১৯৮০-১৯৮২ সাল পর্যন্ত তিনি তথায় পূনরায় দাওরা হাদীস অধ্যয়ন করেন। তার উল্লেখযোগ্য শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে বড় কাটরার মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মাওলানা তাফাজ্জুল হক, মুফতি মুহিউদ্দীন, আব্দুল খালেক প্রমুখ। উল্লেখ্য, তিনি তার শিক্ষাজীবনের সকল স্তরে প্রথম স্থান অধিকার করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : দেওবন্দ থেকে দেশে ফিরে মাওলানা মতিউর রহমান ১৯৮২ সালে ফরিদাবাদ জামেয়া এমদাদুল উলূম মাদরাসায় মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। তথায় তিনি ইলমি দীনের বিভিন্ন শাখায় দারস প্রদান করেন। বর্তমানে তিনি অত্র প্রতিষ্ঠানের নায়েবে মুহতামিমের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি *মিশকাত*, *সহীহ মুসলিম* (১ম), *বুখারী* (২য়) সহ অন্যান্য বিষয়ের পাঠদানে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

তার রচনাবলী : শায়খুল হাদীস মাওলানা মতিউর রহমান বাংলা ভাষায় তার রচিত ও অনূদিত যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তন্মধ্যে হাদীসগ্রন্থ দু'টি-১.*শামায়েলে তিরমিযী*, মুহাম্মাদী কুতুবখানা থেকে প্রকাশিত; ২. *মা'আরিফুল হাদীস*, দারুল কিতাব প্রকাশনী থেকে প্রকাশিতব্য।

ড. মাওলানা কাফীলুদ্দীন সরকার সালেহী [জন্ম : ১৯৬১ খ্রি.]

জন্ম পরিচিতি : ড. মাওলানা মুহাম্মদ কাফীলুদ্দীন সরকার সালেহী নীলফামারী জেলার ডোমার থানাধীন চিলাহাটী নিজভোগডাবুরী সরকার পাড়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১ মার্চ ১৯৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার মাতা মুসাম্মাত কামীলা খাতুন এবং পিতা মুহাম্মদ আসেমুদ্দীন সরকার একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

শিক্ষাজীবন : শৈশবে মাওলানা সালেহী স্থানীয় চিলাহাটী জামেউল উলূম ফাযিল মাদরাসায় ভর্তি হন। তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কৃতিত্বের সাথে সমাপ্ত করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসায় ভর্তি হয়ে দাওরায় হাদীস সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাৎ কামিল মাদরাসায় ভর্তি হয়ে কৃতিত্বের সাথে ১৯৮২ সালে ফাযিল শ্রেণিতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৯৮৪, ১৯৮৫, ১৯৮৭ এবং ১৯৮৯ সালে যথাক্রমে কামিল হাদীস ফিকহ, তাফসীর এবং আদব বিভাগ থেকে তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। অন্যদিকে তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রথম শ্রেণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ফিল. এবং পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। তার শিক্ষকগণের মধ্যে শায়খুল হাদীস মাওলানা নিয়ায মাখদুম খোতানী (রহ.), মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাদীর (রহ.), মাওলানা আব্দুর

---

২৫৯ *প্রাগুক্ত*

২৬০ সাক্ষাৎকার: গবেষক ১৯-০৬-২০২১ তারিখে মাওলানা মতিউর রহমানের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উল্লিখিত তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

রব খান (রহ.), মাওলানা মুফতী আ.ম.ম আহমাদুল্লাহ (রহ.), মাওলানা রিদওয়ানুল কারীম (রহ.), মাওলানা আব্দুল কাদির (রহ.), মাওলানা সুফী আব্দুর রশীদ (রহ.), মাওলানা রুহুল আমীন ফরায়েজী (রহ.), মুফতী আমজাদ হুসাইন (রহ.), ড. মুহাম্মদ সেকান্দার আলী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : মাওলানা সালেহী ১৯৮৪ সালে ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদরাসায় আরবী প্রভাষক পদে যোগদান করেন। অতঃপর তথায় কামিল তাফসীর বিভাগ চালু হলে তিনি বিভাগীয় প্রধান পদে যোগদান করেন। তারপর তিনি ঢাকাস্থ মুহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়ার প্রধান মুহাদ্দিস, ধামতি ইসলামিয়া কামিল মাদরাসায় উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা নেছারিয়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ পদে কর্মরত থাকেন।

এ ছাড়াও মাওলানা সালেহী শান্তিনগরস্থ আমিনবাগ জামে মসজিদের খতীব, সেন্ট্রাল শরীয়াহ কাউন্সিল এবং বেশ কয়েকটি ইসলামি ব্যাংকের সদস্য, ইসলামী ইন্সুরেন্স কোম্পানির শরীয়াহ এ্যাডভাইজরী বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের গভর্নরের দায়িত্ব পালন করছেন। মাওলানা সালেহী একজন মিডিয়া ব্যক্তিত্বও বটে। তিনি বাংলাদেশ বেতার ও বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের ভাষ্যকার এবং উপস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তার ছাত্রদের মধ্যে খ্যাতিমান কয়েকজন হচ্ছেন- ১. আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রিন্সিপ্যাল দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, ২. মাওলানা তৈয়বুর রহমান (র.), প্রধান মুহাদ্দিস ছারছীনা আলিয়া মাদরাসা; ৩. মাওলানা খলিলুর রহমান নেছারাবাদী, প্রিন্সিপ্যাল ঝালকাঠি এন.এস. কামিল মাদরাসা; ৪. ড. ওয়ালি উল্লাহ, অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়; ৫. ড. গোলাম রব্বানী, অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়; ৬. ড. মাহবুবুর রহমান, অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়; ৭. ড. মফিজুর রহমান, অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রমুখ।

রচনাবলী : মাওলানা সালেহী লিখিত এ যাবৎ মোট ১৭টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে–১. *প্রসিদ্ধ ছয় হাদীসের ইমামগণের ইজতিহাদ: একটি পর্যালোচনা* (এটি তার অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভ); ২. *ইমাম বুখারি (র.) এর ইজতিহাদ: একটি পর্যালোচনা* (এটি তার অপ্রকাশিত এম.ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভ); ৩. *পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে শবে বারা'আত*; ৪. *বিশ্বনবী (সা.) এর রওযা মুবারক যিয়ারত ও মদীনা মুনাওয়ারার ফযীলত*; ৫. *যমযম কুপের ইতিকথা*; ৬. *পবিত্র কুরআন সুন্নাহর আলোকে সচিত্র সহীহ অযূ-নামায;* ৭. *১১৩ মাসআলায় বিভ্রান্তির সমাধান*; ৮. *হাদীস বিশারদ ও ওলীয়ে কামিল ইমাম আবু হানীফা (র.)* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[২৬১]

মাওলানা আহমদ মায়মূন [জন্ম : ১৯৬২ খ্রি.]

নাম ও পরিচয় : ১৯৬২ সালে মাওলানা আহমদ মায়মূন নোয়াখালী জেলার হাতিয়ার অন্তর্গত দক্ষিণ গামছাখালী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা হাজী আলী মুর্তুজা একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিত্ব। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা তার পরিবার ও স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন : বালক আহমদ মায়মূন ১৯৭৭ সালে তিনি ফয়জুল উলূম মাদরাসায় ভর্তি হন। এখানে তিনি চার বছর লেখাপড়া করেন। ১৯৮১ সালে তিনি হাটহাজারী মাদরাসায় শরহে জামী জামাতে ভর্তি হয়ে ১৯৮৪ সালে মিশকাত জামাত সমাপ্ত করেন। উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৮৪ সালের জুন মাসে দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন এবং তথায় মিশকাত থেকে দাওরা হাদীস পর্যন্ত সমাপ্ত করেন। তার উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণের মধ্যে হাতিয়ার মুফতি সাইদুল ইসলাম হাটহাজারীতে মাওলানা আহমদ শফী, মুফতি আহমদুল হক, শায়খ আহমদ এবং দারুলূম দেওবন্দে নাসির আহমদ, আব্দুল হক আজমী, নে'মাতুল্লাহ আজমী, কামরুদ্দিন আহমদ গৌরপুরী, আরশাদ মাদানী, সিরাজুল হক ও মুহাম্মদ হোসাইন বিহারী (রহ.) প্রমুখের নিকট হাদীসশাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : তিনি ১৯৮৮ সালে জামিয়া শারইয়া মালিবাগে সহকারী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি সিনিয়র মুহাদ্দিস হিসেবে তাকমিল জামাতে *মুসলিম শরীফ* সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের পাঠদান করে যাচ্ছেন। এ ছাড়া তিনি মারকাযুল উলূম ঢাকায় ১২ বছর যাবৎ *বুখারী শরীফের* দারস প্রদান করছেন। তার প্রসিদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে শায়খুল হাদীস মাসউদুল কারীম, টঙ্গী দারুল উলূম চেরাগআলী ঢাকা, আব্দুল

২৬১ বাংলাদেশ ইসলামিক স্টাডিজ ফোরাম কর্তৃক ড. কাফিলুদ্দীন সালেহীকে *সংবর্ধনা স্মারক*, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

আখের এবং যুবায়ের আশ্রাফ, মুহাদ্দিস, মারকাযুল উলূম ঢাকা, মুফতি আব্দুস সালাম ও মাওলানা নাসিম আরাফাত, মুহাদ্দিস জামিয়া শারইয়া মালিবাগ ঢাকা প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

রচনাবলী : মাওলানা মায়মূন অধ্যাপনার পাশাপাশি গ্রন্থ রচনায়ও বেশ অবদান রাখছেন। বাংলা ভাষায় তার রচিত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে–১. *মিশকাত শরীফ*, রচনা ও সম্পাদনা, ইসলামিয়া কুতুবখানা ঢাকা; ২. *রিয়াদুস সালিহীন* রচনা ও সম্পাদনা, ইসলামিয়া কুতুবখানা ঢাকা; ৩. *বুখারী শরীফ*, সম্পাদনা ইফাবা; ৪. *বেহেশতী জেওর*, ৫. *বেহেশতী গাওহার*, ৬. *নূরুল ইযাহ* ও ৭. *দোয়া আখেরাইন* (সম্পাদনা) প্রভৃতি।[২৬২]

উল্লেখ্য, মাওলানা মায়মূন সুদীর্ঘ ৩৩ বছর অধ্যাপনা জীবনে হাদীস গ্রন্থ পাঠদান, ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে পবিত্র হাদীসের প্রচার-প্রসার এবং গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান রাখছেন। তিনি দীর্ঘ অধ্যাপনা জীবনে যে সকল বাংলাভাষী হাদীসবিদ তৈরী করছেন, তারাও বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা ও প্রচারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন।

ড. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ শরাফত আলী [জন্ম: ১৯৬২ খ্রি.]

নাম ও পরিচয় : ড. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ শরাফত আলী ১৯৬২ সালে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী থানাধীন পিংগলিয়া গ্রামের এক ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আব্দুল গফুর ও মাতার নাম মোসাম্মত রূপজান বিবি।

শিক্ষা জীবন : তিনি পিংগলিয়া ইবতিদায়ী মাদরাসা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। তারপর নড়াইল জেলার লাহোরিয়া ফাযিল মাদরাসা অল্প কিছুদিন পড়াশুনা করেন। অতঃপর গোয়ালগ্রাম আলিয়া মাদরাসায় ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ফাযিল পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তিনি ১৯৭৬ সালে দাখিল, ১৯৭৮ সালে আলিম ও ১৯৮০ সালে ফাযিল শ্রেণির কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদরাসা থেকে কামিল হাদীস বিভাগে অধ্যয়ন করে ১৯৮২ সালের বোর্ড পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তার শিক্ষকদের মধ্যে মাওলানা নিয়াজ মাখদুম খোতানী (রহ.), শরীফ আব্দুল কাদির (রহ.), আ.ম.ম. আহমাদুল্লাহ (রহ.), মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ হুসাইন সাহেব (রহ.), মাওলানা মুফতী মুস্তাফা হামিদী (রহ.), মাওলানা আব্দুর রব খান (রহ.), মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল কাদির (রহ.) প্রমুখ। তারপর মাওলানা শরাফত আলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেট ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষা দেন। পরবর্তীতে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স কোর্স সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি ২০০৯ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে *"ইসলামের দৃষ্টিতে পোশাক পরিচ্ছদ: দেশ ও কালগত বিবর্তন"* শিরোনামে অভিসন্দর্ভ রচনা করে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : ড. মাওলানা শরাফত আলী ১৯৮২ সালের ১ সেপ্টেম্বর গোয়ালগ্রাম কামিল মাদরাসায় আরবী প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ১৯৮৬ সালে উক্ত মাদরাসার মুহাদ্দিস পদে পদোন্নতি লাভ করেন। অতঃপর ১৯৮৯ সালের ১ জুলাই তিনি মাদারীপুর আহমাদিয়া কামিল মাদরাসায় মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। একই বছর (১৯৮৯ সালের) ১ অক্টোবর ছারছীনা দারুসসুন্নাত কামিল মাদরাসায় মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল পদে পদোন্নতি লাভ করে ২০০৯ পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকেন। ২০০৯ সাল থেকে ২০১১ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১১ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োজিত আছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ড. কাউসার মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ, ড. মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম, ড. মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, মাওলানা মুহাম্মদ সমশের আলী, ড. মাওলানা মোরশেদ আলম, মাওলানা আব্দুল লতিফ শেখ, মাওলানা শাহজালাল, মাওলানা আজাদ হুসাইন, মাওলানা মনিরুল ইসলামসহ অসংখ্য হাদীসবিদ। হাদীসশাস্ত্রের এ মহান সেবক দীর্ঘ ৩৯ বছর যাবৎ বাংলা ভাষায় হাদীস অধ্যাপনার মাধ্যমে যে সকল হাদীসবিদ তৈরি করেছেন এবং করছেন তারাও হাদীসের পঠন-পাঠনের মাধ্যমে অবদান রাখছেন।

---

২৬২ সাক্ষাৎকার: গবেষক ২৮.১২.২০২০ তারিখে মাওলানা আহমদ মায়মূনের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উল্লিখিত তথ্যাবলি অবগত হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন পদে তাঁর দায়িত্ব পালন : তিনি ছারছীনা মাদরাসা থেকে প্রকাশিত মাসিক কুঁড়ি মুকুল ও পাক্ষিক তাবলীগ পত্রিকার সম্পাদক, বাংলাদেশ জমিয়তে হিযবুল্লাহর নাজেমে আ'লা, বাংলাদেশ দ্বীনিয়া মাদরাসা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান, জমিয়াতুল মুদাররিসীনের সহসভাপতি, পিরোজপুর জেলার জমিয়াতুল মুদাররিসীনের সভাপতি এবং ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদরাসার বর্তমান অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

লেখালেখি : সৃজনশীল লেখক ও গবেষক ড. সাইয়্যেদ শরাফত আলী রচিত বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন গবেষণা ও ইসলামী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া তার রচিত অপ্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে-

১. *'ইসলামের দৃষ্টিতে পোশাক পরিচ্ছদ: দেশ ও কালগত বিবর্তন'* এটি তার অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ।

২. *'হারাকাতুত তাশকীক ফি সুন্নাতিন নববিয়্যাহ: আশ-শুবহা ওয়াল মা'আলাত'* এটিও তার আরবী ভাষায় রচিত (অপ্রকাশিত) হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ। যার মাধ্যমে সুন্নাহ এর ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় দূর করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।[২৬৩]

মাওলানা দিলাওয়ার হোসাইন [জন্ম: ১৯৬২ খ্রি.]

জন্ম ও বংশ : ১২৫৮ সালে হযরত শাহজালাল ইয়ামানী (রহ.) ৩৬০ জন সাথী নিয়ে বাংলাদেশে আগমন করেন। তাদের অন্যতম ছিলেন মোল্লা দিওয়ান শাহ (রহ.)। তারই অধস্তন একাদশ পুরুষ হলেন মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন। তিনি মাওলানা দ্বীন মুহাম্মদ (রহ.) এর ঔরসে কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানাধীন বান্দুয়াইন গ্রামের মোল্লাবাড়ীতে ১৯৬২ মতান্তরে ১৯৬৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন।[২৬৪]

শিক্ষা জীবন : ১৯৬৭ সালে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনান্তে ১৯৭৪ সালে জামিয়া হোসাইনিয়া মাদানিয়া মাদরাসায় ভর্তি হয়ে হেদায়েতুননাহু পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তারপর ১৯৭৯ সালে চাঁদপুর শাহরাস্তি থানাধীন জামিয়া ইসলামিয়া খেড়ীহুর মাদরাসায় শরহে বেকায়া পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি ১৯৮২ সালে জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগে ভর্তি হয়ে চার বছর অধ্যয়ন শেষে ১৯৮৫ সালে তিনি দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন। উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে তিনি ১৯৮৫ সালে পাকিস্তানের করাচীতে গমন করেন। সেখানে পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র জামিয়া দারুল উলূম করাচীতে তাখাসসুস ফিল ফিকহী ওয়াল ইফতা বিভাগে ভর্তি হন এবং বিশ্বের অন্যতম ইসলামী ব্যক্তিত্ব, মুফতী তৃকী উসমানী এর তত্ত্বাবধানে সুদীর্ঘ ১১ বছর ফিকহ বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা করেন। অতঃপর হানাফী ফিকহের মূলনীতি বিষয়ক এক অনবদ্য গ্রন্থ *"আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির"*এর (গবেষণাপত্র) ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেন; যা ছয় খণ্ডে আঠারশত পৃষ্ঠার এক বিশালাকার ফিকহী কায়দার ব্যাখ্যা গ্রন্থ। ১৯৯১ সালে শায়খুল ইসলাম মুফতি তকী উসমানীর কাছে আধুনিক অর্থনীতি বিষয়ে বিশেষ কোর্স সম্পাদন করেন। সাথে সাথে তিনি পাকিস্তান শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ১৯৮৭ সালে এস.এস.সি, ১৯৮৯ সালে এইচ.এস.সি এবং ১৯৯১ সালে ডিগ্রি পাস করেন।[২৬৫]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : ১৯৯১ সালে জামিয়া দারুল উলূম করাচী এর তাসনীফ (রচনা বিভাগের) সদস্য হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। দেশে ফিরে তিনি ১৯৯৭ সালে জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম, মিরপুর-১ ঢাকা এর প্রিন্সিপ্যালের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং জামিয়া আশরাফিয়া চারাবাগ, সাভার এবং দারুল উলূম বান্দুয়াইল, কুমিল্লা এর মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া তার তত্ত্বাবধানে (মারকাযুল বুহুস আল ইসলামিয়া নামে) একটি ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। তা ছাড়া তিনি জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম, মিরপুর-১ এর শায়খুল হাদীস হিসেবে সহীহ বুখারীসহ অন্যন্য হাদীসের কিতাবের দারস প্রদান করছেন এবং সিরাজগঞ্জের জামিয়া উলূম আল ইসলামিয়া কওমী মাদরাসার প্রধান মুফতীর দায়িত্ব পালন করছেন। [২৬৬]

রচনাবলী : মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন দারস-তাদরিসের পাশাপাশি লেখালেখিতেও বেশ অবদান রাখছেন। তার রচিত কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে–

---

২৬৩ সাক্ষাৎকার : ২২.০১.২০২১ তারিখে গবেষক ড. মুহাম্মদ সাইয়্যেদ শরাফত আলীর সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত তথ্যাবলি সংগ্রহ করেছেন। বি.দ্র.: মুহাম্মদ কাওসার বিন আব্দুল গনি সম্পাদিত, *স্মৃতি স্মারক-২০১২* (কামিল হাদীস), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০-৭১

২৬৪ মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন, *ইসলাম ও আধুনিক শিক্ষা চিকৎসা*, ঢাকা: সাদ প্রকাশনী ,মীরপুর-১, ২০২০খ্রি., পৃ ৩

২৬৫ বি.দ্র.: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪-৭

২৬৬ বি.দ্র.: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭-১৭

Dhaka University Institutional Repository

১ *আশ-শারহুন নাযির*, আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির এর কাওয়ায়িদ অংশের ব্যাখ্যা গ্রন্থ, ১০ খণ্ড (আরবী ভাষায় রচিত অপ্রকাশিত কাওয়ায়েদুল ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থ)
২ *শবে বরাত ফী লায়লাতিল বারাআহ* (আরবী পাণ্ডুলিপি)
৩ *শবে বরাতের তত্ত্বকথা* (বাংলা ভাষায়, প্রকাশিত)
৪ *ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা* (বাংলা ভাষায়, প্রকাশিত)
৫ *আত-ত্বিবয়ান ফি লাইলাতিন নিছফি মিন শাবান* (উর্দু ভাষায়, প্রকাশিত)
৬ *আল জুন্নাহ ফি তাহফীকি হাদীসি আল হাসান ওয়াল হোসাইন সায়্যিদা শাবাবি আহলিল জান্নাহ* (আরবী ভাষায় প্রকাশিত, পাকিস্তান)
৭ *আল আম্বার আলাল মিম্বার* (আরবী, পাণ্ডুলিপি)
৮ *সানারাতুস সিরাজ ফী মাকানাতিল ফিওয়ায* (আরবী, পাণ্ডুলিপি)
৯ *খাইরুল কালাম ফিস সালাতে ওয়াস সালাম আলা খাইরিল আনাম* (আরবী, পাণ্ডুলিপি)
১০ *নায়নুল আমলে ফি ইসকাতিল হামাল* (উর্দু ভাষায় প্রকাশিত, পাকিস্তান)
১১ *তাতাব্বুয়ি রুখাসিল মাযাহির ওয়া আহকামুহা* (আরবী, পাণ্ডলিপি)
১২ *মাজমুআতুল ফাওয়াইদ* (আরবী, পাণ্ডুলিপি), প্রভৃতি।

উচ্চতর ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন : দেশে ফিরে তিনি তাঁর কিছু ঘনিষ্ঠবন্ধুদের সাথে নিয়ে ১৯৯৫ সালে ঢাকার মিরপুরে "মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া" নামে একটি নতুন ধারার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। অতঃপর তিনি ২০০০ সালে মিরপুর ১নং সেকশনে গড়ে তুলেন একটি বৃহৎ ইসলামী প্রতিষ্ঠান। যাতে বর্তমানে দাওরায়ে হাদীসসহ (মাস্টার্স) উচ্চতর গবেষণামূলক শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরের পাঁচটি বিভাগ রয়েছে। যথা: ১. তাফসীর বিভাগ; ২. হাদীস বিভাগ; ৩. ইফতা বিভাগ; ৪. আদব বিভাগ ও ৫. ইতিহাস বিভাগ। ২০০৬ সালে "মারকাযুল বুহুস আল ইসলামিয়া ঢাকা" নামে আরো একটি ইসলামী উচ্চতর গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন।[২৬৭] বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মুফতি দিলাওয়ার হোসাইন সুদীর্ঘ ৩০ বছর যাবৎ লেখা-লেখি, গ্রন্থ রচনা, মাদরাসা ও ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, পঠন-পাঠন, গবেষণা ও অধ্যাপনার মধ্যদিয়ে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অনন্য অবদান রেখে চলছেন।

মাওলানা মাহমুদুল হাসান আল-মাদানী [জন্ম : ১৯৬৩ খ্রি.]

জন্ম-পরিচিতি : হাফিজ মাওলানা মাহমুদুল হাসান লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি থানাধীন চরসীতা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত দীনদার মুসলিম পরিবারে ১৯৬৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা হাফিজ তরীকুল্লাহ এবং মাতা শাহজাদী বেগমের চার সন্তানের মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ।

শিক্ষাজীবন : তিনি স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনান্তে দ্বীনি ইলম শিক্ষার উদ্দেশ্যে চরকলাকোপা কারামাতিয়া আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন এবং উক্ত মাদরাসা থেকে তিনি বোর্ড পরীক্ষায় ১৯৭২ সালে দাখিলে সম্মিলিত মেধাতালিকায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান, ১৯৭৪ সালে আলিমে প্রথম স্থান, ১৯৭৬ সালে ফাযিলে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ১৯৭৮ সালে নোয়াখালী কারামতিয়া আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে ৪র্থ স্থান অধিকার করেন। অতঃপর তিনি ১৯৭৮ সালে হাটহাজারী মাদরাসায় ভর্তি হন। তারপর ১৯৭৯ সালে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গমন করেন। ১৯৮৩ সালে কৃতিত্বের সাথে বি.এ (সম্মান) ডিগ্রি অর্জন করেন এবং একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৪ সালে সফলতার সাথে এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। তার উল্লেখযোগ্য শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন মাওলানা গোলাম কিবরিয়া, মাওলানা রফিকুল্লাহ, মাওলানা হাফিজুল্লাহ; আরবের ড. মাহমুদ সিবওয়াই, ড. আবুবকর আল-যাজায়েরী প্রমুখ।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : শিক্ষা জীবন শেষে সৌদি সরকারের মুবাল্লিগ হিসেবে ১৯৮৮ সালে পাকিস্তানের জামেয়া আবুবকর আল-ইসলামিয়া করাচীতে যোগদান করেন। অতঃপর ১৯৮৯ সালে দেশে ফিরে জামে'আ কাসিমিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৯৫ সালে উক্ত মাদরাসার ভাইস

২৬৭ বি.দ্র.: *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৮-১৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি শায়খুল হাদীস হিসেবে সহীহ বুখারীসহ অন্যান্য গ্রন্থাদি দারস দিয়ে যাচ্ছেন। তার উল্লেখযোগ্য ছাত্রবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন মাওলানা ফয়জুল্লাহ বাহার, ভাইস প্রিন্সিপ্যাল, সিলেট শাহজালাল আলিয়া মাদরাসা; ড. মুহাম্মদ ইউসুফ, অধ্যাপক আরবী বিভাগ, ঢাবি; ড. মাওলানা লুৎফর রহমান, ভাইস প্রিন্সিপ্যাল, উত্তর বাড্ডা কামিল মাদরাসা; মাওলানা মাহমুদুর রহমান ও মাওলানা সাখাওয়াত হোসাইন, মুহাদ্দিস, উত্তর বাড্ডা কামিল মাদারাসা প্রমুখ। তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে সরাসরি হাদীস বিষয়ক না থাকলেও কুরআন-হাদীস নির্ভর কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে ১.*বিদআত ও তার মন্দ প্রভাব সমূহ* ২. *শিরক ও তার ভয়াবহতা* ৩. *ইবাদাতের নামে প্রচলিত বিদআত সমূহ* ৪. *সাহাবা কিরামের মর্যাদা* ৫. *হাফেজে কুরআনের গুণাবলি*, প্রভৃতি। এছাড়াও তার অনুবাদমুলক গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে– ১. *সহজ তাওহীদ* ২. *সুরা কাহাফের তাফসীর* ৩. *কুরআন দিয়ে নিজের চিকিৎসা* প্রভৃতি।[২৬৮]

মাওলানা আব্দুল মতিন [জন্ম :১৯৬৪ খ্রি.]

পরিচিতি : সমকালের একজন খ্যাতিমান আলিম ও হাদীসবিশারদ মাওলানা আব্দুল মতিন ১৯৬৪ সালে রংপুর জেলার পীরগাছা থানার বড় পালসিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন : প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি স্থানীয় মাদরাসা থেকে ১৯৮০ সালে দাখিল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৮৫ সালে তিনি কওমী মাদরাসা বোর্ডের অধীন মালিবাগ জামেয়া শারইয়্যাহ থেকে মিশকাত জামাতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৮৬ সালে বেফাক পরীক্ষায় দাওরা হাদীসে প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯৮৯ সালে দারুল উলূম দেওবন্দ দাওরায়ে হাদীসে ভর্তি হন এবং কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ন হন।[২৬৯]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : মাওলানা আব্দুল মতিন ১৯৮৭ সালে বরমী জামেয়া আনোয়ারিয়া মাদরাসায় সহীহ বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী শরীফ পাঠ দানের মধ্যদিয়ে কর্মজীবনের সূচনা করেন। তবে দুই বছর অধ্যাপনার পরে তিনি উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন। অতঃপর ১৯৮৯ সালে হাদীস শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে ঢাকার জামেয়া মাদানিয়া রাজফুলবাড়িয়া, চৌধুরীপাড়া মাদরাসা ও জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ মাদরাসায় শায়খুল হাদীস হিসেবে প্রায় দুই যুগ হাদীসশাস্ত্র অধ্যাপনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। বর্তমানে তিনি ঢাকার অন্যতম স্বনামধন্য বিদ্যাপীঠ জমিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া তেজগাওয়ে হাদীসশাস্ত্র পাঠদান ও গবেষণার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

তার রচনাবলী : গ্রন্থ রচনায় তার অবদান উল্লেখযোগ্য। তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে– ১. *বুখারী শরীফ* (আংশিক বঙ্গানুবাদ); ২. *মুসলিম শরীফ* (আংশিক বঙ্গানুবাদ); ৩. *ফয়জুল বারী* (আংশিক বঙ্গানুবাদ); ৪. *'ইলাউস সুনান* (আংশিক বঙ্গানুবাদ); ৫. *ফাতওয়া মাসাইল* (আংশিক); ৬. *ইসলামী বিশ্বকোষ* (আংশিক); ৭. *আদ-দুরারুস সামীনাহ ফী মুস্তালাহিস সুন্নাহ* (আরবী); ৮. *বাইবেলে বিকৃতি: তথ্য ও প্রমাণ*; ৯. *খ্রিষ্টবাদে বিকৃতি: তথ্য ও প্রমাণ;* ১০. *দলিল সহ নামাযের মাসায়েল*।[২৭০] বিদগ্ধ এই হাদীসবিশারদ দীর্ঘ ৩৩ বছরের ইলমি হাদীসের অধ্যাপনা, গবেষণা ও লিখনীর মাধ্যমে বাংলাভাষী হাদীসবিদ সৃষ্টি এবং বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা ও প্রচার-প্রসারে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে চলছেন।

মাওলানা লিয়াকত আলী [জন্ম :১৯৬৫ খ্রি.]

পরিচিতি ও শিক্ষাজীবন : মুহাদ্দিস ও সাংবাদিক মাওলানা লিয়াকত আলী ১৯৬৫ সালের ১২ মে খুলনার গুমানতলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আবদুস সবুর সরদার এবং মাতা অভিজান বিবি। বালক লিয়াকত নিজ গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সূচনা করেন। অতঃপর ঈশ্বরীপুরে এ. ছোবহান বহুমুখি উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করে গওহারডাঙ্গা দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম মাদরাসায়

২৬৮ সাক্ষাৎকার: ৩০.০১.২০২১ তারিখে গবেষক সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত তথ্যাবলি সংগ্রহ করেছেন।

২৬৯ মাওলানা আব্দুল মতিন, *দলিলসহ নামাযের মাসায়েল*, ঢাকা: মাকতাবাতুল আযহার, এপ্রিল-২০১১খ্রি., পৃ. (কাভারপেজের লেখক পরিচিতি)

২৭০ *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

ভর্তি হয়ে হেদায়াতুন নাহব পর্যন্ত সম্পন্ন করেন। তারপর তিনি পার্শ্ববর্তী বাশবাড়িয়া মাদরাসায় ভর্তি হয়ে জালালাইন শরীফ সম্পন্ন করে ঢাকাস্থ জামিয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগে ভর্তি হন এবং উক্ত মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন। তার শিক্ষকগণের মধ্যে রয়েছেন মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহ.), মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ (রহ.), শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক (রহ.), মাওলানা মুফতি আব্দুল মুয়েজ (রহ.), মাওলানা আব্দুল মজিদ (রহ.), মাওলানা আব্দুর রহমান (রহ.), মাওলানা শামসুল আলম (রহ.) প্রমুখ। মাদরাসায় পড়াশুনার পাশাপাশি তিনি সাধারণ শিক্ষাও চালিয়ে যান। এস.এস.সিতে তিনি যশোর বোর্ডে মেধাতালিকায় মানবিকে ৬ষ্ঠ এবং এইচ.এসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে ৭ম স্থান অধিকার করেন। সেই ধারাবাহিকতায় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় বি.এ (অনার্স) ও এম.এ (মাস্টার্স) সম্পন্ন করেন।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : তিনি ১৯৮৯ থেকে রাজধানী ঢাকার মাদরাসা দারুর রাশাদের মুহাদ্দিস ও শিক্ষা সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়া তিনি জামিয়া রহমানিয়া আরাবিয়া মোহাম্মদপুরের (খণ্ডকালীন) সিনিয়র মুহাদ্দিস হিসেবে সুনান তিরমিযী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ দারস দিচ্ছেন। পাশাপাশি তিনি নদওয়াতুল উলামা কেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক ইসলামি সাহিত্য সংস্থার ঢাকা ব্যুরোর সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে কাজ করছেন। সম্পাদনা করছেন মাসিক আর-রাশাদ ম্যাগাজিন।[২৭১] মুহাদ্দিস হিসেবে বাংলাভাষী হাদীসবিদ তৈরির পাশাপাশি তিনি প্রচার মাধ্যমেও হাদীসের চর্চা করে যাচ্ছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় তিনি দৈনিক মুজাদ্দিদ পত্রিকায় সাব-এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি জাতীয় দৈনিক নয়া দিগন্তের সিনিয়র সহ-সম্পাদক হিসেবে কর্মরত আছেন। পত্রিকাটির পথচলা শুরু থেকেই তিনি এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

ড. মুহাম্মদ আবু ইউসুফ খান [জন্ম :১৯৬৮ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচয় : প্রাকৃতিক লীলাভূমি নদী আর পাহাড় ঘেরা বৃহত্তর মোমেনশাহীর বর্তমান নেত্রকোনা জেলার এক বিখ্যাত আলিমে দ্বীন মাওলানা মুহাম্মদ মফিজ উদ্দিন এবং আবিদা আখতার দম্পতির ঘরে ১২ মার্চ ১৯৬৮ সালে ড. মুফতী মুহাম্মদ আবু ইউসুফ খান জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন : মুফতী আবু ইউসুফ খানের পারিবারিক পরিমণ্ডলে পড়ালেখার হাতেখড়ি হলেও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তিনি জামিয়া মিফতাহুল উলূম মাদরাসায় লেখাপড়া শুরু করেন। তারপর তিনি জামেয়াতুল ইসলামিয়া মোমেনশাহীতে কিছু দিন জ্ঞানান্বেষণ করেন। সেখান থেকে তিনি ঢাকার জামিউল উলূম ইমদাদিয়া ফরিদাবাদ মাদরাসায় ভর্তি হয়ে শরহ জামী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ১৯৭৮ সালে তিনি ঢাকার বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিআ কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগে ভর্তি হয়ে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ১৯৮৫ সালে দাওরায়ে হাদীসের বোর্ড পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণিতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনি কওমী ধারার পাশাপাশি আলিয়া ধারার শিক্ষা অর্জনেও ব্রতী হন। মনকান্দা ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা থেকে তিনি যথাক্রমে ১৯৮২ সালে দাখিল এবং ১৯৮৪ সালে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি ১৯৮৬ সালে মুক্তাগাছা আব্বাসিয়া কামিল মাদরাসা থেকে ফাযিল এবং ১৯৯০ সালে সরকারি মাদরাসায়ে আলিয়া থেকে প্রথম বিভাগে কামিল ফিকহ ডিগ্রি অর্জন করেন। এ ছাড়াও তিনি ১৯৯০ সালে বি.এ. (পাস) এবং ১৯৯৪ এম.এ. শ্রেণিতে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি সৌদি আরবের কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৯৩ সালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সার্টিফিকেট অব প্রফিসিয়েন্সি ইন এরাবিক লেংগুয়েজ ডিগ্রি লাভ করেন এবং একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সার্টিফিকেট কোর্স অব ইসলামিক শরীয়ার এক্সিলেন্ট সনদ প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি দেশে ফিরে ২০০৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে প্রফেসর ড. আব্দুল মাবুদ এর তত্ত্বাবধানে *"উলূমুল হাদীস ও আরবী সাহিত্যে আব্দুল্লাহ ইবন মোবারক (রহ.) এর অবদান"* শিরোনামে অভিসন্দর্ভ রচনা করে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তার শিক্ষকগণের মধ্যে মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জি হুজুর, শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক, মুফতি ফজলুল হক আমিনী, প্রফেসর ড. আব্দুল মান্নান (ঢাবি), আরবের ড. রাবেদী ও ড. ইয়ামিন আলফী (রিয়াদ), প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ।

২৭১ সাক্ষাৎকার: গবেষক ৩০.১২.২০২০ তারিখে মাওলানা লিয়াকত আলীর সাক্ষাতকার গ্রহণের মাধ্যমে উল্লিখিত তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : তিনি শিক্ষাজীবন শেষে মুন্সিগঞ্জ জেলার জামিয়ায় হালিমিয়ায় মুহাদ্দিস পদে কর্ম জীবনের সূচনা করেন। অতঃপর এশিয়ান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এবং ভূতপূর্ব লেকচারার 'আরবী ভাষা কোর্স' বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর তিনি ১৯৮৯ সালে তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসায় আরবী প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ১৯৯৪ সালে সহকারী অধ্যাপক (আল-হাদীস) পদে পদোন্নতি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি অত্র মাদরাসায় প্রিন্সিপ্যাল পদে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নিজেকে *সহীহ বুখারী* ও *মুসলিম* অধ্যাপনায় নিয়োজিত রেখেছেন। তার ছাত্রদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মুহাম্মদ সামছুল আলম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ নিজাম উদ্দিন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মদ খায়রুল ইসলাম ও আবু তৈয়্যব মুহাম্মদ নাজমুস সাকিব প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তিনি দীর্ঘ ১৬ বছর যাবৎ হাদীসশাস্ত্র অধ্যাপনার পাশাপাশি জুমআর খুৎবা, সভা-সেমিনার, ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমেও বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা ও প্রচার-প্রসার করে যাচ্ছেন। এছাড়া ড. মুহাম্মদ আবু ইউসুফ খান ছোট-বড় মিলিয়ে এ পর্যন্ত ১৯টি গ্রন্থ রচনা এবং ১০টি গ্রন্থের অনুবাদ কর্ম সম্পাদন করেন।[২৭২]

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ [জন্ম :১৯৬৮ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচয় : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, পিরোজপুর জেলাধীন নেছারাবাদ (স্বরূপকাঠি) উপজেলার সবুজে ঘেরা এক নিভৃত পল্লী সেহাঙ্গল গ্রামে ১৯৬৮ সালে ১লা মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জনাব সুলতান হোসাইন (রহ.) অত্যন্ত মুখলিস, দীনদার-পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন; যিনি জীবনের বড় একটি সময় ছারছীনা আলিয়া মাদরাসার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তার মাতা মরহুমা রিজিয়া বেগমও (রহ.) একজন আবেদা, সালেহা, পর্দানশীন ও তাহাজ্জুদগুজার মহিয়সী নারী ছিলেন।

শিক্ষাজীবন : বালক আব্দুর রশীদ ছোট বেলাই ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাৎ কামিল মাদরাসায় ভর্তি হন। প্রতিভাধর এ মেধাবী শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে শিক্ষাজীবনের সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাৎ কামিল মাদরাসা থেকে ১৯৮০, ১৯৮২, ১৯৮৪ এবং ১৯৮৬ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল এবং কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় মেধাতালিকা অর্জনসহ প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ১৯৮৮ সালে বি.এ (সম্মান) এবং ১৯৮৯ সালে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। বি.এ (সম্মান) এবং এম.এ উভয় স্তরে তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বিরল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। পরবর্তীতে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০২ সালে তিনি *"শাহ ওয়ালী উল্লাহ দিহলাভী : জীবন ও কর্মধারা"* শিরোনামে অভিসন্দর্ভ রচনা করে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবন : শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে তিনি প্রায় দীর্ঘ এক যুগধরে জাতীয় দৈনিকের সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। অতঃপর ১৯৯৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে লেকচারার পদে যোগদান করেন এবং অধ্যাপনা জীবনের বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে ২০০৬ সালে প্রফেসর হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি ২০১৪ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত উক্ত বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর শতাধিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর তত্ত্বাবধানে ১৪ জন গবেষক এম.ফিল এবং ২১ জন গবেষক পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর হিসেবে অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি ড. সিরাজুল হক ইসলামী গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক এবং কবি জসীম উদ্দীন হলের প্রভোষ্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। দেশের ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি একজন পরিচিত মুখ। তিনি বিটিভি, বাংলা ভিশনসহ বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলে একজন জনপ্রিয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ও আলোচক হিসেবেও বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান রাখছেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমী, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য।

---

২৭২ সাক্ষাৎকার : ২১.০১.২০২১ তারিখে গবেষক সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত তথ্যাবলি সংগ্রহ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ এ্যালামনাই এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা এবং নির্বাচিত প্রসিডেন্টও তিনি। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার তিনি একজন সম্মানিত সিন্ডিকেট সদস্য। এ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন ব্যাংক ও বীমার শরীয়াহ সুপার ভাইজারি কমিটির একজন সম্মানিত সদস্য।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা জীবনের সূচনা লগ্ন থেকে তিনি বি এ (সম্মান) তৃতীয় বর্ষে *রিয়াদুস সালেহীন*, চতুর্থ বর্ষে *মিশকাতুল মাসাবীহ* এবং এম.এ শ্রেণিতে *সহীহুল বুখারী ও জামি তিরমিযী* পাঠদান করে যাচ্ছেন। তার (হাদীস) পাঠদানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, "যখন তিনি পাঠদান শুরু করেন তখন শিক্ষার্থীদের মাঝে বিরাজ করে এক মোহনীয় স্নিগ্ধতা। তার যাদুকরি উপস্থাপনায় শিক্ষার্থীরা প্রিয়নবীর বাণীর প্রতি মোহাচ্ছন্নতায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে; হৃদয় দিয়ে তা উপলব্দি করতে থাকে। এমনিভাবে ক্লাসের সময় মুহূর্তেই পেরিয়ে যায়; কিন্তু টেরই পাওয়া যায় না।" তিনি গবেষণার তত্ত্বাবধানের মাধ্যমেও হাদীস চর্চা করছেন। বর্তমান পর্যন্ত তাঁর তত্ত্বাবধানে ১৪ জন গবেষক এম.ফিল এবং ২১ জন গবেষক পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেছেন। তন্মধ্যে বেশি কিছু থিসিস রয়েছে হাদীস বিষয়ক। তিনি একজন ইসলামী মিডিয়ায় ব্যক্তিত্ব। পবিত্র হাদীসের প্রচার-প্রসারের কাজ করে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। তা ছাড়া তিনি খতীব হিসেবেও বেশ জনপ্রিয়। তিনি জুমআর খুৎবা এবং বিভিন্ন ওয়াজ-মাহফিল ও সভা-সেমিনারে বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমেও বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যাচ্ছেন।

রচনাবলী : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ যেমন একজন বিদগ্ধ গবেষক, তেমনি একজন সিদ্ধহস্ত লেখকও বটে। বিভিন্ন বিষয়ে তার গবেষণা, তত্ত্বাবধায়ন, সম্পাদনা ও রচনার সংখ্যা শতাধিক। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে- ১. *শাহ ওলী উল্লাহ দিহলবী: জীবন ও কর্মধারা* (এটি তার অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ); ২. *শায়খুল হাদীস আল্লামা নিয়াজ মাখদুম খোতানী আত-তুর্কিস্তানী (রহ.)*; ৩. *মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আবু জাফর সালেহ (রহ.) এর জীবন ও কর্ম;* ৪. *মানবতাবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব*; ৫. *দ্বীনের পাথেয়;* ৬. *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান;* ৭. *ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা* (৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণি); ৮. *ইসলামে মানবাধিকার*; ৯. *ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতি ও ইতিহাস;* ১০. *ইসলামী দাওয়াহ* ইত্যাদি।[২৭৩]

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক [জন্ম : ১৯৬৯ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচিতি : মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক কুমিল্লা জেলার সারাশপুরে ১৯৬৯ সালে এক সম্ভ্রান্ত আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মাওলানা শামসুল হক একজন বড় মাপের আলিম ও দ্বীনদার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তার পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে দ্বিতীয়।[২৭৪]

শিক্ষা জীবন : বালক আব্দুল মালেক মাতৃস্নেহে কুরআন মাজীদ ও প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। অতঃপর তিনি চাঁদপুরের শাহরাস্তির খিড়িহারা কওমী মাদরাসায় ভর্তি হয়ে তথায় তিনি মিশকাত জামাত পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি ১৯৮৮ পাকিস্তানের বিন্নুর টাউনের জামিয়া উলূমিল ইসলামিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে তাকমীল (মাস্টার্স) সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি ঐ জামিয়াতেই আব্দুর রশীদ নোমানীর তত্ত্বাবধানে তিন বছর হাদীসশাস্ত্র বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা করেন। ১৯৯১ সালে এই গবেষণাকর্ম শেষে (১৯৯২-১৯৯৩) দুই বছর দারুল উলূম করাচিতে মুফতি তাকী উসমানীর তত্ত্বাবধানে ফিকহ ও ফতওয়া বিষয়ে গবেষণায় উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে তিনি সৌদি আরবের রিয়াদে শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহর (মৃ.১৯৯৮ খ্রি.) তত্ত্বাবধানে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত প্রায় আড়াই বছর হাদীসশাস্ত্রসহ অন্যান্য গবেষণামূলক কাজের গবেষণা সহযোগী হিসেবে কাজ করেন।[২৭৫]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : ১৯৯৬ সালে তিনি ঢাকায় উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়ায় যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাসচিব এবং উলূমুল

---

২৭৩ সাক্ষাৎকার: ১২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে গবেষক সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত তথ্যাবলি সংগ্রহ করেছেন।

২৭৪ বি.দ্র.: মুহাম্মদ আবু সায়েম, *কালিমাতুন আন সিরাতিল মুহাদ্দিস ওয়াল ফকিহ আশ-শায়খ মুহাম্মদ আব্দুল মালিক আল-কুমিল্লায়ী*, ঢাকা: মারকাযুদ দা'ওয়াহ, ২০১৯, পৃ. ১১-২২

২৭৫ *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস (উচ্চতর হাদীস গবেষণা) অনুষদের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন। যেখানে সাধারণ দাওরায়ে হাদীস পাস করা শিক্ষার্থীরা পড়ার সুযোগ পায় না; বরং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে অতি মেধাবী অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীকে উচ্চতর গবেষণার সুযোগ দেওয়া হয়। ২০০৫ সাল থেকে মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়ার মুখপত্র হিসেবে '*মাসিক আল-কাউসার*' প্রকাশিত হচ্ছে এবং তখন থেকেই তিনি এই ইসলামী গবেষণাধর্মী পত্রিকার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এছাড়াও তিনি ঢাকার শান্তিনগরের আজরুন কারীম জামে মসজিদের খতিব এবং জামিয়াতুল উলূম আল ইসলামিয়া ঢাকার শায়খুল হাদীসের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি ২০১২ সালে বাংলাদেশ সরকার গঠিত কওমি মাদরাসা শিক্ষা কমিশনের একজন সম্মানিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। গ্রন্থ রচনায়ও তার অনন্য অবদান রয়েছে। তার রচিত ৫৭টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে মাসিক আলকাউসারসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি হাদীসশাস্ত্রীয় নবউদ্ভাবিত বিভ্রান্তির নিরসনমূলক রচনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে তার রচিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। যেগুলোর মাঝে কিছু ইতিমধ্যেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়াও তিনি বাংলা ও আরবী ভাষায় ২৯ টি গবেষণাধর্মী মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। সম্পাদনা করেছেন ১৩টি গ্রন্থ। তার উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ হলো- ১.*তালিবুল ইলমের পথ ও পাথেয়*; ২. *উম্মাহর ঐক্য: পথ ও পন্থা*; ৩. *তারাবীর রাকাআত সংখ্যা ও ঈদের নামাজ*; ৪. *হাদীস ও সুন্নায় নামাযের পদ্ধতি*; ৫. *প্রচলিত ভুল*; ৬. *হাদীস ও সুন্নায় কাবলাল জুমা*; ৭. *ঈমান সবার আগে* প্রভৃতি।[২৭৬]

মাওলানা আ. খ. ম আবু বকর সিদ্দীক [জন্ম: ১৯৭০ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচয় : শিক্ষাবিদ, দ্বীনের একনিষ্ঠ সেবক, দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্ব, মাওলানা আ. খ. ম আবু বকর সিদ্দীক; যিনি বৃহত্তর বরিশালের বরগুনা জেলার বেতাগী উপজেলাধীন গ্রেদলক্ষ্মীপুরা গ্রামে ১৯৭০ সালের ৩ সেপ্টম্বর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মাওলানা আব্দুল গণি এবং মাতা মরিয়ম খানম। ঐতিহ্যবাহী আলিম পরিবারে জন্মলাভ করার সুবাদে তাকওয়াঘেরা এক দ্বীনী পরিবেশে বেড়ে ওঠেন তিনি। ফলে বাল্যকাল থেকেই তার মননে ইসলামী সংস্কৃতির আলোয় উদ্ভাসিত ও বিকশিত হয়।[২৭৭]

শিক্ষা জীবন : মাওলানা সিদ্দীক স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনান্তে রহমতপুর আলিম মাদরাসায় ভর্তি হন। তথায় তিনি মাত্র একবছর অধ্যয়ন করেন। তারপর তিনি উত্তর তালগাছিয়া ফাযিল মাদরাসায় সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি পর্যায়ক্রমে ১৯৮৩ সালে দাখিল, ১৯৮৫ সালে আলিম, ১৯৮৭ সালে ফাযিল শ্রেণিতে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৮৯ সালে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। এছাড়াও তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বি এ অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।[২৭৮]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : মাওলানা সিদ্দীক এর কর্মজীবন অত্যন্ত ত্যাগ, ধৈর্য ও এক অকুতোভয় সংগ্রামী জীবনগাথা। তিনি কামিল শেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় ঢাকার উপকণ্ঠে নিরব-নির্জন ও পত্র-পল্লবে বেষ্টিত ডেমরার শুকুরশী গোরস্থান সংলগ্ন একটি ইবতেদায়ী মাদরাসার প্রধান হিসেবে ১৯৯১ সালের ১২ জানুয়ারি যোগদান করেন। সেই থেকে তিলে তিলে গড়ে ওঠা মাদরাসা-ই-দারুননাজাতকে নিয়ে তার অবিরাম পথচলা; তা আজও থেমে নেই। তিনি তার একনিষ্ঠতা, যোগ্যতা ও দক্ষহাতের নিপুন ছোঁয়ায় দারুনাজাতকে মাত্র ১৩ বছরের মাথায় কামিল শ্রেণিতে উন্নীত করে জাতীয় পর্যায়ে জ্ঞান চর্চার একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন। যে প্রতিষ্ঠান আজ প্রায় চার সহস্রাধিক জ্ঞানান্বেষী শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখরিত। মাওলানা সিদ্দিক প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক শত ব্যাস্ততার মাঝেও কামিল জামাতে সহীহ বুখারী এবং অন্যান্য শ্রেণিতেও বিশুদ্ধ বাংলায় হাদীসশাস্ত্রের দারস দিয়ে যাচ্ছেন।[২৭৯]

---

২৭৬ *প্রাগুক্ত*

২৭৭ সাক্ষাৎকার : গবেষক ১৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখে মাওলানা আ. খ. ম আবু বকর সিদ্দীকের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত তথ্যাবলি সংগ্রহ করেছেন; মুহাম্মদ কাওসার বিন আব্দুল গনি সম্পাদিত, *স্মৃতি স্মারক-২০১২* (কামিল হাদীস), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩

২৭৮ *প্রাগুক্ত*

২৭৯ *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন [জন্মঃ ১৯৭০ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচিতি : ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন ২৩ এপ্রিল ১৯৭০ সালে বগুড়া জেলার কাহালু থানাধীন কচুয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মোহাম্মদ আবুল হোসেন এবং মাতা মুসাম্মত তাসলিমা খাতুন।[২৮০]

শিক্ষাজীবন : নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি কাহালু সিদ্দীকিয়া সিনিয়র ফাযিল মাদরাসায় ভর্তি হন। তিনি উক্ত মাদরাসা থেকে ১৯৮৩ সালে দাখিলে (১৯তম), ১৯৮৫ সালে আলিমে (দশম স্থান) এবং ১৯৮৭ সালে ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর বগুড়া সরকারি আলিয়া মাদরাসা থেকে ১৯৮৯ সালে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিসহ মেধাতালিকায় ৫ম স্থান লাভ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ১৯৯০ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বি.এ অনার্স এবং ১৯৯১ সালে একই বিভাগ থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। এর স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি দুটি স্বর্ণপদক ও দুটি বিশ্ববিদ্যালয় পুরস্কারে ভূষিত হন। অতঃপর তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাফসীর বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচনা করে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তার সম্মানিত শিক্ষকগণের মধ্যে বগুড়া সরকারি আলিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা নওশের আলী, মাওলানা আ ন ম নযীবুল্লাহ, মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মাওলানা ওসমান গণী, শায়খ নজরুল ইসলাম, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ (রাবি), প্রফেসর ড. মাহমুদ হোসেন (মিসর), প্রফেসর ড. ওমর হাশেম (মিসর) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[২৮১]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : ড. বেলাল হোসেন কর্মজীবনের প্রথম দিকে জয়পুরহাট বানিয়াপাড়া কামিল মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে হাদীসের পাঠদানে নিয়োজিত ছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৯৬ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে লেকচারার পদে যোগদানের মাধ্যমে কর্মধারায় নতুন মাত্রা সৃষ্টি হয়। বর্তমানে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্বনামধন্য অধ্যাপক হিসেবে হাদীসশাস্ত্র পঠন-পাঠন, শিক্ষাদান, বক্তৃতা, গবেষণা ও গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অসামান্য অবদান রেখে চলছেন।

গ্রন্থ প্রণয়ন : অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা ও লেখালেখিতে অবদান রাখছেন। তার প্রকাশিত ও প্রকাশাধীন গবেষণামূলক গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৩২টি। তন্মধ্যে আরবী ভাষায় লিখিত তাফসীর সম্পর্কিত তিনটি গ্রন্থ মিসরের কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া তিনি মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে 'উসূলুদ দীন' অনুষদের অধীনে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণার শিরোনাম ছিল 'ইলমু মুকারানাতিল আদইয়ান: নাশআতুহু ওয়া তাতাওয়ারুহ ওয়া মুসাহামাতু উলামায়িল মুসলিমীন ফীহি'। বর্তমানে তিনি বাংলা ভাষায় আল-কুরআনের সূরাহ ভিত্তিক তাফসীর ও তুলনামূলক ধর্ম বিষয়ে ধারাবাহিক গ্রন্থ রচনায় নিয়োজিত রয়েছেন। হাদীস সংক্রান্ত তার রচনাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

১. *উলূমুল হাদীছ*, সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ রাজশাহী, নভেম্বর, ২০০০খ্রি.।
২. *হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ: প্রকৃতি ও পদ্ধতি*; বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার,২০২১খ্রি.।
৩. *হাদীস সংগ্রহের ভ্রমণ কাহিনী*; ইদারায়ে কুরআন, বাংলাবাজার, ঢাকা।
৪. *মুহাদ্দিস পরিচিতি ও হাদীস পর্যালোচনা*; (প্রকাশাধীন)।[২৮২]

মাওলানা আ. ন. ম. হেলালুদ্দীন সিদ্দিকী [জন্ম :১৯৭১]

জন্ম পরিচিতি : মাওলানা আ.ন.ম হেলালুদ্দীন সিদ্দিকী চাঁদপুর জেলার সদর থানাধীন রঘুনাথপুর গ্রামে ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মাওলানা মুহাম্মদ লুৎফর রহমান খান।

শিক্ষা জীবন : আলিম পরিবারে জন্মসূত্রে তার বাল্যশিক্ষার সূচনা পারিবারিক পরিমণ্ডলে। অতঃপর তিনি স্থানীয় রামপুর বাজার ফাজিল মাদরাসা ভর্তি হয়ে গভীর মনযোগের সাথে পড়া-শুনা করেন। উক্ত মাদরাসা থেকে তিনি

---

২৮০ সাক্ষাৎকার: গবেষক ১৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখে ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত তথ্যাবলি সংগ্রহ করেছেন।
২৮১ *প্রাগুক্ত*
২৮২ *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৩ সালে দাখিল, ১৯৮৫ সালে আলিম এবং ১৯৮৭ সালে ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করেন। তারপর তিনি ঢাকা আলিয়ায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯৮৯ সালে হাদীস বিভাগ থেকে সফলতার সাথে কামিল পাস করেন। অতঃপর তিনি পর্যায়ক্রমে তাফসীর, ফিকহ ও আদব বিভাগেও কামিল (স্নাতকোত্তর) ডিগ্রি সম্পন্ন করেন এবং একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীন অনার্স (সম্মান) এবং মাস্টার্স (স্নাতকোত্তর) ডিগ্রি অর্জন করেন। তার শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে মাওলানা মুহাম্মদ আমির হোসাইন (মাধ্যমিক স্তর), মাওলানা আব্দুর রশিদ, মাওলানা ফখরুদ্দীন, খতীব মাওলানা উবাইদুল হক (ঢাকা আলিয়া) প্রমুখ।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : ১৯৯০ সালে চাঁদপুর শাহতলী আলিয়া মাদরাসায় আরবী প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তারপর ১৯৯১ সালের ৫ জুন ঢাকার তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসায় আরবী প্রভাষক পদে যোগদান করেন। অতঃপর ২০০০ সালে তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন এবং বর্তমানে তিনি অত্র প্রতিষ্ঠানে সিনিয়র মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবন মাজাহসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ দারস দিয়ে যাচ্ছেন। দেশ ও বিদেশে তার উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন- খলিলুর রহমান মাদানী (ভাইস প্রিন্সিপ্যাল, তামীরুল মিল্লাত, ঢাকা); মুহাদ্দিস আব্দুল গফফার মাক্কী (প্রধান মুহাদ্দিস); ড. নিজাম উদ্দীন (চেয়ারম্যান, আরবী বিভাগ, রাবি); অধ্যাপক ড. এহসানুল হক মুহাম্মদ জুবায়ের (আরবী বিভাগ, ঢাবি); অধ্যাপক, নুরে আলম (আরবী বিভাগ শিক্ষক, ঢাবি); অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউসুফ খান (সাবেক চেয়ারম্যান, আরবী বিভাগ, ঢাবি) প্রমুখ। তার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে মাদরাসা বোর্ডের পাঠ্য *"রওযাতুল আতফাল"* নামে (শিশু থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত) পাঠ্য, *মীযান ও মুনশাইব*, *এসো কুরআনের তাহকীক চর্চা করি*, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[২৮৩]

ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান [জন্ম : ১৯৭৩ খ্রি.]

জন্ম ও বংশ পরিচয় : ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ১ মার্চ ১৯৭৩ সালে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার 'চতরা' গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্‌র প্রথম সন্তান। তার মাতার নাম সকিনা বেগম। তার বংশ পরিচয় হলো, ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ইব্‌ন ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ ইব্‌ন মোবারক উল্লাহ ইব্‌ন আসগর আলী ইব্‌ন জান মুহাম্মদ ভূইয়্যা ইব্‌ন পীর মুহাম্মদ ভূইয়্যা ইব্‌ন দোস্ত মুহাম্মদ ভূইয়্যা।[২৮৪]

শিক্ষা জীবন : তিনি স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষে রাজশাহী দারুস্-সালাম আলিয়া মাদ্‌রাসায় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়া- লেখা করেন। তারপর ঢাকা মহাখালী দারুল উলূম হোসাইনিয়া মাদরাসায় দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। অতঃপর চট্টগ্রাম আলমশাহ্ পাড়া আলিয়া মাদরাাসা থেকে ১৯৮৮ সালে দাখিলে মেধাতালিকায় তৃতীয় স্থান এবং ১৯৯০ সালে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৯২ সালে রংপুর মুলাটল সিনিয়র মাদ্‌রাসা থেকে ফাযিল শ্রেণিতে প্রথম বিভাগে পাস করেন। ১৯৯৭ সালে চট্টগ্রামের আলমশাহ পাড়া আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে কামিল (ফিক্‌হ) বিভাগ হতে প্রথম শ্রেণিতে চতুর্থ স্থান লাভ করেন। অতপর তিনি ১৯৯৮ সালে সিরাজগঞ্জ হাজী আহমাদ আলী আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে কামিল (হাদীস) বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে চতুর্দশ স্থান লাভ করেন। পাশাপাশি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ১৯৯৩ সালে বি.এ (অনার্স) এবং ১৯৯৪ সালে এম.এ উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করেন। ২০০১ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন।[২৮৫]

কর্মজীবন : ড. মাহবুব ২৫ অক্টোবর ১৯৯৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদানের মধ্যদিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। এর পর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে তিনি ২১ জানুয়ারি ২০১১ সালে প্রফেসর পদে উন্নীত হন এবং উক্ত পদেই কর্মরত রয়েছেন। ড. মাহবুব শিক্ষাঙ্গনে গবেষক হিসেবে

---

২৮৩ সাক্ষাৎকার : গবেষক ১৯. ০১. ২০২১ তারিখে মাওলানা আ.ন.ম হেলালুদ্দীন সিদ্দিকীর সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত তথ্যাবলি সংগ্রহ করা হয়েছেন।

২৮৪ ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *আল-ইমাম আবূ দাউদ (র) ওয়া আছারুহু ফী 'ইলমিল-হাদীস*, রাজশাহী: আল-মাকতাবাতুশ্-শাফ'ঈয়্যাহ, প্রথম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি., পৃ. কভার পৃষ্ঠা।

২৮৫ *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

বেশ পরিচিত । গবেষণা করতে ও করাতে তিনি ভালোবাসেন, আনন্দ পান। তার তত্ত্বাবধানে ইতোমধ্যে এম.এ থিসিস ১২জন, ৪ জন এম.ফিল ও ৭ জন গবেষক পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। বর্তমানে তার তত্ত্বাবধানে তিনজন পিএইচ.ডি. ও তিনজন এম.ফিল গবেষক গবেষণাকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন।[২৮৬]

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় তার অবদান : ড. মাহবুব একজন সুদক্ষ গবেষক। শ্রেণিকক্ষে হাদীসশাস্ত্র অধ্যাপনার পাশাপাশি তার ইতোমধ্যে ছয়টি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে তিনটি হাদীস বিষয়ক। আরো চারটি গ্রন্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষাধীন রয়েছে। এ ছাড়া তার রচিত বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত রয়েছে। তার হাদীস বিষয়ক রচনাবলী নিম্নরূপ-১.*আস্-সিহাহ আস্-সিত্তাহ পরিচিতি ও পর্যালোচনা;* ২.*'ইলমুন-নাকদ ওয়া 'ইলমুল-জারহ ওয়াত্-তা'দীল*; ৩.*আল-ইমাম আবূ দাউদ (র) ওয়া আছারুহু ফী 'ইলমিল-হাদীছ;* প্রভৃতি।

বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক গবেষণা প্রবন্ধ

ড. মাহবুব ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত *'সংক্ষিপ্ত আল-কুর'আনুল কারীম বিশ্বকোষে'* তার ১৯০টি প্রবন্ধ এবং *'সীরাত বিশ্বকোষ'* ২টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গবেষণা জার্নালে ৮০টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তার প্রকাশিত প্রবন্ধগুলোর মধ্য থেকে কেবল হাদীস বিষয়ক প্রবন্ধের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো-

১ হাদীসশাস্ত্রের এক অন্যতম দিকপাল ইমাম ইব্ন মাজাহ (র), *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ*, পার্ট-A, ২৭ বর্ষ-১৯৯৯, প্রকাশ-২০০১ জুন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

২. ইমাম আবূ দাউদ (র) ও তাঁর সুনান: একটি পর্যালোচনা, (*প্রাগুক্ত*, পার্ট-A, ৩১ বর্ষ-২০০৩, প্রকাশ-২০০৫ মে)

৩. ইমাম তিরমিযী (র) ও তাঁর আল-জামি': একটি পর্যালোচনা, (*প্রাগুক্ত*,পার্ট-A, ৩২ বর্ষ-২০০৪, প্রকাশ-২০০৫)

৪. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা): হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান, *ড. সিরাজুল ইসলাম রিসার্চ জর্নাল*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি-ডিসেম্বর-২০০৬, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৫. ইমাম বুখারী (র) ও তাঁর আল-জামি', (*প্রাগুক্ত*,পার্ট-A, ৩৫ বর্ষ-২০০৫, প্রকাশ-২০০৭ সেপ্টেম্বর)

৬. মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র): 'ইলমুর রিজালে তাঁর অবদান, *ইসলামিক স্টাডিজ গবেষণা পত্রিকা*, ২য় সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ২০০৭-২০০৮, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

৭. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওযূ, গোসল ও তায়াম্মুম, *সীরাত বিশ্বকোষ*, ১৪শ খণ্ড, প্রকাশ-২০০৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

৮. ইব্ন হাজার 'আসকালানী (র): 'ইলমুর রিজালে তাঁর অবদান, *ইসলামিক স্টাডিজ গবেষণা পত্রিকা*, ভলিয়ম ৩, ২০০৮-২০০৯, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

৯. আল-মুবারক ইব্ন মুহাম্মাদ (র): হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান, (*প্রাগুক্ত*,পার্ট-A, ৩৬ বর্ষ-২০০৮, প্রকাশ-২০১০)

১০. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এর মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা,(*প্রাগুক্ত*,পার্ট-A, ৩৭ বর্ষ-২০০৯, প্রকাশ-২০১০)

১২. ইমাম মুসলিম (র): হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান, (*প্রাগুক্ত*,পার্ট-A, ৩৮ বর্ষ-২০১০, প্রকাশ-মার্চ ২০১৩)

অবশেষে বলা যায়, বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় গবেষক ড. মাহবুবের অবদানের মূল্যায়ন সংক্ষিপ্ত পরিসরে যথেষ্ট নয়; কারণ তার অনেক কাজ সল্পপরিসরে বিস্তারিতভাবে তুলে আনা সম্ভব হয়নি। জাতির প্রত্যাশা পূরণে তার গতিশীল কলমের অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল গফফার মাক্কী [জন্ম :১৯৭৪]

জন্ম-পরিচিতি : মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল গফফার মাক্কী সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ থানাধীন শংকরপুর গ্রামে ১৯৭৪ সালের ২৫ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আব্দুল জব্বার কাগুচী এবং মাতা কুলসুল আক্তার।

শিক্ষাজীবন : তিনি স্থানীয় স্কুল থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে ট্যালেন্টফুল বৃত্তি পেয়ে সাতক্ষীরার জয়নগর আমিনিয়া হামিদিয়া ফাযিল মাদরাসায় ভর্তি হন। তথায় দাখিল দশম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। উক্ত মাদরাসা থেকে তিনি অষ্টম শ্রেণিতে ট্যালেন্টফুল বৃত্তিপ্রাপ্ত হন এবং ১৯৮৯ সালে দাখিল পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৩য় স্থান

২৮৬ *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

অধিকার করেন। তারপর ১৯৯০ সালে তিনি তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৯১ সালে আলিম, ১৯৯৩ সালে ফাযিল, ১৯৯৫ সালে কামিল (হাদীস) এর বোর্ড পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধাতালিকায় যথাক্রমে ৫ম, ৪র্থ ও ২য় স্থান অর্জন করেন। তিনি একই সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯১-১৯৯২ সেশনে আরবী বিভাগে ভর্তি হন। তারপর তিনি ১৯৯৬ সালে মক্কা উম্মুলকুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'তালিমুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ' বিভাগে ভর্তি হন। তথায় ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অর্জন করেন। অতঃপর দেশে ফিরে ঢাবিতে তিনি পুনরায় অধ্যয়ন শুরু করেন। ২০০৫ সালে ঢাবির আরবী বিভাগ থেকে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে বি এ (সম্মান) ডিগ্রি অর্জন করেন। একই বিভাগ থেকে ২০১১ সালে এম.ফিল ডিগ্রি লাভ করেন। তার শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ যায়নুল আবেদীন, ড.মুফতী আবু ইউসুফ খান, মাওলানা গিয়াস উদ্দীন মাদানী, মাওলানা এ. কিউ. এম সিফাতুল্লাহ (মিল্লাত), এ ছাড়া ড.আ.ফ.ম আবু বকর সিদ্দীক, ড.ফজলুর রহমান, ড.আব্দুল মাবুদ, ড.মুস্তাফিজুর রহমান (ঢাবি), ড.আব্দুর রহমান আস সুদাইসী, ড.সউদ আশ শুরাইম, ড.উসামা বিন খাইয়্যাত (উম্মুল কুরা) প্রমুখ।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : এ মেধাবী হাদীসবিদ ২০০৩ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত খুলনা নেছারিয়া কামিল মাদরাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে বুখারী, মুসলিম, তিরমিযীসহ ও অন্যান্য কিতাবাদি পাঠদান করেছেন। অতঃপর ২০১৫ সাল থেকে অদ্যবধি তিনি প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসায় সহীহ বুখারীসহ অন্যান্য হাদীসশাস্ত্র পাঠদানে নিয়োজিত রয়েছেন।[২৮৭]

ড. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ [জন্ম :১৯৭৫]

জন্ম-পরিচিতি : ১৯৭৫ সালে ড. আবুল কালাম আজাদ (বাশার) কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত চৌদ্দগ্রাম উপজেলার দুর্গাপুর গ্রামের এক দ্বীনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মোঃ আব্দুল হাকিম ও মাতার নাম শাফিয়া বেগম।

শিক্ষাজীবন : তিনি গাছবাড়িয়া গাউছিয়া তৈয়্যবিয়া সিনিয়র মাদরাসায় শিক্ষা জীবন শুরু করেন। শুরুতে এ মাদরাসার হিফজুল কুরআন বিভাগে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। অতঃপর এ প্রতিষ্ঠান থেকে ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপ্ত করে ছুপুয়া মাদরাসা থেকে ১৯৯৫ সনে দাখিল পাস করে দেশের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কুমিল্লার দেবিদ্বারস্থ ধামতী আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। এ মাদরাসায় তিনি আলিম, ফাজিল ও কামিল (হাদীস) অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বি. এ অনার্স ও মাস্টার্স সমাপ্ত করেন। তারপর ঢাকা পীরজঙ্গী জামেয়া দ্বীনিয়া থেকে দাওরাহ হাদীস ও সরকারি আলিয়া মাদরাসা-ঢাকা থেকে কামিল ফিকহ সমাপ্ত করেন। অতঃপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ২০১৩ সালে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। শিক্ষা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। প্রথম শ্রেণি থেকে দাখিল পর্যন্ত সকল শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন। উল্লেখ্য, দাখিল থেকে কামিল, দাওরাহ হাদীস, অনার্স ও মাস্টার্স সহ সকল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। ফাজিলে বোর্ড পরীক্ষায় মেধা তালিকায় ৩য়, কামিল হাদীসে ৩য়, কামিল ফিকহে ৭ম ও অনার্সে ১৬ তম স্থান অর্জন করেন।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : মাওলানা বাশার ২০০১ সালের অক্টোবর থেকে ২০০৩ সালের নভেম্বর পর্যন্ত বি-বাড়ীয়া জেলার নবীনগরস্থ নারায়ণপুর ফাজিল মাদরাসায় আরবী প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি ঢাকাস্থ তেজগাও মদীনাতুল উলূম কামিল মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি জুমআর খুৎবা এবং মাঠে-ময়দানে ওয়াজ-নসিহতের ক্ষেত্রে পবিত্র হাদীসের বাণী চর্চা, প্রচার-প্রসারেও সমভাবে অবদান রেখে চলছেন। তিনি পঠন-পাঠনের পাশাপাশি লেখালেখিতেও অবদান রাখছেন। তাঁর লিখিত ১.*মিরাজ ও আধুনিক বিজ্ঞান*; ২.*প্রচলিত শিরক ও তা থেকে বাঁচার উপায়;* ৩.*প্রচলিত বিদ 'আত ও তা থেকে বাঁচার উপায়* প্রভৃতি পুস্তকগুলো পাঠক মহলে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে।[২৮৮]

---

২৮৭ সাক্ষাৎকার : গবেষক ২০.০১.২০২১ তারিখে মাওলানা আব্দুল গফফার মাক্কীর সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত তথ্যাবলি সংগ্রহ করেছেন।

২৮৮ সাক্ষাৎকার : গবেষক ১৯.০১.২০২১ তারিখে ড. আবুল কালাম আজাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত তথ্যাবলি সংগ্রহ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা রেজাউল হক মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ [জন্ম : ১৯৭৯]

জন্ম ও পরিচয় : মুফতি রেজাউল হক ১৯৭৯ সালের ৩০ জুন ফরিদপুর জেলার সালথা থানাধীন কলাগাছিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল হক এবং মাতা আলেয়া বেগম। ছোট বেলা থেকেই তিনি ছিলেন প্রখর মেধাবী। ছাত্র জীবনের প্রতিটি স্তরে তিনি তীক্ষ্ম মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন।

শিক্ষাজীবন : আলিম পরিবারে জন্মহেতু পারিবারিকভাবে কুরআন শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে তার শিক্ষাজীবনের সূচনা হয়। অতঃপর তিনি ১৯৮৯ সালে জামিয়া আশরাফিয়া বাহিরদিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৯২ সালে প্রাথমিক (তাইসির) শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডে মেধা তালিকায় ৩য় স্থান অধিকার করেন। তিনি ১৯৯৪ সালে মাধ্যমিক (নাহুমীর) পরীক্ষায় মেধা তালিকায় ৫ম স্থান এবং ১৯৯৬ সালে উচ্চ মাধ্যমিক (শরহ বিকায়াহ) পরীক্ষায় উক্ত মাদরাসা থেকে কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডে মেধা তালিকায় ৩য় স্থান অধিকার করেন। অতঃপর ১৯৯৭ সালে ফরিদপুরের শামসুল উলূম খাবাশপুর মাদরাসায় শরহ বেকায়া অধ্যয়ন করে ১৯৯৮ সালে গোপালগঞ্জের খাদেমুল ইসলাম গওহারডাঙ্গায় জালালাইনে ভর্তি হন। এরপর তিনি ১৯৯৯ সালে জামিয়া আরাবিয়া ইমাদাদুল উলূম ফরিদাবাদে মিশকাতে ভর্তি হয়ে স্নাতক (মিশকাত) পরীক্ষায় কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডে মেধা তালিকায় ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। ২০০০ সালে তিনি জামিয়া ইসলামিয়া লাল মাটিয়ায় দাওরায়ে হাদীসে ভর্তি হন এবং স্নাতকোত্তর (দাওরাহ) পরীক্ষায় জায়্যিদ জিদ্দান লাভ করেন এবং ২০০১ সালে জামিয়া আরাবিয়া ইমাদাদুল উলূম ফরিদাবাদে ইফতা (ইসলামী আইন বিষয়ক উচ্চতর গবেষণা কোর্স) বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে মুমতায ডিগ্রি অর্জন করেন।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : তিনি শিক্ষা জীবন সমাপনান্তে ২০০২ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত তিনি পিরোজপুরের নাজিরপুরস্থ সাতকাসেমিয়া ইসলামিয়া মাদরাসায় সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে ২ বছর দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৯ সাল হতে দারুল উলূম মাদরাসা মিরপুর-১৩ ঢাকা এর প্রিন্সিপ্যাল ও শায়খুল হিসেবে *সহীহ বুখারী* ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ পাঠদান করছেন। অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি লেখালেখিতেও তিনি অবদান রাখছেন। তার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে, *হেদায়াতুল কুরআন* (অনুবাদ); হাদীসের নিয়মনীতি বিষয়ক গ্রন্থ *'মুকাদ্দিমা'; আমাদের শিক্ষার বিষয়বস্তু কী হবে?; কওমী মাদরাসার ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান* (সম্পাদিত); *আল্লামা আব্দুল আজীজ (রহ.) জীবন ও কর্ম*; *মহা প্রলয়ের পূর্বাভাস;* প্রভৃতি।[২৮৯]

প্রফেসর ড. কাওছার মোঃ বাকী বিল্লাহ [জন্ম :১৯৭৯ খ্রি.]

পরিচিতি ও শিক্ষাজীবন : প্রফেসর ড. কাওছার মোঃ বাকী বিল্লাহ চাঁদপুর জেলাধীন হাজীগঞ্জ উপজেলার কালচো গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১ মার্চ ১৯৮৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন এবং মাতা মন্নুজাহান। তিনি চাঁদপুর জেলাধীন কালচো নেছারাবাদ ছালেহিয়া সিনিয়র মাদরাসা হতে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত হন এবং একই মাদরাসা থেকে ১৯৯৩ সালে দাখিল পরীক্ষায় মেধাতালিকায় ৩য় স্থান অর্জন করেন। অতঃপর ছারছীনা দারুসসুন্নাত কামিল মাদরাসা হতে ১৯৯৫ সালে আলিম, ১৯৯৭ সালে ফাযিল ও ১৯৯৯ সালে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় মেধাতালিকায় যথাক্রমে ১১তম, ১১তম ও ২য় স্থান অধিকার করেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া থেকে আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ হতে ২০০১ সালে বিএ (অনার্স) এবং ২০০২ সালে এম.এ শ্রেণিতে যথাক্রমে ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করেন। তিনি জীবনে কয়েকবার প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বর্ণপদক ও কৃতিত্বের সনদ লাভ করেন। ২০০৮ সালে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ফিল এবং ২০১৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : শিক্ষাজীবন শেষে তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত কুমিল্লার ঐতিহ্যবাহী সোনাকান্দা দারুল হুদা বহুমুখী কামিল মাদরাসায় শায়খুল হাদীস পদে হাদীসশাস্ত্র অধ্যাপনায় অবদান রাখেন। উল্লেখ্য ২৪

২৮৯ গবেষক ৩০.১২.২০২০ তারিখে মুফতি রেজাউল হক মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ এর সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উল্লিখিত তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ২০০৫ সালে খাদ্যমন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগপত্র লাভ করেন। উক্ত পদে যোগদান না করে ২০০৫ সালের ২৯ মে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত বিভাগে অধ্যাপক পদে কর্মরত আছেন। অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি গবেষণাধর্মী লেখালেখিতেও সিদ্ধহস্ত। ড. কাউছার রচিত গবেষণামূলক ২০টি প্রবন্ধ স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া *'হাদীস শরিফের প্রামাণিকতা: কল্পিত সংশয়ের অপনোদন'* শিরোনামে হাদীসশাস্ত্রের ওপর বিশাল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

এ যাবৎ বিভিন্ন ভাষায় তার রচিত গবেষণা প্রবন্ধমালার মধ্যে বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা পাঁচটি।[২৯০] সেগুলোর তালিকা নিম্নরূপ-

১. *হাদীসে-নবভীর সংরক্ষণ ও সংকলনে ইমাম বুখারী (র.)-এর অবদান* ; The Quranic Studies(Dept. of Al-Quran & Islamic Studies, Islamic University, Kushtia) এর ৫/৪,২০১৫ খ্রি.
২. *হাদীস তাদভীন (সংকলন) বিষয়ে সৃষ্ট সংশয় : প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণ*; Journal of Islamic Education & Research (Institute of Islamic Education & Research, Islamic University, Kushtia) এর ১৭/১,২০১৩-২০১৪খ্রি.
৩. *সাহাবী কবি কা'ব ইব্ন যুবায়র এর জীবন ও সাহিত্য;* Journal of Islamic Education & Research (Institute of Islamic Education & Research, Islamic University, Kushtia) এর ৬/১,২০১০খ্রি.
৪. *রাসূল (সা.) এর সভাকবি হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা.) এর জীবন ও সাহিত্য;* Journal of Islamic Education & Research (Institute of Islamic Education & Research, Islamic University, Kushtia) এর ৫/১,২০০৯খ্রি.
৫. *হাদীসের 'মতন' নাক্দ বিষয়ে সৃষ্ট সংশয় : আলোচনা ও মূল্যায়ন;*, Journal of Islamic Education & Research (Institute of Islamic Education & Research, Islamic University, Kushtia) এর ৮/১,২০১২খ্রি.

মাওলানা সিরাজুম মুনির তাওহীদ [জন্ম:১৯৮০ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচিতি : মাওলানা সিরাজুম মুনির তাওহীদ ৩ জানুয়ারি ১৯৮০ সালে পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলাধীন কলারদোয়ানীয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম। প্রতিভাধর এই এ মেধাবী মুহাদ্দিস তার শিক্ষাজীবনের প্রতি স্তরে কৃতিত্বপূর্ণ স্বর্ণালী সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

শিক্ষাজীবন : তিনি তার পিতার কাছে শৈশবে পবিত্র কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করেন। সাথে সাথে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়া-লেখা সমাপ্ত করে লেবুজিলবুনিয়া ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসায় চতুর্থ শ্রেণি থেকে দাখিল অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। তিনি অষ্টম শ্রেণিতে বৃত্তি লাভ করার পর ১৯৯২ সালে ছারছীনা দারুসসুন্নাত কামিল মাদরাসায় (৯ম শ্রেণিতে) ভর্তি হন। তিনি উক্ত মাদরাসা থেকে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১৯৯৪, ১৯৯৬, ১৯৯৮ এবং ২০০০ সালে দাখিল, আলিম, ফাযিল এবং কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় যথাক্রমে প্রথম বিভাগ/শ্রেণিতে ১৩তম, ৬ষ্ঠ, ৬ষ্ঠ এবং ৩য় স্থান অধিকার করেন। এছাড়াও তিনি উক্ত মাদরাসা থেকে ২০০৫ সালে কামিল (আদব) বিভাগ থেকে বোর্ড পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করেন। তিনি আল হাইয়াতুল উলইয়া লিল জামি আতিল কাওমিয়া বোর্ডের অধীনে ২০১৯ সনে দাওরায় হাদীস পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে মুমতাজ ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ২০২০ সালে ছারছীনা দারুসসুন্নাত জামেয়া নেছারিয়া দীনিয়ার ইফতা পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে মুমতাজ ডিগ্রি অর্জন করেন। তার শিক্ষকদের মধ্যে শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুর রব খান (রহ.); শায়খুল হাদীস মুফতী মাওলানা মোস্তফা হামিদী (রহ.); মাওলানা সুফিয়া আঃ রশিদ (রহ.); শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ হোসাইন (রহ.); ড. সৈয়দ শরাফাত আলী; মাওলানা মুহা: হাবিবুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মদ আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ, মুহাম্মদ আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ রফিকুল্লাহ নেছারী; মুহাম্মদ লুৎফুর রহাম (রহ.) ও মুহাম্মদ তৈয়্যবুর রহমান (রহ.) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২৯০ গবেষক ২০-০৬-২০২০ তারিখ প্রফেসর ড. কাউছার বাকি বিল্লাহ এর সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উল্লিখিত তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন।।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : তিনি ২০০১ সালে ছারছীনা দারুসসুন্নাত জামেয়া নেছারিয়াা দীনিয়ার মুহতামিম পদে যোগদান করেন। এরপর ২০০৩ সালে ছারছীনা দারুসসুন্নাত কামিল মাদরাসায় আরবী প্রভাষক পদে নিযুক্ত হন এবং একই পদে থেকে ২০১৯ পর্যন্ত কুরআন, হাদীস ও আরবী সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন। অতঃপর ২০২০ সালে তিনি পদোন্নতি পেয়ে প্রধান মুহাদ্দিস পদে নিয়োগ লাভ করেন। এছাড়াও তিনি ২০০৭ সাল থেকে ছারছীনা দারুসসুন্নাত জামেয়া নেছারীয়া দীনিয়ার শায়খুল হাদীস হিসেবে হাদীসশাস্ত্রের দারস প্রদান করে যাচ্ছেন। তার জ্ঞান বিতরণের নেশা ও পেশাদারিত্ব, দায়িত্বশীলতা, দক্ষতা-অভিজ্ঞতা ও পাঠদানে উন্নত কৌশলের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১৬ সালে জাতীয় পর্যায় তিনি শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বর্ণপদক লাভ করেন। তার অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে ড. মাওলানা মুহাম্মদ রুহুল আমীন; ড. মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান হুসাইন; ড. মাওলানা মুহাম্মদ মিজানুর রহমান আসলামী; ড. মাওলানা মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ; ড. মাওলানা মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম আজহারী; ড. মাওলানা মুহাম্মদ নাজমুল হাসান আজহারী ও বর্তমান গবেষক প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থ প্রণয়ন ও সম্পাদনা : তরুণ এ মুহাদ্দিস অল্প বয়সে বেশ কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো-

১. *দীনিয়া আরবী সাহিত্য* ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম খণ্ড; ২.*যুবদা*, এটি এক ইলমুস সরফের (ক্রিয়া প্রকরণ) কিতাব; ৩. *তালিবুল ইলমের পথ নির্দেশনা;* ৪. *আল-মুখতাসার ফি তারীফাতি উসূলিল আসার*; এটি সহজ বাংলা ভাষায় রচিত একটি উসূলুল হাদীস (হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি) বিষয়ক মূল্যবান গ্রন্থ। তার সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি হল–১. *আল ক্বিরাতুল ওয়াজীহা*; আরবী-বাংলা ৩য় খণ্ড। ২. *দীনিয়া আরবী সাহিত্য সহায়িকা;* ৫ম খণ্ড। ৩. *হাকিকাতুল অসীলা* ৪. *প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর স্মরণে মিলাদ মাহফিল*। এ ছাড়াও ছারছীনা দারুসসুন্নাত লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত বহু পুস্তকের তিনি সম্পাদন করেন। তিনি *"পাক্ষিক তাবলীগ"* পত্রিকার সম্পাদক এবং বাংলাদেশ দীনিয়া মাদরাসার বোর্ডের কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ইতিমধ্যেই এ তরুণ মুহাদ্দিস ওলামা ও ছাত্র সমাজের কাছে উদীয়মান যুগশ্রেষ্ঠ নন্দিত হাদীসবিশারদ হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছেন।[২৯১]

মাওলানা মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান [জন্ম : ১৯৮২ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচয় : মাওলানা মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান বরিশাল জেলার হিজলা থানাধীন বাহেরচর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত আলিম পরিবারে ১ মার্চ ১৯৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল মালেক ও মাতা আনোয়ারা বেগম।

শিক্ষাজীবন : আলিম পরিবারে জন্মহেতু পারিবারিক পরিমণ্ডলে কুরআন কারীম শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে তার শিক্ষাজীবনের সূচনা হয়। অতঃপর মাওলানা মাহমুদ নিজ এলাকায় প্রাথমিক পড়া-লেখা শেষে ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাৎ কামিল মাদরাসায় ভর্তি হন। কিছুদিন পরে তিনি ঝালকাঠী এন এস কামিল মাদরাসায় ভর্তি হন। উক্ত মাদরাসা থেকে বোর্ড পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধাতালিকায় তিনি ১৯৯৭, ১৯৯৯, ২০০১ এবং ২০০৩ সালে দাখিল, আলিম, ফাযিল এবং কামিল (হাদীস) বিভাগে যথাক্রমে ৯ম, ৮ম, ১ম, ৪র্থ স্থান অধিকার করেন। এ ছাড়া তিনি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে বি.এ (সম্মান) ও এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। অতঃপর তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে এম.ফিল ডিগ্রি অর্জন করেন এবং একই বিভাগে তিনি পিএইচ. ডি. গবেষণা করছেন।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : শিক্ষাজীবন শেষে তিনি ২০০৮ সালে ধামরাইয়ের শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসায় আরবী প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। অতঃপর ২০১৮ সালে প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে ঢাকার মিসবাহুল উলূম কামিল মাদরাসায় যোগদান করেন। তিনি সহীহ বুখারীসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের পাঠদান করে যাচ্ছেন। এ ছাড়া মিডিয়া জগতেও তার পদচারণা রয়েছে। তিনি ইসলামিক টেলিভিশনে (বর্তমানে বন্ধ)

২৯১ সাক্ষাৎকার: গবেষক (১৩-০২-২০২১) তারিখে মাওলানা সিরাজুম মুনিরের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্যাবলি সংগ্রহ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

নিয়মিত দারসুল হাদীস পেশ করতেন। তাছাড়া অন্যান্য চ্যানেলে তিনি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপস্থাপন ও ভাষ্যকার হিসেবে অংশগ্রহণ করে বাংলা ভাষায় হাদীস প্রচার-প্রসারে অবদান রাখছেন।

রচনাবলী : মাওলানা মাহমুদ গ্রন্থ রচনায়ও অবদান রাখছেন। তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে– ১.*'জান্নাতের পাথেয়'* এটি মূলত রাসূল (সা.) এর দৈনন্দিন জীবনের দু'আ দরুদ, যিকর, তাওবা-ইস্তিগফার সম্পর্কিত আমলসমূহের বিশুদ্ধ হাদীস ভিত্তিক সংকলন। সুন্নাহ ভিত্তিক আমলে মানুষদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে এই গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে বলে গ্রন্থকার ব্যক্ত করেন। এ গ্রন্থের আর একটি লক্ষ্যণীয় দিক হচ্ছে, প্রতিটি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থের তথ্যসূত্র সংযোজন করা হয়েছে।

২. *আল-কুরআনে বর্ণিত ধ্বংসপ্রাপ্ত বিভিন্ন জাতি: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা*। (অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ)

৩. *আল-কুরআনের চ্যালেঞ্জ*, ফিউচার পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

৪. *মহামুক্তির মাহে রমজান*, দাওয়াহ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।[২৯২]

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ শেখ [জন্ম: ১৯৮৩ খ্রি.]

নাম ও পরিচিতি : আত্মপ্রত্যয়ী, দৃঢ়চেতা, তরুণ মুহাদ্দিস, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ শেখ ১৯৮৩ সালে ১ মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলার এক নিভৃত পল্লী পাংখারচর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা শেখ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান একজন আবেদ ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ও মাতা মোসাম্মৎ আকলিমা বেগম একজন দীনদার, আবেদা ও সালেহা রমনী ছিলেন।

শিক্ষা জীবন : মাওলানা আব্দুল লতিফ শেখ স্থানীয় পাঠশালা থেকে প্রাথমিক বৃত্তিসহ পাঠ সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি ১৯৯৩ সালে পিংগলিয়া সিদ্দীকিয়া সিনিয়র মাদরাসায় ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৯৫ সালে উক্ত মাদরাসা থেকে অষ্টম শ্রেণিতে বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৯৯৬ সালে বাংলার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী প্রতিষ্ঠান ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদ্‌রাসায় দাখিল নবম শ্রেণিতে ভর্তি হন। তিনি তার প্রখর স্মৃতিশক্তি, তীক্ষ্ম মেধা, আদব-আখলাক আর ভদ্রতা দিয়ে অল্প দিনের মধ্যে শিক্ষকমণ্ডলীর মনজয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই দেখা যায়, শিক্ষকবৃন্দের দু'আ আর নিজের চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে তিনি উক্ত মাদরাসা থেকে বোর্ড পরীক্ষায় যথাক্রমে ১৯৯৭, ১৯৯৯, ২০০১ ও ২০০৩ সালে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (ফিকহ) শ্রেণিতে মেধাতালিকায় সপ্তম, ১১তম, ৬ষ্ঠ ও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এতে তাঁর জ্ঞান আহরণের তৃষ্ণা নিবারিত হয়নি; বরং সরকারি মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া ঢাকার কামিল (হাদীস) বিভাগে ভর্তি হন এবং ২০০৫ সালে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় মেধাতালিকায় প্রথম শ্রেণীতে অষ্টম স্থান অর্জন করেন। মাওলানা আব্দুল লতিফ শেখ মাদরাসা শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষায়ও পিছিয়ে থাকেননি; বরং তিনি ২০০৮ সালে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. (অনার্স) ২০০৯ সালে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। জ্ঞান-গবেষণার নেশা তাকে তখনো ছাড়েনি, বর্তমানে তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের একজন এম.ফিল গবেষক হিসেবে গবেষণাকর্মে রত। ছারছীনা আলিয়া মাদরাসায় তার শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে মাওলানা আঃ রব খান, মাওলানা আমজাদ হুসাইন, মাওলানা মুফতি মুস্তফা হামিদী, মাওলানা সুফী আব্দুর রশিদ, মাওলানা তৈয়বুর রহমান, মাওলানা লুৎফর রহমান (রহ.) ড. মওলানা সাইয়্যেদ শরাফত আলী, মাওলানা হাবিবুর রহমান, মাওলানা আবু জাফর মোঃ সালেহ, প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ শেখ কামিল (ফিকহ) পাস করার পর ছারছীনা আলিয়া মাদরাসায় কিছু দিন শিক্ষকতা করেন। অতঃপর তিনি ২০০৪ সালের ২৪ অক্টোবর ঢাকার অদূরে ডেমরাস্থ ঐতিহ্যবাহী দারুন নাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন এবং বর্তমানে একই পদে বহাল আছেন।

২৯২ সাক্ষাৎকার: গবেষক ১৭.০১.২০২১ তারিখে মাওলানা মাহমুদুল হাসানের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উল্লিখিত তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী

১. مختارات الانوار البهية فى جمع الاحاديث النبوية الموضوعية

(ইবাদত, মুআমালাত, মুআশারাত ও আখলাক ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ভিত্তিক ৩ হাজার বিশুদ্ধ হাদীসেরসংকলন। বঙ্গানুবাদ ও টীকাসহ)

২ الجهد الحثيث فى علوم الحديث

(উলূমুল হাদীসের উপর সহজ ও সাবলীল ভাষায় রচিত একটি পুস্তিকা। অনুর্দ্ধ ২০০ পৃষ্ঠা)

৩ لطف البارى فى قاموس صحيح البخارى (সহীহ বুখারীর শব্দ অভিধান। এতে প্রয়োজনীয় সূত্রসহ সহীহ বুখারীর জটিল শব্দসহ অধিকাংশ শব্দের শাব্দিক অর্থ ও মুহাদ্দিসদের দৃষ্টিতে উক্ত শব্দের উদ্দেশ্য উল্লেখ থাকবে।) এ ছাড়াও তিনি বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের বিভিন্ন বিষয়ে বই রচনা ও সম্পাদনা করেছেন।[২৯৩]

মুফতি ফয়জুল্লাহ আমান [জন্ম : ১৯৮৫ খ্রি.]

জন্ম ও পরিচয় : উদীয়মান তরুণ মুহাদ্দিস মুফতি ফয়জুল্লাহ আমান ১ মার্চ ১৯৮৫ সালে মাগুরা জেলার মোহাম্মদপুর থানাধীন হরেকৃষ্ণপুর গ্রামের এক ঐতিহ্যবাহী আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা মাওলানা আমিনুল্লাহ একজন প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন, নেককার-পরহেযগার ও সমাজের সর্বজন শ্রদ্ধেয় নন্দিত ব্যক্তিত্ব।

শিক্ষাজীবন : আলিম পরিবারে বেড়ে ওঠার সুবাদে জনাব আমান মাতৃস্নেহে পিতার তত্ত্বাবধানে শৈশবে লেখাপড়ার সূচনা করেন। অতঃপর তিনি ১৯৯০ সালে যশোর দড়াটানা মাদরাসায় ভর্তি হন। তারপর যশোর মারকাজ মাদরাসায় ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। তিনি ১৯৯৯ সালে ঢাকার মালিবাগ জামিয়া শারঈয়া মাদরাসায় মিশকাত জামাতে ভর্তি হন এবং ২০০৪ সাল পর্যন্ত এখানে শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে কওমী মাদরাসা বোর্ড পরীক্ষায় যথাক্রমে মিশকাত ও তাকমিল জামাতে ১ম শ্রেণিতে ২য় স্থান অধিকার করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। অতঃপর হাদীসশাস্ত্রের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন। সেথায় তিনি ২০০৪-০৬ সাল পর্যন্ত দুই বছর দাওরায় হাদীস অধ্যয়ন করেন এবং চূড়ান্ত পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সাথে ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অর্জন করেন। দেওবন্দে তিনি শায়খ নাসির আহমদ খান এবং বাংলাদেশে মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী ও কাজী মুতাসিম বিল্লাহ প্রমুখের নিকট তিনি হাদীসশাস্ত্র শিক্ষাগ্রহণ করেন।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান : তিনি দেশে ফিরে বাড্ডা মিফতাহুল উলূম মাদরাসায় ২০০৭ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত তিরমিযী শরীফ পাঠদান করেন। অতঃপর প্রতিভাবান এ মুহাদ্দিস ২০১১ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ইকরা বাংলাদেশ ঢাকায় সিনিয়র মুহাদ্দিস পদে কর্মরত থেকে তিরমিযী শরীফসহ অপরাপর হাদীসশাস্ত্রের অধ্যাপনা করে যাচ্ছেন। শায়খ আব্দুল্লাহ মারুফী রচিত হাদীসশাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ক গ্রন্থ *"হাদীস আওর ফাহমে হাদীস"* গ্রন্থের *"প্রিন্সিপল্‌স অব হাদীস"* শিরোনামে মাওলানা ফয়জুল্লাহ আমান অনুবাদ কর্ম-সম্পাদন করেছেন। এর প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর-২০২১ খ্রি., পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৫৯১, মূল্য : ৮০০ টাকা, প্রকাশস্থান : মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা।[২৯৪]

২৯৩ সাক্ষাৎকার: গবেষক ১৫.০২.২০২১ তারিখে মাওলানা আব্দুল লতিফ এর শেখ সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উল্লিখিত তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন।

২৯৪ সাক্ষাৎকার: গবেষক ২৮.১২.২০২০ তারিখে মুফতি ফয়জুল্লাহ আমান এর সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উল্লিখিত তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

গ. বিভাগ ভিত্তিক প্রসিদ্ধ বাংলাভাষী হাদীসবিশারদবৃন্দ

বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় বাংলাভাষী হাদীসবিশারদগণের অবদান অপরিসীম। তারা হাদীস শিক্ষাদান, হাদীস প্রচার-প্রসার এবং হাদীসগ্রন্থ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করণে ব্যাপকভাবে অবদান রাখছেন। তাঁদের মধ্যে বিভাগ ভিত্তিক প্রসিদ্ধ বাংলাভাষী হাদীসবিশারদগণের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো-

ঢাকা বিভাগ

ঢাকা

শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (রহ.) [মৃ. ১৩০০ খ্রি.]: শায়খ তাওয়ামা ১২৭০ সালে সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবনের (১২২৮-১২৮১ খ্রি.) শাসনামলে বাংলার রাজধানী সোনারগাঁয়ে একটি মাদরাসা ও খানকাহ স্থাপন করে আজীবন হাদীসশাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। তিনিই প্রথম বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হাদীসশাস্ত্রের উচ্চতর গ্রন্থসমূহ পাঠদানের সূচনা করেন। সময়ের ব্যাপক ব্যবধান ও সংরক্ষণের অভাবে তার থেকে বর্ণিত হাদীসের সনদ খুঁজে পাওয়া যায় না। যদিও তিনি নিজে বাংলাভাষী ছিলেন না; তবে তার শিক্ষার্থীবৃন্দ বাঙ্গালী ছিলেন তা নির্দিধায় বলা যায়। আর তার বাঙ্গালী শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে এ দেশে হাদীসশাস্ত্রের চর্চা হতে থাকে। তাই এ ভূখণ্ডে হাদীসশাস্ত্রের পথিকৃৎ হিসেবে তার অবদান অনাদিকাল অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মাওলানা ইবরাহীম পেশওয়ারী (রহ.) [১৮৫০-১৯৩০ খ্রি.]: ঢাকা চকবাজার সংলগ্ন একটি মাদরাসার প্রতিষ্ঠা করেন তথায় হাদীসের পাঠদান করেন।

মাওলানা মুহাম্মদ ইবন ইয়াযদান বখশ বাঙ্গালী (রহ.): তিনি ঢাকার সন্নিকটে ঘোড়াশাল রেলস্টেশন থেকে মাত্র ছয় মাইল দূরে একডালা নামক স্থানে অবস্থান কালে নিজ হাতে পূর্ণ বুখারী শরীফের প্রতিলিপি তৈরী করে তৎকালীন সোনারগাঁয়ের শাসক আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্‌কে (১৪৯৯-১৫২০ খ্রি.) উপহার দেন। উক্ত কপিটি পাটনার বাকীপুর লাইব্রেরিতে এখনো সংরক্ষিত রয়েছে।[২৯৫]

মাওলানা হাফিয মুহাম্মদ বারাআত বলখী (মৃ. ১৯৪৮ খ্রি.): বলখ, ইরান। তিনি ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় সদরঘাটের সন্নিকটে ইসলামপুরে ইসলামিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এখানে হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্র পাঠদান করেন।

মাওলানা নজির উদ্দীন (রহ.) [মৃ. ১৯৫৩]: উড়িষ্যা, ভারত। মুহাদ্দিস, ঢাকা আলিয়া মাদরাসা।

মাওলানা আব্দুর রহমান কাশগরী (রহ.) [১৯১১-১৯৭৪ খ্রি.]: জিঞ্জিয়ান, উইঘুর, চীন। মুহাদ্দিস, ঢাকা আলিয়া মাদরাসা।

মাওলানা নাজের হাসান (রহ.): সাহরানপুর, উত্তর প্রদেশ। তিনি ১৯২৯ সালে ঢাকায় আগমন করেন। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করে শেষ জীবন পর্যন্ত হাদীসের দসর দান করেন।[২৯৬]

মাওলানা দ্বীন মুহাম্মদ খান (রহ.): ঢাকা, বাংলাদেশ। ঢাকার হামিদিয়া মাদরাসায় তার শিক্ষকতা জীবনের সূচনা। অতঃপর মায়ানমারের রেঙ্গুনে দীর্ঘ ১২ বছর হাদীসের পাঠদান করেন। ১৯৪৬ সালে দেশে ফিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা আলিয়ায় শিক্ষকতা করেন। অতঃপর ১৯৫০ সাল থেকে আমরণ লালবাগস্থ জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া মাদরাসায় হাদীস ও তাফসীর বিষয়ে পাঠদান করেন।[২৯৭]

শরীয়তপুর

মাওলানা আ.ম.ম আহমদুল্লাহ (রহ.): কার্তিকপুর, নড়িয়া, শরীয়তপুর। তিনি ১৯৫৪ সালে ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি মুহাদ্দিস পদে পদোন্নতি লাভ করেন এবং এ পদে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত তথায় কর্মরত ছিলেন।

---

২৯৫ Dr. Abdul Karim, *Social History of the Muslim in Bengal*, Chittagong: Baitus Saraf Islamic Research Institute, 1985,P.103

২৯৬ মাওলানা আব্দুর সাত্তার, তারীখ-এ-মাদ্‌রাসা-এ-আলিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০-১৭১

২৯৭ ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩-৯৪

Dhaka University Institutional Repository

মাদারীপুর

মাওলানা হাজী শরিয়াতুল্লাহ (রহ.)[১৭৬৪-১৮৪০ খ্রি.] : শামাইল, শিবচর, মাদারীপুর। তিনি মক্কা মুকাররমায় গমণ করে শেখ তাহিরের নিকট হাদীস, তাফসীর, ফিকহ শাস্ত্র ও আধ্যাত্মিকতা শিক্ষালাভ করে দেশে ফিরেন।

মাওলানা আব্দুস সালাম (জন্ম:১৯২৬): সাহেবরামপুর, মাদারীপুর। মুহাদ্দিস, মাদারীপুর আহমাদিয়া কামিল মাদরাসা।

মাওলানা আলা উদ্দিন আল আযহারী (রহ.) [মৃ. ১৯৭৮]: সাহেবরামপুর, কালকিনি, মাদারীপুর। ১৯৫৯ সালে তিনি সরকারি মাদরাসা আলিয়ায় লেকচারার পদে যোগদান করেন। তিনি এখানে নাসাঈ শরীফ পাঠদান করেন।

মোমেনশাহী

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ (রহ.) [১৯২২-১৯৮৪]: কাতলাসেন, মোমেনশাহী। তিনি কাতলাসেন কাদেরিয়া আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করার পর থেকে আমরণ হাদীসের দারস প্রদান করেন।

মাওলানা মিয়া হুসাইন (রহ.)[১৯০৭-১৯৮৮খ্রি.] ময়মনসিংহ

মাওলানা দৌলত খান (রহ.) [১৯০৪-১৯৮৮ খ্রি.]: চাউলাইদ, ত্রিশাল, মোমেনশাহী। তিনি মোমেনশাহী জেলার ফুলপুরস্থ জামিআ আরাবিয়া আশরাফুল উলূম, বালিয়া এর মুহতামিম পদে যোগদান করে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত হাদীস পাঠদান করেন।[২৯৮]

মাওলানা হাবিবুর রহমান (রহ.) [মৃ. ১৯৯১]: মাইজবাড়ি, কোতয়ালী, মোমেনশাহী। তিনি সিরাজগঞ্জ আলিয়া মাদরাসায় ১২ বছর, মুকতাগাছা আব্বাসিয়া মাদরাসায় ২২বছর, মোমেনশাহী জামিআ ইসলামিয়া মাদরাসায় ৮বছর এবং ঈশ্বরগঞ্জ গোফুরীয়া মাদরাসায় ৩ বছর শায়খুল হাদীস বা প্রধান মুহাদ্দিসের দায়িত্ব পালন করেন।

মাওলানা আরিফ রব্বানী (রহ.) [১৯১৭-১৯৯৭খ্রি.] ময়মনসিংহ

মাওলানা ফয়জুর রহমান (রহ.) [মৃ. ১৯৯৭]: ঘোমগা, ফুলপুর, মোমেনশাহী। তিনি ১৯২৯ সালে ময়মনশাহীর আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়ার মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। তথায় তিনি সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ এবং মুয়াত্তা মালিক এর অধ্যাপনা করেন।[২৯৯]

মাওলানা আব্দুর রহমান জামী (রহ.) [১৯১৭-১৯৯৮খ্রি.] ময়মনসিংহ

কিশোরগঞ্জ

মাওলানা আতাহার আলী (রহ.) [মৃ. ১৮৯১-১৯৭৬ খ্রি.] : ঘুঙ্গাদিয়া, বিয়ানীবাজার, সিলেট। তিনি কুমিল্লা জামিয়া আরাবিয়া কাসিমুল উলূম মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি কিশোরগঞ্জে জামিয়া এমদাদিয়া প্রতিষ্ঠা করে দাওরা হাদীস ক্লাস চালু করে তথায় হাদীস পাঠদানে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।[৩০০]

মাওলানা মুহাম্মদ আলী (রহ.) : কিশোরগঞ্জ শহর। তিনি ১৯৭৩ সালে আল জামিয়া আল এমদাদিয়া কিশোরগঞ্জে শায়খুল হাদীস পদে কর্মরত ছিলেন।

মাওলানা আইনুদ্দীন (রহ.) [১৯১২---খ্রি.] কিশোরগঞ্জ, মুহাদ্দিস, হযরতনগর আলিয়া মাদরাসা।

মাওলানা আমীনুল হক (জন্ম:১৯২৫): কিশোরগঞ্জ, ১৯৫৮সালে মুহাদ্দিস হিসেবে হযরত নগর আলীয়া মাদরাসায় নিয়োগ লাভ করেন। তিনি শামায়েলে তিরমিজী ও মুসলিম শরীফের (কিতাবুল হজ্জের) বঙ্গানুবাদ করেন।

মাওলানা সালাহ উদ্দীন লাহোরী (রহ.) [মৃ. ২০১৯খ্রি.] কিশোরগঞ্জ। তিনি আল-জামিআতুল ইমদাদিয়া, কিশোরগঞ্জের প্রবীণ মুহাদ্দিস ছিলেন।

মাওলানা আযহার আলী আনোয়ার শাহ (রহ.) [মৃ. ২০২০খ্রি.] কিশোরগঞ্জ। তিনি আল-জামিআতুল ইমদাদিয়া, কিশোরগঞ্জের মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস ছিলেন।

টাঙ্গাইল

মাওলানা গোলাম মোস্তফা (রহ.) [মৃ. ২০১২খ্রি.] বানুরগাছি, টাঙ্গাইল। তিনি বানুরগাছি মাদরাসার শায়খুল হাদীস ছিলেন।

---

২৯৮ মুহাম্মদ আব্দুল কাদির, *হযরত মাওলানা দৌলত আলী*, বিদায়ী পয়গাম, মোমেনশাহী: জামিয়া আরাবিয়া আশরাফিয়া, ১৯৯৬,পৃ.৩২

২৯৯ মাওলানা হাম্মাদুর রহমান, *মুজাহিদে মিল্লাত মাওলানা ফয়জুর রহমান*, বিদায়ী পয়গাম, মোমেনশাহী: জামিয়া আরাবিয়া আশরাফিয়া, ১৯৯৬,পৃ.১১

৩০০ মুহাম্মদ আসাদুল আলম, *মাওলানা আতাহার আলী স্মরণিকা*, মোমেনশাহী: আল জামিআ আল ইসলামিয়া, ১৯৯৭ খ্রি., পৃ. ৪০

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম বিভাগ

মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব (রহ.) [জন্ম. ১৮৯৯]: রুহুল্লাপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। তিনি হাটহাজারী দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম মাদরাসায় সিহাহ সিত্তার দারস প্রদান করেন।

মাওলানা আব্দুল হামিদ (১৮৭০-১৯২০ খ্রি.): মাদরাসা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, ফতেহপুর নাসেরুল ইসলাম মাদরাসা, হাটহাজারী।

মাওলানা ওয়াজীহুল্লাহ সন্দ্বীপী (মৃ.১৯২০ খ্রি.): সন্দ্বীপী, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, নোয়াখালী আহমদিয়া মাদরাসা।

মাওলানা মুহাম্মদ হাসান (১৮৫০-১৯২০ খ্রি.): হাইদকান্দি, মীরসারাই, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, চট্টগ্রাম মুহসিনিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

মাওলানা আজিজুর রহমান, (১৮৬২-১৯২১ খ্রি.): বাবুনগর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, আলজামিআ আল আরাবিয়া নাসিরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম।

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হাই (১৮৫৯-১৯২১ খ্রি.): হেড মাওলানা ও মুহাদ্দিস, চশমায়ে রহমত মাদরাসা, গাজীপুর।

মাওলানা মুহাম্মদ আমীন খান রেজভী (জ.১৯২১ খ্রি.): পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, আলম শাহ পাড়া আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

মাওলানা মুজাফ্ফর আহমদ (রহ.) [জ. ১৯২৫]: সাহেবলালী, মীরসারাই, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, জামিআ আহমাদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা।

মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ (জ.১৯২৭ খ্রি.): বাবুনগর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, চারিয়া কাসিমুল উলূম মাদরাসা, নাজির হাট, চট্টগ্রাম।

মাওলানা নযীর আহমাদ আনোয়ারী (১৮১৩-১৯৩৭ খ্রি.): চারিয়া, হাটাজারী, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, হাটহাজারী দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম মাদরাসা।

মাওলানা জমীরুদ্দীন (১৮৭৮-১৯৪০): শুয়াবিল, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, হাটহাজারী দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম মাদরাসা।

মাওলানা এফাজ উদ্দিন(১৮৬৩-১৯৪৩ খ্রি.): গহীরা, রাউজান, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, হাটহাজারী দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম মাদরাসা।

মাওলানা হাবীবুল্লাহ (১৮৬৫-১৯৪৩ খ্রি.): চারিয়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, হাটহাজারী দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম মাদরাসা।

মাওলানা নযীর আহমাদ (১৮৯০-১৯৪৪ খ্রি.): চারিয়া, হাটাজারী, চট্টগ্রাম। হেড মাওলানা, দারুল উলূম আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

মাওলানা ওবাইদুর রহমান (১৯০০-১৯৪৮ খ্রি.): মাদরাসা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস ও মুহতামিম, আল জামিয়া আল ইসলামিয়া,পটিয়া, চট্টগ্রাম।

মাওলানা মোহাম্মদ নূরুল্লাহ (১৮৯৯-১৯৫১ খ্রি.): সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম। মুমতাজুল মুহাদ্দিস, কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা।

মাওলানা সাঈদ আহমদ (১৮৮২-১৯৫৫ খ্রি.): সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম। শায়খুল হাদীস ও মুহাদ্দিস, চারিয়া কাসিমুল উলূম মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

মাওলানা ইয়াকুব (১৮৯৭-১৯৫৮ খ্রি.): জিরি, পটিয়া, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, হাটহাজারী দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম মাদরাসা।

মাওলানা আমীনুল্লাহ বাবুনগরী (১৮৯২-১৯৫৮ খ্রি.): বাবুনগর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। শায়খুল হাদীস, বাবুনগর আযীযুল উলূম মাদরাসা।

মাওলানা আজিজুল হক, (১৯০৫-১৯৬০ খ্রি.): চরকানাই, পটিয়া, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, জমিরিয়া কাসিমুল উলূম, পটিয়া,চট্টগ্রাম।

মাওলানা মুহাম্মদ আমীন বাবুনগরী (১৮৯৪-১৯৬০ খ্রি.): বাবুনগর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। শায়খুল হাদীস, জামিআ ইসলামিয়া আজীজুল উলূম, বাবুনগর, চট্টগ্রাম।

মাওলানা আলাউদ্দিন (মৃ. ১৯৯৮): চন্দনশাই, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, সোবহানিয়া আলিয়া মাদরাসা।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা ফজলুর রহমান (১৮৮৬-১৯৬৪ খ্রি.): উতবতর, জলদী, বাশখালি, চট্টগ্রাম। শায়খুল হাদীস, আল-জামিআ আল-আরাবিয়া,পটিয়া, চট্টগ্রাম।

মাওলানা মুহাম্মদ ওবাইদুল হক (১৯০৩-১৯৬৪ খ্রি.): কেউচিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম। অধ্যক্ষ ও মুহাদ্দিস, ফেনী আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল (মৃ.১৯৬৬ খ্রি.): রুদরা, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম। মুহতামিম ও মুহাদ্দিস, আল-জামিআ আল-ইসলামিয়া আল-আরাবিয়া মুযাহির আল-উলূম, চট্টগ্রাম।

মাওলানা আহমদ হাসান (১৮৮২-১৯৬৭): জিরি, পটিয়া, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, আল-জামেআ আল আরাবিয়া জিরি।

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুজ জলীল (মৃ.১৯৬৭ খ্রি.): চারিয়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, জামিআ ইসলামিয়া কাসিমুল উলূম, চারিয়া, হাটাহাজারি।

মাওলানা মুযাফ্ফর আহমদ (১৯০৪-১৯৭১ খ্রি.): মুহাদ্দিস, চুনতী হাকীমিয়া আলিয়া মাদারসা, চট্টগ্রাম।

মাওলানা সালেহ আহমাদ (১৯০২-১৯৭২ খ্রি.): হরিণখাইন, পটিয়া, চট্টগ্রাম। শায়খুল হাদীস, আল-জামিআ আল-আরাবিয়া, চট্টগ্রাম।

মাওলানা আব্দুল হাফিয(১৯২১-১৯৭৩ খ্রি.): চাতরী, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, সোবহানিয়া আলিয়া মাদরাসা।

মাওলানা আমির হামজা(১৮৯২-১৯৭৪ খ্রি.): সতিপাড়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, সাতকানিয়া আলিয়া মাদরাসা।

মাওলানা আব্দুল গণি (রহ.) [১৮৯৬-১৯৭৬]: মিঠানালা, মীরসারাই, চট্টগ্রাম। তিনি ফয়েজে আম মাদরাসায় শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন এবং ১৯০২ সালে সুফিয়া নুরিয়া মাদরাসায় যোগদান করে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত হাদীস শিক্ষাদান করেন।

মাওলানা ফয়জুল্লাহ (১৮৯২-১৯৭৬ খ্রি.): মেকহল, হাটাহাজী, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, হাটহাজারী দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম মাদরাসা।

মাওলানা মুহাম্মদ আমীন(১৯০৫-১৯৭৭ খ্রি.): দুরদুরি, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, দারুল উলূম আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

মাওলানা মাওলানা শাহ আব্দুল মজীদ (১৮৯০-১৯৭৭ খ্রি.): গারাঙ্গিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম। অধ্যক্ষ ও মুহাদ্দিস, গারাঙ্গিয়া আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

মাওলানা নূর আহমাদ (১৯০৮-১৯৭৮ খ্রি.): খন্দকিয়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, দারুল হিদায়া, পোরশা, নওগাঁ।

মাওলানা আব্দুল হক (রহ) (১৮৮২-১৯৭৯ খ্রি.): বোয়ালখালি, খরমদ্বীপ, চট্টগ্রাম পাঠদানের স্থান: নিজ বাসস্থান, পাঠদানের বিষয়: সিহাহ সিত্তাহ।

মাওলানা আবুল মুজাফ্ফর (১৯০৭-১৯৭৯ খ্রি.) : পদুয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, সাতকানিয়া আলিয়া মাদরাসা।

মাওলানা ফয়জুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৯ খ্রি.): বাবুনগর, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, চুনতী হাকিমীয়া আলিয়া মাদারসা, চট্টগ্রাম।

মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহীম (১৯১৭-১৯৮০ খ্রি.): ছত্তারহাট, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, চুনতি সাতকানিয়া আলিয়া মাদরাসা।

মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহীম (১৯১৭-১৯৮০ খ্রি.): মুহাদ্দিস, চুনতি হাকীমিয়া আলিয়া মাদরাসা।

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল (১৮৯৮-১৯৮০ খ্রি.): মুহাদ্দিস, দারুল উলূম আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

মাওলানা হাফিজ আবুল হাসান (১৮৯১-১৯৮১ খ্রি.): জলদি, বাশখালি, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, জলদি হোসাইনিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

মাওলানা আলিম উদ্দিন, (১৯২২-১৯৮৩ খ্রি.): মাইজভাণ্ডার, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, নানুপুর ওবায়দিয়া হেদায়েতুল ইসলাম মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

মাওলানা মুহাম্মদ আলী (মৃ.১৯৮৩ খ্রি.): মীরসারাই, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, হাটহাজারী দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম মাদরাসা।

মাওলানা আমির হোসাইন, (১৯১১-১৯৮৪ খ্রি.): রুদরা, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস,জমিরিয়া কাসিমুল উলূম, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

মাওলানা আবু তাহের মুহাম্মদ নাজের (১৯২২-১৯৮৫ খ্রি.): বড়ঘোপ, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার। মুহাদ্দিস, জামিআ আহমাদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদারসা, চট্টগ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মাছউদুল হক (১৯১৮-১৯৮৫ খ্রি.): পটিয়া, চট্টগ্রাম। শায়খুল হাদীস, জামিআ ইসলামিয়া ওবায়দিয়া, নানুপুর।

মাওলানা মতিউর রহমান নিযামী (১৯২১-১৯৮৬ খ্রি.): মৌঠবাড়িয়া, মিরসারাই, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, দারুল উলূম, চট্টগ্রাম।

মাওলানা মাহমুদুল হক খতীতিবী (১৯০৭-১৯৮৬খ্রি,): কালাউজান, লোহাগড়া, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, মহিউস সুন্নাহ মাদরাসা, মেখল।

মাওলানা নূরুল হক (১৯১৮-১৯৮৭ খ্রি.): জামিরজুরি, পটিয়া, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস ও মুহতামিম, আল জামেআ আল আরাবিয়া জিরি, চট্টগ্রাম ।

মাওলানা হামেদ (১৯১৭-১৯৮৭ খ্রি.): হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, হাটহাজারী দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম মাদরাসা।

মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলামাবাদী (১৯১৫-১৯৮৮ খ্রি.): মার্শা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, মুফতি ও অধ্যক্ষ, সাতকানিয়া আলিয়া মাদরাসা।

মাওলানা ওবাইদুর রহমান(১৯২৩-১৯৯০ খ্রি.): ইমামনগর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। শায়খুল হাদীস, জামিআ ইসলামিয়া আজীজুল উলূম, বাবুনগর, চট্টগ্রাম।

মাওলানা ওয়ালীউল্লাহ আল-হুসাইনী (১৯০৮-১৯৯০ খ্রি.): সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম। শায়খুল হাদীস, জামিআ ইসলামিয়া মাহমুদিয়া, বরিশাল।

মাওলানা নূরুল হক (১৯১১-১৯৯০ খ্রি.): দৌলতপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, জামিআ ইসলামিয়া আজীজুল উলূম, বাবুনগর, চট্টগ্রাম।

মাওলানা আবুল হাসান(১৯১৮-১৯৯২ খ্রি.): ধুরং, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, হাটহাজারী দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম মাদরাসা।

মাওলানা মাযহারুল ইসলাম (১৯১৫-১৯৯২ খ্রি.): ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, দারুল মাআরিফ ইসলামিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস (১৯০৯-১৯৯২ খ্রি.): মেখল, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। শায়খুল হাদীস, আল-জামিআ আল-আরাবিয়া,পটিয়া।

মাওলানা সুলতান আহমদ (১৮৯৯-১৯৯২ খ্রি.): মির্জাখিল, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম। প্রধান মুহাদ্দিস, গারাঙ্গিয়া আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

মাওলানা মীর গোলাম মোস্তফা (১৯১১-১৯৯৩ খ্রি.): মুহাদ্দিস, সাতকানিয়া আলিয়া মাদরাসা।

মাওলানা সৈয়দ শামসুল হুদা (১৯৩২-১৯৯৩ খ্রি.): তেলপারই, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। অধ্যক্ষ ও মুহাদ্দিস, ছোবহানিয়া আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

মাওলানা আব্দুর রশীদ (রহ.) [১৯০০-১৯৯৪ খ্রি.]: গাঙ্গারিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম। তিনি ১৯৮৪ সাল থেকে গারাঙ্গিয়া আলিয়া মাদরাসায় হেড মাওলানা পদে যোগদান করেন। ইলমি হাদীসের খিদমত করেন।

মাওলানা কবির আহমদ (১৯৪৬-১৯৯৫ খ্রি.): বড়ঘোনা, বাশখালী, চট্টগ্রাম। অধ্যক্ষ ও মুহাদ্দিস, ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদরাসা, বাশখালী, চট্টগ্রাম।

মাওলানা সায়ীদ আহমদ (১৯১৪-১৯৯৫ খ্রি.): গহীরা, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম। প্রধান মুহাদ্দিস, চারিয়া কাসিমুল উলূম মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

মাওলানা আহমদ (১৯০৫-১৯৯৬ খ্রি.): মোহরা, চান্দগাও, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, জমিরিয়া কাসিমুল উলূম, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক (মৃ.১৯৯৭ খ্রি.): কানাইমাদার, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম। শায়খুল হাদীস, সাতকানিয়া আলিয়া মাদরাসা।

মাওলানা আলি আহমদ কদুরখিলী (মৃ. ১৯৬২): কদুরখিল, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, আল জামিয়া আল ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

মাওলানা ইউসুফ (মৃ. ১৯৯৮): গড়দুয়ারা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, মেখল মাদরাসা, হাটহাজারী।

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুজ জাব্বার (১৯৩৩-১৯৯৮ খ্রি.): বড় হাতিয়া, লোহাগড়া, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস ও অধ্যক্ষ, বাইতুশ শরফ আদর্শ মাদরাসা।

মাওলানা মুহাম্মদ হাসান (১৮৯৯-১৯৯৮ খ্রি.): রায়পুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, রাঙ্গাঘোনা মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আব্দুল আউয়াল ফোরকানী (রহ.): মিঠানালা, মীরসারাই, চট্টগ্রাম। মুহাদ্দিস, জামিআ আহমাদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদারসা, চট্টগ্রাম।

মাওলানা আব্দুল মান্নান (রহ.): শমশেরপাড়া, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম। হেড মুহাদ্দিস, চট্টগ্রাম দারুল উলূম মাদরাসা।

কক্সবাজার

মাওলানা আবুল কালাম মুজহের আহমদ (জ.১৯১২ খ্রি.): সাহারবিল, চকরিয়া, চট্টগ্রাম। তিনি ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত কক্সবাজার হাশেমিয়া মাদরাসায় মুহাদ্দিস ও অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মাওলানা আবুল ফকীহ মুহাম্মদ ফুরকান (১৯১০-১৯৭৭ খ্রি.): খন্দকারাপাড়া, মহেশখালী, চট্টগ্রাম। তিনি প্রথমে ছারছীনা আলিয়া, অতঃপর চট্টগ্রাম অজেদিয়া এবং চট্টগ্রাম দারুল উলুমে দীর্ঘ ২৮ বছর হাদীসশাস্ত্রের পাঠ দান করেন।

মাওলানা সিদ্দিক হাসান (মৃ. ১৯৮৭ খ্রি.): বরইতলী, চকরিয়া, চট্টগ্রাম। তিনি ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত আলাজামিআ আলইসলামিয়ায় মুহাদ্দিস হিসেবে মুসলিম ও আবু দাউদ শরীফ পাঠদান করেন।

নোয়াখালী

মাওলানা আলী আজম(জন্ম:১৯১৩): আলাদীন নগর, নোয়াখালী। মুহাদ্দিস, নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদরাসা, রায়পুর আলিয়া মাদরাসা এবং ১৯৫৭ সালে গাজীমুড়া আলিয়া মাদরাসায় শায়খুল হাদীস হিসেবে নিযুক্ত হন।

শায়খুল হাদীস মাওলানা আবদুস সোবহান (রহ.): নোয়াখালী, ফাজেলে কালিকাতা, ভারত। অধ্যক্ষ, (১৯১৩-১৯১৯ ইং) নোয়াখালী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা।

শায়খুল হাদীস মাওলানা উযায়ের গুল পেশওয়ারী (রহ.): পাকিস্তান, ফাজেলে দেওবন্দ, ভারত। অধ্যক্ষ, (১৯৪৬-১৯৫৩), নোয়াখালী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা।

মাওলানা ফজলুল করীম (মৃ. ১৯৫৮ খ্রি.): রাজারাম পুর, নোয়াখালী। মুহাদ্দিস, নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদরাসা।

শায়খুল হাদীস মাওলানা আবদুস সোবহান (রহ.), নোয়াখালী, ফাজেলে দেওবন্দ, ভারত। অধ্যক্ষ, (১ জানু ১৯৬৭ - ২৭ জুলাই ১৯৯৬৮), নোয়াখালী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা।

মাওলানা মুহম্মদ ইয়াকুব শরীফ (জ. ১৯২৮ খ্রি.): সাদেকপুর, সেনবাগ, নোয়াখালী। মুহাদ্দিস, ঢাকা সরকারি মাদরাসা-ই- আলিয়া এবং অধ্যক্ষ, সরকারি সিলেট আলিয়া মাদরাসা।

মাওলানা ফজলুল করীম (জ. ১৯৩৩ খ্রি.): মাহাদেব পুর, নোয়াখালী। মুহাদ্দিস, পাঙ্গাশিয়া আলিয়া মাদরাসা, ফরিদগঞ্জ আলিয়া মাদরাসায় আট বছর হাদীস অধ্যাপনা করেন, অতঃপর নোয়াখালী কারামাতিয়া আলিয়া মাদরাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান (১৯১৯-১৯৬০ খ্রি.): আব্দুল্লাহ পুর, নোয়াখালী। অধ্যাপক, কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা। তিনি তিরমিজী শরীফের দারস দিতেন।

মাওলানা আব্দুল হালীম (১৯১৬-১৯৬১ খ্রি.): চরধলী, কোম্পানিগঞ্জ, নোয়াখালী। হেড মাওলানা, ফেনী দারুল উলূম আল-হোসাইনিয়া, ওলামা বাজার, নোয়াখালী।

মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল্লাহ (১৯০৮-১৯৬৮ খ্রি.): মীর আলীপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী। মুহাদ্দিস, নোয়াখালী ইসলামিয়া আলিয়া মাদরাসা।

মাওলানা আযীযুল্লাহ (১৯০২-১৯৮২ খ্রি.): সাদেকপুর, সেনবাগ, নোয়াখালী। মুহাদ্দিস ও অধ্যক্ষ, নোয়াখালী কারামাতিয়া আলিয়া মাদরাসা।

শায়খুল হাদীস মাওলানা আবুল কাসেম (রহ.), নোয়াখালী। হেড মুহাদ্দিস, নোয়াখালী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা।

মাওলানা আব্দুল হালীম (১৯১৩-১৯৯১ খ্রি.): চরধলী, কোম্পানিগঞ্জ, নোয়াখালী। মুহাদ্দিস ও মুহতামিম, দারুল উলূম আল-হোসাইনিয়া, ওলামা বাজার, নোয়াখালী।

মাওলানা আবু নসর মুহাম্মদ নজীবুল্লাহ (১৯১৬-১৯৯৬ খ্রি.): কাসেমনগর, রামগঞ্জ, নোয়াখালী। তিনি ১৯৩৬-১৯৩৯ সাল পর্যন্ত নোয়াখলী কারামাতিয়া আলিয়ায় মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর তিনি বগুড়া সরকারি মুস্তফাবিয়া আলিয়া মাদরাসায় দক্ষতারসাথে হাদীসের পাঠদান ও অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।

শায়খুল হাদীস মাওলানা সফিক উল্লাহ (রহ.), নোয়াখালী। নোয়াখালী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা।

মাওলানা শফীকুল্লাহ বশিরপুর, নোয়াখালী। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত বগুড়া সরকারি মুস্তফাবিয়া আলিয়া মাদরাসায় দক্ষতারসাথে হাদীসের পাঠদান।

Dhaka University Institutional Repository

শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুর রহমান, কামিল, এম.এ নোয়াখালী। অধ্যক্ষ,(১৯৮৪-১৯৯৩), নোয়াখালী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা।

মাওলানা ছফীউল্লাহ (১৯০৪-২০০৮ খ্রি.): মুসাপুর, কোম্পনিগঞ্জ, নোয়াখালী। মুহাদ্দিস ও অধ্যক্ষ, ধামতী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, কুমিল্লা (১৯৪০-১৯৮১)।

লক্ষ্মীপুর

মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান (১৯১৯-১৯৬০ খ্রি.): আব্দুল্লাহপুর, লক্ষ্মীপুর। মুহাদ্দিস, সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

মাওলানা মোহাম্মদ মোবারাকুল্লাহ (মৃ. ১৯৬১ খ্রি.): মান্দারী, লক্ষ্মীপুর। মুহাদ্দিস, নোয়াখালী ইসলামিয়া আলিয়া মাদারাসা।

মাওলানা আব্দুল আযীয (১৮৮১-১৯৬২ খ্রি.): বটতলী, লক্ষ্মীপুর। মুহাদ্দিস ও মুহতামিম, আশরাফুল উলূম, বটতলী।

শায়খুল হাদীস মাওলানা আবদুল গণি (রহ.), লক্ষ্মীপুর, ফাজেলে দেওবন্দ, ভারত। অধ্যক্ষ, (১৯৬৮-১৯৭৭), নোয়াখালী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা।

শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজ উল্লাহ (রহ.), লক্ষ্মীপুর, ফাজেলে কলিকাতা, ভারত। অধ্যক্ষ, (১৯৭৭-১৯৮৪), নোয়াখালী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা।

মাওলানা আব্দুল মালেক (১৯৩২-১৯৯২ খ্রি.): দত্তপাড়া, লক্ষ্মীপুর। ১৯৭৮ সালে মুহাদ্দিস, নোয়াখালী কারামাতিয়া আলিয়া মাদরাসা।

শায়খুল হাদীস মাওলানা নাছির আহমদ (রহ.), লক্ষ্মীপুর, হেড মুহাদ্দিস, নোয়াখালী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা।

মাওলানা আব্দুল মুঈয (১৯১৯-১৯৯৪ খ্রি.): বটতলী, লক্ষ্মীপুর। মুহাদ্দিস ও মুফতি, লালবাগ জামিআ কুরআনিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

শায়খুল হাদীস মাওলানা আবদুল হান্নান (রহ.), ফেনী, হেড মুহাদ্দিস, নোয়াখালী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা।

ফেনী

মাওলানা আলী আযম (১৯১৯-১৯৬৪ খ্রি.): ফাযিলপুর, দাগনভূঞা, ফেনী। মুহাদ্দিস, সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

মাওলানা হাবীবুর রহমান (রহ.) [মৃ. ২০১৯খ্রি.] ফুলগাজী, ফেনী। তিনি জামিআ আশরফিয়া, ফুলগাজীর শায়খুল হাদীস ছিলেন।

কুমিল্লা

শায়খুল হাদীস মাওলানা আলী আকবর (রহ), কুমিল্লা, ফাজেলে দেওবন্দ, ভারত। অধ্যক্ষ, (১৯৬৭-১৯৬৭), নোয়াখালী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা।

মাওলানা আবুল হাশেম (জ.১৯৪৬ খ্রি.): ফাতেহাবাদ, ধামতী, কুমিল্লা। মুহাদ্দিস, (১৯৬৬-১৯৮৯) ধামতী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, কুমিল্লা। প্রধান ফকিহ, (১৯৮৯-২০০৭)সোনাকান্দা দারুল হুদা কামিল মাদরাসা।

শায়খুল হাদীস মাওলানা বদিউল আলম (রহ.), কুমিল্লা। হেড মুহাদ্দিস, নোয়াখালী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা।

মাওলানা আব্দুল আউয়াল (মৃ.১৯৫৫): দাড়াচ, লাকসাম, কুমিল্লা। মুহাদ্দিস, দারুল উলূম আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম ও ছারছীনা আলিয়া মাদরাসা, পিরোজ পুর।

মাওলানা ওসমান গণী (১৯০৬-১৯৬২ খ্রি.): চন্দনপুর, হাজীগঞ্জ, কুমিল্লা। মুহাদ্দিস, সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

মাওলানা কুরবান আলী (১৯০৯- ১৯৬৮ খ্রি.): বাঘমারা, বরুড়া, কুমিল্লা। মুহাদ্দিস, আল-জামিআ আল-ইসলামিয়া, বরুড়া, কুমিল্লা।

মাওলানা মুহাম্মদ আজীমুদ্দীন আহমাদ (১৮৯৪-১৯৭৪ খ্রি.): পদ্মকুট, দেবীদ্বার, কুমিল্লা। মুহাদ্দিস,(৪বছর) ছারছীনা আলিয়া মাদরাসা, পিরোজ পুর এবং অধ্যক্ষ, ধামতী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, কুমিল্লা ।

মাওলানা মুহাম্মদ আলী (১৮৯৭-১৯৭৫ খ্রি.): কশবা, কুমিল্লা। শায়খুল হাদীস, আল-জামিআ আল-ইমদাদীয়া, কিশোরগঞ্জ।

মাওলানা দেলাওয়ার হুসাইন (১৯০৮-১৯৭৭ খ্রি.): ফেনুয়া, লাকসাম, কুমিল্লা। মুহাদ্দিস, নোয়াখালী ইসলামিয়া আলিয়া মাদরাসা।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা কারামাত আলী (মৃ. ১৯৯৪ খ্রি.): পুম্বাইশ, বরুড়া, কুমিল্লা। মুহাদ্দিস, আল-জামিআ আল-ইসলামিয়া, বরুড়া, কুমিল্লা।

শায়খুল হাদীস মাওলানা আবদুল মতিন (রহ.): কুমিল্লা। হেড মুহাদ্দিস, নোয়াখালী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা।

মাওলানা মাকছুদুর রহমান (১৯৯৪১-১৯৯৪ খ্রি.): সিংরাইশ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। মুহাদ্দিস, কুমিল্লা আলিয়া মাদরাসা, কুমিল্লা।

মাওলানা মুহাম্মদ তাফাজুল হোসাইন (১৯০৫-১৯৯৫ খ্রি.): কালাসাদারদিয়া, দাউদকান্দি, কুমিল্লা। শায়খুল হাদীস, বড়কাটরা হোসাইনিয়া আশরাফুল উলূম মাদরাসা।

শায়খুল হাদীস মাওলানা রফিকুল হক, কুমিল্লা, অধ্যক্ষ, (১৯৯৪-২০০৩), নোয়াখালী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা।

চাঁদপুর

শায়খুল হাদীস মাওলানা ইদ্রিস (রহ.): চাঁদপুর, ফাজেলে দেওবন্দ, ভারত। অধ্যক্ষ, (১৯১৯-১৯৪৫), নোয়াখালী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা।

মাওলানা আব্দুল করীম রূপসাহী হুজুর (১৯০৫-১৯৬২ খ্রি.): ভাতের হেউ, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর। মুহাদ্দিস, ১৯৩৭ ছারছীনা আলিয়া মাদরাসা, পিরোজ পুর।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ (মৃ. ১৯৮৭ খ্রি.): পেটুয়াজুরী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। (১৯৬৩-১৯৬৮) সাল পর্যন্ত কাতলাসেন আলিয়া মাদরাসা এবং ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত মুক্তাগাছা আব্বাসিয়া আলিয়া মাদরাসায় ইলমি হাদীসের খিদমত করেন।

মাওলানা আহমদ হোসাইন চৌধুরী (মৃ. ১৯৯৩ খ্রি.): দাউদপুর, সাঁতগাও, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। মুহাদ্দিস, সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

মাওলানা আব্দুল খালেক কিয়ামপুরী (মৃ. ২০১৯ খ্রি.): ব্রাহ্মণবাড়িয়া। মুহাদ্দিস, জামিয়া দারুসসুন্নাহ গলমুকাপন মাদরাসা, সিলেট।

সিলেট বিভাগ

সিলেট

মাওলানা আব্দুজ জাব্বার (১৯৩০-১৯ খ্রি.): জকিগঞ্জ, সিলেট। মুহাদ্দিস, সৎপুর, ফুলমতি ও ইসামতি আলিয়া মাদরাসা, সিলেট।

মাওলানা ইবরাহীম তশনা (১৮৭২-১৯৩৩ খ্রি.): বটইআইল, কানাইঘাট, সিলেট। মুহতামিম, ইমদাদুল উলূম, ওমরগঞ্জ, সিলেট।

মাওলানা মো. হাবীবুর রহমান (জ.১৯৩৪ খ্রি.): বারই, জকিগঞ্জ। তিনি ১৯৬৩-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সৎপুর দারুল হাদীস আলিয়া মাদরাসা মুহাদ্দিস পদে এবং ২ বছর অধ্যক্ষ পদে ইছামতি আলিয়া মাদরাসায়, আবার পূনরায় দারুল হাদীস আলিয়া মাদরাসা যোগদান করে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ইলমি হাদীসের খিদমত করেন।

মাওলানা আহমদ আলী দূর্গাপুরী (১৮৮৫-১৯৩৫ খ্রি.): দূর্গাপুর, সিলেট। শায়খুল হাদীস, গাছবাড়ী মাদরাসা, সিলেট।

মাওলানা মোহাম্মদ তাহের সিলেটী(১৮৫৬-১৯৪০ খ্রি.): বাঁশবাড়ি, কানাইঘাট, সিলেট। মুহাদ্দিস, কলিকাতা কুলুটোলা মাদরাসা। তিনি ইবন মাজার একটি ভাষ্যগ্রন্থ ও জু'আফা ইবন মাজাহ নামক রিজাল শাস্ত্রের রচয়িতা।

মাওলানা ইদ্রীস বাইয়মপুরী (১৮৭৯-১৯৪২ খ্রি.): বাইয়মপুর, কানাইঘাট, সিলেট। শায়খুল হাদীস, লালরচক রহমানিয়া মাদরাসা, সিলেট।

মাওলানা আবদুস সালাম (১৮৮১-১৯৫২ খ্রি.): বানীগ্রাম, কানাইঘাট, সিলেট। মুহাদ্দিস, সিলেট আলিয়া মাদরাসা।

মাওলানা জহুরুল হক (১৮৮৯-১৯৬৪ খ্রি.): বারঠাকুরী, জকিগঞ্জ, সিলেট। মুহাদ্দিস, বেগম বাজার কাসিমুল ইলুম মাদরাসা, সিলেট।

মাওলানা নেসার আলী (১৯০৬-১৯৬৭ খ্রি.):ঝিঙ্গাবাড়ি, কানাইঘাট, সিলেট। মুহাদ্দিস, ঝিঙ্গাবাড়ী আলিয়া মাদরাসা, সিলেট।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা ফজলুর রহমান চৌধুরী (১৯১১-১৯৬৬ খ্রি.): নিলাম্বরপুর, জকিগঞ্জ, সিলেট। মুহাদ্দিস ও মুহতামিম, জামিআ মুহাম্মাদিয়া হাড়িকান্দি, সিলেট।

মাওলানা মাহমুদ আলী (১৯১২-১৯৬৭ খ্রি.): হাজীপুর, গোলাপগঞ্জ, সিলেট। মুহাদ্দিস, বাঘা আরাবিয়া হোসাইনিয়া মাদরাসা, সিলেট।

মাওলানা নেসার আলী (১৯০৬-১৯৬৭ খ্রি.):ঝিঙ্গাবাড়ি, কানাইঘাট, সিলেট। মুহাদ্দিস, ঝিঙ্গাবাড়ী আলিয়া মাদরাসা, সিলেট।

মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন (১৮৯০-১৯৭২ খ্রি.): নিজপাট, নৈন্তাপুর, সিলেট। মুহাদ্দিস, কোলকাতা আলিয়া মাদরাসা, শায়খুল হাদীস, গাছবাড়ী জামিউল উলূম, সিলেট।

মাওলানা মহিব্বুর রহমান (১৯১১-১৯৮০ খ্রি.): নোয়াগ্রাম, সিলেট। শায়খুল হাদীস, গহরডাঙ্গা মাদরাসা, গোপালগঞ্জ; গাছবাড়ী জামিউল উলূম; মুক্তাগাছা আব্বাসিয়া আলিয়া মাদরাসা, মোমেনশাহী; বাহাদুর পুর আলিয়া মাদরাসা, শরীয়ত পুর।

মাওলানা জাওয়াদ হোসাইন পারকুলী (১৯২৩-১৯৯৬ খ্রি.): রাজাগঞ্জ, কানাইঘাট, সিলেট। শায়খুল হাদীস, হযরতনগর আলিয়া মাদরাসা, সিলেট। জামিআ ইসলামিয়া, রাজাগঞ্জ, সিলেট। আশরাফুল উলূম, মোমেনশাহী।

মাওলানা ইউনুস আলী (১৯৩১-১৯৯৮ খ্রি.): রায়গড়, সিলেট। শায়খুল হাদীস, দারুল উলূম হোসাইনিয়া মাদরাসা, সিলেট।

মাওলানা রইছ উদ্দিন (১৯৫৩-২০০১ খ্রি.): হামজাপুর, বিশ্বনাথ, সিলেট। তিনি ১৯৮০-২০০১ সাল পর্যন্ত সৎপুর দারুল হাদীস আলিয়া মাদরাসায় ইলমি হাদীসের খিদমত করেন।

মাওলানা ইমাদ উদ্দীন চৌধুরী (১৯৪৭-২০০৮ খ্রি.): ফুলতলি, জকিগঞ্জ, সিলেট। তিনি সৎপুর আলিয়া মাদরাসা এবং ইছামতি আলিয়া মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে পাঠদান করেন। বর্তমানে তিনি বাদে দেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসার হাদীস বিভাগে (কামিল শ্রেণিতে) বুখারী শরীফের দারস দান করেন।

বরিশাল বিভাগ

বরিশাল

মাওলানা এ. কে. এম. জহুরুল হক (১৯১৯-২০০৪ খ্রি.): ধাওয়া, ভাণ্ডারিয়া, পিরোজপুর। অধ্যক্ষ ও মুহাদ্দিস, আহসানাবাদ রশীদিয়া আলিয়া মাদরাসা, বরিশাল।

মাওলানা আব্দুল মান্নান (জ.): চরমোনাই, বরিশাল। মুহাদ্দিস, চরমোনাই আহসানাবাদ আলিয়া মাদরাসা।

পিরোজপুর

ড. মাওলানা এ. কে. এম. আইয়ুব আলী (মৃ. ১৯৯৫ খ্রি.): তেলীখালী, ভাণ্ডারিয়া, পিরোজপুর। অধ্যক্ষ, ১৯৭০ সরকারি মাদরাসা-ই- আলিয়া, সিলেট এবং (১৯৭৩-১৯৭৯) সাল পর্যন্ত সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা ।

মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (১৯১১-২০০৮ খ্রি.): বাসন্ডা (নেছারাবাদ), ঝালকাঠি। মুহাদ্দিস ও উপাধ্যক্ষ,(১৯৪৭-১৯৬৯) ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাৎ কামিল মাদরাসা, পিরোজপুর।

মাওলানা আব্দুস সাত্তার বিহারী: কালিবাগ, চাম্পারন, বিহার, ভারত। মুহাদ্দিস, ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাৎ কামিল মাদরাসা, পিরোজপুর।

পটুয়াখালী

মাওলানা এস এম ফতেহ আলী: বড় ডালিমা, বাউফল, পটুয়াখালি। মুহাদ্দিস, (১৯৬২-১৯৯৫ খ্রি.) পাঙ্গাশিয়া আলিয়া মাদরাসা, পটুয়াখালী।

ভোলা

মাওলানা সালাহুদ্দীন (মৃ.১৯৮৭ খ্রি.): নবীনগর, লালমোহন, ভোলা। মুহাদ্দিস, (১৯৭৩-১৯৭৬) জামিআ আল-ইসলামিয়া আল-মাহমুদিয়া, বরিশাল; (১৯৭৭-১৯৮৩) পর্যন্ত লালবাগ মাদরাসা; অতঃপর (১৯৮৪-১৯৮৭) পর্যন্ত মুহাম্মদিয়া আরাবিয়া মাদরাসা, যাত্রাবাড়ি।

Dhaka University Institutional Repository

রাজশাহী বিভাগ

রাজশাহী

মাওলানা তকী উদ্দিন আরাবী : ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে রাজশাহীর মহিসুনে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এটি উত্তর বঙ্গের প্রাচীনতম মাদরাসা।

বগুড়া

মাওলানা মুহাম্মদ আলী (জ.১৯২২ খ্রি.): মুরইল, কাহালু, বগুড়া। মুহাদ্দিস ও উপাধ্যক্ষ,(১৯৫৩-১৯৮৯) বগুড়া মোস্তফাবিয়া আলিয়া মাদরাসা।

চাপাইনবাবগঞ্জ

মাওলানা মুহাম্মদ বাহারুদ্দীন (জ.১৯৩৫ খ্রি.): বাবলবোনা, শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ। মুহাদ্দিস,১৯৬০সালে বানিয়াপাড়া আলিয়া মাদরাসা, বগুড়া। ১৯৬৪ সালে গাইবান্ধা মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদরাসা, ১৯৭৬ সালে রাধাকান্তপুর আলিয়া মাদরাসা, নবাবগঞ্জ। ১৯৭৭ সালে বানিয়াপাড়া আলিয়া মাদরাসা, ১৯৮৩ সালে নবাবগঞ্জের প্রাসাদ পুর মাদরাসা এবং উপধ্যাক্ষ (১৯৮৯-১৯৯৭) শংকরবাটি হিফযুল উলূম কামিল মাদরাসা।

মাওলানা মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান (১৯৩৮খ্রি.): পোলডাঙ্গা, গোমস্তাপুর, নবাবগঞ্জ। মুহাদ্দিস, (১৯৭১-১৯৭৪) গাইবান্ধা মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদরাসা, অতঃপর অধ্যক্ষ, শংকরবাটি হিফযুল উলূম কামিল মাদরাসা।

মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ হোসাইন (মৃ.১৯৯৬ খ্রি.): মাওড়িপাড়া, নবাবগঞ্জ। মুহাদ্দিস,(১৯৭৪-১৯৯০) শংকরবাটি হিফযুল উলূম কামিল মাদরাসা।

মাওলানা মুহাম্মদ গিয়াসুদ্দীন: চরবাগডাঙ্গা, নবাবগঞ্জ। মুহাদ্দিস,(১৯৬৮-১৯৯৪) শংকরবাটি হিফযুল উলূম কামিল মাদরাসা।

রংপুর বিভাগ

মাওলানা শামসুল ইসলাম ওয়াহীদী: ভাংনী, মিঠাপুকুর, রংপুর। মুহাদ্দিস, (১৯৮৪-১৯৯২) বড় রংপুর কারামাতিয়া আলিয়া মাদরাসা।

মাওলানা ইমামুদ্দীন : বজরা, কুড়িগ্রাম। মুহাদ্দিস ও হেড মাওলানা, (১৯৪৯-১৯৬৭) বগুড়া মোস্তফাবিয়া আলিয়া মাদরাসা।

খুলনা বিভাগ

মাওলানা আবুল খায়র মুহাম্মদ আব্দুল আযীয (মৃ.১৯৭৭ খ্রি.): ওলামাগঞ্জ, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট। মুহাদ্দিস ও উপাধ্যাক্ষ, ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাৎ কামিল মাদরাসা, পিরোজ পুর।

মাওলানা আবু হানিফা মুহাম্মদ ইসহাক আলী (১৯৫২-১৯৮৮ খ্রি.): চাকলা, আশাশুনি, সাতক্ষীরা। মুহাদ্দিস, সাতক্ষীরা আলিয়া মাদরাসা।

মাওলানা আব্দুল কাদির (১৯৫৪-১৯৯০ খ্রি.): বড়শিবাওয়া, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট। মুহাদ্দিস,(১৯৬৮-১৯৭২) খুলনা আলিয়া মাদরাসা; (১৯৭৩-১৯৯০) ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাৎ কামিল মাদরাসা, পিরোজ পুর।

মাওলানা মুহাম্মদ রিদওয়ানুল করীম (মৃ.২০১৪খ্রি.): চণ্ডিপুর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। মুহাদ্দিস, ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাৎ কামিল মাদরাসা, পিরোজ পুর।

উক্ত বিশ্লেষণে বাংলাভাষী প্রখ্যাত হাদীসবিশারদগণের পরিচয় ও বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় তাঁদের অবদান প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে ১৯৫২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত আলিয়া, কওমী ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বাংলাভাষী হাদীসবিশারদগণের মধ্য থেকে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শক্রমে বাছাইকৃত প্রায় ১০০ জন হাদীসবিদের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য ও বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় তাঁদের অবদানের (হাদীস অধ্যাপনা ও প্রচার-প্রসার, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গ্রন্থ রচনা ও হাদীস শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন) পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়াও বিভাগভিত্তিক প্রায় দু'শত মুহাদ্দিসের অতিসংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সার্বিক পর্যালোচনা ও গবেষণার ফলাফল

"বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা (১৯৫২-২০১৫)" শিরোনামে অভিসন্দর্ভটি একটি পর্যালোচনামূলক গবেষণাকর্ম। এ গবেষণা শিরোনামটি স্বল্পায়তনের; কিন্তু এর পরিধি-ব্যাপ্তি, তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তাই বক্ষমান গবেষণার সূচনাপর্বে সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে এর প্রশ্নসমূহ, উদ্দেশ্য, যৌক্তিকতা, মৌলপ্রত্যয়, পরিধি, উদ্ভাবিত গবেষণা পদ্ধতি এবং গবেষণার সীমাবদ্ধতা উপস্থাপন করার মাধ্যমে প্রস্তাবিত রূপরেখার যৌক্তিকতার পূনর্মূল্যায়ন হয়েছে। বর্তমান গবেষণার বিষয়বস্তুকে গভীরভাবে উপলব্দি করা, মূল থেকে তথ্য-উপাত্ত উদ্ঘাটন-আহরণ ও গবেষণার ধারাবাহিকতা রক্ষা করার প্রয়োজনে অতি সংক্ষেপে হাদীসের পরিচয়, প্রয়োজনীয়তা, উৎপত্তি ও নবীযুগে হাদীস চর্চা সম্পর্কে পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এরই ক্রমধারায় সাহাবা, তাবি, তাবউত-তাবি এবং তৎপরবর্তী পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত প্রণীত প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থসমূহের নাতিদীর্ঘ পর্যালোচনা উদ্ধৃত হয়েছে।

বর্তমান গবেষণার মূলপ্রতিপাদ্য বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা। তাই এর সূচনা ও ক্রমবিকাশ ধারা অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ভারতীয় উপমহাদেশে সাহাবা কিরামের আগমন হয়েছিল নবীযুগে। ফলে সেখানে ইসলাম প্রচারের শুভসূচনাও হয়েছিল নবী (সা.) এর জীবদ্দশায়। এরই ধারাবাহিকতায় হযরত ওমর, উসমান ও মুয়াবিয়া (রা) এর শাসনামলে তথায় অনেক সাহাবী, তাবিঈর আগমন ঘটে। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরবর্তীতে বহু আলিম, মুহাদ্দিস-মুবাল্লিগ ও সূফী-দরবেশ ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। যারা সেখানে ইসলাম প্রচার ও হাদীসশাস্ত্র চর্চায় ব্যাপক অবদান রাখেন এবং তা যুগ যুগ ধরে চলমান রয়েছে। পর্যায়ক্রমে তারা বাংলাদেশেও ইসলাম প্রচার-প্রসার ও হাদীসশাস্ত্র চর্চা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। প্রাচীন বহু স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রমের সাক্ষ্য বহন করে। এ ছাড়া বাংলা ভাষার ইতিহাসের বাকেবাকে এ ভাষায় হাদীস শরীফের চর্চা, ভাষান্তর ও বিকাশ সম্পর্কিত তথ্যাদি অনুসন্ধান ও বিচার-বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বাংলা ভাষার প্রাচীন ও মধ্য যুগে এ ভাষায় হাদীস চর্চার তেমন কোন নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে আধুনিক যুগের সূচনালগ্ন থেকেই বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। বিংশ শতাব্দীতে এসে তাতে ব্যাপক গতি সঞ্চারিত হয়। বিশেষত ১৯৫২ সাল থেকে ক্রমাগ্রসরতার ধারায় বর্তমানে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা শীর্ষ পর্যায় রয়েছে।

কোন বিষয়ে রচিত গ্রন্থ হচ্ছে সে বিষয়ের দালিলিক প্রমাণ। তাই বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা কী পরিমান হয়েছে তা এ বিষয়ে রচিত গ্রন্থ পর্যালোচনার মাধ্যমে সহজেই অনুমেয়। ১৯৫২ সাল থেকে বর্তমান (২০২১) পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য বাংলা ভাষায় রচিত, সংকলিত, অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হাদীসগ্রন্থের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যের পর্যালোচনায় দেখা গেছে, এ ভাষায় রচিত ও সংকলিত ৭৯টি, অনূদিত ১২৩টি, ব্যাখ্যামূলক ১৪টিসহ মোট ২১৭টি হাদীস বিষয়ক গ্রন্থের অনুসন্ধান পাওয়া গেছে; যেগুলো পর্যালোচনার আওতায় এসেছে। উল্লেখ্য, যুগ বিভাজনের দশক বিবেচনায় পঞ্চাশের দশকে ১৪টি, ষাটের দশকে ২১টি, সত্তরের দশকে ১৫টি, আশির দশকে ৩০টি, নব্বইর দশকে ৩৩টি, দুই হাজার থেকে দুই হাজার দশ পর্যন্ত ৩৭টি, দুই হাজার দশ থেকে বর্তমান পর্যন্ত ৭৫টি উল্লেখযোগ্য হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যা বর্তমানে পঞ্চাশের দশকের তুলনায় পাঁচগুণ বেশি। তবে নব্বই এর দশক থেকে এই অঙ্গনে এক নতুন ধারায় তাহকীক (সম্পাদিত) ও তাখরীজ (তথ্যসূত্র যুক্ত) কৃত হাদীস গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে এবং ক্রমেই তা জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন "হাদীস গ্রন্থের ভাষ্য" বাংলা ভাষায় অনুবাদের প্রচলন শুরু হয়েছে এবং ক্রমেই তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই দেখা যাচ্ছে, দিন বদলের সাথে সাথে বাংলা ভাষায় হাদীসশাস্ত্র সংকলন, অনুবাদ ও ভাষ্য গ্রন্থের অনুবাদ প্রণয়ন এবং সেগুলোর পাঠক চাহিদা ক্রমাগ্রসরমান গতিতে বেড়ে চলছে।

Dhaka University Institutional Repository

অপর দিকে হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় করতে হলে তা উসূলুল হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রের নির্ধারিত মানদণ্ডে উন্নীত হওয়া আবশ্যক। আর বাংলা ভাষায় এ আবশ্যকীয় দু'টি বিষয়ে কী পরিমান কাজ হয়েছে তা অনুসন্ধান করার লক্ষ্যে এ ভাষায় উসূল-রিজাল শাস্ত্র চর্চার সূচনা ও বিকাশ ধারা এবং এ বিষয়ে প্রণীত গ্রন্থের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার করা হয়েছে। এতে ৩৩টি গ্রন্থের পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে। অনুসন্ধানে দেখা যায়, ৬০ এর দশকের পূর্বে বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে কোন গ্রন্থ পরিলক্ষিত হয়নি। তবে উসূলুল হাদীস বিষয়ে ৯০ এর দশকে সর্বাধিক ১২টি গ্রন্থ রচিত হলেও এ যাবৎ রিজাল শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ রচিত কিংবা অনূদিত হয়নি।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার প্রধান মাধ্যম প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক হাদীস চর্চা। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমেও হাদীস চর্চা হয়ে থাকে। তাই উল্লিখিত দুটি ধারার সম্বন্বয়ে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রচার মাধ্যমের ধরন ও প্রকৃতি শিরোনামে এ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করা হয়েছে। প্রথমত প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আলিয়া-কওমী মাদরাসা, স্কুল-কলেজ, পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হাদীস বিষয়ক সিলেবাস পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার পরিমান, ধরন ও প্রকৃতি নিরূপণ করা হয়েছে। এতে আলিয়া ও কওমী মাদরাসায় সমৃদ্ধ হাদীস সিলেবাসে পাঠদান করা হয়। বিশ্লেষণে পাওয়া গেছে, উভয় প্রাতিষ্ঠানিক ধারায় সিহাসিত্তাহর প্রসিদ্ধ ছয়টি গ্রন্থের সাথে মুয়াত্তা ইমাম মালিক, মুয়াত্তা মুহাম্মদ, শরহ মাআনিল আসার, মিশকাতুল মাসাবীহ, রিয়াদুস সালিহীন এবং মিযানুল আখবার, তাইসিরু মুসতালাহুল হাদীস ও নুখবাতুল ফিকার প্রভৃতি হাদীস-উসূলুল হাদীসের গ্রন্থাদি পাঠ্য রয়েছে। তবে তাতে পাঠদানের ক্ষেত্রে রয়েছে পদ্ধতিগত বিস্তর সমস্যা। এ ছাড়া সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, দেশের পঁচানব্বই শতাংশ শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় (স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে) শিক্ষাগ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু এ ধারায় কুরআন-হাদীস অধ্যয়নের সুযোগ নেই বললেই চলে। অথচ কুরআন-হাদীস হচ্ছে নৈতিকতার মূল ভিত্তি। তাই তাদের মধ্যে যথার্থ নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি ও বিকাশ না ঘটায় দেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও প্রতিনিয়ত বহুমাত্রিক অনৈতিকতার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার সংবাদ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। এ শিক্ষাধারায় কাঙ্ক্ষিত নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন আদর্শ জনসম্পদ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হচ্ছে; ফলে জাতীয় টেকসই উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে; দেশ ও জাতি পিছিয়ে পড়ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে হাদীস চর্চার পর্যালোচনায় দেখা গেছে, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগে গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হচ্ছে। তবে সিলেবাস ভিত্তিক পাঠনদান তুলনামূলক কম হয়। এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে যে, হাদীসের মূল ও ভাষ্যগ্রন্থ সিংহভাগ যেহেতু আরবী ভাষায় প্রণীত; ফলে যোগ্য শিক্ষার্থীদের অভাব এবং ক্ষেত্র বিশেষে কোনো কোনো সম্মানিত শিক্ষকের আন্তরিকতার সংকটে তা কাঙ্খিত মানে পৌঁছাচ্ছে না। অপরদিকে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম তথা ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া, ওয়েবসাইট, অ্যাপলিকেশন এবং বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ধরন, প্রকৃতি ও এর প্রভাব সম্পর্কে উপস্থাপিত হয়েছে। তাতে প্রচারমাধ্যমে যোগ্য ও উদারমানসিকতা সম্পন্ন হাদীসবিদ ও আলিমদের অভাবে তাদের নিজস্ব সংকীর্ণ মতবাদের বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। ফলে দর্শক-শ্রোতাদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়। সমাজে অশান্তি নেমে আসে। আর অ্যাপলিকেশন নির্মাতাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই বাণিজ্যিক মনবৃত্তির প্রমাণ মিলেছে।

গবেষণা নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করে। পুরাতন জ্ঞানকে নতুন ভাবে উপস্থাপন করে। তাই বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক গবেষণা শিরোনামে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। এটি একেবারেই নতুন গবেষণার ক্ষেত্র। তাই উক্ত বিষয়ে ইতিঃপূর্বে উল্লেখযোগ্য কোন কাজ না থাকায় কেবল প্রাথমিক তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে অনুসন্ধান কর্ম পরিচালনা করতে হয়েছে। এতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে দাখিলকৃত ৯০টি অভিসন্দর্ভের সন্ধান পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ০৮টি এম.ফিল ও ১৫টি পিএইচ.ডি., রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ০২টি এম.ফিল ও ১৩টি পিএইচ.ডি., চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ০২টি এম.ফিল

Dhaka University Institutional Repository

ও ০৪টি পিএইচ.ডি., ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৮টি এম.ফিল ও ১৮টি পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ রচিত হয়েছে। উল্লিখিত গবেষণাকর্মের পার্যালোচনা বর্তমান থিসিসে উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত অভিসন্দর্ভগুলোর মাধ্যমে হাদীস বিষয়ক অনেক অজানা তথ্য বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। তবে গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ ও মানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক থিসিসে উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন গবেষণা জার্নালে প্রকাশিত এ বিষয়ক ৬৯টি গবেষণা প্রবন্ধের পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে এবং ৩১টি প্রবন্ধের তালিকা উল্লিখিত হয়েছে; যেগুলোর কপি অনুসন্ধান চালিয়েও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশে বহু হাদীসবিশারদ এবং খ্যাতিমান আলিম সৃষ্টি হয়েছে। যারা মাতৃভাষায় হাদীস চর্চায় অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন এবং রাখছেন। হাদীস চর্চায় তাঁদের অবদান অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শক্রমে (১৯৫২-২০২১) পর্যন্ত প্রায় ১০০ জন হাদীসবিশারদের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য ও বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় তাঁদের অবদানের (হাদীস অধ্যাপনা ও প্রচার-প্রসার, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গ্রন্থ রচনা ও হাদীস শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন) পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়াও বাংলাদেশের সাতটি বিভাগভিত্তিক প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শিরোনামে প্রায় দুইশ জন বাংলাভাষী হাদীসবিশারদের তালিকা ও অতি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করা হয়েছে। এ পর্যালোচনা উঠে এসেছে, বাংলাভাষী অগণিত হাদীসবিদদের তাকওয়া, একনিষ্ঠতা, দুনিয়াবিরাগ ও দ্বীনের প্রতি প্রণান্ত ভালোবাসার কারণে তারা বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তে পবিত্র হাদীসের আলো ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন।

বাঙ্গালীদের বাংলা ভাষার প্রতি দরদ-ভালোবাসা নিরন্তর। সে ভালোবাসার টানে বাংলাভাষী হাদীসবিদগণ সুদূর আরবের আরবী ভাষার হাদীসশাস্ত্র ভাষান্তরের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় পঠন-পাঠন, শিক্ষাদান, গবেষণা, হাদীস গ্রন্থরাজির অনুবাদ, ওয়াজ-নসিহত, টকশো-লেখালেখি ইত্যাদির মাধ্যমে হাদীস প্রচার-প্রসারে প্রণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ কারণে হাজার হাজার মাইল দূরের নবী (সা.) এর বাণী (হাদীস) বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে বাংলা ভাষায় হাদীসশাস্ত্র অনুবাদ, সংকলন ও ভাষ্যগ্রন্থ রচনা যে হারে হচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে আরবী ভাষার পরে বাংলা ভাষা স্থান দখল করতে সক্ষম হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে বাংলা ভাষা যতদিন থাকবে, ততদিন এ ভাষায় হাদীস চর্চাও অব্যাহত থাকবে। আর এ ভাষায় যারা হাদীস চর্চায় জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের অবদান প্রতিটি বাঙ্গালির হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশমালা

"বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা (১৯৫২-২০১৫)" শিরোনামে উপস্থাপিত গবেষণার ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন, প্রত্যক্ষণ ও মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ধারাকে আরও সমৃদ্ধকরণ ও ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রসারের নিমিত্ত এবং অধিকতর কার্যকর ও প্রভাবক কৌশল উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে গবেষকের নিকট নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা সমূহ প্রতিয়মান হয়েছে। নিম্নে প্রস্তাবিত সুপারিশমালা ধারাবাহিকভাবে প্রদত্ত হলো–

১. বাংলা ভাষায় হাদীস সাহিত্য চর্চা, মানোন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও মৌলিকতা অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে সরকারি উদ্যোগে এমন একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান কিংবা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন; যাতে হাদীসের মূল আরবী ভাষ্য থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদের মৌলিকতা ও যথার্থতা তথা হাদীসের ভাষান্তরের ফলে মূল বক্তব্যের মধ্যে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে কী-না, ব্যাখ্যার প্রশস্ততা, ভাষাগত মাধুর্য ও বিভিন্ন মতবাদের সংকীর্ণতার উর্ধ্বে সর্বজনীনভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহকে উল্লিখিত সংস্থার সদস্য করা সম্ভব হয়।

২. উক্ত প্রস্তাবনা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের অধীন একটি স্বতন্ত্র্য অধিদপ্তর অথবা বিভাগের অধীন বাংলা ভাষায় ব্যাপকভাবে হাদীস সাহিত্য চর্চায় উৎসাহিত করণ, মানোন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও মৌলিকতা অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে তাদের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। যাতে তারা পুস্তকবাজারের অতি মুনাফালোভী ব্যবসায়িক মানসে প্রকাশিত মানহীন বা অপব্যাখ্যামূলক অনূদিত হাদীস গ্রন্থসমূহ প্রকাশের ক্ষেত্রে তদারকির দায়িত্ব পালন করতে পারে।

৩. নৈতিকতা সম্পন্ন আদর্শ জনসম্পদ গঠনের লক্ষ্যে শিক্ষা কারিকুলাম ও সিলেবাসে যুগের চাহিদার আলোকে স্কুল ও কলেজ পর্যায় শ্রেণিভিত্তিক হাদীস চয়ন এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় হাদীস কোর্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন; কারণ জনসচেতনতা কখনই নৈতিকতার ভিত্তি হতে পারে না। বরং কুরআন-হাদীসই কেবলমাত্র নৈতিকতার ভিত্তি। অতএব স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণি/কোর্স ভিত্তিক বাস্তবতার নিরিখে হাদীস চর্চা বৃদ্ধি করণের বিকল্প নেই।

৪. মাদরাসা শিক্ষা ধারায় আলিয়া মাদরাসার মূল কিতাব ভিত্তিক পাঠদান শক্তিশালী করণ এবং কওমী মাদরাসায় পাঠদান আরো যুগোপযুগী ও বাস্তবভিত্তিক করা প্রয়োজন।

৫. অভিজ্ঞ হাদীসবিশারদগণের মাধ্যমে হাদীস শাস্ত্রের শিক্ষকবৃন্দকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; যাতে তারা উন্নত পদ্ধতিতে পাঠদান নিশ্চিত করতে পারেন।

৬. বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় হাদীসভিত্তিক সাহিত্য নির্মাণে (কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও নাটক ইত্যাদিতে) অবদান রাখতে পারে এমন প্রতিভাবানদের খুঁজে বের করে সাহিত্য সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

৭. গণমাধ্যম বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার একটি সম্ভাবনাময়ী ক্ষেত্র। ফলে এ ক্ষেত্রে আলোচক হিসেবে উদার, মধ্যমপন্থী ও গভীর জ্ঞানের অধিকারীদের নির্বাচন করা প্রয়োজন।

৮. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের (ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি) প্রতি সিংহভাগ কিশোর ও যুব সমাজ আসক্ত। তাই তাদের আত্মিক চহিদা নিবারণে হাদীস ভিত্তিক বৈচিত্রময় ওয়েব সাইট ও অ্যাপ্স তৈরী করা এবং ব্যতিক্রমধর্মী বিভিন্ন আয়োজন উপস্থাপন করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৯. বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে হাদীস ভিত্তিক গবেষণার (এম.ফিল ও পিএইচ.ডি.) প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, একই শিরোনামে কিংবা নিম্ন মানের অনেকগুলো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে। তাই বিষয় নির্বাচন, গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন ও গবেষণার মানের ক্ষেত্রে গবেষক ও সম্মানিত তত্ত্বাবধায়কবৃন্দকে আরও গভীর ও দূরদৃষ্টি অবলম্বন করা প্রয়োজন।

১০. দেশের প্রায় পঁচানব্বই শতাংশ শিক্ষার্থী সাধারণ (স্কুল-কলেজে) শিক্ষাব্যবস্থায় অধ্যয়ন করলেও পর্যালোচনায় দেখা গেছে, এ ধারায় হাদীস চর্চা সবচেয়ে কম হয়; তাই ধারার করিকুলম ও সিলেবাসে পাঠ্য হাদীদের পরিমান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

১১. বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চাকে বিশ্বমানে উন্নীত করার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ উদ্যোগে "হাদীস বিশ্বকোষ" প্রকল্প গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

১২. বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে নানা ঘরানার আলিম-ওলামা ও হাদীসবিশারদ নিজস্ব মতাদর্শ ও দর্শনের ভিত্তিতে বক্তব্য উপস্থাপন করায় সাধারণ জনগণের মধ্যে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হয়। তাই এ বিষয়ে আলোচকদের প্রান্তিকতা পরিহার করে মধ্যমপন্থা, উদারতা ও সহনশীলতার প্রতিদৃষ্টি আকর্ষণ করে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা প্রদান করা উচিত।

১৩. প্রয়োজনীয় অনেক হাদীস গ্রন্থ এখনও অনূদিত হয়নি; তাই প্রকাশক ও অনুবাদকদের সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

১৪. রিজাল শাস্ত্র বিষয়ক কোন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়নি; তাই এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা এবং বিখ্যাত গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করা প্রয়োজন।

১৫. মাঠে-ময়দানে ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে কুরআন-হাদীস প্রচার ও চর্চারের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। ফলে এ ক্ষেত্রে ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে প্রচারিত হাদীসের জ্ঞানের বিশুদ্ধতা ও মানগত দিক যেন বজায় থাকে সে ব্যাপারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

১৬. সাধারণ জনগণের মাঝে প্রচলিত তা'লীম-তাবলীগের মাধ্যমে ব্যাপকহারে হাদীস চর্চা, প্রচার-প্রসার ঘটে; তবে এ ক্ষেত্রে (আলিমগণের) জ্ঞানীদের সার্বক্ষণিক সংস্পর্শ থাকা আবশ্যক, নতুবা সাধারণ মানুষ ভুলজ্ঞান কিংবা অপব্যাখ্যার কবলে নিপতিত হওয়ার আশংঙ্কা রয়েছে।

১৭. বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য উসুলূল হাদীস শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদকর্ম অপ্রতুল; তাই এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের অনুবাদ করে তা প্রকাশ করা একান্ত প্রয়োজন।

১৮. হাদীসের মূল ভাষ্য থেকে অর্থ বুঝতে ও সঠিক অনুবাদ-ব্যাখ্যা অবগত হতে আরবী ভাষা জানা আবশ্যক। এ কারণে হাদীস শিক্ষানুরাগীদের আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের নিমিত্ত সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে 'আরবী ভাষা কোর্স' প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

১৯. সর্বোপরি সরকারি কিংবা বেসরকারি উদ্যোগে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা ও উৎকর্ষ সাধনে "হাদীস গবেষণা ইনস্টিটিউট" করা খুবই প্রয়োজন এবং সময়ের দাবী।

উপরিউক্ত গবেষণার ফলাফলের পর্যালোচনায় প্রস্তাবিত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা গেলে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার মানোন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও গবেষণার ক্ষেত্রে এক নবদিগন্তের সূচনা হবে। সাথে সাথে বাংলাভাষীদের জন্য বর্তমান গবেষণাটি একটি কল্যাণকর কর্ম হিসেবে বিবেচিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

"বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা (১৯৫২-২০১৫)" শিরোনামের অভিসন্দর্ভটি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত ও বিন্যস্ত। যা ব্যাপক অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের ফলাফল। এতে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার বিকাশধারা, প্রণীত হাদীস গ্রন্থাবলী, প্রতিষ্ঠান ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ, প্রচারমাধ্যম, গ্রন্থ ও উচ্চতর গবেষণা, বাংলাভাষী হাদীসবিশারদের জীবনালেখ্য ও অবদান মূল্যায়ন করা হয়েছে।

হাদীস কুরআনের শাশ্বত ভাষ্য। শরীয়তের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। ইসলামী জীবন বিধান পরিপালনের জন্য হাদীসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নবী (সা.) এর জীবনাদর্শ (হাদীস) অনাগত মানবতার কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সাহাবা কিরামের যুগ হতে বর্তমান অবধি মুসলিম সমাজে এর প্রচার-প্রসার ও সংকলন-গ্রন্থবদ্ধ করণ, পঠন-পাঠন ও গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সংকলিত হাদীস গ্রন্থরাজি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। হাদীসবিদগণ হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে রচনা করেছেন উলূমুল হাদীস (উসূলুল হাদীস ও রিজাল শাস্ত্র) নামে দু'টি স্বতন্ত্র অভিজ্ঞান। হাদীসের মৌলিক সংকলনের বহু ভাষ্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে; আবার প্রণীত হয়েছে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত সংকলনও। এ ছাড়া হাদীস সংকলনের নানা দৃষ্টিকোণ থেকে রচনা শৈলীভেদে বিভিন্ন অভিধায় রচিত হয়েছে বৈচিত্রময় হাদীস গ্রন্থরাজি।

বাংলাদেশে কখন থেকে হাদীস শাস্ত্র চর্চা শুরু হয় তা নিশ্চিত করে না বলা গেলেও এটা অনেকটা নিশ্চিত যে, ১২০৪ সালে বাংলা বিজয়ী তুর্কি বীর ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে কুরআন-হাদীসের জ্ঞান সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন মাদরাসা, মসজিদ এবং খানকা নির্মাণ করেন। তারই ধারাবাহিকতায় এ বাংলায় সুলতান গিয়াস উদ্দীন ইওয়াজ খল্‌জী (প্রথম পর্বে গর্ভনর ১২০৮-১২১০খ্রি. এবং দ্বিতীয় পর্বে গর্ভনর ১২১২-১২২৭ খ্রি.), সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবন (১২৬৬ -১২৮৬ খ্রি.), সুলতান রুকন-উদ্দীন কাইকাউস (১২৯১-১৩০০ খ্রি.), সুলতান শামস-উদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৩০১-১৩২২ খ্রি.), সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৪-১৫১৯ খ্রি.) এবং সুবাদার শায়েস্তা খানের (১৬৬৪-১৬৮৮ খ্রি.) শাসন আমলে কুরআন-হাদীস চর্চার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। এর ফলে ত্রয়োদশ শতাব্দির সূচনা পর্বে রাজশাহীর মহিসুনে মাওলানা তকী উদ্দীন আরাবী (মৃ.১২৪০খ্রি.) প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাকে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশের) সবচেয়ে প্রাচীন হাদীস শিক্ষার বিদ্যাপীঠ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অনুরূপভাবে শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (রহ.) [মৃ.১৩০০খ্রি.] কর্তৃক বাংলার রাজধানী সোনারগাঁও এ প্রতিষ্ঠিত হাদীস চর্চা কেন্দ্রটি দ্বিতীয় মাদরাসা হলেও তা ব্যাপক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল।

যদিও এর ধারাবাহিকতা দীর্ঘ স্থায়ী হয়নি। কারণ এ দেশে হাদীস আগমন ও চর্চার যে সনদ (হাদীস বর্ণনার ধারাবাহিকতা) লক্ষ্য করা যায়, তাতে শায়খ শরফুদ্দীনের ধারাটি খুজেঁ পাওয়া যায় না; বরং পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা আলিয়া এর মাধ্যমে আলিয়া ধারা এবং দারুল উলূম দেওবন্দ ও মাযাহের উলূম সাহরানপুরের ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠিত কওমী ধারার মাধ্যমে হাদীসের যে সনদ বাংলাদেশে এসেছে তাই বর্তমান পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বাংলাদেশে যত সনদে (ধারাবাহিকতায়) হাদীস চর্চা হয় তার সিংহভাগ বা প্রায় সবই মিলিত হয়েছে শাহ ওয়ালী উল্লাহ দিহলাভী (রহ.) এর সাথে। অতএব ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস শাস্ত্রের সনদের মূল শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দিহলাভী (রহ.); যার পরম্পরায় হাদীসের সনদ বাংলাভাষী হাদীসবিশারদগণ বয়ে চলছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান গবেষণাকর্মটি যেহেতু বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা বিষয়ক, তাই বাংলা ভাষায় রচিত ও সংকলিত হাদীস গ্রন্থাবলীর অনুসন্ধান চালিয়ে এদের স্বরূপ, বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য বিচার করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় রচিত ও সংকলিত হাদীস গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনার সুবিধার্থে গ্রন্থগুলোকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে বাংলা ভাষায় সংকলিত ৭৯টি হাদীসগ্রন্থ; অনূদিত ১২৩টি হাদীসগ্রন্থ এবং ব্যাখ্যামূলক ১৪টি হাদীস গ্রন্থের পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়াও বাংলা ভাষায় উসূলুল হাদীস ও রিজাল শাস্ত্র বিষয়ক ৩৩টি গ্রন্থের পর্যালোচনা পঞ্চম অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলা ভাষায় অনূদিত হাদীস শাস্ত্রের সার্বিক মূল্যায়নে দেখা গেছে, অনূদিত হাদীস গ্রন্থের বড় একটি অংশ মানসম্পন্ন নয়। কারণ ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে নিম্ন মানের অনুবাদক কিংবা বাজারে টিকে থাকার মানসে অন্যদেরটা অনুসরণে তরিঘরি করে মানহীন অনুবাদ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। তাই প্রকাশনা জগৎ মনিটরিং করার জন্য একটি সংস্থা থাকা প্রয়োজন; যাদের অনুমোদন সাপেক্ষে মানসম্পন্ন গ্রন্থ প্রকাশিত হবে।

বাংলা ভাষায় বিভিন্ন ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাদীস শাস্ত্র চর্চা হয়ে থাকে। তন্মধ্যে রয়েছে আলিয়া ও কওমী মাদরাসা, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ধারা। ব্যানবেইসের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ২০১৫ সালে আলিয়া ধারার দাখিল স্তরে ৬৫৬৫টি; আলিম স্তরে ১৪৮০টি, ফাযিল স্তরে ১০৫৩টি এবং কামিল স্তরে ২২১টি মাদরাসাসহ মোট মাদরাসার সংখ্যা ছিল ৯৩১৯টি। তাতে ৩৯ লক্ষ ৫৩ হাজার শিক্ষার্থী বাংলা ভাষায় হাদীস অধ্যয়ন করে আসছে। অপরদিকে ১৩ হাজার ৯০২টি কওমী মাদরাসায় প্রায় ১৪ লক্ষ শিক্ষার্থী বাংলা ভাষায় হাদীস অধ্যয়ন করে আসছে। অনুরূপভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়া, জগন্নাথ, উন্মুক্ত ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও বাংলা ভাষায় হাদীস অধ্যয়ন, পঠন-পাঠন ও গবেষণাকর্ম অব্যাহত রয়েছে। উল্লিখিত শিক্ষাধারার প্রতিটি স্তরের সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত হাদীসের নির্ধারিত অংশ পর্যালোচনা করে দেখানো হয়েছে, কোন ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কী পরিমানে হাদীস চর্চা হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে হাদীসের সিলেবাস এবং হাদীস পঠন-পাঠন ও গবেষণা বৃদ্ধি করণের উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। তবে দেশের সিংহভাগ শিক্ষার্থীর বিদ্যাপীঠ স্কুল-কলেজ পর্যায়ে হাদীস চর্চার সুযোগ একেবারেই সীমিত ও সংকুচিত। এ জায়গাটায় বিশেষজ্ঞ মহলের বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এ ছাড়াও মসজিদ কেন্দ্রিক জুমআর খুৎবায় যোগ্য খতিবের অভাবে, বিভিন্ন সংগঠন-সংস্থা কর্তৃক দারসুল হাদীসের ক্ষেত্রে হাদীস শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধান না থাকায় এবং মাঠে-ময়দানে ওয়াজ-নসীহতের ক্ষেত্রে কোন পর্যায়ের ইলম (শিক্ষাগত যোগ্যতা) থাকলে তাতে যোগ্য বিবেচিত হবেন তার কোন নির্দেশনা না থাকার ফলে এ ক্ষেত্রগুলোতে হাদীস চর্চার মানের ব্যাপারে প্রশ্ন থেকেই যায়। তথাপিও এ ক্ষেত্রগুলিতেও সাধারণ জনগণের ব্যাপক অংশ গ্রহণে কুরআন-হাদীসের চর্চা হয়ে থাকে।

অপরদিকে প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় অবদান রাখছে। বর্তমানে তথ্য-প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের অবদানে ওয়েবসাইট ভিত্তিক বিভিন্ন লিংকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রায় সকল প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ আপলোড করা হয়েছে। তা ছাড়া হাদীস ভিত্তিক অ্যাপলিকেশন, ইউটিউব, ফেসবুক ইত্যাদিতেও যথেষ্ট পরিমানে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে নানা পদ্ধতিতে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা হলেও প্রকৃতিগত মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক গবেষণা (এম.ফিল ও পি.এইচ.ডি.) কার্যক্রম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোতে পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সরেজমিন পরিদর্শন করে বাংলা ভাষায় হাদীস বিষয়ক ৩৯টি এম.ফিল ও ৫৩টি পিএইচ.ডি.থিসিসের অনুসন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলোর পর্যালোচনা অভিসন্দর্ভের (সপ্তমঅধ্যায়ে) লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অবশেষে বাংলাভাষী প্রখ্যাত হাদীসবিশারদগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় তাঁদের অবদান প্রসঙ্গে আলিয়া, কওমী ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত প্রায় একশতজন হাদীসবিশারদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বাংলা ভাষায় হাদীসশাস্ত্র চর্চায় তাদের অবদান উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার পর্যালোচনা নির্ভর এ অভিসন্দর্ভ পাঠে পাঠকবৃন্দ হাদীসের পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, বাংলাদেশে ইসলামের আগমন এবং হাদীসশাস্ত্র চর্চার সূচনা ও বিকাশ; বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে হাদীস চর্চার বিকাশ ধারা, বাংলা ভাষায় হাদীস শাস্ত্রের মৌলিক, সংকলিত, অনূদিত, ব্যাখ্যাত গ্রন্থ (১৯৫২-২০২১) এবং বাংলাভাষী হাদীসবিশারদগণের হাদীস চর্চায় অবদান সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন ধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তির প্রভূত উন্নতির অবদানে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম তথা ইলেক্ট্রনিক-প্রিন্ট মিডিয়ার পাশাপাশি বাংলা ভাষায় অ্যাপলিকেশন-ওয়েবসাইট ভিত্তিক এবং বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হাদীস চর্চার যে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যাবে। তা ছাড়া উপস্থাপিত হয়েছে বাংলা ভাষায় হাদীসশাস্ত্র বিষয়ক গবেষণা প্রবন্ধ, এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. গবেষণা সম্পর্কিত বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা; যা পরবর্তী হাদীস গবেষকদের নতুন গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ অভিসন্দর্ভ থেকে অনেক অনুদ্‌ঘাটিত তত্ত্বের উন্মীলন ঘটবে এবং বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার উত্তরোত্তর উন্নতি সাধনের পথনির্দেশক হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশাবাদী।

বর্তমানে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ক্রমবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে তা আরবী ভাষার পরেই বিশ্ব দরবারে শীর্ষস্থান অর্জন করতে সক্ষম হবে। বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার সুদীর্ঘ ইতিহাসের পথপরিক্রমার বাকেবাকে আহরিত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে রচিত গবেষণাকর্মটি বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধনের পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এ অভিসন্দর্ভটি পাঠক-গবেষকদের সমবিব্যবহারের যে মেলবন্ধন সৃষ্টি করবে তা হাদীস গবেষণার নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন আমাকে ও পাঠকবৃন্দকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করেন এবং উক্ত গবেষণা সংশ্লিষ্ট সকলকে উভয় জাহানের অবারিত কল্যাণ দান করেন । আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

ক. আরবী

📖 পবিত্র কুরআন মাজীদ

১ . আত-তিরমিযী, ইমাম, আবু ঈসা ঃ *আস-সুনান*, সম্পা. আল্লামা আহমাদ মুহাম্মদ শাকির ও অন্যান্য, বৈরূত: দারু এহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, তা.বি,

২ . আত-ত্বহান, ড. মাহমুদ ঃ *তাইসিরু মুসতালাহিল হাদীস*, রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ লিন নাশরি ওয়াত তাওযীহ,সপ্তম সংস্করণ, ১৯৮৫ খ্রি.

৩. আবু দাউদ, ইমাম, সুলাইমান ইবন আশআস ঃ *সুনানু আবী দাউদ*, বৈরূত: দারুল ফিকর, তা.বি.

৪. আবূ যাহু, মুহাম্মদ ঃ *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন*, বৈরূত : দারুলকুতুবিলআরাবী, ১৪০৪/১৯৮৪খ্রি.

৫. আবু যাহু, মুহাম্মদ ঃ *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল আরাবী,১৪০৪/১৯৮৪খ্রি.

৬. আবু শোহবা, ড. মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ঃ *আল-ওয়াসাইত ফী উলুমি ওয়া মুসতালাহিল হাদীস*, কায়রো: মাকতাবাতুস সুন্নাহ, প্রথম সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.

৭. আবু হাইয়ান, মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ ঃ *তাফসীর বাহরুল মুহীত্ব*, খ.৫, বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৯২খ্রি.

৮. আয-যামাখশারী, আবুল কাসেম মাহমুদ ইবন ওমর ঃ *আল-কাশশাফ*, বৈরূত: দারুল ফিকর, তা.বি.

৯. আয-যাহাবী, ইমাম শামসুদ্দী ঃ *তাযকিরাতুল হুফফায*, বৈরূত: দারু কিতাবিল ইলমিয়্যাহ, খ.২, তা. বি

১০. আল-আনসারী, মুহাম্মদ ইবন আলী, ঃ *আল-মিসবাহুল মুদী*, বৈরূত : দারুল কুতুব, তা.বি.

১১. আল-আযীমাবাদী, শামসুল হক ঃ *আওনুল মাবুদ শরহু সুনানে আবূ দাউদ*, বৈরূত: দারুল কতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১৫হি., খ. ১২

১২. আল-আয়নী, আল্লামা বদরুদ্দীন ঃ *উমদাতুল কারী*, বৈরূত: দারুল ফিকর, খ.১, তা.বি.

১৩. আল-কাত্তানী, ঃ '*আর-রিসালাতুল মুস্তাতরাফা*, করাচী: নুর মুহাম্মদ তিজারতে কুতুব, তা.বি.,

১৪. আল-খতীব, ড. মুহাম্মদ আজ্জাজ, ঃ *উসুলুল হাদীস*, বৈরূত: দারুল ফিকর, সংস্ক.৪, ১৪০১ হি.

Dhaka University Institutional Repository

১৫. আল-খতীব, ড. মুহাম্মদ আজ্জাজ, ঃ *আস-সুন্নাহ কাবলা তাদবীন,* কায়রো: মাকতাবাতুল ওয়াহবাহ, সং.২, ১৯৮৮খ্রি.

১৬. আল-খাওয়ালী, মুহাম্মদ আব্দুল আযীয ঃ *মিফতাহুস সুন্নাহ*, মিসর : মাকতাবাতুল আরাবিয়্যাহ, ১৯২৮খ্রি.

১৭. আলবানী, শায়খ, মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, ঃ *আল-হাদীস হুজ্জিয়্যাহ*, কুয়েত: দারুস সালাফিয়্যাহ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.

১৮. আল-বুখারী, আবু আব্দিল্লাহ,মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, ঃ *সহীহুল বুখারী*, রিয়াদ : দারুল ইসলাম, ১৯৯৭ খ্রি./১৪১৭হি.

১৯. আল-সালিহ, ড. সুবহী ঃ *উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু*, বৈরূত : দারুল ইলম লিল মালাইন, সংস্ক.১৫শ,

২০. আল-হাকিম, আবু আব্দিল্লাহ ঃ *মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস*, কায়রো : মাকতাবাতু দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৩৮ খ্রি.

২১. আশ-শাফিঈ, মুহাম্মদ ইবন ইদরিস, ইমাম ঃ *কিতাবুর রিসালাহ*, সম্পা. আল্লামা আহমাদ মুহাম্মদ শাকির, মিসর মাতবাআতুল বাবি আল-হালাবী, ১৯৪০ খ্রি.

২২. আস-সাব্বাগ, ড. মুহাম্মদ ঃ *আল-হাদীস আন-নবভী মুস্তালাহুহু, বালাগাতুহু, কুতুবুহু*, বৈরূতঃ আল-মাকতাবতু আল-ইসলামী, সংস্ক.৪র্থ, ১৯৮২খ্রি.

২৩. আস-সাখাভী, শামসুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবন আ. রহমান ঃ *ফাতহুল মুগীস শরহু আলফিয়্যাতিল হাদীস*, লেবাননঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৩হি.

২৪. আসীর আদরাবী ঃ ফান্ন আসমাউর রিজাল, দেওবন্দঃ দারুল মুআল্লিফীন, ১৯৯৮খ্রি.

২৫. আস-সুয়ূতী, জালালুদ্দীন, আব্দুর রহমান ঃ *তাদরীবুর রাবী ফী শারহ তাকরীবির রাবী*, করাচী: মীর মুহাম্মদ কুতুব-খানা, ২য় সংস্ক., ১৩৯২হি.

২৬. ইবন আবদিল বার, ঃ *আল-ইস্তিয়াব*, খ.২, হায়দারাবাদঃ দাক্ষিণাত্য, ১২২৬ হি.

২৭. ইবনুল কাইয়্যিম ঃ *যাদুল মা'আদ ফী হাদয়ি খায়রিল'ইবাদ*, ভারত : মুখতার এন্ড কোম্পানী, ১৮৮০, খ. ৩

২৮. ইবন কাসীর, ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈ'ল ঃ *তাফসীরু কুরআনিল আযীম*, ১ম সং, খ.১, রিয়াদঃ মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১৪১২/১৯৯২

২৯. ইবন তাইমিয়া, আহমাদ ইবন আবদুল হালিম ঃ *মাজমুউল ফাতওয়া*, দারুল অফা, ২০০৫ খ্রি., সং.৩, খ. ১৮

৩০. ইবন যাকারিয়া, আবুল হাসান আহমদ ইবন ফারিস ঃ *মু'জামু মাকায়ীসিল লুগাহ*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৭৯ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

৩১. ইবন হাজার, আল'আসকালানী ঃ *তাহযীবুত তাহযীব*, খ.৭, পাকিস্তান: আব্দুত তাওয়াব একাডেমী, তা.বি.

৩২. ইবন হাজার, আল'আসকালানী ঃ *নুযহাতুন নযর*, রিয়াদ: মাকতাবা আল-মালিক ফাহাদ আল-ওয়াতিনিয়্যাহ, ২০০১খ্রি.

৩৩. ইবন হাযম ঃ *ফাদাইলুস সাহাবা*, মিসর : দারুল মা'আরিফ, তা.বি.

৩৪. ইবন হিব্বান, ইমাম মুহাম্মদ, আল-বুসতী, ঃ *আস-সিকাত*, সম্পা. আস-সায়্যিদ শরফুদ্দীন আহমাদ, বৈরূত : দারুল ফিকার, খ.১

৩৫. উসমানী, শিব্বীর আহমদ ঃ *ফতহুল মুলাহিম শরহু সহীহীল মুসলিম*, খ.১, করাচী : মাকতাবাতুল হিজায,তা.বি

৩৬. ওয়াহিদুজ্জামান, আল্লামা ঃ *লুগাতুল হাদীস*, ১ম খণ্ড, করাচী: কারখানা তিজারাতে কুতুব,তা.বি.

৩৭. কালাজী, ড. মুহাম্মদ রাওয়াস ঃ *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, করাচী : ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়্যাহ, তা.বি.

৩৮. খতিব, আল-বাগদাদী ঃ *আল-জামি'লি আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি*, মিসর : দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ, তা.বি.

৩৯. খতিব, আল-বাগদাদী ঃ *আল-কিফায়েতু ফি ইলমির রিওইয়াহ*, মদীনা মুনাওরাহ : আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.

৪০. খলীফা, হাজী ঃ *কাশফুয যুনুন*, খ.৬, বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৮২খ্রি.

৪১. দিহলবী, আব্দুল হক ঃ *আল মুকাদ্দামাহ*, লাহোর: মাকতাবাতুল মুসতাফায়ী তা.বি.

৪২. নওয়াবী, ইমাম ঃ *রিয়াদুস সালিহীন*, বৈরূত: দারুল ফিকার, তা.বি.

৪৩. নদভী, আব্দুল হাই ঃ *নুযহাতুল খাওয়াতির মা'আরেফুল আওয়ারেফ*, হায়দারাবাদ : দায়েরাতুল মা'আরেফ, তা.বি.

৪৪. নদভী, ড. তাকী উদ্দীন ঃ *ইলমু রিজালিল হাদীস*, লক্ষ্ণৌ: মাকতাবা ফিরদাউস, ১৯৮৫খ্রি.

৪৫. ফালাতা, ড. উমর ইবন হাসান ফালাতা ঃ *আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীস*, দামেশক: মাকতাবাতুল গাযালী, ১৯৮১খ্রি.

৪৬. মুসলিম, ইমাম, ইবন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী ঃ *সহীহ মুসলিম*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৮২, খ. ১

৪৭. মোল্লাজিওয়ান, শায়খ আহমাদ, ঃ *নূরুল আনোয়ার*, দেওবন্দ: আশরাফী বুক, তা.বি.

Dhaka University Institutional Repository

৪৮. রহমান, মাওলানা হিফযুর ঃ *আল-ইয়াকুত ওয়াল-জাওয়াহের*, ঢাকা: মাকতাবাতু শায়খিল ইসলাম, ২০২০খ্রি

৪৯. হারুন, মিযান ঃ *রিজালুন ছনাউত তারিখ ওয়া খদামুল ইসলামা ওয়াল ইলম ফি বাংগালাদেশ*, ঢাকা: দারুল বায়ান, ২০১৮খ্রি

খ. বাংলা

১. আকবর, চৌধুরী গোলাম ঃ সম্পাদিত, *লোক সাহিত্যে ইসলাম*, ইফাবা, ১৯৮৭ খ্রি. ঢাকা।

২. আজমী, মাওলানা নুর মুহাম্মদ ঃ *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, ঢাকা : এমদাদীয়া পুস্তকালয় (প্রা) লিঃ, পুনর্মুদ্রণ-২০০৮খ্রি.

৩. আনিসুজ্জামন, অধ্যাপক ঃ সম্পাদিত, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, খ.১, ঢাকা।

৪. আব্দুর রহীম, মাওলানা মুহাম্মদ ঃ *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা: খাইরুন প্রকাশনী, ১৯৭০খ্রি.

৫. আমিনুল ইসলাম, মাওলানা এস এম ঃ *বাংলার শত আলেমের জীবনকথা*, ঢাকা : বই ঘর, ২০১৪খ্রি.

৭. আলী, মুহাম্মদ ইলিয়াস ঃ *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, ১৯৯৯ খ্রি., ঢাকা।

৮. আব্দুল লতিফ, মাওলানা আবুল কালাম, মো, চৌধুরী ঃ *তারীখে ইলমুল হাদীস*, ঢাকা: সাউদিয়া কুতুবখানা, সংস্ক. ১, জানু. ১৯৯৭ খ্রি.

৯. আব্দুস সাত্তার ঃ *আলিয়া মাদ্রসার ইতিহাস*, মোস্তফা হারুণ অনূদিত,ঢাকা:ইফাবা, ২০১৫খ্রি., সংস্ক.৩

১০. আব্দুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ ঃ *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৮৬ খ্রি.

১১. আস-সিবাই, ড. মুস্তফা ঃ *ইসলামী শরীয়াহ ও সুন্নাহ*, এ.এম. এম.সিরাজুলইসলাম অনূদিত, ঢাকা: ই.ফা.বা, ১৯৯৮খ্রি.

১২. আহমদ, আলী ঃ *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জি*, বাংলা একাডেমী,১৯৮৫খ্রি, ঢাকা।

১৩. আহমদ, মাওলানা সৈয়দ রেজওয়ান ঃ *মাওলানা উবায়দুল হক রহ. জীবন ও কর্ম*, ঢাকা: মাকতাবাতুল হেরা, ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রি.

১৪. ইবন কাছীর , অনু.অধ্যাপক আখতার ফারুক ঃ *তাফসীরে ইবন কাছীর*, খ.১, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৮৮খ্রি.

১৫. ইহসান, মুফতি, আমীমুল ঃ *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা: কুতুব খানা রশিদীয়া, ১৪১১ হি.

Dhaka University Institutional Repository

১৬. ইহসান, মুফতি, আমীমুল ঃ *মীযানুল আখবার*, ঢাকা: আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৮৪ খ্রি.

১৭. ইয়াহইয়া, আবুল ফাতাহ মুহা. ঃ *হাদীস অধ্যয়নের মূলনীতি*, ঢাকা : মাকতাবাতুল আযহার, ২০০৯খ্রি.

১৮. এসহাক, ড. মোহাম্মদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়্যাহ অনূদিত, *ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান*, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৩ খ্রি.

১৯. করিম, আব্দুল ঃ *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯৯ খ্রি ঢাকা।

২০. করিম, ড. আবদুল ঃ *মক্কা শরীফে বাঙ্গালী মাদরাসা*, বাইতুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ১৯৮৭খ্রি., চট্টগ্রাম।

২১. ক্বাদেরী, ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম ঃ *শেরে মিল্লাত মুফতি মুহাম্মদ ওবাইদুল হক নঈম (রহ.) স্মারক গ্রন্থ*, ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন, ২০২০খ্রি., চট্টগ্রাম।

২২. খান, মোশাররফ হোসেন ঃ সম্পাদিত, *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮ খ্রি., ঢাকা।

২৩. খান, কে এম, রাইছুদ্দীন ঃ *বাংলাদেশের ইতিহাস পরিক্রমা*, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি,১৯৮৬খ্রি., ঢাকা।

২৪. চৌধুরী, ড.আব্দুল মমিন ঃ *প্রচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, মার্চ-২০০২ খ্রি., ঢাকা।

২৫. চৌধুরী, মাওলানা আবুল কালাম মো. আব্দুল লতিফ ঃ *তারীখে ইলমুল হাদীস*, ঢাকা: সাউদিয়া কুতুবখানা, সংস্ক.১, জানু. ১৯৯৭ খ্রি.

২৬. ছায়েনুদ্দীন, মাওলানা, ঃ *হযরত কাশিয়ানী হুজুরের জীবনী*, প্রকাশনার স্থান উল্লেখ নাই, ২০১১ খ্রি.

২৭. তাকি ওসমানি, জাস্টিস মুহাম্মদ ঃ *সুন্নাহর আইনগত মর্যাদা*, অনু. প্রফেসর ড. রহমান হাবিব, ঢাকা : বি.আই.আই.টি, ২০১৪ খ্রি.

২৮. তালিব, আব্দুল মান্নান ঃ *বাংলাদেশে ইসলাম*, খ.১, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮২খ্রি.

২৯. নেছার উদ্দিন, ড. আ. ই. ম. ঃ *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা: ইফাবা,২০০৫খ্রি.

৩০. ফরীদি, আব্দুল হক ঃ *মাদ্রাসা শিক্ষা: বাংলাদেশ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫খ্রি.

৩১. ফারুক, মুফতি আব্দুল্লাহ ঃ *আল্লামা আবুল হাসান যশোরী (রহ.) জীবন ও আদর্শ*, ঢাকা : কোহিনূর লাইব্রেরি, ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

৩২. মনসূর উদ্দীন, মুহাম্মদ ঃ *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, খ.২, ১৩৭১ সাল, ঢাকা।

৩৩. মমতাজ, মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমাদ ঃ *মাদরাসা-ই আলিয়ার ইতিহাস*, ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪খ্রি.

৩৪. মহীউদ্দিন, এ, কে,এম ঃ *চট্টগ্রামে ইসলাম*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৬খ্রি.

৩৫. মাহফুজ উল্লাহ, মোহাম্মদ ঃ *বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৬৫খ্রি.

৩৬. মোহাম্মদ যাকারিয়া, আবুল কালাম ঃ *বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ*, ঢাকা: শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮৪ খ্রি.

৩৭. রাজ্জাক, মো: আবদুর ঃ *বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জি*, ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশান্স, ২০০৩খ্রি.

৩৮. রফীকুল ইসলাম, মুফতী মুহাম্মদ ঃ *আলোর ঠিকানা*, ঢাকা: দারুন্নাজাত প্রকাশনী, ২০২০ খ্রি,

৩৯. রহমান, মাওলানা হাবীবুর ঃ *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী,২০০৯ খ্রি.

৪০. রহমান, মুহাম্মদ হাবীবুর ঃ *বং বঙ্গ বাঙ্গালা বাংলাদেশ*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ১৯৯৯খ্রি.

৪১. রহিম, ড. এম. এ. ঃ *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২ খ্রি.

৪২. সাইয়েদ, ড. আহসান ঃ *বাংলাদেশে হাদীছ চর্চার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, ঢাকা : এ্যাডর্ণ পাবলিকেশন্স, ফেব্রু. ২০০৬ খ্রি.

৪৩. সাত্তার, ড. মো: আবদুস ঃ *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব*, ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪ খ্রি.

৪৪. সিদ্দীক, আ. খ. ম আবু বকর ঃ *আল্লামা নিয়াজ মাখদূম খোতানী র.*, ঢাকা : দারুননাজাত প্রকাশনী, ২০১৪ খ্রি.

৪৫. হক, এযহারুল ঃ *হাযাতে মুফতী আযম*, চট্টগ্রাম: ফয়জিয়া কুতুব খান, ১৩৯৯ হি.

৪৬. হাই, আহসান, মুহাম্মদ আব্দুল ও সৈয়দ আলী ঃ *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ঢাকা: আহমাদ পাবলিশিং হাউস, ২০০৬খ্রি.

৪৭. হাসান, ড. এস. এম. ঃ *সোনারগাঁও*,ঢাকা:ইফাবা,১৯৮৯খ্রি.

৪৮. হেলাল, নাসির ঃ *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, যশোর: সীমান্ত প্রকাশনী, ১৯৯২খ্রি.

৫০. হোসেন, ড. মোহম্মদ বেলাল ঃ *উলূমুল হাদীছ*, রাজশাহী : সেন্টার ফর ইসলামিক রিসাচ, ২০০০খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

গ. উর্দূ

১. নদভী, সাইয়্যেদ সুলায়মান ঃ *আরব ও হিন্দ কে তাআল্লুকাত*, এলাহবাদঃ ১৯৩০খ্রি.

২. নদভী, আবুল হাসানাত আলী ঃ *হিন্দুস্থান কী কদীম ইসলামী দরস গাহি*, তা.বি

৩. নদভী-নু'মানী, শিবলী ও সুলাইমান ঃ *সীরাতুন নবী*, খ.০১, করাচীঃ দারুল ইশা'আত, ১৯৮৪খ্রি.

৪. নু'মানী, মুহম্মদ আব্দুর রশীদ ঃ *ইবন মাযাহ আওর ইলমে হাদীস*, করাচীঃ নূর মুহাম্মদ আসাহুল মাতাবি', তা.বি.

৫. বারানী, জিয়া উদ্দীন ঃ *তরীখ-ই- ফিরোজশাহী*, কোলকাতাঃ বিব্লো ইন্ডিকা সং কলিকাতা, ১৮৬২ খ্রি.,

৬. মিনহাজ-ই- সিরাজ ঃ *তবাকত-আল-নাসিরী*, সম্পা. ও অনু. এ কে এম জাকারিয়া, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩ খ্রি.

৭. সলিম, গোলাম হোসায়ন ঃ *রিয়াদুস সালাতীন*, বঙ্গানুবাদঃ *বাংলার ইতিহাস*, আকবর উদ্দীন অনূদিত, ঢাকা : ১৯৭৪ খ্রি

ঘ. ইংরেজি

1. Eliot and Dowson ঃ *History of India*, London:1869

2. lane, Edward william ঃ *An Arabic English lexican*, Par,-2 (Reiru, : 1980)

3. Jafar, S. M. ঃ *Education in Muslim India*, Delli: Idarah-i- Adabiyat-i Delli,1993

4. Karim, Dr. Abdul ঃ *Social History of the Muslim in Bengal*, Chittagong: Baitus Saraf Islamic Research Institute, 1985

5. Klein, Rev. F.A. ঃ *The Religion of Islam*, New delhi, Cosmo Publications, 1978.

6. Majumdear, R.C. ঃ *Arab Invansion of India*, Madraz,1931

7. Nurul Haqe, Muhammad ঃ *ArabRelationship with Bangladesh*, Dhaka: Dhaka University,1980

ঙ. অভিধান-বিশ্বকোষ

১. আনিস, ড. ইবরাহীম ও অন্যান্য ঃ *আল-মু'জামুল ওয়াসিত*, বৈরূত : দারুল হাদীস, ২য় সংস্করণ, তা.বি.

Dhaka University Institutional Repository

২. ইবন মানজুর, মুহাম্মদ ইবন মুকাররম আল-আফরিকী ঃ *লিসানুল আরব*, বৈরূত: দারু সাদির, প্রথম সংস্করণ, ২য় খণ্ড, তা.বি.

৩. ইলিয়াস, আনতুন ইলিয়াস ঃ *কামুস ইলিয়াস আল আসরী*, বৈরুত : দারুল জীল, ১৯৮৬ খ্রি.

৪. লুইস মালুফ ঃ *আল-মুনজিদ*, করাচী : দারুল ইশায়াত, ১৩৯৪ হি./১৯৭৪ খ্রি.

৫. সাদী আবূ জীব ঃ *আল-কামুসুল ফিকহী*, করাচী : ইদারাতুল কুরআন ওয়াল 'উলূমুল ইসলামিয়্যাহ,তা. বি.

৬. শরীফ, আহমাদ সম্পাদিত ঃ *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ-১৯৯২ খ্রি.

৭. সম্পাদনা পরিষদ ঃ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ.৩, ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৮৬খ্রি.

৮. সিরাজুল ইসলাম, সম্পাদিত, ঃ *বাংলাপিডিয়া*, খ. ৬, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০১১খ্রি.

৯. WH. Alten and Co ঃ *The Students Arabic English Dictionary*, London, 1884.

ঘ. পত্র-পত্রিকা

১. আমীন, মুহাম্মদ রুহুল, ঃ 'শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯২ ইং, ৩২ বর্ষ, ১ম ও ৪র্থ (একত্রিত) সংখ্যা

২. আলম, আখতারুল ঃ 'ইতিহাসের বাংলা : বাংলার ইতিহাস', ঢাকা : *দৈনিক ইত্তিফাক*, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৯খ্রি

৩. ইসলামাবাদী, মাওলানা আজিজুল হক ঃ *কওমী মাদরাসার ইতিহাস ঐতিহ্য ও অবদান*, দৈনিক ইনকিলাব, ২৮ অক্টোবর, ২০১৬

৪. কাফী, মাওলানা আব্দুল্লাহিল ঃ সম্পাদিত, *মাসিক তর্জুমানুল হাদিছ*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৪৯খ্রি., পাবনা।

৫. খান, মাওলানা মুহিউদ্দীন ঃ 'বাংলাদেশে ইসলাম', *মাসিক মদীনা*, জানু-১৯৯২খ্রি., ঢাকা।

৬. নদভী, সায়্যিদ সোলায়মান, সম্পাদিত, ঃ *মা'আরেফ* (উর্দু মাসিক পত্রিকা), আজমগড়: খ. ২২শ, সং. ৫

৭. জালালাবাদী, আবদুল্লাহ বিন সাঈদ,আল-আযহারী ঃ 'বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চা', *মাসিক অগ্রপথিক*, জুলাই, ১৯৯৮খ্রি., ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

৮. মাওলানা আজিজুল হক ঃ 'কওমী মাদরাসার ইতিহাস ঐতিহ্য ও অবদান', *দৈনিকইনকিলাব*, ২৮অক্টোবর, ২০১৬ খ্রি.

৯. রইছ, আ.ন.ম উদ্দীন ঃ *বাংদেশে ইসলামের আবির্ভাব*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, ২৭বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৭

১০. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ঃ *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ গবেষণা পত্রিকা*, ১৪শ খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে, ইবি

ঙ. বার্ষিকী/স্মরণিকা

১. আবু মুসা ঃ মাওলানা মুহাম্মদ সম্পাদিত, *আল্লামা ইসহাক ফরিদী (রহ.) স্মারক গ্রন্থ*, শেখ জনুরুদ্দীন (রহ.) দারুল কুরআন চৌধুরী পাড়া মাদরাসা, ২০০৫ খ্রি., ঢাকা।

২. আব্দুল্লাহ, মুফতী ঃ *শতবর্ষ পুর্তি স্মারক*, জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া ব্রাহ্মণ বাড়িয়া, ২০১৫খ্রি.

৩. আব্দুল মালেক, মাওলানা, সম্পাদিত, ঃ *বন্ধন*, জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়ার তাকমিল জামাত ২০০২ সালের বিদায়ীদের ফুযালা স্মারক, ঢাকা।

৪. আব্দুল কাদির, মুহাম্মদ, ঃ *বিদায়ী পয়গাম*, জামিয়া আরাবিয়া আশরাফিয়া, ১৯৯৬খ্রি., মোমেনশাহী।

৫. আলম, মুহাম্মদ আসাদুল ঃ *মাওলানা আতাহার আলী স্মরণিকা*, আল জামিআ আল ইসলামিয়া, মোমেনশাহী। ১৯৯৭ খ্রি.,

৬. ইসলাম, মাও: নজরুল ও অন্যান্য সম্পাদিত ঃ *স্মারক গ্রন্থ*, আল্লামা আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া (রহ.) ফাউন্ডেশন, ২০১৯খ্রি., ঢাকা।

৭. ইয়াহইয়া , মাওলানা,আবুল ফাতাহ মুহা. ঃ মাওলানা আবুল ফাতাহ সম্পাদিত, *শাইখুল হাদীস আল্লামা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ রহ. স্মারক গ্রন্থ*, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ২০১৭,ঢাকা।

৮. তাকমিল বিদায়ী ছাত্রবৃন্দের ডায়েরী ঃ *আল-মাহমুদ*, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া, যাত্রাবাড়ি, ২০২০খ্রি., ঢাকা।

৯. দাওরায় হাদীস সমাপনী ছাত্রবৃন্দ ঃ *আল ইমদাদ*, জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ, ২০১৯খ্রি., ঢাকা।

১০. দাওরায়ে হাদীস স্মৃতি স্মারক ২০১৫-১৬ ঃ *আন-নুকাবা*, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, আলী এন্ড নূর রিয়েল এস্টেটে, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

১১. বাংলাদেশ ইসলামিক স্টাডিজ ফোরাম	ঃ	ড. কাফিলুদ্দীন সালেহীকে *সংবর্ধনা স্মারক*, ২৬ ফেব্রুয়ারি,২০২১ খ্রি.
১২. মুহাম্মদ মাহদী হাসান সম্পাদিত	ঃ	*স্মৃতিস্মারক*-২০১২ (কামিল হাদীস) দারুরনাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, সেপ্টেম্বর-২০১২,ঢাকা।
১৩. মুহিউদ্দীন বিন নূর সম্পদিত	ঃ	খতমে বুখারী *স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা: দারুন্নাজাত প্রকাশনী, সংস্ক.১, ২০১৫খ্রি. ।
১৪. সম্পাদনা পরিষদ	ঃ	*ফুযালা সম্মেলন স্মারক*-২০১৯, জামিয়া ইসলামিয়া লালমাটিয়া, ২০১৯খ্রি. ,ঢাকা।

চ) ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগযোগ মাধ্যম

১. https://www.hadithbd.com/

২. http://ihadis.com/

৩. https://www.tauhiderdak.com/2020/12/bishoy-vittik-quran-hadis-pdf.html

৪.https://islamiboipdf.blogspot.com/

৫.https://www.islamicboisomahar.in/

৬.https://sites.google.com/site/islamictune/hadisa-h

৭. https://www.facebook.com/sheikhahmadullahofficial

৮. https://www.facebook.com/mizanurrahmanazhariofficial

৯. https://www.facebook.com/sheikkaziibrahim/

১০. https://www.facebook.com/groups/Minbarbd

১১. https://www.facebook.com/groups/206813636622922

১২. https://www.facebook.com/rezaulkarimabrar221

১৩. https://www.facebook.com/abbasimonjiljoinpur

১৪. https://www.facebook.com/Dr.KhandakerAbdullahJahangir

১৫. https://www.facebook.com/MuftiShafiQasemi

১৬. https://www.youtube.com/channel/UCuxth2BimHUigZ344JhcFPw

১৭. https://www.youtube.com/channel/UCxStLx7yb96MGBfIMo20x7Q

১৮. https://www.youtube.com/c/SunnahTrust/playlists

১৯. https://www.youtube.com/channel/UCm4AMY84K_X6TF0ddmKWbvw

২০. https://www.youtube.com/channel/UCddNPYT4rLd8nTgI5cQFvEw/videos

২১. https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia/videos